শ্রীশ্রীপদ-কল্প-তরু।

[তৃতীয় খণ্ড]

চতু[illegible]খা

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় [illegible]ক

সম্পাদি[illegible]

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিকেশন্ সোসাইটি লিমিটেড্

বা

ভারত-গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি লিমিটেড কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১৭নং মদন মিত্রের লেন্, "বেঙ্গল প্রেসে"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৪ সন।

সূচীপত্র।

চতুর্থ শাখা।

প্রবাস।

প্রথম পল্লব।

অদূর প্রবাস।

দূর প্রবাস।

দ্বিতীয় পল্লব।

ভাবী বিরহ।

তৃতীয় পল্লব।

ভবদ্বিরহ।

চতুর্থ পল্লব।

ভূত বিরহ।

পঞ্চম পল্লব।

দিব্যোন্মাদ।

ষষ্ঠ পল্লব।

সপ্তম পল্লব।

অষ্টম পল্লব।

নবম পল্লব।

দশম পল্লব।

একাদশ পল্লব।

দ্বাদশ পল্লব।

ত্রয়োদশ পল্লব।

চতুর্দ্দশ পল্লব।

পঞ্চদশ পল্লব।

ষোড়শ পল্লব।

সপ্তদশ পল্লব।

অষ্টাদশ পল্লব।

ঊনবিংশ পল্লব।

বিংশ পল্লব।

একবিংশ পল্লব।

দ্বাবিংশ পল্লব।

ত্রয়োবিংশ পল্লব।

চতুর্ব্বিংশ পল্লব।

পঞ্চবিংশ পল্লব।

ষড়্বিংশ পল্লব।

সপ্তবিংশ পল্লব।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ।

অষ্টাবিংশ পল্লব।

শ্রীরাধার রূপ।

ঊনত্রিংশ পল্লব।

বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-সংবাদ।

অষ্ট-কালীয়-নিত্য-লীলা।

ত্রিংশ পল্লব।

একত্রিংশ পল্লব।

দ্বাত্রিংশ পল্লব।

ত্রয়স্ত্রিংশ পল্লব।

চতুস্ত্রিংশ পল্লব।

পঞ্চত্রিংশ পল্লব।

ষট্‌ত্রিংশ পল্লব।

অনুবাদ-প্রকরণ।

প্রাতঃকাল-লীলা—

পল্লব ও পদাবলির সংখ্যা।

পদকল্পতরুর অনুবাদ-প্রকরণে যে পদ-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত বটতলার মুদ্রিত পুস্তক ও আমাদিগের পুস্তকের পদ-সংখ্যার আপাততঃ অনেক অনৈক্য দৃষ্ট হইবে। বৈষ্ণব দাস লিখিয়াছেন যে, পদকল্পতরুতে সর্ব্বসাকল্যে তিন হাজার এক শত একটি পদ আছে;—কিন্তু আমাদের পুস্তকে তিন হাজার তেইশটীর অধিক পদ নাই। বটতলার মুদ্রিত পুস্তকের পদ-সংখ্যা ও এইরূপই হইবে। ইহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, প্রাচীন পদকল্পতরু গ্রন্থের অনেকগুলি পদ বটতলার পুস্তকে ও আমাদিগের সংস্করণে পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। যে কারণে পদ-সংখ্যার এইরূপ অনৈক্য ঘটিয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

চতুর্থ শাখার নবম পল্লবে দ্বাদশমাসিক বিরহ (অর্থাৎ বারমাসী) বিষয়ক পদাবলি সংগৃহীত হইয়াছে; বৈষ্ণবদাসের গণনানুসারে নবম পল্লবে ৮৭টী পদ আছে; বটতলার পুস্তকে ও আমাদের সংস্করণে সেই স্থলে মোটে ২১টি পদ দৃষ্ট হইবে; ইহার কারণ এই যে, বৈষ্ণবদাস দ্বাদশমাসিক বিরহের পদ গুলিতে প্রত্যেক মাসের বিরহ-বর্ণনকে এক একটী স্বতন্ত্র পদ গণনা করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার পদ-সংখ্যা অনেক বেশী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বারমাসীর প্রত্যেক মাসের বর্ণনার অন্তে সুবিধার জন্ত বন্ধনীর মধ্যে এক দুই করিয়া সংখ্যা দিয়াছি কিন্তু পদগণনায় প্রত্যেক বারমাসীকে একটী পদ বলিয়া ধরা হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকের নবম পল্লবের যে কোন পদ পরিত্যক্ত

হয় নাই—তাহা আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পদগণনার বিভিন্ন পদ্ধতি বশতই এইরূপ অনৈক্য হইয়াছে। প্রত্যেক বারমাসী এক একটি পদ বলিয়া ধরিলে ঐরূপ ৮৭ টি পদ নবম পল্লবে থাকা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া পড়ে; বৈষ্ণবদাস গ্রন্থসমাপ্তিতে লিখিয়াছেন,—

"যত পদ তত পত্র পল্লবে জানিবে।"

প্রাচীনগণের সেই সুপুষ্ট হস্তাক্ষরে এক একটি পদ এক একটি পত্রে লিখিত হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু বারমাসীর পদের ন্যায় সুদীর্ঘ এক একটি পদ এক একটি পত্রে লিখা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়; আর তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, বটতলার পুস্তক ও আমাদিগের দৃষ্ট প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকে আন্দাজ সাধারণ ৭৯২টি পদের সমপরিমাণ ৬৬টি সুদীর্ঘ পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে! ইহা কোন রূপেই বিশ্বাস্য নহে। এইরূপে বৈষ্ণবদাস ষড়বিংশ-পল্লবে জয়দেবকৃত দশাবতার-স্তোত্রটিকে সম্ভবতঃ দশটি পদ গণনা করিয়াছেন।

পদকল্পতরু গ্রন্থে পদ পরিত্যক্ত না হইলেও অনেক স্থলেই পদাবলির ও পল্লবের সংখ্যানির্দ্দেশ সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ দৃষ্ট হয়। পদকল্পতরুর অনুবাদ-প্রকরণে লিখিত আছে—

"ষড়্‌বিংশে বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
ইহা সবার গুণ কিছু আছয়ে প্রকাশ॥"

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বটতলার মুদ্রিত পুস্তকের ষড়্‌বিংশ পল্লবে

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বৃত্তান্ত দেখিতে না পাইয়া উক্ত পুস্তকের অসম্পূর্ণতা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বের প্রতি বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ অনাদর দেখিয়া বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আপাততঃ অনেক পাঠকেরই এইরূপ ভ্রম হইতে পারে;—বস্তুতঃ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-সংবাদ পদকল্পতরুতে পরি-ত্যক্ত হয় নাই; উহা মুদ্রিত পুস্তকের উনত্রিংশ পল্লবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কতকগুলি পদ বিপর্য্যস্তভাবে সন্নিবেশিত হওয়া অপেক্ষা অনুবাদ-প্রকরণে পল্লবের নামনির্দ্দেশে লেখকগণের ভুল হওয়া অধিক সম্ভবপর বলিয়া আমরা অনুবাদ-প্রকরণদর্শনে পদাবলির প্রচলিত সন্নিবেশ-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করি নাই। ফলতঃ আমাদিগের বিবেচনায় পদকল্পতরুর পদাবলি বহুকাল হইতে যে ভাবে সন্নিবেশিত হইয়া ভক্তমণ্ডলীকর্ত্তৃক অধীত হইয়া আসিতেছে কোনও অনিবার্য্য কারণ ভিন্ন তাহার ব্যতিক্রম করা সঙ্গত নহে।

অনুবাদ প্রকরণের সহিত গ্রন্থের পল্লব ও পদাবলির সংখ্যাদির এইরূপ আপাত-বৈষম্য দৃষ্ট হওয়ায় আমরা পাঠক-গণের সুবিধার জন্য প্রত্যেক শাখার সুবিস্তৃত সূচীপত্র প্রকাশ করিলাম। মুদ্রিত পুস্তকের পল্লব ও পদাবলির সংখ্যাদির সহিত অনুবাদ-প্রকরণের যে বৈষম্য দৃষ্ট হয় আমরা পরিশিষ্টে তাহার সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশ্রীপাদ-কল্প-তরু।

চতুর্থ-শাখা।

অথ প্রবাসঃ। তল্লক্ষণং উজ্জ্বলনীলমণৌ যথা।

পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥
তজ্জন্যবিপ্রলম্ভো যঃ প্রবাসত্বেন কথ্যতে।
সুদূরাদ্দূরতশ্চৈব দ্বিবিধশ্চ স চ ক্রমাৎ॥

অদূরপ্রবাসো যথা।

কালিয়দমনং গোষ্ঠৌ নন্দমোক্ষস্তথৈবচ।
কার্য্যানুরোধে রাসে চাপ্যন্তর্দ্ধানং বিদাং মতঃ।

আদৌ কালিয়দমনং

যথা শ্রীদশমে।

আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্ব্বে বৈ পশুবৃত্তয়ঃ।
নির্জগ্মূর্গোকুলাৎ দীনাঃ কৃষ্ণ-দর্শন-লালসাঃ॥

তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

ধানশী।

গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেমে গর গর
ভ্রময়ে যমুনা-তীরে।
কৃষ্ণদাস সহ পূরব রভস-
ধাম দেখিয়া ফিরে॥

দেখিতে দেখিতে উনমত-চিতে
ভ্রমিতে মোহন বন।
কৃষ্ণদাস কহ হোর কালিদহ
আগে কর দরশন॥

এই ত কদম্ব তরুর উপরে
চড়িয়া দিলেন ঝাঁপ।
এথা শিশুকুল কান্দিয়া আকুল
সুরগণ হেরি কাঁপ॥

ব্রজপুরে কত দেখি উতপাত
যতেক বরজ-বাসী।
নন্দ যশোমতী হৈয়া উনমতি
কান্দিয়ে এথায় আসি॥

গোপ গোপীগণ করয়ে রোদন
লোটায় অবনী মাঝ।
ব্রজ-বালিকুল হেরিয়া আকুল
উঠিলা নাগর-রাজ॥

এ কথা শুনিয়া বিভোর হইয়া
পড়িলা শ্রীগৌরহরি।
পুলকে পূরল সব কলেবর
ভূমে যায় গড়াগড়ি॥

কাহাঁ মোর মাতা শ্রীদামাদি সখা
কাহাঁ মোর গোপীগণ।
ইহা বলি কান্দে থির নাহি বান্ধে
মাধব আকুল মন॥১॥১৫৮৩॥

সিন্ধুড়া।

কালিন্দীর এক দহে কালী নাগ তাহা রহে
বিষ-জল দহন সমান।
তাহার উপরে বায় পাখী যদি উড়ি যায়
পড়ে তাহে তেজিয়া পরাণ॥

বিষ উথলিছে জলে প্রাণী যায় যদি কূলে
জলের বাতাস পাঞা মরে।
স্থাবর জঙ্গম যত কূলে মরিয়াছে কত
বিষ-জ্বালা সহিতে না পারে॥

দেখি যদুনন্দন দুষ্ট-দর্প-বিনাশন
উঠিলেক কদম্বের ডালে।
তাহার উপরে চড়ি ঘন মালশাট মারি
ঝাঁপ দিলা কালীদহ-জলে॥

দেখিয়া রাখালগণ কান্দিয়া আকুল মন
পড়ে সবে মূরছিত হৈয়া ।
ফুকরি শ্রীদাম কান্দে কেহ থির নাহি বান্ধে
ক্ষণেকে চেতন সবে পাঞা ॥

কি বলি যাইব ঘরে কি বলিব যশোদারে
ধেনু বৎস কান্দে উভরায় ।
শুনিতে এ সব বাণী পাষাণ হইল পানী
মাধব অবনী গড়ি যায় ॥২॥:৫৮৪॥

গান্ধার ।

দিবসে আন্ধার গোকুল নগর
সঘনে কাঁপয়ে মহী ।
রুধির বরিখে নয়ান-নিমিখে
সবাই হেরয়ে অহি ॥

নন্দ যশোমতী গোপ গোপী তথি
বিচার করয়ে মনে ।
বলরাম বিনে সখাগণ সনে
কানাই গিয়াছে বনে ॥

যশোমতী কহে দারুণ স্বপন
দেখিনু রজনী-শেষে ।
আমার গোপালে ভুজঙ্গে বেড়ল
জারল বিষম বিষে ॥

ব্রজ-বাসী কিবা বাল বৃদ্ধ যুবা
শুনিয়া চলিলা ধাই ।
যাঁহা শিশুগণ করয়ে রোদন
তাঁহাই মিলিলা যাই ॥

ঝাঁপ দিলা জলে শুনিয়া সকলে
বালকগণের মুখে ।
অবনী মাঝারে মুরছি পড়য়ে
মাধব কান্দয়ে দুখে ॥৩॥১৫৮৫॥

পাহিড়া ।

কান্দে ব্রজেশ্বরী উচ্চৈঃ-স্বর করি
কোথা রে গোকুল-চন্দ্র ।
ভুলি কার বোলে ঝাঁপ দিলা জলে
ভুজগে হইলা বন্ধ ॥

অপুত্রক হৈয়া মন্দির লইয়া
আছিনু পরম সুখে ।
পুত্র হৈয়া তুমি জঠরে জনমি
শেল দিয়া গেলা বুকে ॥

নিদারুণ বিধি যে বাদ সাধিলা
বিচারিলা অদভুত ।
কি দোষ পাইয়া লইলা কাড়িয়া
আমার সোণার সুত ॥

শিরে কর হানে বিষ-জল-পানে
সঘনে ধাইয়া যায় ।
দুবাহু পসারি বলরাম ধরি
প্রবোধ করয়ে তায় ॥

নন্দঘোষ কান্দে থির নাহি বান্ধে
ভূমে পড়ি মুরছায় ।
গোপগণ তাহা হেরিয়া কান্দয়ে
মাধব প্রবোধে তায় ॥৪॥১৫৮৬॥

শ্রীরাধিকা-বিলাপো যথা ।

তথা রাগ ।

সহচরী সঙ্গে রাই ক্ষিতি লুঠই
ক্ষণহি ক্ষণহি মুরছায় ।
কুন্তল তোড়ি সঘনে শির হানই
কো পরবোধব তায় ॥

হরিহরি কি ভেল বজর নিপাত ।
কাঁহে লাগি কালিন্দী- বিষ-জলে পৈঠল
সো মঝু জীবন-নাথ ॥

চৌদিশে সবহুঁ রমণীগণ রোয়ত
লোরহিঁ মহী বহি যায় ।
বিগলিত ভূষণ সরম সব তেজল
ঘন রোয়ত উতরায় ।

বিষ-জল-পানে ছুটই কোই লুঠই
কোই না বান্ধই কেশ।
মাধবদাস সবহুঁ পরবোধই
গদগদ বচন বিশেষ ॥৫॥১৫৮৭॥

তথা রাগ।

ব্রজ-বাসিগণ কান্দে ধেনু বৎস শিশু।
কোকিল ময়ূর কান্দে যত মৃগ পশু ॥
যশোদা রোহিণী দেহ ধরণে না যায়।
সবে মাত্র বলরাম প্রবোধে সবায় ॥
নন্দ উপনন্দ আদি যত গোপগণ।
ধাইয়া চলয়ে বিষ করিতে ভক্ষণ ॥
শ্রীদাম সুদাম আদি যত সখাগণ।
সবে বলে বিষ-জল করিব ভক্ষণ ॥
বলরাম রাখে সবায় প্রবোধ করিয়া।
এখনি উঠিছে কালী-দমন করিয়া ॥৬॥১৫৮৮॥

সুহই।

ব্রজ বাসিগণ-জীবন-শেষ।
দেখিয়া উঠিলা নটন-বেশ ॥
কালিয়-ফণায় নটন-রঙ্গ।
হেরি জনু তনু জীবন-সঙ্গ ॥
মরণ-শরীরে আইল প্রাণ।
হেরিয়া ঐছন সবহুঁ মান ॥

ফণায় ফণায় দমন করি ।
নটবর-ভঙ্গে নাচয়ে হরি ॥
ভাঙ্গিল দরপ ভুজগ-ঈশ ।
উগারে অনল সমান বিষ ॥
ফণি-মণিগণ পড়য়ে খসি ।
পূজয়ে চরণ-নখর-শশী ॥
নাগাঙ্গনাগণ করয়ে স্তুতি ।
শুনি ব্রজ-মণি হরষ-মতি ॥
ফণি-পতি অতি হইয়া ভীত ।
শরণ লইল চরণ নীত ॥
ফণি-পতিবরে অভয় করি ।
জল সঞে তীরে আইলা হরি ॥
মাতা যশোমতী লইল কোরে ।
মাধব ভাসয়ে আনন্দ লোরে ॥৭॥১৫৮৯॥

কালিয়স্য ফণ-রত্ন-কুট্টিমং কুট্টয়ন্ পদ-সরোজ-ঘট্টনৈঃ ।
মঙ্গলানি বিতনোতু তাণ্ডব-পণ্ডিতস্তব শিখণ্ড-শেখরঃ ॥

তিরোতা ধানশী ।

ব্রজ-নিজজন হেরি আনন-চন্দ ।
হেরই ভুখল চকোরক ছন্দ ॥
কাহুঁক বয়ানে না নিকসয়ে বাত ।
কর-সরসীরুহে মাজই গাত ॥
বিষ-জলে জনু তনু দাহন ভেল ।
ব্রজ-প্রেমামৃতে শীতল কেল ॥

যৈছন যাহে করই সম্ভাষ।
সবহুঁ আলিঙ্গয়ে গদ গদ ভাষ ॥
সহচরীগণ লোচন ভরি দেখ।
ঈষদবলোকনে করু অভিষেক ॥
পূরল মনোরথ দরশ-রস-পানে।
আনন্দে সুবদনী আপনা না জানে ॥
দ্বিজকুল আকুল আনন্দে ভাষ।
নিরখি নিরাপদ মাধবদাস ॥৮॥১৫৭০॥

ইত্যাদি কালিয়দমনং।

অথ গোষ্ঠ-জনিত-বিয়োগঃ ॥

নিজ-মন্দিরে ধনী বৈঠল বিরহিণী ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তানি বহূনি পদানি জ্ঞেয়ানি।

অথ নন্দমোক্ষোযথা শ্রীদশমে।
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতং।
তদন্তিক-গতো রাজন্ স্বনাম-ভয়দো হরিঃ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

তথা রাগ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে গোরা যমুনার কূলে।
কৃষ্ণদাস কোলে করি ভাসে প্রেম-জলে ॥
কৃষ্ণদাস বলে হের দেখ নন্দঘাট।
বরুণে হরিয়া নন্দ নিল নিজ পাট ॥
পিতার উদ্দেশে কৃষ্ণ জলে প্রবেশিলা।
গোপ-গোপীগণ হেরি কান্দিতে লাগিলা ॥

শুনি গোরাচাঁদের ধারা বহে দুনয়নে ।
সেই ভাবাবিষ্ট হৈয়া কান্দেন আপনে ॥৯॥১৫৯১॥

শ্রীগান্ধার ।

একাদশী করি নিশি-অবশেষে
স্নানে গেলা ব্রজ-পতি ।
জলের মাঝারে বরুণের চরে
নন্দের হরিল তিথি ॥
এ বোল শুনিয়া নন্দের নন্দন
পিতার উদ্দেশ লাগি ।
জলে ঝাঁপ দিয়া বরুণ নিয়ড়ে
গেলা মনে দুঃখ জাগি ॥
তাহা শুনি ধনী রাই সুবদনী
মরমে পাইয়া দুখ ।
হা নাথ বলিয়া কান্দে ফুকরিয়া
না দেখিয়া চাঁদ-মুখ ॥
ব্রজ-বাসিগণ করয়ে রোদন
ক্ষিতি-তলে লোটাইয়া ।
বিষাদ ভাবিয়া উদ্ধব দাসের
বিদরিয়া যায় হিয়া ॥১০॥১৫৯২॥

কানেড়া ।

নীরাধিপ-ভৃত্য-রূপ । হরল নন্দ ব্রজক ভূপ ॥
ঐছন শুনি গোপ-শূর । ত্বরিতে আইলা বরুণ-পুর ॥
হেরি বরুণ চরণে গীর । ধূলি লুঠয়ে ধূসর শির ॥

সিংহাসন দেই তাহি। পূজল কত অবধি নাহি॥
তাত লেই চলল পুর। ব্রজ-জন-ত্রুখ গেও দূর॥
জীবন পাই নন্দ-রাণী। প্রেমে বিভোর কিছু না জানি॥
ব্রজ-ভূপতি চমক পাই। নিজগণে সব কহল যাই॥
গোপীগণ পাওল সুখ। টুটল নব বিরহ দুখ॥
আনন্দে ব্রজ-লোক ভাস। হেরত সুখে মাধব দাস॥১১॥১৫৯৩॥

ইত্যাদি নন্দহরণং।

অথ কার্য্যানুরোধোযথা।

কৃষ্ণ-শূন্য-বনং গত্বা সূর্য্যে মূর্দ্ধি স্থিতেহপি চ।
তন্বেতোমূর্চ্ছিতা রাধাকথয়ৎ স্বসখীং প্রতি॥

তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

পাহিড়া।

গোরা গেলা পূর্ব্বদেশ নিজগণ পাই ক্লেশ
বিলাপয়ে কত পরকার।
কান্দে দেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া শুনিতে বিদরে হিয়া
দিবসে মানয়ে অন্ধকার॥
হরিহরি গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ নাহি সহে।
পুন সেই গোরা-মুখ দেখিয়া ঘুচিবে দুখ
এমন পরাণ যদি রহে।ধ্রু॥
শচীর করুণা শুনি কান্দয়ে অখিল প্রাণী
মালিনী প্রবোধ করে তায়।
নদীয়া-নাগরীগণ কান্দে তারা অনুক্ষণ
বসন ভূষণ নাহি ভায়॥

সুরধুনী-তীরে যাইতে দেখিব গৌরাঙ্গ পথে
কত দিনে হবে শুভদিন।
চাঁদ-মুখের বাণী শুনি, জুড়াবে তাপিত প্রাণী
গোবিন্দ ঘোষের দেহ ক্ষীণ ॥১॥১৫৯৪॥

তত্র কার্য্যানুরোধেন
শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরাগমনাদিনা দূর-প্রবাসঃ।
ইতি চতুর্থ-শাখায়াং অদূর-প্রবাসে
কালিয়দমন-লীলা-বর্ণনং।
প্রথম-পল্লবঃ।

অথ দূরঃ প্রবাসঃ।
অথ প্রোষিত-ভর্তৃকা। তল্লক্ষণং যথা।
কুতশ্চিৎ কারণাৎযস্যা বিদূরস্থো ভবেৎ পতিঃ।
তদসঙ্গম-দুঃখার্ত্তা ভবেৎ প্রোষিত-ভর্তৃকা॥
দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিত-ভর্তৃকা।
ভাবী ভবন্ ভূতশ্চেতি ত্রিবিধঃ স তু কীর্ত্যতে॥
অথ ভাবী বিরহঃ।
তত্মাবাক্রান্তঃ শ্রীমহাপ্রভুঃ।

সুহই।
কন্দর্প তাল॥

আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কে আইল কে আইল বলি ঝরয়ে নয়ান॥
চৌদিকে ভকতগণ কাঁদি অচেতন।
গৌরাঙ্গ এমন কেন না বুঝি কারণ॥

সমুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে।
কত সুরধুনী-ধারা আঁখিযুগে ঝরে ॥
হরি হরি বলি গোরা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
শিরে কর হানে বাসু গদগদ ভাস ॥১॥১৫৯৫॥

কামোদ।

সাজহি শচীসুত হেরিয়ে আন মত
কি কহত কছু নাহি জানি।
নগর-গমন লাগি বোলত রাজ-দূত
বড় ইহ দারুণ বাণী ॥

কান্দি কহত পুন রোই।
লাখে লাখে বিখিনী মঝু পরে বেড়ই
পাছে জানি বিচ্ছেদ হোই ॥ ধ্রু॥

কাঁহে মঝু দক্ষিণ নয়ন ইহ ফুরই
কাঁহে মঝু হৃদয় কাঁপ।
কাঁহে মঝু চিত করত উচাটন
এত কহি করত বিলাপ ॥

ঐছন হেরি পরাণ মঝু ঝুরয়ে
কি করয়ে মাহিক থেহ।
এ রাধামোহন কহ ইহ আন মত নহ
কাষ্ঠ-কঠিন মঝু দেহ ॥২॥১৫৯৬॥

ভক্ত বিলাপঃ।

গান্ধার।

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥
পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব।
রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব॥ধ্রু॥
বন্ধু যাবে দূরদেশে মরিব আমি শোকে।
সাগরে তেজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে॥
নহেত পিয়ারে গলার মালা যে করিয়া।
দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।
বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান।
রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥৬॥১৬০০॥

শ্রীগান্ধার।

যাহে লাগি গুরু- গঞ্জনে মন রঞ্জলু
দুরজন কিয়ে নাহি কেল।
যাহে লাগি কুলবতী- বরত সমাপলু
লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥
সজনি জানলু কঠিন পরাণ।
ব্রজ-পুর পরিহরি যাওব সো হরি
শুনইতে নাহি বাহিরাণ॥ধ্রু॥
যো মধু সরস সমাগম-লালস
মণিময়-মন্দির ছোড়ি।
কণ্টক-কুঞ্জে জাগি নিশি বাসর
পন্থ নেহারত মোরি॥

যাহে লাগি চলইতে চরণে পড়ল ফণী
মণি-মঞ্জীর করি মান ।
গোবিন্দদাস ভণ কৈছনে সো দিন
বিছুরব ইহ অনুমান ॥৭॥১৬০১॥

সুহই ।

আজু পরভাতে দেখিনু কার মুখ ।
কোন নিদারুণ বিধি দিল এত দুখ ॥
কোন দুরাচার হেন ঘোষণা ঘুষিল ।
কেমন বজর-হিয়া পিয়া লৈতে আইল ॥
কার পূর্ণ ঘট মুঞি ভাঙ্গিনু বাম পায় ।
পদাঘাত কৈনু কোন ভুজঙ্গ মাথায় ॥
না জানিয়া মুঞি কোন দেবেরে নিন্দিল ।
কে মোর হিয়ার ধন লইতে আইল ॥
এত কহি সুবদনী ভেল মূরছিত ।
জ্ঞানদাস কহে সখী করয়ে সম্বিত ॥৮॥১৬০২॥

অথ প্রকারান্তরং যথা ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ

শ্রীপণ্ডিতগোস্বামিনোক্তঃ ।

পাহিড়া ।

প্রাণের মুকুন্দ হে আজি শুনিনু আচম্বিত ।
কহিতে পরাণ যায় মুখে নাহি বাহিরায়
শ্রীগৌরাঙ্গ ছাড়িবে নবদ্বীপ ॥

ইহা ত না জানি মোরা, সকালে মিলিনু গোরা
অবনত মাথে আছে বসি ।
নিঝরে নয়ান ঝরে বুক বাহি ধারা পড়ে
মলিন হৈয়াছে মুখ-শশী ॥
দেখিয়া তখন প্রাণ সদা করে আনচান
সুধাইতে নাহি অবসর ।
ক্ষণেকে সম্বিত হৈল তবে মুঞি নিবেদিল
শুনিয়া দিলেন এ উত্তর ॥
আমি ত বিবশ হৈয়া তারে কিছু না কহিয়া
ধাইয়া আইনু তব পাশ ॥
এই ত কহিনু আমি যে কহিতে পার তুমি
মোর নাহি জীবনের আশ ॥
শুনিয়া মুকুন্দ কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
গদাধরের বদন হেরিয়া ।
এ গোবিন্দ ঘোষে কয় ইহা যেন নাহি হয়
তবে মুঞি যাইব মরিয়া ॥ ৯ ॥ ১৬০৩ ॥

তথা রাগ ।

গুরুজন মোহে নহত অব বাম ।
শুনইতে উলসিত হিয়া মঝু নাম ॥
সখীগণ-পিরীতি সে কহই না জান ।
পরিজন মোহে লাগি নিছয়ে পরাণ ॥
এ সখি অকুশল কছু নাহি হেরি ।
চমকি উঠয়ে কাহে হিয়া বেরি বেরি ॥

সহচরি একু দৈব-গতি জান।
মোহে হেরি সো ভেল সজল-নয়ান॥
পুছইতে মৌন কয়ল মঝু পাশ।
কি কহব অব ঘনশ্যাম দাস॥ ১০॥ ১৬০৪॥

শ্রীরাগ।

মো যদি কখন ঘুমের আলসে
শুতিয়ে সে তনু লাগি।
মোর অঙ্গ-জল বসনে মোছয়ে
রজনী পোহায় জাগি॥
সখি এই সে বুঝিনু সাচি।
সে হেন মাধব দূরদেশে যাব
মুঞি সে রহিমু বাচি॥
সে সব পিরীতি আরতি চরিত
সে কথা কহিব কায়।
সোঙরি সোঙরি সে সব কাহিনী
পরাণ ফাটিয়া যায়॥
বিধির ঘটন কত নারীগণ
সুখেতে বৈসয়ে তারা।
মোর সে কপালে এতেক পোড়নি
এ হেন বিয়ের জ্বালা॥
এ দুখ-বেদন না যায় সহন
কি কাজ পরাণে জীয়া।
এ গোপীরমণ আগে সে মরিবে
তোমার নিছনি লৈয়া॥ ১১॥ ১৬০৫॥

সুহিনী ।

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট ।
নিরমদ নয়ান বয়ান করু হেট ।
মান ভরমে হাম হাসি হাসি সাধ ।
না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ ॥
এ সখি অব মোহে কহবি বিশেষ ।
জানলু কানু চলব পরদেশ ॥ ধ্রু ॥
পুছইতে কহ গদ গদ আধ বোল ।
ঢর ঢর নয়ন হেরি মুখ মোর ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে রহু পুন ধন্দ ।
দর দর হৃদয় শিথিল ভুজ-বন্ধ ॥
চুম্বয়ে বদনে বদনে বহু মেলি ।
আনহি ভাতি রভস-রস-কেলি ॥
যতহুঁ কপট কৈছে হিয় মাহা গোই ।
গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই ॥১২॥১৬০৬॥

গান্ধার ।

কানু বিরস কথি লাগি । কিয়ে ভেল হামারি অভাগি ॥
যব হাম গেনু পিয়া পাশ । ভেজই দীঘল নিশাস ॥
যবহুঁ পুছনু বেরি বেরি । সজল-নয়নে রহু হেরি ॥
যব হাম রহল নেহারি । লোচনে ঝরু অনিবার ॥
তব ধরি বুঝনু বিচারি । কঠিন-জীবন বর নারী ॥
কবি শেখর পরমাণ । না যায়ত পাপ পরাণ ॥১৩॥১৬০৭॥

তথা রাগ।

কখন না জানি আমি বিচ্ছেদের জ্বালা।
কে সহিবে ইহ দুখ হইয়া অবলা॥
মরিব মরিব সখি না রাখিব জীউ।
কে রাখিবে দেহ না হেরিয়া সেই পিউ॥
কে রহিবে গোকুলে কে শুনিবে বোল।
কে করিবে অনুক্ষণ ক্রন্দনের-রোল॥
কে হেরিবে শূন্য কদম্বের কোর।
কে যাওব ঐছন কুঞ্জক ওর॥
নারিব নারিব প্রাণ রাখিতে নারিব।
কহে বলরাম হাম আগে সে মরিব॥১৪॥১৬০৮॥

শ্রীমত্যুক্তিঃ সখীং প্রতি।

তথা রাগ।

কিয়ে সখি চম্পক- দাম বনায়সি
করইতে রভস-বিহার।
সো বর নাগর যাওব মধুপুর
ব্রজ-পুর করি আন্ধিয়ার॥
প্রিয়তম দাম শ্রীদাম আর হলধর
এ সব সহচর সাথ।
শুনইতে মুরছি পড়ল সোই কামিনী
কুলিশ পড়ল জনু মাথ॥

ক্ষণে ক্ষণে উঠত ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত
অবশ কলেবর কাঁপি ।
ভণ যত্নন্দন শুনইতে ঐছন
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি ॥১৫॥১৬০৯॥

মল্লার ।

শুনলহুঁ কালি পরাতরে মাধব
মথুরা করব পয়ান ।
সো অব অনুভব দূরহিঁ দূরে রহুঁ
শুনইতে হরয়ে গেয়ান ॥
এ বিহি মঝু বোলে কর অবধান ।
লাখ বরিখ ইহ যামিনী জীবউ
এ তুয়া মাগিয়ে দান ॥১৬॥১৬১০॥

গান্ধার ।

কামিনী করি বিহি মোরে কি ভেল বাম ।
ছোড়ি বৃন্দাবন জানমু মথুরা
যাওব সুন্দর শ্যাম ॥
ও মুখ-চন্দ্র- হাস মধুরাধর
ও দিঠি বঙ্ক নেহারি ।
ও মৃদু বচন সুধারসে পূরিত
কৈছনে বিছুরব নারী ॥

যাহ বিনু নিমিখ আধ কত যুগসম
সো অব আনত যাব।
কঠিন পরাণ অব নাহি নিকসয়ে
পুন কিয়ে দরশন পাব ॥
কহইতে গোরী লোরে ভরু লোচন
মুরছি পড়ল তহিঁ ভোর।
হা হা প্রাণ-রাই ভেল অচেতন
গোবিন্দদাস করু কোর ॥১৭।১৬১১॥

ধানশী।

মুরছিত রাই হেরি সব সখীগণ
হোয়ল বিকল পরাণ।
উর পর কত শত করাঘাত হানই
নিঝরে ঝরয়ে নয়ান ॥
হরি হরি কি আজু দৈবক খেলি।
রাইক শ্রবণে শ্যাম দুহুঁ আখর
উচ-সরে সব জন কেলি ॥ ধ্রু ॥
বহুক্ষণে চেতন পাই সুধামুখী
কাতরে চৌদিশে চাহ।
বেড়ি সব সহচরী করয়ে আশ্বাসন
কানু কাঁহে যাবে পুর মাহ ॥
তুরিতহিঁ সঙ্কেত- কুঞ্জে তোহে মিলব
হোয়ব অধিক উলাস।
তাক সম্বাদ জানাইতে তৈখনে
চলু যদুনন্দনদাস ॥ ১৮ ॥ ১৬১২ ॥

গান্ধার।

প্রাতরে তুহুঁ চলবি মথুরাপুর
যবহুঁ শুনল ব্রজ-নারী।
বিরহক ধূমে ঘুম নাহি লোচন
মোছত উতপত বারি॥
মাধব ভালে তুহুঁ ব্রজ-অনুরাগী।
অব সব বল্লবী জনু বিরহানলে
কো পুন ইহ বধ-ভাগী॥
গিরিবর-কুঞ্জ কুসুমময় কানন
কালিন্দী কেলি-কদম্ব।
মন্দির গোপুর নগর সরোবর
কো কাহাঁ করু অবলম্ব॥
ব্রজ-পতি লেই সঙ্গে চলু আকূর
সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম।
গোবিন্দদাস কহ যব ঐছন নহ
আগে চলু বলরাম। ১৯। ১৬১৩॥

ধানশী।

মধব বিধু-বদনা।
কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা॥
তুহুঁ পরদেশ যাওব শুনি ভই ক্ষীণা।
প্রেম-পরতাপে চেতন হরু দীনা॥
কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি আয়াসে।
কোকিল-কলরবে উঠত তরাসে॥

লোরহি কুচ-কুঙ্কুম দূরে গেল।
কৃশ-ভুজ-ভূখন ক্ষিতি-তলে মেল॥
আনত-বয়ানে রাই হেরত গীম।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছিন॥
কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত।
সো সব গণইতে ভেলি মুরছিত॥২০॥১৬১৪॥

মল্লার।

দোতী-বচন শুনি বিদগধ-শিরোমণি
কুঞ্জে মিলল ধনী পাশ।
রাধা-বদন- চাঁদ হেরি পুলকিত
ভাব-সন্ধি পরকাশ॥

সুন্দরি কি কহব বচন না ফুর।
আওল রাজ-দূত হাম যাওব
কালি নিচয় মধুপুর॥

পুনরাগমনে কত যে ঘটী হোয়ব
না জানিয়ে তাহে বিলম্ব।
হৃদয়ে খেদ দঢ় পদ্ধতি কঠিন বড়
রাজ-কাজ অবলম্ব॥

ধনী কহে গিরিধর তোহারি সঙ্গে মোর
প্রাণ চলও সব সাজে।
কহ শিবরাম দাস অব সমুচিত
তেজবি নিজ কোন কাজে॥২১॥১৬১৫॥

তিরোতা।

কানু-মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বরবিধু-বদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী॥
আকুল কত পরবোধই কান।
অব্ নাহি মাথুর করব পয়ান॥
ইহ সব শবদ পশি যব শ্রবণে।
তব বিরহিণী ধনী পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুহু কানুক হাত।
যতনে ধরল ধনী আপনক মাথ॥
বুঝিয়ে কহয়ে বর নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়ান॥
যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস।
বৈঠলি দুহু তব ছোড়ি নিশ্বাস॥
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥২২॥১৬১৬॥

ইত্যাদি ভাবী বিরহঃ।

ইতি পদকল্পতরু-গ্রন্থে দ্বিতীয়-পল্লবঃ।

অথ ভবন্ বিরহঃ। তত্র শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রো যথা।

পাহিড়া।

হরিহরি কি কহব গৌর-চরিত।
অকুর অকুর বলি পুন পুন ধাবই
ভাবহি পুরব পিরীত॥ধ্রু॥

কাহাঁ মঝু প্রাণ- নাথ লেই যাওই
ডারই শোককি কূপে ।
কো পুন বচন বোলে বাহি ঐছন
সব জন রহল নিচুপে ॥

রোই কতখণে বোলই পুন পুনে
তুহুঁ সব না কহসি ভাষ ।
ঐছন হেরি ভকতগণ রোয়ত
না বুঝল গোবিন্দদাস ॥১॥১৬১৭॥

পুনশ্চ ।

সুহই ।

আজুক প্রাতর কান্দি শচীনন্দন
কহতহিঁ গদগদ বাত ।
হোর দেখ অক্রূর লেই চলু প্রাণ-পতি
অবুধ গোপ চলু সাথ ॥

সজনি কঠিন প্রাণ নাহি যায় ।
হেরইতে ও মুখ নিমিখ দেই দুখ
সো অব বহু অন্তরায় ॥ধ্রু॥

কি করব গুরুজন আর যত দুরজন
বারহ নাহ আগোরি ।
ঐছন ভাতি কহই গৌরাঙ্গ পহু
তৈখনে পড়লহি ভোরি ॥

নয়নক নীর বহই জনু সুরধুনী
ঐছন হোয়ত ভান।
রাধামোহন কাঠ কঠিন-মতি
ও রস যতি করু গান॥২॥১৬১৮॥

অথ গৌর-বিরহেণ নবদ্বীপ-বাসি-ভক্তগণস্যোক্তিঃ।

সুহই।

হেদেরে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পসারিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও॥
তো সবারে কে আর করিবে নিজ কোরে।
কে চাহিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে॥
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায়।
নয়ান-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তন বিলাস॥
কান্দয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া॥৩॥১৬১৯॥

শ্রীমত্যুক্তির্যথা।

সুহই।

অতমিত যামিনী-কান্ত। কি ফল ভেল মণি মন্ত॥
উদয়াচল-বরণ অরুণ। উয়ল দিনমণি দারুণ॥
দেখ সখি পাপী অক্রুর। হরি লেই চলু মধুপুর॥
দ্বিজকুল মঙ্গল উচার। চলু সব গোপ-কোঙার।
কোই না কহ অছু বাত। হরি জনু মাথুর যাত॥

ব্রজপতি-দম্পতী চিতে। কোন কমল বিপরীতে॥
তেঞি বুঝি নিকরুণ ধাতা। গোবিন্দদাস দুখ গাতা॥

॥৪॥ ১৬২০॥

ধানশী।

হরি নহ নিরদয় রসময় দেহ।
কৈছন তেজব নবীন সনেহ॥
পাপী অক্রূর কিয়ে গুণ জান।
স৭ মুখ বারি লই চলু কান।
এ সখি কাহুক জনি মুখ চাহ।
আঁচর গহি বহি বারহ নাহ॥
যতি খণে দ্বিজকুল মঙ্গল না পঢ়ই।
যতি খণে রথ পর কোই না চড়ই॥
যতি খণে গোকুলে তিমির না গিরই।
করইতে যতন দৈবে যব ফিরই॥
এতহুঁ বিপদে জীউ রহয়ে একান্ত।
বুঝলু নেহারত লাজক পন্থ॥
অতয়ে সে কি ফল দারুণ লাজ।
গোবিন্দদাস কহে না সহে বেয়াজ॥৫॥১৬২১॥

শ্রীগান্ধার।

কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর
মঝু মন এ বড়ি সন্দেহ।
সে হেন রসিক পিয়া পিরীতি-পূরিত হিয়া
কাঁহে ভেল শিথিল-সনেহ॥

শুন শুন সহচরি অকু্ব চরণে ধরি
তিল এক হরি বিলম্বাহ।
করুণা-ক্রন্দন শুনইতে ঐছন
জানি ফিরয়ে বর নাহ ॥
পরিহরু গুরুজন হসউ বা দুরজন
কি করব পরিজন পাপ।
কানু বিনে জীবন জ্বলতহিঁ অনুক্ষণ
কো সহ এ হেন সন্তাপ ॥
ও মুখ সমুখে ধরি নয়ন-অঞ্জলি ভরি
পিবইতে জীউ করে সাধ ।
গোবিন্দদাস ভণ সো বিহি নিকরুণ
যো করু ইহ রস-বাধ ॥ ৬ ॥ ১৬২২ ॥

শ্রীগান্ধার ।

ক্ষণে ধনী রোই রোই ক্ষিতি লুঠই
ক্ষণে গিরত রথ আগে।
ক্ষণে ধনী সজল- নয়নে হেরি হরি-মুখ
মানই করম অভাগে ॥
দেখ দেখ প্রেমক রীত।
করুণা-সাগরে বিরহ-বেয়াধিনী
ডুবায়ল সবজন-চিত ॥ ধ্রু ॥
ক্ষণে ধনী দশনহি তৃণ ধরি কাতরে
পড়লহিঁ রাম সমুখে।
শিবরাম দাস ভাব নাহি স্ফুরয়ে
ভেল সকল মন-দুখে ॥ ৭ ॥ ১৬২৩ ॥

তথা রাগ।

তাল দশকোশী।

খেণে খেণে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেণে খেণে হরি-মুখ চাহ।
খেণে খেণে মনহি করত জানি ঐছন
নাহ সঞে জীবন যাহ॥
সজনি ইহ দুখ-সাগর মাঝ।
কো নাহি ডুবল ঐছন হেরইতে
গোকুল-গোপ-সমাজ॥
খেণে তৃণ মুখে ধরি রামক আগে সরি
আছাড়ি পড়ল নিজ অঙ্গে।
খেণে পুন মুরছই খেণে পুন উঠত
ডুবই বিরহ-তরঙ্গে॥
রাধামোহন পহু আগমন সঙ্কেতে
করি অছু হরল গেয়ান।
হেরি অক্রূর পুন সময়হি ঐছন
রথ সেই করল পয়ান॥৮॥১৬২৪॥

গান্ধার

কোথা যাহ পরাণ রাধার। মুখ তুলি চাহ একবার॥
কি কহিলা কুঞ্জ-কুটীরে। দুটি হাত দিয়া মোর শিরে॥
দাঁড়াইতে নাহি গাছতলা। সায়রে ভাসাইলা ব্রজ-বালা॥
তোহারি সোহাগে মরি গেনু। গুরু গরবিত না মানিনু॥
উভ হাতে শঙ্কর বোলে। রথ রাখ যমুনার কূলে॥
॥৯॥১৬২৫॥

সুহই।

না দেখিয়ে রথ আর না দেখিয়ে ধূল।
নিচয় জানিনু মোহে বিধি প্রতিকূল॥
কহি ভেল মূরছিত রাই ভূমিতলে।
শ্বাস-রহিত দেখি সখী করু কোলে॥
উচ-সরে কান্দি কহে ওহে রাই-প্রাণ।
শ্রবণে ঐছে কোই কহে ঘন-শ্যাম।
কোই কোই করতহিঁ হৃদি শির ঘাত।
কোই কোই কহ কিয়ে বজর-নিপাত॥
ঐছন নিরখিতে রাই-মুখ-চাঁদে।
পায়ল জীবন প্রেমক ফাঁদে।
তৈখনে বৈছন বিরহ-সম্বাদ।
রাধামোহন পহু রস মরিযাদ॥১০॥১৬২৬॥

অহো বিধাতস্তব ন কচিদ্দয়া সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা॥
॥ ১১ ॥ ১৬২৭ ॥

যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিত-কুন্তলাবৃতং মুকুন্দ-বক্ত্রং সুকপোলমুন্নসং।
শোকাপনোদ-স্মিত-লেশ-সুন্দরং করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতং॥
॥ ১২ ॥ ১৬২৮ ॥

ক্রূরস্ত্বমক্রূর-সমাখ্যয়া স্মনশ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ।
যেনৈকদেশেঽখিল-সর্গ-সৌষ্ঠবং ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধু-দ্বিষঃ।
॥ ১৩ ॥ ১৬২৯।

সুহই।

না জানিস্ প্রেম-মর্ম্ম ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম
তোর চেষ্টা বালক সমান।
তোর যদি লাগি পাইয়ে তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে
এমন যেন না করিস্ বিধান ॥

ওরে বিধি তোঁ বড় নিঠুর।
অন্যোন্য-দুর্ল্লভ জন প্রেমে করি সম্মিলন
অকৃতার্থে কেনে করিস্ দূর ॥ ধ্রু ॥

ওরে বিধি অকরুণ দেখাইয়া কৃষ্ণানন
নেত্র মন লোভাইলি আমার।
ক্ষণেক করিতে পান কাড়ি নিলে অন্য স্থান
পাপ কৈলি দত্ত-অপহার ॥

অক্রুর করে তোর দোষ আমায় কেনে কর রোষ
ইহা যদি কহ দুরাচার।
তুঞি অক্রুর-মূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণ নিলি চুরি করি
অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার ॥১৪॥১৬৩০॥

অথাস্য রসস্যোচিতা কৃষ্ণস্য মথুরানিবাসিন আপ্তদূতী যথা।

ধানশী।

পেখলু গোকুল- বসতি বেয়াকুল
গোপ-নারীগণ রোই।
ভিগি গেও বসন লাগি রহল তনু
তোহারি গমন পথ জোই ॥

মাধব দূর নগর মঝু গেহ।
তুহুঁ আওলি যব সঙ্গহি গোপ সব
তব্ হাম গোকুল থেহ ॥ ধ্রু॥
তহিঁ এক রমণী থোরি বয়স ধনী
চিত-পুতলী-সম থারি।
যবহুঁ লোচন-পথ দূরহি গেও রথ
তবহুঁ পড়ল তনু ছাড়ি ॥
ঘেরল সকল সখীগণ রোয়ই
কি ভেল বলি অবধারি।
কুন্তল তোড়ই বসন কোই ফারই
বিধিরে দেই কেহ গারি ॥
কোই শিরে কঙ্কণ হানই ঘন ঘন
কোই কোই হরই গেয়ান।
কহ ঘনশ্যাম হাম চলি আয়লু
পুন কিয়ে ভেল না জান ॥১৫॥১৬৩১॥

ইত্যাদি ভবন্ বিরহঃ।

ইতি পদকল্পতরু-গ্রন্থে চতুর্থ-শাখায়াং তৃতীয়-পল্লবঃ।

অথ ভূত-বিরহঃ।

নায়িকা প্রোষিতভর্তৃকা।

তদ্ভাবাক্রান্তঃ শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

সুহই।

রোই রোই জপে গোরা কৃষ্ণ-নাম-মধু।
অমিয়া ঝরয়ে যেন সুবিমল বিধু ॥

শিব বিহি নাহি পায় যার পদ-রজ।
তরুতলে বৈঠল সব অঙ্গ তেজ॥
ছাড়িয়া সকল সুখ গেল অশকতি।
শাতকুম্ভ-কলেবর ভাব-বিভূতি॥
দেখিয়া সকল লোক অনুক্ষণ কান্দে।
বাসুদেব ঘোষ হিয়া থির নাহি বান্ধে॥১॥১৬৩২॥

তথা রাগ।

বিরলে বসিয়া একেশ্বরে। হরি নাম জপে নিরন্তরে॥
সুগন্ধি চন্দন মাখা গায়। ধুলা বিনু আর নাহি ভায়॥
ছাড়ি পহুঁ লখিমী-বিলাস। এবে ভেল তরুতলে বাস॥
ছাড়িয়া মোহন করে বাঁশী। দণ্ড ধরি হইলা সন্ন্যাসী॥
রাতি দিবস নাহি মান। বাসু কহে বিদরে পরাণ॥
॥২॥১৬৩৩॥

অথ শ্রীগৌরচন্দ্র-বিরহেণ
নবদ্বীপ-নাগরীণাং বিলাপো যথা।

সুহই।

হরিহরি গোরা কোথা গেল।
কোন নিদারুণ বিধি এত দুখ দিল॥
হিয়া মোর জর জর পাঁজর ধসে।
পরাণ গেল যদি পিরীতি কিসে॥
ফুকারি কান্দিতে নারে চোরের রমণী।
অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা-মুখ খানি॥
ঘরের বাহিরে নাহি কুলের ঝি।
স্বপনে না হয় দেখা করিব কি॥

সে রূপ-মাধুরী লীলা কাহারে কহিব।
গোরা পহুঁ বিনে মুঞি অনলে পশিব॥
গোরা বিনু প্রাণ রহে এই বড় লাজ।
বাসু কহে কেনে মুণ্ডে না পড়য়ে বাজ॥৩॥১৬৭৪॥

শ্রীমহাপ্রভুগৌরচন্দ্রস্য সন্ন্যাস-জনিত-বিরহঃ।
প্রবাস-রসেন পূর্ব্বাপরং গীয়তে।

ধানশী।

চলবহুঁ মাথুর চলব মুরারি।
চলতহিঁ পেখলু নয়ান পসারি॥
পালটি নেহারিতে হাম রহু হেরি।
শূনহি মন্দির আয়লু ফেরি॥
দেখি সখি নিলজ জীবন মোই।
পিরীতি জানাওত অব ঘন রোই॥ধ্রু॥
সো কুসুমিত নব কুঞ্জ-কুটীর।
সো যমুনা-জল মলয়-সমীর॥
সো হিমকর হেরি লাগয়ে চঙ্ক।
কানু বিনে জীবন কেবল কলঙ্ক॥
এতদিনে বুঝল বচনক অন্ত।
চপল প্রেম থির জীবন দুরন্ত॥
তাহে অতি দুরজন আশকি পাশ।
সমতি না আওত গোবিন্দদাস॥৪॥১৬৭৫॥

শ্রীগান্ধার।

হরি কি মথুরাপুরে গেল। আজু গোকুল শূন ভেল॥
রোদতি পিঞ্জর শুকে। ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥

অব সোই যমুনার কূলে। গোপ গোপী নাহি বুলে॥
শ্যাম সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা॥ তব জানব বিরহ-বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত। অব রোদন নহ সমুচিত॥

॥৫।১৬৩৬॥

ধানশী।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণার রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিলোল॥
শূন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি॥
কৈছনে যায়ব যমুনা-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥
সহচরী সঞে যাঁহা করল ফুলধারী।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
কৌতুকে ছাপি তঁহি রহু কান॥৬।১৬৩৭॥

সুহই।

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ-চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী
সুখ-লব ভৈ গেল নৈরাশা॥

সখি হে অব মোহে নিঠুর মাধাই ।
অবধি রহল বিছুরাই ॥ ধ্রু॥
কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চব
মাধব মধুপ সুজান ।
অনুভবি কানু পিরীতি অনুমানিয়ে
বিঘটিত বিহি নিরমাণ ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুর ।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
গোবিন্দদাস রস-পূর ।৭॥১৬৩৮॥

তিরোতা ধানশী ।

হরি গেও মধুপুর হাম কুল-বালা ।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা ॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় সজনি ।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥
নয়ানক নিঁদ গেও বয়ানক হাস ।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি ।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি ॥৮॥১৬৩৯॥

গান্ধার ।

সজল নয়ান করি পিয়া-পথ হেরি হেরি
তিলে এক হয় যুগ চারি ।
বিধি বড় দারুণ তাহে পুন ঐছন
দূরহি কয়ল মুরারি ॥

সজনি কিয়ে করব পরকার।
কিমোর করম ফলে পিয়া গেল দেশান্তরে
নিতি নিতি মদন ঝঙ্কার ॥

নারীর দীঘ নিশ্বাস পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার পাশে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হউঁ, পিয়া পাশে উড়ি যাউঁ
সব দুঃখ কহুঁ তছু পাশে ॥

আনি দেই মোর পিউ রাখহ আমার জীউ
কো হই করুণাবান।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর চিতে
তুরিতহিঁ মিলব কান ॥ ৯ ॥ ১৬৪০ ॥

ইত্যাদি চিন্তাদশায়াং বিলাপং।
অথ কেবলজাগরণদশায়াং বিলাপো যথা।
তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

তথা রাগ।

গম্ভীরা ভিতরে গোরা রায়। জাগিয়া রজনী পোহায় ॥
খেণে খেণে করয়ে বিলাপ। খেণে রোয়ত খেণে কাঁপ ॥
খেণে ভিতে মুখ শির ঘসে। কৌন নাহি রহু পহু পাশে ॥
খেণে কান্দে তুলি দুই হাত। কোথায় আমার প্রাণ-নাথ ॥
নরহরি কহে মোর গোরা। রাই-প্রেমে হইল বিভোরা ॥
॥ ১০ ॥ ১৬৪৪ ॥

ধানশী।

যো ধনী স্বপনে নাহ মুখ হেরয়ে
সো পুণবতী ব্রজ মাঝ।
ধনি ধনি তাক সফল করু জীবন
দেহ গেহ তছু কাজ॥
সজনি নিঁদ বৈরী মুঝ ভেল।
যো দিন অবধি ছোড়ল ব্রজ নন্দন
তাকর সঙ্গহি গেল॥
শয়নক সাধ বাদ করু যো বিহি
সো বিপরীত মতি মন্দ।
সহজে অভাগিনী নোহে পুন বঞ্চই
দরশনে ও মুখ চন্দ॥
কৈছতে ঐছন দরশন পাইয়ে
সুন্দর বিদগধ শ্যাম।
রাধামোহন পহুঁ কঠিন উজাগর
তিল এক নহত বিরাম॥ ১১॥ ১৬৪২॥

পঠমঞ্জরী।

কে মোরে মিলাঞা দিবে সো চাঁদ-বয়ান।
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥
কাল রাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া।
গুণ গুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাশরিয়া॥
উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি।
না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি॥

ধন জন যৌবন দোসর বন্ধুজন।
পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥
কেহ ত না বোলে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥
কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস।
সংবাদ লেই চলু বলরাম দাস॥ ১২॥ ১৬৪৩॥

অথোদ্বেগ-দশায়াং বিলাপো যথা,—

গান্ধার।

হৃদয় বিদারত মনমথ-বাণ।
কো জানে কাঁহে নহত দুই ঠাম॥
জনু বিরহানল মন মাহা গোয়।
কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয়॥
কাহে সমুঝায়ব মরমক খেদ।
মরত না জীয়ত কানুক বিচ্ছেদ॥
যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ।
পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ॥
হেরইতে কুসুমিত কেলি-নিকুঞ্জ।
শুনইতে পিক-বর অলিকুল গুঞ্জ॥
অনুভবি মালতী-পরিমল থেহ।
কো জানে জীউ রহত ইহ দেহ॥
জানাইতে কানুক সো আশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস॥ ১৩॥ ১৬৪৪॥

অথ তানবং।

পুন নাহি হেরব সো চান্দ-বয়ান।
দীনে দীনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ॥
আর কত পিয়া-গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সো সুখ-সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণ-পুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥
আর না যাইব সোই যমুনার জলে।
আর না হেরিব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিলজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥ ১৪॥ ১৬৫৫

মলিন দশা।

ধানশী।

দেখ সখি অপরূপ বিরহ-বেয়াধি।
দূরে রহুঁ বসন ভূষণ রূপ যৌবন
জীবন জলত জনু আগি॥
কি কহব হৃদয় যৈছন গুলি জায়ত
তৈছে মিলন ভেল নেহ।
চঞ্চল চিত থির নাহি বান্ধি
বিষ জনু লাগয়ে দেহ॥

আন জন অনুক্ষণ গুরুজন গঞ্জন
শ্রবণ জীবন পুন দাহ ।
দুঃখিত নন্দ দীন জলহীন যেন মীন
যেন তাহি তুহিন নাহি প্যাহ ॥১৫॥১৬৪॥১৬৪৬॥

ধানশী ।

যে মোর অঙ্গের পবন-পরশে
অমিয়া-সায়রে ভাসে ।
এক আধ তিলে মোরে না দেখিলে
যুগ-শত হেন বাসে ॥
সই সে কেনে এমন হৈল ।
কঠিন গান্ধিনী- তনয় কি গুণে
তারে উদাসীন কৈল ॥ ধ্রু ॥
পরাণে পরাণে বান্ধা যেই জনে
তাহারে করিয়া ভিন ।
মথুরা নগরে থুইল কার ঘরে
সোঙরি জীবন ক্ষীণ ॥
কেমনে গোঙাব এ দিন রজনী
তাহার দরশ বিনে ।
বিরহ দহনে যে দেহ মলিন
আকুল হইনু দীনে ॥
অন্তর বাহির মলিন শরীর
জীবনে নাহিক আশ ।
শুনি বেয়াকুল হইয়া ধাইয়া
চলিল শঙ্কর দাস ॥১১॥১৬৪৭॥

ইতি পদকল্পতরু-গ্রন্থে চতুর্থ-শাখায়াং চতুর্থ-পল্লবঃ ॥

অথার্দ্ধবাহ্য-দশায়াং প্রলাপো যথা।

ক্ব নন্দকুল চন্দ্রমাঃ ক্ব শিখি-চন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্র-মুরলী-রবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্র-নীল-দ্যুতিঃ।
ক্ব রাস-রস-তাণ্ডবী ক্ব সখি জীব-রক্ষৌষধি
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব তব হন্ত হা ধিগ্ধিগিং ॥১॥১৬৪৮॥

সুহই।

ব্রজেন্দ্র-কুল দুগ্ধ-সিন্ধু কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু
জন্মি কৈল জগত উজোর।
যাঁর কান্ত্যমৃত পিয়ে নিরন্তর পিয়ে জীয়ে
ব্রজ-জন-নয়ন-চকোর ॥
সখি হে কোথা কৃষ্ণ করাও দরশন।
তিলেক যাহার মুখ না দেখিলে ফাটে বুক
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন ॥ ধ্রু ॥
এই ব্রজ-রমণী কামার্ক-তপ্ত কুমুদিনী
নিজ-করামৃত দিয়া দান।
প্রফুল্লিত করে যেই কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই
দেখাই সখি রাখ মোর প্রাণ
কাহাঁ সে চূড়ার ঠান শিখি-পুচ্ছের উড়ান
নব মেঘে যেন ইন্দ্র-ধনু।
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি মুক্তমালা বক-পাঁতি
নবাম্বুদ জিনি শ্যাম-তনু।

এক বার যার নয়নে লাগে সদা তার হৃদয়ে জাগে
কৃষ্ণ-তনু যেন আম্র-আঠা।
নারীর মনে পৈশে যায় যত্নে নাহি বাহিরায়
তনু নহে শিয়াকুলের কাঁটা॥
জিনিয়া তমাল-দ্যুতি ইন্দ্রনীল-সম কাঁতি
যে কান্তিতে জগত মাতায়।
শৃঙ্গার-রস আনি তাহে জ্যোৎস্না চন্দ্র ছানি
জানি বিধি নিরমিল তায়॥
কাহাঁ সে মুরলী-ধ্বনি নবাভ্র-গর্জ্জন জিনি
জগৎ আকর্ষে শ্রবণে যাহার।
উঠি যায় ব্রজ-জন তৃষিত চাতকগণ
আসি পিয়ে কান্ত্যমৃত-ধার।
মোর সেই কলানিধি প্রাণ-রক্ষা মহৌষধি
সখি তোমার তেঁহো সুহৃত্তম।
দেহ জীয়ে তাহা বিনে ধিক্ সেই জীবনে
বিধি করে এত বিড়ম্বন॥ ২ ॥ ১৬৭৯॥

পঠমঞ্জরী।

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥৩॥১৬৮০॥

বরাড়ী।

অয়ি দীন-দয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং॥৪॥১৬৮১॥

পঠমঞ্জরী।

নবঘন-শ্যাম ওহে প্রাণ-বন্ধুয়া
আমি তোমা পাসরিতে নারি।
তোমার বদন শশী অমিয়া মধুর হাসি
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
তোমার নামের আদি হৃদয়ে লিখিতুঁ যদি
তবে তোমা দেখিতুঁ সদাই।
এমন গুণের নিধি হরিয়া লইল বিধি
এবে তোমা দেখিতে না পাই॥
এমন বেথিত হয় পিয়ারে আনিয়া দেয়
তবে মোর পরাণ জুড়ায়।
মরম কহিনু তোরে পরাণ কেমন করে
কি কহিব কহন না যায়॥
এবে সে বুঝিনু সখি পরাণ-সংশয় দেখি
মনে মোর কিছু নাহি ভায়।
যে কিছু মনের সাধ বিধাতা করিলে বাধ
নরোত্তম-জীবন অপায়॥ ৫॥ ১৬৫২॥

তথা রাগ।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥
গো যদি জানিতাম পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া।

কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥
এই খানে করিত কেলি বসিয়া নাগর-রাজ।
কে বা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥
সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলজ পরাণী॥
চরণে ধরিয়া কান্দে গোবিন্দ দাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥৬॥১৬৫৭॥

গান্ধার।

যোই নিকুঞ্জ রাই পরলাপয়ে
সোই নিকুঞ্জ-সমাজ।
সুমধুর গুঞ্জনে সব মনোরঞ্জনে
মিলল মধুকর-রাজ॥
রাইক চরণ নিয়ড়ে জীউ যাওত
হেরইতে বিরহিণী রাই।
সখী অবলম্বনে সচকিত লোচনে
বৈঠত চেতন পাই॥
অলি হে না পরশ চরণ হামারি।
কানু-অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন
ঐছন সবহুঁ তোহারি॥

পুর-রঙ্গিণী-কুচ- কুঙ্কুম-রঞ্জিত
কানু-কণ্ঠে বন-মাল ।
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল ॥৭॥১৬৫৪॥

সুহই ।

ওরে কাল ভ্রমরা তোমার মুখে নাহি লাজ ।
যাও তুমি মধুপুরী যথা নিদারুণ হরি
আমার মন্দিরে কিবা কাজ ॥ ধ্রু ॥

ব্রজ-বাসিগণ দেখি নিবারিতে নারি আঁখি
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি ।
বিরহ-অনল একে তনু-হীন শ্যাম-শোকে
নিভান আগুনি দিলা জ্বালি ॥

মথুরায় কর বাস থাকহ শ্যামের পাশ
চূড়ার ফুলের মধু খাও ।
সেথা ছাড়ি হেথা কেনে, দুখ দিতে মোর প্রাণে
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও ॥

সে সুখ-সম্পদ মোর তুমি জান মধুকর
এবে সে আমার দুঃখ দেখ ।
কহিও কানুর ঠাম ইহ বিরহিণী নাম
জ্ঞানদাস কহে না উপেখ ॥৮॥১৬৫৫॥

শ্রীগান্ধার।

ভ্রমর দূত করি কি তোহে সম্বাদব
মধু-রসে সো মাতোয়ারা।
মলয়-পবন দেই কি তোহে সম্বাদব
সো অতি মন্দ-সঁচারা॥
মাধব কা দেই সম্বাদব তোয়।
যব তুহুঁ আওব সবহুঁ নিবেদব
মদন রাখয়ে যদি মোয়॥ ধ্রু॥
আছু না ঐছন চতুর সখীগণ
যা দেই সম্বাদ পাঠাই।
গুরুয়া লাজ বড় এ দূর দেশান্তর
তেঞি হাম একলি না যাই॥
তো বিনু দুখ যত তাহা না কহিব কত
দারুণ বিরহ-বিষাদ।
চম্পতিপতি প্রতি কহইতে ঐছন
বাঢ়ল প্রেম-উনমাদ॥ ৯॥ ১৬৫৬॥

ধানশী।

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
এবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুই জুড়াব পরাণী॥
মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥

মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল।
বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুন্তল-ভার॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চান্দ।
নরোত্তম দাস কহে পিরীতের ফান্দ॥১০॥১৬৫৭॥

এতদর্দ্ধবাহ্য-দশায়াং প্রলাপঃ ইতি।

পুনশ্চ।

সুহই।

হে হরে মাধুর্য্য-গুণে হরিলে যে নেত্র মনে
মোহন মূরতি দরশাই।
হে কৃষ্ণ আনন্দ-ধাম মহা আকর্ষক ঠাম
তুয়া বিনে দেখিতে না পাই॥
হে হরে ধৈরজ ধরি গুরু-ভয় আদি করি
কুলের ধরম কৈলা চুর।
হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে আকর্ষিয়া আনি বলে
দেহ গেহ স্মৃতি কৈলা দূর॥
হে কৃষ্ণ কর্ষিতা আমি কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি
তা দেখি চমক মোহে লাগে।
হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে উরজ কর্ষহ বলে
থির নহ অতি অনুরাগে॥
হে হরে আমারে হরি লৈয়া পুষ্প-তল্পোপরি
বিলাসের লালসে আকুতি।
হে হরে গোপত বস্ত্র হরিয়া সে ক্ষণমাত্র
ব্যক্ত কর মনের আকুতি॥

হে হরে বসন-হয়   তাহাতে যেমন কর
অন্তরের হর যত বাধা।
হে রামরমণ অঙ্গ   নানা বৈদগধী-রঙ্গ
প্রকাশি পূরহ নিজ সাধা ॥
হে হরে হরিতে বলি   নাহি হেন কুতূহলী
সবার সে বাম্য না রাখিলা।
হে রাম রমণরত   তাহাতে প্রকটি কত
কি না রস আবেশে ভাসাইলা ॥
হে রাম রমণ শ্রেষ্ঠ   মন-রমণীয় শ্রেষ্ঠ
তুয়া সুখে আপনা না জানি।
হে রাম রমণ ভাগে   ভাবিতে মরমে জাগে
সে রস-মূরতি তনুখানি ॥
হে হরে হরণ তোর   তাহার নাহিক ওর
চেতন হরিয়া কর ভোর।
হে হরে আমার লক্ষ   হর সিংহ প্রায় দক্ষ
তোমা বিনে কেহ নাহি মোর ॥
তুমি সে আমার প্রাণ, তোমা বিনে নাহি জান
ক্ষণেকে কলপ-শত যায়।
সে তুমি আনত গিয়া   রহ উদাসীন হৈয়া
কহ দেখি কি করি উপায় ॥
ওহে নবঘন-শ্যাম   কেবল রসের ধাম
কৈছে রহ করি মন ঝুরে।
চৈতন্য বোলয়ে যায়   হেন অনুরাগ পায়
তবে বন্ধু মিলায়ে অদূরে ॥১১॥১৬৫৮॥

শ্রীগান্ধার ।

ওহে পরাণ গিরিধর ।
কেমনে দেখিব তোমার মুখ-সুধাকর ।
ওহে রস-শেখর রায় ।
কেমনে পাইব তোমা কহ সে উপায় ।।
ওহে নব-জলধর-শ্যাম ।
আর কি দেখিব তোমার ত্রিভঙ্গিম ঠাম ।।
আর কি আমারে তুমি দিবে দরশন ।
আর কি দেখিব তোমার ও রাঙ্গা চরণ ।
আর কি মালতী-মালা গাঁথি দিব গলে ।
আর কি অধরে দিব কর্পূর তাম্বূলে ।।
মরিব মরিব বন্ধু নিচয়ে মরিব ।
তোমার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ।।
ছটফট করিয়া বাহির হয় প্রাণ ।
এ রাধাবল্লভ দাস ভেল সমাধান ।।১২।।১৬৫৯।।

ইতি পদকল্পতরু-গ্রন্থে চতুর্থ-শাখায়াং পঞ্চম-পল্লবঃ ।

অথ দিব্যোন্মাদঃ ।

তত্র শ্রীমহাপ্রভুঃ ।

সুহই ।

সিংহদ্বার ত্যজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায় ।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সবারে সুধায় ।।

চৌদিকে ভকত গণ হরি-গুণ গায়।
মাঝে কনয়া-গিরি ধূলায় লুটায়॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
দীঘল শরীরে গোরা পড়ি মূরছায়।
উত্তান শয়ন মুখে ফেন বাহিরায়॥
বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায়॥১॥১৬৬০॥

শ্রীরাগ।

চেতন পাইয়া গোরা রায়। ভূমে পড়ি ইতি উতি চায়॥
সমুখে স্বরূপ রাম রায়। দেখি পহুঁ করে হায় হায়।
কাহাঁ মোর মুরলী-বদন। এখনি পাইনু দরশন॥
ওহে নাথ পরম করুণ। কৃপা করি দেহ দরশন॥
এত বিলপয়ে গোরাচান্দে। দেখিয়া ভকতগণ কান্দে॥
॥২॥১৬৬১॥

পঠমঞ্জরী।

ধায়ল বিরহিণী কালিন্দী-রোধ।
সহচরী-বচনে না মানে পরবোধ॥
মাতল করিণী যৈছে গতি ধাব।
ঐছে চললি কোই লাগি না পাব॥
অতি দুরবল পুন পড়ি সোই ঠাম।
মূরছিত হই তহিঁ হরল গেয়ান॥
শ্রবণে বদন দেই কহে শ্যাম-নাম।
চেতন পাই কহে কাঁহা ঘনশ্যাম॥

সখীগণ লেই করু কুঞ্জ পরবেশ।
চম্পাতিপতি হেরি তনু ভেল শেষ ॥৩॥১৬৬২॥

গুর্জ্জরী।

বুঝলমু কানুক আগমন-সঙ্কেত
পাশ ভই বান্ধল পরাণ।
দুখ দিতে ঐছন বিহি বড় দারুণ
কিয়ে করু ইহ নিরমাণ ॥
সজনি হোর দেখ দারুণ বিষাদ।
আপন মরণ পুন তছু পায় মাগিয়ে
হেরইতে রাই উনমাদ ॥
ক্ষণে উচ রোয়ই ক্ষণে পুন ধাবই
ক্ষণে পুন খল খল হাস।
চিত-পুতলী সম ক্ষণে ক্ষণে হোয়ই
প্রলপই দীঘল শোয়াস ॥
এ বড়বানল লাখ অধিক ভেল
কত সহু ইহ সুকুমারী।
অতুল প্রেম-রীতি ঐছন পরতীতি
রাধামোহন বলি হারি ॥৪॥১৬৬৩॥

তুড়ী।

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম

হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ইতি

কাহাঁ মোর প্রাণ-নাথ মুরলী-বদন ।

কাহাঁ মোর গুণ-নিধি ও চান্দ-বদন ॥

কাহাঁ মোর প্রাণ-বন্ধু নবঘন-শ্যাম ।

কাহাঁ মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি কাম ॥

কাহাঁ মোর মৃগমদ-কোটীন্দু-শীতল ।

কাহাঁ মোর নবাম্বুদ সুধা-নিরমল ॥

ঐছন প্রলাপিতে ভেল মুরছিত ।

এ রাধামোহন পহু বিরহ-চরিত ॥৫॥১৬৬৪॥

সুহিনী ।

পুন যব মুরছলি গোরী । সখীগণ ভেল বিভোরী ॥

ধনী-মুখ-চান্দ নেহারি । রোয়ত কুন্তল ফারি ॥

হা বৃষভানু-কুমারি । হা হা কুসুম সুকুমারি ॥

চৌদিগে বেড়িয়া রাই । রোয়ত ধরণী লোটাই ॥

সখীগণ ভেল উনমাদ । ছোড়ল কুল-মরযাদ ॥

বাউরী সম কোই ধায় । কোই ভূমে পড়ি মুরছায় ॥

কো কহে প্রাণ-পিয়ারি । নিছিয়ে জীবন হামারি ॥

সহচরী বাউরী ভেল । বিন্দু পরিবোধিতে গেল ॥৬॥১৬৬৫॥

তথা রাগ ।

মুরছল সহচরী মুরছল গোরী ।

কো পরবোধব সবহুঁ বিভোরী ॥

তুরিতে মিলল তাঁহা নন্দ-কুমার।
সবহুঁ গোপীগণ নয়ন নেহার॥
চেতন পাই উঠয়ে সচকিত।
পাওল জীবন ভেল সম্বিত॥
পুন না দেখিয়া রাই আকুল ভেল।
ইহ যদুনন্দন হৃদয় মাহা শেল॥৭॥১৬৬৬॥

অথ কেবলং বাহ্যদশায়াং বিলাপো যথা।
তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

সুহই।

কহ সখি জীবন উপায়। ছাড়ি গেল গোরা নট রায়॥
ভাবি ভাবি তনু ভেল ক্ষীণ। বিচ্ছেদে বাঁচিব কত দিন॥
নিরমল গৌরাঙ্গ-বদন। কোথা গেলে পাব দরশন॥
কি বিধি লিখিল মোর ভালে। চিড়ি দেখি কি আছে কপালে।
হিয়া জর জর অনুরাগে। এ দুঃখ কহিব কার আগে॥
কহ বাসু ঘোষ নিদান। গোরা বিনু না রহে পরাণ॥
॥৮॥১৬৬৭॥

পাহিড়া।

চীর চন্দন উরে হার না দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুঁক না গণলা।
সো পিয়া বিনে মোহে কে কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে॥

পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আন দেশ গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥৯॥১৬৬৮॥

তিরোতা ধানশী।

পরাণ-পিয় সখি হামারি পিয়া।
অবহুঁ না আওল কুলিশ-হিয়া।
নখর খোয়ায়লু দিবস লিখি লিখি।
নয়ন আন্ধায়লু পিয়া-পথ দেখি॥
যব হাম বালা পিয়া পরিহরি গেল।
কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল॥
অব হাম তরুণী বুঝলু রস-ভাষ।
হেন জন নাহি কহয়ে পিয়া পাশ॥
বিদ্যাপতি কহে কৈছন প্রীত।
গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত॥ ১০॥১৬৬৯॥

তথা রাগ।

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা॥
আওধ করি মোর পিয়া চলি গেলা।
পূরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা॥

মনে মোর যত দুখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনি রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই ॥১১॥১৬৭০॥

বরাড়ী।

এই ত মাধবী-তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেনে ফুটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥
সখি হে বড় দুখ রহল মরমে।
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে ।ধ্রু॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি-কৌতুক-রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে ॥
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই
রস-পরিপাটীর কারণে।
আমারে লইয়া কোরে শয়নে স্বপন দেখে
যামিনী জাগিয়া পোহায়।
সে হেন গুণের পিয়া, কোন খানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায় ॥
এতেক দিবস হৈল প্রাণ-নাথ না আইল
কার মুখে না পাই সম্বাদ।
গোবিন্দ দাস চলু শ্যাম বুঝাইতে
বাড়ল বিরহ-বিষাদ ॥ ১২ ॥ ১৬৭১ ॥

পঠমঞ্জরী।

মথুরার নাম শুনি পরাণ কেমন করে।
বড় মনে সাধ করে কানু দেখিবারে॥
আর কি গোকুল-চান্দ না করিব কোলে।
পাইয়া পরশ-মণি হারাইনু হেলে॥
ও পারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি।
পাখী হৈয়া উড়ি যাউঁ পাখা না দেয় বিধি॥
আগুনেতে দিয়ে ঝাঁপ আগুণ নিভায়।
পাষাণেতে দিয়ে কোল পাষাণ মিলায়।
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ না জানি সাঁতার॥
কলসে কলসে সিঁচি না টুটে পাথার॥
কত দূরে প্রাণ-নাথ আছে কোন দেশ।
চম্পাতিপতি বিনু তনু ভেল শেষ॥১৩॥১৬৭২॥

অথ হংস-দূতিকা।

কামোদ।

কানু যাহাঁ কেলি কয়লহিঁ কৌতুক
সো পুন কুঞ্জ নেহারি।
ভাবে ভরল মন নবমী-দশা পুন
হোয়ল ও সুকুমারী॥
সখি হে অনুভবি মরমক শেল।
তৈখনে কান্দি সখীগণ ঘেরল
কোই পুন জল-পর নেল॥

তৈখনে কৈছনে চলিত কণ্ঠ হেরি
নলিনীক শেজহি রাখি।
যমুনা-তীরে নীর হরণে চলু
তহি঳ দেখি এক বর পাখী॥
মাথুর-দূত করি প্রেমহি঳ মানল
নিবেদই সব দুখ ভাখি।
অদভুত বচন রচন উহ যৈছন
রাধামোহন পহুঁ সাখী॥ ১৪॥ ১৬৭৩॥

ধানশী।

সজনি অদভুত প্রেমক রীত।
তিরযক জঙ্গম ইহ নাহি জানত
কহতহি঳ কত বিপরীত॥
তুহুঁ অতি নিরমল অন্তর কোমল
পরম-হংস দয়াশীল।
হাম সব দুখিনী তাহে অবলা গণি
পিয়াক বিরহ হৃদি কীল॥
সো হরি গোপীগণ বিসরি রহল পুন
মথুরা নগরহি঳ ভোর।
এ সব আধি- পয়োধি-বর তো বিনু
কো জন অব করু ওর॥
যো কিছু বচন হৃদয়ে অবধারণ
করি অব করহ পয়ান।
রাধামোহন আসে যাই তুহুঁ
পুন করু তৈছন গান॥১৫॥১৬৭৪॥

সুহই।

কি ফল পরিচয়-কথম অনেক।
জানবি কত যব হব পরতেক॥
যো দরশনে হোয় পরম আনন্দ।
সো অবধারবি যদুকুল-চন্দ॥
শুন তবু কহি নিরুপম রূপ।
জগ-জন-লোচন-অমিয়া-স্বরূপ॥
লাবণী-লহরী-লভিত সব অঙ্গ।
ভ্রূ-ধনু-নটন মদন-ধনু-ভঙ্গ॥
দাড়িম দশন হসন সুধা-কেলি।
বদন তুলনা নহ চাঁদ শত মেলি॥
কত মরকত জিতি বাহু সুদণ্ড।
গোপী-পটল-হরণ হঠ-চণ্ড॥
পরিসর উর কিয়ে মরকত ঠাট।
বিধি নিরমিল জনু কাম-কপাট॥
তহিঁ লোল বন-মাল বিটঙ্ক।
হেরইতে সতীগণ মদন-আতঙ্ক॥
নাভি-সরোবর সরোজ-নিধান।
রমণীক নয়ন সফরী জনু জান॥
ঊরুযুগ রাম-কদলী অনুমান।
কিয়ে রমণী-মন-করিণী-আলান॥
পাদ পদুম কত পদুম-নিবাস।
নারী-মন-মধুকরী-করতহিঁ আশ॥

ততহিঁ বিরাজত দশ নখ-চাঁদ।
যুবতীক যৈছন মন-শশ-ফাঁদ ॥
তাকর কি কহব অবলা বাখান।
রাধামোহন পহুঁ রূপ-নিধান ॥১৬॥১৬৭৫॥

শ্রীরাগ।

হামারি বচন যত বিবিধ বিধান।
কহবি কানুর পায় করি অবধান ॥
যব তুহুঁ বিরাজলি গোকুল মাঝ।
তহিঁ প্রিয়তমা যোই রমণী-সমাজ ॥
তছু সখী কোই করিয়া পরণাম।
নিজগণ-বচন কহত তুয়া ঠাম ॥
নিচল চিত করি শুন তছু অন্ত।
রাধামোহন পহুঁ তুহুঁ গুণবন্ত ॥১৭॥১৬৭৬॥

গান্ধার।

এতহুঁ বিলাপ কয়ল ললিতা সখী
উড়ি চলল বর হংস।
কানুক পাশ চলল অনুমানিয়া
তবহিঁ বহুত পরশংস ॥
আওল পুন যাহাঁ কিশলয় শেজহি
শুতি আছয়ে ধনী রাই।
চৌদিগে সুহচরী- গণ তহিঁ বেড়িয়া
রোয়ত আনন চাই ॥

হেরি ললিতা সবহুঁ পরবোধই

কহন্তহি মৃদু মৃদু ভাষ ।

এ দুখ কহিতে বর দূত পাঠাইনু

মধুপুর কানুক পাশ ॥

এত শুনি বিরহিণী চেতন পাওল

হোয়ল জীবনক আশ ।

এ সব প্রলাপ- বচন কিয়ে বোলব

দুখী রাধামোহন দাস ॥১৬॥১৬৭৭॥

অথ দূতী-প্রেষণং ।

পঠমঞ্জরী ।

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি ।
সেখানে লিখিও মোর নাম দুই চারি ॥
সখীগণ গণইতে লৈও মোর নাম ।
পিয়া বড় বিদগধ বিধি ভেল বাম ॥
দিনে একবার পিয়া লিয়ে মোর নাম ।
অরুণ-দুলভ করে দিয়ে জল-দান ॥
এই সব আভরণ দিও পিয়া ঠাম ।
জনম অবধি মোর এই পরণাম ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি ।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি ॥১৭॥১৬৭৮॥

তথা রাগ ।

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে ।
এক বার পিয়া যেন আইসে ব্রজ-পুরে ॥

নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে এক বার ॥
এই তরু-শাখায় রহিল সারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে ॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী ॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা ॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি ॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥
শুনিয়া আকুল দোতী চলু মধুপুর।
কি কহিব শেখর বচন নাহি স্ফুর ॥২০॥১৬৭৯॥

অথ দূত্যুক্তিঃ।

শুন শুন শ্যামর-চন্দ। প্রেমক ঐছন ছন্দ ॥
সো কহুঁ তুয়া গুণ-গাম। তুহুঁ বিছুরলি তছু নাম ॥
নাগরী সনে হাসি তোর। সো সখী-মুখ হেরি রোয় ॥
তোহারি শয়ন পরিযঙ্কে। সোই লুঠত মহী-পঙ্কে ॥
তুয়া হিয়ে ধনী মণি হার। তছু নিজ-জীবন ভার ॥
তুহুঁ ঘন কুঙ্কুম লাই। সো মৃগমদে মুরছাই ॥
গোবিন্দদাস পরবন্ধ। অতি রসে কো নহ অন্ধ ॥
॥ ২১ ॥ ১৬৮০ ॥

করুণ বরাড়ী ।

লোচন-লোরে তটিনী নিরমাণ ।
ততহিঁ কমল-মুখী করত সিনান ॥
বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই ।
যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই ॥
ফুয়ল কবরী উলটি উরে পরই ।
জনু কনয়াগিরি চামর ঢরই ॥
তুয়া গুণ গণইতে নিঁদ না হোই ।
অবনত-আননে ধনী কত রোই ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান ।
বুঝনু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ ॥২২॥১৬৮১॥

ধানশী ।

তোহারি বিচ্ছেদে ভরমে হাম পামরী
না হেরউঁ নিজ নাহ ।
হামারি বিচ্ছেদে তুহুঁ নারী না উপেখসি
কুবজা-রতি অবগাহ ॥
মাধব কি কহব তুয়া গুণ-গাম ।
পরিহরি দেহ নেহ তুয়া জানই
একলা রতি পতি কাম ॥ধ্রু॥
পুর-নাগরী সঞে রসিক-শিরোমণি
পূরহ মনমথ-কেলি ।
বনচরী নারী তোহারি গুণ গাওব
পুতলিকা সঞে মেলি ॥

রাস-বিলাসে যতহুঁ মত চাপল
সব করু সো অব বাধা।
গোবিন্দদাস কহই তোহে মাধব
এতহুঁ সম্বাদলি রাধা॥ ২৩॥ ১৬৮২॥

গুর্জ্জরী।

মাধব যাই না পেখহ বালা।
আজিহুঁ কালি পরাণ পরিতেজব
কত সহ বিরহক জ্বালা॥
শীতল সলিল কমল-দল-শেজহি
লেপহুঁ চন্দন-পঙ্কা।
সো সব যতহুঁ আনল সম হোয়ল
দশ গুণ দহই মৃগাঙ্কা॥
শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি
পেখহি নিশি দিশি জাগি।
চমকি চমকি ধনী বোলত শিব শিব
জগত ভরল তছু আগি॥
কো ইহ উপচার বুঝই না পারই
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।
কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল
অবহুঁ করহ অবধানে॥ ২৪॥ ১৬৮৩॥

বালা ধানশী।

মাধব সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু নীঝর
জনু ঘন শাঙন মালা॥

পূর্ণিমক ইন্দু   নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমল-   কাঁতি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা॥
উপবন হেরি   মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।
পদ-অঙ্গুলি দেই   ক্ষিতি পর লেখই
পাণি কপোল-অবলম্ব॥
ঐছন হেরি   তুরিতে হাম আয়লু
অব তুহু করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ   নিকরুণ মাধব
বুঝলু কুলিশক সার॥ ২৫॥ ১৬৮৪॥

কানড়া কামোদ।

অনুখণ মাধব   মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
ও নিজ ভাব   স্বভাবহি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই।
মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।
আপন বিরহে   আপন তনু জর জর
জীবইতে ভেল সন্দেহ॥
ভোরহি সহচরী   কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানী।
অনুখণ রাধা   রাধা রটতহি
আধা আধা বাণী॥

রাধা সঞে যব পুন তহিঁ মাধব
মাধব সঞে যব রাধা।
দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥
দুহু দিশ দারুণ দহনে যৈছে দগধই
আকুল কীট-পরাণ।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥ ২৬ ॥ ১৬৮৫ ॥

শ্রীগান্ধার ।

মূরছিত যব রহ নারী। সো দুখ কহই না পারি ॥
যব তেরি নামহি সোই। চেতন পাই যত রোই ॥
সো কছু শুনহ কাণে। হাম করিয়ে তছু গানে ॥
কহইতে বিদরে পরাণ। গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ২৭ ॥ ১৬৮৬ ॥

শ্রীরাগ ।

শুন মাধব কি কহব রাইক তাপ।
কত বেরি মুরছই কত বেরি বিলপই
কতবিধ করত প্রলাপ ॥
খেণে অছু কহই দেখ ইহ শ্যামর
মথুরা-নাগর ধূর্ত।
উঠি বেগে বান্ধহ মুকুতা-লতিকা-পাশে
নাহি যায় করিয়া আকূত ॥

ঐছন কতবিধ করু তুয়া অনুভব
প্রেমহি কত উনমাদ ।
হেরইতে ঐছন কাজয়ে সখীগণ
কত শত করত বিষাদ ।।
এ সব বিপত্তি- সময় ব্রজনন্দন
যাই সকল কর দূর ।।
রাধামোহন পহুঁ দীন-দয়াল তুহুঁ
সকল মনোরথ পূর ।। ২৮ ।। ১৬৮৭ ।।

কল্যাণী ।

এত সব রাইক কহলুঁ বিলাপ ।
আর কত আছয়ে মানস-তাপ ।।
জগতহিঁ কো অছু সো করু গান ।
রসিক-শিরোমণি সব তুহুঁ জান ।।
ঝটিতে চলহ তুহুঁ মধুপুর ছোড়ি ।
পরতেক দেখবি যৈছন গোরী ।।
সখীগণ মরমে মরত সোই দুখে ।
কহবি এতেক সব মাধব সমুখে ।।
এত কহি আওল প্রিয়-সখী ঠাম ।
উচ করি বোলত প্রাণনাথ-নাম ।।
তৈখনে পাওল রাই পরাণ ।
করু রাধামোহন পহুঁ গুণ গান ।।২৯।।১৬৮৮।।

সুহই ।

মাথুর-দূত করি গমতহিঁ যাবি ।
কহবি কানুক পায় যত কিছু বাণী ।।

এত কহি আওল পড়ি যাহাঁ রাই।
কানু কানু করি চেতায়ল তাই॥
অদভুত হেরনু প্রিয়সখী-প্রেম।
নিজ সখী-দুখে দুখী সুখে মানে ক্ষেম॥ ধ্রু॥
পিয়াক বিরহে মরণ অনুবার।
ফিরায় করিয়া কত যত উপচার॥
চেতন পাইল যব করয়ে বিলাপ।
আওল বন্ধু কহি দূর করে তাপ॥
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমান।
তুরিতহিঁ মিলব প্রেম-বশ কান॥৩০॥১৬৮৯॥

দেবগিরি।

যব ধনী মুরছি পড়য়ে। নাসায় শোয়াস না বহয়ে॥
তব্ সব সখী এক ঠাম। শ্রবণে কহয়ে তুয়া নাম॥
শুনইতে চেতন পাই। যতহুঁ প্রলাপই রাই॥
সো কি কহব তুয়া পাশ। সহচরী জীবন-নৈরাশ॥
অতয়ে চলহ ব্রজপুর। কহ যদুনন্দন ফুর॥৩১॥১৬৯০॥

পুনশ্চ শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

সুহই।

কি করিলা গোরাচাঁদ নদীয়া ছাড়িয়া।
মরয়ে ভকতগণ তোমা না দেখিয়া॥
কীর্ত্তন বিলাস আদি যে করিলা সুখ।
সোঙরি সোঙরি সবার বিদরয়ে বুক॥

মুরারি মুকুন্দ না জীব শ্রীনিবাস।
আচার্য্য অদ্বৈত ভেল জীবন নৈরাশ॥
নদীয়ার লোক সব কাতর হইয়া।
ছটফট করে প্রাণ তোমা না দেখিয়া॥
কহয়ে পরমানন্দ দন্তে তৃণ ধরি।
এক বার নদীয়া চল প্রভু গৌরহরি॥৩২॥১৬৯১॥

বরাড়ী।

সুচির-বিরহে যব ক্ষীণ কলেবর
বিগলিত ভূষণ বেশ।
আছয়ে তোহারি পরশ-রস-লালসে
কেবল জীবন-শেষ॥
মাধব শুনইতে তোহারি সম্বাদ।
শিশিরের লতা হেন বিনি অবলম্বনে
উঠইতে করু কত সাধ॥
তোহারি রচিত ফুল- হার নিরখি ধনী
পহিরলি শির পর লাই।
তুয়া পরিরম্ভণে অনুভবি মন মাহা
পহিরলি হৃদয় লাগাই॥
উয়ল মনসিজ ভরমে অভিসারই
বাঢ়ল অধিক তরাস।
চলইতে কহই কৈছে পুন আওব
ভণ ঘনশ্যামর দাস॥৩৩॥১৬৯২॥

ধানশী।

নিজ কুল গৌরব গোই। তছু মন সোঁপল তোই॥
তুহুঁ সে গমন পর সোই। তৈখনে ভেজলি তোই॥
শুন শুন নাগর-রাজ। তোহারি সে ঐছন কাজ।
পুর-নাগরী সঙ্গে ভোর। তছু নামহি হিয়া তোর॥
সো পুন ঐছে নিদান। সো হাম কি কহিতে জান॥
তোহে জানি অপযশ হোয়। অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়॥
সখীগণ ছোড়ল পাশ। কহ ঘনশ্যামর দাস॥৩৪॥১৬৯৩॥

তথা রাগ।

কুল-মরিযাদ রহল পরিবাদহি
তুহুঁ মন হরি রহুঁ দূর।
বচন আদি করি সকল শকতি হরি
মদন-মনোরথ পূর॥
মাধব তোহে পুন কি কহব আর।
জগতে খোয়লি সোই অধিক কলেবর
শোভা-রতন-ভাণ্ডার॥ ধ্রু॥
অঞ্জন লেই তনু রঞ্জল নব ঘন
দামিনী দ্যুতি হরি নেল।
লেই যৌবন-ছিরি নব অঙ্কুর করি
মধুবন ঘন বন ভেল॥
তহিঁ পুন এক লতা তুয়া রোপিত
আশা-ফল যার নাম।
তা সঙ্গে জড়িত কল্প শত নিরখত
অবহুঁ জীবন ঘনশ্যাম॥ ৩৫॥ ১৬৯৪॥

তথা রাগ।

শুন শুন নিরদয় কানু। তুহুঁ অতি হৃদয় পাষাণ॥
সো ধনী বিরহ-বিষাদে। খোয়ল কুল-মরিযাদে॥
জীবন তনু ছিল শেষ। সোই রহত অব লেশ॥
তাকর নাহিক আশ। অতয়ে আয়লু তুয়া পাশ॥
খেণে মূরছিত খেণে হাস। ক্ষীণ তনু গদগদ ভাষ॥
উঠিতে শকতি নাহি তায়। জীবন মানয়ে ভার॥
চৌদশী-চাঁদ সমান। মলিনিমা ধরল বয়ান॥
ভূতলে শুতলি তায়। সহচরী করু কি উপায়॥
জ্ঞানদাস কহ রোয়। তিরি-বধ লাগয়ে তোয়॥

॥ ৩৬ ॥১৬৯৫ ॥

মল্লার।

অশনি বরিখতহিঁ তুয়া নূপুরে হাস
বিসরিতে বিষমাশয়া।
রঙন ভাঙন সুমান কামান
কঠিন করয়ে নিরাশয়া॥
অবোধ আনল হঠ না মানল
নয়ানে গলয়ে জল-ধারয়া।
চাঁদ চড়ি যেন বেড়ি খঞ্জন
মুক্ত মোতিম-মালয়া॥
কুটিল কেশ- কলাপ[illegible] তনু
সখিনী যতন নিবারয়া।
জনু উজোর হাটক হাট মন্মথ
বান্ধি চামর-ভারয়া॥

বহু দিন গেল বহু মাস ভেল
বহু বরিখ কত যে সমাধয়া ।
নিজ নারী বিরহিণী জারি মাধব.
সাধবি কোন কাজয়া ॥

ইতি ভাষ শুনি শুনি কহত পুনি পুনি
আকুল ভই বহু কালয়া ।
নিজ লেহ গণি গেহ যদুপতি
সিংহ ভূপতি ভাণয়া ॥৩৭॥১৬৯৬॥

করুণ কামোদ ।

কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা
বাচিতে সংশয় ভেল রাই ।
সফরী সলিল বিনু গোঙাইব কত দিনু
শুন শুন নিঠুর মাধাই ॥

ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগ বাতি
সে কেমনে রহে অযোগানে ।
শুন মোর নিবেদন শীঘ্র কর আগমন
ঝাট আসি রাখহ পরাণে ॥ধ্রু॥

বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোষে
স্থান ছাড়া বন্ধু বৈরী হয় ।
তার সাক্ষী পদ্ম ভানু জল ছাড়া আর তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয় ॥

যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে পোড়াইলা
করিলা কুমুদ-বন্ধু ভাতি।
গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে
নিদানে হইল কুহু রাতি ॥৩৮॥১৬৯৭॥

তিরোতা।

রাইক ব্যাধি শুনহ বর কান।
যাহা শুনি গলি যায় দারু পাষাণ ॥
উঠিছে কম্পের ঘটা বাজিছে দশন।
কণ্ঠ ঘড় ঘড় ভেল কি আর ভাবন ॥
কণ্টকের ফল যেন পুলক-মণ্ডলী।
ফুটিয়া পড়ল সব মুকুতার গুলি ॥
নয়ানের জলে বহে নদী শত-ধারা।
পাণ্ডুর বরণ দেহ জড়িমার পারা ॥
তুয়া নাম শ্রবণে ডাকিছে কোন সখী।
শুনিতে বিকল হিয়া না মেলয়ে আঁখি ॥
ক্ষীণ তনু দেখিয়া বাড়িছে মনে ব্যথা।
ভাঙ্গিলে মূরছাখানি কি আর বা কথা ॥
সখীগণ বেড়িয়া ডাকয়ে চারি পাশে।
কিয়ে ইথে করবহি রসময় দাসে ॥৩৯॥১৬৯৮॥

সুহই।

মাধব পেখলুঁ সো ধনী রাই।
চিত-পুতলী জনু এক দিঠে চাই ॥

বেড়ল সকল সখী চৌপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা॥
অতি ক্ষীণ জনু তনু কাঞ্চন-রেহা।
হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা॥
কঙ্কণ বলয়া গলিত দুহুঁ হাত।
ফুয়ল কবরী না সম্বরি মাথ॥
চেতন মূরছল বুঝই না পারি।
অনুক্ষণ ঘোর বিরহ-জ্বর জারি॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগ-জন অনুলেহ॥৮০॥১৬৯৯॥

অথ দশ-দশা-কথনং।

তৈস্তৈঃকৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ।
কন্দর্প-বাণ-দহনাৎ তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ॥

তোহারি মথুরা- গমন চিন্তিয়া
লিখই ক্ষিতির পরে।
জাগি দিবানিশি হৃদয় বিদরে
উদবেগে আঁখি ঝরে॥

অতি ক্ষীণ তনু মলিন হইল
প্রলাপে কারে কি কহে।
ব্যাধি বিরহে ধরণী লুঠয়ে
মরণের পথে রহে॥

উন্মাদ হইয়া উঠে বৈসে যেন
মৃগী বিধ শর-ঘাতে।
মোহ-দশা ভেল দেহ দুরবল
শকতি না রহে তাতে॥

দশমী-দশায় ঘড় ঘড় কণ্ঠ
শ্বাস বহে নাহি বহে।
শুন হে মাধব রাই দশ দশা
পামর উদ্ধবে কহে॥ ৪১॥ ১৭০০॥

ধানশী।

শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তির্যথা।

রাইক শেষ- দশা শুনি গদগদ
নাগর ভেল বিভোর।
কহইতে কণ্ঠ শবদ নাহি নিকসই
ঝর ঝর লোচন লোর॥

সজনি তুরিতহি করহ পয়ান।
কাতরে নাগর এতহিঁ নিদেশল
সঘনে ঝরয়ে দু নয়ান॥ ধ্রু॥

এতহুঁ বচন যব সো সখী শুনল
তৈখনে কয়ল পয়ান।
মুরছিত রাই কুঞ্জে যাহাঁ লুঠয়ে
যাই মিলল সোই ঠাম॥

উঠ উঠ সুন্দরি বিরহ দূরে করি
কানু মিলল তুয়া পাশ।
শুনইতে তবহিঁ চেতন পাই বৈঠল
ভণ যদুনন্দন দাস ॥ ৪২ ॥ ১৭০১ ॥

অথ আকস্মিক-ভাবোল্লাসঃ।

শ্রীরাগ।

উলসিত মঝু হিয়া আজু আওব পিয়া
দৈবে কহল শুভ বাণী।
শুভ-সূচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত
অতয়ে নিচয় করি মানি ॥

শুন সজনি আজু মোর শুভ দিন ভেল।
সুখ সম্পদ বিহি আনি মিলায়ব
ঐছন মতি গতি ভেল ॥ ধ্রু ॥

মঙ্গল-কলস পর দেই নব পল্লব
রোপহ ঠামহি ঠাম।
গ্রহ-গণক আনি করহ বিভূষিত
তুরিতে মিলয়ে জনু শ্যাম ॥

হারিদ্র দাড়িম কাজর দরপণ
দধি ঘৃত রতন প্রদীপে।
সুবরণ ভাজন লাজহিঁ ভরি ভরি
রাখহ নয়ন সমীপে ॥

নব নব রঙ্গিণী দেউ হুলাহুলি
বসন ভূষণ করু শোভা।
প্রাণ-প্রাণ হরি নিজ ঘরে আওব
গোবিন্দদাস মন-লোভা ॥ ৪৩ ॥ ১৭০২ ।

অথ আকস্মিক স্বপ্নবৎ মিলনং।

ভূপালী।

যোই নিকুঞ্জে আছয়ে ধনী রাই।
তুরিতহিঁ নাগর মিলল যাই ॥
হেরইতে বিরহিণী চমকিত ভেল।
শ্যাম ধরি নিজ কোর পর নেল ॥
পুলকিত সব তনু ঝর ঝর ঘাম।
দুহুঁ বিবরণ কাঁপয়ে অবিরাম ॥
আনন্দ-লোর ঈষত বহি যায়।
বয়ান বয়ান দুহুঁ হিয়ায় হিয়ায় ॥
দূরে গেও যতহুঁ বিরহ-হুতাশ।
কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস। ৪৪॥১৭০৩॥

ধানশী।

চির দিনে মিলল রাইক পাশ।
উঠই না পারই বিরহ-হুতাশ ॥
বাম পাণি দেই দখিণ শরীরে।
চেতন হোয়ল হাতক ভারে ॥

আঁখি মেলি হেরইতে উঠই না পার।
নাগর লেয়ল কোরে আপনার ॥
বিরহিণী বামে করি বৈঠল কান।
বিরহিণী মানল স্বপন সমান ॥
পূরল যতহুঁ মদন-অভিলাষ।
কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস ॥ ৪৫ ॥ ১৭০৪ ॥

ইত্যাদি আকস্মিক-মিলনং।

স্বপ্নানুমানমিতি।

ইতি পদকল্পতরু-গ্রন্থে চতুর্থ-শাখায়াং ষষ্ঠ-পল্লবঃ ॥

অথ স্বপ্ন-রসোদ্গারঃ।

তত্র শ্রীমহাপ্রভুঃ।

সুহই।

লোচনে ঝর ঝর আনন্দ-লোর।
স্বপনহি পেখলু গৌর কিশোর ॥
চিরদিনে আওল নবদ্বীপ মাঝ।
বিহরয়ে আনন্দে ভকত-সমাজ ॥
কি কহব রে সখি রজনীক সুখ।
চিরদিনে হেরলু গোরা-চান্দ-মুখ ॥
বিরহে আকুল যত নদীয়ার লোক।
গোরা-মুখ হেরি দূরে গেল সব শোক ॥
পুন না দেখিয়া হিয়া বিদরিয়া যায়।
নরহরি দাস কান্দি ধূলায় লোটায় ॥১॥১৭০৫॥

শ্রীগান্ধার।

শুন শুন কহি পরাণ সজনি
আজুক স্বপন-রীত।
পিয়া আসি মোরে আলিঙ্গন করে
আনন্দে আকুল চিত॥
বদনে বদন করয়ে চুম্বন
অধরে অধর দিয়া।
ভুজে ভুজে বান্ধি উরে উর ছান্দি
হিয়ার উপরে হিয়া॥
হেনই সময়ে চেতন হইল
বুঝিতে নারিনু কাজ।
কি যে হয়ে নহে এমত করয়ে
নিচয়ে নাগর-রাজ॥
বিধির বিধান কি জানি কেমন
সেহ কি এমন হবে।
এ দাস উদ্ধবে কহে এই বটে
রসিক নাগর তবে॥২॥১৭০৬॥

সিন্ধুড়া।

প্রভাত সময়ে কাক ফুকরিয়া
আহার বাটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার বচন কহিতে
তহিঁ আন থলে যায়॥

সখি এ কথা কহিয়ে তোরে।
চিরদিন পরে কোন বিধাতা
সদয় হইল মোরে। ধ্রু।।

নিশি-অবশেষে কান্দিতে কান্দিতে
নিঁদ আওল আঁখে।
বুকে হাত লৈয়া অতি ভীত পিয়া
আসি দাঁড়াল সমুখে।

চমকি উঠিয়া কোরে আগুরিতে
চেতন হইল মোর।
মূরছি পড়িতে নিকটে বিশাখা
আমারে করিল কোর।।

হিয়া দগদগি পরাণ পোড়য়ে
তবহিঁ সন্তোষ হোয়।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
বন্ধুয়া মিলল তোয়।।৩।।১৭০৭।।

অথ প্রলাপঃ।

স্বপনে দেখিনু মোর প্রাণ-নাথ।
সমুখে দাড়াঞা আছে যোড় করি হাত।।
পুন না দেখিয়ে প্রাণ ধরিতে না পারি।
কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি।।
পাইয়া পরাণ-নাথ পুন হারাইনু।
আপন করম-দোষে আপনি মরিনু।।

যে দেশে পরাণ-বন্ধু সেই দেশে যাব ।
পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব ।।
জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া ।
আসিবে তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়া ।।৪।।১৭০৮।।

ইতি পদকল্পতরু-গ্রন্থে চতুর্থ-শাখায়াং সপ্তম-পল্লবঃ ।

অথ বসন্ত-সময়োচিত-বিরহাবস্থা ।
তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রঃ ।
সুহই ।

পাপী মাঘে পহুঁ কয়ল সন্ন্যাস ।
তবহিঁ গেও মঝু জীবন-আশ ।।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু ঝরয়ে নয়ান ।
গোরা বিনে কত দিন ধরিব পরাণ ।।
অবহুঁ বসন্ত সবহুঁ সুখময় ।
এ ছার কঠিন প্রাণ বাহির না হয় ।।
যত যত পিরীতি করল পহুঁ মোর ।
সোঙরিতে জীউ অব কঠহি ডোর ।।
কহে রামানন্দ সোই প্রাণনাথ ।
কবে নিরখিব আর গদাধর সাথ ।।১।১৭০৯।।

কড়খা তিরোতা ।

হিম হিম-কর-কর- তাপে তাপায়লু
ভৈ গেল কাল বসন্ত ।
কান্ত কাক-মুখে নাহি সম্বাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত ।।

জানলু রে সখি কুদিবস ভেল।
কি খেণে বিহি মোরে বিমুখ ভেল রে
পালটি দিঠি নাহি দেল॥
এত দিনে তনু মোর সাধে সাধায়লু
বুঝলু আপন নিদান।
অবধিক আশ ভেল সব কাহিনী
কত সহ পাপ পরাণ॥
বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝায়ব খেদ।
ইহ বাড়বানল- তাপ অধিক ভেল
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ॥২॥১৭১০॥

শ্রীগান্ধার।

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ-কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানিল হিম- শিখরে সিধারল
পিয়া নিজ দেশে না আওই রে॥
চাঁদ চন্দন তনু অধিক উতাপই
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূর দেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল॥
অনিমিখ নয়নে নাহ-মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হয়ে নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরাণ॥

দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিযন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবনে
মাধব নিকরুণ অন্ত ॥৩॥১৭১১।

তিরোতা ধানশী।

পহিল বয়স মোর না পূরল সাধে।
পরিহরি গেলা পিয়া কোন অপরাধে॥
ঐছন সখীর করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহ হবে পুন মেল ॥৪॥১৭১২॥

দূতী-প্রেরণং যথা।

তুড়ী।

ফুটল কুসুম সকল বন-অন্ত।
মিলল অব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিলকুল কলরব হি বিথার।
পিয়া পরদেশ হাম সহই না পার॥
অব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান॥
ইহ সুখ সময়ে সোই মঝু নাহ।
কা সঞে বিলসব কো কর তাহ॥
তুহুঁ যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব কাম॥৫॥১৭১৩।

কানড়া।

সখি কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করিল বাদ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহ-আগুন দহয়ে দ্বিগুণ
সহনে নাহিক যায়॥
সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সে জন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥৬॥১৭১৪॥

এতৎকালোচিতা দূত্যুক্তির্যথা।
অত্র চিন্তাজাগরদশা জ্ঞেয়া।

কামোদ।

দশকোশী তাল।

শিশিরক শীত সমাপলি সুন্দরী
শোহন সুরত-সন্দেশে।
স্মর-শর-সম শর শশিকর-শীকর
সহই সো তনু শেষে॥

শুন শুন শ্যাম সকলগুণবন্ত।
সুধই সম্বাদে কি সুমুখী সম্বোধব
সুখময় সময় বসন্ত ॥ধ্রু॥
শীতল সুরভিত সরস সমীরণে
সতত সন্তাপই গাতে।
স্বপন-সমাগম সাধে সুধামুখী
শুতই সরসিজ-পাতে ॥
সখিনী-সমাজ সাঁঝ সঞে সো ধনী
সগরিহুঁ শরবরী জাগ।
সোঙরি সুলেহ সোহাগিনী সংশয়
গোবিন্দদাস দিঠি আগ ॥৭॥১৭১৫॥

ধানশী।

অথ উদ্বেগ-দশামাহ যথা।
টারল হৈমন্ শিশিরক অন্ত।
টোয়ত অব ধনী সময় বসন্ত ॥
টুটল তুয়া অবধিক পরথাব।
টলমল জীবন রহ কিসে যাব ॥
ঠামহি ইহ যদুপতি রহু ভোরি।
ঠেরত কৈছে সময় ইহ গোরী ॥
ডহ ডহ বিরহ সহই না পার।
ডারল মণিময় আভরণ-ভার ॥
ডরে নাহি ছোড়ত সহচরী অঙ্গ।
ডুবত জানি ধনী মদন-তরঙ্গ ॥

ঢর ঢর লোচন-সরসিজ জোর।
ঢরকত অহনিশি উতপত লোর ॥
টীট কানু তুহুঁ কপট বিলাস।
ঢিঠে কি বোলব গোবিন্দদাস ॥ ৮ ॥ ১৭১৬ ॥

অথ তানব-মালিনা-প্রলাপমাহ যথা।

কি কহব মাধব রাইক খেদ।
কহইতে হৃদয় হোয়ত মঝু ভেদ ॥
অতি দুরবল তনু ধরই না পার।
কোকিল-শবদে বহয়ে জল-ধার ॥
ইহ মধু সময় পূরবে যত খেল।
সোঙরি সোঙরি তনু ঝামর ভেল ॥
বিরহ-আনলে দহি বিবরণ অঙ্গ।
বিষম বসন্ত তাহে মদন-তরঙ্গ ॥
রোই রোই কি কহয়ে কছু নাহি জান।
জনু পরলাপ কবিশেখর ভাণ ॥ ৯ ॥ ১৭১৭ ॥

অথ ব্যাধিদশামাহ যথা।

ধানশী।

আওয়ে মধু-ঋতু মধুর যামিনী
কামিনী-চিত চোর।
কুসুম-শায়ক জীবন গাহক
তুহুঁ সে মধুপুরে ভোর ॥

শুন হে নিরদয়- হৃদয় মাধব
সে যে সুন্দরী রাই।
বিরহ-জ্বরে জরি কনয়া-মঞ্জরী
রহল রূপক ছাই॥
অঙ্গ ছটফটি কৈছে মেটব
তপত সহচরী-অঙ্গ।
নয়ন-পঙ্কজ জোরে ঝর ঝর
লোরে মহী করু পঙ্ক॥
তো বিনু কিশলয়- শয়ন বীজন
বিফল ভেল মণি মন্ত।
দাস গোবিন্দ এ রস-গাহক
ভাওয়ে রায় বসন্ত॥ ১০॥ ১৭১৮॥

অথ উন্মাদ-দশামাহ যথা।

তিরোতা।

ফাগুনে গণইতে গুণগণ তোর।
ফুটি কুসুমিত ভেল কানন ওর॥
ফুল-ধনু লেই কুসুম-শর সাজ।
ফুকরি রোয়ে ধনী পরিহরি লাজ॥
ফুকরি কহু হরি ইথে নাহি ছন্দ।
ফেরি না হেরবি রাই মুখ-চন্দ॥
ফোরল তুহু কর মরকত-বলই।
ফারল নয়ন সঘন জল খলই॥
ফুয়ল কবরী সম্বরি নাহি বান্ধে।
ফণি-পতি-দমন বলি ঘন কান্দে॥

টুটল হৃদয় নিদারণ লেহ।
ফুতকারহি ধনী তেজব দেহ॥
ফেরি না হেরবি সহচরীবৃন্দ।
ফলব কি না বুঝল দাস গোবিন্দ॥১১॥১৭১৯॥

মোহদশামাহ।

সুহই।

মদন-মোহন- মূরতি মাধব
মধুর মধুপুর তোই।
মুগধ মাধবী মানি মানদ
মিছাই মারগ জোই॥
মিলল মধু-ঋতু মল্লিকা মুকুলিত
মঞ্জু মাধবী-কুঞ্জ।
মেলি মধুকরী মুখর মধুকর
মাতি মধু পিবি গুঞ্জ॥
মিহিরজা-মৃদু- মন্দ-মারুত
মানই মনসিজ সাঁতি।
মসৃণ মলয়জে মূরছি মানিনী
মহী মাহা গড়ি যাতি॥
মহামণিময় মহীক মণ্ডলে
মলিন মুখ-অরবিন্দ।
মরমে মুগধতি মুদির-মনোহর
মোহিত দাস গোবিন্দ॥১২॥১৭২০॥

ধানশী।

একে বিরহানল সহজে দুরন্ত।
দোসর ভেল তাহে কাল বসন্ত॥
এ হরি কহনু তুয়া পায় লাগি।
সো অব জীবই বড় পুণ-ভাগী॥
কি ঘর বাহির নাহিক সম্বিত।
যত উপচার ততহিঁ বিপরীত॥
হিমকর হেরি হেরি হুতাশন-ভান।
ভয়ে বৈঠয়ে ঘরে মুদিত নয়ান॥
কোকিল-কলরব কুলিশ সমান।
হরি হরি বলি ততহিঁ মুরছান॥
গরল গরল কিয়ে মলয়জ-ভাস।
কি কহব অব ঘনশ্যামর দাস॥১৩॥১৭২১॥

ইত্যাদি বসন্ত-সময়োচিত-বিরহাবস্থা।

অথ উষ্ণকালোচিতো বিরহোযথা।

ধানশী।

একে বিরহানল দহই কলেবর
তাহে পুন তপনকি তাপ।
ঘামি গলয়ে তনু ননীক পুতলী জনু
হেরি সখী করু পরলাপ॥
মাধব পেখলু সো বর-রমণী।
দিনে দিনে ক্ষীণ হীন তনু-আভরণ
গলি গলি মিলত ধরণী॥ ধ্রু॥

ঋতু বসন্ত অন্ত করি আওল
গীরিষ কাল দুরন্ত।
দারুণ জীবন আগে নাহি যাওত
হেরত এ তুয়া পন্থ ॥
কত পরবোধি গোঙায়ব সহচরী
জৈঠ মাস বহি গেল ॥
গোবিন্দ দাস কতয়ে সম্বাদব
অগতি গতি মঝু ভেল ॥১৪॥১৭২২॥

তিরোতা।

তাপে তাপিত তনু জৈঠহি মাহ।
কত যে সহব আর বিরহক দাহ ॥
যতনে লেপয়ে যব মলয়জ-পঙ্ক।
জ্বলি যাওত তাহে বিরহ আতঙ্ক ॥
কতয়ে কহব দুখ নিঠুর মাধাই।
তুয়া আশোয়াসে থোয়ল ধনী রাই ॥
কিশলয়-তলপে শুতায়ই কোই।
হা হরি শবদে উঠয়ে তব রোই ॥
ভসম সমান যব হোয়ত সোই।
কালিন্দী-নীরে সিনায়ই কোই.
কত পরকারে শীতল করু অঙ্গ।
বাঢ়য়ে দ্বিগুণ দহন অনঙ্গ ॥
মলয়ানিল বিষ-পবন সমান।
হিমকর দরশনে হরয়ে গেয়ান ॥

এতহুঁ বচনে তুয়া নহে বিশোয়াস।
কি কহব তব রাধাবল্লভদাস ॥১৫॥১৭২৩॥

শ্রীগান্ধার।

শুন শুন নিঠুর কানাই যাই না পেখহ রাই ॥
কিশলয়-রচিত কুটীরে। শয়নে না বান্ধই থিরে ॥
সো অবলা কুল-বালা। কত সহ বিরহক জ্বালা ॥
ঘামে ঘরমাইত দেহ। গলি গলি যায়ত সেহ ॥
নুনীক পুতলী তনু তায়। আতপ-তাপে মিলায় ॥
হেরি সখী হরল গেয়ান। কণ্ঠহি আওত প্রাণ ॥
দীঘল দিবস না যায়। কান্দিয়া রজনী পোহায় ॥
কবহুঁ ঐছে মূরছান। দিবস রজনী না জান ॥
ভূপতি কি কহব তোয়। পুন নাহি হেরবি মোয় ॥
॥১৬॥১৭২৪॥

বরাড়ী।

করতলে বদন-চাঁদ রহুঁ থির।
অহনিশি লোচনে বহতহিঁ নীর ॥
বিগলিত নিঁদ বহই ঘন শ্বাস।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন নৈরাশ ॥
যো হরি অবহুঁ অবধি রহি যাই।
দেখহ সো ধনী বিরহিণী রাই ॥ধ্রু॥
কমলিনী-কিশলয় শেজ বিছাই।
সহচরী মেলি শুতায়লি তাই ॥

শতগুণ মদন-দহন তাহে ভেল।
সো তনু-পরশে ভসম ভই গেল।
চন্দন-পরশে চমকি ধনী উঠই॥
হিমকর-কিরণে অবশ মহী লুঠই।
গোবিন্দদাস কহ নিরদয় কান।
এত পরমাদ তুহুঁ জানিয়া না জান॥১৭॥১৭২৫

দেশাগ রাগ।

কাননে কামিনী কোই না যায়।
কালিন্দী-কূল কলপতরু-ছায়॥
কুঞ্জ-কুটীর মাহা কান্দই কোই।
করে শির হানই কুন্তল ফোই॥
নলিনী-নাগরীগণ নাশল লেহ।
নবীন নিদাঘে না জীবই কেহ॥
নবনী নিন্দিত নব নব বালা।
লাগল বিরহ-হুতাশন-জ্বালা॥
গলত গাত গীরত মহী মাহ।
গুরুতর গীরিষ অধিক ভেল তাহ॥
গোকুলে গোপ-রমণী অছু ভেল।
গরল-গরাসনে গোবিন্দ গেল॥১৮॥১৭২৬॥

অথ বর্ষাকালোচিতোবিরহঃ।
তদুচিত-শ্রীগৌরভক্তগণস্যোক্তিঃ।

সুহই।

সোণা শতবান জিনি গৌরাঙ্গ আমার।
কি হয় চাদর সে না কুন্দনের তার॥

কি লাগিয়া মুড়াই না গেলা কোন দেশে।
কার ঘরে রহিলেন এই চতুর্ম্মাসে॥
সোঙরি সোঙরি হিয়া বিদরিয়া যায়।
কোথা গেলা পরাণ-পুতলী গোরা রায়॥
কান্দয়ে ভকতগণ ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরয ধরিতে নারে নরহরি দাস॥১১॥১৩২৭॥

পাহিড়া।

হাম ধনি তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ।
বারিষা পরবেশ পিয়া গেল দূর দেশে
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ॥
সজনি আজু শমন-দিন হোয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জীউ নিকসয়ে মোয়॥ধ্রু॥
ঘন ঘন-গরজিত শুনি জীউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেইত ছুকোর॥
বরিখয়ে পুন পুন আগি-দহন জনু
জানলু জীবন-অন্ত।
বিদ্যাপতি কহ শুন রমণীবর
মিলব পাহুঁ গুণবন্ত॥২॥১৭২৮॥

সুহই।

উয়ল নব নব মেহ। দূরে রহু শ্যামর-দেহ॥
তহিঁ ঘন বিজুরী উজোর। হরি রহু নাগরী-কোর॥
চাতক পিউ পিউ বোল শুনইতে জীউ উতরোল॥
দাদুরী উনমত ভাষ। বিরহিণী জীবন নৈরাশ॥
দারুণ পাউখ কাল। জীবন ভেল জনজাল॥
ঐছন ভেল দুরদিন। অম্বর রবি-শশি-হীন॥
কো কহে কানুক পাশ। চলতহিঁ গোবিন্দদাস॥
॥২১॥১৭২৯॥

তিরোতা ধানশী।

গগনে গরজে ঘন ফুকরে ময়ূর।
একলি মন্দিরে হাম পিয়া মধুপুর॥
শুন শুন এ সখি হামারি বেদন।
বড় দুঃখ দিল মোরে দারুণ মদন॥
হামারি দুখ সখি কো পাতিয়াওয়ে।
মিলল রতন কিয়ে পুন বিঘটাওয়ে॥
হরি গেও মধুপুরী হাম একাকিনী।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি দিবস রজনী॥
নিঁদ নাহি নয়নে শয়ন নাহি ভায়।
বরিখ অধিক ভেল নিশি না পোহায়॥২২॥১৭৩

তথা রাগ।

দেখ সখি বরিষা-রঙ্গ।
কোন অপরাধে আনাওল মনমথ
কাটিতে বিরহিণী-অঙ্গ॥ধ্রু॥

চড়ি রহু কুম্ভ কদম্ব গজেন্দ্রহি
বান্ধল কেতকী-তৃণ।
ধরি ধনু-রাজ সাজ করি নীরদ
গরজল সমরে নিপুণ॥
ধরি খরশান তড়িত-অসি চঞ্চল
চমকই বারহি বার।
চাতকচয় জয়- শঙ্খ-শবদ করু
দেখি সখি শিখি-পরিবার॥
মণ্ডূকগণ ঘন করু রণ-বাজন
সারস হংস বিষাণ।
পবনক অঙ্গ সঙ্গ করি উড়ত
নব বক-পাতি নিশান॥
কো কহে নীর- তীরজ মূরছিত
যতহুঁ বিরহিণী বৃন্দ।
নাসা-পবনে কেমনে ধনী বারব
আপশোসই দ্বিজ নন্দ॥২৩॥১৭৩১॥

তথা রাগ।

সজান তেজলু জীবনক আশ।
দারুণ বরিখ জীউ ভেল অন্তর
নাহ রহল পরবাস॥
বাদর দর দর নাহি দিন অবসর
গরগর গরজে ঘন-ঘটা।
আনল-হিলোল ঘন মেঘ ঘেরয়ে
যামিনী ঝলকত তড়িত-ছটা॥

ঘন ঘন নিস্বর ডাহুক ডাহুকীগণ
চাতক পিউ পিউ নীরে ।
শিখণ্ডি-মণ্ডল কামে কামাকুল
নিরঘাত শবদ করে ॥২৪॥১৭৩২॥

জয়জয়ন্তী ।

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর ।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন মন্দির মোর ॥

ঝঞ্ঝা ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া ॥
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥

কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া ।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥

তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
থির বিজুরী-পাঁতিয়া ।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥২৫॥১৭৩৩॥

অথ চাতুর্ম্মাস্য-বার্ত্তা।

মল্লার।

মোর বন বন সোর শুনত
বাঢ়ত মনমথ-পীড়।
প্রথম ছার আষাঢ় আওল
অবহুঁ গগন গভীর॥
দিবস রয়নী আর সখি কৈছে
মোহন বিনু যাওয়ে॥ ধ্রু॥
আওয়ে শাঙন বরিখে ভাঙন
ঘন শোহায়ন বারি।
পঞ্চশর-শর ছুটত রে কৈছে
জীয়ে বিরহিণী নারী॥
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো
কাঁসো কহি ইহ দুখ।
নিডরে ডর ডর ডাকে ডাহুকী
ছুটত মদন-বন্দুক॥
অছু হ আশিন গগন ভা খীণ
ঘননে ঘন ঘন রোল।
সিংহ ভূপতি ভণয়ে ঐছন
চতুর মাসকি বোল॥২৬॥১৭৩৪॥

অথ দূতী-প্রেরণং।

পঠমঞ্জরী।

কে যাবে মথুরাপুর কার লাগি পাব।
এ মোর দুখের কথা লিখিয়া পাঠাব॥

হাত কলম করি নয়ন করি দোত।
কলিজা কাজর করি লিখি চাঁদ-মুখ॥
কেহু ত না কহে রে আওব তোর পিয়া।
কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥ ধ্রু॥
দেখিলা যতেক দুখ কহিও বন্ধুরে।
পুছিও তাহারে মোরে মনে নাকি করে॥
কহিবে দুখের কথা বিরলে পাইয়া।
ধরিবা চরণে তার সময় বুঝিয়া॥
কহিও কহিও সখি মোর পিয়া পাশ।
এত দিনে গেল মোর জীবনের আশ॥
এত শুনি সো সখী করল পয়ান।
আওল মধুপুরী বলরাম গান॥২৭॥১৭৩৫॥

ধানশী।

তুহুঁ বিছুরলি গোরী রহলি মথুরাপুরী
নগরে নাগরী হেরি ভোরি।
গগনে জলদ হেরি মনে মনোরথ করি
বিরহ-সাগরে ধনী বুরি॥
শুন শুন শুন হে কানাই।
করুণার লব তোহে নাই॥ ধ্রু॥
ধরণী শয়ন করি সঘন নয়ন ঝরি
সহচরী রহত আগোরি।
দিনে দিনে দুবরী কৈছে জীবন ধরি
গোবিন্দদাস পহুঁ ছোড়ি॥২৮॥১৭৩৬॥

তথা রাগ।

পরথি পেখলুঁ পুরুষোত্তম
পুরুষ পাহুন জাতি।
পিয়ারা পামরী পিরীতি-পাবকে
পৈঠে পতঁগক ভাতি॥
পৌর-পুণবতী পহিলে পরিচয়
প্রাণ পহুঁ তুহুঁ ভোরি।
প্রেম-পরবশ পূরব-প্রেয়সী
পন্থ পেখই তোরি॥
প্রচুর পরিমল- পঙ্ক পঙ্কজ-
পরশে পীড়িত গাত।
পড়য়ে প্রিয়-সখী পায়ে পুন পুন
প্রখর পাঁচ-শর ঘাত॥
পাপ পাউখ পবন-পিয়াসিত
পপিহা পিউ পিউ ভাষ।
পুন কি পাওব পরম প্রিয়তম
পুছত গোবিন্দদাস ॥২৯॥১৭৩৭॥

মল্লার।

ঝর ঝর জলধর-ধার। ঝঞ্ঝা পবন বিথার॥
ঝলকত দামিনী-মালা। ঝামরী ভৈ গেল বালা॥
ঝুট কি কহব কানাই। ঝুরত তুয়া বিনু রাই॥
ঝন ঝন বজর-নিসান। ঝাঁপি রহত দুই কাণ॥
ঝিঙ্গি ঝঙ্করু রাতি। ঝঙ্ক সহন না যাতি॥

ঝুমরি দাদুরী বোল । ঝুলত মদন-হিলোল ॥
ঝটকি চলত ধনী পাশ । ঝগড়ত গোবিন্দদাস ॥

॥৩০॥১৭৩৮॥

বালা ধানশী ।

কি কহব মাধব রাইক খেদ ।
বাউরী ভেল ধনী তোহারি বিচ্ছেদ ॥
যত দুখ দেওল পাপ অনঙ্গ ।
এত কি সহয়ে অবলা ক্ষীণ অঙ্গ ॥
বরিষা গেল শরত পরবেশ ।
অব কিয়ে মাধব না চলবি দেশ ॥
আপনে যাই মিলব ধনী পাশ ।
কতয়ে নিবেদব নন্দন দাস ॥৩১॥১৭৩৯॥

অথ শরৎকালোচিতো বিরহঃ ।
তত্র তদ্ভাবাক্রান্তঃ শ্রীমহাপ্রভুঃ ।

সিন্ধুড়া ।

শরত-চাঁদ জিনি গোরা-মুখ চাঁদ ।
শারদ নিশাকর হেরি হেরি কাঁদ ।
সময় শরদ সুখ সোঙরি সোঙরি ।
কান্দয়ে গৌরাঙ্গ পহুঁ ফুকরি ফুকরি ॥
বিদরিয়া যায় হিয়া সে মুখ দেখিতে ।
মূঢ় যেহো নারে সেহো ধৈরজ ধরিতে ॥
কান্দিয়া আকুল যত প্রিয় অনুচর ॥
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি বড়ই পামর ॥৩২॥১৭৪০॥

শ্রীগান্ধার।

আওল শরদ নিশাকর নিরমল
পরিমল কমল-বিকাশ।
হেরি হেরি বরজ- রমণীগণ মূরছয়ে
সোঙরিয়া রাস-বিলাস॥
মাধব তুয়া অতি চপল চরিত।
কিয়ে অভিলাষে রহলি মথুরাপুরে
বিসরিয়া পূরব-পিরীত॥ ধ্রু॥
এ সুখ যামিনী বিরহিণী কামিনী
কৈছনে ধরব পরাণ।
রোই রোই ভরম সরম সব তেজল
জীবইতে নাহি নিদান॥
অমল কমল-দল যো মুখ-মণ্ডল
অব ভেল ঝামর তুল।
চম্পতিপতি তোহে কিয়ে সমুঝায়ব
পেখহ বল্লবীকুল॥ ৩১॥ ১৭৪১॥

সুহই।

শুনহ নিকরুণ কান। তুয়া রাই ভেল নিদান॥
যব পরশে সরসিজ-শেজ। তব চমকে জনু জীউ তেজ॥
তাহে শরদ-যামিনী-কান্ত। হেরি জীবন তেজব নিতান্ত॥
যব রোয়ত সহচরী মেলি। তব্ রচিয়া পূরবক কেলি॥
যব হেট করি রহু শির। তব্ সবহুঁ স্তবধ শরীর॥
যব তাপ উপজিয়ে অঙ্গ। তব্ যৈছে দহন-তরঙ্গ॥

যব সঘনে কাঁপয়ে দেহ। তব্ ধরিতে নারয়ে কেহ॥
যব তেজই দীঘল নিশাস। তব্ দূরে রহুঁ জ্ঞানদাস॥

॥ ৩৪ ॥ ১৭৪২ ॥

অথ শীতকালোচিতো বিরহঃ।
অত্র হেমন্তশিশিরয়োরেকত্র বর্ণনং কৃতং।
তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ॥

পাহিড়া।

আরে মোর গৌর কিশোর।
নাহি জানে দিবানিশি কারণ বিহনে হাসি
মনের ভরমে পহুঁ ভোর॥ ধ্রু॥

ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায় কারে পহুঁ কি সুধায়
কোথায় আমার প্রাণনাথ।
ক্ষেণে শীতে অঙ্গ কম্প, ক্ষেণে ক্ষেণে দেয় লম্ফ
কাহাঁ পাউঁ যাউঁ কার সাথ॥

ক্ষেণে উর্দ্ধ বাহু করি, নাচি বোলে ফিরি ফিরি
ক্ষেণে ক্ষেণে করয়ে প্রলাপ।
ক্ষেণে আঁখিযুগ মুঁদে, হা নাথ বলিয়া কান্দে
ক্ষেণে ক্ষেণে করয়ে সন্তাপ॥

কহে দাস নরহরি আরে মোর গৌরহরি
রাধার পিরীতে হৈল হেন।
ঐছন করিয়া চিতে কলিযুগ উদ্ধারিতে
বঞ্চিত হইনু মুঞি কেন॥ ৩৫ ॥ ১৭৪৩॥

ভূপালী।

হিম-ঋতু হিম-কর হিমময় বাত।
তাহে বিরহ-জ্বরে থর থর গাত॥
এ হরি কত সহুঁ অবলা নারী।
বিরহক বেদন সহই না পারি॥
দীঘল রজনী তুরিতে না পোহায়।
ছট ফট করি নিশি জাগিয়া গোঙায়॥
পুরব-রভস মনে হয়ে উপনীত।
উচ্চৈঃস্বরে তবহি রোয়ে বিপরীত॥
জীবন ধরয়ে তুয়া প্রতি আশে।
তোহারি চরণে কহ উদ্ধবদাসে॥ ৩৬॥ ১৭৪৪॥

শ্রীগান্ধার।

আঘণ মাসে আশ বহু আছিল
মিলব করি অনুমানি।
সো সব মনোরথ দূরহিঁ দূরে রহু
জীবইতে সংশয় জানি॥
শুন শুন নিরদয় কান।
ইহ দুখ শুনি তুয়া চীত না দরবয়ে
কৈছন হৃদয় পাষাণ॥ ধ্রু॥
পৌর-রমণীগণ বহু গুণ জানত
তাহে বুঝি বারল চীত।
রসময় সদয়- হৃদয় গুণ বিছুরলি
ভুললি সো হেন পিরীত॥

গমন সময়ে যতেক আশোয়াসলি
সো কছু আছয়ে চীত।
শুনইতে তোহারি নিঠুর-পণ গুণগণ
জ্ঞানদাস চীত ভীত ॥ ৩৭ ॥ ১৭৪৫ ॥

ধানশী।

তোহারি সঙ্কেত- নিকুঞ্জে বসিয়া
কত করু পরলাপ।
তুহিন-পবনে বিরহ-বেদনে
সঘনে হৃদয় কাঁপ ॥
পূরব বাসক- শয়ন সোঙরি
রচই বিবিধ শেজ।
সহচরীগণে করিয়া রোদনে
দূরেহি সবহুঁ তেজ ॥
কবহুঁ সুমুখী বিমুখ হইয়া
মানিনী সমান রহে।
যায় যায় কান না হেরি বয়ান
সতত এমতি কহে ॥
কবহুঁ রোদন দশন বিথারি
খল খল করি হাসে।
দারুণ বিরহে ভৈ গেও বাউরী
কহই অনন্ত দাসে ॥ ৩৮ ॥ ১৭৪৬ ॥

তিরোতা।

শিশিরক শীত সবহুঁ দূরে গেল।
বিরহ-আনলে জনু নিদাঘ সম ভেল ॥

দহই কলেবর শীতল পবনে।
কো পাতিয়ায়ব ইহ সব বচনে॥
জর জর অন্তর বিরহক ধূমে।
জাগরে জাগি দূরে রহু ঘুমে॥
বচন কহই যব জনু পরলাপ।
কহই না পারিয়ে যতহুঁ সন্তাপ॥
কোই কহয়ে তোহে রসময় কান।
তুহুঁ সম কঠিন জগতে নাহি আন॥
তোহারি বচনে আর নাহি পরতীতি।
কুলবতী করু জনি তোহে পিরীতি॥
যতহুঁ বিরহ দুখ কি কহব হাম।
দাস যদুনাথ তোহে পরণাম॥ ৩৯॥ ১৭৪৭॥

অথ একত্র ষড়্‌ঋতু-সময়োচিতবিরহবর্ণনং যথা।

বরাড়ী।

সুহই।

হিম-ঋতু সময়ে সঙ্কেত-কুঞ্জে ধনী
তুয়া লাগি করত বিলাপ।
ঘোর বিরহ-জরে জর জর মানস
শিশিরহি থর থর কাঁপ॥
ঋতু বসন্ত বিবিধ ফুল বিকসিত
ফাগুয়া খেলই রঙ্গে।
সো বরনারী তোহারি লাগি ঝুরত
রোয়ত সহচরী সঙ্গে॥

গিরীষ সময়ে তনু গলি গলি পড়ু মহী
ঘামই বিরহ-হুতাশে।
বর্ষা ঋতু ভেল ঝরয়ে নয়নে জল
দুখ-সায়রে ধনী ভাসে॥
নিরমল শরদ- চাঁদ হেরি সো ধনী
সোঙরিয়া রাস-বিলাস।
রসমতী-হৃদয় ভেল উধ শ্বাসহি
কহতহিঁ উদ্ধবদাস॥ ৪০॥ ১৭৪৮॥

শ্রীরাগ।

ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহুঁ দূর।
অযতনে ধনীক মনোরথ পূর॥
কি ফল অম্বর হিম-ঋতু রাতি।
যাহাঁ শুতলি কিশলয়-দল পাতি॥
কি ফল নিয়ড়ে হুতাশন মন্দ।
নিতি নিতি উয়ত গগনহি চন্দ॥
কাঁহে সিনায়ব উতপত বারি।
নয়নহি তাপনি সলিল উতারি॥
ঐছন গণইতে তুয়া গুণ-কোটি।
মানল পৌখক যামিনী ছোটি॥
সবে নাহি সমুঝিয়ে দিনকর-রীত।
কিয়ে শীতল কিয়ে তপত-চরিত॥
গোবিন্দ দাস কহ এতহুঁ সম্বাদ।
তনু জীবন দুহুঁ ধনীক বিবাদ॥ ৪১॥ ১৭৪৯॥

তথা রাগ।

হিম শিশিরে রিপু মদন দুরন্ত॥
দ্বিগুণ তাপায়ল ঋতু বসন্ত॥
গীরিষ-দিবসপতি কিরণ বিথার।
ঝামর ভেল তনু গল অনিবার॥
শতগুণ ভেল ইথে কেবল নিদান।
ঐছন বরিষায় রহল পরাণ॥
হেরি সহচরী কছু ভেল আশোয়াশ।
শরদ-চাঁদ হেরি ভেল নৈরাস॥
রোয়ত সখীগণ কিয়ে দিন রাতি।
জ্ঞানদাস হেরি বিদরয়ে ছাতি॥৪২॥১৭৫০॥

অথ ব্রজ-মণ্ডলস্থ দুঃখমাহ।

দেশ বরাড়ী।

গোকুল ছাড়ি যবহুঁ আয়লি তুহুঁ
তব বিহি প্রতিকূল ভেল।
বরজ-বাসী কিয়ে স্থাবর জঙ্গম
বিরহ-দহনে দহি গেল॥

তুয়া প্রিয় যতহুঁ সুরভীকুল আকুল
তৃণ-কবল করি মুখে।
হেরি মথুরাপুর লোচন ঝর ঝর
পানী নাহি পিবত দুঃখে॥

কোকিল ভ্রমর সারী শুকবর
রোয়ত তরু পর বৈঠি।
তোহারি ময়ূর মৃগীকুল লুঠয়ে
শকতি নাহি বনে পৈঠি॥

তরুকুল-পল্লব সবহুঁ শুখাওল
তেজল কুসুম-বিকাশে।
এতহুঁ বিপদ তোহেঁ কতয়ে নিবেদব
দুখী পুরুষোত্তম দাসে॥৪৩॥১৭৫১॥

অথ যশোদা-বিলাপমাহ।

ধানশী।

রজনী প্রভাতে মাতা যশোমতী
নবনী লইয়া করে।
কানাই বলাই বলিয়া ডাকয়ে
নিঝরে নয়ান ঝরে॥

তবে মনে পড়ে তারা মধুপুরে
তবহিঁ হরয়ে জ্ঞান।
কুয়ল কুন্তলে লোটায় ভূতলে
ক্ষেণে রহি মুরছান॥

শ্রীদাম সুদামে আয়াসেতে বলে
শ্রবণে বদন দিয়া।
তুয়া নাম করি উঠয়ে ফুকরি
শুনি স্থির বান্ধে হিয়া॥

চেতন পাইয়া স্ববলে লইয়া
যতেক বিলাপ করে।
সে কথা শুনিতে মনুজ পশুর
পরাণ নাহিক ধরে॥
তিল আধ তোরে না দেখিলে মরে
বনে না পাঠায় যেহ।
এ পুরুষোত্তম কহয়ে সে জন
কেমনে ধরিবে দেহ॥৪৪॥১৭৫২॥

পাহিড়া।

গোকুল নগরে ভ্রময়ে জনু বাউরী
উদাসল কুন্তল ভার।
কাহাঁ মঝু প্রাণ- তনয় ব্রজ-নন্দন
কহইতে বহে জল-ধার॥
মাধব সো জননী নন্দরাণী।
তুয়া বিরহানলে উমতি পাগলী জনু
কাহারে কি পুছয়ে বাণী॥ধ্রু॥
অব কাঁহে বেণু- শবদ নাহি শুনিয়ে
কোন কানন মাহা গেল।
বুঝি বলরাম সঙ্গে নাহি গেওল
কি পরমাদ আজু ভেল॥
ঐছে বিলাপ শুনই ব্রজ-সহচরী
রোই আওল তছু পাশ।
বহু পরবোধ- বচনে গৃহে আনত
কহ পুরুষোত্তমদাস॥৪৫॥১৭৫৩॥

শ্রীরাগ।

সোই জনক ব্রজ-রাজ। না যাওত ধেনু-সমাজ॥
বসিয়া রহয়ে নিশি দিন। তিলে তিলে হোয়ত ক্ষীণ॥
কাহুঁক না কহ কছু বাত। অবনত করি রহু মাথ॥
ব্রজ-বালকগণ যাই। কত পরবোধয়ে তাই॥
বহুত যতনে ব্রজ-নাথ। ফুকরি কহয়ে কছু বাত॥
কহ রে কহ রে ব্রজ-বাল। কাহাঁ মঝু প্রাণ-গোপাল॥
সহচর ভিন কাঁহে ভেল। লালন কাহাঁ মঝু গেল॥
শুনি বালকগণ রোয়। সো দুখ কি কহব তোয়॥
শ্রীদামে করয়ে নিজ কোর। সিঁচয়ে নয়নক লোর॥
তুয়া অভিলাষে অগেয়ান। চুম্বয়ে তাক বয়ান॥
ঐছন বিরহ হুতাশ। কহ পুরুষোত্তম দাস॥৪৬॥১৭৫

অথ সখাগণস্য বিলাপো যথা।

বালা ধানশী।

প্রভাতে উঠিয়া শ্রীদাম সুবল-
আদি সখাগণ মেলি।
নন্দের মন্দিরে চলে ধীরে ধীরে
যশোদা-বিলাপ বেলি॥
যাইয়া তাহারে কতেক প্রকারে
প্রবোধ-বচন কৈয়া।
আসিবার কালে হেরি ধেনু-শালে
পড়ে মূরছিত হৈয়া॥

অনেক যতনে চেতন পাইয়া
ধেনুগণ সবে লৈয়া।
যমুনা-কাননে চলে গোচারণে
বিরহে বিভোর হৈয়া॥
তুয়া প্রিয় সেই কদম্বের মূলে
বসিয়া রাখাল মেলি।
দুহুঁ দুহুঁ গলে ধরিয়া কান্দয়ে
সোঙরি পূরব-কেলি॥
চূড়া নাহি বান্ধে নটবর-ছান্দে
বসন নাহিক পরে।
ভোজন তেজল দেহ দুরবল
সতত প্রলাপ করে॥
ধেনুগণ আর না খায় আহার
না পিয়ে যমুনা-নীর।
স্তনে ক্ষীর পড়ে আঁখি জল ভরে
হিয়া না বান্ধয়ে থির॥
দেখি সখাগণ কান্দিয়া সঘন
লইয়া চলয়ে ঘরে।
এ পুরুষোত্তম কহয়ে এমতি
সকল গোকুল পুরে॥৪৭॥১৭৫৫॥

এতদ্বাক্যং শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য বিলাপোযথা।

পঠমঞ্জরী।

ঝর ঝর লোচন লোর। নাগর ভেল বিভোর॥
গোকুল-মঙ্গল দুখ। শুনইতে বিদরে বুক॥

ঘন ঘন তেজয়ে শ্বাস। আকুল ভেল পীত-বাস॥
গদ গদ কহে আধ বাত। ধূলি-ধূসর ভেল গাত॥
ঐছে মুগধ ভেল কান। নৃপ কবিশেখর ভাণ॥

॥ ৪৮ ॥ ১৭৫

সুরট জয়জয়ন্তী।

আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে যায়ব।
কবে পিতা নন্দ যশোদা মায়ের স্থানে
ক্ষীর সর মাখন খায়ব॥ ধ্রু॥
কবে প্রিয় ধবলী শাঙলী সুরভি লেই
সখা সঙ্গে দোহি দোহায়ব।
কবে প্রিয় শ্রীদাম সুবল সখা মেলি
কাননে ধেনু চরায়ব॥
কবে যমুনা-তীরে নীপ-তরুমূলে
মোহন বেণু বাজায়ব।
কবে বৃষভানু- কিশোরী গোরী সঙ্গে
কুঞ্জহি রাস বিহারব॥
কবে ললিতাদি রাইক প্রিয়সখী
আবেশে কোর পর লায়ব।
কহে কবিরঞ্জন ঐছন শুভ দিন
রাইক মান মানায়ব॥৪৯॥১৭৫৭॥

শ্রীরাগ।

অনেক বিলাপ করি। সখীরে কহয়ে হরি॥
হামারি শপতি তোরে। চলহ গোকুল-পুরে॥

এতহুঁ আদেশ পাই। সো সখী চলল ধাই॥
মিলল রাইক পাশ। কহে গদ গদ ভাষ॥
ধৈরজ ধরহ রাই। দুখ গেল অবসাই॥
এ দাস মোহন গান। আওব নাগর কান॥৫০॥১৭৫৮॥

অথ শ্রীরাধায়াঃ স্বপ্নে কৃষ্ণ-দর্শনং যথা।

তথা রাগ।

আওব কানু শুনই ধনী বিরহিণী
হোয়ল দুখ অবসান॥
কিশলয় শেজে রজনী অবসানহি
ঘুমহি মুদল নয়ান॥
হেরত স্বপনে সোই ব্রজ-বল্লভ
আওল গোকুল-পুর।
হেরি ব্রজ-বাসিগণ আনন্দ নিমগন
সবজন-মনোরথ পুর॥
যশোমতী ধাই কোর পর লেওল
চুম্বয়ে ও মুখ-চাঁদে।
ব্রজ-রমণীগণ করয়ে নিরীক্ষণ
আনন্দ হিয়া নাহি বান্ধে॥
ঐছন হেরইতে স্বপন-ভঙ্গ ভেল
আওব ভেল আশোয়াস।
রজনী প্রভাতে কহয়ে সব সখীগণে
কহ পুরুষোত্তম দাস॥৫১॥১৭৫৯॥

ধানশী।

রাজপুরাদ্গোকুলমুপযাতং।
প্রমদোন্মাদিত-জননী-তাতং॥
স্বপ্নে সখি পুনরস্থ মুকুন্দং।
আলোকয়মবতংসিত-কুন্দং॥ ধ্রু॥
পরম-মহোৎসব-ঘূর্ণিত-ঘোষং।
নয়নেঙ্গিত-কৃত-মৎপরিতোষং॥
নব-গুঞ্জাবলি-কৃত-পরভাগং।
প্রবল-সনাতন-সুহৃদনুরাগং॥৫২॥১৭৬০॥

তথা রাগ।

আওল গোকুলে নন্দ-কুমার।
আনন্দ কোই কহই জনি পার॥
কি কহব রে সখি রজনীক কাজ।
স্বপনহি হেরনু নাগর-রাজ॥ ধ্রু॥
আজি শুভ নিশি কি পোহায়লু হাম।
প্রাণ-পিয়া যে করলু পরণাম॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ তোহে মিলব মুরারি॥৫৩॥১৭৬১॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং অষ্টম পল্লবঃ।

অথ দ্বাদশমাসিক-বিরহাবস্থা।

তত্রাদৌ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বিরহেণ বিষ্ণুপ্রিয়া-বাক্যং যথা।

সুহই।

ইহ পহিল মাঘক মাহ। সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ॥
জিনি কনক কেশর-দাম। পহুঁ গৌর সুন্দর-ধাম॥

পহুঁ গৌর সুন্দর- ধাম শ্যামর-
প্রেমে ডগ মগ শোহই ।
কুসুম-শর-বর জিনিয়া সুন্দর
কতহুঁ ভাবিনী মোহই ॥
না হেরিয়ে সো মুখ ফাটি যায়ে বুক
প্রাণ ফাফর হোয়ে রি ।
কেশব ভারতী মন্দমতি অতি
কয়ল প্রিয় যতি সোঙরি ॥ (১)

ইহ মাহ ফাগুন ভেল । বিহি নাহ কাঁহে লেই গেল ॥
তহিঁ আওয়ে পূর্ণিমক রাতি । দিন সোঙরি ফোরত ছাতি ॥
দিন সোঙরি ফুরত ছাতি সো মুখ
জন্ম-দিন ইহ গাবিয়া ।
ভকত-চাতক অঝরে লোচন
রোয়ত সো সুখ ভাবিয়া ॥
হাম কৈছে রাখব প্রাণ পামর
গৌর-তনু নাহি হেরিয়া ।
ঐছে মাধুরী প্রেম চাতুরী
সোঙরি ফাটত ছাতিয়া ॥ (২)

ইহ আওয়ে চৈতক মাহ । ঋতুরাজ-রাজক দাহ ॥
ইহ ভকতবৃন্দক মেলি । পহুঁ করত কীর্ত্তন-কেলি ॥
পহুঁ করত কীর্ত্তন কেলি কাঞ্চন-
বল্লী-মাধুরী গঞ্জিয়া ।
বাহুযুগ তুলি কৃষ্ণ হরি বলি
লোরে নদী কত সিঞ্চিয়া ॥ (৩)

ইহ মাধবী পরবেশ। পিয়া গেল কিয়ে দূর দেশ॥
ইহ বসন তনুসুখ ছোড়। অব ধারল কৌপীন ডোর॥

অব ধারল কৌপীন ডোর অরুণহি
বাস ছোড়ল চন্দনে।
তেজি সুখময় শয়ন আসন
ধূলায় পড়ি করু ক্রন্দনে॥

যো বুক পরিসর হেরি কামিনী
পরশ-রস লাগি মোহই।
সো কিয়ে পামর পতিত কোলে করি
অবনী মূরছিত রোয়ই॥ (৪)

অব জেঠ মাহ ইহ আই। পহুঁ-সঙ্গ যদি নাহি পাই॥
হাম কৈছে রাখব দেহ। সখি বিছুরি সো পহুঁ-লেহ॥

সখি বিছুরি সো পহুঁ লেহ দারুণ
দেহ রহে কিবা লাগিয়া।
নিমিষ তরে তার বিরহ-ভয়ে হাম
রজনী দিন রহি জাগিয়া॥

যো পদতল থল- কমল-সুকোমল
কঠিন কুচে নাহি ধারিয়ে।
সো পদ মেদিনী তপত কুশ-বনে
ফিরয়ে সহিতে কি পারিয়ে॥ (৫)

ইহ বিরহ দারুণ বাঢ়। তাহে আওয়ে মাহ আষাঢ়॥
গগনে নব নব মেহ। সব লোক আওল গেহ॥

সব লোক আওল গেহ দারুণ
ঐছে বাদর হেরিয়া।
হাম সে তাপিনী পূরব পাপিনী
পহুঁ না আওল ফেরিয়া॥
কিবা সে চাঁচর চিকুর শ্যামর
চূর্ণ-কুন্তল শোভিত।
ভালে চন্দন তাহে মৃগমদ-
বিন্দু রতি-পতি মোহিত॥ (৬)
ইহ সঘনে বাঢ়ত দাহ। তাহে আওয়ে শাঙণ মাহ॥
ইহ মত্ত দাদুরী-রোল। শুনি প্রাণ ফাটয়ে মোর॥
ইহ মত্ত দাদুরী- রোল দামিনী
চমকি ঝমকিত কাঁতিয়া।
মেহ বাদর বরিখে ঝর ঝর
হামারি লোচন-ভাতিয়া॥ (৭)
মঝু প্রাণ কঠিন কঠোর। তাহে আওয়ে ভাদর ঘোর॥
মঝু প্রাণ জ্বলি জ্বলি যায়। দেহ ছোড়ি নাহি বাহিরায়॥
দেহ ছোড়ি নাহি বাহিরায় সো মুখ-
চাঁদ অব নাহি পেখিয়া।
হায় রে বিধি না জানি করমহি
আর কি রাখিয়াছে লেখিয়া॥
আজানুলম্বিত বাহু যুগল
কনক করিবর-শুণ্ড রে।
হেরি কামিনী থির দামিনী
রোই ছোড়ল মন্দিরে॥ (৮)

এ দুখ কহবহিঁ কাহ। তাহে আওয়ে আশিন মাহ॥
ইহ নগর নবদ্বীপ মাঝ। তাহে ফিরত নটবর-রাজ॥

তাহে ফিরত নট- বর-রাজ কীর্ত্তনে
প্রেম আনন্দে মাতিয়া।
নগর-নাগরী হেরি ও মুখ
পততি ঘাতত্তি ছাতিয়া॥

আর পুন কি আওব ফিরব
নগর-কীর্ত্তন গাইয়া।
খোল করতাল গান সুমধুর
রোই ফিরব কি চাহিয়া॥ (৯)

এত দুখ সহে কিয়ে ছাতি। তাহে আওয়ে কাতিক রাতি।
তাহে শরদ চাঁদ উজোর। তহিঁ ডাকে অলিকুল যোর॥

তাহে ডাকে অলিকুল কুসুম সমূহগে
গন্ধরাজ বিকাশ রে।
শ্রীবাস আদি কত ভকত শত শত
করল কীর্ত্তন রাস রে॥

সে হেন সুখ দিন গেল দুরদিন
ভেল বিহি অব বাম রে।
থাকুক দরশন অঙ্গ পরশন
শুনিতে দুর্ল্লভ নাম রে॥ (১০)

মঝু প্রাণ করে আমচান। যব শুনিয়ে আঘণ নাম।
পহুঁ অধুনা না আওয়ে রে। মোয়ে বিধাতা বঞ্চল রে॥

মোরে বিধাতা বঞ্চল রে দারুণ
প্রাণ চলু তছু পাশ রে॥
এ ঘর ছাড়িয়া দণ্ড করে লৈয়া
কাঁহে কয়ল সন্ন্যাস রে॥ ১১ ॥

যব দেখি পৌষকি মাস॥ তব তেজলু জীবনক আশ।
অব ধন্য সো নবনারী। যো দেশে পহুঁ পরচারি॥

যো দেশে পহুঁ পর- চারি ভেলহি
গেল তাসব দুঃখ রে।
এ শচীনন্দন দাস নিবেদন
কেন বা ছাড়িলা দেশ রে॥ (১২) ॥১॥১৭৬২॥

পঠমঞ্জরী বা কৌরাগিণী।

ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ণিমা দিবসে।
উদ্বর্ত্তন তৈলে স্নান করাব হরিষে॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপ দীপ গন্ধে।
সংকীর্ত্তন করাইব পরম আনন্দে॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার জন্মতিথি-পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপ-বালবৃদ্ধযুবা॥ (১)
চৈত্রে চাতকচয় পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কান্দে কি কহিব কাকে॥
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু।
তাহা শুনি আমি মুর্চ্ছা পাই মুহুর্মুহু॥
পুষ্প-মধু খাই মত্ত ভ্রমরীর বোলে।
তুমি দূর দেশে আমি গোঙাইব কার কোলে॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে আমি কি বলিতে জানি।
বিধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী ॥ (২)
বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছা।
দিব্য ধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁচা ॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে।
সে রূপ না দেখি মুঞি জীব কোন ছান্দে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র ॥ (৩)
জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপত সিকতা।
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু-পদাম্বুজ রাতা।
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কান্দে নিশি দিন।
ছটফট করে যেন জল বিনু মীন ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার নিদারুণ হিয়া।
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥ (৪)
আষাঢ়ে নৌতুন মেঘ দাতুরীর নাদে।
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিলেক বাদে ॥
শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট।
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে সঙ্গে লৈয়া যাও।
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তা চাও ॥ (৫)
শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা ॥
লক্ষ্মীর বিলাস ঘরে পালঙ্কে শয়ন।
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তুমি বড় দয়াবান।
বিষ্ণু প্রিয়া প্রতি কিছু কর অবধান ॥ (৬)
ভাদ্রে ভাস্বত-তাপ সহনে না যায়।
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায় ॥
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে বিষম ভাদ্রের খরা।
জীয়ন্তে মরিল প্রাণনাথ নাহি যারা ॥ (৭)
আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা দুর্গা-মহোৎসবে।
কান্ত বিনে যে দুখ তা কার প্রাণে সবে ॥
শরত সময়ে নাথ যার নাহি ঘরে।
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে কর উপদেশ।
জীবনে মরণে মোর করিও উদ্দেশ ॥ (৮)
কার্ত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ে রবা।
কেমনে কৌপীন বস্ত্রে আচ্ছাদিবে গা ॥
কত ভাগ্য করি তোমার হৈয়াছিলাম দাসী।
এবে অভাগিনী মুঞি হেন পাপ-রাশি ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে অন্তরযামিনী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি ॥ (৯)
অগ্রাণে নৌতুন ধান্য জগতে বিলাসে।
সর্ব্ব সুখ ঘরে প্রভু কি কাজ সন্ন্যাসে ॥
পাট নেত ভোটে প্রভু শয়ন করলে।
সুখে নিদ্রা যাও তুমি আমি পদতলে ॥

ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে তোমার সর্ব্বজীবে দয়া।
বিষ্ণু প্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া ॥ (১০)
পৌষে প্রবল শীত জলন্ত পাবকে।
কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে ॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূর দেশে।
বিরহ-আনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে পরবাস নাহি সহে।
সংকীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নহে ॥ (১১)
মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব ॥
এই ত দারুণ শেল রহল সম্প্রতি।
পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে মোরে লেহ নিজ পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচন দাস ॥(১২) ২॥১৭৬৩॥

ধানশী।

পহিলহি মাঘ গোর বরনাগর
দুখ-সাগরে হাম ডারি।
রজনীক শেষে শেজ সঞে ধায়ল
নদীয়া করিয়া আন্ধিয়ারি ॥

সজনি কিয়ে ভেল নদীয়াপুর।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে ছিল যত সুখ
এবে ভেল দুখ পরচুর ॥ ধ্রু॥

নিজ সহচরীগণ রোয়ত অনুখণ
জননী লুঠত মহী রোই।
হা হা মরি মরি করি করি ফুকরই
অন্তর গর গর হোই॥

সো নাগরবর রসময়-সাগর
যদি মোহে বিছুরল সোই।
তব কাহে জীউ ধরব হাম সুন্দরি
জনম গোঙায়ই রোই॥ (১)

দোসর ফাগুন গুণগণে নিমগন
ফাগু-সুমণ্ডিত অঙ্গ।
রঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গ বাওত
গাওত কতহুঁ তরঙ্গ॥

সজনি সুন্দর গৌরকিশোর।
রসময় সময় জানি করুণাময়
অব ভেল নিরদয় মোর॥

কুসুমিত কানন মধুকর গাওন
পিককুল ঘন ঘন বোল।
গৌর-বিরহ-দাব- দাহে দগধ হাম
মরি মরি করি উতরোল॥

মৃদু মৃদু পবন বহই চিত্ত-মাদন
পরশে গরল-সম লাগি।
যাকর অন্তরে বিরহ বিথারল
সো জগ ভরি দুখভাগী॥ (২)

মধুময় সময় মাস মধু আওল
তরু নব-পল্লব-শাখ ।
নব লতিকা পর কুসুম বিথারল
মধুকর মৃদু মৃদু ডাক ॥
সহচরি দারুণ বসন্ত ।
গোরা-বিরহানলে যো জন জারল
তাহে পুন দগধে দুরন্ত ॥ধ্রু॥
নব নদীয়াপুর নব নব নাগরী
গোর-বিরহ দুখ জান ।
নিজ মন্দির তেজি মোহে সমঝায়ত
তবু চিতে ধৈরজ না মান ॥
কাঞ্চন দহন বরণ অতি চিকণ
গৌরবরণ দ্বিজরায় ॥
যব হেরব পুন তব দুখ মোচন
করব কি মন পাতিয়ায় ॥ (৩)
দুখময় কাল কাল করি মানিয়ে
আওল পাপ বৈশাখ ।
দিনকর-কিরণ দহন সম দারুণ
ইহ অতি কঠিন বিপাক ॥
খরতর পবন বহই সব নিশি দিন
উমরি গুমরি গৃহ মাঝ ।
গোরা বিনু জীবন রহয়ে অছু অন্তরে
তাহে দুখসমূহ বিরাজ ॥

মন্দ তরঙ্গিত গন্ধ সুগন্ধিত
আওত মারুত মন্দ।
গৌর সুরঙ্গ বিভঙ্গজ অঙ্গহি
লাগয়ে আগি-প্রবন্ধ।
কো করু বারণ বিরহি-নিদারুণ
পর কারণ দুখ-ভাগী।
করুণা-বরুণালয় সো শচীনন্দন
যাকর হোই বিরাগী ॥ (৪)

গণি গণি মাহ জেঠ অব পৈঠল
আনল সম সব জান।
কানন গহন দাব-ঘন-দাহন
ভয়ে মৃগী করত পয়ান ॥
মধুরিম আম্র পনস সরসাবলি
পাকল সকল রসাল।
কোকিলগণ ঘন কুহু কুহু বোলত
শুনিয়ে নব জর বিশাল ॥
ইথে যদি কাঞ্চন বরণ গৌর-তনু
দরশন আধ তিল হোই।
তব দুখ সকল সফল করি মানিয়ে
কি করব ইহ সব মোই ॥
মধুকরনিকর সরোরুহ-মধু পর
বেরি বেরি পিবি করু গান।
ঐছন গৌর- বদন-সরসীরুহ-
মধু হাম করবহি পান ॥ (৫)

ঘন ঘন মেঘ গরজে দিন যামিনী
আওল মাহ আষাঢ়।
নব জলধর পর দামিনী ঝলকয়ে
দাহ দ্বিগুণ দহি বাঢ়॥

সহচরি দৈব দারুণ মোহে লাগি।
শরদ সুধাকর- সম মুখ সুন্দর
সো পহুঁ কাঁহা গেও ভাগি॥

অন্তর গর গর পাঁজর জর জর
ঝর ঝর লোচন বারি।
দুখকুল-জলধি মগন অছু অন্তর
তাকর দুখ কি নিবারি॥

যদি পুন গৌর- চাদ নদীয়াপুর-
গগনে উজোরয়ে নিত।
তব দুখ বিফল সকল করি মানিয়ে
হোয়ত তব থির চিত॥ (৬

পুন পুন গরজন বজর নিপাতন
আওল শাঙণ মাহ।
জলধর-তিমির ঘোর দিন যামিনা
ঘর বাহির নাহি যাহ॥

সজনি কো কহে বরিখা ভাল।
ধারাধর-জল- ধারা ঝলকয়ে
বিরহিণী জীব বিকাল॥ধ্রু॥

একে হাম গেহী লেহি পুন কো করু
ফাঁফর অন্তর মোর।
তহি খণে মরি মরি গৌর গৌর করি
ধরণী লুঠই মহাভোর।
গণি গণি দিবস মাস পুন পূরল
মাস মাস করি সাত।
ইথে যদি গৌর- চন্দ্র নাহি আওল
নিশ্চয়ে মরণকি বাত॥ (৭)
আওল ভাদর কো করু আদর
বাদর তবহি না যাত।
দাদুরী দাদুর- রব শুনি বেরি বেরি
অন্তরে বজর-বিঘাত॥
কো কহব রে সখি হৃদয়ক বাত।
পরিহরি গৌর- চন্দ্র কাহাঁ রাজত
দুয় এক সহচর সাথ॥ ধ্রু॥
যদি পুন বেরি শান্তিপুর আওল
নাহি আওল নিজ ধাম।
তাহাঁ সংকীর্ত্তন প্রেম বিথারল
পূরল তছু মনকাম॥
দুরগত পতিত দুখিত যত জীবচয়
তাহে করুণা করু যোই।
তাহে পুন তাপ- রাশি পরিপূরিয়া
মোহে কাহে ভেজল সোই॥ (৮)

আওল আশ্বিন বিকসিত সব দিন
থল-জল-পঙ্কজ ভাল ।
মুকুলিত মল্লী কুসুম-ভরে পরিমলে
গন্ধিত শারদ কাল ॥

সজনি কত চিত ধৈরজ হোই ।
কোমল শশিকর- নিকর সেবন পর
যামিনী রিপু সম মোই ॥ ধ্রু ॥

যদি শচীনন্দন করুণা-পরায়ণ
যা পর নিরদয় ভেল ।
তাকর সুখময় সময় বিপদময়
লাগয়ে যৈছন শেল ॥

ঘুম-হীন লোচন বারি ঝরত ঘন
জনু জলধরে বহ ধার ।
ক্ষিতি পর শোই রোই দিন যামিনী
কো দুখ করব নিবার ॥ (৯)

আওল কার্ত্তিক সব জন নৈতিক
সুরধুনী করত সিনান ।
ব্রাহ্মণগণ পুন সন্ধ্যা তর্পণ
করতহি বেদ বাখান ॥

সখি হে হাম ইহ কছু নাহি জান ।
গৌরচরণ-যুগ বিমল সরোরুহ
হৃদি করি অনুক্ষণ ধ্যান ॥

যদি মোর প্রাণ- নাথ বহুবল্লভ
বাহুরয়ে নদীয়াপুর।
ধরম করম কছু নাহি খোজব
পিয়মু প্রেম মধুর॥
বিধি বড় নিদারুণ অবিধি করয়ে পুন
সরবস যাহে যোই দেই।
তাকর ঠামে সেই পুন পরিহরি
পাপ করয়ে পুন সেই॥ (১০)
আওল আঘাণ মাহ নিবারণ
কোন করব সে নিতান্ত।
সব বিরহিণীজন দেহ-বিঘাতন
যাহে ঘন শীত কৃতান্ত॥
শুন সহচরি এবে ভেল মরণ বিশেষ।
পুনরপি গৌর- কিশোর চিতে হোয়ত
ভরসা দুখ অব শেষ॥ধ্রু॥
নিজ সহচরীগণ আওত নাহি পুন
কার মুখে না শুনিয়ে বাত।
তব কাঁহে ধৈরজ মানব অন্তর
অতয়ে মরণ অবঘাত॥
যদি পুন স্বপনে গৌর-মুখ-পঙ্কজ
হেরিয়ে দৈব-বিধান।
তবহি বিফল করি মানিয়ে নিশি দিন
আধ তিল ধৈরজ মান॥ (১১)

আওল পৌষ মাহ অতি দারুণ
তাহে ঘন শিশির-নিপাত।
থরহরি কম্পি কলেবর পুন পুন
বিরহিণী পর উতপাত॥
সজনি অব কি হেরব গোরা-মুখ।
গণি গণি মাহ বরিখ অব পূরল
ইথে পুন বিদরয়ে বুক॥ধ্রু॥
তোমারে কহিয়ে পুন মরমক বেদন
চিত মাহা কর বিশোয়াস।
গৌর-বিরহ-জ্বরে ত্রিদোষ হইয়া যারে
তাহে কি ঔষধ অবকাশ॥
এত শুনি কাহিনী নিজ সব সঙ্গিনী
রোই রোই সব জন ঘেরি।
দাস ভুবন ভণে ধৈরজ ধরহ মনে
গৌরাঙ্গ আসিবে পুন বেরি॥ (১২) ৩।১৭৬৪

পাহিড়া।

সন্ন্যাসী হইয়া গেলা পুন যদি বাহুরিলা
নাহি আইলা নদীয়া নগরে।
হৃদয়ে হৃদয় ধরি নিজ পর এক করি
তার মুখ দেখিবার তরে॥
হরি হরি গৌরাঙ্গ এমন কেন হৈলা।
সবারে সদয় হৈয়া মুঞি নারীরে বঞ্চিয়া
এ শোক-সাগরে ভাসাইলা॥

এ নব যৌবন কালে মুড়াইলে চাঁচর চুলে
কি জানি সাধিলা কোন সিদ্ধি।
কি জানি পরাণ সে পশুবৎ পণ্ডিত যে
গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসে দিল বিধি॥

অক্রূর আছিল ভাল, রাজ-বোলে লৈয়া গেল
থুইল লৈয়া মথুরানগরী।
নিতি লোকে আইসে যায়, তাহাতে সম্বাদ পায়
ভারতী করিলে দেশান্তরী॥

এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া মরমে বেদনা পাঞা
ধরণীরে মাগয়ে বিদায়।
বাসুদেব ঘোষে কয় মো সমান পামর নয়
তবু হিয়া বিদরে আমার॥ ৪ ॥ ১৭৬৫॥

অথ শ্রীরাধিকায়াঃ দ্বাদশমাসিক-বিরহোযথা।

সুহই।

কন্দর্প তাল।

গাবই সব মধু মাস।
জনু দহ বিরহ-হুতাশ॥ ধ্রু॥

হুতাশ সদৃশ চাঁদ চন্দন
মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী-মধু মত্ত মধুকর
মধুর মঙ্গল গাবই॥

নব মঞ্জু অঞ্জন- পুঞ্জ-রঞ্জিত
চূত-কানন শোহই।
রস-লোল কোকিল কোকিলাকুল-
কাকলি মন মোহই॥ (১)
মোহই মাধবী মাস।
চৌদিশে কুসুম বিকাশ॥
বিকাশ হাস বিলাস সুললিত
কমলিনী রস ভূষিতা।
মধুপান-চঞ্চল চঞ্চরীককুল
পদুমিনী-মুখ-চুম্বিতা॥
মুকুল-পুলকিত বল্লী অরু তরু
চারু চৌদিশে সঞ্চিতা।
হাম সে পাপিনী বিরহে তাপিনী
সকল সুখ পরিবঞ্চিতা॥ (২)
বঞ্চিত রহ নিশি বাস।
ভৈগেল জেঠহি মাস॥
ইহ রহু যাক ঘরে সো মঝু পহুঁ
সোই সুলখিনী কামিনী।
যো কান্ত-সুখ- সম্ভোগে বঞ্চয়ে
চাঁদ উজোর যামিনী॥
দহই দাতরী দিনহি বঞ্চয়ে
কেলি করয়ে সরোবরে।
প্রেম-পেশলী পূরব-প্রেম-প্রেয়সী
পেখি তাপিত অন্তরে॥ (৩)

অন্তরে আওয়ে আষাঢ়।
বিরহী-বেদন বাঢ়॥

বাঢ় ফুল্লিত বল্লী তরুবর
চারু চৌদিশে সঞ্চরে।
ও তাপে তাপিত ধরণী মঞ্জরী
নিরখি নব জলধরে।

পপিহা পাখী পিয়াসে পীড়িত
সতত পিউ পিউ রাবিয়া।
পিয়া-নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে
পিয়াকো পেখি না পাইয়া॥ (৪)

পাপী শাঙণ মাস।
বিরহী-জীবন নৈরাশ॥

বাসর রজনী দশ দিশ গগনে
বারিনে রহই ঝাঁপিয়া।
ঝলকে দামিনী পলকে কামিনী
হেরি মানস কম্পিয়া॥

পাপী ডাহুকী ডহুকে ডাকই
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে অনিঁদ লোচনে
জাগি সগরি রাতিয়া॥ (৫)

রাতি দিবসে রহু ধন্দ।
ভাদরে বাদর মন্দ॥

মন্দ মনসিজ মনহি দহই
দহই মারুত মন্দ।
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
হামারি লোচন-ছন্দ।
উঠল ভূধর পূরল কন্দর
ছুটল নদ নদী সিন্ধুয়া॥
হাম সে কুলবতী পরক যুবতী
গমন জগ ভরি নিন্দুয়া॥ (৬)
নিন্দু আপন পরবাস।
ভৈগেল আশিন মাস॥
মাস গণি গণি আশ গেলহুঁ
শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব হিয়াক বেদন
পিয়া সে গেল পরদেশিয়া॥
সময় শারদ চাঁদ নিরমল
দীঘ দীপতি রাতিয়া।
ফুটল মালতী কুন্দ কুমুদিনী
পড়ল ভ্রমর-পাতিয়া॥ (৭)
পাতিয়া শমনক লাই।
আওল কার্ত্তিক ধাই॥
ধাই ষটপদ লাই পদুমিনী
পাই কিয়ে রস-মাধুরী।
তেঞি নিঃশঙ্কউ সঘনে চুম্বই
কোন বুঝে অছু চাতুরী॥

যবহুঁ পিয়া মঝু লেহ করলহি
মেঘ চাতক রীতিয়া।
পিয়াসে দূরহি রোয়ে পাপিনী
হোই রহল কিরীতিয়া ॥(৮)
কি রীতি করব অব হামে।
আওল আঘণ নামে ॥
নাম শুনইতে ঐছন অন্তরে
সো রস-সায়রে পেশলি।
কোন বিহি মঝু নাহ লে গেও
হাম সে পড়ি রহু একলি ॥
শিশির নব নব তরুণ নব নব
তরুণী নবী নবী হোইরি।
লেহ নব নব তেজি দারুণ
দেহ ধরু জনু কোইরি ॥ (৯)
কোই করয়ে জনি রোখে।
আওল দারুণ পৌখে ॥
পৌখ দিন মাহা সূরয-আতপ
পরশে কম্পন হোতিয়া।
রজনী হিমকর- দরশে দহ দহ
হেরি সহচরী রোতিয়া ॥
কপট কামুক পিরীতি-আগুনি
দরশ কথি জনি হোইরি।
অতয়ে কুল শীল জীবন যৌবন
সখি মো সঙ্গহি খোইরি ॥ (১০)

থোই কলাবতী মান।
আওল মাঘ নিদান॥

নিদানে জীবন রহল সো পুন
মাঘে সমুঝল যাবই।
মদন-ধানুকী ফেরি কি আওল
সবহুঁ মঙ্গল গাবই॥

রসাল নব নব পল্লব-চাপহি
মুকুল-শর কত যোই রি।
ভ্রমর কোকিল কুকরি বোলত
মার বিরহিণী ওই রি॥ (১)

ওই দেখহ অনুরাগে।
আওল ফাগুন আগে॥

আগে মঝু কছু আশ আছিল
নিচয় নাগর আওবে।
বরিখ গেলহি অবধি ভেলহি
পুন কি পামরী পাওবে॥

সোই নিরমল বদন-মাধুরী
দরশ কথি জনি হোয়।
অতয়ে নিরগুণ জীবন তেজব
মরণ ঔষধ মোয়॥

মোহে হেরি সখি কোই।
চৌঠ মাস সবহুঁ রোই॥

রোই ঝর ঝর নিঝর লোচন
বিষম অব দৌ মাস।
কতিহু অন্তর ততহি রহলিহ
হামারি গোবিন্দ দাস ॥

আধ বরিখহি তাহি পামরী
দাস গোবিন্দদাসিয়া।
অবহুঁ তব অব, কবহুঁ না পাওব
রহল মরমক নাশিয়া ॥(১২)॥৫।।১৭৬৬।

অত্র চাতুর্মাস্যং বিদ্যাপতি-ঠক্কুরস্য ততোমাসদ্বয়ং গোবিন্দদাস কবিরাজঠক্কুরস্য ততোঽবশিষ্টং মাসষট্কং গোবিন্দচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরস্য বর্ণনং।

পাহিড়া ধানশী।

কন্দর্প তাল।

আঘণ মাস রাস-রস-সায়র
নাগর মাথুর গেল।
পুর-রঙ্গিণীগণ পূরল মনোরথ
বৃন্দাবন বন ভেল ॥ (১)

আওল পৌষ তুষার-সমীরণ
হিমকর-হিম অনিবার।
নাগরী-কোরে, ভোরি রহু নাগর
করব কোন পরকার ॥ (২)

মাঘে নিদাঘ কৌন পাতিয়ায়ব
আতপ মন্দ বিকাশ ।
দিনমণি-তাপ নিশাপতি চোরল
কানু বিনু সঘন হুতাশ ॥ (৩)
ফাগুনে গুণি গুণি, গুণমণি-গুণগণ
ফাগুয়া-খেলন রঙ্গ ।
বিরহ-পয়োধি, অবধি নাহি পাইয়ে
দুতর মদন-তরঙ্গ ॥ (৪)
আওত চৈত চিত কত বারব
ঋতুপতি নব পরবেশ ।
দারুণ মনমথ ফুল-শরে হানই
কানু রহল দূর দেশ ॥ (৫)
মাধব মাস সাধ বিধি বাধল
পিককুল পঞ্চম গান ।
দারুণ দখিণ, পবন নাহি ভায়ত
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ ॥ (৬)
জৈঠহি মিঠ কহত সব রঙ্গিণী
চন্দন চান্দনী রাতি ।
শীতল পবন, মোহে নাহি ভায়ত
দারুণ মনমথ সাথী ॥(৭)
মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদ-পাঁতি ।
নীরদ-মুরতি নয়নে যব লাগয়ে
নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি ॥ (৮)

শাঙণ সঘন গগনে ঘন গরজন
উনমতি দাদুরী বোল।
চমকিত দামিনী, জাগয়ে কামিনী
জীবন কণ্ঠহি লোল ॥ (৯)
ভাদরে দর দর দারুণ দুরদিন
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ্র।
শীকরনিকরে থির নহ অন্তর
দহই মনোভব মন্দ ॥ (১০)
আশিন মাসে, বিকশিত পদুমিনী
সারস-হংস-নিসান।
নিরমল অম্বর হেরি সুধাকর
ঝুরি ঝুরি না রহ পরাণ ॥ (১১)
কাতিক মাস, নিরাশ কয়ল বিধি
লীলা-রসময় রাস ॥
নিকরুণ মাধব, কৌন পাতিয়ায়ব
কহতহিঁ গোবিন্দদাস ॥(১২) ॥৬॥১৭৬৭॥

ধানশী।

সুহই।

দেখ দেখ পাপী আঘণ মাস। জনু নাহ-বিরহ-হুতাশ ॥
দরশাই সুখ বিহি নেল। হিয়ে কৈছে সহ ইহ শেল ॥
হিয়ে কৈছে সহ ইহ শেল ভেল মঝু
প্রাণ-পিয়া পরদেশিয়া।
জনু ছুটল ফুল-শর ফুটল অন্তর
রহল তহি পরবেশিয়া ॥ (১)

অব পৌষ ভেল পরবেশ। মঝু নাহ ভেল দূর দেশ॥
গণি সোই কামিনী-ভাগি। রহু পিয়াক হিয়ে হিয়ে লাগি॥
রহু পিয়াক হিয় হিয় লাগি শয়নহি
বয়ন বয়নহিঁ ঝাঁপিয়া।
হাম সে পাপিনী পৌষ-যামিনী
ভেলি থরহরি কাঁপিয়া॥ (২)
দিন রজনী গণি গণি শেষ। অব মাঘ ভেল পরবেশ।
আর কতহুঁ হেরব পন্থ। নাহি যাওয়ে জীবন দুরন্ত।
নাহি যাওয়ে জীবন দুরন্ত অন্তর
কান্ত সন্তত চিন্তিয়া।
মরম জর জর নয়ন ঝর ঝর
তিলেক নাহি বিছুরন্তিয়া॥ (৩)
অব ভেল ফাগুন মাস। নাহি গেল তবহি দুরাশ॥
হত চিত আনন ফুর। দিন রাতি তছু গুণ ঝুর॥
দিন রাতি তছু গুণ ঝুর দূরসেঁ।
সোঙরি পরশক লাগিয়া।
তবহিঁ হত চিত হোয়ত সচকিত
হেরি পুন নাহি পাইয়া॥ (৪)
দেখ শিশির-নিশি বহি গেল। মঝু পিয়াক দরশ না ভেল॥
মধু মাস পহিলহি সাজ। হত মদন সঞে ঋতু-রাজ।
হত মদন সঞে ঋতু-রাজ আওত
ভ্রমর গাওত মাতিয়া।
কুহয়ে কোকিল সতত কুহু কুহু
কুহলিয়া উঠে ছাতিয়া॥(৫)

অব ভেল মাহ বৈশাখ। তরু কুসুমে ভরু নব শাখ॥
বহ মলয়-মারুত মন্দ। ঝরু মাধবী-মকরন্দ॥
ঝরু মাধবী মকরন্দ গন্ধহি
মত্ত মধুকর ঝঙ্কহি।
টঙ্কারি ধানুক সাজি মনসিজ
বিন্ধল মরম নিশঙ্কহি॥ (৬)

ইহ জৈঠ পৈঠল আগি। মঝু দহত তনু-বন লাগি॥
রহ বেড়ি আসন পাশ। তহিঁ নাহি হরিণী নিকাশ॥
তহিঁ নাহি হরিণী,নিকাস তহিঁ শ্বাস না
নিকসয়ে ফাফর ধূমহি॥
হৃদয় বিদর শেষ শশধর
সতত লুঠত ভূমহি॥ (৭)

অব মাস ভেল আষাঢ়। হিয়া-দাহ শতগুণ বাঢ়॥
তাহা দৈব দারুণ লাগি। তাহাঁ চাঁদ বরিখয়ে আগি॥
তাহাঁ চান্দ বরিখয়ে আগি লাগয়ে
গরল মলয়জ-পঙ্কহি।
অমল কোমল শেজ কিশলয়
আনল সম হেরি শঙ্কহি॥ (৮)

অব ভেল শাঙণ মাস। অব নাহি জীবনক আশ॥
ঘন গগনে গরজে গভীর। হিয়া হোয়ত জনু চৌচির॥
হিয়া হোয়ত জনু চৌচির থির না
বান্ধয়ে পলকা ঘোর রবে।
ঝলকে দামিনী খোলি খাপহি
মদন লেই তলোয়াররবে॥ (৯)

অব ভেল ভাদর মাস। ঘন বরিখে নাহি দিগপাশ॥
জনু কাল-রাহুক লাগি। দিন-রাতি-পতি ভয়ে ভাগি॥
দিন-রাতি-পতি ভয়ে ভাগি রহলহুঁ
দিবস রজনী অভেদ রে।
ঐছে দিনে পিয়া নাহি মন্দিরে
কোন সহ ইহ খেদ রে॥ (১০)

দশ দিশ ভেল পরকাশ। ভৈ গেল আশ্বিন মাস॥
হত প্রাণ অবহুঁ না জান। অব পুন কি হেরব কান॥
অব পুন কি হেরব কান হাম কি
নিয়ড়ে ও মুখ-চাঁদ রে।
অমিয়া মাখন মধুর ভাখন
শুনব মৃদু সুন্দর রে॥ (১১)

দেখ সোই কার্ত্তিক মাস। ভেল কুন্দ কুমুদ বিকাশ॥
পুন সেই রজনী সুঠান। ইহ সবহুঁ বিছুরল কান॥
ইহ সবহুঁ বিছুরল কানু পুন তাহে
কোন অব সমুঝায়ব রে।
প্রিয় নন্দ-নন্দন চরণে ভণ ঘন-
শ্যামদাস পুন আওব রে॥(১২)॥৭॥১৭৬৮॥

তিরোতা ধানশী।

সজনি কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই॥ ধ্রু॥

এখন তখন করি দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
খোয়লু এ তনুক আশা॥
হিমকর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবী মাসে॥
অঙ্কুর তপন- তাপে তনু জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নবযৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরযুবতি
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজ-নন্দন হৃদয়-আনন্দন
ঝটিতে মিলব তুয়া পাশ॥৮॥১৭৬৯॥

অথ শ্রীরাধয়া শ্রীকৃষ্ণসন্নিধৌ দূতী-প্রেরণং যথা।

তথা রাগ।

বন্ধুরে কহিও মোর কথা।
আনলে পশিব যদি না আইসে এথা॥
মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন।
তোমা বিনু দগধে যেন দাবানলে বন॥
নহেত কহয়ে যেন এ দুঃখ এড়াই।
সোঙরিয়া-চাঁদ মুখ তবে মরি যাই॥

জ্ঞান কহে এত দুঃখ না কর ভাবন ।
নিচয়ে মিলিব জান তোমার প্রাণ-ধন ॥৯॥১৭৭০

বরাড়ী ॥

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল ।
কহিও বন্ধুরে মোর এত না জঞ্জাল ॥
এক তিল যাহা বিনু যুগশত মানি ।
তাহে এতহুঁ দিন সহয়ে পরাণী ॥
যদি না আইসে বন্ধু নিশ্চয় জানিও ।
মরিব অনলে পুড়ি তাহারে কহিও ॥
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি ।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি ॥
এ ছার জীবন আর ধরিতে নারিব ।
এবার না আইসে পিয়া নিচয়ে মরিব ॥
শুনিয়া রাধার এত বিরহ-হুতাশ ।
চলিলা ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস ॥১০॥১৭৭১॥

অথ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি দূত্যুক্তিঃ ।

সুহই ।

ঘুমে আলপয়ে কত পরবন্ধ ।
রভসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ ॥
জাগরে নিয়ড়ে না হেরি তোহে কান ।
সো রস পরশ স্বপন করি মান ॥
এ হরি তো সঞে রহত বিচ্ছেদ ।
বিপরীত-চরিতে বাঢ়ায়সি খেদ ॥

ভরমে পুছয়ে তোহে মরমক বোল।
উতর না শুনই জীউ উতরোল॥
পুন উতকণ্ঠিত করইতে কোল।
দূরে রহুঁ পরশ দরশ ভয়ে চোর॥
ঐছন নিতি নিতি কত অনুতাপ।
পর সমঝায়ত এহ বড় তাপ॥
গোবিন্দদাস কহ কি ফল সম্বাদ।
যত এ পিরীতি তত এ পরমাদ॥১১॥১৭৭২॥

তথা রাগ।

মাধব কি কহব বিরহ-বিষাদ।
তিল এক তুহুঁ বিনে যো কহে যুগশত
তাহে কি এতহুঁ পরমাদ॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধায়ল
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহ।
কত উনমাদ মোহ বহি যাওত
কত পরবোধব কেহ॥
দশমী দশায়ে আছয়ে এক ঔষধ
শ্রবণে কহিয়ে তুয়া নাম।
শুনইতে তবহি পরাণ ফেরি আওত
সো দুখ কি কহব হাম॥
কত কত বেরি তোহে সম্বাদলু
কৈছন তুয়া আশোয়াস।
না বুঝিয়ে রীত ভীত রহুঁ অন্তরে
কহতহি বলরামদাস॥১২॥১৭৭৩॥

সুহই।

যব ঋতু-পতি নব পরবেশ। তব তুহুঁ ছোড়লি দেশ॥
তাহে যত বিবিধ বিলাপ। কহই হৃদয় মাহা তাপ॥
তব ধরি বাউরী ভেল। গিরীষ সময় বহি গেল॥
বরিষা ভেল চারি মাস। না ছিল জীবন-অভিলাষ॥
তাহে যত পাওল দুখ। কহইতে বিদরয়ে বুক॥
শারদে নিরমল চন্দ। তাক জীবন লেই নন্দ॥
পূরবক রাস-বিলাস। সোঙরিতে না বহে শ্বাস॥
হিম শিশিরে বহু শীত। দিনে দিনে উনমত চিত॥
অব ভেল বহুত নিদান। নব কবি শেখর ভাণ॥

॥ ১৩ ॥ ১৭৭৪ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ।

পঠমঞ্জরী।

যব তুহুঁ লায়ল নব নব লেহ।
কেহ না গুণল পরবশ দেহ॥
অব বিহি ভাঙ্গল সো সব মেলি।
দরশন দুলহ দূরে রহুঁ কেলি॥
তুহুঁ পরবোধবি রাইক সজনি।
যৈছন জীবয়ে যব এক রজনী॥ ধ্রু॥
গণইতে অধিক দিবস গণি দেখ।
মেটি গুনায়বি যব এক রেখ॥
তাহে কি সম্বাদব পর-মুখ-বাণী।
কি কহিতে কিয়ে পুন হোয়ে না জানি॥

এতহুঁ নিবেদনু তুয়া পায়ে কান।
গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ ॥১৪॥১৭৭৫॥

তথা রাগ।

হামারি যতেক দুখ বিরহ-হুতাশ।
সবহি কহবি তুহুঁ বিরহিণী পাশ ॥
দুয় এক দিবসে মিলব হাম যাই।
যতনহি তুহুঁ পরবোধবি রাই ॥
কহবি সজনি মঝু আরতি-বাণী।
তাকর মুখ হেরি বিছুরহ জানি ॥
শুনি দূতি ধাই চললি ধনী পাশ।
গদ গদ কহতহিঁ বলরামদাস ॥ ১৫ ॥ ১৭৭৬ ॥

অথ দূতী শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বাদশমাসিক-বিরহাবস্থামাহ।

তিরোতা ধানশী।

আঘণ মাস নাহ-হিয় দাহই
শুনইতে হিম-ঋতু নাম।
অঙ্গন গহন দহন ভেল মন্দির
সুন্দরি তুহুঁ ভেলি বাম ॥
কিয়ে নিশি বাসর গায় পর অন্তর
জর জর মরমক ঠাম।
বিদগধ রায় মুগধ-চিত অবিরত
সোঙরিয়া তুয়া গুণ-গাম ॥

সুন্দরি কো কহুঁ ও দুখ ওর ।
বিষম কুসুম-শর- জরে ভেল দুবর
বল্লব-রাজ-কিশোর ॥ ধ্রু ॥ (১)

পৌষ-তুষার তুষানলে ডারল
জীবন নায়রি নাহ ।
সুধীর সমীর সুধাকর শীকর
পরশ গরল অবগাহ ॥

অহনিশি ডহ ডহ, পিয়া জীউ থির নহ
দুঃসহ বিরহক দাহ।
উঠত বৈঠত শোয়ত রোয়ত
কতয়ে করব নিরবাহ॥ (২)

মাঘহি নিশি দিন শিশিরক শীকর
নিকরহুঁ অবনী আগোর ।
উলটি পালটি অনুখণ ছটফটি
তবু দহে সহচরী কোর ॥

তুয়া গুণে কামিনি, কত হিম-যামিনী
জাগয়ে নাগর ভোর ।
সরসিজ-মোচন বর-লোচন রহুঁ
ঝরতহিঁ ঝর ঝর লোর ॥ (৩)

ফাগুনে মধুপুর, নাগরী নাগর
বিলসই ফাগুক রঙ্গে ।
বিরহক আগুনি জরি জরি গুণমণি
ঝামর শ্যামর অঙ্গে ॥

তুহুঁ সে নিরন্তর নাগরি অন্তর
কি করব রঙ্গিণী সঙ্গে।
শীতল ভূতল লুঠয়ে বেয়াকুল
দংশিল বিরহ-ভুজঙ্গে॥ (৪)
দূরহি বিরহিগণ তেজই জীবন
শুনি অছু নাম দুরন্ত।
সো মধু মাস বিলাসত জনে জনে
আওল কাল বসন্ত॥
এত দিনে কতহিঁ যতনে জীউ রাখল
অব কি জীয়ব তুয়া কান্ত।
পিকু-অলি-কাকলি কুসুম-লতাবলি
দিনে দিনে জীউ করু অন্ত॥
বিকসিত কুসুম ভরল সব কানন
চৌদিশে ভ্রমর ঝঙ্কার।
তরু পর কোকিল পঞ্চম গায়ই
নিশি দিশি জীবন জার॥ (৫)
পাপ নিশাকর কিরণ পসারল
জগ ভরি আনল বিথার।
মাধবী মাসে আশে জীউ না রহল
অব কি সহব দুখ আর॥
শীতল শতদল- শয়নে শুতায়ল
কিশলয় ভরি পরিযঙ্ক।
কত উঠি কত বৈঠি, পড়য়ে ধরণী লুঠি
লোরে করই মহী পঙ্ক॥ (৬)

কত ঘন চন্দন কত কত বীজন
সজল জলদ বিষ-শঙ্কা।
জৈঠহি পৈঠল হিয়ে বাড়বানল
কিয়ে দুর বিহি ভেল বঙ্কা॥
নব নব জলধর ভরি রহু অম্বর
বরিষা নব পরবেশে।
ক্ষেণে ক্ষেণে জলদ,মধুর-মন্দ্র ধ্বনি শুনি
শুণি শুণি উঠয়ে তরাসে॥ (৭)
নব নব পল্লব মনোভব লাগল
বিহি করু সব অব শেষ।
কৌন আষাঢ়ে শেল হিয়ে হানল
বাঢ়ল গাঢ় কেলেশ॥
গগনহি সঘন ঘনহি ঘন গরজন
দামিনী দশ দিশ পাত।
যামিনী ঘোর তিমির তব্ হেরইতে
থরহরি কাঁপয়ে গাত॥ (৮)
এ দুখ-সায়র নিমগন নায়র
তহিঁ হত দাদুরী-রাব।
শাঙণ গহন দহন দহ জীবন
কিয়ে জানি হরি বধ পাব॥ (৯)
উহ ভাদর দিন নিরখিতে তনু খীণ
দারুণ দুরদিন মান।
বিরহ হিলোলহি দর দর অন্তর
দোলত চপল পরাণ॥

তুয়া বিনু জনু শূন সব মন্দির
মনমথ তৃণ সমান।
একলি বিকল সকল নিশি বিলপই
অবিরত ঝরয়ে নয়ান॥ (১০)
উজোর হিমকর নভ-তল নিরমল
চাঁদনী রজনী উজোর।
উনমত ভ্রমর ভ্রমরী সহ বিলসই
বিকশিত পদুমিনী-কোর॥
তোহারি দরশ বিনু অতি ক্ষীণ জীবন
গদ গদ কহে আধ বোল।
আশ্বিন শারদ হংস-শবদ শুনি
পিয়া জিউ অতি উতরোল॥ (১১)
বিহরই বিহগ সুভগ তটিনী-তট
জল সরসিজ পরকাশ।
জগ-জন-লোচন তনু-মন-মোহন
আওল কাতিক মাস॥
অবহুঁ অনঙ্গ- ভুজঙ্গ গরাশল
অব নাহি জীবনক আশ।
দিশি দিশি অনুক্ষণ গুণি গুণি তুয়া গুণ
উনমত বারহি মাস॥ (১২)॥১৬॥ ১৭৭৭।

সুহই।

বিরহিণি কি কহব মাহক দুখ।
আধ তিল তুয়া বিনে জীবন শূন মানে
তাহে কি মাথুর সুখ॥

সদাই বিরলে বসি অবনত মুখ-শশী
ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান।
দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই করি
ঐছনে হরয়ে গেয়ান॥
পুন চেতন পুন ঐছনে মুরছন
পুন পুন করয়ে ধিকার।
গোকুল-নগরক পথিক হেরি কত
করে ধরি করে পরিহার॥
আওব কানু কহল তোহে কত মত
বচনে করহ বিশোয়াসে।
তোহারি প্রেম সোই বিছুরি না পারব
পুছহ বলরাম দাসে॥১৭॥১৭৭৮॥

শ্রীরাগ।

এক দিবস হাম মথুরা সমাগম
পন্থহি দরশন ভেল।
তোহারি চরিত কত পুন পুন পুছত
লোরে নয়ান ভরি গেল॥
সুন্দরি সুপুরুখ বিদগধ সোয়।
কানুক হৃদয় সবহুঁ হাম বুঝলু
তিলেক না বিছুরল তোয়॥ ধ্রু॥
পীত-নিচোলে নয়নযুগ মোছই
ফুকরি ফুকরি কত রোয়।
উর পর পাণি হানি ক্ষিতি লুঠই
পুন পুন মুরছিত হোয়॥

তুয়া বিনে রাতি দিবস নাহি জানত
অতয়ে বুঝিনু অনুমানে।
মোহে বিছুরল বলি কতহুঁ না রোয়ত
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥১৮॥১১৭৯॥

বালা ধানশী।

কানুক ঐছে দশা শুনি বিরহিণী
বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি ক্ষিতি-তলে মূরছলি
সখীগণ দ্বিগুণ বিষাদ ॥

এক সখী তুরিতহি কোরে আগোরল
কহতহিঁ আগোরত কান।
শুনইতে ঐছন বচন রসায়ন
পাওল জীবন দান ॥

চেতন পাই হেরই পুন দশ দিশ
অতি উতকণ্ঠিত হোই।
কাহাঁ মঝু প্রাণ- নাথ কাহাঁ ফুকারয়ে
অবহুঁ না আওল সোই ॥

রোয়ত হসত খসত মণি যোজত
পন্থহি নয়ন পসারি।
সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈখনে
মথুরা নগর সিধারি ॥১৯॥১১৮০॥

তথা রাগ।

মাধব কৈছন বচন তোহার।
আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে
জীবন ভেল অতি ভার॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধাওল
দিবস লিখিতে নখ গেল।
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেও
বরিখে বরিখ কত ভেল॥
আওব করি করি কত পরবোধব
অব জীউ ধরই না পার।
জীবন মরণ অচেতন চেতন
নিতি নিতি ভেল তনু ভার॥
চপল চরিত তুয়া চপল বচনে আর
কোই করব বিশোয়াস।
ঐছে বিরহে যব জনম গোঙায়ব
তব্ কি করব জ্ঞানদাস॥২০॥১৭৮১॥

ধানশী।

দূতী মুখে শুনইতে ঐছন ভাষ।
ঝর ঝর লোচন ঘন ঘন শ্বাস॥
পরিহরি মথুরা করল পয়ান।
লোরেহি পন্থ বিপথ নাহি জান॥
দূতী অনুসারে চললি অনুসারি।
ছুটল কুঞ্জর-গতি অনিবারি॥

কর ধরি দূতী মিলাওল কুঞ্জে।
চিরদিনে পাওল আনন্দ-পুঞ্জে॥
হেরি সখী জয় জয় মঙ্গল দেল।
শিবানন্দ সহচরী জীবন ভেল॥২১॥১৭৮২॥

চিরদিনে মিলল রাইক পাশ।
ইত্যাদি পদং অত্র জ্ঞেয়ং।

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং নবম পল্লবঃ॥

শ্রীনবদ্বীপবাসিভক্তগণস্য বিচ্ছেদোযথা।

ধানশী।

নীলাচলপুরে গতায়াত করে
যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাহা সবাকারে কান্দিয়া সুধায়
যত নবদ্বীপ-বাসী॥

তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখিয়াছ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহার নাম
তাহারে কি ভেটিয়াছ॥ধ্রু॥

বয়স নবীন গলিত কাঞ্চন
জিনি তনুখানি গোরা।
হরে কৃষ্ণ নাম বোলয়ে সঘনে
নয়নে গলয়ে ধারা॥

কথন হাসন কথন রোদন
কথন আছাড় খায়।
পুলকের ছটা শিমুলের কাঁটা
ঐছন সোণার গায়॥
তবে বলে আহা দেখিয়াছি তাহা
থাকেন সমুদ্র-কূলে।
তেহোঁ জগন্নাথ আপনে সাক্ষাত
তারে কে মানুষ বলে॥
যে রূপ যে গুণ, যে নাট কীর্ত্তন
যে প্রেম-বিকার দেখি।
হেন লয় মনে তাহার চরণে
সদাই অন্তরে রাখি॥
গিয়া নীলাচল ভাগ্য সে ফলিল
দেখিনু চরণ তার।
প্রেমদাস গায় সেই গোরা রায়
প্রাণ ইহা সবাকার॥১॥১৭৮৩॥

তথা রাগ।

নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুলপুরের ছন্দ॥
ভাবে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে
এই অনুমানে যায়॥

তরু লতা যত　　দেখে শত শত
অকালে খসিছে পাতা ।
রবির কিরণ　　না হয় ফুটন
মেঘগণ দেখে রাতা ॥

ডালে বসি পাখী মুদি দুটি আঁখি
ফল জল তেয়াগিয়া ।
কান্দয়ে ফুকরি　　ডুকরি ডুকরি
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া ॥

ধেনু যূথে যূথে　　দাঁড়াইয়া পথে
কার মুখে নাহি রা ।
মাধবীদাসের　　ঠাকুর পণ্ডিত
পড়িল আছাড়ি গা ॥২॥১৭৮৪॥

তথা রাগ ।

ক্ষণেক রহিয়া　　চলিলা উঠিয়া
পণ্ডিত জগদানন্দ ॥
প্রবেশে নগরে　　দেখে ঘরে ঘরে
লোক সব নিরানন্দ ।

না মেলে পসার, না করে আহার
কারো মুখে নাহি হাসি ।
নগরে নাগরী　　কান্দয়ে গুমরি
থাকয়ে বিরলে বসি ॥

দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর
প্রবেশ করল যাই।
আধ মরা হেন ভূমে অচেতন
পড়িয়া আছেন আই॥
প্রভুর রমণী সেহো অনাথিনী
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন, মলিন বসন
মুদল নয়ানে ধারা॥
দাস দাসী সব আছয়ে নীরব
দেখিয়া পথিকজন।
সুধাইছে তারে, কহ দেখি মোরে
কোথা হৈতে আগমন॥
পণ্ডিত কহেন মোর আগমন
নীলাচলপুর হৈতে।
গৌরাঙ্গ সুন্দর পাঠাইল মোরে
তোমা সবারে দেখিতে॥
শুনিয়া বচন সজল নয়ন
শচীরে কহল গিয়া।
আর এক জন চলিল তখন
শ্রীবাস-মন্দিরে ধাইয়া॥
শুনিয়া শ্রীবাস মালিনী উল্লাস
যত নবদ্বীপ-বাসী।
মরা হেন ছিল অমনি ধাইল
পরাণ পাইল আসি॥

মালিনী আসিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া
উঠাইল যতন করি ।
তাহারে কহিল পণ্ডিত আইল
পাঠাইল গৌরহরি ॥

শুনি শচী আই সচকিত চাই
দেখিলেন পণ্ডিতেরে ।
কহে তাঁর ঠাই আমার নিমাই
আসিয়াছে কত দূরে ॥

দেখি প্রেম-সীমা স্নেহের মহিমা
পণ্ডিত কান্দিয়া কয় ।
সেই গৌরমণি যুগে যুগে জানি
তুয়া প্রেম-বশ হয় ॥

হেন নীত গীত গৌরাঙ্গ-চরিত
সবাকারে শুনাইয়া ।
পণ্ডিত রহিলা নদীয়া নগরে
সবাকারে সুখ দিয়া ॥

চন্দ্রশেখর পশুর সোসর
বিষয়-বিষের প্রীত ।
গৌরাঙ্গ-চরিত পরম অমৃত
তাহাতে না দয় চিত ॥ ৩ ॥১৭৮৫ ॥

গান্ধার।

আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা তিলক কাচ।
আর না হেরিব সোণার কমলে
নয়ন-খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস-মন্দিরে
ভকত-চাতক লৈয়া।
আর না নাচিবে আপনার ঘরে
আর না দেখিব চাইয়া॥
আর কি দুভাই নিমাই নিতাই
নাচিবেন একু ঠাঞি।
নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই
নিমাই কোথায় পাই॥
নির্দ্দয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গসুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিতে
বংশী গড়াগড়ি যায়॥ ৪ ॥ ১৭৮৬ ॥

সুহই।

হরি হরি গোরা কোথা গেল।
মরমে পশিল শেল বাহির না হৈল॥

কাহারে কহিব দুঃখ না নিঃসরে বাণী।
অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি॥
মো যদি জানিতাম গোরা যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া॥
গদাধর দামোদর কেমনে বাঁচিবে।
এত দিনে বাসুঘোষ পরাণে মরিবে॥ ৫॥ ১৭৮৭॥

ধানশী।

পিয়া পরদেশে বেশ গেল দূর।
হাস রভস সবহুঁ ভেল চূর॥
মৃগমদ-চন্দন-লেপন বিখ।
মন্দ পবন জনু আনল-শিখ॥
এ সখি এ সখি দুরদিন লাগি।
হাত-রতন খসে কোন অভাগি॥
হিমকর উগরত দিনকর-তেজ।
নলিনী বিছায়ত কণ্টক-শেজ॥
সব বিপরীত ইহ সময় বসন্ত।
মনমথ পিশুন কয়ল জীউ অন্ত॥
রতন-হার ভেল গুরুতর ভার।
দিনে দিনে দেহ লেহ অনুসার॥
বিহি সে কয়ল মোর হাহাকার সার।
জ্ঞানদাস কহে অতি অবিচার॥ ৬॥ ১৭৮৮॥

তিরোতা।

সে সব সময় পহুঁ গেলা। যৌবন সময় অব ভেলা॥
আর নাহি কয়ল উদ্দেশ। কি কহিব কাহিনী বিশেষ॥

সজনি দুরগাহ করু অবগাহে। বিছুরল গোকুল-নাহে॥
বাঢ়ল বিরহ-বেয়াধি। মনমথ পরম বিবাদী॥
মন্দিরে একলা পরাণে। কত চিতে করি অনুমানে॥
দিনে দিনে তনু অবরোধে। কা দেই করব সম্বাদে॥
জ্ঞানদাস অনুমান। তনু অব করব পয়ান॥
॥ ৭ ॥ ১৭৮৯ ॥

গান্ধার।

কানু কুশলে পর- দেশে সিধারল
লাগল মনমথ বাদে।
নয়নক লোরে দীঠি বান্দল
কি করব হৃদয় বিষাদে॥

সখি হে পরাণ ভেল উপহাস।
আশ পাশ হোই পাপ-মন বান্ধল
জীবন মরণক আশ॥

এত দিনে অমিয়া- সরোবরে আছিনু
চিন্তামণি ছিল অঙ্কে।
চন্দন-পবন হুতাশন হিমকর
বিষধর বিলসে কলঙ্কে॥

কেশ কুসুমে ধরি সবরি না বান্ধহ
না করব সুন্দর শিঙ্গার।
নাহ বিহনে সব দাহক মানিয়ে
জ্ঞানদাস উপচার॥৮॥১৭৯০॥

পাঠমঞ্জরী।

ভুখে ভাত না খায় পিয়া তিরিষায় পানী।
রাতি দিবস মোর দেখে মুখখানি ॥
আঁখির নিমিখে পিয়া হারা হেন বাসে।
হেন পিয়া কেমনে আছয়ে দূর দেশে ॥
প্রাণ করে ছটফট নাহিক সম্বিত।
কি করিয়া পাসরিব পিয়ার পিরীত ॥
মরিব মরিব সই কি আর যতনে।
সে পিয়া বিসরে যদি কি ছার জীবনে ॥
কত পরিহার কৈল ধরিয়া আঁচলে।
হাস বিলাস কত করে নানা ছলে ॥
তবু তারে না চাহিলাম নয়ানের কোণে।
সোঙরি এ দুখে প্রাণ কান্দে রাতি দিনে ॥
"হাস হাস নয়ান জুড়াক চাঁদ-মুখি"।
এ বোল বলিতে পিয়া ছল ছল আঁখি।
বলরাম দাস পহুঁর সোঙরিতে লেহ।
পরাণ ফাঁফর হৈল ক্ষীণ হৈল দেহ ॥৯॥১৭৯১॥

সুহই।

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালি ভিত ভরি গেল ॥
ভেল পরভাত পুছয়ে সবহুঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ ॥

কালি কালি করি তেজলু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পুর-রমণীগণ রাখল বারি ॥১০॥১৭৯২॥

তথা রাগ।

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়লু
বিছুরল গোকুল নাম ॥

হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ।
সোঙরি সোঙরি লেহ ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ ॥ধ্রু॥

পূরব-পিয়ারী নারী হাম আছিনু
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি সবহুঁ কুসুমে রমি
না তেজই কমলিনী-লেহ ॥

আশ-নিগড় করি জীউ কত রাখব
অবহি যে করত পয়ান।
বিদ্যাপতি কহ আশ-হীন নহ
আওব সো বর কান ॥১১॥১৭৯৩॥

অথ শ্রীরাধায়া দিব্যোন্মাদঃ।

সুহই।

মরমক বেদন দহন নিবারিতে
যমুনা-তীর যব গেলা।
কুঞ্জ-কুটীর কদম্ব-বন নিরখিতে
দ্বিগুণ উতাপিত ভেলা॥
হরি হরি কি কহব প্রেমক লাগি।
গুণি গুণি মূরছি পড়ল ধনী তৈছন
উছলিত শতগুণ আগি॥
সজল নয়ানে বেড়ল সব সখীগণে
ললিতা কয়লহি কোরে।
কমল-পলাশ- শয়নে সখী বীজইতে
অঙ্গ তিতল দিঠি লোরে॥১২॥১৭৯৪॥

ধানশী।

বিরহে ব্যাকুল ধনী কিছুই না জানে।
আন আন বরণ হইল দিনে দিনে॥
কম্প পুলক স্বেদ নয়ানেহি ধারা।
প্রণয়-জড়িমা বহু ভাব বিথারা॥
যোগিনী যৈছন ধ্যানী আকার।
ডাকিলে সমতি না দেই দশ বার॥
উনমত ভাতি ধনী আছয়ে নিচলে।
জড়িমা-তরল হাত পদ নাহি চলে॥

আধ আধ বচন কহিছে কার সনে।
পুন পুন পুছয়ে সবহুঁ তরুগণে॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া ক্ষণে বাজায় মুরলী।
দেখিয়া কান্দয়ে সখী করিয়া বিকলি॥
মথুরা মথুরা বলি উঠয়ে কাঁপিয়া।
ললিতার গলা ধরি পড়ে মূরছিয়া॥
হেন মতে বিরহিণী ভাবে বিভোর।
কি কহব রসময় না পাওল ওর॥১৩।১৭৯৫॥

গান্ধার।

বাহুড়িয়া আইস বন্ধু পরাণ-পুতলী।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ করিছে বিকলি॥
কত আঁখি পসারিব মথুরার পথে।
পাপিয়া পরাণ নাহি গেল তোমার সাথে॥
হেদে হে গোকুল প্রাণ জীবন-ধন শ্যাম।
এক বেরি দরশন দিয়া রাখ প্রাণ॥
জনম অবধি দুঃখ আছে হিয়া ভরি।
দেখিলে তোমার মুখ সকলি পাসরি॥
এক বার বাহুড়িয়া আইস ব্রজপুরে।
নিরখি তোমার মুখ দুখ যাউক দূরে॥
শীতল মন্দির মাঝে তোমা বসাইব।
যত মনের দুখ-কথা সকল কহিব॥
কত দিনে পূরিবে হিয়ার অভিলাষ।
[illegible] নিয়রে চলু রসময় দাস॥১৩।১৭৯৬॥

পঠমঞ্জরী।

আরে কমল-দল আঁখি।
বারেক বাহুড় তোমার চাঁদ-মুখ দেখি ॥
সে সব করিয়া কেলি গেলা বা কোথায়।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে কি করি উপায় ॥
আঁখির নিমিষে মোরে হারা হেন বাস।
এমন পিরীতি ছাড়ি গেলা দূর দেশ ॥
প্রাণ ছটফট করে নাহিক সম্বিত।
নরোত্তম দাস কহে কঠিন চরিত ॥১৫॥১৭৯৭॥

অথ দিব্যোন্মাদস্ত দশ দশাঃ।
তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

সুহিনী।

কি বলিব বিধাতারে এ দুখ সহায়।
গোরা-মুখ হেরি কেনে পরাণ না যায় ॥
মলিন বদনে বসি আঁখিযুগ ঝরে ॥
আকাশ-গঙ্গার ধারা সুমেরু-শিখরে ॥
ক্ষণে মুখ শির ঘসে ক্ষণে উঠি ধায়।
অতি দুরবল ভূমে পড়ি মুরছায় ॥
নাসায় নাহিক শ্বাস দেখি সবে কান্দে।
চৈতন্যদাসের হিয়া থির নাহি বান্ধে ॥১৬॥১৭৯৮॥

তথা রাগ ।

নিজ-গৃহ তেজি চলল বর বিরহিণী
দারুণ বিরহ-হুতাশে ।
কালিন্দী পৈঠি পরাণ পরিতেজব
এই মরম অভিলাষে ॥

হরি হরি কি কহব ও দুখ ওর ।
ধাই সব সহচরী কাননে পাওল
ললিতা লেওল কোর ॥

ঐছন বচন বৃন্দামুখে শুনইতে
ভগবতী দ্রুত চলি গেলি ।
আপন কুঞ্জ- কুটীর মাহা আনল
সবহুঁ সখীগণ মেলি ॥

সরসিজ-শেজে শুতায়ল সহচরী
চৌদিশে রহুঁ মুখ চাই ।
অনুকূল প্রতিকূল সবহুঁ রমণীগণ
শুনইতে আওল ধাই ॥

দশমীক পহিল দশা হেরি আকুল
রোয়ত অবনী লোটাই ।
আওব বচনে কোই পরবোধই
পুরুষোত্তম মুখ চাই ॥১৭॥১৭৯॥

তথা রাগ।

রাইক দশমী দশা নিজ সখীমুখে
শুনি চন্দ্রাবলী রোই।
নিজ তনু ঢারি ধূলি গড়ি যাওত
ভূতলে কুন্তল কোই॥
রাইক প্রেমে পুন নন্দ-নন্দন
আওব করছিনু আশ।
সো সব মনোরথ বিহি কৈল আন মত
এত দিনে ভেল নৈরাশ॥
এত কহি পুন পুন শিরে কর হানই
মুরছিত হয়ল গেয়ান।
পদ্মা দেবী কোর পর নেয়ল
ঝর ঝর লোরে নয়ান॥
বহুখণে চেতন পাই মলিন-মুখী
বৈঠল ছোড়ি নিশাস।
রাইক নিয়ড়ে লেই চলু সহচরী
কহ পুরুষোত্তম দাস॥১৮॥১৮০০॥

সুহিনী।

যেখানে শুতিয়া ধনী রাই। চন্দ্রাবলী তাঁহা যাই॥
রাইক হেরি অগেয়ান। নিঝরে ঝরে দুনয়ান॥
কহয়ে ললিতা সঙ্গে বাত। পুনহি আওব ব্রজ-নাথ॥
অব যৈছে জীবয়ে রাই। ঐছন রচহ উপাই॥
কো যদি কহে তছু ঠাম। শুনইতে আওব শ্যাম॥

এত কহি কহই না পারি । মূরছি পড়ল তনু ঢারি ॥
ঐছন যত ব্রজ-নারী । রোয়ত কুন্তল ফারি ॥
পুরুষোত্তম অনুরোধে । ভগবতী দেখ পরবোধে ॥
॥১৯॥১৮০১॥

গান্ধার ।

রাইক শেষ দশা মধুমঙ্গল
হেরি কহে সুবলক পাশে ।
শুনইতে তবহি মূরছি পড় ভূতলে
রাইক বিরহ-হুতাশে ॥
হরি হরি কিয়ে ইহ দারুণ বাধা ।
সুবলক শ্রবণে ততহি মধুমঙ্গল
ফুকরই রাধা রাধা ॥ ধ্রু ॥
ঐছন শবদ শ্রবণে যব পৈঠল
তৈখনে চেতন পাই ।
দুহুঁজন দুহুঁক কণ্ঠ ধরি রোয়ত
কো পরবোধব তাই ॥
কতি খণে ধৈরজ ধরি দুহুঁ আওল
মূরছিত বিরহিণী পাশ ।
হেরইতে দুহুঁজন অতি ক্ষীণ জীবন
মরু পুরুষোত্তম দাস ॥২০॥১৮০২॥

তথা রাগ ।

হরি হরি কি ভেল গোকুল মাহ ।
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
বিরহ-দহনে দহি যাহ ॥

তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল
তেজল কুসুম-বিকাশ।
গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধরণী পর
স্থল-জল-কমল হুতাশ॥
শুক পিক পাখী শাখী পর রোয়ই
রোয়ই কাননে হরিণী।
জম্বুকী সব অহিঁ রহি রহি রোয়ই
লোরহি পঙ্কিল ধরণী॥
রাইক বিরহে বিরহী ব্রজ-মণ্ডল
দাব-দহন সমতুল।
ইহ পুরুষোত্তম কৈছনে জীয়ব
টুটল প্রেমক মূল ।।২১।।১৮০৩।।

পাহিড়া।

ব্রজ-জন ঐছে দশা হেরি এক সখী
মথুরা কয়ল পয়ান।
বিরহক তাপে তপত তনু ঝামর
ঐছন ভেটল কান॥
মাধব এতহুঁ নিঠুর কাঁহে ভেল।
সো কুল-কামিনী বিরহ বিয়াধিনী
নবমী দশা বহি গেল ।।ধ্রু।।
মন্দির তেজি তপন-তনয়া-তট
কুঞ্জহি সখীগণ ঘেরি।
কিশলয়-শয়নে মুদল দুই লোচন
বদন মলিন সবে হেরি॥

অব জানি দশমী দশা পরবেশল
শ্বাস-আশ দূরে গেল।
কহ মধুসূদন সবহুঁ বরজ-জন-
জীবন কণ্ঠ-গত ভেল ॥২২॥১৮০৪।

ধানশী।

অপযশ লাগিয়া তুহুঁ অতি চিন্তিত
চিন্তা অব নাহি করবি।
সো ঘর বাহির অব নাহি হোয়ত
ক্ষিতি-তলে নিজ তনু ধরবি॥

নয়নক লোর লেশ নাহি আওত
ধারা ধরি অব বহই।
বিরহক তাপ অবহুঁ নাহি জানত
অনিমিখ লোচনে রহই॥

ললিতা বদনে বদনহি দেওত
শ্রুতি-মূলে পিয়া নাম কহই।
শ্বাসক লেশ কেশ পর গীরত
ইথে বুঝি জীবন রহই।

তুহুঁ অতি মন্থর চলবি দূরান্তর
সো অতি তুবরী বালা।
রাধামোহন- বচন অব মানহ
মেটব বিরহক জ্বালা।।২৩॥১৮০৫॥

পুনশ্চেতনং যথা।

ধানশী।

চেতন পাইয়া তাই। যতেক বিলাপয়ে রাই॥
সো কছু কর অবধান। কহইতে বিদরে পরাণ॥
কহে কাহাঁ সো মঝু নাথ। অবহুঁ আছিনু যার সাথ॥
কাহাঁ মোর মুরলী-বদন। কাহাঁ মঝু নয়ন-অঞ্জন॥
পুন মূরছিত তনু ভোর। পুন চেতন সখী কোর॥
॥২৪॥ ১৮০৬॥

তথা রাগ।

মাধব হেরিয়া আইনু রাই।
বিরহ-বিপতি না দেই সমতি
রহল বদন চাই॥
মরকত-স্থলী শুতলি আছলি
বিরহে সে ক্ষীণ-দেহা।
নিকষ পাষাণে যেন পাঁচ বাণে
কষিল কনক-রেহা।
বয়ান-মণ্ডল লোটায় ভূতল
তাহে অধিক শোহে॥
রাহু ভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি
ঐছে উপজল মোহে।
বিরহ-বেদন কি তোহে কহব
শুনহ নিঠুর কান॥
ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী
জীবন সংশয় জান॥২৫॥১৮০৭॥

তথা রাগ।

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ করব সমাধা॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিণী জগ মাহা তাপিনী
বৈরী মদন-শর-ধারা॥
অরুণ-নয়ন লোরে তিতল কলেবর
বিলোলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরী গণতহিঁ শেষা॥
কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সোই কলাবতী
জীবন বন্ধন আশ-পাশ॥২৬॥১৮০৮॥

শ্রীগান্ধার।

মাধব ভুবরি পেখলু তাই।
চৌদশী-চাঁদ জিনি অনুক্ষণ ক্ষীয়ত
ঐছন জীবয়ে রাই॥
নিয়ড়ে সখীগণ বচনে যো পুছত
উত্তর না দেয়ই রাধা।
হা হরি হা হরি করতহিঁ অনুক্ষণ
তুয়া মুখ হেরইতে সাধা॥

সরসহি মলয়জ পঙ্কহি পঙ্কজ
পরশে মানয়ে জনু আগি।
কবহি ধরণী শয়ন তনু চমকিত
হৃদি মাহা মনমথ জাগি॥
মন্দ মলয়ানিল বিষ সম মানই
মুরছই পিককুল-রাবে।
মালতী-মাল পরশে তনু কম্পিত
ভূপতি কহ ইহ ভাবে॥২৭॥১৮০৯॥

মল্লার।

হিমকর পেখি আনত কর আনন
রহত করুণা পথ হেরি।
নয়ন-কাঁজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহতহি টেরি॥
মাধব কঠিন-হৃদয় পরবাসি।
তোহারি বিলাসিনী পেখলু বিরহিণী
অবহুঁ পালটি গৃহে যাসি॥ধ্রু॥
দখিণ পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি।
পরভৃতকে ডর পায়স লেই কর
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি॥২৮॥১৮১০॥

অত্র অশনি কহতহিঁ ইত্যাদি পদংজ্ঞেয়ং।

তথা রাগ।

কি কহব রাইক লেহা।
তুয়া গুণ গুণি গুণি দশমী-দশাশ্রমি
দুরবল ভেল নিজ দেহা॥
মাধব তুহুঁ যব আওলি মধুপুর
রাইক অথির পরাণ।
কানু কানু করি ফুকরই সুন্দরী
দিন রজনী নাহি জান॥
অঙ্গুলিক মুদরি সোই ভেল কঙ্কণ
কঙ্কণ গীমক হার।
চাঁদ-কলা সম দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল
হাস শ্বাস ভেল সার॥
ঐছন বচন শুনল যব মাধব
চলইতে পদযুগ কাঁপি।
প্রেম-ভরে পন্থ বিপথ নাহি দরশই
লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি।
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল যব মাধব
তুরতহিঁ রাইক পাশ।
কানুক হৃদয়- নিগড় ভুজ-বন্ধন
কহতহিঁ গোবিন্দদাস॥২৯॥১৮১১॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং দশম পল্লবঃ।

অথ দশ দশাঃ।

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥

আদৌ চিন্তা-দশা তদ্ভাবাক্রান্তঃ শ্রীমহাপ্রভুর্যথা।

পাহিড়া।

কাঁহে পুন গৌর কিশোর।
অবনত মাথে লিখতি মহী-মণ্ডল
নয়নে গলয়ে ঘন লোর।
কনক-বরণ তনু ঝামর ভেল জনু
জাগরে নিঁদ নাহি ভায়।
যোই পরশে পুন তাক বদন ঘন
ছল ছল লোচনে চায় ॥
খেণে খেণে বদন পাণি-তলে ধারই
ছোড়ই দীঘ নিশ্বাস।
ঐছন চরিতে তারল সব নর নারী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥ ১ ॥ ১৮১২ ॥

কামোদ।

আজু হাম পেখলু চিন্তায় নিমগন
গৌরাঙ্গ নবদ্বীপ-চান্দ।
তাহে মঝু মানস কাঁপই অহনিশি
ঝর ঝর নয়নহি কান্দ ॥

ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
গোকুল-নায়ক গোপিকা-ভাবহি
কত শত করত বিলাপ ।। ধ্রু ।।
ঘন ঘন শ্বাস ডারত মহী লিখত
বিবরণ ভেল অঙ্গ ক্ষীণ।
বাম করতল অব- লম্বন মুখ-বিধু
লোচন-নীর ধরু চিন ।।
জগ ভরি করুণায় দেয়ল প্রেম-ধন
দারিদ না রহ কোই।
রাধামোহন পুন তহি ভেল বঞ্চিত
আপন করম-দোষে রোই ।।২।।১৮১৩।।

সুহই।

মাধব তোহে যব আনল অক্রূর।
রাই তব চিন্তা-নদী মাহা বুর ।।
কো জানে কত কত করিল বিলাপ।
কো অনুভব করু মরমক তাপ ।।
ঘন ঘন ঘুরত ঘন ঘন রোই।
চিত-পুতলী সম তব ভেল সোই ।।
কো নাহি কহইতে সো দুখ পার।
রাধামোহন কহ সো বড় ছার ।।৩।।১৮১৪।।

ধানশী।

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখলু কলাবতী প্রিয়-সখী মাঝে ।।

নাহইতে আইল কাঞ্চন-পুতলা।
ভুবনে অনুপম রূপে-গুণে কুশলা ॥
এতেক ভেল বিপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদকি রেহা ॥
বাম-করে কপোল লুলিত কেশ-ভার।
কর-নখে লিখু মহী আঁখি জল-ধার ॥
বিদ্যাপতি ভণ শুন বর কান।
রাজা শিবসিংহ ইথে পরমাণ ॥ ৪ ॥ ১৮১৫ ॥

সিন্ধুড়া।

কাঁচা কাঞ্চন- কাতি কমল-মুখী
কুসুমিত কানন যোই।
কুঞ্জ-কুটীরে কলাবতী কাতর
কানু কানু করি রোই ॥

কি কহব কৈতব, কত যে কুল-কামনা
কঠিন কুসুম-শর সহই।
করহি কপোল কণ্ঠ করি কুঞ্চিত
কালিন্দী-কূলমে রহই

কর-কেয়ূর কাটি কিঙ্কিণী কঙ্কণ
কাজল [illegible] ॥
কো জানে কুচ-তটে কো [illegible]
[illegible] ॥ ১ ॥

কেবল কানু- কথা কহি কান্দয়ে
কানু-কলঙ্কিনী গোরী ।
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানয়ে
গোবিন্দ দাস পহুঁ ছোড়ি ॥ ৫ ॥ ১৮১৬ ॥

অথ জাগরণ-দশা ।

তদ্ভাবাক্রান্তঃ শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা ।

ধানশী ।

যামিনী জাগি জাগি জগ-জীবন
জপতহি যদুপতি নাম ।
যাম যামযুগ তৈছন জানত
জর জর জীবন জান ॥
ঝুরত গৌর কিশোর ।
ঝাকত ঝিংকরে ঝর ঝর লোচনে
ঝুরি পূরব রসে ভোর ॥ ধ্রু ॥
চম্পক-গৌর চাঁদ হেরি চমকই
চতুর ভকতগণ চাহ ।
চলইতে চরণে চলই নাহি পারই
চকিতহি চেতন চোরাহ ॥
ছল ছল নয়ন ছাপি কমলযুগল
ছোড়ল রজনী-নিন্দ ।
ছোড়ব নাহি কবহুঁ জন ঐছন
কহতহিঁ দাস গোবিন্দ ॥ ৫ ॥ ১৮১৭ ॥

নাটিকা ।

সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিহার ।
কত কত অনুভব প্রকট হোয়ত
কত কত বিবিধ বিকার ॥
নীরস-বদন ভেল শচীনন্দন
হেরি মোহে লাগয়ে ধন্দ ।
বিরহ-ভাবে জনু গোপীগণ বোলত
তৈছনি বচনক বন্ধ ॥
নয়নক নিন্দ গেও মঝু বৈরিণী
জনমহি যো নাহি ছোড় ।
স্বপনহি সো মুখ দরশন দুলহ
অতয়ে নহত কভু মোর ॥
এত কহি হরি হরি বলি পুন কান্দই
ভাবে পুলকিত ভেল অঙ্গ ।
রাধামোহন হাম নাহি বুঝিয়ে
সো বর-প্রেম-তরঙ্গ ॥ ৭ ॥ ১৮১৮ ॥

সুহই ।

যদবধি মধুপুর তুহুঁ যাই ভোর ।
যুবতী যামিনী কত জাগই জোর ॥
মধুপতি যদি ইথে জানহ আন ।
যাই যতন করি জান পরমাণ ॥
[illegible] কোই জন সঞে [illegible] বিহান ।
যতনহি যদি [illegible] ভোর ॥

জরি জরি জারত মরমহি তায়।
যাউ রাধামোহন মরি যাহে গায় ॥৮॥১৮১৯॥

গান্ধার।

গুরুজন-গঞ্জন বোল। গৃহপতি-গরজন ঘোর ॥
গণইতে গোপ-কিশোরী। গহন-গেহ-গহ ছোড়ি ॥
গোবিন্দ গুণবতী সোই। গুণি গুণি যামিনী রোই
গলত গলত দিঠি ধারা। গিরত গীম-মণিহারা ॥
গুপত গুপত রস আশে। গরজহুঁ কয়ল গরাসে ॥
গদ গদ স্বরে অবিরামা। গাওয়ে গিরিধর-নামা ॥
গোকুল-গোপ-বিলাপ। গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ
॥ ৯ ॥ ১৮২০ ॥

অথ উদ্বেগ-দশা।
তদ্ভাবাক্রান্তঃ শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

সোণার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
উরে কর ধরি ফুকরি ফুকরি
হা নাথ বলিয়া কান্দে ॥
গদাধর-মুখে ছল ছল আঁখে
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
থির নয়নে নেহারি ॥
বিরহ-অনলে দহয়ে অন্তর
ভসম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করিব কোথা বা যাইব
কিছু না বোলয়ে কেহ ॥

কহে হরিদাস কি বলিব ভাষ
কিসে হেন হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে রাধার পিরীতে
সতত সে রসে ভোরা ॥ ৬০ ॥ ১৮২১ ॥

নাটিকা।

সজনি অনুভবি ফাটয়ে পরাণ।
যো শচীনন্দন পূরবহি গোকুলে
আনন্দ-সকল-নিদান ॥

সোই নিরন্তর কাতর অন্তর
বিবরণ বিরহক ধূমে।
ঘামহি ঝর ঝর সকল কলেবর
অহনিশি শুতি রহু ভূমে ॥

নিরবধি বিকল জ্বলত মঝু মানস
করতহিঁ কৈছন রীত।
কৈছে জুড়ায়ত সোই যুকতি কহ
তিল এক হোয়ে সম্বিত ॥

এত কহি গৌর ফুকরি পুন রোয়ত
বুড়ত বিরহ-তরঙ্গে।
রাধামোহন কছু নাহি বুঝত
নিকসল যো রস-রঙ্গে ॥ ৬১ ॥ ১৮২২ ॥

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ।

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল কোকিল শোকিল
বৃন্দাবন বন-দাব।
চন্দ মন্দ ভেল চন্দন কন্দন
মারুত মারত ধাব॥
কতয়ে আরাধব মাধব;
তোহে বিনু বাধাময়ী ভেল রাধা॥ ধ্রু॥
কঙ্কণ ঝঙ্কণ কিঙ্কিণী শঙ্কিনী
কুণ্ডল কুণ্ডলী-ভান।
যাবক পাবক কাজর জাগর
মৃগমদ মদ-করী মান॥
মনমথ মনমথে চড়ল মনোরথে
বিষম কুসুম-শর জোরি।
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতি খণে
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরী॥১২॥১৮২৩।

বরাড়ী।

নন্দ-নন্দন নিচয়ে নিরথনু
নিঠুর নাগর জাতি।
নারী নিলজ লেহ নিরমিত
নাহ নামে মিলাতি॥ ধ্রু॥
সো বহ-নিরুপম নিলয় মিচলহি
নিলই যৌবন-লেহ।
নিভৃত দীপ- নিকুঞ্জে নিবসই
না সহে হিমকর-তেজ॥

নয়ন-নীরদে নীর নিঝরই
নিঁদ নহি তহিঁ থোর।
নিরসি নূপুর নিয়ড়ে নিকসই
না ধরে নিরমল চোল॥
নাহত নিকরুণ নিতি নৌতুন
নগর-নাগরী হেরি।
নিয়ড়ে নিবেদই, নবীন নিজজন
দাস গোবিন্দ তেরি॥১৩॥১৮২৪॥

শ্রীরাগ।

রীঝলি রাজ-নগর মাহা তোয়।
রঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে মন মোয়॥
রসময় রাস-রসিক ব্রজ-নারী।
রোই রোই তুয়া পথ নেহারি॥
রাধা-রমণ রতন তুহুঁ দূর।
রবিজা রোধে রমণীগণ ঝুর॥
রাকা-রজনী রজনীকর জাল।
রোই রোই বোলত মন্মথ শাল॥
ঋতুপতি-রাতি দিনহিঁ দীন হীন।
রসবতী জীবয়ে কৈছে রস বিন॥
রতিপতি-রোখে রহিত সব বেশ।
রূপ নিরুপম রহ অবশেষ॥
রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥১৪॥১৮২৫॥

শ্রীরাগ ।

তাপনী তীর   তীর তরু তরু-তল
তরল তরলতর ছাহ ।
তরুণ তমাল   তরকি তোহে তরখিত
তরুণী তোহারি পথ চাহ ॥
ত্রিভুবন-তিলক   তুহিনকর তোহে বিনু
তপত তপন সম ভেল ।
তোহে বিনু তিলেক   তলপে তরাসই
তোহারি অবধি কত গেল ॥
তিমিত তিমিত দিঠে রোই ।
তীতল তাল   বিজনে তনু তাপই
তিরপিত তনিক না হোই ॥
তোড়ল তাড়   তাড়ক তিয়াজল
ত্যজিত তড়িত-রুচি কায় ।
তিলে তিলে তরুণী   তুয়া পথ হেরই
গোবিন্দদাস কহ সায় ॥ ১৫ ॥ ১৮২৬ ॥

অথ ভাবব-দশা ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা ।

সুহই ।

সহচর-অঙ্গে গোরা অঙ্গ হেলাইয়া ।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া ॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায় ।
ক্ষিতি-তলে পড়ি সহচর-মুখে চায় ॥

কোথায় পরাণ-নাথ বলি খেণে কান্দে।
পূরব বিরহ-জরে থির নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥১৬॥১৮২৭॥

বালা ধানশী।

যো শচীনন্দন চাঁদ জিনি উজোর
সুমেরু জিনিয়া বর অঙ্গ।
কাম কোটি কোটি জিনি তছু লাবণী
মত্ত-গজ জিনি গতি-ভঙ্গ॥
সজনি কো ইহ দুখ সহ পার।
সো অব অসিত- চাঁদ সম ক্ষীয়ত
লোচন ঝর অনিবার॥
মথুরা মথুরা বলি পুন পুন কান্দই
অতিশয় দবর ভেল।
হাস কলারস দূরহি সবহুঁ গেও
না রহ ভকতক মেল॥
ইহ বড় শেল রহল মঝু অন্তর
কহ কহ কি করি উপায়।
রাধামোহন প্রাণ কঠিন জনু
যতনে নাহি বাহিরায়॥ ১৭॥১৮২৮॥

মায়ুর।

মাধব অবলা পেখলু মতি-হীনা।
সারঙ্গ-শবদে মদন সে কোপিত
তেজি দিনে দিনে ভেল ক্ষীণা॥

রহত বিদেশ সন্দেশ না পাঠায়সি
কৈছে জীবয়ে ব্রজ-বালা।
সে হেন নাগরী রূপে গুণে আগরি
জারল বিরহ-বিখ-জ্বালা॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পায়ই
সোই লুঠত মহীঠামে॥
পুণিমক চাঁদ টুটি পড়ল জনু
ঝামর চম্পক দামে॥
সোই অবধি-দিন বহু আশোয়াসলু
তেঞি ধনী রাখত পরাণ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ান॥ ১৮॥১৮২৯॥

সিন্ধুড়া।

কুসুমিত কানন হেরি কমল-মুখী
মুদি রহয়ে দু নয়ান।
কোকিল-কলরব মধুকর-ধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপল কাণ।
মাধব শুন শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরী
গুণি গুণি প্রেম তোহারি॥ ধ্রু॥
ধরণী ধরিয়া ধনী কত বেরি বৈঠত
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জল-ধারা॥

তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ
চৌদশী চাঁদ সমান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি
লছমী দেবী পরমাণ ॥১৯॥১৮৩০॥

পাহিড়া।

দারু-দারুণ- দয়িত-দূষণ-
দলিত দোলত হিয়।
দুঃসহ দোসর দগধ-দরপক-
দহনে দহ দহ জীব ॥

দেবকীসুত দেব দেখলু
দীন দুবরী রাই।
দেহ-দীপতি দেখত দেখিয়ে
দিবস-দীপক ছাই ॥

দনুজ-দারণ দূর দেশহি
দোখে দুখিত গোরী।
দৈব দুরগহ দোষ-দূষিত
দুলহ দরশন তোরি ॥

দেহি দীঘল দিঠে দেহলী
দামোদর দিশ দেখি।
দাস গোবিন্দ দিব দেই দেই
দীঘ দিনমণ লেখি ॥২০॥১৮৩১॥

অথ মলিনাঙ্গতা।

তদ্ভাবাক্রান্তঃ শ্রীমহাপ্রভুর্যথা।

বালা ধানশী।

কি লাগি ধূলায় ধূসর সোণার
বরণ গৌরাঙ্গ দেহ।
আসন ভূষণ সকল তেজল
না জানি কাহার লেহ॥
হরি হরি মলিন গৌরাঙ্গচান্দে।
উহু উহু করি ফুকরি ফুকরি
উরে পাণি হানি কান্দে॥
ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
ছাড়য়ে দীঘ নিশ্বাস।
রাইয়ের পিরীতি হেন তেন রীতি
কহে নরহরি দাস॥২॥১৮৩২॥

শ্রীরাগ।

যো মুখ জিতল কমল অতি নিরমল
সো অব হেরি সে মৈলান।
যো বর অধর বিম্বফল নিন্দল
তছু রাগ হেরি আন ভান॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে ফাটে প্রাণ।
বিরহক তাপে লুঠত সতত মহী
নিরবধি ঝরয়ে নয়ান॥

কাঞ্চণ বরণ মলিন হেন হেরইতে
মঝু হিয়া বিদরিয়া যায়।
কহ সোই যুকতি যাহে পুন গৌরক
বিরহক তাপ পলায়॥
ঐছন ভাতি ভকতগণ অনুভবি
করতহি বিরহে হুতাশ।
নবদ্বীপ-চাঁদক ভাবহি ঐছন
কহ রাধামোহন দাস॥২২॥১৮৩৩॥

শ্রী গান্ধার।

এত দিনে গগনে অথীণ রহু হিমকর
জলদে বিজুরী রহু থির।
চামর-চমরু নগরে পরবেশউ
মদন ধনুয়া ধরু কীর॥
মাধব বুঝলু তোহে অবগাই।
এক বিয়োগে বহুত সিধি সাধলি
অতয়ে উপেখলি রাই॥ধ্রু॥
কুমুদিনীবৃন্দ দিনহি সব হাসউ
বান্ধুলী ধরু নিজ রঙ্গ।
মোতিম-পাঁতি কাঁতি ধরু উজোর
কুঞ্জর চলু গতি-ভঙ্গ॥
তুয়া অনুরূপ রসিক-বর-নাগরী
কো ধনী মিললি না জানি।
গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ না জানহ
কুবজা অব নব রাণী॥২৩॥১৮৩৪॥

সুহই।

হরি হরি কি কহব বিপতি বিশেষ।
হেরইতে পরিজন তনু ভেল শেষ॥
হরিণী-নয়নী যছু নব নব রঙ্গ।
হত-বিধি কয়ল মলিন তছু অঙ্গ।
হিম-ঋতু হিম-হত জনু অরবিন্দ।
হেম বরণ মুখ ভেল তছু মন্দ॥
হেম নাহি অঙ্গ মলিন ভেল কোই।
হীন রাধামোহন দাস কহ সোই॥২৪॥১৮৩৫॥

অথ প্রলাপ-দশা।

তত্র শ্রীমহাপ্রভুর্যথা।

গান্ধার।

যো শচীনন্দন জীবন-আনন্দন
কৰু কত সুখদ বিলাস।
কৌতুক কেলি কলা-রসে নিমগন
সতত রহত মুখে হাস॥
সজনি ইহ বড় হৃদয়ক তাপ।
অব সোই বিরহে বেয়াকুল অন্তর
কহতহিঁ কতই প্রলাপ॥
গদ গদ কহত কাহাঁ মঝু প্রাণ-নাথ
ব্রজ-জন-নয়ন-আনন্দ।
কাহাঁ মঝু জীবন- ধারণ মহৌষধি
কাহাঁ মঝু সুধারস-কন্দ॥

পুন পুন ঐছন পুছত নিজ জনে
রোয়ত করত বিষাদ।
রাধামোহন দুখী ভকত-বচন দেখি
কৃপায়ে করয়ে অনুবাদ ॥২৫॥১৮৩৬॥

ধানশী।

শুন শুন সুন্দর শ্যাম। রাইক প্রেম-পরিণাম ॥
তোহারি দরশ লাগি সোই। সখী আগে পুন পুন রোই ॥
কহই দেখাও প্রাণ-নাথ। অবহুঁ মিলাও মঝু সাথ ॥
তোহারি অবশ নহ শ্যাম। সাধহ হামারি মনকাম ॥
ঐছন শুনইতে বাত। পরিজন-হৃদি শেলাঘাত ॥
কহইতে আওনু হাম। রাধামোহন পহুঁ ঠাম ॥
॥২৬॥১৮৩৭॥

অথ ব্যাধি-দশা।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

কামোদ।

সোণার বরণ গৌরসুন্দর
পাণ্ডুর ভৈ গেল দেহ।
শীতে ভীত যেন কাঁপয়ে সঘন
সোঙরি পূরব লেহ ॥
কিছু না কহই দীঘ নিশ্বাসই
চিত্রের পুতলী পারা।
নয়নযুগল বাহি পড়ে জল
যেন মন্দাকিনী-ধারা ॥

ঘামে তিতি গেল সব কলেবর
না জানি কেমন তাপে ।
কখন সঙ্গীত কখন রোদন
কিবা করে পরলাপে ॥
কহে নরহরি মোর গোরহরি
চাহয়ে রঙ্গের পারা ।
হরি হরি বোলে ভুজযুগ তোলে
মরম বুঝিব কারা ॥২৭॥১৮৩৮॥

সুহই ।

শুনইতে গোরাঙ্গ-খেদ । মঝু বুক নহে কাহে ভেদ ॥
রোই কহয়ে শুন মাই । বিরহ-জরহি জরি যাই ॥
পুট-পাক শত গুণ লেখ । মঝু তাপ আগে সোই রেখ ॥
কালকূট শত গুণ মান । সো নহ অছুক সমান ॥
বজরক শত গুণ আগি । সোই ইহ আগেত ভাগি ॥
হৃদয়-নিমগন শেল । তা সঞে অধিকহি ভেল ॥
শত গুণ বিসূচী বেয়াধি । তা সঞে ইহ বড় আধি ॥
গৌরক শুনি ইহ ভাষ । ভণ রাধামোহন দাস ॥২৮॥১৮৩৯।

বরাড়ী ।

করতলে চাঁদ-বদন রহ থির ।
অহনিশি লোচনে বহতহিঁ নীর ॥
বিগলিত নিঁদ বহই ঘন-শ্বাস ।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন নৈরাশ ॥

এ হরি অবহুঁ অবধি নাহি যাই।
বিঘটনে শপতি মরতি জনি রাই ॥ ধ্রু॥
কমলিনী-কিশলয় শেজ বিছাই।
সহচরী মেলি শুতায়লি তাই ॥
শত গুণ মদন-দহন তহিঁ ভেল।
সো তনু-তাপে ভসম ভৈ গেল ॥
চন্দন-পবনে চমকি ঘন উঠই।
হিমকর-কিরণে মুরছি তনু লুঠই ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
এত পরমাদ তুহু কিয়ে নাহি জান ॥২৯॥১৮৪০॥

বরাড়ী।

ছোড়ল সুখময় কুসুম-শয়ান।
ছোয়ত হিমকর-কর মুরছান ॥
ছিরকত মলয়জে জলতহিঁ আগি।
ছটফটি শয়নে গোঙায়ই জাগি ॥
ছৈল কানু তুহুঁ সহজই ভোরি।
ছুটিত কৈছে বিরহ-জরে গোরী ॥
ছলে যব কোই নাম লেই তেরি।
ছল ছল নয়নে তাক মুখ হেরি ॥
ছাপি রহত কৈছে মরমক বোল।
ছিন কনক জনু মলিন উজোর ॥
ছাড়ল মলিন চরণ শ্রীউ আব।
ছিকনে কোই রহই জনু বারে।

ছন্দ না কহই দাস গোবিন্দ।
ছায়া এক তুয়া পদ-অরবিন্দ ॥৩০॥ ৮৪১॥

তথা রাগ।

যোজত পন্থ নয়নে ঝরু নীর।
যৈছন ভিত্ত-পুতলী রহু থির ॥
যামিনী-যাম যাম যুগ মনই।
জাগরে জাগি ভরমময় ভণই ॥
জানলু যদুপতি জলধর-শ্যাম।
জীবইতে যুবতি জপই তুয়া নাম ॥
যব কেহ লেপয়ে মলয়জ-পঙ্ক।
জলতহিঁ শতগুণ মদন আতঙ্ক ॥
যতনে শুতায়লু জলরুহ পাত।
জরি জরি ততহিঁ ভসম ভই জাত ॥
যাহাঁ হিমকর ভেল দিনকর-রীত।
জানলু জগ মাহা সব বিপরীত।
জনি জগ-জীবন ইথে কহ ছন্দ।
যো কছু কহ সতি দাস গোবিন্দ ॥৩১॥৮৪২॥

গান্ধার।

কুর্ব্বতি কিল কোকিলকুল-উজ্জ্বল-কল-নাদং।
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি জল্পতি সবিষাদং ॥
মাধব তব বিয়োগ-ভয়সি নিপপাত বালা।
বিধুর-মলিন-দৃষ্টিরধিক-সমধিকরুচ-বাধা। ধ্রু॥

নীল-নলিন-আভ্যন্তরে নীকা পুলক-বীতা ।
গদ্গদ গরগর গরলহোজাতি রৌতি পরম-ভীতা ॥
লম্বিত-মৃগনাভিমণ্ডিত কর্দ্দমমনু দীনা ।
ধ্যায়তি শিতিকণ্ঠমপি সনাতনমনু লীনা ॥৩২॥১৮৪৩॥

গান্ধার ।

ঘন-শ্যামর-তনু তুহুঁ কিয়ে ভোরি ।
ঘোর-বিরহ-জরে মুরছিত গোরী ॥
ঘন ঘন সুন্দরী তুয়া পথ যোই ।
ঘেরল সকল সখীগণ রোই ॥
ঘর মাহা রহইতে রহই না পারি ।
মরত যৈছে পিঞ্জর মাহা সারী ॥
ঘন ঘনসার চন্দন হিয় লাই ।
ঘুমক সাধে শয়ন অবগাহই ॥
ঘাতুক মদন তবহিঁ ভেল বাম ।
ঘর ঘর শবদে লেই তুয়া নাম ॥
ঘাম-কিরণ সম মানই চন্দ ।
ঘুমে বিষ্কল হিয়া পাঁজর বন্ধ ॥
ঘন ঘন নিন্দই ঘন ঘনসার ।
ঘুম বিহনে দিঠি ঝরত অপার ॥
ঘোষ-যুবতীগণ-বিরহ-হুতাশ ।
ঘোষত তুয়া পদে গোবিন্দদাস ॥৩৩॥১৮৪৪॥

আড়ানা ।

সোণার বরণ দেহ পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ ॥
গলয়ে সঘনে লোর মুরছে সখীক কোর ॥

দারুণ বিরহ-জ্বরে ... সো ধনী গেয়ান হরে ॥
জীবনে নাহিক আশ। কহয়ে এ জ্ঞানদাস ॥৩৪॥১৮৪৫॥

অথ উন্মাদ-দশা।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

ধানশী।

ভ্রময়ে গৌরাঙ্গ প্রভু বিরহে ব্যাকুল।
প্রেম-উনমাদে ভেল যৈছন বাউল ॥
হেরইতে সজনি লাগয়ে শেল।
কাঁহা গেও সো সব আনন্দ কেল ॥
স্থাবর জঙ্গম যাহা আগে দেখই।
বরজ-সুধাকর কাঁহা তাহে পুছই।
ক্ষণে গড়াগড়ি কান্দে উঠি ধায়।
রাধামোহন কাঁহে প্রবিয়' না যায় ॥৩৫।১৮৪৬॥

পাহিড়া।

আরে মোর গৌর কিশোর।
নাহি জানে দিবা নিশি কারণ বিহনে হাসি
মনের ভরমে পহুঁ ভোর ॥

ক্ষণে উচ্চস্বরে গায় কারে পহুঁ কি সুধায়
কোথায় আমার প্রাণ-নাথ।
ক্ষণে শীতে দেহ কম্প ক্ষণে ক্ষণে দেই ঝম্প
কাঁহা পাউঁ কাউঁ কার সাথ ॥

ক্ষণে ঊর্দ্ধ বাহু করি, নাচি বোলে ফিরি ফিরি
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে প্রলাপ ।
ক্ষণে আঁখিযুগ মুদে হা নাথ বলিয়া কান্দে
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ ॥
কহে দাস নরহরি আরে মোর গৌরহরি
রাধার পিরীতে হৈল হেন ।
ঐছন করিয়া চিতে কলিযুগ উদ্ধারিতে
বঞ্চিত হইনু মুঞি কেন ॥৩৬॥১৮৪৭॥

তুড়ী ।

মাধব ও নব-নাগরী বালা ।
তুহুঁ বিছুরলি বিহিক টারলি
ভেলি নিমাণিক মালা ॥
সে যে সোহাগিণী দেহলী লাগনী
পন্থ নেহারই তোরা ।
নিচল লোচন না শুনে বচন
ঢরি ঢরি পড়ু লোরা ॥
তোহারি মুরলী সে দিক ছাড়লি
ঝামরু ঝামরু দেহা ।
অরু সে সোণারে কষি কষটিক
তেজল কনহ-রেহা ॥
ফুয়ল কবরী না বান্ধে অলরি
ধনী যে অবশ একা ।
কমলী ভুমলী ছলনী দেখনি
সখিনী-রস-সরতা ॥

তুষসি তুষসি পহু খসি খসি
আলি-আলিঙ্গন চাহে।
যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔখধি
তাকর জীবন কাঁহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপতি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিতে
ভরম হইল যথা॥৩৭॥১৮৫৮॥

দেশাগ রাগ।

নিজ-কর-পল্লবে অঙ্গ না পরশই
শকই পঙ্কজ ভানে।
মুকুর-তলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী
শশী বলি হরই গেয়ানে॥
মাধব দারুণ প্রেম তোহারি।
যো হাম হেরলুঁ তেঁ অনুমানলুঁ
ভাগে জীয়য়ে বর নারী॥ ধ্রু॥
চন্দন শীতল অনল-কণা সম
দেহ উঠই বিষ জ্বার।
দীঘল নিশ্বাস- পবন-দব দারুণ
জীবই কোন উপায়॥
কহ কবিশেখর ভালে তুহুঁ নাগর
ভালে তুয়া প্রতি কর আশে॥
আপন মরম-জনে একেক নিচুর-পণ
আন কি কাজ কি তাষে॥৩৮॥১৮৫৯॥

বাঙ্গালা ধানশী।

বাসিত বিশদ বাস-গেহে বৈঠলি
বহি-ভবন বলি উঠই।
বরিহা বিরচিত বীজন বীজইতে
বিষধর-বিষ সম বলই॥
বনাম্বুজ বুঝলমু বহুবিধ বোধি।
বরবিধু-বয়নী বিনোদিনী বল্লবী
বরত বিরহ-পয়োধি। ধ্রু॥
বিগলিত বলয় বাহু বিস-বল্লরী
বিলপই বিপিন-বিতান।
বিচুরল বেশ বিলাস বিলাসিনী
বহু বৈদগধি বিধান॥
ব্রজ বনিতা বসুধা-তলে বিলুঠই
বিঘটিত বিমল শয়ান।
বিরমিত বচন বিচারহি বাউরী
গোবিন্দদাস রস গান॥৩৯॥১৮৫০॥

ধানশী।

নীরদ-সরসিজ ঝামর-বয়না।
তুয়া গুণ শুনইতে সচকিত নয়না॥
খেনে মুখ গোই রোই খেনে হাসই।
হিয় অভিলাষে চলত মহী খসই॥
এ হরি পেখনু সো গজ-গামিনী।
জীবইতে সংশয় কুল-বর-রমণী॥ ধ্রু॥

অনুখণ মনসিজ শর যাহা হনই।
হিমকর-কিরণহিঁ পির নাহি মনই॥
খেণে উঠে খেণে বৈঠে শুতি রহু ধরণী।
বিষ-শরাঘাতে যৈছে কাতর হরিণী॥
কত যে বিছায়ব কমল-দল-শেজ।
ছটফটি শয়নে জীউ নাহি তেজ॥
গোবিন্দদাস কহ শ্যামরচন্দ।
তুরিতে মিলহ ধনী টুটউ দ্বন্দ্ব॥৪০॥১৮৫॥

ধানশী তিরোতা।

ভ্রমই ভবন বনে জনু অগেয়ান।
ভাঁগল ভয় গুরু-গৌরব মান॥
ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই।
চিত-পুতলী সম তুয়া পথ যোই॥
যামিনী-ভূষণ ভালে বনমালী।
ভোরি কি বিছুরলি ব্রজ-বরনারী॥
ভরমহি ভরম সঘন মুখ গোই।
ভূতলে শুতলি কুন্তল কোই॥
ভুলল তুয়া গুণে হরি হরি বোল।
ভীগল দিঠি-জলে নীল নিচোল॥
ভূরি বিরহ-জর ভরি মুরছান।
ভুজ-ভামহি ধনী তেজব পরাণ॥
ভাগে জীবয়ে অব তুয়া রস-আশে।
ভনব তোহারি যশ গোবিন্দদাসে॥৪১॥১৮৬॥

তথা রাগ।

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই।
হরি-মণি হেরি সঘনে জল খলই॥
হিমকর-কিরণহি সো তনু দহই।
হা হা শশি-মুখী কত দুখ সহই॥ধ্রু॥
হলধর-সোদর কিয়ে তুহুঁ ভোরি।
হেলে হারায়লি হিরণময়ী গোরী॥
হরিণ-নয়নী অবধি দিন গণই।
হেরইতে পন্থ নিমিখে যুগ মানই॥
হিয়া মাহা লেহ মরম কাহাঁ কহই।
হরি হরি বলি মুরছি কাহাঁ রহই॥
হসি হসি হরখি হরখি খেণে উঠই;
হেমক পুতলী মহীতলে লুঠই॥
হরল গেয়ান তোহারি অভিলাষে।
হোত কি না বুঝল গোবিন্দদাসে॥৮২॥১৮৫৩॥

অথ মোহ-দশা।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

পাহিড়া।

আরে মোর গৌর কিশোর।
সহচর কাঁন্ধে পহুঁ ভুজযুগ আরোপিয়া
নবমী-দশায় ভেল ভোর॥

পড়িয়া ক্ষিতির পরে মুখে বাক্য নাহি সরে
সাহসে পরশে নাহি কেহ।
সোণার গৌরহরি কহে হায় মরি মরি
তক্ষক দোসর ভেল দেহ॥
থির নয়ন করি মথুরার নাম ধরি
রোয়ে পহু হা নাথ বলিয়া।
বসু রামানন্দ ভণে গৌরাঙ্গ এমন কেনে
না বুঝিনু কিসের লাগিয়া॥৬৩॥১৮৫৪॥

ধানশী।

কেলি-কলানিধি সব মনোরথ সিধি
বিহরই নবদ্বীপ ধাম।
বিদগধ-শেখর সব গুণে আগর
মথুরায় সতত বিরাম॥
হরি হরি হৃদি মাঝে বড় শেল মোর।
সো শচীনন্দন হৃদয় আনন্দন
মাথুর-বিচ্ছেদে বিভোর॥
গুরুতর গান গরিমগুণ-সূচক
নিমগন সোই তরঙ্গে।
চিন্তা-সন্ততি সবহু দূরে গেও
আর উনমাদ বর ভঙ্গে॥
নয়নক নীর অধিক থকিত ভেল
হোয়ত সো বর মোহ।
রাধামোহন ভণ সো লাগি বিহবল
মুরতিমন্ত ভেল সোহ॥৬৪॥১৮৫৫॥

সুহই।

সে যে মোর গৌর কিশোর।
মুরছি মুরছি পড়ে ভকতের কোর॥
সোণার বরণ তনু হইল মলিন।
দেখিয়া ভকতগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ॥
বচন না নিকসয়ে সে চাঁদ-বয়ানে।
অবিরত ধারা বহে থির নয়ানে॥
কান্দে সহচরগণ গৌরাঙ্গ বেড়িয়া।
পাষাণ শঙ্কর দাস না যায় মিলিঞা॥৪৫॥১৮৫৬॥

বালা ধানশী।

নয়নক লোর ওর নাহি ঢরকত
ধারা পদতলে গেল।
হেরইতে মরমে ভরম অছু হোয়ত
গলহি জলজ জনু ভেল॥

মাধব কি কহব ও পরসঙ্গ।
সহচরী মেলি কোলে করি রোয়ত
হেরি অবশ ভেল অঙ্গ॥

উচ কুচ উপর রহত মুখ-মণ্ডল
সো এক অপরূপ ভাতি।
কনক-শিখরে জনু উয়ল শশধর
প্রাতর ধূসর-কাঁতি॥

গোরি অলকাবলি আপন কর তুলি
পুন পুন পরশই নাসা।
বিকচ-কমল সঞে নব কিশলয় কিয়ে
হেরইতে ঐছে প্রকাশা॥
ঐছে দশা বর যাক কলেবর
হেরইতে ঐছন ভান।
কহে ঘনশ্যাম- দাস তছু জীবন
তোহারি বিনে কিয়ে জান॥৪৬॥১৮৫৭॥

শ্রীগান্ধার।

শকতি ক্ষীণ অতি উঠই না পারই
কাতরে সখী-মুখ চাই।
পরশি ললাট করহিঁ মুখ ঝাঁপল
পদুমিনী হিমকর ধাই॥
মাধব করুণা-লব তোহে নাই।
এক বেরি বিরহ- বেয়াধি নিবারহ
এ তুহুঁ পদ দরশাই॥
রাই উপেখি ধরণী পর লুঠই
কত কত সারঙ্গ-নয়নী।
মধুপুর-পথিক চরণ ধরি রোয়ত
জীবইতে সংশয় জানি॥
এক দিনে নবমী দশা পরিপূরল
শ্বাস বহই অব মন্দ।
মাধব ঘোষ কাতরে পৈঠব
বুঝি ও ব্যাধিক অন্ত॥৪৭॥১৮৫৮॥

সুহিনী ।

তেজল গুরুকুল-গৌরব লাজ ।
তেজল গৃহ গৃহ-পতিক সমাজ ॥
তেজল লোক নগর ঘর বসতি ।
তেজল ভূষণ আসন রস পিরীতি ॥
তেজল সখীক-করণ অভিলাষ ।
তেজল বদনে অমিয়াময় ভাষ ।
তেজল নয়নে নিমিষ অবিরাম ।
তেজল কিশলয়-শয়নক নাম ॥
শুন শুন বজর-কঠিন পীত-বাস ।
তেজল অব ধনী জীবন-আশ ॥
তেজল বিরহিণী সবহুঁ গেয়ান ।
নবমী দশা ভেল করু অনুমান ॥
অব যদি যাই করহ অবসাদ ।
মাধব তোহারি চরণ ধরি কাঁদ ॥৪৮॥১৮৫৯ ।

তিরোতা ধানশী ।

সখীগণ কন্ধরে থোই কলেবর
ঘর সঞে বাহির হোয় ।
বিনি অবলম্বনে উঠই না পারই
অতয়ে নিবেদহু তোয় ॥
মাধব কত পরবোধব তোয় ।
দেহ-দীপতি গেল হার ভার ভেল
জনম গোঙায়ব মোয় ॥১॥

অঙ্গুরী বলয়া ভেল কামে পিন্ধায়ল
দারুণ তুয়া নব লেহা।
সখীগণ সাহসে ছোই না পারই
তন্তুক দোসর দেহা॥
নবমী দশা গেলি দেখি আওলু চলি
কালি রজনী অবসানে।
আজুক এত ক্ষণ গেল সকল দিন
ভাল মন্দ বিহি পরমাণে॥৪৯॥১৮৬০॥

তথা রাগ।

নিরুন্ধে দৈন্যাব্ধিং হরতি গুরু-চিন্তা-পরিভবং
বিলুম্পত্যুন্মাদং স্থগয়তি বলাদ্বাষ্প-লহরীং।
ইদানীং কংসারে কুবলয়দৃশঃ কেবলমিদং।
বিধত্তে সাচিব্যং তব বিরহ-মূর্চ্ছা সহচরী॥৫০॥১৮৬১

অথ মৃত্যুদর্শা।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

সুহই।

নবদ্বীপ-চাঁদ চাঁদ জিনি সুন্দর
নাগর বিদগধ-রাজ।
আনন্দ রূপ অনুপম গুণগণ
আনন্দ-বিতরণ কাজ॥
হরি হরি হামারি মরণ অব ভাল।
সো যদি সুখময় কেলি উপেখিয়া
বিরহ-তাপে বেণু কাল॥ধ্রু॥

কত অনুতাপ প্রলাপহু কত বিধ
অপরূপ কত উনমাদ।
কত বেরি মোহ হোয়ত পুন ঘন ঘন
দশমী-দশা পরমাদ॥
আগে ভকতগণ উঠি হরি বোলত
তেঞি বুঝি ফিরয়ে পরাণ।
মরু রাধামোহন অনুবাদ ঐছন
যাতে করু ইহ রস গান॥৫১॥১৮৬৩॥

পঠমঞ্জরী।

আজু মোর গৌরাঙ্গসুন্দর।
ধূলায় লোটায় কাঁচা সোণা কলেবর॥
মূরছি পড়য়ে দেহে শ্বাস নাহি বয়।
চৌদিকে ভকতগণ হেরিয়া কান্দয়॥
কি নারী পুরুষ সবে হেরি হেরি কান্দে।
পশু পাখী কান্দে তারা থির নাহি বান্ধে॥
॥ ৫২ ॥ ১৮৬৩ ॥

কামোদ।

তুয়া পথ যোহই রোই দিন যামিনী
অতি দুবরী ভেল বালা।
কি রসে নিবারব কৈছে নিবারব
বিরহ কুসুম-শর-জ্বালা॥

মাধব ইথে জনি হোত নিশঙ্ক।
ও নিতি চাঁদ- কলা সম ক্ষীয়ত
তোহে পুন চঢ়ব কলঙ্ক॥
চন্দন চন্দ মন্দ মলয়ানিল
নীর নিষিঞ্চিত চীরে।
কুবলয়-কুমুদ- কমলদল-কিশলয়-
শয়নে না বান্ধই থিরে॥
ছুনিক পুতলী মহীতলে শুতলি
দারুণ বিরহ-হুতাশে।
জীবন আশে শ্বাস রহ না রহ
পরখত গোবিন্দদাসে॥৫৩॥১৮৬৪॥

শ্রীগান্ধার।

নিশি দিশি জাগরি মধুপুর-নাগরী
বেশ পসারলি অঙ্গে।
তুহুঁ সুপুরুখবর সময় গোঙায়সি
নব নব রস-পরসঙ্গে।
মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল।
মিছই অবধি-দিন গণি কত রাখব
ব্রজ-বধূ জীবন শেল॥ধ্রু॥
কোই ধরণীতল কোই যমুনা-জল
কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জে।
এত দিনে বিরহে মরণ পথ পেখলু
তোহে তিরি-বধ পুণ-পুঞ্জে॥

তপত সরোবরে থোরি সলিল জনু
আকুল সফরী-পরাণ।
জীবন মরণ মরণ বর জীবন
গোবিন্দ দাস দুখ জান ॥ ৫৪ ॥ ১৮৬৫ ॥

পঠমঞ্জরী।

তুহুঁ রহু নিকরুণ মধুপুর মাহ।
নিতি নব-নাগরী-রস অবগাহ ॥
যো ক্ষণ মান তো বিনু যুগ লাখ।
সো কি সহয়ে চির বিরহ-বিপাক ॥
এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই।
অবহুঁ কি জীবই না জীবই রাই ॥
কত যে ক্ষীণ তনু কহই না জানি।
অঙ্গুরি বলয়া গলিত তুহুঁ পাণি ॥
নয়ন নিকাজর ঢরকত বারি।
নিশি দিশি পহিরণ ভিগি গেও শাড়ী ॥
ছটফট শয়নে না রহ সখী-অঙ্ক।
কনক-পুতলী লুঠয়ে মহী-পঙ্ক ॥
সময় নিরীখত পরীখত শ্বাস।
ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস ॥ ৫৫ ॥ ১৮৬৬ ॥

কামোদ।

কুঞ্জ ভবনে ধনী তুয়া গুণ গণি গণি
অতিশয় দুবরী ভেল।
দশমীক পহিল দশা হেরি সহচরী

শুন শুন মাধব কি বলব তোয় ।
গোকুল-তরুণী নিচয় মরণ জানি
রাই রাই করি রোই ॥
তহিঁ এক সুচতুরী তাক শ্রবণ ভরি
পুন পুন কহে তুয়া নাম ।
বহুক্ষণে সুন্দরী পাই পরাণ ফেরি
গদ গদ কহে শ্যাম শ্যাম ॥
নামক অছু গুণ না শুনিয়ে ত্রিভুবন
মৃত-জন পুন কহে বাত ।
গোবিন্দ দাস কহ ইহ সব আন নহ
যাই দেখহ মঝু সাথ ॥৫৬॥১৮৬৭॥

বরাড়ী ।

অঙ্গে অনঙ্গ-জ্বর মরমে বিষম-শর
কণ্ঠহি জীবন যারা ।
করতলে বয়ান নয়ানে ঝরু নীঝর
কুচযুগে কাজর-ধারা ॥
মাধব তুহুঁ মধুপুর দূর দেশ ।
ও অবলা চির বিরহ-বেয়াধিনী
দশমী-দশা পরবেশ ॥ ধ্রু ॥
বিগলিত কম্বু- বলয়া কর-কিশলয়
খণহি খণহি ক্ষীণ দেহা ।
কো জানে কাঁতি তবহি নাহি ছুটত
তছু অবধিক খড়ি-রেখা ॥

তনু মন জোরি গোরী তোহে সোঁপল
কনয়-জড়িত মণিরাজ।
গোবিন্দদাস ভণি কনয়া বিহনে মণি
কবহুঁ না হৃদয়ে সাজ ॥ ৫৭ ॥ ১৮৬৮ ॥

তথা রাগ।

কতয়ে বেরি বেরি রচব শেজ রি
সরস-সরসিজ পাতি।
শীতল বীজনে সলিল সিঞ্চনে
কত না পোহাইব রাতি ॥

শুন শুন নিদয় নিঠুর চিত।
তো সঞে লেহ করি খোয়লু সুন্দরী
পরাণ দেই পরাচিত ॥ ধ্রু ॥

কতয়ে চন্দন করব লেপন
এতহুঁ না জুড়ায় অঙ্গ।
উঠয়ে পুন পুন তবহুঁ দারুন
দহন মদন-তরঙ্গ ॥

কবহুঁ অঙ্গন কবহুঁ সদন
কবহুঁ সহচরী-কোর।
কুয়ল কবরী লুটয়ে সুন্দরী

ধরণী উপর নিচল কলেবর
পড়ল আঁচর ফোরি ।
কোই না কহ শ্বাস না বহ
নিমিখ তেজল গোরী ॥
কোই ছুটত কোই লুঠত
প্রাণ-প্রিয় সখী ভাখি ।
কহই বলরাম ধবল কালিম
বদনে দেয়বি সাখী ॥ ৫৮ ॥ ১৮৬৯ ॥

দেশাগ রাগ ।

নদী বহে নয়নক লোরে ।
মুরছি পড়ল তছু তীরে ॥
মাধব তোহারি করুণা-অতি বঙ্কা ।
তোহে নাহি তিরি-বধ-শঙ্কা ॥ ধ্রু ॥
তৈখনে ক্ষীণ ভেল শ্বাস ।
কোই নলিনী-দলে করয়ে বাতাস ॥
চৌদশী-চাঁদ সমান ।
তুয়া বিনে শূন ভেল প্রাণ ॥
কোই রহ রাইক পেখি ।
কোই শির ধুনি ধুনি দেখি ॥
কোই সখী পরীখই শ্বাস ।
হাম ধায়লু তুয়া পাশ ॥
থালটি চলহ নিজ গেহ ।

নৃপতি সিংহ কবি ভাণ।
মনে গুণি বুঝহ সেয়ান ॥ ৫৯ ॥১৮৭০ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য দশা।

বরাড়ী।

রাইক দশা শুনি কান। মূরছিত হরল গেয়ান ॥
দোতী করল নিজ কোর। লোচনে ঝর ঝর লোর ॥
বহুক্ষণে চেতন ভেল। কহে মঝু রাই কাহাঁ গেল ॥
পুন কিয়ে পায়ল পরাণ। কহ সখি তুহুঁ কিয়ে জান ॥
শুনি কহে চেতন বাণী। যদুনন্দন অনুমানি ॥৬০॥১৮৭১ ॥

অথ দশমী-দশায়াং চেতনং।

তত্র শ্রীমহাপ্রভু র্যথা।

শ্রীরাগ।

আজু বিরহ-ভাবে গোরাঙ্গসুন্দর।
ভূমে পড়ি কান্দি বোলে কাহাঁ প্রাণেশ্বর ॥
পুন মূরছিত ভেল অতি ক্ষীণ শ্বাস।
দেখিয়া লোকের মনে হয় বড় ত্রাস ॥
উচ করি ভকত করল হরি বোল।
শুনিয়া চেতন পাই আঁখি ঝরু লোর ॥
ঐছন হেরইতে কান্দে নর নারী।
এ রাধামোহন মরু যাই বলিহারি ॥৬১॥১৮৭২॥

মল্লার রাগ।

মলিন চিকুর তনু চীরে।

শুন মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবধি মুগধি ভেল সোয়॥
কোই কমল-দলে করই বাতাস।
কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস॥
কোই কহে আওল হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল নাম তাহারি॥
উরে দোলে শ্যামর বেণী।
কমলিনী-কোরে যেন কাল সাপিনী॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিণী-বেদন সখী সমুঝায়ে॥৬২॥১৮৭৩॥

পঠমঞ্জরী।

গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেখ।
ভিত ভরিয়া গেল দিনে দিনে রেখ॥
তাহি মেটি কোই উন শুনায়ে।
বদন সেচই কেহ জল লেই ধায়ে॥
কি কহব মাধব কমল-মুখী।
যতনে জীয়াওল সকল সখী॥
কাহুঁক নলিনী কাহুঁক চন্দনা।
কোই কহয়ে আওল নন্দ-নন্দনা॥
সরস মৃণাল হৃদয়ে ধরি কোই।
চাঁদ-কিরণে কেহো রাখয়ে গোই॥
কেহ মলয়ানিল বারই চীরে।

মধুকর-ধ্বনি শুনি কোই মুদে কান।
করতল-তালে কোই কোকিল খেদান॥
কান্ত-দিগন্তহি কৌন কৌন যায়।
কেহু কেহু হরি তুয়া গুণ পরথায়॥
নরনারায়ণ ভূপতি ভাণ।
বিজয়নারায়ণ ইহ রস গান॥৬৩॥১৮৭৪॥

ততো দশমী-দশায়াং নিবৃত্তায়াং অন্তর্বাহ্য-দশায়াং প্রলাপমাহ।

তিরোতা ধানশী।

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়।
না দেখিয়া চাঁদ-মুখ কান্দে উভরায়॥
কাহাঁ মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম।
কোটিন্দু-শীতল কাহাঁ নবঘন-শ্যাম॥
অমৃতের সার কাহাঁ সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয়-কর্ষ কাহাঁ মুরলী-বদন॥
দূরেতে তমাল তরু করি দরশন।
উনমত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশু পাখী করয়ে বিষাদ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য দশা ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা ।

শ্রীরাগ ।

গৌরাঙ্গ-চরিত আজু কি পেখলু মাই ।
রাধা রাধা বলি কান্দে ধরিয়া গদাই ।
ধরিতে না পারে অঙ্গ ধরণে না যায় ।
ধূলা লাগিয়াছে কত গোরা হেম গায় ॥
সে মুখ চাহিতে হিয়া কেমন জানি করে ।
কত সুরধুনী-ধারা আঁখি বাহি ঝরে ॥
মনু মনু কেনে গেনু সে পথ বাহিয়া ।
ধৈরজ না ধরে প্রাণ ফাটি যায় হিয়া ॥৬৫॥১৮৭৬॥

পাহিড়া ।

বররামা হে সো কিয়ে বিছুরণ যায় ।
করে ধরি মাথুর- অনুমতি মাগিতে
ততহি পড়ল মুরছায় ॥ ধ্রু ॥
কিছু গদ গদ স্বরে লত লত আখরে
যো কিছু কহল বররামা ।
কঠিন শরীর মোর তেঞি চলি আওলু
চিত রহল সোই ঠামা ॥
তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাওই
তাহে রহল মন লাগি ॥
আন রমণী সঞে রাজসম্পদ মরে

দো এক দিবসে নিচয়ে হাম যায়ব
তুহুঁ পরবোধবি রাই।
বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহ
প্রেমে মিলায়ব যাই ॥৬৬॥১৮৭৭॥

সুহই।

তিল এক নয়ন ওত জীউ না সহ
না রহু তুহুঁ তনু ভিন।
মাঝে পুলক গিরি- অন্তর মানিয়ে
ঐছন রহুঁ নিশি দিন ॥
সজনি কোন পর জীয়ব কান।
রাই রহল দূর হাম মথুরাপুর
এতহুঁ সহয়ে পরাণ ॥ ধ্রু॥
ঐছন নগর ঐছে নব নাগরী
ঐছন সম্পদ মোর।
রাধা বিনু সব বাধা মানিয়ে
নয়নে না তেজই লোর ॥
সোই যমুনা-জল সোই রমণীগণ
শুনইতে চমকিত চিত।
কহ কবিশেখর অনুভবি জানলু
বড়কা বড়ই পিরীত ॥৬৭॥১৮৭৮॥

ধানশী।

রাইক অতিশয় বিরহ-হুতাশ।
শুনইতে নাগর গদ গদ ভাষ ॥

নয়নক লোরে ভীগল পীত বাস ।
ঘন ঘন তেজই দীরঘ নিশ্বাস ॥
কহইতে বচন কহই নাহি পার ॥
অবশ কলেবর পড়ু কত বার ॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে করয়ে বিলাপ ।
বাঢ়ল কানুক বিরহ-সন্তাপ ॥
রাই রাই করি ভেল উনমাদ ।
থির নাহি হোয়ত বিরহ-বিষাদ ॥
ক্ষণেকে থির হই কহ পুন কান ।
তুরিতহিঁ সখি তুহুঁ করহ পয়ান ॥
এত শুনি সোই চলু রাইক পাশ ।
মিলল কুঞ্জে কহ যতুনন্দন দাস ॥৬৮॥১৮৭৯॥

শ্রীরাধাং প্রতি সখী-বচনং ।

সুহই ।

বিরহিনি কি কহব নাহক দুখ ।
আধ তিল তুয়া বিনে জীবন শূন মানে
তাহে কি মাথুর সুখ ॥
ইত্যাদি পদং জ্ঞেয়ং ॥৬৯॥১৮৮০॥

অথ দশমী-দশায়াং শ্রীমত্যুক্তিঃ ॥

তথা রাগ ।

যো মুখ নিরীখনে নিমিখ না সহই ।
তাহে পয়োধসি আওব কহই ॥

শুন সখি কি বোলব তোয়।
নিলজ প্রাণ সহজে রহুঁ মোয়॥
সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোর।
তিল এক জীবইতে লাজ বহু মোর॥
জনু বাড়বানল হৃদি মাহা এহ।
কিয়ে সুখ লাগি ভসম নহ দেহ॥
অব মঝু জীবন উপেখন হোয়।
গোবিন্দদাস সোই দুখ হেরি রোয়॥৭০॥১৮৮১॥

তিরোতা ধানশী।

নাহ দরশ-সুখ বিধি কৈল বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙ্গল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥
আন করল হিয়ে বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকষয়ে কঠিন পরাণ॥
এ সখি বহুত কয়ল হিয় মাহ।
দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ॥
শুনইতে নিকসই কঠিন পরাণ।
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপন প্রেম বিথারি।৭১॥১৮৮২॥

গান্ধার।

যাহাঁ পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥

যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদ্বন্দ।
ঐছনে মিলই যব গোকুলচন্দ॥ধ্রু॥
যো দরপণে পহু নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হইয়ে তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইয়ে মৃদু বাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর-শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হই তছু ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহে কাঞ্চন-গোরি।
সো মরকত-তনু তুহুঁ কিয়ে ছোড়ি॥

॥৭২॥১৮৮৩॥

পুনশ্চ সখ্যাক্তির্যথা।

শ্রীগান্ধার।

বিরহ-অনলে যদি দেহ উপেখবি
খোয়বি আপন পরাণ।
তুয়া সহচরী যত কোই না জীয়ত
সবহুঁ করবি সমাধান॥

সুন্দরি মাধব আওব গেহ।
তোহারি সম্বাদ সোই যদি পাওব
তব কি রাখব নিজ দেহ।ধ্রু॥

আপনক ঘাতে রমণীকুল ঘাতবি
ঘাতবি শ্যামরচন্দ।
জগ ভরি বিপুল কলঙ্ক তুয়া ঘোষব
হোয়ব কলমষ-বন্ধ॥
সজল কমলে কমলাপতি পূজহ
আরাধহ মনমথ দেব।
গোবিন্দদাস কহ আশ তব না পূরব
রাধা মাধব সেব॥৭৩॥১৮৮৪॥

সুহই।

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি॥
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী নহ ইহা গেল জানা॥
দাব-দগধ ধিক ছুট ফটি এহ।
এ ছার নিলজ প্রাণে না ছাড়য়ে দেহ।
কানু বিনে নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।
কেমনে গোঙাব আমি এ দিন সকল॥
এ বড় শেল মোর হৃদয়ে রহল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙরি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাউ মরি॥
নরোত্তম যাই কথা জানুক তার সতি।
শ্যাম-সুধা না মিলিলে সবার সেই গতি॥৭৪॥১৮৮৫॥

সুহই।

মরিব মরিব সই নিচয়ে মরিব।
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥
জনমে জনমে হউঁ সেই পিয়া আমার।
বিধি পায়ে মাগি মুঞি এই বর সার ॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ।
মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি।
এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণ হরি ॥৭৫॥১৮৮৬॥

করুণ কামদ।

সজনি কো কহু আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই ॥

এখন তখন করি দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
ছোড়লু জীবনক আশা ॥

বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়নু
খোয়নু এ তনু আশে।
হিম-কর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করব মাধবী মাসে ॥

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সো পিয়া লেহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
অব নাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজ-নন্দন হৃদয়-আনন্দন
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ॥ ১৬॥ ১৮৮৭॥

সুহিনী।

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখ-ভার॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥
কত দিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহু পয়োধরে দেওব হাত॥
কত দিনে করে ধরি বসাওব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ভাগউ সকল দুখ মিলব মুরারি॥ ১৭॥ ১৮৮৮॥

তথা রাগ।

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
এবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণি॥

মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥
মালতী ফুলেরে গাঁথিয়া দিব মাল।
বানাইয়া দিব চূড়া কুন্তল ভাল॥
কপালে চন্দন দিব তিলক চান্দ।
নরোত্তম দাস কহে পিরীতের ফান্দ॥ ৭৮॥ ১৮৮৯॥

অথ পুনর্দূতী-প্রেষণং।

বরাড়ী।

বন্ধুকে কহিও মোর কথা।
অনলে পশিব যদি না আইসে এথা॥
মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন।
তোমা বিনু দগধই যেন দাবে বন॥
নহে ত কহয়ে যেন এ দুখ এড়াই।
সোঙরিয়া চাঁদ-মুখ তবে মরি যাই॥
জ্ঞান কহে এত দুখ না কর ভাবন।
এখনি মিলাব জেন তোমার প্রাণ-ধন॥৭৯॥১৮৯০॥

বালা ধানশী।

দশমী দশায় বিলপয়ে বিরহিণী
শুনইতে আকুল হোই।
কানুক নিকটে চলত তব গো সখী
লখই না পারই কোই॥

আওল মথুরা নগর যাহঁা শ্যামর
মিলল নিরজন জানি।
রাইক শেষ দশা দোহি কহইতে
কহই না পারই বাণী ॥

শুন শুন সুকঠিন শ্যাম।
মিলবে নিলাজ বরজ-কুল-নাগরী
পুছইতে আওলু হাম ॥

তোহারি বচনে অব কো পাতিয়াওব
নিচয়ে কহবি এক বোল।
সো বর-বিরহিণী কণ্ঠহি জীবন
মোহন কান্দয়ে উতরোল ॥৮০॥১৮৯১॥

তথা রাগ।

ধৈরজ না রহ সুখ পরিবন্ধ।
ধয়লহুঁ ধয়ল না রহ সখী-অঙ্ক ॥
ধূমল ধমিল ধরণী মাহা লুঠই ॥
ধাধসে চলত খলত মহী লুঠই।
ধনি ধনি ধীর ধরাধর-ধারী।
ধিক্ ধিক্ অবহুঁ জীয়য়ে উহ নারী ॥
ধরই না আভরণ ধূসর চীর।
ধোয়ত ধূলি নয়ন ঘন নীর ॥
ধনী নহ ঢীট চপল তুহুঁ কান।
ধূতক চরিত্র সরল কিয়ে জান ॥

ধুরুব ধেয়ান কবহুঁ করু তোরি ।
ধসহি ধরণীতলে মূরছিত গোরী ॥
ধরমে ধরমে ধনী বহত নিশ্বাস ।
ধাবি কহত তোহে গোবিন্দদাস ॥৮১॥১৮৯২॥

শ্রীরাগ ।

তরুণ অরুণ সিন্দূর বরণ
নীল গগনে হেরি ।
তোহারি ভরমে, তা সঞে রোখয়ে
দামিনী বদন ফেরি ॥
কানু হে রাইক ঐছন কাজ ।
আট প্রহরে তো বিনু সাজই
আটহুঁ নায়িকা-সাজ ॥ ধ্রু ॥
প্রাণ-সহচরী চরণে সাধই
কানু মানায়বি তোহি ।
আঁখি মুদি কহে অবহুঁ মাধব
কাঁহে না মিলল মোহি ॥
খঞ্জন-ধ্বনি শুনি উমতি ধাবই
তোহার নূপুর মানি ।
হাসি আভরণ অঙ্গে চড়ায়ই
শেজ বিছায়ই জানি ॥
নীল নিচোল সঘনে মাগয়ে
নিবিড় তিমির হেরি ।
ঘুমল তো সঞে কহই ঐছন
বেশ বনায়বি মেরি ॥

কোকিলের রবে　চমকি উঠয়ে
নিয়ড়ে না হেরি ভোরি।
সোঙরি তোহারি　গমন মথুরা
মূরছি পড়ল গোরী।
নিঝরে নয়নে　সব সখীগণে
খোঁজত বহে না শ্বাস।
তোহারি চরণে　এতহুঁ কহিতে
ধাওল গোবিন্দ দাস।৮২॥১৮৯৩॥

সুহই।

যব রহ অচেতন বিরহে বিভোর।
সো দুখ কো জন কহি করু ওর॥
তুয়া নাম শুনি যব চেতন পাই।
যো কছু বিলপয়ে নিজ দুখে রাই॥
যদুপতি সো অব কর অবধান।
যাহা শুনি বিদরয়ে দারু পাষাণ॥
সো গুণনিধি মোহে এত করু প্রেম।
নিরুপম যৈছন লাখবান হেম॥
সো যদি বিছুরল বিদগধ-রাজ।
ক্ষণ রহুঁ জীবন বড় ইহ লাজ॥
কি করব অব হাম কহত উপায়।
রাধামোহন কহ ভেল বড় দায়॥ ৮৩ ॥ ১৮৯৪ ॥

মল্লার।

আর পুন শুনহ রাইক বাত।
শুনইতে যাক মরম জরি যাত॥

আর কিয়ে হেরব সো মুখ-চন্দ।
পুন কিয়ে হেরব হসিত-লব মন্দ॥
পুন কিয়ে শুনব সো বেণু-গান।
পুন কিয়ে হেরব ভ্রূ-ধনু-কামান॥
পাসরিতে নারি আমি নবঘন-শ্যাম।
কে মোরে মিলাঞা দিবে ইন্দীবর-দাম॥
কৈছনে বঞ্চিব ইহ দিন রাতি।
কি করব সো বিনু ফাটি যায় ছাতি॥
ঐছন কহত যব হোয়ত জ্ঞান।
রাধামোহন পহুঁ করহ পয়ান॥৮৪॥১৮৯৫॥

শ্রীকৃষ্ণস্য দশা যথা।

সুহিনী।

রাইক দশা সখীর মুখে। শুনিয়া নাগর মনের দুখে॥
নয়নের জলে বহয়ে নদী। চাহিতে চাহিতে হরল সুধী
তবহি যতনে ধৈরজ ধরি। বরজ গমন ইচ্ছিল হরি॥
আগে আগুয়ান করিয়া তার। সখী পাঠাওল করিয়া সার।
এখনি আসিছে মথুরা হৈতে। ইথে আন মত না ভাব চিতে
অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়। বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায়।
৮৫॥১৮৯৬॥

ধানশী।

নাগরী শেষ দশা শুনি নাগর
ছল ছল লোচন পানী।
অবনত মাথ করহি অবলম্বন
বয়ানে না নিকসয়ে বাণী॥

ধৈরজ ধরি হরি দোতী-বয়ান হেরি
গদ গদ কহে আধ বাত।
দো এক দিবস মাঝে হাম যায়ব
তুহুঁ পরবোধবি তাথ॥
ঐছে আদেশ পাই দোতী আওল
কুঞ্জহি বিরহিণী পাশে।
তোহারি সম্বাদ কহিতে ভেল গদগদ
আওব দো এক দিবসে॥
আওব কানু পুনহি কিয়ে ব্রজ মাহা
পূরব মনোরথ সাধে।
গোবিন্দ দাস কহ ধনি তুহুঁ বিরমহ
কানু না করু প্রেম-বাদে॥ ৮৬॥ ১৮৯৭॥

সুহই।

দূরে কর বিরহিণি দুখ। নিয়ড়ে হেরবি পিয়া-মুখ॥
অনুকূল করি উদযোগে। হামে পাঠায়ল আগে॥
সো চির উলসিত কান। তুয়া আশে আওল জান॥
মিছু নহ ইহ আশোয়াস। কহতহিঁ গোবিন্দ দাস॥
॥ ৮৭॥ ১৮৯৮॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং একাদশ পল্লবঃ॥

অথ ভাবোল্লাসঃ।

প্রিয়তম-শুভ-ভাষাং দূতিকায়াং প্রকাশাং
বিরহ-বিধুর-নাশাং কর্ণ-ভূষাং নিশম্য।
সকল-যুবতি-ধন্যা রাধিকা গোপ-কন্যা
বিপুল-পুলক-বন্যা হৃষ্ট-রোমা বভূব॥

তত্রাক্রান্তঃ শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

বরাড়ী।

নবদ্বীপ-চাঁদের আজি আনন্দ দেখিয়া।
চিরদিন পরে মোর জুড়াইল হিয়া॥
শচীসুত উনমত প্রেম-সুখে কয়।
মোর আজু যত সুখ কহিলে না হয়॥
চিরকাল বিরহ-জনিত যত তাপ।
সো মুখ দরশনে ঘুচল আব॥
ঐছন অমৃত কহত গোরামণি।
রাধামোহন তছু যাউক নিছনি॥ ১॥ ১৮৯৯॥

অথ নবদ্বীপ-বাসি-ভক্তগণস্যোক্তিঃ।

ধানশী।

আওব গৌর পুনহি নদীয়াপুর
হোয়ত মনহি উল্লাস।
ঐছে আনন্দ- কন্দ কিয়ে হেরব
করবহি কীর্ত্তন-বিলাস॥
হরি হরি কব হাম হেরব সো মুখ-চাঁদ।
বিরহ-পয়োধি কবহুঁ দিন পউরব
টুটব হৃদয়ক ধাঁধ॥ ধ্রু॥
কুন্দ-কনক- কাঁতি কব হেরব
যজ্ঞকি সূত্র বিরাজ।
বাহুযুগল তুলি হরি হরি বোলব
নটন ভকতগণ মাঝ॥

এত কহি নয়ন মুদি রহু সব জন
গৌর-প্রেমে ভেল ভোর।
নরহরি দাস আশ কব পূরব
হেরব গৌরকিশোর ॥২॥১৯০০॥

কামোদ।

আজুক স্বপনে সমুখে এক মুনিবর
দেখি করলু পরণাম।
সো মুঝে কহল অচিরে তুয়া মঙ্গল
পূরব মনোরথ কাম ॥
এহ পুন কহ জনি কোয়।
রজনীক শেষ সময় অরুণোদয়
স্বপন বিফল নাহি হোয় ॥
আওব কানু পুনহি কিয়ে ব্রজ মাহ
ঐছে মনহি যব কেল।
তবহি এক জন ফুকরই যায়ত
উতরহি ইঙ্গিত ভেল ॥
ফুরয়ে বাম নয়ন ভুজ ঘন ঘন
হোয়ত মনহি উল্লাস।
ঐছে সুলক্ষণ আন নহত পুন
ভণ ঘনশ্যামর দাস ॥৩॥১৯০১॥

ধানশী।

যব হরি আওব গোকুলপুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব-জয়-তুর ॥

আলিপন দেওব মোতিম-হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচ-ভার॥
সহকার-পল্লব চূচুক দেব।
মাধব সেবি মনোরথ নেব॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেকে॥
আলিঙ্গন দেয়ব পিয়া কব আগে।
ভণই বিদ্যাপতি ইহ রস ভাগে॥৪॥১৯০২॥

তথা রাগ।

পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনক-কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাঁজর দেই আঁখি॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র রোপব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
নিশি দিশি আওব কামিনী ঠাট।
চৌদিগে পসারব চাঁদ কি হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দো এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥৫॥১৯০৩॥

ধানশী।

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥

আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম যতন পহু করবে॥
রভস মাগব পিয়া যবহি।
মুখ বিহসি নহি বোলব তবহি॥
কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া।
করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া॥
সো পহু সুপুরুখ-ভ্রমরা॥
চিবুক ধরি অধর-মধু পিয়ব হামারা।
তৈখনে হরব মো চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে॥৬॥১৯০৪॥

পুনশ্চ শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

তথা রাগ।

(আলি রি) হোত মনহুঁ উলাস সুলছন
বাম নিজ ভুজ উর জঘন ঘন
কম্পই দূর সঞে প্রাণ পিউ কিয়ে
অদূরে আওব রে।
যবহুঁ পহু পরদেশ তেজব
আগে লিখন-সন্দেশ ভেজব
তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভূখন
সবহুঁ ভায়ব রে॥
ত্রিপথ-গামিনী-তীরে প্রভু যব
অচিরে আওব শুনই পাওব
আলস তেজি কুচ কলস জোর
আগোরে সাজব রে।

তবহি হিয় মাহা হার পহিরব
বেণী ফণী মণি-মাল বিরচব
চলব জল-ছলে কলস লই সব
কলস ভাজব রে ॥
নদীয়াপুরে জয়-তূর বাজব
হৃদয়-তিমির সুদূর ধায়ব
ভকত-নখতক মাঝে যব দ্বিজ-
রাজ রাজব রে ।
রঙন শয়নক ভঙন পৈঠব
পীঠ দেই হাসি পালটি বৈঠব
কছু সরস দেই কছু বিরস ভই
দোখে দোখব রে ॥
পীন কুচ কর-কমলে করবব
ক্ষীণ তনু মঝু পুলকে পূরব
তাখি নহি নহি আঁখি মুদি রস
রাখি রোখব রে ।
বাহু গহি তব্ নাহ মাধব
সময় বুঝি হাম সরস সাধব
সুধই সুধাময় অধর পিবি পিয়া
পুন পিয়ায়ব রে ॥
মীন-কেতন-সমরে চেতন-
হীন হোয়ব নিশি নিকেতন
অবিরোধ বিনু অবোধ পিউ পরু-
বোধ পায়ব রে ।

মিটব কিয়ে হিয়ক বিষাদ
ছল ছল কছু যব তবহুঁ কলনাদ
সুখদ সম্বাদ এক ধনী
ধায়ি লাওল রে ॥

নাহ আওল এতহি ভাখল
মৃত-সঞ্জীবন শ্রবণে পিবি পুন
জগত-আনন্দ ভণ জনু তনু
জীবন পাওল রে ॥৭॥১৯৭৫॥

তুড়ী।

আসিবে আমার গৌরাঙ্গসুন্দর
নদীয়া নগর মাঝ।
দূরেতে দেখিয়া সচকিত হৈয়া
করব মঙ্গল কাজ ॥

জল ঘট ভরি আম্র-শাখা ধরি
রাখি সারি সারি করি।
কদলী আনিয়া রোপণ করিয়া
ফুল-মালা তাহে ধরি ॥

আওল শুনিয়া নদীয়া-নাগরী
আওব দেখিবার তরে।
হরি হরি ধ্বনি জয় জয় বাণী
উঠিবে সকল ঘরে ॥

শুনিয়া জননী ধাইবে অমনি
করিবে আপন কোরে।
নয়নের জলে ধোই কলেবরে
তুরিতে লইবে ঘরে॥
যতেক ভকত দেখি হরষিত
হইবে প্রেম-আনন্দ।
যদুনাথ যাঞা পড়িবে লোটাঞা
লইবে চরণারবিন্দ॥৮॥১৯০৬॥

সুহই।

আজু পরভাতে কাক-কলকলি
আহার বাটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম সুধাইতে
উড়িয়া বৈসয়ে তায়॥
সখি হে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব মন্দির আওব
কপালে কহিয়া গেল॥
সুচারু বদন দেখিনু স্বপন
গিরির উপরে শশী।
মালতীর মালা দধির ডালা
নিকটে মিলিল আসি॥
গণক আনিয়া পুন গণাইনু
সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে যতেক গণিল
সুখের নাহিক ওরে॥

মোর একাদশ গৃহে বৈসে পাঁচ
সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।
ভৃগু-ভানু-সুত দ্বিতীয়ে বৈসয়ে
প্রভাতে লিখি বিচারু॥

দেয়াশিনী আনি দেব আরাধিনু
পড়িল মাথায় ফুল।
বন্ধুর নামেতে আগ তুলাইনু
কূলে মিলাওল কুল॥

কুল-পুরোহিত আশীষ করিল
সুপতি মিলিবে পাশে।
তোর দুরদিন সব দূর গেল
কহই সে জ্ঞানদাসে॥৯॥১৯০৭॥

ধানশী।

আজু অবধি দিন ভেলী। কাক নিকটে কহি গেল॥
আজুক প্রাতর সময়ে বাম বাহু সঘনে কাঁপয়ে॥
খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ। পুলকে পূরয়ে সব অঙ্গ॥
বাম নয়ানে করু স্পন্দ। সঘনে খসয়ে নীবি-বন্ধ॥
এ লক্ষণ বিফল না যাব। মাধব নিজ গৃহে আব॥
মনোরথ কহে শুক-সারী। জ্ঞানদাস কহে সুবিচারি॥
॥১০॥১৯০৮॥

তথা রাগ।

বাম ভুজ আঁখি সঘনে নাচিছে
হৃদয়ে উঠিছে সুখ।
প্রভাতে স্বপন প্রতীত বচন
দেখিব পিয়ার মুখ॥
হাতের বাসন খসিয়া পড়িছে
দু জনার একই কথা।
বন্ধু আসিবার ঠিক না সুধাইতে
নাগিনী নাচায় মাথা॥
ভ্রমর কোকিল শবদ করয়ে
শুনিতে সাধায়ে চিত।
রুরু মৃগগণে করয়ে মিলনে
যৈছন পূরব নীত॥
খঞ্জন আসিয়া কমলে বৈসয়ে
সারী শুক করে গান।
বংশী কহয়ে এ সব লক্ষণ
কভু না হইবে আন॥১১॥১৯০৯॥

ধানশী।

বন্ধুয়া আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
বসিব আমার পাশে।
তুরিতে দেখিয়া চকিতে উঠিয়া
বদন ঝাঁপিব বাসে॥

তা দেখি নাগর রসের সাগর
আঁচরে ধরিবে মোর ।
করে কর ধরি গদ গদ করি
কহিব বচন থোর ॥

তবহি মিলন দেখিয়া বদন
হইয়া নাগর ভোরে ।
আঁখি ছল ছলে গর গর বোলে
কত না সাধিবে মোরে ॥

সময় জানিয়া থির মানিয়া
পূরাব মনের আশ ।
এ সকল বাণী ফলিবে এখনি
কহয়ে অনন্তদাস ॥১২॥১৯১০॥

সুহই ।

অচিরে পূরব আশ । বন্ধুয়া মিলিব পাশ ॥
হিয়া জুড়াইবে মোর । করিবে আপন কোর ॥
অধর-অমৃত দিয়া । প্রাণ-দান দিবে পিয়া ॥
পুলকে পূরব অঙ্গ । পাইয়া তাহার সঙ্গ ॥
ছল ছল দু নয়ানে । চাহিব বদন পানে ॥
কিছু গদ গদ স্বরে । এ দুখ কহিব তারে ॥
শুনিয়া দুখের কথা । মরমে পাইবে বেথা ॥
করিবে পিরীতি যত । জ্ঞান তা কহিবে কত ॥
॥১৩॥১৯১১॥

সুহই।

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সো চাঁদ-বয়ান॥
নহি নহি বোলব যব হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব করব মুরারি॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চির দিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর॥
করব আলিঙ্গন দূরে করি মান।
ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তোহারি পিরীতিকো যাউঁ বলিহারি॥১৪॥১৯১২॥

কোড়া রাগিণী।

রে রে পরম প্রেম পরাণ-সজনি
নয়ান গোচর কৌন দিন জনি
নাহ নাগর গুণক আগর
কলা-সাগর রে।
যবহুঁ পিয়া মঝু ভবনে আওব
দূরে রহি মুঝে কহি পাঠাওব
সকল দূখণ তেজি ভূখণ
সমক সাজব রে॥
লাজ নতি ভয়ে নিকটে আওব
রসিক ব্রজ-পতি হিয়ে সম্ভাষব
কাম-কৌশল কোপ কাজর
তবহুঁ রাজব রে।

কবহুঁ কোকিল মধুর কুহু কুহু
করহুঁ কপোল কণ্ঠ রব মুহু
করজ-শাসন কলা আসন
কছু না গোয়ব রে ॥
কবহুঁ দুহুঁ মেলি সঙ্গীত গাওব
কবহুঁ করে গহি কণ্ঠ লায়ব
কবহুঁ কৌতুক-কোপ কিয়ে রস
রাখি রোখব রে ॥
যতন করি হরি কত না ভাখব
আশ দেই পিয়া পাশ রাখব
সময় বুঝি তহিঁ মাঝি হোই পুন
সাঝি হোয়ব রে ।
বচন-ছল যব সাধ মানব
মীন-কেতন যুঝত জানব
মদন-মনমথ-হাতী মাতব
অচিরে মূষব রে ।
এত কহিতে সখী তুরিতে আওলি
সুধা সম বাত লাওলি
কানু সুন্দর চতুর মন্দির
নিকটে আওল রে ॥
হরখি হলি বলি বোলয়ে রাধা
অচিরে বিধি কিয়ে পূরল সাধা
শরদ-চাঁদ চকোর মিলল
সিংহ ভূপতি গাবই রে ॥১৫॥১৯১৩॥

কামোদ।

মথুরা সঞে হরি করি পথ চাতুরী
মিলল নিরজন কুঞ্জে।
দ্রুম-পশু-পাখীকুল বিরহে বেয়াকুল
পাওল আনন্দ-পুঞ্জে॥

বরজ-নারীগণ বিরহে অচেতন
পুলকিত পাওল পরাণ।
দাব-দগধ যেন ছটফটি জীবন
ঐছন অমিয়া-সিনান॥

দেখ রাধামাধব মেল।
দরশে পুলক দেহ ঘামহি নদী বহ
চিত-পুতলী সম ভেল॥

কাঁপয়ে ঘন ঘন অনিমিখ লোচন
চরকি চরকি পড়ু লোর।
কহইতে ঘড় ঘড় হুকিত কণ্ঠ স্বর
দুহুঁ বিবরণ দুহুঁ ভোর॥

হোই সচেতনে কি করব নাহি জানে
যৈছন দারিদ হেম।
গোবিন্দদাস কহ অনুপম আর নহ
প্রাণক ঐছন প্রেম॥১৬৯২১৪॥

অথ সমৃদ্ধিমান-সম্ভোগঃ।

তত্র শ্রীমহাপ্রভুর্যথা।

সুহই।

আরে মোর গৌর কিশোর। পুরব প্রেম-রসে ভোর॥
দু নয়নে আনন্দ-লোর। কহে পহু হইয়া বিভোর॥
পাওলু বরজ-কিশোর। দুঃখ দূরে গেও মোর॥
চির দিনে পায়লু পরাণ। যৈছন অমিয়া-সিনান॥
হেরি সবে আনন্দে ভাস। গাওই চৈতন্য দাস॥

॥১৭॥১৯১৫॥

ধানশী।

রাধামাধব চিরদিনে মেলি।
দুহুঁ ভেল অচেতন কি করব কেলি॥
দরশনে পুলকিত দুহুঁ তনু কাঁপ।
পুন পুন লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ॥
কহইতে গদ গদ রোধয়ে বাণী।
ঘামে ভিগল তনু ঘনে অছু মানি॥
পহিল সমাগম ঐছন ভেলি।
রাধামোহন পহুঁ দুহুঁ রস কেলি॥১৮॥১৯১৬॥

সিন্দুড়া।

আইস আইস বন্ধু আধ আঁচরে [illegible] বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমা দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সকল [illegible] আঁখি॥

বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব॥
কাল কেশের মাঝে তোমা বন্ধু রাখিব
পূরাব মনের সাধ।
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে তাহে প্রবোধিব
পরিয়াছি কাল পাটের জাদ॥
নহে ত্রান হের নিগড় করিয়া
বান্ধিব চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥১৯॥১৯১৭॥

শ্রীরাগ।

অধর-সুধা রসে লুবধক মানস
তনু পরিরম্ভণ চাহ।
মুখ-অবলোকনে অনিমিখ লোচনে
কৈছে হোয়ত নিরবাহ।
দেখি সখী রাধামাধব-প্রেম।
দুলহ রতন জনু দরশন মানই
পরশন গাঁঠক হেম॥ ধ্রু॥
আনন্দ নীরে নয়ন যব ঝাঁপয়ে
দোঁহে পসারিতে বাহ।
কাঁপয়ে ঘন ঘন কৈছে করব পুন
সুরত-জলধি-অবগাহ॥

মধুরিম হাস- সুধা-রস বরিখণে
গদ গদ রোধয়ে ভাষ।
চিরদিনে মিলন লাখ গুণ নিধুবন
কহতহি গোবিন্দদাস ॥২০॥১৯১৮॥

গুর্জ্জরী।

দিনকর-কিরণ- রহিত ঘন কুঞ্জহি
মিলল যুগল কিশোর।
দুহুঁক কিরণহি গেও সব আন্ধিয়ার
জনু কোটি রবিক উজোর ॥

সজনি দেখ রাধামোহন-কেলি।
অনিমিখ নয়ন- চষক ভরি পিয়ত
দুহুঁ রূপ সুধা সম মেলি। ধ্রু॥

পরশহি দুহুঁ তনু নীবীক পুতলী জনু
মিলনক বেরি নহ ভেদ।
ঐছন মিলত কত সুখ পাওত
না রহ লব পুন খেদ ॥

চিরদিন মিলন করত কত নিধুবন
আনন্দ-সায়রে বুর।
রাধামোহন পহু অহনিশি ব্রজে রহ
সকল মনোরথ পূর ॥২১॥১৯১৯॥

গান্ধার ।

চিরদিনে মিলন হোয়ল যব নিধুবনে
নিধুবন কত কত ভাতি ।
তৈছন সখীগণ করল গুণ-কীর্ত্তন
দুহুঁকর প্রেমে উনমাতি ॥
হরি হরি কি কহব অদভুত প্রীত ।
দুহুঁ কর প্রেম অতুল হেম সম
দুহুঁ জানয়ে দুহুঁ রীত ॥ ধ্রু ॥
ঐছন কেলি করল দুহুঁ বহুক্ষণ
দুহুঁ মানস পরিপূর ।
সখীগণ তৈছন পূরল মনোরথ
তবহিঁ চলল ব্রজপুর ॥
যবহি চলল ব্রজ তবহিঁ বেয়াকুল
হোয়ল সকল পরাণ ।
তছু গুণ গানে পুন আনন্দ বাঢ়ল
রাধামোহন অনুমান ॥২২॥১৯২০॥

অথ সমস্ত-ব্রজ-মণ্ডলস্থ আনন্দঃ ।
আদৌ শ্রীনবদ্বীপস্থ যথা ।

শ্রীরাগ ।

আওল নদীয়া-লোক গোরাঙ্গ দেখিতে ।
আনন্দে আকুল চিত না পারে চলিতে ॥
চিরদিনে গোরাচাঁদ-বদন দেখিয়া ।
তৃষিত চকোর-আঁখি রহয়ে মাতিয়া ॥

আনন্দে ভকতগণ দেখিয়া বিভোর ।
জননী ধাইয়া গোরাচাঁদে করে কোর ॥
মরণ-শরীরে যেন পাইল পরাণ ।
গৌরাঙ্গ নদীয়াপুরে বাসুঘোষে গান ॥২৩॥১৯২২॥

ধানশী ।

মাতা যশোমতী ধাই উনমতী
গোপাল লইয়া কোরে ।
স্তন-ক্ষীর-ধারে তনু বাহি পড়ে
ঝরয়ে নয়ান লোরে ॥

নিজ ঘরে যাইয়া ক্ষীর সর লৈয়া
ভোজন করাইয়া বোলে ।
ঘরের বাহির আর না করিব
সদাই রাখিব কোলে ॥

কানাই আইলা শুনিয়া ধাইলা
যতেক ব্রজের সখা ।
মরণ-শরীরে পরাণ পাইল
এমতি হইল দেখা ॥

যত ব্রজ-বাসী সবে দেখে আসি
ভাসয়ে আনন্দ-জলে ।
আর দূরদেশে না পাঠাও রাণি
ইহাই সবাই বোলে ॥

চিরদিনে বিধি সদয় হইল
পাইনু নয়ান-তারা।
পুরুষোত্তম আনন্দে ভাসয়ে
নয়ানে বহয়ে ধারা ॥২৪॥১৯২২॥

বেলাবলী।

নন্দের নন্দন চতুর কান।
মিলল আসিয়া হৃদয় জান॥
যাহার যেমন পিরীতি গাঢ়া।
তাহার তেমতি করিলা বাঢ়া॥
মথুরা হইতে এথনি হরি।
আইল বলিয়া শবদ করি॥
আপন ঘরে আপনি গেলা।
পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥
কোলেতে করিয়া নয়ন-জলে।
সেচন করিয়া কাঁদিয়া বলে॥
আর দূরদেশে না যাবে তুমি।
মরিব তবে এবারে আমি॥
এত বলি কত দেয়ল চুম্ব।
বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥
ঐছন মিলল সকল সখা।
আর কত জন কে করে লেখা॥
খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াইল ঘরে।
ঘুমাক বলিয়া যতন করে॥

রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দোতী।
বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি ॥ ২৫ ॥ ১৯২৩ ॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং দ্বাদশ পল্লবঃ ॥

অথ সমৃদ্ধমান-সম্ভোগস্য রসোদ্গারঃ ॥

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা
ভক্তগণস্যোক্তিঃ।

সুহই।

এত দিনে সদয় হইলা মোরে বিধি।
আনি মিলায়ল গোরা গুণ-নিধি।
এত দিনে মিটল দারুণ দুখ।
নয়ন সফল ভেল দেখি চাঁদ-মুখ ॥
চির উপবাসী ছিল লোচন মোর।
চাঁদ পাওল যেন তৃষিত চকোর ॥
বাসুদেব ঘোষ গায় গোরা-পরবন্ধ।
লোচন পাওল যেন জনমের অন্ধ ॥১॥১৯২৪॥

তথা রাগ।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল ॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই ॥

শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরেষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥২॥১৯২৫॥

গান্ধার শ্রীরাগ।

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল আনন্দা॥

আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয়-পবন বহুঁ মন্দা॥

অবহম যবহুঁ মোহে পিয়া হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধুনি ধনি তুয়া নব লেহা॥৩॥১৯২৬॥

ধানশী।

দারুণ ঋতু-পতি যত দুখ দেল।
হরি-মুখ হেরইতে সব দুখ গেল॥
যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া-পরসাদ॥
রভস-আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরকি পানে বিরহ দূরে গেল॥
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়নে নাহি অবকাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি আর নহ আধি।
সমুচিত ঔখধে না রহে বেয়াধি॥ ৪॥১৯২৭॥

পঠমঞ্জরী।

চিরদিন ছিল বিহি মোরে প্রতিকূল।
পিয়া-পরসাদে ভেল অনুকূল॥
আছিনু দারুণ বিরহে বিভোর।
তুরিতে আসিয়া পিয়া মোহে নিল কোর॥
তৃষিত চাতক যেন নব ঘন মেলি।
ভুখিল চকোর চাঁদে জনু করু কেলি॥
জনু বনজামলে দগধি পরাণ।
ঐছন হোয়ল অমিয়া-সিনান॥৫॥১৯২৮॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং ত্রয়োদশ পল্লবঃ।

অথ রাত্রি-বিলাসঃ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

তুড়ী।

কিবা কহ নবদ্বীপ-চান্দ। শুনইতে সব মন বান্ধ ॥
আনহ নীল নিচোল। সব অঙ্গ ঝাঁপহ মোর ॥
চিরদিনে মিলব তায়। এত কহি কোন দিশ চায় ॥
সেই ভাবে অবতার। রাধামোহন পহুঁ সার ॥

॥১॥১৯২৯॥

ততঃ শ্রীরাধায়াঃ মিলনোৎকণ্ঠা যথা।

ধানশী।

নিভৃত-নিকুঞ্জ-গেহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং।
চকিত-বিলোকিত-সকল-দিশা রতি-রভস-রসেন হসন্তং ॥
সখি হে কেশি-মথনমুদারং।
রময় ময়া সহ মদন-মনোরথ-ভাবিতয়া সবিকারং ॥ধ্রু॥
প্রথম-সমাগম-লজ্জিতয়া পটু-চাটু-শতৈরনুকূলং।
মৃদু-মধুর-স্মিত-ভাষিতয়া শিথিলীকৃত-জঘন-দুকূলং ॥
কিশলয়-শয়ন-নিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানং।
কৃত-পরিরম্ভণ-চুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধর-পানং ॥
অলস-নিমীলিত-লোচনয়া পুলকাবলি-ললিত-কপোলং।
শ্রম-জল-সকল-কলেবরয়া বর-মদন-মদাদতিলোলং ॥
কোকিল-কলরব-কূজিতয়া জিত-মনসিজ-তন্ত্র-বিচারং।
শ্লথ-কুসুমাবলি-কুন্তলয়া নখ-লিখিত-ঘন-স্তন-ভারং ॥

চরণ-রণিত-মণি-নূপুরয়া পরিপূরিত-সুরত-বিতানং।
মুখর-বিশৃঙ্খল-মেখলয়া সকচ-গ্রহ-চুম্বন-দানং॥
রতি-সুখ-সময়-রসালসয়া দর-মুকুলিত নয়ন-সরোজং।
নিঃসহ-নিপতিত-তনু-লতয়া মধুসূদনমুদিত-মনোজং॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমতিশয়মধুরিপু-নিধুবন-শীলং।
সুখমুৎকণ্ঠিত-গোপ-বধূ-কথিতং বিতনোতু সলীলং॥
॥২॥১২৩০॥

কামোদ।

রাইক উহ উত- কণ্ঠিত বচনহি
সো সখী দ্রুত চলি গেল।
নিজ গৃহে নাগর রতন-মন্দির পর
গোপতে যাই তহিঁ মেল॥
ইঙ্গিতে রাইক আরতি জানাওল
বুঝইতে নাগর-রাজ।
কালিন্দী-তীরে নিকুঞ্জ মনোহর
জানাওল সঙ্কেত কাজ॥
শুনি দোতী ধাই আওল যাহাঁ সুন্দরী
কহতহি মধুরিম ভাষ।
তুয়া লাগি যমুনা- তীরে গেও নাগর
পূরব চির অভিলাষ॥
এতহুঁ বচন শুনি সো ধনী সুবদনী
করত গমন-উপচার॥
কানুক নিকট দূতী আওল পুন
কহ যদুনন্দন দাস॥৩॥১২৩১॥

গুর্জ্জরী।

কালিন্দী-কানন কুঞ্জ-কুটীরহি
নিবসই তুয়া লাগি কান।
কত বেরি কুসুম- তলপ করি সাজন
কেলি করব মন মান॥
কামিনি কি কহব তোহারি সোহাগ।
কেবল কান্ত করই পথ নিরীখণ
কারণ তুয়া অনুরাগ॥ধ্রু॥
কুসুমক কিঙ্কিণী কঙ্কণ কেয়ূর
কুণ্ডল কণ্ঠক হার।
কানড়-কুন্দ- করবীক কোরক
নিরমিল কত পরকার॥
কেলি অবসানে করব করি মানস
সুন্দর বেশক লাগি।
কাম-কলা-গুরু কোশল কাজক
করবহি যামিনী জাগি॥
কেলি-কলপতরু কোমল সঙ্কুল
কোকিল কোকিলা গান।
কমলক গন্ধ গন্ধবহ সঙ্কুল
অরু কত কেকীক তান॥
করহ গমন অব কছু নাহি আপদ
কহলহুঁ কৃষ্ণ-নিদেশ।
কহ রাধামোহন চরণে নিবেদন
কছু না রহব অব শেষ॥৯॥১৯৩২॥

শ্রীরাগ বেলাবলী।

কানুক সম্বাদ পাই বর-রঙ্গিনী
বিছুরল সাজ বিসাজ।
বসন ভূষণ যত করি অছু বিপরীত
চললহি কুঞ্জক মাঝ॥
সজনি আরতি বরণ না যাতি।
চিরদিনে মিলন আজু পুন হোয়ব
অতয়ে সে মদন-ভরাতি॥ধ্রু॥
পদ এক চলই খলই পুন প্রেম-ভরে
লোরহি ঝাঁপল দিঠ।
কত দূরে প্রাণ- বল্লভ হাম হেরব
কহতহি গদ গদ মিঠ॥
ঐছন ভাতি মিলল বর-কামিনী
সঙ্কেত-কুঞ্জক ওর।
রাধামোহন পহু হেরইতে দুহুঁ দুহুঁ
আনন্দে ভৈ গেল ভোর॥৫॥১৯৩॥

বরাড়ী।

রাধা-বদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধ-বিকার-বিভঙ্গং।
জলনিধিমিব বিধু-মণ্ডল-দর্শন-তরলিত-তুঙ্গ-তরঙ্গং॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিত-বিলাসং।
দদর্শ সা গুরু-হর্ষ-বশম্বদ-বদনমনঙ্গ-বিকাশং॥ধ্রু॥
হারমমলতর-তারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরং।
স্ফুটতর-ফেন-কদম্ব-করম্বিতমিব যমুনা-জল-পূরং॥

শ্যামল-মৃদুল-কলেবর-মণ্ডলমধিগত-গৌর-দুকূলং।
নীল-নলিনমিব পীত-পরাগ-পটল-ভর-বলয়িত-মূলং॥
তরল-দৃগঞ্চল-চলন-মনোহর-বদন-জনিত-রতি-রাগং।
স্ফুট-কমলোদর-খেলিত-খঞ্জন-যুগমিব শরদি তড়াগং॥
বদন-কমল-পরিশীলন-মিলিত-মিহির-সম-কুণ্ডল-শোভং।
স্মিত-রুচি-কুসুম-সমুল্লসিতাধর-পল্লব-কৃত-রতি-লোভং॥
শশি-কিরণোচ্ছুরিতোদর-জলধর-সুন্দর-সুকুসুম-কেশং।
তিমিরোদিত-বিধু-মণ্ডল-নির্ম্মল-মলয়জ-তিলক-নিবেশং॥
বিপুল-পুলক-ভর-দন্তুরিতং রতি-কেলি-কলাভিরধীরং।
মণিগণ-কিরণ-সমূহ-সমুজ্জ্বল-ভূষণ-সুভগ-শরীরং॥
শ্রীজয়দেব-ভণিত-বিভব-দ্বিগুণীকৃত-ভূষণ-ভারং।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সততং সুকৃতোদয়-সারং॥

॥৬॥১৯৩৪॥

অথ শ্রীরাধাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ।

ধানশী।

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমা নিরমিলা বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটি কলপ যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥
নীরস দরপণ দূরে পরিহরি।
কি ছার কমলের ফুল বটেক না করি॥

ছিছি কি শরদের চাঁদ ভিতরে কালিমা।
কি দিয়া করিব তোমার মুখের উপমা॥
যতনে আনিয়া যদি ছানিয়ে বিজুরী।
অমিয়ার সাঁচে যদি গড়াই পুতলী॥
রসের সায়রে যদি করাই সিনান।
তবু ত না হয় তোমার নিছনি সমান॥
হিয়ার ভিতরে থুইতে নহে পরতীত।
হারাও হারাও হেন সদা করে চিত॥
হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁ চিত নহে থির॥৭॥১৯৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীরাধায়া উক্তিঃ।

শ্রীরাগ।

শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া।
চির দিন পরে পাইয়াছি লাগ
আর না দিব ছাড়িয়া॥ ধ্রু॥
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কি রূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার মরমের দুখ
সকল করিনু ভোগ॥
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ॥

খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর॥
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ান লোরে॥৮॥১৯০৬॥

ধানশী।

দুহুঁ জন বেয়াকুল হেরি সখীগণ।
দোঁহারে কহই কত প্রবোধ-বচন॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ কোরে আগোর।
চরকত লোচনে আনন্দ লোর॥
যত প্রিয় সহচরী আনন্দ ভেল।
চিরদিনে হেরই দুহুঁ জন কেল॥
কো কহু দুহুঁ জন আরতি ওর।
হৃদি সঞে দুহুঁ জন তিলেক না ছোড়॥
দূরে গেল পূরবক বিরহ-হুতাশ।
আনন্দে হেরই যদুনাথ দাস॥৯॥১৯০৭॥

ভূপালী।

মদন-মদালসে শ্যাম বিভোর।
শশি-মুখী হাসি হাসি করু কোর॥

নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাষ॥
রসবতী নারী রসিক বর কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোহাঁর বয়ানে বয়ান॥
দুহুঁ তনু মাতল দুহুঁ শর হান।
বিদ্যাপতি কহ সো রস গান॥১০॥১৯৩৮॥

তথা রাগ।

নিকুঞ্জের মাঝে রাধা কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান॥
ঘন ঘন চুম্বন ঘন রস-ভাষ।
ঘন রসে মগন নাহি পরকাশ॥
ঘন আলিঙ্গন ঘন করু কোর।
অতি রসে দুহুঁ জন ভেল বিভোর॥
বিপরীত লাগি তহিঁ নাগর রায়।
ঐছন রচতহি তাক উপায়॥
বুঝি সুবদনী ধনী তাকর সুখ।
ঐছন বচনে ভেল উনমুখ॥
কহ শিবরাম পুরল অভিলাষ।
চিরদিনে বিপরীত করয়ে বিলাস॥১১॥১৯৩৯॥

কেদার বিহাগড়া।

ঝাঁপল কনয়- ধরাধর জলধর
দামিনী ঝলক আগোরি।
নিজ চঞ্চল-গুণ জলদে সোঁপি পুন
তনু ধৈরজ করু চোরি॥

দেখ সখি অপরূপ বাদর ভেল।
নিজ পদ পরিহরি দিনমণি সঞ্চরি
গিরিবর-সন্ধিমে গেল॥
সশবদ ঘন ঘন বহই সমীরণ
থরকয়ে মোরক পাখ।
ভয়ে আকুল ফণী ধরণী ছোড়ি মণি
বেড়ি রহল পাঁচ-শাখ॥
ভণ ঘনশ্যাম দাস পুন হেরই
সবহুঁ ভেল বিপরীত।
উলটল ভূধর মেঘ মহীতল
অদভুত দৈব-চরিত॥১২॥১৭৮০॥

কেদার।

বিপরীত-রতি অব- সান কমল-মুখী
ঘামহি ভীগল চীর।
সহচরী দাসী চামর করে বীজই
কে'ই যোগায়ত নীর॥
বৈঠল রাধা নাগর কান।
দুহুঁ জন চির অভি- লাষ পরিপূরল
পরিজন মঙ্গল গান॥
কালিন্দী-তীর নিকুঞ্জ মনোহর
বহতহি মলয়-সমীর।
কত পরিহাস রভস রস-কৌতুক
দুহুঁ পর দুহুঁ জন গীর॥

বৃন্দা দেবী　　　　সময় বুঝি কুঞ্জহি
　　সেবই কত পরকার।
ও রস-সায়রে　　　　ওর না পাওল
　　দেবকীনন্দন আর ॥১৩॥১৯৪১॥

ভূপালী।

চির দিনে সো বিহি ভেল অনুকূল।
পুন পুন হেরইতে ভেল আকুল ॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু ॥
দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক রচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুন সদনে ॥
বিদ্যাপতি অব কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার ॥১৪॥১৯৪২॥

অথ শ্রীরাধা স্বাধীনভর্ত্তৃকা যথা।

কেদার।

ধনি ধনি রমণী-শিরোমণি রাই।
নয়নক ওত　　　　করত নাহি মাধব
　　নিশি দিশি রস অবগাই ॥ধ্রু॥
করতলে কুঙ্কুমে　　　　ও মুখ মাজই
　　অলক তিলক লিখি ভোর।
সজল বিলোকনে　　　　পুন পুন হেরই
　　আকুল গদ গদ বোল ॥

লোচন-খঞ্জনে অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতি-মূল।
অতসী-কুসুম-গোরী ললিত হৃদয়ে ধরি
কৃপণ হেম সমতুল॥
যাবক-চীত চরণ পর লিখই
মদন-পরাজয়-পাত।
গোবিন্দ দাস কহই ভালে হোয়ল
কানুক আরকত হাত॥১৫॥১৯৪৩॥

ধানশী।

আনন্দে সুবদনী কছু নাহি জ্ঞান।
বেশ বনায়ত নাগর কান॥
সিন্দূর দেয়ল সীঁথি সঙারি।
ভালহি মৃগমদ-পত্রক সারি॥
চিকুরে বনাওল বেণী ললিত।
কুঙ্কুম কুচযুগে করল রচিত॥
যাবক লেখল রাতুল চরণে।
জীবন নিছই লেওল তছু শরণে॥
তাম্বুল সাজি বদন মাহা দেল।
পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল॥
কোরে আগোরি রাখল হিয়া মাঝ।
কো কহ তাকর মরমক কাজ॥
চির পরিপূরিত দুহুঁ অভিলাষ।
হেরই নিয়ড়ে নরোত্তমদাস॥১৬॥১৯৪৪॥

ললিত।

অলসে শুতল বর যুগল কিশোর।
হেরইতে তনু মন শীতল মোর॥
এ সখি আগুসরি নিরখহ রূপ।
রূপ মূরতিধর কিয়ে রস-কূপ॥ ধ্রু॥
দুহুঁ তনু মিলল কছু নাহি ভেদ।
বুঝলমু লবতুল না রহ খেদ॥
শয়নক কৌশল বরণি না যায়।
রাধামোহন তছু বলিহারি যায়॥ ১৭॥১৯৫॥

ললিত ভৈরবী।

রজনীক শেষ সময় অরুণোদয়
ঘুমল সহচরী দেখি।
কত পরকারে জাগায়ল দুহুঁ জনে
বৈঠল শয়ন উপেখি॥

রাধা মাধব কেলি।
কৃপণ হেম জনু তিলেক না ছোড়ই
ঐছন দুহুঁ জন মেলি॥ ধ্রু॥

রজনী প্রভাত হেরি ভেল আকুল
সহচরীগণ কহে ভাষ।
নিজ গৃহে গমন করণ অব সমুচিত
পুন পূরব অভিলাষ॥

এত শুনি দুহুঁ জন অতিশয় কাতর
কি করব কছু নাহি থেহ ।
কহ যদু নন্দন হোয়ল মিলন
এক জীবন ভিন দেহ ॥১৮॥১৯৬৬॥

বিভাষ ।

অতি আকুল ভই দুহুঁ জন গেল ।
নয়নে [illegible]য়ে জল গদ গদ ভেল ॥
নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান ।
কো কহ সো দুখ কহই না জান ॥
গৃহে মাহা শেজে শুতল সবে যাই ।
বৈঠহি জাগল সুবদনা রাই ॥
অতি উৎকণ্ঠিত সতত বিভোর ।
মোহন কি কহব সো রস ওর ॥১৯॥১৯৬৭॥

ইত্যাদি সমৃদ্ধমান-সম্ভোগঃ ।

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং চতুর্দ্দশ পল্লবঃ ।

অথ সমৃদ্ধমান-সম্ভোগস্য রসোদ্গারঃ ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা ।

চিরদিনে গোরাচাঁদের আনন্দ অপার ।
কহয়ে ভকতগণে পূরব-বিহার ॥
পুলকে পূরল তনু আপাদমস্তক ।
সোণার কেশর জিনে কদম্ব-কোরক ॥
ভাবে ভরল মন গদ গদ ভাষ ।
অনেক যতনে বিহি পূরায়ল আশ ॥

শচীর নন্দন গোরা জাতি প্রাণ ধন।
শুনি চাঁদ-মুখের কথা জুড়াইল মন॥
গোরাচাঁদের লীলায় যার হইল বিশ্বাস।
দুঃখী কৃষ্ণদাস তার দাসানুদাস॥১॥১৯৪৮॥

শ্রীরাধাং প্রতি সখী-প্রশ্নঃ।

বিভাষ।

কেমনে বিনোদ নাগর আসিয়া
নিকুঞ্জে মিলল তোয়।
অনেক দিবসে শুনিতে মানসে
সাধ লাগে বড় মোয়॥
তোহারি দুখেতে দুখিত হিয়া
জীবন জরিয়া গেল।
সরস বচনে অমিয়া-সেচনে
তেমতি করহ ভাল॥
রাই তোহারি নিছনি লৈয়া মরি।
সো পহু-রতনে মিললি যতনে
এ দুখ-সায়রে তরি॥ধ্রু॥
কি কথা কহিল কি রস রচিল
কহিয়া পূরাহ আশ।
অতি চিরকালে করহ শীতলে
কহয়ে অনন্তদাস॥২॥১৯৪৯॥

বিভাষ।

রজনীক আনন্দ কি কহব তোয়।
চিরদিনে মাধব মিলল মোয়॥

হিয়ায় হইতে মোরে না করে বাহির।
হেরইতে বদন নয়নে বহে নীর ॥
দারিদ্র হেম জনু তিলেক না ছোড়।
ঐছনে হাম রহলু পিয়া কোর ॥
যতহুঁ বিপদ কছু না কহলু রোয়।
কহইতে কৈছে কি জানি কিয়ে হোয় ॥
নাগর গর গর আরতি বিথার।
দাস অনন্ত কহ ইহ রস সার ॥৩॥ ১৯৫০॥

ধানশী।

কলেশ বিরহ- মিহির নবজলধর-
সুন্দর দরশন-ছায়।
কয়ল সুশীতল সুরত-তরঙ্গিণী
সরস সমাগম রায় ॥
এ সখি চতুর-শিরোমণি নাহ।
মধুর সম্ভাষ- সুধারস বরিখনে
পূরল অব অবগাহ ॥ ধ্রু ॥
অতি খরতর মনসিজ-মারুত
বাঢ়ল গাঢ় তরঙ্গ।
বুরল লাজ- ধরাধর ধৈরজ
মীন মতঙ্গজ সঙ্গ ॥
ভাসল হাস- কুমুদ পুলকাঙ্কুর
উয়ল স্বেদ-উদ বিন্দু।
কহ ঘনশ্যাম দাস অছু হোয়ল
যৈছে তটিনী অরু সিন্ধু ॥৪॥ ১৯৫১॥

সিন্ধুড়া।

বিবিধ কুসুম আনিয়া নাগর
করল আমার বেশ।
বেণী বানাইয়া কবরী বান্ধল
যতনে আচড়ি কেশ॥
সখি হে কি কব সুখের কথা।
দাবানলে পুড়ি ফুল বিথারল
যৈছন লবঙ্গ-লতা॥ ধ্রু॥
দারুণ শিশিরে পদুমিনী জনু
জীবনে মরিয়া ছিল।
প্রবল রবির কিরণ পাইয়া
জনু বিকসিত ভেল॥
ঐছে মোর পিয়া বেশ বানাইয়া
রাখিল হিয়ায় ভরি॥
এ দাস অনন্ত কহই পিরীতি
বালাই লইয়া মরি॥৫॥১৯৫২॥

সোয়ারী।

দূরে গেল যত বিরহ-বাধা।
অমিয়া-সাগরে ডুবল রাধা॥
কি কহব সখি তোহারি ঠাম।
বিপরীত সব কয়লু হাম॥
ধৈরজ সরম রহিল দূর।
তার মনোরথ করিনু পূর।

সে দিল আমারে জীবন-দান।
তেঞি সে হইনু তাহার ভান॥
অনন্ত কহয়ে শুন হে সখি।
এ কথা শুনিলে সবাই সুখী॥৬॥১৯৫৩।

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং পঞ্চদশ পল্লবঃ।

অথ বসন্ত-সময়োচিত-বিরহোৎকণ্ঠিতানুরাগঃ।

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

বসন্ত বা সুহই রাগ।

কন্দর্প তাল।

মধু-ঋতু সময় নবদ্বীপ-ধাম।
সুরধুনী-তীর সবহুঁ অনুপাম॥
কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাষ।
চৌদিশে সবহুঁ কুসুম পরকাশ॥
ঐছন হেরইতে গোর কিশোর।
পূরব প্রেম-ভরে পহুঁ ভেল ভোর॥
ঝর ঝর লোচন ঢরকত লোর।
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল॥
শুনহ মুকুন্দ মরম-অভিলাষ।
আজু নন্দ-নন্দন করত বিলাস॥
সো মুখ যদি হাম দরশন পাঙ।
তব দুখ খণ্ডয়ে তছু গুণ গাঙ॥
মোহে মিলাহ ব্রজমোহন পাশ।
এত কহি গৌরক দীঘ নিশ্বাস॥

বুঝই না পরিয়ে ইহ অনুভাব।
বৈষ্ণব দাসক অতি সুখ লাভ ॥১॥১৯৫৪॥

বালা ধানশী।

সরস সুখময় সময় ষটপদ
সারী শুক পিক গায়ই।
কুসুম-বাস প্রকাশ নব মধু-
মাস সুখদ অব রায়ই॥
এ সখি ঘরহি রহই না যায়ই।
হামারি কান্ত নিতান্ত বুঝি মঝু
কুসুম-কাননে আয়ই॥
চলহ তুরিতহিঁ তাহিঁ প্রিয়-সখি
মন্দির অব নাহি ভাওই।
যাহাঁ বৃন্দা-বিপিনে বিথার ফুলচয়
শ্যাম-ভ্রমর আলাপই॥
যাহাঁ ভোর মোর চকোর চাতক
মলয় মারুত মন্দ।
যাহাঁ যমুনা-পুলিন কদম্ব-তরুমূলে
বিহরে গোকুল-চন্দ॥
মঝু চিত গেও তাহাঁ দেহ রহ ইহাঁ
কহত্মু মরমক বাত।
নিজ চরণ প্রিয়- জন রায় চম্পতি
রচই ভাবিনী সাথ ॥২॥১৯৫৫॥

মল্লার।

চললি নিতম্বিনী সখীগণ সঙ্গ।
হেরইতে বৃন্দা-বিপিনক রঙ্গ॥
কালিন্দী-কূল নিকুঞ্জক মাহ।
পেখল তাহিঁ না মিলল নাহ॥
অতি উৎকণ্ঠিত আকুল ভেল।
কানুক পাশ এক সখী গেল॥
হেরল শ্যাম-ধাম বন মাঝ।
বিহরই গোকুল-যুবতি-সমাজ॥
হেরইতে সহচরী ছোড়ি নিশ্বাস।
ধাই কহল আসি রাইক পাশ॥
কহতহিঁ মোহন পেখলু হাম।
যুবতি-সমাজ বিহরে ঘন-শ্যাম॥৩॥১৯৫৬॥

বসন্ত।

ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে।
নৃত্যতি যুবতি-জনেন সমং সখি বিরহি-জনস্য দুরন্তে॥ধ্রু॥
উন্মদ-মদন-মনোরথ-পথিক-বধূ-জন-জনিত-বিলাপে।
অলি-কুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল-কলাপে॥
মৃগমদ-সৌরভ-রভস-বশম্বদ-নব-দল-মাল-তমালে।
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ-মনসিজ-নখ-রুচি-কিংশুক-জালে॥

মদন-মহীপতি-কনক-দণ্ড-রুচি-কেশর-কুসুম-বিকাশে ॥
মিলিত-শিলীমুখ-পাটলি-পটল-কৃত-স্মর-তূণ-বিলাসে ॥
বিগলিত-লজ্জিত-জগদবলোকিত-তরুণ-করুণ-কৃত-হাসে।
বিরহি-নিকৃন্তন-কুন্ত-মুখাকৃতি-কেতক-দন্তুরিতাশে ॥
মাধবিকা-পরিমল-ললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ।
মুনি-মনসামপি মোহন-কারিণি তরুণাকারণ-বন্ধৌ ॥
স্ফুরদতিমুক্ত-লতা-পরিরম্ভণ-পুলকিত-মুকুলিত-চূতে।
বৃন্দাবন-বিপিনে পরিসর-পরিগত-যমুনা-জল-পূতে ॥
শ্রীজয়দেব-ভণিত মিদমুদয়তি হরি-চরণ-স্মৃতি-সারং।
সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণনমনুগত-মদন-বিকারং ॥৪॥১৯৫৭॥

রামকেলি।

চন্দন-চর্চ্চিত-নীল কলেবর-পীত-বসন বনমালী।
কেলি-চলন্মণি-কুণ্ডল-মণ্ডিত-গণ্ড-যুগ-স্মিতশালী ॥
হরিরিহ মুগ্ধ-বধূ-নিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলি-পরে ॥
পীন-পয়োধর-ভার-ভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং।
গোপ-বধূরনু গায়তি কাচিদুদঞ্চিত-পঞ্চম-রাগং ॥
কাপি বিলাস-বিলোল-বিলোচন-খেলন-জনিত-মনোজং।
ধ্যায়তি মুগ্ধ-বধূরধিকং মধুসূদন-বদন-সরোজং ॥
কাপি কপোল-তলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতি-মূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে ॥
কেলি-কলা-কুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনা-বন-কূলে।
মঞ্জুল-বঞ্জুল-কুঞ্জ-গতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে ॥
করতল-তাল-তরল-বলয়াবলি-কলিত-কল-স্বন-বংশে।
রাস-রসে সহনৃত্য-পরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে ॥

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি রময়তি কামপি রামাং।
পশ্যতি সস্মিত-চারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাং ॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমদ্ভুত-কেশব-কেলি-রহস্যং।
বিপিন বিনোদ-কলা-বলিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যং ॥

॥৫॥১৯৫৮॥

কামোদ।

সময় বসন্ত সবহুঁ মন তোষই
কাননে কুসুম-বিকাশ।
মলয়াচলহিঁ ভুজগ-ভয়ে মারুত
চলত হিমাচল পাশ ॥

এ সখি ঐছন সুখদ এ মাহ।
কা সঞে কান্ত কাম পরিপূরয়ে
মঝু উদবেগ বাঢ়াহ ॥

অতিশয় চপল- চরিত অতি লম্পট
হামারি মরম নাহি জান।
ইহ সুখ সময়ে আন সঞে বিলসয়ে
এতহুঁ কি সহয়ে পরাণ ॥

কহইতে রাইক গর গর অন্তর
লোচন ঝর ঝর বারি।
সব সহচরীগণ কাতর অন্তর
মোহন সহই না পারি ॥ ৬ ॥ ১৯৫৯ ॥

শ্রীরাগ।

কালিন্দী-তীর নিকুঞ্জক মাঝ।
রোয়ত সুবদনী ছোড়ল লাজ॥
অতি উতকণ্ঠিত বিরহ-বিষাদ।
সহচরীবৃন্দ গণয়ে পরমাদ॥
দারুণ কোকিল ভ্রমর ঝঙ্কার।
মলয়-পবনে ধনী করু সীতকার॥
হরি হরি শবদে লুঠতি সখী-কোর।
অবিরত লোচনে গলতহিঁ লোর॥
হেরি চলত সখী কানুক পাশ।
কত যে নিবেদব বলরামদাস॥৭॥১৯৬০॥

অথ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি সখী-বাক্যং যথা।

দেশাগ রাগ।
বা
গান্ধার।

স্তন-বিনিহিতমপি হারমুদারং।
সা মনুতে কৃশ-তনুরিব ভারং॥
রাধিকা বিরহে তব কেশব॥ ধ্রু॥
সরসমসৃণমপি মলয়জ-পঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কং॥
দিশি দিশি কিরতি সজল-কণ-জালং।
নয়ন-নলিনমিব বিদলিত-নালং॥
শ্বসিত-পবনমনুপম-পরিণাহং।
মদন-দহনমিব বহতি সদাহং॥

নয়ন-বিষয়মপি কিশলয়-তল্পং।
কলয়তি বিহিত-হুতাশ-বিকল্পং॥
ত্যজতি ন পাণি-তলেন কপোলং।
বাল-শশিনমিব সায়মলোলং॥
হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামং।
বিরহ-বিহিত-মরণেব নিকামং॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিতি গীতং।
সুখয়তু কেশব-পদমুপনীতং॥৮॥১৯৬১॥

ধানশী।

ধিক্ ধিক্ মাধব তোহারি সোহাগ।
জানলু তোহারি যতহুঁ অনুরাগ॥
ইহ মধু-যামিনী কামিনী গোরী।
তোহারি অমিলনে বিরহে বিভোরি॥
আওল তোহে মিলব করি আশ।
কপট-প্রেম তুহুঁ ভেলি উদাস॥
অব যদি না মিলহ বিরহিণী পাশ।
নিচয়ে ছোড়হ অব তাকর আশ॥
সো মানিনী তুহুঁ জানসি কান।
পুন নাহি হেরব তোহারি বয়ান॥
সো ধনী সঙ্গ ছোড়ি রহ আন।
এতহুঁ কি তাকর সহয়ে পরাণ॥
শুনইতে কামুক দরবয়ে চিত।
অন্তরে মানয়ে বহুতর ভীত॥

গদ গদ কহই আধ আধ ভাষ।
শুনইতে আকুল বলরাম দাস ॥৯॥১৯৬২॥

বিহাগড়া।

চন্দ্রাবলী সঙ্গে বিলসই মাধব
হেরি চলু রাইক পাশ।
মলিন বয়ান নয়ানযুগ ছল ছল
তেজই দীঘ নিশ্বাস ॥
সুন্দরি কি কহব কপটক লেহ।
যাক নাম তুহুঁ শুনই না পারসি
তা সঞে বিলসয়ে সেহ ॥ ধ্রু ॥
অতিরসে মগন সঘন তাহে চুম্বই
চৌদিশে সহচরীবৃন্দ।
সুখময় যামিনী তুহুঁ ভেল তাপিনী
বিগলিত লোচন-নিন্দ ॥
কি কহব তাক চরিত অতি শঠপণ
কামী সো কামিনী পাশ।
কহলু এতহুঁ নিদেশ তোহে সুন্দরি
এ যদুনন্দন দাস ॥ ১০ ॥ ১৯৬৩ ॥

গুর্জ্জরী।

সমুদিত-মদনে রমণী-বদনে
চুম্বন-বলিতাধরে।
মৃগমদ-তিলকং লিখতি সপুলকং
মৃগমিব রজনীকরে ॥

রমতে যমুনা-পুলিন-বনে
বিজয়ী মুরারিরধুনা॥ ধ্রু॥

ঘনচয়-রুচিরে রচয়তি চিকুরে
তরলিত-তরুণাননে।
কুরুবক-কুসুমং চপলা-সুষমং
রতি-পতি-মৃগ-কাননে॥

ঘটয়তি সুঘনে কুচ-যুগ-গগনে
মৃগমদ-রুচি-রুষিতে।
মণি-সরমমলং তারক-পটলং
নখ-পদ-শশি-ভূষিতে॥

জিত-বিস-শকলে, মৃদু-ভুজ-যুগলে
করতল-নলিনী-দলে।
মরকত-বলয়ং মধুকর-নিচয়ং
বিতরতি হিম-শীতলে॥

রতি-গৃহ-জঘনে বিপুলাপঘনে
মনসিজ-কনকাসনে।
মণিময়-রসনং তোরণ-হসনং
বিকিরতি কৃত-বাসনে॥

চরণ-কিশলয়ে কমলা-নিলয়ে
নখ-মণিগণ-পূজিতে।
বহিরপবরণং যাবক-ভরণং
জনয়তি হৃদি যোজিতে॥

রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং
খল-হলধর-সোদরে।
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং
বদ সখি বিটপোদরে॥
ইহ রস-ভণনে কৃত-হরি-গুণনে
মধু-রিপু-পদ-সেবকে।
কলি-যুগ-চরিতং ন বসতু দুরিতং
কবি-নৃপ-জয়দেবকে॥১১॥১৯৬৪॥

বিরহ-আনলে জ্বলয়ে ধনী। সখীমুখে শুনি এতহুঁ বাণী॥
কানু আন রমণী সঙ্গ। শুনি জর জর সকল অঙ্গ॥
কোকিলে ভ্রমরে দগধে গাত। তাহে শত গুণ এ তুহুঁ বাত॥
কি করব অব নিকুঞ্জ মাঝ। আপন ললাটে যে ছিল কাজ॥
ঐছন বিষাদ ভাবই যবে। এক সখী আসি কহল তবে॥
কানু আওত তোহারি পাশ। শুনি কানুরাম ভেল উল্লাস॥
॥১২॥১৯৬৫॥

মঙ্গল।

সঙ্কেত-কুঞ্জে রাই উতকণ্ঠিত
শুনইতে শ্যামর-চন্দ।
সচকিত হৃদয়ে, মনহি দুখ মানল
জানল হবে কিয়ে দ্বন্দ্ব॥
ঐছন ভাবি নিদান।
সো সুখ বিলাস, ছোড়ি বর নাগর
তুরিতহিঁ করল পয়ান॥

দ্রুত চলি যাই রাই নিয়ড়ে পুন
ঠারই থরহরি কাঁপ।
হেরইতে নাহ- বদন বর রঙ্গিনী
মুখ ফেরি কছু না আলাপ॥
মানিনী হেরি ফেরি রস-শেখর
করযোড়ে সমুখে দাঁড়াই।
অবনত বদন, করল তব মানিনী
উদ্ধবদাস রহুঁ চাই॥১৩॥১৯৬৬॥

সুহই।

ইহ মধু যামিনী ধনী ভেল মানিনী
না হেরই নাহ-বয়ান।
ইহ সুখ সময় সবহুঁ বন ফুলময়
বিফল ভেল পাঁচবাণ॥
এ সখি অবহুঁ কি করব উপায়।
এ সুবদনী ধনী ও রস-শিরোমণি
ভাগ্যে হোয়ত এক ঠায়॥
এত কহি সহচরী নাগর-মুখ হেরি
ইঙ্গিত কয়ল নয়ানে।
বুঝি বর নাহ বাহু ধরি সাধয়ে
ঝটকই মানিনী মানে॥
কর যোড়ি কানু চরণ ধরি সাধয়ে
কণ্ঠহি দেই পীত বাস।
সহচরীগণ তব্ রাই বুঝায়ত
কহ রাধাবল্লভ দাস॥১৪॥১৯৬৭॥

গান্ধার।

ছোড়ল আভরণ মুরলী-বিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পীত-বাস॥
যাক দরশ বিনে ঝরয়ে নয়ান।
অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥
সুন্দরি তেজহ দারুণ মান।
সাধয়ে চরণে রসিকবর কান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেম-সাঙ্গাতি।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হয় সমুচিত॥১৫॥১৯৬৮॥

তথা রাগ।

মুঞি জানহুঁ হরি রাইক পরিহরি
স্বপনহুঁ আন না জান।
বিদগধ-বাদে কোই পরিবাদব
তেঞি কিয়ে তেজবি কান॥
সুন্দরি নাগর নাহ জান।
কুন্তল-শিরে চরণ নিরমঞ্ছল
অব কিয়ে সাধসি মান॥ধ্রু॥

যাকর মুরলী আলাপনে কত কত
কুল-রমণীগণ ভোর ॥
তোহারি-প্রেম-ভরে বাত না নিকসই
অতয়ে কি মানসি থোর ॥
প্রেমক দহন প্রেম-পয়ে শীতল
আন হোত নাহি আন ।
কিশলয় মলয়জ চন্দনে দগধই
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥১৬॥১৯৬৯॥

বরাড়ী ।

সখীগণ-বচন না শুনল মানিনী
রোখে চলত নিজ বাস ।
সো বরনাগর কাতর অন্তর
ছোড়ল তছু আশোয়াশ ॥
হরি হরি সবহুঁ আনমত ভেল ।
মনমথ-অমিয়া সিনায়ব সহচরী
কথায় দহন দহি গেল ॥
কাতরে কুঞ্জ তেজি সব কলাবতী
মন্দিরে করল পয়ান ।
পন্থ বিপথ কিছু লখই না পারিয়ে
মানিনী মলিন বয়ান ॥
তাপিনী তপত তৈলে জনু জারিত
বৈঠল মন্দিরে যাই ।
জাগিয়া রজনী পোহায়ল সহচরী
গোবিন্দদাস আশ অবগাহই ॥১৭॥১৯৭০॥

ইত্যাদি বিরহোৎকণ্ঠিত-মানিনী-বর্ণনে বসন্ত-কালোচিত-গানং ॥

অথ দিনান্তে

শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রো যথা।

পাহিড়া।

সকল ভকত মেলি আনন্দে
আইলা গৌরাঙ্গ দরশনে।
গৌরাঙ্গ শুতিয়া আছে, কেহু ত নাহিক কাছে
নিশি জাগি মলিন বদনে॥
ইহ বড় অদভুত রঙ্গ।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ হরি ভূমেতে বসিয়া ফেরি
না বৈসয়ে কাহুক সঙ্গ ॥ধ্রু॥
দেখিয়া ভকতগণ চমকিত হৈল মন
বিরস বদন কি কারণে।
সবে কহে হায় হায় কিছুই না বুঝা যায়
কি ভাব উঠিল আজি মনে॥
কেহু লহু লহু করে মুখানি পাখালে নীরে
কেহ করে কেশ সম্বরণ।
কিছু না জানিয়ে মোরা, ভাবের মূরতি গোরা
বাসুঘোষ মলিন বদন ॥১৮॥১৯৭১॥

পঠমঞ্জরী।

মানে মলিন বদন-চাঁদ। হেরি সহচরী হৃদয় কাঁদ।
অবনত করি আপন শির। সঘনে নয়নে গলয়ে নীর॥
ক্ষিতি-তল নখে লিখই রাই। থির নয়নে রহয়ে চাই॥

সখীগণ কছু না কহে বাত। অরুণ বসন খসয়ে গাত॥
কুয়ল কবরী না বান্ধে তায়। কাতরে শেখর দাঁড়ঞা চায়
॥১৯॥১৯৭২॥

কৌ রাগিণী।

সকালে অমনি বৃন্দা ঠাকুরাণী
আইলা ললিতা পাশ।
কহিলা সকলি কানুর বিকলি
মধুর বিনয় ভাষ॥
ইতি পদং অত্র জ্ঞেয়ং॥ ২০॥১৯৭৩॥

অথ বৃন্দাদেব্যুক্তিঃ।

গান্ধার।

তোহারি বিরহ- বেদনে বাউর
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষেণে অচেতন ক্ষেণে সচেতন
ক্ষেণে নাম ধরু তোর॥
ইতি পদং অত্র জ্ঞেয়ং ॥২১॥১৯৭৪॥

দেশ বরাড়ী।

বহতি মলয়-সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুম-নিকরে বিরহি-হৃদয়-দলনায়॥
সখি হে সীদতি তব বিরহে বনমালী॥ধ্রু॥
দহতি শিশির-ময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পততি মদন-বিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি॥

ধ্বনতি মধুপ-সমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিত-বিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥
বসতি বিপিন-বিতানে ত্যজতি ললিতমপি ধাম।
লুঠতি ধরণি-শয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥
ভণতি কবি-জয়দেবে হরি-বিরহ-বিলসিতেন।
মনসি রভস-বিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন ॥২২॥১৯৭৫॥

ভূপালী।

এ ধনি মানিনি কঠিন-পরাণি।
এতহুঁ বিপদে তুহুঁ না কহসি বাণী ॥
ঐছন নহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে মিলন হয়ে সমুচিত ॥
তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ।
তব তুহুঁ কা সঞে সাধবি মান ॥
কো কহে কোমল অন্তর তোয়।
তুহুঁ সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয় ॥
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব না কহব বাত ॥২৩॥১৯৭৬॥

সুহই।

ছুটা দশকোশী

না কহ না কহ সখি না কহিও আর।
সকল ছাড়িয়া যারে সার করিয়াছি গো
সে তো না হইল আপনার ॥ ধ্রু॥

কুল শীল তেয়াগিয়া যার নাম যেয়াইয়া
জাগি নিশি বসিয়া কাননে।
সে জন আমারে ছাড়ি আনে বিলসয়ে গো
এত কি সহয়ে পরাণে ॥
আমি ত অবলা জাতি আর তাহে কুলবতী
আমার কি প্রেম-অনুরাগী।
কত প্রেমবতী সনে তাহারি বিলাস গো
সে কেনে মরিবে মোর লাগি ॥
শুনিয়া কহয়ে দোতী করযোড়ে করে নতি
ক্ষম ধনি সব অপরাধ।
কানুরাম দাস কয় মিলন উচিত হয়
প্রেমে পড়িবে পাছে বাদ ॥২৪॥১৯১৭॥

কামোদ।

সব সখীগণ মেলে দেব-আরাধন-ছলে
কাননে চলিল ধনী রাই।
সহচরীগণ সনে কুসুম তোড়ই বনে
যতনে হার নিরমাই ॥
বসিলা মাধবী-কুঞ্জ মাঝে।
অন্তরে মিলব আশে বাহিরে না পরকাশে
অভিমান গরব বেয়াজে ॥ধ্রু॥
বুঝিয়া মরম আশ চলিলা নাগর পাশ
পরম চতুরা প্রিয়-সখী।
যেখানে রসিক-রাজ বসিয়া কুঞ্জের মাঝ
বিরহে ঝরয়ে দুটি আঁখি।

তাহারে দেখিয়া কান   পাইল পরাণ দান
করযোড়ে কহে সখী পাশ।
পর-দুখে দুখী হৈয়া   দেহ রাই মিলাইয়া
তোমার নিছনি কানুদাস ॥২৫॥১৯১৮॥

সুহিনী।

নয়ন-পুতলী রাধা মোর। হৃদি মাঝে রাধিকা উজোর ॥
মোর সরবস সুবদনী। অব কাঁহে হইল মানিনী ॥
আমারে তেজিল কি লাগিয়া। না দেখিয়া ফাটি যায় হিয়া ॥
যে মোরে তিলেক না দেখিলে। কত যুগ না দেখিনু বোলে ॥
যে মোর হিয়ার মাঝে থাকি। সদা উঠে চমকি চমকি ॥
সে ধনী কি মোরে উপেখিল। সে কেমনে পরাণ ধরিল ॥
এত বিলপয়ে যব কান। ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান ॥
আকুল দেখি শ্যাম-চাঁদ। এ যদু নন্দন মন কান্দ ॥
॥ ২৬ ॥ ১৯১৯ ॥

তথা রাগ।

বিদগধ নাগর   কাতর দেখিয়া
চমকিত দোতীক চিত।
ঐছে বিলাপ   শুনিতে তনু পুলকিত
অন্তরে ভেল বহু ভীত ॥
মাধব থির করহ নিজ প্রাণ।
তোহে উপেখি   সোই কুল-কামিনী
কা সঞে সাধব মান ॥

তুয়া লাগি হাম তাহে বহু সাধব
তোহে লেয়ব তছু ঠাম।
মানিনী মান মানাই তোহারি সনে
পূরায়ব সব মনকাম॥
এতহুঁ নিদেশ কহল যব সো সখী
কহ পুন ছোড়ি নিশ্বাস।
সো সব শুনইতে হৃদয় বিদারয়ে
কহ যত্নন্দন দাস॥ ২৭॥ ১৯৮০॥

তথা রাগ।

সখীর বদন হেরিতে নাগর
নিঝরে নয়ান ঝরে।
শয়নে স্বপনে না জানি যা বিনে
সে কেনে এমন করে॥
শুন লো মরম সখি।
সে ধনী নিয়ড়ে যাইব কেমনে
সদয় হইবে নাকি॥
যদি পুন ধনী আমারে দেখিয়া
ফিরিয়া বৈসয়ে রোখে।
আমার কারণ বিনয় বচন
কহিতে হইবে তোকে॥
হেন মনে করি ধীরে পদ ধরি
চলিলা দোতীর সনে।
দোতীরে মোহন সাধে পুন পুন
এ যদুনন্দন ভণে॥ ২৮॥ ১৯৮১॥

মঙ্গল।

চলল সুনাগর অন্তর গর গর
ঝর ঝর লোচনে পানী।
আগে করি দোতী, মোতি করি হাতহি
বোলত গদ গদ বাণী॥
এ সখি ধনী কি করব পরসাদ।
এহ নিজ দাসে দাস করি লেয়ব
পূরব মঝু মন-সাধ॥
এত কহি কুঞ্জ সমীপহি আওল
দোতীক সঙ্গহি সঙ্গে।
তুহুঁ আগে যাই রাই সনে মিলহ
তাহে বৈঠল করি ভঙ্গে॥
কানুক অঙ্গ- গন্ধে বন ভাসল
রাই কহত কিয়ে বাস।
আওব জানি ফেরি ধনী বৈঠল
কহ যদুনন্দন দাস॥ ২৯॥ ১৯৮২॥

গুর্জ্জরী বরাড়ী।

হরিরভিসরতি বহতি মৃদু-পবনে।
কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে॥
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে॥ ধ্রু॥
তাল-ফলাদপি গুরুমতিসরসং।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচ-কলসং॥

কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরং ।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরং ॥
কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা ।
বিহসতি যুবতি-সভা তব সকলা ॥
সজল-নলিনী-দল-শীলিত-শয়নে ।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥
জনয়সি মনসি কিমিতি গুরু-খেদং ।
শৃণু মম বচনমনীহিত-ভেদং ॥
হরিরুপযাতু বদতু বহু মধুরং ।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরং ॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমতিললিতং ॥
সুখয়তু রসিক-জনং হরি-চরিতং ॥৩০॥১৯৮৩॥

ধানশী ।

মানিনি অতয়ে করহ সমাধান ।
আওল অব তুয়া অনুচর কান ॥
অতিশয় ভীতে মিলল ইহ ভবনে ।
অপরাধ ক্ষেমি তুহুঁ রাখবি চরণে ॥
যব হরি চরণে পড়ব ধনি তোর ।
হামারি শপতি তুহুঁ যদি কছু বোল ॥
যব তোহে গদ গদ সাধব কান ।
সজল-নয়নে তব হেরবি বয়ান ॥

কহইতে কহবি সরসময় বাত ।
পরশিতে রোখে না বারবি হাত ॥
তব পরিপূরব তাকর আশ ।
সাধয়ে অব ঘনশ্যামর দাস ॥৩১॥১৯৮৪॥

কামোদ ।

কত পরকার কহল যব সহচরী
তব্‌ ধনী অনুমতি দেল ।
নিকটহি নাহ বৈঠি যাহাঁ ভাবয়ে
তুরিতে গমন তাহা কেল ॥
কতহুঁ কহল হরি পাশ ।
শুনইতে হরষে চলল বর নাগর
পূরব সব অভিলাষ ॥ধ্রু॥
রাইক সমুখে রহল হরি কর যোড়ি
বদনে না নিকসই বাণী ।
ভীতহি সঘনে সকল তনু কাঁপয়ে
কত সাধস অনুমানি ॥
তবহুঁ সুধামুখী বয়ান না হেরয়ে
মনহি বিচারল কান ।
বাহু পসারি চরণ ধরি সাধয়ে
দাস ঘনশ্যাম রস ভাণ ।৩২॥১৯৮৫॥

ধানশী ।

তুহুঁ যদি মাধব চাহসি লেহ ।
মদন সাখী করি খত লেখি দেহ ॥

মো বিনে নয়ানে না হেরবি আন।
হামারি বচনে করবি জল পান॥
ছোড়বি কেলি কদম্ব-বিলাস।
দূরে করবি গুরু-গৌরব আশ॥
এ সব করজ ধরব যব হাত।
তবহি তোহারি সঙ্গে মরমকি বাত॥
তব্ ঘনশ্যাম রহল মুখ গোই।
কাতর নাহ কহত তব রোই॥৩৩॥১৯৮৬॥

কামোদ।

সুন্দরি বেরি এক কর অবধান।
ক্ষেম অপরাধ প্রেম- বাদ করবি যব
তব্ কৈছে ধরব পরাণ॥ধ্রু॥ ৩৪।১৯৮৭॥
ইতি পদসমুদ্র ক্ষেমং।

ভূপালী।

দেখি সব সখীগণ দুহুঁজন প্রেম।
কহ ইহ যৈছন লাখবান হেম॥
বাহু পসারি রাই করু কোর।
নাগর নিজ করে মোছই লোর॥
দূরে গেও মান-জনিত দুখ-পূর।
আনন্দ-সাগরে দুহুঁজন বুর॥
সুবদনী মরমহি পাওল লাজ।
নাহক পূরল মনোরথ কাজ॥

চুম্বনে ঈষত বয়ান ধনী ফেরি।
তরমহি সরম আলিঙ্গন বেরি॥
যব পরিরম্ভণে গদ গদ নারী।
ঐছন বচন তৃপত মুরারি॥
ইহ সংকীরণ দুহুঁক বিলাস।
জল সেবই যদুনন্দন দাস॥৩৫॥১৯৮৮।

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং ষোড়শ পল্লবঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গস্য নৃত্যাদি-বর্ণনং।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

ভাটিয়ারী।

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়া নগরে।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক না রহিল ঘরে॥
হেম-মণি-আভরণ শ্রীঅঙ্গেতে সাজে।
চন্দনে লেপিত অঙ্গ ফাগু-বিন্দু মাঝে॥
চাঁদ-চন্দনে কিবা সুমেরু ভূষিত।
মালতীর মালা গলে সুরধুনী অলঙ্কৃত॥
আগে নাচে অদ্বৈত যার লাগি অবতার।
বাহিরে গৌরাঙ্গ নাচে আনন্দ সবার॥
নাচিতে নাচিতে গৌরাঙ্গ যে দিগে নাচি যায়।
লাখে লাখে দীপ জ্বলে কেহো হরি গায়॥
কুল-বধূ সকল ছাড়িয়া হরি বলে।
প্রেম-নদী বহে সবার নয়নের জলে॥

কুঞ্চিত কুন্তল বেড়িয়া নানা ফুলে।
সফুল করবী-ডাল মল্লিকার দলে॥
নাটুয়া-ঠমকে কিবা পহু মোর নাচে।
রামাই সুন্দরানন্দ মুকুন্দ গান পাছে॥
কি করিবে তপ জপ কিবা বেদ-বিধি।
হরিনামে উদ্ধারিলা আচণ্ডালাবধি॥
কুলবতী আদি করি ছাড়িল গৃহ কাজ।
তপস্বী ছাড়িল তপ সন্ন্যাসী সন্ন্যাস॥১॥১৯৮৯॥

বেলোয়ার।

নাচত গৌরবর রসিয়া।
প্রেম-পয়োধি অবধি নাহি পাওত
দিবস রজনী ফিরত ভাসি ভাসিয়া॥ ধ্রু॥
সোঙরি বৃন্দাবন শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন
রাই রাই বোলে হাসি হাসিয়া।
নিজ-মন-মরম ভরম নাহি রাখত
ত্রিভঙ্গ বাজাওত বাঁশীয়া॥
মত্ত সিংহসম ঘন ঘন গরজন
চঞ্চল পদ-নখ-শশিয়া।
কটি-তটে অরুণ- বরণ বর অম্বর
খেণে উড়ত পড়ত খসিয়া॥
পুলকাঞ্চিত সব গৌর-কলেবর
কাটত অখিল পাপ-পুণ্য-ফাঁসিয়া।
ধরণী উপরে খণে লুঠত বৈঠত
রামানন্দ ভয় লাগিয়া॥২॥১৯৯০॥

বেলোয়ার।

সুবলিত বলিত ললিত পুলকায়িত
যুবতী-পিরীতিময় কাঞ্চন-কাঁতি।
শরদ-চাঁদ চাঁদ-মুখ-মণ্ডল
লীলা-গতি রতি-পতিকো ভাতি॥

গৌর মোহনিয়া বলি নাচে।
অরুণ চরণে মণি- মঞ্জীর রঞ্জিত
অঙ্গে কত কাঁচনি কাঁচে॥ধ্রু॥

গদ গদ ভাষ হাস রসে রোয়ত
অরুণ নয়ানে কত ঢরকত লোর।
নটন-রঙ্গে কত অঙ্গ বিভঙ্গিম
আনন্দে মগন সঘনে হরি বোল॥

বনি বনমাল লাল উর উপর
কনয়াশিখরে কিরণাবলি-ভাতি।
জ্ঞানদাস আশ ওই অহনিশি
গাওই গৌর-গুণ ইহ দিনরাতি॥৩॥১৯৯১॥

ধানশী।

হেম-বরণ বর সুন্দর বিগ্রহ
সুর-তরুবর পরকাশ।
পুলক-পত্র নব প্রেম পঙ্কজ
কুসুম মন্দ মৃদু-হাস॥ধ্রু॥

নাচত গৌর মনোহর অদ্ভুত
রাজিত সুরধুনী ধার।
ত্রিজগত-লোক ওক ভরি পাওল
ভকতি-রতন-মণিহার॥
ভাব-বিভবময় রস রূপ অনুভব
সুবলিত সুখময় অঙ্গ।
দ্বিরদ-মত্ত-গতি অতি সুমনোহর
মূরছিত লাখ অনঙ্গ।
ধনি ক্ষিতি-মণ্ডল ধনি নদীয়াপুর
ধনি ধনি ইহ কলি-কাল।
ধনি অবতার ধনি রে ধনি কীর্ত্তন
জ্ঞানদাস নহ পার॥৪॥১৯৯২॥

বেলোয়ার।

নাচত নিকে গৌর বর রতনা।
ভকত-কলপতরু কলি-মদ-মথনা॥
গর গর ভাবে তনু পুলকিত সঘনা।
নিজ গুণে নিগূঢ় প্রেম-রসে মগনা।
ভাবে বিভোর লোর ঝরু নয়না।
নিরবধি হরি হরি বোলত বয়না॥
গড়ি গড়ি ভূমে করত কত করুণা।
শ্রীপদ-কুসুম সুকোমল অরুণা॥
অজ ভব আদি সতত করু ভাবনা।
করু কবিশেখর সো পদ সেবনা॥৫॥১৯৯৩॥

তথা রাগ।

দেখ শচীনন্দন জগত-জীবন-ধন
অনুক্ষণ প্রেম-ধন জগ-জনে যাচে।
ভাবে বিভোর বর গৌর তনু পুলকিত
সঘনে বোলাঞা হরি গোরা পহু নাচে॥
সব অবতার-সার গোরা অবতার।
হেম বরণ জিনি নিরুপম তনুখানি
অরুণ নয়ানে বহে প্রেম-ধার॥ধ্রু॥
বৃন্দাবন-গুণ শুনি লুঠত সে দ্বিজ-মণি
ভাব-ভরে গর গর পহু মোর হাসে।
কাশীশ্বর অভিরাম পণ্ডিত পুরুষোত্তম
গুণ গান করতহি নরহরি দাসে॥৬॥১৯৪॥

মঙ্গল।

হরি হরি মঙ্গল ভরল ক্ষিতি-মণ্ডল
রসময় রতন পসার।
নিজ গুণ-কীর্ত্তন প্রেম-রতন ধন
অনুক্ষণ করু পরচার॥
নাচত নটবর গৌর কিশোর।
অনুক্ষণ ভাবে বিভাবিত অন্তর
প্রেম-সুখের নাহি ওর॥
কুন্দন কনয় বিরাজিত কলেবর
বিহি সে করল নিরমাণ।
মনমথ মুরুছিত অঙ্গহি অঙ্গ কত
রূপ দেখি হরল গেয়ান॥

যা কর ভজন শিব চতুরানন
একমন মরম সন্ধান ।
হেন নাম-হার যতন করি গাঁথই
পতিত জনেরে করে দান ॥
অন্ধকার-কূপে মগন দেখিয়া জীব
নবদ্বীপে পহু পরকাশ ।
প্রেম-রতন ধন জগ ভরি বিতরল
বঞ্চিত বলরাম দাস ॥৭॥১৯৯৫॥

তথা রাগ ।

নাচত গৌর সুনাগর-মণিয়া ।
খঞ্জন-গঞ্জন পদযুগ-রঞ্জন
রণরণি মঞ্জীর মঞ্জুল-ধ্বনিয়া ॥
সহজই কাঞ্চন- কাঁতি কলেবর
হেরইতে জগ-জন মন-মোহনিয়া ।
তহিঁ কত কোটি মদন-মন মূরছল
অরুণ-কিরণ অম্বর বনিয়া ॥
ডগ মগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই
দুহুঁ দিঠি-মেহ সঘনে বরিখণিয়া ।
প্রেমক সায়রে ভুবন ডুবায়ই
লোচন-কোণে করুণ নিরখণিয়া ॥
ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই
পতিত কোরে ধরি ভুবন বিয়াপি ।
কহ বলরাম লম্ফ ঘন হুঙ্কৃতি
হেরি পাষণ্ড-হৃদয় অতি কাঁপি ॥৮॥১৯৯৬॥

মল্লার কামোদ।

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে।
মুরারি মুকুন্দ মিলি গায় নিজবৃন্দে॥
শুনিয়া পূরব-গুণ উনমত হৈয়া।
কীর্ত্তন-আনন্দে পহু পড়ে মুরছিয়া॥
কিয়ে অপরূপ কথা কহনে না যায়।
গোলোক-নাথ হৈয়া ধূলায় লোটায়॥
ভাবে গর গর চিত গদাধর দেখি।
কান্দিয়া আকুল পহু ছল ছল আঁখি॥
শ্রীপাদ বলিয়া পহু ধরণী পড়ি কান্দে।
বুঝিয়া মরম-কথা কান্দে নিত্যানন্দে॥
দেখিয়া ত্রিবিধ লোক কান্দে গোরা-রসে।
এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাসে॥৯॥১৯৯৭॥

কেদার।

মণ্ডলী রচিয়া সহচরে।
তার মাঝে গোরা নটবরে॥ধ্রু॥
নাচে বিশ্বম্ভর সঙ্গে গদাধর
নাচে নিত্যানন্দ রায়।
পূরব-কৌতুক ভুঞ্জে প্রেম-সুখ
স্বভাবে বুঝিয়া পায়॥
ঘরে ঘরে শ্যাম- সুন্দর-মূরতি
পিরীতি ভকতি দিয়া।
করে সংকীর্ত্তন যাচে প্রেম-ধন
সব সহচর লৈয়া॥

পুরুষ নাচে প্রকৃতি-ভাবে
পুরুষ ভাবে যুবতী।
যার যেই ভাব পাইয়া স্বভাব
নাচে কত শত জাতি॥
কহে নয়নানন্দ নদীয়া আনন্দ
আনন্দে ভুবন ভোরা।
দুঃখিত জীবন মাধব নন্দন
চরণে শরণ মোরা॥ ১০॥ ১৯৯৮॥

পঠমঞ্জরী।

দুহুঁ দুহুঁ পিরীতি আরতি নাহি টুটে।
পরশে পরম কত কত সুখ উঠে॥
নাচয়ে গোরাঙ্গ মোর গদাধর-রসে।
গদাধর নাচে পুন গোরাঙ্গ-বিলাসে॥
প্রকৃতি পুরুষ কিবা জানকী শ্রীরাম।
রাধা কানু কেলি কিবা রতি দেব কাম॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি।
উপমা মহিমা-সীমা কি বলিতে জানি।
মুখ-চাঁদ কি বর্ণিব নিতি জীয়ে মরে।
করে পদে পদ্ম কিবা হিমে সব ঝরে॥
প্রেম-কীর্ত্তন সুখ নদীয়া নগরে।
প্রেমের গৃহিণী সে পণ্ডিত গদাধরে॥
প্রেম-পরশ-মণি শচীর নন্দন।
উদ্ধারিল জগৎ-জন দিয়া প্রেম-ধন॥

কহে নয়নানন্দ চন্দ্র বিহার।
শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার ॥১১॥১৯৯॥

ভাটিয়ারী।

কীর্ত্তন মাঝে কীর্ত্তন-নট-রাজ।
কীর্ত্তন-কৌতুক সব নাগরালী সাজ ॥
গলায় দোলয়ে মালা মধুকর গান।
কপালে চন্দন-চাঁদ ভুরু ফুল বাণ ॥
দেখ ভাই অতি অপরূপ।
এই বিশ্বম্ভর কৃষ্ণের স্বরূপ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অন্তর পরশ-রস কোণা।
বাহিরে রাধার রূপ নিরুপম সোণা ॥
প্রকৃতি পুরুষ সুখ রসে রসে এক।
প্রেম-অবতার এই দেখ পরতেক ॥
প্রেম-লখিমিনী কোলে কৈলা গদাধর।
প্রেমানন্দে নিত্যানন্দ প্রাণ-সহোদর ॥
নয়নানন্দে কহে প্রেম নির্গুণ বিচার।
অমিয়া-পুতলী যেন অমিয়া আকার ॥১২॥২০০০॥

ধানশী।

সজনি অপরূপ দেখ সিয়া।
নাচয়ে গৌরাঙ্গচাঁদ হরিবোল বলিয়া ॥
সুগন্ধি চন্দন সার গন্ধ করবীর মাল
গোরা-অঙ্গে দোলে হিলোলিয়া।
পূরব পরোক্ষ-ভাব পরতেক দেখ লাভ
সেই এই গোরা বিনোদিয়া ॥

ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে মধুর মুরলী চাহে
বান্ধে চূড়া চাচর চিকুরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে মালসাট মারে বুকে
ক্ষণে বোলে মুঞি সে ঠাকুরে॥

জাহ্ণবী যমুনা-ভ্রম তীর-তরু বৃন্দাবন
নবদ্বীপে গোকুল মথুরা।
কহে নয়নানন্দ সেই সখা সখীবৃন্দ
কালা তনু এবে হৈল গোরা॥১৩।২০০১॥

তথা রাগ।

চৈতন্য-কল্পতরু অদ্বৈত যে শাখা গুরু
কীর্ত্তন-কুসুম পরকাশ।
ভকত-ভ্রমরগণ মধুলোভে অনুক্ষণ
হরি বলি ফিরে চারি পাশ॥

গদাধর মহাপাত্র শীতল অভয় ছত্র
গোলক অধিক সুখ তায়।
তিন যুগে জীব যত, প্রেম বিনু তাপিত
তার তলে বসিয়া জুড়ায়॥

নিত্যানন্দ-নাম ফল, প্রেম-রস টল টল
খাইতে অধিক লাগে মিঠ।
শ্রীশুকদেবের মনে, মহিমা ফলের জানে
উদ্ধব দাস তার কীট॥ ১৪ ॥ ২০০২ ॥

ভাটিয়ারি ।

নাচে শচীর নন্দন তুলালিয়া ।
সকল রসের সিন্ধু গদাধর প্রাণবন্ধু
নিরবধি বিনোদ রঙ্গিয়া ॥

কস্তুরী-তিলক মাঝে, মোহন চূড়াটী সাজে
অলকাবলিত বর শোভা ।
কনক বদন-শশী অমিয়া মধুর হাসি
নবীন নাগরী মন-লোভা ॥

গোরা গলে বনমালা, অতি অপরূপ লীলা
কনক-অঙ্গুরী অঙ্গ ভুজে ।
পিঁয়ল বসন জোরা অখিল-মরম-চোরা
নয়ন-আনন্দ পদাম্বুজে ॥ ১৫ ॥ ২০০৩ ॥

শ্রীরাগ ।

গোরাচাঁদ নাচে মোর গোরাচাঁদ নাচে ।
ভাগবতগণ সব ধায় পাছে পাছে ॥
কনক-মুকুর জিনি গোরা-অঙ্গ-ছটা ।
ঝলমল করে মুখ চন্দনের ফোঁটা ॥
বসু রামানন্দ শ্রীনিবাস আদি সাজে ।
গদাধর নরহরি গোরাচাঁদ মাঝে ॥
ভকত-মণ্ডল মাঝে নাচে গোরা রায় ।
নদীয়ার লোক সব দেখিবারে ধায় ॥১৬॥২০০৪॥

কানড়া।

নিরুপম হেম-জ্যোতি জিনি বরণা।
সঙ্গীত-রঙ্গিত রঙ্গিত চরণা॥
নাচত গৌর গুণ-মণিয়া।
চৌদিগে হরি হরি ধনি ধনি ধ্বনিয়া॥ ধ্রু॥
শরদ-ইন্দু নিন্দি সুন্দর বয়না।
অহর্নিশি প্রেমে নীঝরে ঝরু নয়না॥
বিপুল-পুলক-পরিপূরিত দেহা।
নিজ-রসে ভাসি না পায়ই থেহা॥
জগ ভরি পূরল প্রেম-আনন্দা।
অমিয়া-বঞ্চিত দাস গোবিন্দা॥ ১৭॥ ২০০৫॥

সুহই।

অপরূপ হেম-মণি-ভাস। অখিল ভুবনে পরকাশ॥
চৌদিগে পারিষদ-তারা। দূরে করু কেলি আন্ধিয়ারা॥
অভিনব গোরা দ্বিজ-রাজ। উয়ল নবদ্বীপ মাঝ॥
পুলকিত স্থির গরজাতি। প্রেম-অমিয়া-রসে মাতি॥
কেহো বিধুমণি সম কান্দে। কেহো হাসে কুমুদিনী-ছান্দে॥
কেহো কেহো ভকত-চকোর। নারী পুরুখে দেই কোর॥
গোবিন্দদাস চকোর। রুচি নব লাগি বিভোর॥
১৮॥ ২০০৬॥

মল্লার।

নাচে গোরা প্রেমে ভোরা
ঘন ঘন বলে হরি।
খেণে বৃন্দাবন করয়ে স্মরণ
খেণে খেণে প্রাণেশ্বরী॥

যাবক-বরণ কটির বসন
শোভা করে গোরা গায়।
কখন কখন যমুনা বলিয়া
সুরধুনী-তীরে ধায়॥

তাতা থৈ থৈ মৃদঙ্গ বাজই
ঝন ঝন করতাল।
নয়ান-অম্বুজে বহে সুরধুনী
গলে দোলে বনমাল॥

আনন্দ-কন্দ গৌরচন্দ্র
অকিঞ্চনে বড় দয়া।
গোবিন্দদাস করত আশ
ও পদ-পঙ্কজ-ছায়া॥ ১৯॥ ২০০৭॥

তুড়ী।

শুনি বৃন্দাবন-গুণ রসে উনমত মন
ভুবাহু তুলিয়া বলে হরি।
ফিরি নাচে গোরা রায় কত ধারা বহি যায়
আঁখিযুগ প্রেমের গাগরি॥

রসে পরিপাটী নট কীর্ত্তন-সুলম্পট
কত রঙ্গী সঙ্গিগণ সঙ্গে।
নয়নের কটাক্ষে লখিমী লাখে লাখে
বিলসই বিলোল অপাঙ্গে॥

পুরুষ প্রকৃতি পর মনমথ মনোহর
কেবল লাবণ্য-সুখ-সীমা।
রসের সায়রে গোর বড়ই গভীর ধীর
না রাখিল নাগরী-গরিমা ॥

উন্নত কন্ধর মনমথ সুন্দর
পুলকিত অঙ্গ-বিলাসে।
চুবক চন্দন অঙ্গে বিলেপন
বাসুঘোষ ঐছে প্রেমে ভাসে ॥ ২০ ॥ ২০০৮।

তথা রাগ।

গোরা নাচে প্রেম-বিনোদিয়া।
অখিল ভুবন-পতি বিহরে নদিয়া ॥
দিগ বিদিগ না জানে গোরা নাচিতে নাচিতে।
চাঁদ মুখে হরি বলে কান্দিতে কান্দিতে ॥
গোলোকের প্রেম-ধন জীবে বিলাইয়া।
সংকীর্ত্তনে নাচে গোরা হরিবোল বলিয়া ॥২১॥২০০৯॥

কামোদ।

সবহুঁ গায়ত সবহুঁ নাচত
সবহুঁ আনন্দে ধাবিয়া।
ভাবে কম্পিত লুঠত ভূতলে
বেকত গৌরাঙ্গ-কান্তিয়া ॥

মধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাওত
চলত কত কত ভাতিয়া।
বচন গদ গদ মধুর হাসত
খসত মোতিম-পাঁতিয়া॥
পতিত কোলে ধরি বোলত হরি হরি
দেওত পুন প্রেম যাচিয়া॥
অরুণ লোচনে বরুণ ঝরতহিঁ
এ তিন ভুবন ভাসিয়া॥
ও সুখ-সায়রে লুবধ জগ-জন
মুগধ ইহ দিন রাতিয়া।
দাস গোবিন্দ রোয়ত অনুখণ
বিন্দু কণ আধ লাগিয়া॥২২॥২০১০॥

শ্রীরাগ।

আবেশে অবশ অঙ্গ ধীরে ধীরে চলে।
ভাব-ভরে গর গর আঁখি নাহি মেলে॥
নাচে পহুঁ রসিক সুজান।
যার গুণে দরবয়ে দারু পাষাণ॥
পূরুব চরিত যত পিরীতি-কাহিনী।
শুনি পহুঁ মুরছিত লোটায় ধরণী॥
পতিত হেরিয়া কান্দে নাহি বান্ধে থির।
কত শত ধারা বহে নয়নের নীর॥
পুলকে মণ্ডিত কিবা ভুজযুগ তুলি।
লুলিয়া লুলিয়া পড়ে হরি হরি বলি॥

কুলবতীর ঝুরে মন ঝুরে দুটি আঁখি।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে বনের পশু পাখী॥
যার ভাবে গৃহ-বাসী ছাড়ে গৃহ-সুখ।
বলরামদাস সবে একলে বিমুখ॥২৩॥২০১১॥

পঠমঞ্জরী।

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি।
বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা-গাঁথনি॥
প্রেমে গদগদ হৈয়া ধরণী লোটায়।
হুহুঙ্কার দিয়া খেণে উঠিয়া দাঁড়ায়॥
ঘন ঘন দেন পাক উর্দ্ধ বাহু করি।
পতিত জনারে পহু বোলায় হরি হরি॥
হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ।
বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥
অপার মহিমা গুণ জগ-জনে গায়।
বসু রামানন্দে তাহে প্রেম-ধন চায়॥২৪॥২০১২॥

তুড়ী।

নাচে রে ভালি গৌর কিশোর রঙ্গিয়া।
হেম কিরণিয়া গৌরসুন্দর-তনু
প্রেমভরে ভেল ডগমগিয়া॥ধ্রু॥
বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন যমুনা-পুলিন বন
সোঙরি সোঙরি পড়ে ঢুলিয়া।
মুরলী মুরলী বলি ঘন ঘন ফুকারই
রহল মুরলী-মুখ হেরিয়া॥

রাধার ভাবেতে গোরা রাধার বরণ ভেল
রাধা রাধা বয়ানক ভাষ।
ইঙ্গিত বুঝিয়া প্রিয় গদাধর
কৌতুকে রহল বাম পাশ ॥২৫॥২০১৩॥

সুহই।

সহজই কাঞ্চন গোরা।
বদন মনোহর বয়সে কিশোরা।
তাহে ধরু নটবর-বেশ।
প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাব-আবেশ ॥
নাচত নবদ্বীপ-চন্দ্র।
জগ-মন নিমগন প্রেম-আনন্দ ॥
বিপুল পুলক অবলম্ব।
বিকশিত ভেল তহিঁ ভাব-কদম্ব ॥
নয়ানে গলয়ে ঘন লোর।
খেণে হাসে খেণে কান্দে ভকতহিঁ কোর ॥
রস-ভরে গদ গদ বোল।
চরণে পরশে মহী আনন্দ হিলোল।
পূরল জগ-জন-আশ।
বঞ্চিত ভেল তহিঁ গোবিন্দদাস ॥২৬॥২০১৪॥

বরাড়ী।

কেশের বেশে ভুলিল দেশে
তাহে রসময় হাসি।
নয়ন-তরঙ্গে বিকল করিল
বিশেষে নদীয়া-বাসী ॥

গৌরাঙ্গসুন্দর নাচে।
নিগম-নিগূঢ় প্রেম ভকতি
যারে তারে পহু যাচে ॥ ধ্রু॥
ভাবে অরুণ গৌর বরণ
পুলকনিকর শোভা।
চলনি মন্থর অতি মনোহর
হেরি জগ-মন লোভা ॥
কম্প স্বেদ ভেদ বাণী গদগদ
কত ভাব পরকাশে।
সে অঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ-তরঙ্গিম
তুলনা দিব যে কিসে ॥
সঙ্গে সহচর অতি সুচতুর
গাওত পূরব-লীলা।
পরসাদ কহে সে গুণ শুনিতে
দরবয়ে দারু শিলা ॥২৭॥২০১৫॥

গৌরী।

মরি মরি আলো নদীয়ার মাঝারে ও না রূপ।
সোণার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ ॥ ধ্রু॥
অলকা তিলকা শোভে মুখের পরিপাটী।
রসে ঢুবুঢুবু করে রাঙ্গা আঁখি দুটি ॥
অধরে ঈষৎ হাসি মধুর কথা কয়।
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি পরাণ কোথা রয় ॥

হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গণ ফুলের মালা।
কত রস-লীলা জানে কত রস-কলা॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কোঁচা।
চাঁচর চিকুরে শোভে গন্ধরাজ চাঁপা॥
দেবকীনন্দনে বলে শুন লো আজলি।
তুমি কি না জান গোরা নাগর বনমালী॥২৮॥২০১৬॥

ধানশী।

জাম্বুনদচয় রুচির গঞ্জয়
ঝলমল কলেবর-কাঁতি।
চন্দনে চর্চ্চিত বাহু মণ্ডিত
গজেন্দ্র-শুণ্ডক ভাতি॥
পেখলু গৌর কিশোর নট নায়র
হেরইতে আনন্দ ওর।
ভাবে ভোর তনু অন্তর গরগর
কণ্ঠে গদগদ বোল॥
নদীয়াপুর ভরি অশেষ কৌতুক করি
নাচত রসিক সুজান।
বিবিধ বৈদগধি বিনোদ পরিপাটী
দিন রজনী নাহি জান॥
সুরধুনী-পুলিনে তরুণ তরুমূলে
বৈঠে নিজ পরকাশে।
বাসুদেব ঘোষ গাহে, পাওল প্রেম-দানে
শিখিল সব নিজ দাসে॥২৯॥২০১৭॥

কল্যাণী।

অরুণ কমল আঁখি তারক ভ্রমরা পাখী
ডুবডুব করুণা-মকরন্দে।
বদন পূর্ণিমা-চাঁদে ছটায় পরাণ কান্দে
তাহে নব প্রেমার আনন্দে॥

আনন্দ নদীয়াপুরে টলমল প্রেমার ভরে
শচীর দুলাল গোরা নাচে।
জয় জয় মঙ্গল পড়ে শুনিয়া চমক লাগে
মদনমোহন নট রাজে॥

পুলকে পূরিল গায় ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়
রোমচক্রে সোণার কদম্বে।
প্রেমার আনন্দে তনু যেন প্রভাতের ভানু
আধ বাণী কহে কম্বু-কণ্ঠে॥

শ্রীপাদ-পদ্ম-গন্ধে বেড়ি দশ-নখ-চাঁদে
উপরে কনক বঙ্করাজ।
যখন ভাতিয়া চলে বিজুরী ঝলমল করে
চমকয়ে অমর-সমাজ॥

সপ্তদ্বীপ মহী মাঝে তাহে নবদ্বীপ সাজে
তাহে নব প্রেমার প্রকাশ।
তাহে নব গৌরহরি শুভ সংকীর্ত্তন করি
আনন্দিত এ ভূমি প্রকাশ॥

সিংহের শাবক যেন গভীর গর্জ্জন হেন
হুঙ্কার হিলোল প্রেম-সিন্ধু।
হরিবোল হরিবোল বলে, জগত পড়িল ভোলে
ত্ত কুল খাইল কুল-বধূ॥
অঙ্গের ছটায় যেন দিনকর প্রদীপ হেন
তাহে লীলা বিনোদ বিলাস॥
কোটি কোটি কুসুম-ধনু, জিনিয়া বিনোদ তনু
তাহে করে প্রেমের প্রকাশ॥
লাখ লাখ পূর্ণিমা-চাঁদে, জিনিয়া বদন ছান্দে
তাহে চারু চন্দন-চন্দ্রিমা।
নয়ন-অঞ্চল ছলে ঝর ঝর অমিয়া ঝরে
জনম মুগধ পাইল প্রেমা॥
কি দিব উপমা তার করুণা-বিগ্রহ সার
হেন রূপ মোর গোরা রায়।
প্রেমায় নদীয়ার লোকে, তাহে দিবানিশি থাকে
আনন্দে লোচনদাস গায়॥৩০॥২০১৮॥

রামকেলি।

নবদ্বীপে শুনি সিংহনাদ।
সাজল বৈষ্ণবগণ করি সংকীর্ত্তন
মূঢ়মতি গণিল প্রমাদ॥
গৌরচন্দ্র মহারথী নিত্যানন্দ সেনাপতি
অদ্বৈত যুদ্ধের আগুয়ান।
প্রেম-ডোরে ফাঁস করি, বান্ধিল অনেক অরি
নিরন্তর গর্জ্জে হরিনাম॥

শ্রীচৈতন্য করে রণ　　করি গজে আরোহণ
পাষণ্ড-দলন বীরবাণা।
কলি জীব তরাইতে,　আইলা প্রভু অবনীতে
চৌদিকে চাপিয়া দিল থানা ॥

উত্তম অধম জন　　সবে পাইল প্রেম-ধন
নিতাই চৈতন্য কৃপা-লেশে।
সমুখে শমন দেখি　　কৃষ্ণদাস বড় দুখী
না পাইয়া প্রেমের উদ্দেশ ॥৩১॥২০১৯॥

কলি তিমির ঘোর ইত্যাদি পদমত্র জ্ঞেয়ং।

কানড়া।

নাচত নগরে নাগর গৌর
হেরি মুরতি মদন ভোর
যৈছন তড়িত-রুচির অঙ্গ
ভঙ্গী নটবর শোভনি।
কাম-কামান ভুরুক জোর
করতহিঁ কেলি শ্রবণ ওর
গীম শোভত রতন-পদক
জগ-জন-মন মোহনি ॥
কুসুমে রচিত চিকুরপুঞ্জ
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ
পীঠে দোলয়ে লোটন তার
শ্রবণে কুণ্ডল দোলনি।

মাহিষ-দধি-রুচির বাস
হৃদয়ে জাগত রাস-বিলাস
জিতল পুলক কদম্ব-কোরক
অনুখণ মন ভোলনি॥

গজপতি জিনি গমন-ভাতি
প্রেমে বিবশ দিবস রাতি
হেরি গদাধর রোয়ত হসত
গদ গদ আধ বোলনি।

অরুণ নয়ান চরণ-কঞ্জ
তহিঁ নখ-মণি মঞ্জীর রঞ্জ
নটনে বাজন ঝনর ঝনন
শুনি মুনি-মন লোলনি॥

বদন চৌদিশে শোহত ঘাম
কনক-কমলে মুকুতা-দাম
আমিয়া-ঝরণ মধুর বচন
কত রস পরকাশনি।

মহাভাব-রূপ রসিক-রাজ
শোহত সকল ভকত মাঝ
পিরীতি-মুরতি ঐছন চরিত
রায়শেখর ভাষণি॥৩২॥২০২০॥

কেদার।

তা তা থৈ থৈ মৃদঙ্গ বাজই
ঝনর ঝনর করতাল।
তন তন তম্বুর বীণা সুমধুর
বাজত যন্ত্র রসাল॥
ডম্ফ থমক কত রবাব বাজত
পদতল তাল সুমেলি।
নাচল গৌর সঙ্গে প্রিয় গদাধর
সোঙরিয়া পূরবক কেলি॥
তীরে তীরে ফুলবন যেন বৃন্দাবন
জাহ্নবী যমুনা ভানে।
কীর্ত্তন-মণ্ডল শোভা অতি ভেল
চৌদিগে ভকত করু গানে॥
পূরবক লালস বিলাস রাস-রস
সোই সখীগণ সঙ্গ।
এ কবিশেখর হোয়ল ফাঁফর
না বুঝিয়া গৌরাঙ্গ-রঙ্গ॥৩৩॥২০২১।

করুণ কামোদ।

মধুর মধুর গৌর কিশোর
মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর
মধুর মধুর হাট॥

মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজত
মধুর মধুর তান।
মধুর রসেতে মাতল ভকত
গাওত মধুর গান॥
মধুর হেলন মধুর দোলন
মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন সুন্দর
মধুর মধুর ভাতি॥
মধুর অধর জিনি শশধর
মধুর মধুর হাস।
আরতি পিরীতি চরিতি মধুর
মধুর মধুর ভাষ॥
মধুর যুগল নয়ান রাতুল
মধুর ইঙ্গিতে চায়।
মধুর প্রেমের মধুর বাদর
বঞ্চিত শেখর রায়॥ ৭৪॥ ২০২২॥

মঙ্গল গুর্জ্জরী।

ধরা একতাল।

বিনোদ বন্ধনে নাচে শচীনন্দনে
চৌদিকে রূপ পরকাশ।
বামে রত্ন পণ্ডিত প্রিয় গদাধর
দক্ষিণে নরহরি দাস॥

গৌরাঙ্গ-অঙ্গেতে কনয়া কদম্ব জনু
ঐছন পুলকের আভা ।
আনন্দে বিভোল ঠাকুর নিত্যানন্দ
দেখিয়া গৌরাঙ্গের শোভা ॥
যাহার অনুভব সেই সে সমুঝই
কহনে না যায় পরকাশ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥ ৩৫ ॥ ২০২৩ ॥

শ্রীরাগ ।

জীবের ভাগ্যে অবনী আইলা গৌরহরি ।
ভুবন-মোহন রূপ সোণার পুতলী ॥
হরি-নামামৃত দিয়া করিলা চেতন ।
কলিযুগে ছিল যত জীব অচেতন ॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গদাধর ।
সকল ভকত মাঝে সাজে পহুবর ॥
খোল করতাল মন্দিরা ঘন রোল ।
ভাবের আবেশে গোরা বলে হরিবোল ॥
ভুজ তুলি নাচে পহু শচীর নন্দন ।
রামাই সুন্দর নাচে শ্রীরঘুনন্দন ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস আর বক্রেশ্বর ।
দ্বিজ হরিদাস নাচে পণ্ডিত শঙ্কর ॥
জয় জয় জয় ধ্বনি জগতে প্রকাশ ।
আনন্দে মগন ভেল বৃন্দাবন দাস ॥ ৩৬ ॥ ২০২৪ ॥

সিন্ধুড়া।

অরুণ নয়ানের   প্রেম-জলে ঢর ঢর
ধারা বহত বিথার।
পদ-ভরে ভুবন   চতুর্দ্দশ দোলনি
ধরণী ধরই না পার॥
গৌরাঙ্গ নাচে কোটি মদন জিনি ঠাম।
চৌদিগে ঝলমল   হেরি সকল লোক
ধাওয়ে সুমেরু-গিরি-ভান॥
ও চাঁদ-বয়ানের   রোদন শুনিয়া
পশু পাখী মৃগ রোয়ে।
মুকুন্দ দামোদর   সঙ্গে গদাধর
হরি হরি সঘনে বোলয়ে॥
অবনীতে বিজয়ী   পতিত-জন-পাবন
দীন উদ্ধারিতে আয়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ   ঠাকুর অদ্বৈতচন্দ্র
শ্যামদাস গুণ গায়॥ ৩৭॥ ২০২৫॥

বিভাষ।

আরে মোর নাচত গৌরকিশোর।
হিরণ-কিরণ জিনি   ও তনু সুন্দর
দশ দিশ সকল উজোর॥
শরদ-চাঁদ জিনি   ঝলমল বদনহি
গোরোচন-তিলক সুভাল।
কুঞ্চিত চারু   চিকুর তহিঁ লোলত
[illegible]॥

নাসা তিলফুল বিম্ব অধর তুল
চুয়ত বিন্দু বিন্দু ঘাম।
তরুণ অরুণ সর- সিজ জিনি লোচন
ধারা বহে অবিরাম ॥

গাথিয়া আপন গুণ পরকাশে কীর্ত্তন
গাওত সহচরবৃন্দে।
খোল করতাল যতন করি সিরজিল
পাষণ্ড-দলন-অনুবন্ধে ॥

অবনীতে অদভুত প্রভু শচীনন্দন
পতিত-পাবন অবতার।
দীন হীন মূঢ়মতি রামানন্দ দাস অতি
পহু মোরে কর ভব পার ॥ ৩৮ ॥২০২৬॥

মায়ূর।

নাচে শচীসুত লীলা অদভুত
চলনি ডগমগি ভঙ্গিয়া।
সঙ্গে কত কত ভকত গাওত
হিলন গদাধর-অঙ্গিয়া ॥

আজানুবাহু তুলি বোলয়ে হরি হরি
আপনি নিজ রসে মাতিয়া।
বদন-মণ্ডল চাঁদ ঝলমল
[illegible] কোকিল-পাঁতিয়া ॥

কষিত কাঞ্চন- কিরণ ঝলমল
সতত কীর্ত্তন-রঙ্গিয়া ।
অরুণ নয়ানে বরুণ-আলয়
ঝরে ঝরে দিন রাতিয়া ॥
পঙ্গু অন্ধ যত পতিত দুর্গত
দেওল সবে প্রেম যাচিয়া ।
করুণা দেখি মনে ভরসা বাঢ়ল
দাস নরহরি ছাতিয়া ॥৩৯॥২০২৭॥

গান্ধার ।

ভাবে ভরল হেম- তনু অনুপামরে
অহনিশি নিজ রসে ভোর ।
নয়নযুগলে প্রেম- জলে ঝর ঝর রে
ভুজ তুলি হরি হরি বোল ॥
নাচত গৌর কিশোর মোর পহু রে
অভিনব নবদ্বীপ-চাঁদ ॥ ধ্রু ॥
জিতল নীপ ফুল পুলক-মুকুল রে
প্রতিঅঙ্গে ভাব বিথারি ।
রস-ভরে গর গর চলই খলই রে
গোবিন্দদাস বলিহারি ॥৪০॥২০২৮॥

তথা রাগ ।

গৌরাঙ্গসুন্দর নট-পুরন্দর
প্রকট প্রেমের তনু ।
কিয়ে নবঘন সুরট মদন
[illegible]

ভাল নাচে গৌরাঙ্গ আনন্দ-সিন্ধু ।
বদন-মাধুরী হাস-চাতুরী
নিছিয়ে শরদ-ইন্দু ॥
কিবা সে নয়ন জিনিয়া খঞ্জন
ভাঙ-ভঙ্গিম শোভা ।
অরুণ বরণ যুগল চরণ
এ যদুনন্দন লোভা ॥৪১॥২০২৯॥

তথা রাগ ।

কাঁচা সে সোণার তনু ডগমগি অঙ্গ ।
কত সুরধুনী বহে নয়ন-তরঙ্গ ॥
গোরা নাচত পরম আনন্দ ।
চৌদিগে বেড়িয়া গাওয়ে নিজবৃন্দ ॥
করে করতাল বাজয়ে মৃদঙ্গ ।
হেরত সুরধুনী উথলি তরঙ্গ ॥
ভাবে অবশ গদ গদ ভাব ।
বাসু কহে কি মধুর ও মুখ-হাস ॥৪২॥২০৩০॥

সুহিনী ।

গোরা মোর বড়ই রঙ্গিয়া ।
সুরধুনী-তীরে নব ভঙ্গিয়া ॥
গাওত সহচর মন-মোহনিয়া ।
মাঝহি নাচত গৌর দ্বিজ-মণিয়া ॥
গদাধর নরহরি ডাহিন বাম ।
[illegible] ॥

মুকুন্দ মুরারি বাসু রামাই সঙ্গতি ।
গায় দামোদর জগদীশ মহামতি ॥
চৌদিগে শুনিয়ে যে হরি হরি বোল ।
উথলিল প্রেম-সিন্ধু অমিয়া হিলোল ॥
দেখিয়া বদন-চাঁদ সব তাপ হরে ।
যদু কহে কেবা হেন এ রূপ পাসরে ॥৪৩॥২০৩১॥

ধানশী ।

মুখানি পূর্ণিমার শশী কিবা মন্ত্র জপে ।
বিম্ব-বিড়ম্বিত অধর কেন কাঁপে ॥
গোরা নাচে নটন-রঙ্গিয়া ।
অখিল জীবের মন বান্ধে প্রেম দিয়া ॥ধ্রু॥
চান্দ কান্দয়ে মুখ-ছাঁন্দ দেখিয়া ।
তপন কান্দয়ে আঁখি-জলদ হেরিয়া ॥
কাঁচা কাঞ্চন জিনি নবাঞ্চল গোরা ।
বুক বাহি পড়ে প্রেম পরশের ধারা ॥
কহয়ে নয়নানন্দ মনের উল্লাসে ।
পুন কি দেখিব গোরা গদাধর পাশে ॥৪৪॥২০৩২॥

তথা রাগ ।

কিনা সে সুখের সরোবরে ।
প্রেমের তরঙ্গ উথলি পড়ে ধারে ॥
নাচত পহু বিশ্বম্ভরে ।
[illegible] ॥

বয়ান কনয়-চান্দ ছান্দে।
কত সুধা বরিখয়ে থির নাহি বান্ধে।।
রাজহংস প্রিয় সহচর।
কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোর ॥
নব নব নটন-লহরী।
প্রেম-লছিমা নাচে নদীয়া-নগরী।।
নব নব ভকতি-রতনে।
অযতনে পাইল সব দীন হীন জনে।
নয়নানন্দ কহয়ে সুখ সারে।
সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়া নগরে ।।৪৫।।২০৩৩।।

তথা রাগ।

নাচে বিশ্বম্ভর সঙ্গে গদাধর
নাচে নিত্যানন্দ ভায়া।
পূরব কৌতুক ভুঞ্জে প্রেম-সুখ
সব সহচর লৈয়া ।।৪৬।।২০৩৪।।
ইতি পদমন্ত্র জ্ঞেয়ং।

তুড়ী।

গোরা নাচে নব নব রঙ্গিয়া।
হেম কিরণিয়া বরণ খানি গো
প্রেম পড়িছে চুয়াইয়া।।
গুণ শুনিয়া মন মানিয়া
দেখিয়া নাটের ছটা।
রূপ দেখিবারে হুড় পরিয়াছে

গৌর বরণ সরুয়া বসন
সরুয়া কাঁকালি বেড়া ।
গৌরাঙ্গ নাচিছে দুই দিগে দুলিছে
রঙ্গিয়া পাটের ডোরা ।৪৭।২০৩৫।

মঙ্গল ।

দেখ দেখ গোরা-নট-রঙ্গ ।
কীর্ত্তন মঙ্গল মহা রাস-মণ্ডল
উপজিল পূরুব প্রসঙ্গ ॥

নাচে পহু নিত্যানন্দ ঠাকুর অদ্বৈতচন্দ্র
শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি ।
রামানন্দ বক্রেশ্বর আর যত সহচর
প্রেম সিন্ধু আনন্দ-লহরী ॥

ঠাকুর পণ্ডিত গায় গোবিন্দ আনন্দে রায়
নাচে গোরা গদাধর সঙ্গে ।
দ্রিমিকি দ্রিমিকি থৈয়া,তা থৈয়া তা থৈয়া থৈয়া
বাজত মোহন মৃদঙ্গে ॥

যত যত অবতারে সুখময় সুখসারে
এই মোর নবদ্বীপ-নাথে ।
যার যেই নিজ ভাব পরতেকে দেখ সব
নয়নানন্দের মন ফিরে ।৪৮।২০৩৬।

তথা রাগ।

বহুক্ষণ নটন পরিশ্রমে পহু মোর
বৈঠল সহচর-কোর।
সুশীতল মলয়- পবন বহ মৃদু মৃদু
আনন্দ কো করু ওর॥
দেখ দেখ অপরূপ গোরা দ্বিজ-রাজ।
সুন্দর বদনে স্বেদ কণ শোভন
হেম মুকুরে জনু মোতি বিরাজ॥
বহুবিধ সেবনে সকল ভকতগণে
শ্রম-জল সকল কয়ল তব দূর।
নিজ গৃহে আওল গৌর দামোদর
পরিজন হিয়ে আনন্দ পরিপূর॥
সব সহচরগণে গেও নিকেতনে
নিতি নিতি ঐছন করয়ে বিলাস।
সো সুখ-সিন্ধু বিন্দু নাহি পাওল
রোয়ত দুরমতি বৈষ্ণব দাস।৪৯॥২০৩৭॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং সপ্তদশ পল্লবঃ।

অথ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য রূপাদিবর্ণনং।

মঙ্গল।

গৌর বরণ মণি আভরণ
নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে ভুবন ভুলল
টলিল সকল দেশ॥

মনু মনু সোই দেখিয়া গৌর ঠাম।
বধিতে যুবতী গঢ়ল কি বিধি
কামের উপরে কাম। ধ্রু॥

চাঁপা নাগেশ্বর মল্লিকা সুন্দর
বিনোদ কেশের সাজ।
ও রূপ দেখিতে যুবতী উমতি
ছাড়ল ধৈরজ লাজ॥

ও রূপ দেখিয়া পতি উপেখিয়া
নদীয়া-নাগরী কান্দে।
ভণে বলরাম আপনা নিছিল
গোরা-পদ-নখ-ছান্দে।।১।।২০৩৮।।

শ্রীরাগ।

কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর।
ও রূপে মুগধ কৈল নদীয়া নগর।।
বান্ধিয়া চিকণ কেশ দিয়া নানা ফুলে।
রঙ্গণ মালতী যূথী বান্ধুলী বকুলে॥
মধু-লোভে মধুকর তাহে কত উড়ে।
ও রূপ দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে॥
মণি মুকুতার হার ঝলমল বুকে।
প্রতি অঙ্গে আভরণ বিজুরী চমকে।।
কুঙ্কুমে লেপিত অঙ্গ চন্দন মিশালে।
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা গলে॥

মন্থর চলনি গতি তুদিগে হেলানি।
আমিয়া উথলে কিবা গ্রীবার দোলনি॥
চলিতে মধুর নাদে নূপুর বাজে পায়।
বলরাম দাস বলে নিছনি যাউঁ তায়॥২॥২০৩৯॥

তুড়ী।

বিহরে আজু রসিক-রাজ
গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ
কুঞ্চ কেশরপুঞ্জ উজোর
কনক-রুচির-কাঁতিয়া।

কোটি কাম রূপ-ধাম
ভুবনমোহন লাবণী ঠাম
হেরত জগত যুবতী উমতি
ধৈরজ ধরম তেজিয়া॥

অসীম পূর্ণিমা-শরদ চন্দ
কিরণ মদন বদন-ছন্দ
কুন্দ কুসুম নিন্দি সুষম
মঞ্জু বসন পাঁতিয়া।

বিম্ব অধরে মধুর হাসি
বমই কতহিঁ অমিয়া রাশি
সুধই সীধু-নিকরে নিঝরে
বচন ঐছন ভাতিয়া॥

মধুর বরজ-বিপিন-কুঞ্জ
মধুর পিরীতি আরতি-পুঞ্জ
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ
মুগধ দিবস রাতিয়া।

আবেশে অবশ অলস ধন্দ
চলত চলত খলত মন্দ
পতিত কোর পড়ত ভোর
নিবিড় আনন্দে মাতিয়া।

অরুণ নয়ানে করুণ চাই
সঘনে জপয়ে রাই রাই
নটত উমত লুঠত ভ্রমত
ফুটত মরম ছাতিয়া।

উত্তম মধ্যম অধম জীব
সবহুঁ প্রেম অমিয়া পিব
তহিঁ বলরাম বঞ্চিত একলে
সাধু-ঠামে অপরাধিয়া। ৩।২৩৪০।

তথা রাগ।

চিত-চোর গোর-অঙ্গ রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ
মদনমোহন-ছান্দুয়া।
হেম-বরণ হরল দেহ পুলক করুণ তরুণ মেহ
জগত-জগত-বন্ধুয়া॥

ভাবে অবশ দিবস রাতি নীপ-কুসুম পুলক-পাঁতি
বদন শরদ-ইন্দুয়া।
সঘনে রোদন সঘনে হাস আনহি বরণ বিরস ভাষ
নিবিড় প্রেম-সিন্ধুয়া॥
অমিয়া জিতল মধুর বোল অরুণ-চরণে মঞ্জীর রোল
চলত মন্দ মন্দুয়া।
অখিল ভুবন প্রেমে ভাস আশ করত গোবিন্দদাস
প্রেম-সিন্ধু-বিন্দুয়া॥৪॥২০৪১॥

তুড়ী।

গৌর মনোহর নাগর-শেখর।
হেরইতে মূরছই অসীম কুসুম-শর॥
কাঞ্চন রুচিতর রচিত কলেবর।
মুখ হেরি রোয়ত শরদ-সুধাকর॥
জিনি মত্ত কুঞ্জর গতি অতি মন্থর।
অধর-সুধারস মধুর হসিত ঝর॥
নিজ নাম মন্তর জপয়ে নিরন্তর।
ভাবে অবশ তনু গর গর অন্তর॥
হেরি গদাধর-মুখ অতি কাতর।
রাই রাই করি পড়ই ধরণী পর॥
লোচন-জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর।
মরমে ভরম থর বিষম বিরহ-জর॥
অতি রসে গর গর না চিনে আপন পর।
রোয়ত করে ধরি পতিত নীচতর॥

ও রস-সাগরে মগন সুরাসুর ।
বিন্দু না পরশ বলরাম পর ॥৫।২০৪২॥

পঠমঞ্জরী ।

গদাধর-মুখ হেরি কিবা উঠে মনে ।
সোঙরি সে সব সুখ কুঞ্জ বৃন্দাবনে ॥
ঝুরয়ে সদাই মন সে গুণ শুনিয়া ।
হারাইল দুখী যেন পরশ-মণিয়া ।
হরি হরি বলে পহু কান্দিতে কান্দিতে ।
না জানি কাহার ভাব উপজিত চিতে ॥
টলমল করয়ে সোণার বরণ খানি ।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে লোটায় ধরণী ॥
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধর আগে ।
এত পরমাদ হৈল কার অনুরাগে ॥৬॥২০৪৩॥

সুহই ।

ও রূপ সুন্দর গৌর কিশোর ।
হেরইতে নয়নে আরতি নাহি ওর ॥
কর পদ সুন্দর অধর সুরাগ ।
নব অনুরাগিণী নব অনুরাগ ॥
লোল বিলোচন লোলত লোর ।
রসবতী হৃদয়ে বান্ধল প্রেমডোর ॥
পরতেক প্রেম কিয়ে মনমথ-রাজ ।
কাঞ্চন-গিরি কিয়ে কুসুম-সমাজ ॥

তছু প্রেম-লম্পট গৌরাঙ্গ রায়।
শিব শুক অনন্ত ধেয়ানে নাহি পায়॥
পুলক-পটল-বলয়িত সব অঙ্গ।
প্রেমবতী-আলিঙ্গনে লহরী-তরঙ্গ॥
তছু পদ-পঙ্কজ অলি সহকার।
করল নয়নানন্দ-চিত বিহার॥৭॥২০৪৪॥

বালা ধানশী।

আওত পিরীতি মূরতিময় সাগর
অপরূপ পহু দ্বিজ-রাজ।
নব নব ভকত ভকতি নব রতনকো
যাচত নটন সমাজ॥
ভালি ভালি নদীয়া বিহার।
সকল বৈকুণ্ঠ- বৃন্দাবন-সম্পদ
সকল সুখের সুখ-সার॥
ধনি ধনি অতি ধনি, অব ভেল সুরধুনী
আনন্দে বহে রস-ধার।
স্নান পান অব- গাহ আলিঙ্গন
সঙ্গম কত কত বার॥
প্রতি পুর মন্দির প্রতি তরুকুল-তল
কুল-বিপিন বিলাস।
কহে নয়মানন্দ প্রেমে বিশ্বম্ভর
সবাকার পূরল আশ॥৮॥২০৪৫॥

বিভাষ।

নিজ নামামৃতে পহু মত্ত অনুক্ষণ।
পিয়ায় সবারে নাম বিশেষে হীন জন॥
অতি অরুণিত আঁখি আধ আধ বোলে।
কান্দে উচ্চনাদে যারে তারে করে কোলে॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস।
খেণে বলে মুঞি পহু খেণে বলে দাস॥
খেণে মত্ত সিংহ-গতি খেণে ভাব-স্তম্ভ।
খেণে ধরু ধরণী পাইয়া অঙ্গ সঙ্গ॥
খেণে মালশাট মারে অট্ট অট্ট হাসে।
খেণেকে রোদন খেণে গদ গদ ভাষে॥
খেণে দেখি শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গ।
কানুদাস কহে কেবা বুঝে ও না রঙ্গ॥৯॥২০৪৬॥

সুহই।

পুলকে পূরল তনু নিজ গুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী॥
খেণে নরহরি-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
গদাধর-মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া॥
খেণে মালশাট মারে খেণে বলে হরি।
রাধা রাধা বলি কান্দে ফুকরি ফুকরি॥
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশাস।
ধৈরজ ধরিতে নারে গোবিন্দদাস।১০॥২০৪৭॥

শ্রীরাগ।

গোরা মোর দয়ার অবধি গুণনিধি।
সুরধুনী-তীরে নদীয়া নগরে
গৌরাঙ্গ বিহরে নিরবধি ।
ভুজযুগ আরোপিয়া ভকতের কান্ধে।
চলিতে না পারে গোরা হরিবোল বলি কান্দে ॥
প্রেমে ছল ছল নয়ানযুগল
কত নদী বহে ধারে।
পুলকে পূরল সব কলেবর
ধরণী ধরিতে নারে॥
সঙ্গে পারিষদ ফিরে নিরন্তর
হরি হরি বোল বলে।
সখার কান্ধে ভুজযুগ দিয়া
হেলিতে ঢুলিতে চলে ॥
ভুবন ভরিয়া প্রেম বিতরিল
পতিত পাবন নাম।
শুনিয়া ভরসা পরমানন্দের
মনেতে না লয় আন ॥ ১১ ॥ ২০৩৮ ॥

কল্যাণী।

গোরা-তনু ধূলায় লোটায়।
ডাকে রাধা রাধা বলি গদাধর কোলে করি
পীত বসন বংশী চায় ॥ ধ্রু ॥

ধরি নটবর-বেশ সমুখে বান্ধিয়া কেশ
তাহে শোভে ময়ূরের পাখা।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি সঘনে বলয়ে হরি
চাহে গোরা কদম্বের শাখা॥

শুনি বৃন্দাবন-গুণ রসে উনমত মন
সখীবৃন্দ কোথা গেল হায়।
না বুঝিয়া রসবোধ প্রিয় সব পারিষদ
গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায়॥

কেহো বলে সাবধান না করিহ রস-গান
উথলিলে না ধরে ধরণী।
নিজ মন-আনন্দে কহয়ে পরমানন্দে
কেবা দেহে ধরিবে পরাণি। ১২॥২০৪৯॥

পঠমঞ্জরী।

গদাধর-অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন-গুণ গান বিভোর হইয়া॥
ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কান্দে বাহ্য নাহি জানে।
রাধার ভাবে আকুল প্রাণ গোকুল পড়ে মনে॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কান্দে হেরি মুখখানি॥
ত্রিভুবন দরবিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কোন দোষে॥
১৩॥ ২০৫০॥

মল্লার।

গৌরাঙ্গ ঠেকিল পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে॥
সুরধুনী দেখি পহু যমুনার ভানে।
ফুল-বন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে॥
পূরব আবেশে ত্রিভঙ্গ হয়ে।
পীত বসন আর মুরলী চাহে॥
প্রিয় গদাধর করিয়া কোলে।
কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদগদ বোলে॥
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহে বাম পাশে।
না বুঝয়ে এহ রঙ্গ নরহরি দাসে॥১৪॥২০৫১॥

ধানশী।

সজনি অপরূপ রূপ দেখ সিয়া।
পূরব পরোক্ষ-ভাব পরতেক দেখ লাভ
সেই এই গোরা বিনোদিয়া॥ধ্রু॥
সুগন্ধি চন্দন-সার গন্ধ করবীর মাল
দোলমাল করে সদা জনু।
কত ফুল-শর তায় মধুকর হইয়া ধায়
ভাবে বিভোর গোরা-তনু॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রয় মোহন মুরলী বায়
উভ করি চাঁচর চিকুর।
রাধা রাধা বলি ডাকে মালশাট মারে বুকে
বলে মুঞি সবার ঠাকুর॥

জাহ্নবী যমুনা-ভ্রম তীর-তরু বৃন্দাবন
নবদ্বীপ গোকুল মথুরা।
কহয়ে নয়নানন্দ সেই সখা সখীবৃন্দ
বরণখানি কার ভাবে গোরা ॥১৫॥২০৫২॥

ধানশী।

কি ভাব উঠিল মনে কান্দিয়া আকুল কেনে
সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়।
ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দাবন করে গোরা সোঙরণ
ললিতা বিশাখা বলি ধায় ॥

রাধা-ভাব অঙ্গীকরি রাধার বরণ ধরি
রাধা বিনে আন নাহি ভায়।
সুরধুনী-তীর-বন দেখি মনে বৃন্দাবন
যমুনা-পুলিন বলি ধায় ॥

রাধিকা রাধিকা বলি ভূমে যায় গড়াগড়ি
রাধা নাম জপয়ে সদায়।
প্রেম-রসে হইয়া ভোরা সঙ্কীর্ত্তন মাঝে গোরা
রাধানাম জীবেরে বুঝায় ॥

ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা দু নয়নে প্রেম-ধারা
পীত বসন বংশী চায়।
প্রেম-ধন অনুক্ষণ দান করে জনে জন
এ লোচনদাস গুণ গায় ॥১৬॥২০৫৩॥

সুহই ।

আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম ।
ভাবিতে ভাবিতে ভেল রাধার বরণ ॥
"রা" বোল বলিতে পূর্ণিত কলেবর ।
"ধা" বোল বলিতে বহে নয়নের জল ॥
ধারা ধরণী সঘনে বহি যায় ।
পুলকে পূরিত তনু জপে নাম তায় ॥
মন নিমগন গৌরী-ভাবের প্রকাশে ।
এক মুখে কি কহব যদুনাথ দাসে ॥১৭॥২০৫৬॥

শ্রীগান্ধার ।

গদাধর নরহরি করে ধরি গৌরহরি
প্রেমাবেশে ধরণী লোটায় ।
কহিলে না হয় মুহু ফুকরি ফুকরি পহু
বৃন্দাবন-বিপিন-গুণ গায় ॥
নিজ লীলা নিধুবন সোঙরিয়া উচাটন
কান্দে পহু যমুনা বলিয়া ।
নয়ানে বহিছে কত সুরধুনী-ধারা মত
দর দর শ্রীবুক বাহিয়া ॥
সুবলের শুদ্ধ সখ্য বৃন্দাদেবীর প্রিয় বাক্য
ললিতার ললিত সুলেহ ।
বিশাখার প্রেম-কথা সোঙরি মরমে বেথা
কহি কহি না ধরয়ে দেহ ॥

কাহাঁ মোর প্রাণেশ্বরী কাহাঁ গোবর্দ্ধন-গিরি
কাহাঁ মোর বংশী পীত বাস।
প্রেম-সিন্ধু উথলিল জগত ভরিয়া গেল
না বুঝিল যদুনাথ দাস ॥১৮॥২০৫৫॥

গৌরী।

সোণার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেম-জলে ভাসাইল নগর নদীয়া ॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেম-ধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা ॥
গোবিন্দের অঙ্গে পহু অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন-গুণ শুনে মগন হইয়া ॥
রাধা রাধা বলি পহু পড়ে মূরছিয়া।
শিবানন্দ কান্দে পহুর ভাব না বুঝিয়া ॥১৯॥২০৫৬

মঙ্গল।

শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে যে রস করিনু রঙ্গে
বলি পহু করে উতরোল।
মুরলী মুরলী করি মূরছিত গৌরহরি
পড়ে পহু গদাধর-কোল ॥
রাস-রস বৃন্দাবন প্রিয় সখা সখীগণ
উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ।
বাসুঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পহু নরহরি সঙ্গ ॥

রাধা-ভাবেতে বিভোরা বরণ হইল গোরা
রাধা নাম জপে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশাখা বলি পহু যান গড়াগড়ি
কাহাঁ মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
কাহাঁ যমুনার তট কাহাঁ মোর বংশীবট
বলি পুন হরল চেতন।
এ দীন গোবিন্দ ঘোষে না পাওল নব লেশে
ধিক রহু ঐছন জীবন॥ ২০॥২০৫৭।

ইত্যাদি ভাবাবেশ-বর্ণনং।

অথ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য রূপ-বর্ণনং।

কল্যাণী।

অমৃত মথিয়া কেবা নুনী তুলিল গো
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গারিল গো
এক কৈল সুধই সুলেহ॥
অখণ্ড বিজুরী-ধারা কেবা আউটিল গোরা
সোণার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা গা খানি মাজিল গো
হেন বা সে গোরা-অঙ্গখানি॥
অনুরাগের দধি প্রেমার সাচনা দিয়া
কেবা পাতিয়াছে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মহু লহু লহু কথাখানি
হাসিয়া কহয়ে গুটি গুটি॥

বিজুরী বাটিয়া কেবা গা খানি মাজিল গো
চাঁদে মাখিল মুখখানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা চিত্ত নিরমাণ কৈল
অপরূপ রূপের বলনি॥
সকল-পূর্ণিমা-চাঁদে আকুল হইয়া কান্দে
কর-পদ-পত্নমের গন্ধে।
কুড়িটী নখের ছটায় জগ আলো কৈল গো
আঁখি পাইল জনমের অন্ধে।
এমন বিনোদিয়া কোথায় দেখিয়ে নাই
অপরূপ প্রেমের বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে কান্দিয়া আকুল গো
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে॥
সকল রসের সার বিশাল হৃদয়খানি
কেবা গড়াইল রঙ্ দিয়া।
মদন বাটিয়া কেবা বদন গড়িল গো
বিনি ভাবে মু মনু কান্দিয়া॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি গোরার কপালে গো
কেবা দিল চন্দনের রেখা।
ও রূপস্বরূপা যত [illegible]এর কামিনী ছিল
দুহাত করিতে চায় পাখা॥
রঙ্গের মন্দির খানি নানা রতন দিয়া
গড়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলা বিনোদ কলা ভাবে অভিলাষি গো
মদন-বেদন ভাবি কান্দে॥

নাচায় আঁখির কোণে সদাই সবার মনে
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
আঁখির তিয়াস দেখি মুখের লালস গো
আলসল জর জর গায়॥
কুলবতী কুল ছাড়ে পঙ্গু ধায় উভরড়ে
গুণ গায় অসুর পাষণ্ড।
ধূলায় লোটাইয়া কান্দে,কেহো থির নাহি বান্ধে
গোরা-গুণ অমিয়া অখণ্ড॥
ধাওয়ে ধাওয়ে বলি প্রেমানন্দে কোলাকুলি
কেহো নাচে অট্ট অট্ট হাসে।
সুশীলা কুলের বহু সেবনে সকল যাউ
গোরা-গুণ-রূপের বাতাসে॥
নদীয়া নগর-বধূ হেরি গোরা-মুখ-বিধু
ঝর ঝর নয়ান সদাই।
অনুরাগে বুক ভরে পুলকিত কলেবরে
মন মাঝে সদাই জাগাই॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা মনে গুণে রাত্রি দিবা
গোরা-রূপে লাগি গেল ধান্দা।
অখিল ভুবনপতি ধূলায় লোটাঞা ক্ষিতি
সদাই সোঙরে রাধা রাধা॥
লখিমী বিলাস ছাড়ি, প্রেম-অভিলাষী গো
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
রাধার ধেয়ানে হিয়া বাহির না হয় গো
এই গোরা তনু তার সাখী॥

দেখ রে দেখ রে লোক প্রেমা অপরূপ
ত্রিজগত-নাথ নাথ হৈয়া।
আকিঞ্চন সনে কি নাহ কি ধন মাগে
কিনা সুখে বুলয়ে নাচিয়া।
জয় রে জয় রে জয় হেন প্রেম-রসালয়
ভাঙ্গি বিলাইল গোরা রায়।
নির্জ্জীবে জীবন পাইল পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল
আনন্দে লোচনদাস গায় ॥২১॥২০৫৮॥

ধানশী।

সরুয়া কাঁকালী ভাঙ্গিয়া পড়ে।
তাহে তনুসুখ বসন পরে ॥
কোঁচার শোভায় মদন ভুলে।
যুবতী-জীবন ঘুরিয়া বুলে ॥
শচীর দুলাল গৌরাঙ্গ চাঁদে।
বান্ধল রঙ্গিণী ভুরুর ফান্দে ॥
আঁখির বিলোল মুচকি হাসি।
কুলবতী-ব্রত নাশিল বাসি ॥
লবঙ্গ দুলাল চাঁপার ফুলে।
কি দিয়া বান্ধিল কুন্তল-মূলে ॥
চাঁচর কেশের লোটন দেখি।
কোন ধনী নিজ ধৈরজ রাখি ॥
কপালে চন্দন-ফোটার ছটা।
রসিয়া যুবতীকুলের কাঁটা ॥

নিতম্ব-মণ্ডলে কাম রহি।
ইছিয়া নিছিয়া পরাণ দি॥
গোবিন্দদাসের মরমে জাগে।
তাহে কোন ছার যৌবন লাগে॥২২॥২০৫৯॥

ভাটিয়ারি।

রসিয়া রমণীয়ে।
মদন-মোহন গৌরাঙ্গ-বদন
দেখিয়া কিসে জীয়ে॥
যে ধনী রঙ্গিণী হয়।
ও ভাঙ-ধনুয়া মদন-বাণে
তার কি পরাণ রয়॥
যে জন পিরীতে বেথা।
সেহ কি ধৈরজ ধরিতে পারে
শুনিয়া ধৈরজ-কথা॥
বিলাসিনীর মনে দুখ।
আজানুলম্বিত বাহু হেরি কান্দে
পরিসর গোরা বুক॥
কত কামিনী কামনা করে।
গুরুয়া নিতম্ব বিলাস বসন
পরশ পাবার তরে॥
গোবিন্দদাসের চিতে।
গৌরাঙ্গচাঁদের চরণ-নখর
তাহার মাধুরী পিতে॥ ২৩॥২০৬০॥

তুড়ী মায়ূর।

বিনোদ ফুলের বিনোদ মালা
বিনোদ গলে দোলে।
কোন বিনোদিনী গাঁথিল মালা
বিনোদ বিনোদ ফুলে॥

ইতি পদমন্ত্র জ্ঞেয়ং ॥২৪॥২০৬১॥

বিহাগড়া।

লাখবান কাঁচা কাঞ্চন আনিয়া
মিলাইয়া বিনোদ-সমূহে।
বিহি অতি বিদগধ-অমিয়ার সাচে ভরি
নিরমিল গৌর-সুদেহে॥

সজনি ইহ অপরূপ গোরা রাজে।
রসময়-জলনিধি মাঝে নিতি মাজল
সাজল লাবণী সাজে॥ ধ্রু॥

কোটি কোটি কিয়ে শরদ-সুধাকর
নিরমঞ্ছল মুখ-চাঁদে।
জগ-মন-মথন সঘন রতি-নায়ক
নাগর হেরি হেরি কান্দে॥

ঝলমল অঙ্গ কিরণ মণি দেবগণ
দীপ দীপিতি করু শোভা।
অতয়ে সে নিতি নিতি, গোবিন্দদাস মনে
লাগল লোচন-লোভা॥২৫॥২০৬২॥

ধানশী।

গৌর-রূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি থুইয়া বুকে সে রস-ধাধস সুখে
অনিমিখে দেখউঁ নয়ানে॥

পরিয়া পাটের জোড় বান্ধিয়া চিকুর ওর
তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন লেপিয়াছে চন্দন
দেখিয়া জীউ করিনু নিছনি॥

মৃগমদ চন্দন কুঙ্কুম চতুঃসম
সাজিয়া কে দিল ভালে ফোটা।
আছুক অন্যের কাজ মদন মুগধ ভেল
রহল যুবতীকুলের খোটা॥

সরবস দেহ অবশ সকল সেহ
না পালটে মোর আঁখি পাপ।
হিয়ার গৌরাঙ্গ-রূপ- কেশর লেপিয়া গো
ঘুচাইনু যত মনের তাপ॥

কামিনী হইয়া কামনা করিয়া
কাম-সরোবরে মরি।
গোবিন্দদাসে কহয়ে তবে সে
দুখের সাগরে তরি॥২৬॥২০৬৩॥

তথা রাগ।

দেখ দেখ নাগর গৌর-সুধাকর
জগত-আহ্লাদনকারী।
নদীয়া-পুরবর- রমণী-মণ্ডল-
মণ্ডন গুণ-মণি-ধারী॥
সহজই রসময় সহচর উড়ুগণ
মাঝে বিরাজিত নাগর-রাজ।
মদন পরাভব বদন-হাস দেখি
বিনাশই রঙ্গিণীগণ-ভয় লাজ॥
ভকতবৃন্দ-চিত কৈরব ফুল্লিত
নিশিদিশি উদিত হিয়াক বিলাসে।
রসিয়া রমণী-চিত রোহিণী-লাসক
অনুক্ষণ পূরণ না রহে হ্রাসে॥
ঐছে বিলাস প্রকাশ বিনোদিনী বিলসই
উলসই ভাবিনী-ভাব।
পদ-পঙ্কজ পর গোবিন্দদাস চিত
ভ্রমরী কি পাওব মাধুরী লাভ॥২৭॥২০৬৪॥

ভূপালী।

ও তনু সুন্দর গৌর কিশোর।
হেরইতে নয়নে বহয়ে প্রেম-লোর॥
জানুলম্বিত ভুজ তাহে বনমাল।
তহিঁ অলি গুঞ্জই শবদ রসাল॥

লোল বিলোকনে নয়ন-হিলোর
রসবতী-হৃদয়ে বান্ধল প্রেম-ডোর ॥
পুলক-পটল-বলয়িত শ্রীঅঙ্গ।
প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরী-তরঙ্গ ॥
গোবিন্দদাস আশ করু তায়।
গৌর-চরণ-নখ-কিরণ-ঘটায় ॥ ২৮ ॥ ২০৬৫ ॥

কল্যাণী।

শারদ কোটি চাঁদ সঞে সুন্দর
সুখময় গৌরকিশোর বিরাজ।
হেরইতে যুবতী পিরীতি-রসে মাতল
ভাগল গুরুজন-গৌরব লাজ ॥
সজনি কিয়ে আজু পেখলু গোরা।
মনমথ-মথন অরুণ নয়নাঞ্চল
চাহনি ভৈ গেনু ভোরা ॥
মৃদু মৃদু মধুর মধুর স্মিত-শোভিত
লোহিত অধর বিনোদ।
কত কুল-কামিনী বাসর যামিনী
ভেল অনুরাগিণী পরশ আমোদ ॥
কেশরি-শাবক জিনি তনুর মাঝা খীনি
তাহে বিলসে মন-মোহন বাস।
হেরি কুলবতীগণ নিধুবন-গত মন
মুগধে মাতল কত করু অভিলাষ ॥

কুটিল সুকেশ কুসুম লোটন
যোটন রসবতী রস-পরিণাম।
গোবিন্দ দাস কহে ঐছন বর রসিয়া
নাগর হেরি কহয়ে গুণ গান ॥২৯॥২০৬৬॥

ধানশী।

যতিখণে গোরা-রূপ আয়লু হেরি।
মাজন মুকুর আনলু তথি বেরি ॥
সখি হে সব সেই আনল অনুপ।
ইথে লাগি মুকুরে হেরলু নিজ মুখ ॥
তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ।
উয়ল দরপণে গোরামুখ-চন্দ ॥
মঝু মুখ সো মুখ যব ভেল সঙ্গ।
হিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গ ॥
উপজল কম্প নয়নে বহে লোর।
পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর ॥
করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি।
অবশে আরশী করে খসল হামারি ॥
বহুত পরশ রস অদরশ কেলি।
গোবিন্দদাস শুনি মূরছিত ভেলি ॥৩০॥২০৬৭॥

তথা রাগ।

বিহির কি রীতি পিরীতি-আরতি
গোরা-রূপে উপজিল।
যাহার এ পতি সই পুণবতী
আনে সে ঝুরিয়া মৈল ॥

সজনি কাহারে কহিব কথা।
নিরবধি গোরা- বদন দেখিয়া
ঘুচাউঁ মনের বেথা ॥
সে গোরা গায় ঘাম-কিরণে
নিন্দয়ে কতেক চাঁদে।
গলায় রঙ্গণ- কলিকা-মালা
নারী-মন বান্ধা ফান্দে ॥
বাহুর বলনি অঙ্গের হেলনি
মন্থর চলনি ছান্দে।
আছুক আনের কাজ মদন
বিনিয়া বিনিয়া কান্দে ॥
শ্রবণে সোণার মকর-কুণ্ডল
রঙ্গিণী-পরাণ গিলে।
গোবিন্দদাস কহয়ে নাগর
হারাই হারাই তিলে ॥৩১॥২০৬৮॥

বেলোয়ার।

কন্দর্প তাল।

লাপবান কনক কষিল কলেবর
মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠাম।
গদ গদ নীর থির নাহি পায়ই
ভুবন-মোহন কিয়ে নয়ান-সন্ধান ॥
দেখ রে মাই সুন্দর শচীনন্দনা।
আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা ॥ ধ্রু ॥

মদমত্ত হাতী ভাতি গতি ললনা।
কিয়ে মালতী-মালা গোরা অঙ্গে দোলনা ॥
শরদ-ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না।
প্রেম-আনন্দে পরিপূরিত নয়না ॥
পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া।
থির নাহি বান্ধে পড়ত পহু ঢলিয়া ॥
গোবিন্দদাস কহে গোরা রঙ্গিয়া।
বলিহারি যাউঁ মুঞি সঙ্গের অনুসঙ্গিয়া ॥৩২॥২০৬৯॥

রামকেলি

নবল পাটের জোড় পরেছে রাঙ্গা রাঙ্গা পাড় দিয়াছে
চরণ উপর দুলি যাইছে কোঁচা।
বাঁকমল সোণার নূপুর বাজাইছে মধুর মধুর
রূপ দেখিতে ভুবন মূরছা ॥

দীঘল দীঘল চাঁচর চুল তায় দিয়াছে চাঁপার ফুল
কুন্দ মালতীর মালা বেড়া ঝুঁটা।
চন্দন মাখা গোরা গায় বাহু দোলাইয়া চলে যায়
ললাট উপর ভুবন-মোহন ফোটা ॥

মধুর মধুর কয় কথা শ্রবণে মনের ঘুচায় বেথা
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা।
বাহুর হেলন দোলন দেখি করীর শুণ্ড কিসে লেখি
নয়ান বয়ান যেন কুন্দে কুন্দা ॥

এমন কেউ বেথিত থাকে কথার ছলে খানিক রাখে
নয়ান ভরে দেখি রূপখানি।
লোচনদাসে বলে কেনে নয়ান দিলি উহার পানে
কুল মজাইলি আপনা আপনি ॥৩৩॥২০৭০॥

আড়ানা।

মন-মোহনিয়া গোরা ভুবন-মোহনিয়া।
হাসির ছটা চাঁদের ঘটা বরিখে অমিয়া॥
রূপের ছটা যুবতী-ঘটা বুক ভরিতে যায়।
মন-গরবের মান ঘর ভাঙ্গিল মদন রায়॥
রঙ্গন পাটের ডোর দুই দিগে সোনার নূপুর পায়।
ঝুনর ঝুনর ঝুনর বাজে কাম ঠমকে তায়॥
মালতী ফুলে ভ্রমর বুলে নব লোটনের দাম।
কুল-কামিনীর কুল মজিল গাম-দোলনীর ঠাম॥
আঁখির ঠারে প্রাণ মারে কহিতে সহিতে নারি।
রাধাবল্লভ দাসে কয় মন করিল চুরি ॥৩৪॥২০৭১॥

গান্ধার।

দেখ দেখ গোরা নটরায়।
বদন-শরদ-শশী তাহে মন্দ মন্দ হাসি
কুলবতী হেরি মুরছায়॥
চাঁচর চিকুর মাথে চম্পক-কলিকা তাতে
যুবতীর মন মধুকর।
শ্রুতি-পদ্মযুগ-মূলে কনক-কুণ্ডল দোলে
পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর॥

কম্বু-কণ্ঠে মৃদু বাণী　　সুধার তরঙ্গ খানি
　　হরি-রসে জগত ডুবায়।
করিবর-কর জিনি　　বাহুযুগ সুবলনী
　　অঙ্গদ বলয়া শোভে তায়॥
বক্ষ হেম-ধরাধর　　নাভি-পদ্ম সরোবর
　　মধ্য হেরি কেশরী পলায়।
অরুণ বসন সাজে　　চরণে নূপুর বাজে
　　বাসুঘোষ গোরা গুণ গায়॥৩৫॥২০৭২॥

কামোদ।

কাচা কাঞ্চন মণি　　গোরা-রূপ তাহে জিনি
　　ডগমগি প্রেমের তরঙ্গ।
ও নব কুসুম-দাম　　গলে দোলে অনুপাম
　　হিলন নরহরি অঙ্গ॥
　　বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে　　যমুনা-পুলিনে রঙ্গে
　　হরি হরি বলে নিজবৃন্দে॥ ধ্রু॥
ভাবে অবশ তনু　　পুলক কদম্ব জনু
　　গরজই যৈছন সিংহে।
নিজ-প্রিয় গদাধর　　ধরিয়াছে বাম কর
　　নিজ গুণ গাওই গোবিন্দে॥
ঈষৎ অধরে পহু　　লহু লহু হাসত
　　বোলত কত অভিলাষে।
সোঙরি যে সব খেলা　　বৃন্দাবন রস লীলা
　　কি বলিবে বাসুদেব ঘোষে॥৩৬॥২০৭৩॥

বেলোয়ার।

সহজেই কাঞ্চন- কান্তি কলেবর
হেরইতে জগ-জন-মন-মোহনিয়া।
তঁহি কত কোটি মদন মুরছাওল
অরুণ-কিরণ-হর অম্বর বনিয়া।
রাই-প্রেম-ভরে গমন সুমন্থর
অন্তর গরগর পড়ই ধরণীয়া।
স্বেদ কম্প ঘন ঘন পুলকাবলি
ঘন হুহুঙ্কার কর গরজনিয়া॥
ডগমগ দেহ থেহ নাহি বান্ধই
দুহুঁ দিঠি-মেহ সঘনে বরিখণিয়া।
ও রসে ভোর ওর নাহি পায়ই
পতিত কোরে ধরি লোর সিঁচনিয়া॥
হরি হরি বলি রোই কত বিলপই
বঞ্চিত বলরাম দিবস রজনীয়া॥৩৭॥২০৭৪॥

সিন্ধুড়া।

কনয়া কষিল মুখ-শোভা। হেরইতে জগ-মন লোভা॥
বিনি হাসে গোরা-মুখ হাস। পরিধান পীত পটবাস॥
অঙ্গের সৌরভ-লোভ পাইয়া। নবীন ভ্রমরী আইল ধাইয়া॥
ঘুরি ঘুরি বুলে পদ-তলে। গুণ গুণ শবদ রসালে॥
গোবিন্দ ঘোষের মনে জাগে। গোরা না দেখিলে বিষ লাগে
॥৩৮॥২০৭৫॥

তুড়ী।

জানুলম্বিত বাহুযুগল
কনক-পুতলী দেহা।
অরুণ অম্বর শোভিত কলেবর
উপমা দেওব কাহাঁ॥
হাস-বিমল বয়ান-কমল
পীন হৃদয় সাজে।
উন্নত গীম সিংহ জিনিয়া
উদার বিগ্রহ রাজে॥
চরণ-নখর উজোর শশধর
কনয়া-মঞ্জীর শোভে।
হেরিয়া দিনমণি আপনা নিছিয়ে
রূপে জগ-মন মোহে॥
কলিযুগে অবতার, চৈতন্য নিতাই
পাপ পাষণ্ড নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস গুণ গানে॥৩৯॥২০৭৬॥

তথা রাগ।

গৌর-বরণ হেরিয়া বিজুরী
গগনে বসতি কৈল।
ত্রিভুবনে যত শোভার বিভাত
হারি পরাজিত ভেল॥

দেখ দেখ মদন-মোহন রূপ।
মাঝার শোভায় গরব তেজিয়া
পলায়ল গিরি-ভূপ॥
শুনি করিবর গমন-সঞ্চার
চরণে সোঁপিয়া গেল।
ভয় পাইয়া মনে কুরঙ্গিণীগণে
লোচন-ভঙ্গিমা দিল॥
কেশের শোভায় চামরীর গণে
নিজ অহঙ্কার ছাড়ি।
বনে প্রবেশিয়া লজ্জিত হইয়া
অভিমানে রহে পড়ি॥
যুবতী গরব তেজিয়া গৌর
নদীয়া নগর মাঝে।
চন্দ্রশেখর কহয়ে বজর
পড়িল যুবতী লাজে॥৪০॥২০৭৭॥

ভুড়ী।

মদনমোহন গৌরাঙ্গ-বদন
রূপ হেরি কি না হৈল মোরে।
সোণার বরণ তনু এই ছেলে কালা কানু
নহিলে কি মন চুরি করে॥
রসের পরাণ যার কুল কি করিবে তার
নদীয়া নগরে হেন জনা।
কি ছার দারুণ মতি মজিল যুবতী সতী
ঘরে ঘরে প্রেমের কান্দনা॥

নয়ন-কমল নব অরুণ পরাভব
ধারা বহে বুক বাহিয়া।
আহা মরি মরি সই মরম তোমারে কই
জীব না গো গোরা না দেখিয়া॥

হিয়ায় প্রেমের শর তনু কৈল জর জর
প্রবোধ না মানে মোর প্রাণী।
সুরধুনী-তীরে যাঞা ভাসাইব কুল-ক্রিয়া
ভজিব সে গোরা গুণমণি॥

পূরবে শুনিনু যত সেই সব অভিমত
এবে ভেল কালতনু গোরা।
বাসুদেব ঘোষের বাণী রসিক নাগর জানি
নহিলে কি গোপীর মন-চোরা॥৪১॥২০৭৮॥

ধানশী।

কি কহব অপরূপ গৌর কিশোর।
অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে প্রাণ হরি নিল মোর।
তেরছ চাহনি তার বড়ই জঞ্জাল।
নগরে উদয় ভেল নাগরীর কাল॥
যেবা ধনী দেখে তারে পাসরিতে নারে।
কুল ছাড়ে কুলবতী নাহি রহে ঘরে।
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন মোর কথা।
গোরার পিরীতি খানি মরমের বেথা॥৪২॥২০৭৯॥

বরাড়ী।

সজনি ঐ দেখ শচীর নন্দন।
যেবা জন দেখে তার স্থির নহে মন॥
অসীম গুণের নিধি অপার মহিমা।
এ তিন ভুবনে নাহি রূপে দিতে সীমা॥
খগ মৃগ তরু লতা গুণ শুনি কান্দে।
রূপে গুণে কুলবতী বুক নাহি বান্ধে॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ নাম জনে জনে দিয়া।
বাসুদেব বলে গোরা লইল তরিয়া॥৪৩॥২০৮০॥

কামোদ।

সখি হে ঐ দেখ গোরা-কলেবরে।
কত চাঁদ জিনি মুখ সুন্দর অধরে॥
করিবর-কর জিনি বাহু সুবলনী।
খঞ্জন জিনিয়া গোরার নয়ন-চাহনি।
চন্দন-তিলক শোভে সুচারু কপালে।
আজানুলম্বিত চারু নব নব মালে।
কম্বু-কণ্ঠ পীন পরিসর হিয়া মাঝে।
চন্দনে শোভিত কত রত্ন-হার সাজে॥
রামরম্ভা জিনি উরু অরুণ চরণ।
নখমণি জিনি ইন্দু পূর্ণ দরপণ।
বাসুঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল।
যুবতী বধিতে রূপ বিধি সিরজিল॥৪৪॥২০৮১॥

কল্যাণী।

দেখ দেখ সখি গোরা দ্বিজমণিয়া।
নিরুপম রূপ বিধি নিরমিল
কেমনে ধৈরজ ধরিয়া।
আজানুলম্বিত সুবাহু যুগল
বরণ কাঞ্চন জিনিয়া॥
সে কিয়ে কেতকী কনক-অম্বুজ
কিয়ে বা চম্পক মণিয়া॥
কিয়ে গোরোচনা কুঙ্কুম বরণ
জিনি অঙ্গ ঝলমলিয়া।
মধুর বচনে অমিয়া বরিখে
ত্রিজগত মন ভুলিয়া।
কত কোটি চাঁদ বদন নিছনি
নখ-চাঁদে পড়ে গলিয়া।
বাসুঘোষে কহে গোরাঙ্গ-বদন
কে দেখি আসিবে চলিয়া॥১৫॥২০৮২॥

বরাড়ী।

ও না কে বল গো সজনি।
কত চাঁদ জিনি সুন্দর মুখানি
বরণ কাঞ্চন মণি॥ধ্রু॥
করি-কর জিনি বাহুর বলনী
আজানুলম্বিত সাজে।
নখ কর পদ বিধু কোকনদ
হরি লুকাইল লাজে॥

ভাঙ-যুগ বর দেখিতে সুন্দর
মদনে তেজয়ে ধনু।
তেরছ চাহিয়া হাসি মিশাইয়া
হানয়ে সবার তনু॥
কটিতে বসন অরুণ বরণ
গলে দোলে বনমালা।
বাসুঘোষ ভণে হয়ে সাবধানে
জগত করেছে আলা॥৪৬॥২০৮৩॥

কামোদ।

দেখহ নাগর নদীয়ায়।
গজবর-গতি জিতি গমন সুমাধুরী
অপরূপ গোরা দ্বিজরায়॥ ধ্রু॥
চরণ কমল যেন ভকত ভ্রমরগণ
পরিমলে চৌদিগে ধায়।
মধু-মদে মাতল সব মহী-মণ্ডল
দিগ বিদিগ নাহি পায়।
রস-ভরে গর গর অধর মনোহর
ঈষৎ হাসিয়া ঘন চায়।
অপাঙ্গ-ইঙ্গিত বর নয়ান-কোণের শর
কত কোটি কাম মুরছায়॥
আভরণ বহু মণি বসন অরুণ জিনি
বাজন নূপুর রাঙ্গা পায়।
জগত বিজয় ধ্বনি জয় গোরা দ্বিজমণি
বাসুদেব ঘোষে গুণ গায়॥৪৭॥২০৮৪॥

মঙ্গল।

নির্ম্মল কাঞ্চন জিতল বরণ
বসন-ভূষণ-শোভা।
সুগন্ধি চন্দন তাহাতে লেপন
মদন-মোহন আভা॥
উর পরিসর নানা মণি-হার
মকর-কুণ্ডল কাণে।
মধুর হাসনি তেরছ চাহনি
হানয়ে মরমে বাণে॥
বিনোদ বন্ধন ঝুলিছে লোটন
মল্লিকা মালতী বেড়া।
নদীয়া নগরে নাগরীগণের
ধৈরজ ধরম ছাড়া॥
মদন-মন্থর গতি মনোহর
করী সরমিত তায়।
এ থল-কমল চরণযুগল
দুখিয়া শেখর রায়॥৩৮॥২০৮৫॥

ভাটিয়ারি।

অতি অপরূপ রূপ মনোহর
তাহা না কহিবে কে।
সুরধুনী-তীরে নদীয়া নগরে
দেখিয়া আইনু যে॥

পিরীতি পরশ অঙ্গের ঠাম
ললিত লাবণ্য-কলা।
নদীয়া-নাগরী করিতে পাগলী
না জানি কোথা না ছিলা॥
সোণায় বান্ধল মণির পদক
উরে ঝলমল করে।
ও চাঁদ-মুখের মাধুরী হেরিতে
তরুণী হিয়া না ধরে॥
যৌবন-তরঙ্গে রূপের পাথারে
পড়িয়া অঙ্গেতে ভাসে।
শেখরের পহু বৈভব কো কহুঁ
ভুবন ডুবিল যশে॥৪৯॥২০৮৬॥

তথা রাগ।

নিরুপম কাঞ্চন- রুচির কলেবর
লাবণি বরণি না হোয়।
নিরমল বদন বচন-অমিয়া-সর
লাজে সুধাকর রোয়॥
হেরলু রে সখি রসময় গোর।
বেশ বিলাসে মদন ভেল ভোর।ধ্রু॥
লোল অলকাকুল তিলক সুরঞ্জিত
নাসা খগপতি উন।
ভাঙ কামান বাণ দৃগঞ্চল
চন্দন-রেখা তাহে গুণ॥

কম্বু-কণ্ঠ মণি- হার বিরাজিত
কাম কলঙ্কিত শোভা।
চরণ অলঙ্কৃত মঞ্জীর ঝঙ্কৃত
রায় শেখর মন-লোভা ॥৫০॥২০৮৭॥

সুহিনী।

হেরলু গৌরকিশোর। সুরধুনী-তীরে উজোর ॥
সুঘড় ভকতগণ সঙ্গ। করতহিঁ কত কত রঙ্গ ॥
মন্দ মধুর মৃদু হাস। কুন্দ-কুসুম পরকাশ ॥
জানুলম্বিত ভুজ-দণ্ড। জিতল করিবর-শুণ্ড ॥
অহনিশি ভাবে বিভোর। কুল-কামিনী-চিত-চোর ॥
মদন-মন্থর গতি-ভাতি। মুরছিত মনমথ-হাতী ॥
সো পদ-পঙ্কজ বায়। কহ কবি শেখর রায় ॥
॥৫১॥২০৮৮॥

সুহই।

কুন্দন কনক- কমল-রুচি নিন্দিত
সুরধুনী-তীর-বিহারী।
কুঞ্চিত-কণ্ঠ- কলিত-কুসুমাকুল
কুল-কামিনী-মনোহারী ॥

জয় জয় জগ-জীবন যশোধীর।
জাহ্নবী সমুদ্র যেন জলধর বরিখণ
ঐছে নয়ানে বহে নীর ॥ধ্রু॥

পহুমিনী পুরুব পিরীতি পুলকায়িত
পরিজন প্রেম পসারি ।
পহিরণ পীত পট পতিতাকুল
পদ-পঙ্কজ পরচারী ॥

রসবতী রমণী- রঞ্জন রুচিরানন
রতি-পতি রঞ্জিত তায় ।
রসিক-রসায়ন রসময় ভাষণ
রচয়তি শেখর রায় ॥৫২॥২০৮৯॥

জয়জয়ন্তী ।

মুদির-মাধুরী- মধুর মূরতি
মৃদুল মোহন ছান্দ ।
মৌলি-মালতী- মালে মধুকর
মোহিত মনমথ ফান্দ ॥

গৌরসুন্দর সুঘড়-শেখর
শরদ-শশধর-হাস ।
সঙ্গে সাজক সুবড় ভাবক
সতত সুখময় ভাব ॥

চিকণ চাঁচর চিকুর চুম্বিত
চারু-চন্দ্রিক-মাল ।
চকিতে চাহিতে চপলা চমকিত
চিত চোরল কাল ॥

গান গুর্জ্জরী গৌরী গান্ধার
গমক গরজন তায়।
গমন গজ-গতি- গরব গঞ্জিত
গাওয়ে শেখর রায় ॥৫৩॥২০৯০॥

গান্ধার।

দেখ দেখ অদভুত সুন্দর শচীসুত
অপরূপ বিহি নিরমাণ।
ডগ মগ হিরণ- কিরণ জিনি তনু-রুচি
হরি হরি বোলত বয়ান॥

ভালহি মলয়জ- বিন্দু বিরাজিত
তছু পর অলকা হিলোল।
কনক-সরোজ চাঁদ জিনি উজোর
তহি বেড়ি অলিকুল দোল।

দুনয়ান অরুণ কমল-দল-গঞ্জন
খঞ্জন জিনিয়া চকোর।
যৈছন শিথিল গাঁথল মোতিফল
তৈছে বহত ঘন লোর॥

নিজ গুণ মান গান রস-সায়রে
জগ-জন নিমগন কেল।
দীন হীন রাধা- নন্দ তঁহি বঞ্চিত
কিঞ্চিত পরশ না ভেল॥৫৪॥২০৯১॥

তুড়ী ।

দেখত বেকত গৌর অদভুত
উজোর সুরধুনী-তীর ।
জাম্বুনদ-তনু বসন জিনিয়া ভানু
সুন্দর সুঘড় সুধীর ॥
ব্রজ-লীলা গুণ সোঙরি সোঙরি ঘন
রহই না পারই থির ॥
পুলকে পূরল তনু ফুটল কদম্ব জনু
ঝর ঝর নয়নক নীর ॥
অবিরত ভকতগণ রসে উনমত মন
কম্বু-কণ্ঠ ঘন ঘন দোল ।
পুলকে পূরল জীব শুনি পুন নাচত
সঘনে বলয়ে হরিবোল ॥
দেব দেব অধি- দেব জন-বল্লভ
পতিত-পাবন অবতার ।
কলিযুগ-কাল- ব্যাল-ভয়ে কাতর
রামানন্দে কর পার ॥৫৫॥২০৯২॥

তুড়ী ।

কুসুমে খচিত রতনে রচিত
চিকণ চিকুর-বন্ধ ।
মধুতে মুগধ সৌরভে লুবধ
ক্ষুবধ মধুপবৃন্দ ॥

ললাট-ফলক পটীর-তিলক
কুটিল অলকা সাজে।
তাণ্ডবে পণ্ডিত পুলকে মণ্ডিত
গণ্ড-মণ্ডল রাজে॥
ও রূপ দেখিয়া সতী কুলবতী
ছাড়ল কুলের লাজ।
ধরম করম সরম ভরম
মাথাতে পড়িল বাজ॥
অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে ভাঙর ভঙ্গিতে
অনঙ্গ-রঙ্গিত সঙ্গ।
মদন-কদন হোয়ল সদন
জগত-যুবতী-অঙ্গ॥
অধর বন্ধুক মাধ্বীক অধিক
আধ মধুর হাসি।
বোলনি অলসে কলসে কলসে
বরষে অমিয়া-রাশি॥
কুন্দদাম ঠামহি ঠাম
কুসুম-সুষম-পাঁতি।
ততহিঁ লোলুপ মধুপী মধুপ
উড়িয়া পড়য়ে মাতি।
হিরণ হীর বিজুরী থীর
শোহন মোহন দেহে।
অরুণ-কিরণ হরণ বসন
বরণে যুবতী মোহে॥

কাম চমক ঠাম ঠমক
কুন্দন-কনক-গোরা।
মত্তা-সিন্ধুর- গমন-মন্থর
হেরিয়া ভুবন ভোরা॥
কঞ্জ-চরণ খঞ্জন-গঞ্জন
মঞ্জু মঞ্জীর ভায।
ইন্দু-নিন্দন নখর-ছন্দন
বলি বলরাম দাস॥৫৬॥২০৯৭॥

তথা রাগ।

কাঞ্চন দরপণ বরণ সুগোরা রে
বর-বিধু জিনিয়া বয়ান।
দুটি আঁখি নিমিখ মুরুখ বড় বিধি রে
নাহি দিল অধিক নয়ান॥
হরি হরি কেনে বা জনম হৈল মোর।
কনক-মুকুর জিনি গোরা-অঙ্গ সুবলনী
হেরিয়া না কেনে হৈলাম ভোর॥
আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা বিরাজিত
মালতী-কুসুম সুরঙ্গ।
হেরি গোরা-মূরতি কত কত কুলবতী
হানত মদন-তরঙ্গ॥
অনুক্ষণ প্রেম-ভরে, ও রাঙ্গা নয়ন ঝরে
না জানি কি রূপে নিরবধি।
বিষয়ে আবেশ মন না ভজিনু সে চরণ
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥

নদীয়া নগরী সেহো ভেল ব্রজপুরী
প্রিয় গদাধর বাম পাশ।
মোহে নাথ অঙ্গীকরু বাঞ্ছা-কলপতরু
কহে দীন নরোত্তম দাস।৫৭॥২০৯৪॥

তথা রাগ।

মধুকর-রঞ্জিত-মালতী-মণ্ডিত-জিত-ঘন-কুঞ্চিত-কেশং।
তিলক-বিনিন্দিত-শশধর-রূপক-যুবতি-মনোহর-বেশং॥
সখি কলয় গৌরমুদারং।
নিন্দিত-হাটক-কান্তি-কলেবর-গর্ব্বিত-মারক-মারং॥ ধ্রু॥
মধু-মধুর-স্মিত-লোভিত-তনুভৃতমনুপম-ভাব-বিলাসং।
নিজ-নব-রাগ-বিমোহিত-মানস-বিকথিত-গদ্গদ-ভাষং॥
পরমাকিঞ্চন-কিঞ্চন-নরগণ-করুণা-বিতরণ-শীলং।
ক্ষোভিত-দুর্ম্মতি-রাধামোহন-নামক-নিরুপম-লীলং॥
॥৫৮॥২০৯৫॥

ততঃ শ্রীনবদ্বীপস্থ-ষড়্ভুজ-প্রকাশকং রূপমাহ যথা।

তিরোতা ধানশী।

কাঁচা সে সোণার তনু ডগমগি অঙ্গ।
চাঁদ-বদনে হাসি অমিয়া-তরঙ্গ॥
অবনী বিলম্বিত বনি বনমাল।
সৌরভে বেড়ল মধুকর-জাল॥
উপরি বাম ভুজ পর শর-চাপ।
হেরইতে রিপুগণ থরহরি কাঁপ॥

দূরবা-দল-তুল নখ-বিধু সাজ।
মণিময় কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥
তদধহি ঁ ছুহুঁ কর জলধর-শ্যাম।
তহি ঁ শোভে মোহন মুরলী অনুপাম॥
নখ-মণি বিধু জিনি তলহি সুরঙ্গ।
মণি-আভরণ তাহে মুরছে অনঙ্গ॥
তদধহি করহি কমণ্ডলু দণ্ড।
যাহে কলি-কলুষ পাষণ্ড খণ্ড॥
ছিরি সঞে উরে মণি মোতি বিলোল।
শ্রীবৎসাঙ্কিত কৌস্তুভ দোল॥
মলয়জময় উর পরিসর পীন।
নাভি গভীর কটি কেশরি-ক্ষীণ॥
বসন সুরঙ্গ চরণ পরিযস্ত।
পদ-নখ-নিছনি দাস অনন্ত॥ ৫৯॥২০৯৬॥

ইত্যাদি শ্রীগৌরাঙ্গস্য রূপ-বর্ণনং নাগরীণামুক্তিঃ।
ইতি চতুর্থ-শাখায়াং অষ্টাদশ পল্লবঃ।

তদেব প্রকারান্তরং যথা।

সুহই।

শুন শুন সই গৌরাঙ্গচাঁদের কথা।
না কহিলে মরি কহিলে থাকারি
এ বড় মরমে বেথা॥

সুরধুনী-তীরে গৌরাঙ্গসুন্দর
সিনান করয়ে নিতি।
কুল-বধূগণ নিমগন মন
ডুবল সতীর মতি ॥

ঢল ঢল কাঁচা সোণার বরণ
লাবণি জলেতে ভাসে।
যুবতী উমতি আউদড় কেশে
রহই পরশ আশে ॥

আধা কুন্তল লোটন পিঠে
সোণার কুণ্ডল কাণে।
মুখ মনোহর বুক পরিসর
কেনা কৈল নিরমাণে ॥

সজল বসন নিতম্ব লম্বন
আই কি হেরিনু যে।
কামের পটে রতির বিলাস
কতি মুরছিল সে ॥

সিংহের শাবক জিনিয়া মাঝা
উলটি কদলী উরু।
গোবিন্দদাস কহই বিসম
কামের কামান ভুরু ॥ ১।২০৯৭॥

বরাড়ী।

আর এক দিন গৌরাঙ্গসুন্দর
নাহিতে দেখিনু ঘাটে।
কোটি চাঁদ জিনি বদন সুন্দর
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
অঙ্গ ঢল ঢল কনক কষিল
অমল কমল-আঁখি।
নয়ানের শর ভাঙ ধনুবর
বিঁধয়ে কাম ধানুকী॥
কুটিল কুন্তল তাহে বিন্দু জল
মেঘে মুকুতার দাম।
জল-বিন্দু তনু হেমে মোতি জনু
হেরিয়া মূরছে কাম॥
মোছে নব অঙ্গ নিঙ্গারি কুন্তল
অরুণ বসন পরে।
বাসুঘোষে কয় হেন মনে লয়
রহিতে নারিবে ঘরে॥ ২ ॥ ২০৯৮॥

ভাটিয়ারি।

প্রেমের সাগর বয়ান কমল
লোচন খঞ্জন তারা।
কিয়ে শুভক্ষণ সর্ব্ব সুলক্ষণ
ভেটলু প্রাণ-পিয়ারা॥

গোরা-রূপ দেখিনু মোহন বেশ।
যার অনুভব সেই সে জানয়ে
না পায় আনে উদ্দেশ ॥ ধ্রু ॥

রূপের সদন ও চাঁদ-বদন
সরুয়া বসন রাঙ্গা।
রাঙ্গা কর-পদ জিনি কোকনদ
রহে অঙ্গ তিরিভাঙ্গা ॥

ভাবের আবেশে, ভাবিনী লালসে
অন্তর বাহির গোরা।
এ নয়নানন্দ ভাবে অনুবন্ধ
সতত ভাবে বিভোরা ॥ ৩ ॥২০৯৯॥

সুহই।

কি পেখলু গৌরকিশোর। সুরধুনী-তীরে উজোর ॥
সুঘড় ভকতগণ সঙ্গ করতহিঁ কত মত রঙ্গ ॥
মন্দ মধুর মৃদু হাস। কুন্দ-কুসুম পরকাশ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ-দণ্ড। জিতল করিবর-শুণ্ড ॥
অহনিশি ভাবে বিভোর। কুল-কামিনী-চিত-চোর ॥
মদন-মন্থর গতি-ভাতি। মুরছিত মনমথ-হাতী ॥
সো পদ-পঙ্কজ বাস। কহ কবি শেখর রায় ॥
॥ ৪ ॥ ২১০০ ।

ধানশী।

এক দিন ঘাটে জলে গিয়াছিলাম
কি রূপ দেখিনু গোরা।
কনক কষিল অঙ্গ নিরমল
প্রেম-রসে পহু ভোরা॥
সুন্দর বদন মদনমোহন
অপাঙ্গ-ইঙ্গিত-ছটা।
সুচারু কপোলে চন্দন-তিলক
তারা সনে বিধু ঘটা॥
মধুর অধরে ঈষত হাসিয়া
বলে আধ আধ বাণী।
হাসিতে খসয়ে মণি মোতিবর
দেখিতে ভুলয়ে প্রাণী॥
বাসুঘোষে কহে এমন নাগর
দেখি কে ধৈরজ ধরে।
ধন্য সে যুবতী ও রূপ দেখিয়া
কেমনে আছয়ে ঘরে॥৫॥২১০১॥

পঠমঞ্জরী।

যখন দেখিনু গোরাচাঁদে। তখনি পড়িনু প্রেম-ফাঁদে।
তনু মন তাহারে সোঁপিনু। কুল-ভয়ে তিলাঞ্জলি দিনু॥
গোরা বিনু না রহে জীবন। গৌরাঙ্গ হইল প্রাণ-ধন॥
ধৈরজ না বান্ধে মোর মনে। বাসুদেব ঘোষ রস জানে॥
॥ ৬ ॥২১০২॥

তথা রাগ।

গোরা-রূপ দেখিবারে মনে করি সাধ।
গৌর-পিরীতি খানি বড় পরমাদ ॥
কিবা নিশি দিশি কিছুই না জানি।
অনুক্ষণ পড়ে মনে গোরা গুণমণি ॥
গোরা গোরা করি মোর কি হৈল অন্তরে।
কিবা মন্ত্র কৈল গোরা নয়ানের শরে।
নিঝরে ঝরয়ে আঁখি প্রবোধ না মানে।
বড় পরমাদ প্রেম বাসু ঘোষ গানে ॥৭॥২১০৩॥

শ্রীরাগ।

আর শুনেছ　　আলো সই
　গোরা ভাবের কথা।
কোণের ভিতর　　কুল-বধূ
　কান্দে আকুল তথা ॥
হলুদ বাটিতে গোরা বসিনু যতনে।
হলুদ বরণ　　গোরাচাঁদ
　পড়ে গেল মনে।
কিসের রান্ধন　　কিসের বাড়ন
　কিসের হলুদ বাটা।
আঁখির জলে　　বুক ভিজিল
　ভেসে গেল পাটা ॥
উঠিল গৌরাঙ্গ ভাব সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারে খারে ॥

লোচন বলে আলো সই

কি বলিব আর ।

হয় নাই হবার নয় গোরা অবতার ॥৮॥২১০৪॥

তথা রাগ ।

গৃহ-কাজ করিতে তাহে থির নহে মন ।

চল দেখি যাইয়া গোরার ও চাঁদ-বদন ॥

কুলে দিনু তিলাঞ্জলি ছাড়ি সব আশ ।

তেজিনু সকল সুখ ভোজন-বিলাস ।

রজনী দিবস মোর মন ছন ছন ।

বাসু কহে গোরা বিনু না রহে জীবন ॥৯॥২১০৫॥

তথা রাগ

চল দেখি গিয়া গোরা অতি মনোহরে ।

অপরূপ রূপ গোরা নদীয়া নগরে ॥

ঢল ঢল কষিল কাঞ্চন জিনি অঙ্গ ।

কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ান-তরঙ্গ ॥

আজানুলম্বিত ভুজ কনকের স্তম্ভ ।

অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব ॥

মালতীর মালা গলে আপাদ দোলনি ।

কহে বাসু দিব গিয়া যৌবন নিছনি ॥১০॥২১০৬॥

তথা রাগ ।

সই চল দেখি গিয়া ।

কেমন রঙ্গে নাচে গোরা বিনোদিয়া ॥

পীত পিরীতিময় রূপের সাজনি।
পীত বসন রাঙ্গা ডোরের দোলনি॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন গলে নব বনমালে।
কত ফুলশর ধায় অলিকুল জালে॥
ভাবের আবেশে পুলকের নাহি ওর।
অনুরাগে অরুণ নয়নে বহে লোর॥
সাত পাঁচ করে প্রাণ ধরিতে নারি হিয়া।
হেন মনে করে সাধ পরশি ধাইয়া।
নদীয়ার কুল-বধূ গেল কুল-লাজে।
নিশ্বাস ছাড়িতে নাহি সবার সমাজে॥
কহয়ে নয়নানন্দ আছয়ে উপায়।
সুরধুনী-তীরে যাই দেখিবে গোরায়॥১১॥২১০৭॥

নাটিকা।

নদীয়া-নাগরী সারি সারি সারি
চলিলা গঙ্গার ঘাটে।
হেন রূপ-ছটা যেন বিধু-ঘটা
গগন ছাড়িয়া বাটে॥

শচীর নন্দন করয়ে নর্ত্তন
সঙ্গে পারিষদ লৈয়া।
দেখিবার তরে সুরধুনী-তীরে
আইলা আকুল হৈয়া॥

কারু— গলিত অম্বর তাহা না সম্বর
কাহার খসিল বেণী।
যেন— চিত্রের পুতলী রহে সবে মেলি
দেখে গৌর গুণমণি॥
ও রূপ-মাধুরী দেখিয়া নাগরী
সবাই বিভোর হৈয়া।
অঙ্গ-পরিমলে হইয়া চঞ্চলে
পড়িতে চাহে উড়িয়া॥
কেহো ভাব-ভরে পড়ে কারু কোরে
নয়নে বহয়ে ধারা।
কাহার পুলক অঙ্গে পরতেক
কেহ মুরছিত পারা॥
লোচন কহয়ে গেল কুল-ভয়ে
লাজের মাথায় বাজ।
ধৈর্য্য ধর্ম্ম আদি সকল বিনাশি
নাচে গোরা নট-রাজ॥ ১২ ॥ ২১০৮॥

বরাড়ী।

নাচয়ে গৌরাঙ্গ গদাধর-মুখ চাঞা।
অন্তরে পরশ রস উপলিল হিয়া॥
দুহুঁ মুখ নিরখিতে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহু ভেল রস-নিধি অমিয়া চকোর॥
বুকে বুকে মিলি দুহুঁ করলহি কোর।
কাঁপি পুলক দুহুঁ ঝাঁপই লোর॥

তনু মন বাণী দুহুঁ একই পরাণ।
প্রতি অঙ্গে পিরীতি অমিয়া নিরমাণ॥
পণ্ডিতে মণ্ডিত ভেল নট-রাজ।
দূর সঞে দেখে নাগরী-সমাজ॥
নদীয়া-নাগরীগণ বুঝিল মরমে।
যার পরসাদে পাই প্রেম রতনে॥
গদাধর-প্রেম-বশ গৌর রসিয়া।
কহয়ে নয়নানন্দ এ রসে ভাসিয়া॥১৩॥২১০৯॥

তথা রাগ।

গৌর বরণ তনু সুন্দর সুখময়
সদয়-হৃদয় রসাল রে।
কুন্দ করবীর গাঁথন থরে থরে
দোলনী বনি বন-মাল রে॥

গৌর বামে বর প্রিয় গদাধর
নিগূঢ় রস পরকাশ রে।
রাস-মণ্ডল ঐছে ভাসল
প্রেমে গদ গদ ভাষ রে॥

নদীয়া নগরে চাঁদ কত কত
দূরে গেও আন্ধিয়ার রে।
কতহুঁ উয়ল দীপ নিরমল
ইথেহুঁ লখই না পার রে॥

গৌর গদাধর প্রেম-সরোবর
উথলি মহীতল পূর রে।
দাস যদুনাথ বিধি বিড়ম্বিত
পরশ না পাইয়া ঝুর রে ॥১৪॥২১১০॥

তথা রাগ।

কান্দয়ে মহাপ্রভু গদাধর সঙ্গে।
পহিলহি পূরুব পিরীতি-পরসঙ্গে ॥
সোঙরি সে সব সুখ নিকুঞ্জ-কাননে।
উপজল দুহুঁ প্রেম-ভাব মনে মনে ॥
সুগন্ধি চন্দন মালা তুলসী দূর্ব্বা লইয়া।
দুহুঁ দুহুঁ সম্ভাষণে মিলিল আসিয়া ॥
হাসি হাসি পরশি পরশি করু কোর।
দুহুঁ রসে ভাসল না বুঝিনু ওর ॥
না জানি পুরুষ নারী না জানি ভকত।
দোঁহার আবেশে তিন লোক উনমত ॥
কহয়ে নয়নানন্দ নিগূঢ় বিচারি।
অমিয়া-পুতলী যেন অমিয়া-আকারি ॥১৫॥২১১১॥

কেদার।

গৌর গদাধর দুহুঁ তনু সুন্দর
অপরূপ প্রেম বিথার।
দুহুঁ দুহুঁ হরষে পরশে সব বিলসয়ে
অমিয়া বরিখে অনিবার ॥

দেখ দেখ অপরূপ দুহুঁ জন লেহ।
কো অছু ভাব প্রেমময় চাতুরালী
মজিয়া পাওব থেহ॥
করে করে নয়নে নয়নে যোই মাধুরী
সো সব কি বুঝব হাম।
অপরূপ রূপ হেরি তনু চমকিত
অখিল ভুবনে অনুপাম॥
অমিয়া-পুতলী কিয়ে রসময় মূরতি
কিয়ে দুহুঁ প্রেম আকার।
হেরইতে জগ-জন তনু মন ভুলয়ে
যদু কিয়ে পাওব পার॥১৬॥২১১২॥

তথা রাগ।

দেখ দেখ গোরাচাঁদ নদীয়া নগরে।
গদাধর সঙ্গে রঙ্গে সদাই বিহরে॥
বামে গদাধর দক্ষিণে নরহরি।
সুরধুনী-তীরে দুহুঁ নাচে ফিরি ফিরি॥
কিবা সে বিনোদ বেশ বিনোদ চাতুরী।
বিনোদ রূপের ছটা বিনোদ মাধুরী॥
দেখিতে দেখিতে হিয়ায় সাধ লাগে হেন।
নয়ান-অঞ্জন করি সদা রাখি যেন॥
কহয়ে জগদানন্দ গোরা প্রেম কথা।
সোঙরিতে হৃদয় উথলি যায় তথা॥১৭॥২১১৩॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং ঊনবিংশ পল্লবঃ।

অথ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য মহিম-বর্ণনং যথা ।

ভাটিয়ারি ।

গৌরাঙ্গ পতিত-পাবন-অবতারী ।
কলি-ভুজঙ্গম দেখি হরি-নামে জীব রাখি
আপনি হইলা ধন্বন্তরি ॥

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য অবনী করিলা ধন্য
পতিত-পাবন যার বানা ।
পুরবে রাধার ভাবে গৌরাঙ্গ হইলা এবে
নিজ-রূপ ধরি কাঁচা সোণা ॥

গদাধর আদি যত মহামহাভাগবত
তারা সব গোরা গুণ গায় ।
অখিল ভুবনপতি গোলোকে যাহার স্থিতি
হরি বলি অবনী লোটায় ॥

সোঙরি পূরব গুণ মুরছয়ে পুন পুন
পরশে ধরণী উলসিত ।
চরণ-কমল কিবা নখর উজোর শোভা
গোবিন্দদাস বঞ্চিত ॥১॥২১১৪॥

মল্লার ।

গোরা গুণ গাও গাও শুনি ।
অনেক পুণ্যের ফলে সো পহু মিলায়ল
প্রেম-পরশ-রস-মণি । ধ্রু॥

অখিল জীবের এ শোক-সায়র
শোষয়ে নয়ান-নিমিষে।
ও প্রেম-নবলেশ পরশ না পাইলে
পরাণ জুড়াইবে কিসে ॥
অরুণ নয়ান বরুণ-আলয়
করুণাময় নিরীখণে।
মধুর আলাপনে আখরে আখরে
পাঁজরে পাতিয়া লিখনে ॥
প্রেমে ঢল ঢল পুলকে পূরল
আপাদমস্তক তনু।
বাসুদেব কহে সহস্র-ধারা বহে
সুমেরু সিঞ্চিত জনু ॥২॥২১১৫॥

তথা রাগ।

পহু মোর গৌরাঙ্গ রায়।
শিব শুক বিরিঞ্চি যার মহিমা গুণ গায় ॥
কমলা যাহার ভাবে সদাই আকুলি।
সেই পহু বাহু তুলি কান্দে হরি বলি ॥
যে অঙ্গ হেরি অনঙ্গ ভেল কাম।
সো অব কীর্ত্তন-ধূলি-ধূসর অবিরাম ॥
খেণে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া।
গদাধর নরহরি রহে মুখ চাঞা ॥
পূরব নিবিড় প্রেম পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে কেনা বুঝে ও না রঙ্গ ॥৩॥২১১৬॥

ধানশী।

গৌর গোবিন্দ গুণ শুন হে রসিক জন
বিষ্ণু মহাবিষ্ণু পর পহু।
যার পদ-নখ-দ্যুতি পরমব্রহ্মের স্থিতি
সুর-মুনিগণের প্রাণ তুহুঁ॥

অন্তরে বরণ ভিন বাহিরে গৌর চিন
শ্রীরাধার অঙ্গ-কান্তি রাজে।
শতদল কমল হেন কর্ণিকার মাঝে যেন
বিহরই চারিদ্বারী সাজে॥

গোলোকে বৈকুণ্ঠ আর শ্বেতদ্বীপ নাম সার
আনন্দ অপর এক নাম।
বাসুদেব সঙ্কর্ষণে প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ সনে
চারি দিগে সাজে চারি ধাম।

ক্ষীরোদ-সাগর-জলে ভুজঙ্গ-রাজের কোলে
যোগ-নিদ্রা অবলম্বি লীলা।
তাহে সব অবতরি শ্বেত-দ্বীপ অধিকারী
অনন্ত নিত্যানন্দ খেলা॥

সহস্র মুকুট সনে সহস্র সহস্র কাণে
দুলিয়া দুলিয়া পড়ে মুখে।
সৃজি দুই জিহ্বায় গৌরচন্দ্র-গুণ গায়
পাদ-পদ্ম মহালক্ষ্মী-বুকে॥

দশশত ফণি-মণি মুকুটের সাজনি
শেষ-অঙ্গে ধরে নানা জ্যোতি।
কত কত পারিষদে সনক-সনন্দানন্দে
দেব ঋষিগণে করে স্তুতি॥

যার এক লোম-কূপে কতেক ব্রহ্ম-স্বরূপে
নানা মতে সৃজে সব প্রজা।
রাম আদি অবতার অংশে পরকাশ যার
সে সব ব্রহ্মাণ্ডের যেহো রাজা।

এ হেন অনন্ত লীলা মায়ায় কত সৃজিলা
শ্রীরাধিকার কটাক্ষ-বাণ-তৃণে॥
ব্রহ্মাণ্ড উপরি ধাম শ্রীবৃন্দাবন নাম
গুণ-গান করে বৃন্দাবনে॥৪॥২১১৭॥

তথা রাগ।

সনকাদি মুনিগণে চাহি বুলে দেবগণে
বিরিঞ্চি ধেয়ানে নাহি পায়।
দিগম্বর পশুপতি ভ্রমি বুলে দিবারাতি
পঞ্চমুখে যার গুণ গায়॥

যার পদ-ধৌত হৈতে, শুচি কৈল তিন লোকে
হর-শিরে জটার ভূষণ।
সো পহু নদীয়াপুরে অবতরি শচী-ঘরে
সঙ্গে লৈয়া পারিষদগণ॥

দেখি শচীনন্দন জীব সচেতন
প্রকাশিলা নাম-সংকীর্ত্তন।
বিষয়ী যবন যত তারা হৈল উনমত
না হইল পড়ুয়া অধম॥
প্রেম-জল মহাবন্যা পৃথিবী করিল ধন্যা
ত্রিভুবন চলিল বাহিয়া।
তার্কিক পাষণ্ডী যত পলাইল হৈয়া ভীত
অভিমান-নৌকায় চড়িয়া॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ তাঁর পাদ-মকরন্দ
যে জন করয়ে তাঁর আশ।
তাহার চরণ-ধূলি তাহে মোর স্নান কেলি
দুখিয়া শেখর তাঁর দাস॥৫॥২১১৮॥

ধানশী।

শ্যাম গৌর বরণ একু দেহ।
পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ॥
সৌরভে আগোর মুরতি রস-সার।
পাকল ভেল জম্বু ফল সহকার॥
গোপ-জনম পুন দ্বিজ-অবতার।
নিগম না জানয়ে নিগূঢ় বিহার॥
প্রকট করিল হরি-নাম-বাখান।
নারী পুরুষ মুখে না শুনিয়ে আন॥
শ্রীরঘুনন্দন-চরণ করি সার।
কহ কবি শেখর গতি নাহি আর॥৬॥২১১৯॥

বিভাষ।

ক্ষীরনিধি-জল মাঝে আছিলা শয়নে শেজে
নিত্যানন্দ গদাধর সঙ্গে।
অদ্বৈত-পিরীতি বশে আইলা কীর্ত্তন-রসে
হরি-ভক্তি বিলাইতে রঙ্গে॥

অবতরি রঘুকুলে সিন্ধু বান্ধি গিরি-মূলে
দশ-কন্ধ করিলা সংহার।
বধিলা রাক্ষসকুলে আপনার বাহু-বলে
শ্রীরাম লক্ষ্মণ অবতার॥

যদু-সিংহ অবতারে গোকুল মথুরাপুরে
কত কত করিলা বিহার।
মোহিয়া গোপীর মন বিলাইয়া প্রেম-ধন
কানাই বলাই অবতার॥

সব যুগ অবশেষে কলিযুগ পরবেশে
ধন্য ধন্য নবদ্বীপ স্থান।
জয় জয় মঙ্গল-ধ্বনি ত্রিভুবন ভরি শুনি
করিবারে পতিতের ত্রাণ॥

যুগে যুগে অবতার হরিতে ক্ষিতির ভার
পাপ পাষণ্ডী নাহি মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস গুণ গানে॥৭॥২১২০॥

"গৌরবর তনু সুন্দর সুখময়" ইত্যাদি পদমত্র জ্ঞেয়ং।

ধানশী।

অপরূপ চাঁদ উদয় নদীয়াপুরে
তিমির না রহে ত্রিভুবনে।
অবনীতে অখিল জীবের শোক নাশল
নিগম নিগূঢ় প্রেম-দানে॥

আরে মোর গৌরাঙ্গসুন্দর রায়।
ভকত-হৃদয়- কুমুদ পরকাশল
অকিঞ্চন-জীবের উপায়॥

শেষ শঙ্কর নারদ চতুরানন
নিরবধি যার গুণ গায়।
সো পহু নিরুপম নিজ-গুণ শুনইতে
আনন্দে ধরণী লোটায়॥

অরুণ নয়নে বরুণ-আলয়
বহয়ে প্রেম-সুধাজল।
যদুনাথ দাস বলে যেন সোণার কমলে
প্রসবিছে মুকুতার ফল॥৮॥১১২১॥

ত্রিরোতা।

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
নদীয়ানগরে দণ্ড-কমণ্ডলু-কর॥

কেহো বলে পূরবে রাবণ বধিলা।
গোলোকের বৈভব লীলা প্রকাশিলা॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
হরেকৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার॥
বাসুদেব ঘোষ বলে করি যোড় হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ॥
॥৯॥২১২২॥

শ্রীরাগ।

শিব বিরিঞ্চি যারে ধ্যানে নাহি পায়।
সহস্র-আননে শেষ যার গুণ গায়॥
যার পাদ-পদ্ম লক্ষ্মী করয়ে সেবন।
দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে করয়ে চিন্তন॥
ত্রেতায় জনম যার দশরথ ঘরে।
যাহার বিলাস সদা গোকুল নগরে॥
গোপীগণ ঠেকিল যাহার প্রেম-ফান্দে।
পতিতের গলা ধরি সে বা কেনে কান্দে॥
অপরূপ এবে নবদ্বীপের বিলাস।
হেরিয়া মুগধ ভেল বৃন্দাবন দাস॥১০॥২১২৩॥

পুনঃ প্রকারান্তরং যথা।

মঙ্গল।

অখিল ভুবন ভরি হরি-রস-বাদর
বরিখয়ে চৈতন্য-মেঘে।
ভকত-চাতক যত পিবি পিবি অবিরত
অনুক্ষণ প্রেম-ধন মাগে॥

ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথি মেঘের জনম তথি
সেই মেঘে করিল বাদর।
উচা নীচা যত ছিল প্রেম-জলে ভাসাওল
গোরা বড় দয়ার সাগর॥

জীবেরে করিয়া যন্ত্র হরি-নাম মহামন্ত্র
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুর্গতি যত তারা হৈল ভাগবত
বাড়িল গৌরাঙ্গ-ঠাকুরালি॥

জগাই মাধাই ছিল তারা প্রেমে উদ্ধরিল
হেন জীবে বিলাওল দয়া।
দাস সদানন্দ বলে কেনে রহিনু মায়া-জালে
প্রভু মোরে দেহ পদ-ছায়া॥১১।২১২৪॥

মল্লার।

হের দেখ অপরূপ গোরাচাঁদের চরিত
কে তাহে উপমা দিবে।
প্রেমে ছল ছল নয়ানযুগল
ভকতি যাচয়ে সবে॥

সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ গমন জিতি মাতঙ্গ
রূপ জিনি কত কোটি কাম।
না জানি কি ভাবে আপাদমস্তক
পুলক জপয়ে শ্যাম-শ্যাম॥

গৌর-বরণ সুধাময় তনু
কিরণ ঠামহি ঠাম।
ভকত হেরি হেরি সঘান দয়া করি
যাচত মধুর হরিনাম॥
গোবিন্দদাসক চিত উনমত
দেখিয়া ও মুখ-চাঁদে।
মায়ের স্তন ছাড়ি দুধের বালক
গোরা গোরা বলি কান্দে॥১২॥২১২৫॥

কামোদ।

নবদ্বীপ-গগনে উয়ল দিন রাতি।
ঘন-রসে সিঁচল স্থলচর জাতি॥
দেখ দেখ গৌর জলদ-অবতার।
বরিখয়ে প্রেম-অমিয়া অনিবার॥
তদবধি জগ ভরি দুরদিন ডোর।
হরি রসে ডগমগ জগ-জন ভোর॥
নাচত উনমত ভকত-ময়ূর।
অভকত-ভেক রোয়ত জলে বূর॥
ভকতি-লতা তিন ভুবনে বেয়াপ।
উত্তম অধম প্রেম-ফল সব পাব॥
কীর্ত্তন-কুলিশে যোগ বনচারী।
জ্ঞান গেও ঘন-গরজে বিদারি॥
চিত-বিল-নিকষিল করম-ভুজঙ্গ।
নিরখিল কলি-মদ-দহন-তরঙ্গ॥

তাপিত চাতক তিরপিত ভেল।
দশ দিশ সবহুঁ নদীয়া বহি গেল॥
ডুবল অবনী কাহাঁ নাহি ঠাম।
সংসার বাঁচল রহু দাস বলরাম॥১৩॥২১২৬॥

দেশাগ।

কলি-কবলিত কল্মষ-জারিত
দেখিয়া জীবের দুখ।
করল উদয় হইয়া সদয়
ছাড়িয়া গোকুল-সুখ॥
দেখ গৌর গুণের সীমা।
দীন হীন পাইয়া দিছেন যাচিয়া
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত প্রেমা॥১৪॥২১২৭॥

ধানশী।

গৌরাঙ্গ রসের নদী প্রেমের তরঙ্গ।
উথলিয়া যাইছে ধারা কভু নহে ভঙ্গ॥
অভিরাম সারঙ্গ তার তট দুই খানি।
অচ্যুতানন্দ তাহে প্রেমের ঘুরণী॥
স্রোত বহি যায় তাহে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ।
ডুবারী কাণ্ডারী তাহে প্রভু নিত্যানন্দ॥
প্রেম-জলচর শ্রীবাসাদি গদাধর।
স্বরূপ শ্রীরূপ তেঁহ প্রেমের মকর॥
থাকুক ডুবিবার কাজ পরশ না পাইয়া।
দুখিয়া শেখর কান্দে ফুকার করিয়া॥১৫॥২১২৮॥

তুড়ী।

হাটের পত্তন শ্রীশচীনন্দন
করল পাইয়া সুখ।
হাটের ঠাকুর নিতাই সুন্দর
খণ্ডিল জীবের দুখ॥
দেখ হাট মনোহর রঙ্গ।
নরহরি দাস হাটের বিশ্বাস
শ্রীনিবাস তার সঙ্গ॥ ধ্রু॥
আর অদভুত ঠাকুর অদ্বৈত
মুন্‌সী হাটের মাঝ।
হরিদাস আদি ফিরে হাট সাধি
রামানন্দ সত্যরাজ॥
করতাল যত বাদ্য বাজে কত
মৃদঙ্গ তাহার ঢোল।
হাট কলরব নৃত্যগীত সব
ঘন ঘন হরিবোল॥
প্রেমের পসার লৈয়া গদাধর
সঙ্গে পসারিগণ।
রায় রামানন্দ মুরারি মুকুন্দ
বাসুদেব সুলোচন॥
সনাতন রূপ পণ্ডিত স্বরূপ
দামোদর যার নাম।
বসু রামানন্দ সেন শিবানন্দ
বক্রেশ্বর গুণধাম॥

পণ্ডিত শঙ্কর আর কাশীশ্বর
মুকুন্দ মাধব দাস।
রঘুনাথ আদি গুণের অবধি
পূরল মনের আশ॥
কত নাম নিব পসারী এ সব
পসার লইয়া কাছে।
পসার ভূষণ পুলক রোদন
মহাভাব আদি আছে॥
হাটের হাটুয়া ভকত নাটুয়া
পসারি-মহিমা জানি।
দৈন্য-দান দিয়া সে প্রেম আনিয়া
সদা করে বিকি কিনি॥
হাটের কোটাল ঠাকুর গোপাল
দান ঘাটী গোপীনাথ।
হাটের পালন শ্রীরঘুনন্দন
করেন সুন্দর সাথ॥
দিবা রাতি নাই বাজারে সদাই
যে যায় সে প্রেম পায়।
প্রেমের পসার করল বিথার
শচীর দুলাল রায়॥
ভাঙ্গিল আকাল মাতিল কাঙ্গাল
খাইয়া ভরল পেট।
দেখিয়া শমন করয়ে ভাবন
বদন করিয়া হেট॥

জরা মৃত্যু নাই আনন্দ সদাই
শোক ভয় নাহি হয়।
আশা ঝুলি করি শেখর ভিখারী
বাজারে মাগিয়া খায়॥১৬॥২১২৯॥

ইক্ষুশাল-রূপেণ সপারিষদশ্রীগৌরাঙ্গস্য মহিম-বর্ণনং যথা।

বিশ্বম্ভর গাছ তার কাতুরী গদাধর।
নিত্যানন্দ জাঠি তার ফিরে নিরন্তর॥
অভিরাম সারঙ্গ তায় বলদ এক জুড়ি।
চালায় সরকার ঠাকুর হাতে প্রেম নড়ি॥
গুণ-বান্ধা গায়ন বায়ন সব ফিরে।
হরিনাম-ইক্ষুরস দর দরাইতে পড়ে॥
যে পায় সে খায় রস কেহো না ফেলয়।
যত তত খায় তবু পেঠ না ভরয়॥
রূপ সনাতন তাহে রসের যাড়ুই।
নানা মতে করে পাক যার যে রুচই॥
গৌরীদাস পণ্ডিত হৈলা প্রেমের ভাণ্ডারী।
বিনি মূলে দেয় রস গাগরী গাগরী॥
পাপিয়া শেখর তাহে রসের কাঙ্গাল।
মাগিয়া যাচিয়া শালে খায় সর্ব্বকাল॥১৭॥২১৩০॥

তথা রাগ।

সব অবতার সার গোরা অবতার।
এমন করুণা কভু না দেখিয়ে আর॥

দীন হীন অধম পতিত জনে জনে।
যাচিয়া যাচিয়া প্রভু দিলা প্রেম-ধনে॥
এমন দয়ার নিধি যেবা না ভজিল।
আপনার হাতে তুলি গরল খাইল॥
যে জন বঞ্চিত হৈল হেন অবতারে।
কোটি কলপে তার নাহিক উধারে॥
মুঞি সে অধম হেন প্রভু না ভজিয়া।
কহে বলরাম এবে মরিনু পুড়িয়া॥১৮॥২১৩১॥

কামোদ।

গোরা-অবতারে যার না হৈল ভকতি-রস
আর তার না দেখি উপায়।
রবির কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায়॥
ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে ভাই দয়ার ঠাকুর নাই
গোরা বড় পতিত-পাবন॥
হেম-জলদ কিয়ে প্রেম-সরোবর
করুণা-সিন্ধু অবতার।
হেন অবতার পাইয়া যে জন শীতল নহে
কি জানি কেমন মন তার।
ভব তরিবারে হরি- নাম-মন্ত্র ভেলা করি
আপনে গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে কেবা উদ্ধারিবে তারে
পরমানন্দের পরিহার॥১৯॥২১৩২॥

শ্রীরাগ ।

কে যাবে কে যাবে ভাই ভব-সিন্ধু পার ।
ধন্য কলিযুগের চৈতন্য-অবতার ॥
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয় ।
জড় অন্ধ অন্তর অবধি পার হয় ॥
হরির নামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী ।
সংকীর্ত্তন-কেরোয়াল দুই বাহু পসারি ॥
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে ।
পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে ॥২০॥২১৩৭॥

তথা রাগ ।

কলি-ঘোর-তিমিরে গরাসল জগ-জন
ধরম করম রহু দূর ।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥

ভাই রে ভাই গোরা-গুণ কহনে না যায় ।
কত শত-আনন কত চতুরানন
বরণিয়া ওর না পায় ॥

চারি বেদ ষড় দরশন পড়িয়া যে
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে ।
কিবা তার অধ্যয়ন লোচন-বিহীন যেন
দরপণে কিবা তার কাজে ॥

বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভণে সেই সে সকল জানে
সর্ব্ব সিদ্ধি করতলে তার ॥২১॥২১৩৪॥

ধানশী।

গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন-সম্পদ
সে জানে ভকতি রস-সার।
গৌরাঙ্গ-মধুর-লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥

যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তার মুঞি যাউঁ বলিহারি।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভজন-অধিকারী॥

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্য-সিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত-পাশ।
শ্রীগৌড়-মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয়ে ব্রজ-ভূমে বাস॥

গৌর-প্রেম-রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধা-মাধব-অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥২২॥২১৩৫॥

ভাটিয়ারি।

নাহি নাহি রে গৌরাঙ্গ বিনে
 দয়ার ঠাকুর নাহি আর।
কৃপাময় গুণ-নিধি সব মনোরথ সিদ্ধি
 পূর্ণ পূর্ণ অবতার॥
রাম আদি অবতারে ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে
 অসুরেরে করিলা সংহার।
এবে অস্ত্র না ধরিলা কারু প্রাণে না মারিলা
 মন-শুদ্ধি করিলা সবার॥
কলি-কবলিত যত জীব সব মূরছিত
 নাহি মন্ত্র-ঔষধির তন্ত্র।
তনু অতি ক্ষীণ প্রাণী দেখি মৃত-সঞ্জীবনী
 প্রকাশিলা হরিনাম-মন্ত্র॥
এ হেন করুণা তার পাষাণ হৃদয় যার
 সে না হৈল মণির সোসর।
দেবকীনন্দন ভণে হেন প্রভু যে না মানে
 সে ভাড়িয়া গড়িয়া শূকর॥ ২৩॥ ২১৩৬॥

শ্রীরাগ।

বড় অবতার ভাই বড় অবতার।
পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার॥
বড় অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা।
রাজা হৈয়া কান্ধে করে বৈষ্ণবের দোলা॥
হেন অবতারের উপমা দিতে নারি।
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারী॥

সর্ব্ব লোক ছাড়ে যারে অপরশ বলি ।
দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি ॥
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম ।
হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম ।২৪॥২১৩৭॥

মঙ্গল ।

আপাদ মস্তক প্রেম-ধারা বরিখত
চৌদিগে ঝলকত কিরণে ।
মত্ত গজেন্দ্র জিনি গমন ঢুলাবনী
চাঁদ উদয় করু চরণে ॥

কেমন বিধাতা সে গৌরাঙ্গ চাঁদের দে
গড়িল আপন তনু দাঁড়িয়া ।
কেমন কেমন তার কাষ্ঠ-পাষাণ-হিয়া
তখনি না গেল কেনে গলিয়া ॥

আমার গৌরাঙ্গের গুণে দারু পাষাণ কিবা
গলিয়া গলিয়া পড়ে অবনী ।
অরণ্যের মৃগ পাখী ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে
নাহি কান্দে হেন নাহি পরাণী ॥

যেমন তেমন কুলে জনম হউক মোর
যেমন তেমন দেহ পাইয়া ।
অনন্ত দাসের মন ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ
দেশে দেশে ফিরি যেন গাইয়া ॥২৫॥২১৩৮॥

মঙ্গল।

জলের জীব কান্দে　　　দেখিয়া প্রতিবিম্ব
　　কাননে কান্দয়ে পশু পাখী।
তরুয়া পুলকিত　　　পাষাণ দরবিত
　　শুনিয়া অন্ধ কান্দে ডাকি ডাকি॥
　　অপরূপ গোরাচাঁদের দেহ।
অসীম অনুভব　　　এক মুখে কি কহব
　　মনে যে মুখে না আইসে সেহ॥
কুলের কুল-বধূ　　　ফুকরি সেহ কান্দে
　　বধির জড় কান্দে ধান্দে।
মায়ের স্তন ছাড়ি　　　দুধের বালক
　　না জানি কিবা লাগি কান্দে॥
এমন অবতার　　　হবেক নাহি আর
　　কেবল করুণার সিন্ধু।
পতিত মূঢ় জড়　　　অজড় উদ্ধারিল
　　কেবল বঞ্চিত ভেল যদু॥ ২৬॥ ২১৩৯॥

সুহই।

না জানি কি জানি মোর ভেল।
ভাবিতে গৌরাঙ্গ-গুণ তনু মোর গেল॥
গোরা-গুণ সোঙরিয়া কান্দে বৃক্ষ লতা।
গুণ সোঙরিয়া কান্দে বনের দেবতা॥
গোরা-গুণ সোঙরিয়া গলয়ে পাথরে।
গুণ সোঙরিয়া কেহো নাহি রহে ঘরে॥

বাসুদেব ঘোষ গুণ সোঙরিয়া কান্দে।
পশু পাখী কান্দে গুণে স্থির নাহি বান্ধে॥১৭॥২১৪০

বরাড়ী।

আরে মোর রসময় গৌরকিশোর।
এ তিন ভুবনে নাহি এমন নাগর॥
কুলবতী সতী রূপ দেখিয়া মোহিত।
গুণ শুনি তরুলতা হয় পুলকিত॥
শিলা তরু গলি যায় খগ মৃগ কান্দে।
নগরের নাগরী বুক স্থির নাহি বান্ধে॥
সুর সিদ্ধ মুনির মন করে উচাটন।
বাসুঘোষ কহে গোরা পতিত-পাবন॥২৮॥২১৪১

সুহই।

বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে।
শিব-বিরিঞ্চি- অগোচর প্রেম-ধন
যাচিয়া বিলায় জগ-জনে॥
করুণার সাগর গৌর-অবতার
নিছনি লইয়া মরি।
কে জানে কিবা সে মাধুরী প্রাণ
কান্দে পাসরিতে নারি॥
পামর পাষণ্ড আদি দীন হীন খল-জাতি
গুণ শুনি কান্দে জগ-জন।
অগেয়ান পশু পাখী তারা কান্দে ঝরে আঁখি
কি দিয়া বান্ধিল সবার মন॥

রাজা ছাড়ে রাজ্য-ভোগ, যোগী ছাড়ে ধ্যান যোগ
জ্ঞানী কান্দে ছাড়ি জ্ঞান-রস।
কিবা বলরাম-হিয়া গড়িলা পাষাণ দিয়া
হেন রস না কৈল পরশ ॥ ২৯ ॥ ২১৪২ ॥

তথা রাগ।

পতিত হেরিয়া কান্দে স্থির নাহি বান্ধে
করুণ নয়ানে চায়।
নিরুপম হেম জিনি উজোর গোরা-তনু
অবনী ঘন গড়ি যায় ॥
গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।
ও রূপ-মাধুরী পিরীতি-চাতুরী
তিল আধ পাসরিতে নারি ॥
বরণ-আশ্রম কিঞ্চন অকিঞ্চন
কার কোন দোষ নাহি মানে ॥
কমলা-শিব-বিধি- দুর্লভ প্রেম-ধন
দান করয়ে জগ-জনে ॥
ঐছন সদয়- হৃদয় রসময়
গৌর ভেল পরকাশ।
প্রেম-ধনের ধনী কয়ল অবনী
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥ ৩০ ॥ ২১৪৩ ॥

তথা রাগ।

কুন্দন কনয়া কলেবর-কাঁতি।
প্রতিঅঙ্গে অবিরল পুলক-পাঁতি ॥

প্রেম-ভরে ঝর ঝর লোচনে চায়।
কতহুঁ মন্দাকিনী তহিঁ বহি যায়॥
দেখ দেখ গোরা গুণমণি।
করুণায় কো বিহি মিলায়ল আনি॥
জাপিয়া জপায়ে মধুর নিজ নাম।
গাইয়া গাওয়ায়ে আপন গুণ-গান॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ।
কভিহুঁ না পেখলু ঐছন পরবন্ধ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি সবারে দেই কোর॥
ভাসল প্রেমে অখিল নর নারী।
গোবিন্দ দাস কহে যাউঁ বলিহারি॥ ১১।২১৪৪॥

সিন্ধুড়া।

কলি-তিমিরাকুল অখিল জীব হেরি
বদন-চাঁদ পরকাশ।
লোচন-প্রেম- সুধারস-বরিখণে
জগ-জন-তাপ বিনাশ॥
গৌরাঙ্গ করুণা-সিন্ধু অবতার।
নিজ-গুণে গাঁথিয়া নাম-চিন্তামণি
জগ-জনে পরায়লি হার॥ ধ্রু॥
ভকত-কল্পতরু অন্তরে অন্তরু
রোপলি ঠামহি ঠাম।
তছু পদ-তলে অবলম্বই পন্থিক
পূরল নিজ নিজ কাম॥

ভাব-গজেন্দ্র চড়ায়ল অকিঞ্চনে
ঐছন পহুক বিলাস।
সংসার-কাল-কূট- বিষে তনু দগধল
একলি গোবিন্দদাস ॥ ৩২ ॥ ২১৪৫ ॥

গান্ধার।

জাম্বুনদ-তনু বদন-অম্বুজ
সঘনে হরি হরি বোল।
নয়ান-অম্বুজে বহই সুরধুনী
কম্বু-কন্ধরে দোল ॥
দেখ দেখ গৌর বর দ্বিজ-রাজ।
সঙ্গে সহচর সুঘড়-শেখর
উয়ল নবদ্বীপ মাঝ ॥ ধ্রু ॥
তরুণ প্রেম-ভরে দিন রাতি নাচত
অরুণ চরণ অথির।
করুণ দিঠি-জলে এ মহী ভাসল
নিলয় বরুণ গভীর ॥
কবহুঁ নাচত কবহুঁ গাওত
কবহুঁ গদ গদ ভাষ।
অখিল জগ-জনে প্রেমে পূরল
বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥ ৩৩ । ২১৪৬ ॥

তুড়ী।

পতিত দুর্গত দেখি আঁখিযুগল রে
কত ধারা বহে প্রেম-জলে।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উপদেশ করাইয়া
তুমি আমার আমি তোমার বলে ॥

করুণা শুনিতে প্রাণ কান্দে।
তাপিত ত্রিজগত প্রেম-জলে সিঞ্চিত
শীতল করল গোরাচাঁদে ॥ ধ্রু ॥
খোল করতাল পঞ্চম রসাল
অবনী করল ধনি।
গোলোক-গোকুল- বৈভব লইয়া
আইলা পরশ-মণি ॥ ৩৪ ॥ ২২৪৭ ॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং ত্রিংশ পল্লবঃ।

অথ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য সন্ন্যাস-করণ-বিরহাদি-বর্ণনং যথা ॥

সুহই।

কি জানি কি হবে গিয়া দিন দুই চারি।
ধক ধক করে সদা পরাণ হামারি ॥
অবিরত লোরে নয়নযুগ ঝাঁপি।
দক্ষিণ অঙ্গ মোর অবিরত কাঁপি ॥
লাখে লাখে অমঙ্গল তাহা নাহি মানি।
গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ মোর পাছে হয় জানি ॥১॥২২৪৮॥

বিভাষ।

শয়ন-মন্দিরে গৌরাঙ্গসুন্দর
উঠিল রজনী-শেষে।
মনে দৃঢ় আশ করিব সন্ন্যাস
যুচাব এ সব বেশে ॥

ঐছন ভাবিয়া মন্দির তেজিয়া
আইলা সুরধুনী-তীরে।
দুই কর যুড়ি নমস্কার করি
পরশ করিল নীরে॥

গঙ্গা পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি
কাঞ্চননগর-পথে॥
করিলা গমন শুনি সব জন
বজর পড়িল মাথে॥

পাষাণ সমান হৃদয় কঠিন
সেহো শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে গলয়ে পাথরে
এ দাস লোচন গায়॥ ২ ॥ ২১৫৯ ॥

সিন্ধুড়া।

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায়ে হাত।
প্রভু না দেখিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
শিরে মারে করাঘাত॥

এ মোর প্রভুর সোণার নূপুর
গলায় সোণার হার।
এ সব দেখিয়া মরিব ঝুরিয়া
জিতে না পারিব আর॥

মুঞি অভাগিনী সকল রজনী
জাগিনু প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া মোরে নিদ্রা দিয়া
প্রভু গেল পলাইয়া॥

কাঞ্চন নগর গেলা বিশ্বম্ভর
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন দগদগি মন
শচী না পাইলা দেখিবারে॥৩॥২১৫০॥

করুণ বিভাষ।

শচীর মন্দিরে আসি দুয়ারের পাশে বসি
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন-মন্দিরে ছিলা নিশি ভাগে কোথা গেলা
মোর মুণ্ডে বরজ পাড়িয়া॥

গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দুনয়নে
শুনিয়া উঠিলা শচী মাতা।
আউদর কেশে ধায় বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধুর মুখের কথা॥

তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধু সাথে কান্দিতে কান্দিতে পথে
ডাকে শচী নিমাঞি বলিয়া॥

শুনিয়া নদীয়ার লোকে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে শোকে
যারে তারে পুছেন বারতা।
এক জন পথে যায় দশ জন পুছে তায়
গৌরাঙ্গ দেখেছ যাইতে কোথা ॥
সে বলে দেখেছি পথে কেহো ত নাহিক সাথে
কাঞ্চননগর-পথে ধায়।
কহে বাসু ঘোষ ভাষা শচীর এমন দশা
পাছে জানি মস্তক মুড়ায় ॥ ৪ ॥ ২১৫১ ॥

পাহিড়া।

সকল মহান্ত মেলি সকালে সিনান করি
আইলা গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি
শচী কান্দে বাহির দুয়ারে ॥
শচী কহে শুন মোর নিতাই গুণমণি।
কেবা আসি দিলে মন্ত্র কে শিখাইলে কোন তন্ত্র
কিবা হৈল কিছুই না জানি ॥
গৃহ মাঝে শুয়েছিনু ভাল মন্দ না জানিনু
কিবা করি গেল রে ছাড়িয়া।
কিবা নিঠুরাই কৈল পাথারে ভাসাঞা গেল
রহিব কাহার মুখ চাঞা।
বাসুদেব ঘোষ ভাষা শচীর এমন দশা
মরা হেন রহিল পড়িয়া।
শিরে করাঘাত মারি ঈশানে দেখায় ঠারি
গোরা গেল নদীয়া ছাড়িয়া ॥ ৫ ॥ ২১৫২ ॥

শ্রীরাগ ।

কাঞ্চন নগরে এক বৃক্ষ মনোহর ।
সুরধুনী-তীরে ছায়া শীতল সুন্দর
তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর ।
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্ত কলেবর ॥
নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী ।
সতী ছাড়ে নিজ পতি জপ ছাড়ে যতি ॥
কেহো বলে এ নাগর যেনা দেশে ছিল ।
সে দেশের পুরুষ নারী কেমনে বাচিল ॥
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া ।
আসিয়াছে জননীর পরাণ বধিয়া ॥
হেন কালে কেশব ভারতী মহামতি ।
দেখিয়া তাহারে প্রভু করিলা প্রণতি ॥
কৃষ্ণদাস কয় গোসাঞি দেহ ভক্তি বর ।
বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়িল বজর ॥৬॥২১৫৩॥

ধানশী ।

তখন নাপিত আসি প্রভুর সম্মুখে বসি
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে ।
করি অতি উচ্চরব কান্দে যত লোক সব
নয়নের জলে দেহ ভাসে ॥
হরি হরি কিনা হৈল কাঞ্চন নগরে ।
যতেক নগর-বাসী দিবসে হইল নিশি
প্রবেশিল শোকের সায়রে ॥

মুণ্ডন করিতে কেশ   হৈয়া অতি প্রেমাবেশ
নাপিত কান্দয়ে উচ্চরায়।
কি হৈল কি হৈল বলে   ক্ষুর আর নাহি চলে
প্রাণ ফাটি বিদরিয়া যায়॥

মহা উচ্চস্বর করি   কান্দে কুলবতী নারী
সবাই সবার মুখ চাইয়া।
ধৈরজ ধরিতে নারে   নয়নযুগল-নীরে
ধারা বহে বয়ান বাহিয়া॥

দেখি কেশ অন্তর্দ্ধান   অন্তরে দগধে প্রাণ
কান্দিছেন অবধূত রায়।
রসিক নন্দের প্রাণ   সদা করে আনচান
ফাটিয়া বাহির হইয়া যায়॥ ৭ ॥২১৫৪॥

পাহিড়া।

মুড়াইয়া চাঁচর চুলে   স্নান করি গঙ্গা-জলে
বলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন   শুনিয়া ভকতগণ
উচ্চস্বরে করয়ে রোদন॥

অরুণ দুই খানি কানি   ভারতী দিলেন আনি
আর দিল একটি কৌপীন।
মস্তকে পরশ করি   পরিলেন গৌরহরি
আপনাকে মানে অতি দীন॥

তোমারা বান্ধব মোর এই আশীর্ব্বাদ কর
নিজ-কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস নহে যেন উপহাস
ব্রজে যেন পাই ব্রজ-নাথে।
এত কহি গৌররায় ঊর্দ্ধমুখ করি ধায়
দিগ বিদিগ নাহি মানে।
ভক্ত-জনার পাছে পাছে, লোটাঞা লোটাঞা কাছে
বাসুঘোষ হা কান্দ কান্দনে ॥৮॥২১৫৫॥

ভাটিয়ারি।

আরে মোর গৌরাঙ্গ নাগর।
প্রেম-জলে তিতিল সোণার কলেবর ॥
কটিতে করঙ্গ বান্ধি দিগ পথে ধায়।
প্রেমের ভাইয়া নিতাই ডাকে ফিরিয়া না চায়।
নিতাই বলে যত যত পাতকী তরাইলে।
সে সব সফল হবে আমা উদ্ধারিলে ॥
যত যত অবতার অবনীর মাঝে।
পতিত-পাবন নাম তোমার সে সাজে ॥ ৯ ॥২১৫৬॥

যথা রাগ।

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গুরু নমস্করি।
প্রেমাবেশে বিদায় হইলা গৌরহরি ॥
তিন দিন রাঢ় দেশে করিয়া ভ্রমণ।
কৃষ্ণ-নাম না শুনিয়া করেন রোদন ॥

গোপ-বালকের মুখে শুনি হরি-নাম।
প্রেমানন্দে তথায় প্রভু করিলা বিশ্রাম॥
শ্রীচন্দ্রশেখরে পাঠাইল নবদ্বীপে।
নিত্যানন্দ সঙ্গে আইলা গঙ্গার সমীপে॥
গঙ্গা-স্নান করিয়া চলিলা শান্তিপুরে।
শ্রীচন্দ্রশেখর আইলা নদীয়া নগরে॥
সবাকারে কহিলেন প্রভুর সন্ন্যাস।
কান্দয়ে নদীয়া লোক কান্দে প্রেমদাস॥১০॥২১৫৭॥

পাহিড়া।

হরি হরি কি না হৈল নদীয়া নগরে।
কেশব ভারতী আসি বরজ পাড়িল গো
রসবতী পরাণের ঘরে।
গিরি পুরী ভারতী আসিয়া করিল যতি
আঁচলে রতন কাড়ি নিল।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে যে সাধ করিনু রঙ্গে
সে সব স্বপন মম ভেল॥
কিশোর বয়েস বেশ মাথায় চাঁচর কেশ
মুখে হাসি আছে মিশাইয়া।
আমরা পরের নারী পরাণ ধরিতে নারি
কেমনে বাঁচিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥
সুরধুনী-তীর-তরু কদম্ব খণ্ডিতে বরু
প্রাণ কান্দে কেতকী দেখিয়া।
নদীয়া আনন্দ ছিল গোকুলের পারা হৈল
বাসু ঘোষ মরয়ে কান্দিয়া॥১১॥২১৫৮॥

ভাটিয়ারি।

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে অরুণ বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ।
কি লাগিয়া মুখ-চাঁদে রাধা রাধা বলি কান্দে
কি লাগিয়া ছাড়িল নিজ দেশ॥
শ্রীবাসের উচ্চরায় পাষাণ মিলাঞা যায়
গদাধর না জিয়ে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা
মুকুন্দের ও দুই নয়ানে॥
সকল মহান্ত ঘরে বিধাতা বুঝাইয়া ফিরে
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জ্বলন্ত অনল হেন রমণী ছাড়িল কেন
কি লাগি তেজিল তার লেহ॥
কি কব দুখের কথা কহিতে মরমে বেথা
না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবানিশি নাহি জানি বিরহে আকুল প্রাণী
বাসু ঘোষ পড়ে মুরছিয়া॥১২॥২১৫৯॥

পাহিড়া।

কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া
লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতি-তলে।
ওহে নাথ কি করিলে পাথারে ভাসাইয়া গেলে
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥

এ ঘর জননী ছাড়ি মুই অনাথিনী এড়ি
কার বোলে করিলা সন্ন্যাস।
বেদে শুনি রঘুনাথ জানকী লইয়া সাথ
তবে সে করিলা বনবাস॥
পূরবে নন্দের বালা যবে মধুপুরে গেলা
এড়িয়া সকল গোপীগণে।
উদ্ধবেরে পাঠাইয়া নিজ-তত্ত্ব জানাইয়া
রাখিলেন তা সবার প্রাণে॥
চাঁদ-মুখ না দেখিব আর পদ না সেবিব
না করিব সে সুখ-বিলাস।
এ দেহ গঙ্গায় দিব তোমার শরণ নিব
কি আর জীবনে মোর আশ॥১৩॥২১৬০॥

সুহই।

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ প্রভু আইলা নদীয়া নগরে॥
ভাবিয়া শচীর দুখ নিত্যানন্দ রায়।
পথ মাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥
ক্ষণেকে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥
দাড়াঞা মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠাঞা দিল তোমা লইবারে॥

শচী কান্দে নিতাই কান্দে নদীয়া-নিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইল সন্ন্যাসী ॥
কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদ না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিব গঙ্গা-জলে ॥ ১৪ ॥২১৬১।

পঠমঞ্জরী।

হেদে গো মালিনি সই অদ্বৈত-মন্দিরে চল যাই।
নিমাই আইল তাহাঁ কহিল নিতাই ॥
সে চাঁচর-কেশ-হীন কেমনে দেখিব।
দণ্ড কমণ্ডলু দেখি পরাণ তেজিব ॥
ধাইল নদীয়ার লোক গৌরাঙ্গ দেখিতে
দুঃখিত বল্লভ যায় কান্দিতে কান্দিতে ॥১৫॥২১৬২॥

শ্রীগান্ধার।

নিতাই করিয়া আগে চলিলেন অনুরাগে
আইলা সবাই শান্তিপুরে।
মুড়াইতে মাথার কেশ ধরেছে সন্ন্যাসীর বেশ
দেখিয়া সবার প্রাণ ঝুরে ॥
কর যোড় করি আগে দাঁড়াইলা মায়ের আগে
পড়িলেন দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুই হাত তুলি বুকে চুম্ব দিলা চাঁদ-মুখে
কান্দে শচী গলায় ধরিয়া ॥
ইহার লাগিয়া যত পড়াইল ভাগবত
এ কথা কহিব আমি কার।
অনাথিনী করি মোরে যাবে বাছা দেশান্তরে
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায় ॥

এ ডোর কৌপীন পরি　　কি লাগিয়া দণ্ড ধরি
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা করি।
জীয়স্ত থাকিতে মায়　　ইহা নাকি সহা যায়
কার বোলে হইলা বৈরাগী॥
গৌরাঙ্গের বৈরাগে　　ধরণী বিদায় মাগে
আর তাহে শচীর করুণা।
কহয়ে বল্লভ দাস　　গোরাচাঁদের বৈরাগ
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥১৬॥২১৬৩॥

সুহই।

আচার্য্য-মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য।
পতিত পাতকী দুঃখী করিলেন ধন্য॥
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন।
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে অদ্বৈত-জীবন॥
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চৈঃস্বরে।
নিতাই চৈতন্য নাচে অদ্বৈত-মন্দিরে॥
আচার্য্য গোসাঞি নাচে দিয়া করতালি।
চির দিন মোর ঘরে গোরা বনমালী॥
কহয়ে নয়ানন্দ গদাধরের পাছে।
কিবা ছিল কিবা হৈল আর কিবা আছে॥
॥১৭॥২১৬৪॥

রামকেলি।

ধর রে ধর রে　　ধর রে নিতাই
আমার গৌরেরে ধর।
আছাড়-সময়ে　　অনুজ বলিয়া
বারেক করুণা কর॥

আচার্য্য গোসাঞি দেখিহ নিতাই
আমার আঁখির তারা ॥
না জানি কি খেণে নাচিতে কীর্ত্তনে
পরাণে হইবে হারা।
শুনহ শ্রীবাস করেছে সন্ন্যাস
ভূমি-তলে গড়ি যায় ॥
সোণার বরণ ননীর পুতলী
বেথা না লাগয়ে গায় ॥
শুন ভক্তগণ রাখহ কীর্ত্তন
হইল অধিক নিশা।
কহয়ে মুরারি শুন গৌরহরি
দেখহ মায়ের দশা ॥১৮॥২১৬৫॥

সুহই।

সকল ভকত ঠাঞি হইয়া বিদায়।
নীলাচল দেখিতে চলিল গৌর রায় ॥
মায়ের চরণ বন্দি অনুমতি লৈয়া।
অদ্বৈত আচার্য্য ঠাঞি বিদায় হইয়া ॥
চলিলা গৌরাঙ্গ পহু বলি হরিবোল।
আচার্য্য-মন্দিরে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥১৯॥২১৬৬॥

পাহিড়া।

পহু মোর অদ্বৈত-মন্দির ছাড়ি চলে।
শিরে দিয়া দুটি হাত কান্দে শান্তিপুর-নাথ
কিবা ছিল কিবা হৈল বলে ॥

কৃপা করি মোর ঘরে অবধূত বিশ্বম্ভরে
কত রূপে করিলা বিহার।
এবে সেই দুই ভাই কি দোষে ছাড়িয়া যাই
শান্তিপুর করিয়া আন্ধার॥

অদ্বৈত-ঘরণী কান্দে কেশ-পাশ নাহি বান্ধে
প্রভু বলি ডাকে উচ্চ স্বরে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে প্রেম-সংকীর্ত্তন রঙ্গে
কে আর নাচিবে মোর ঘরে॥

শান্তিপুর-বাসী যত তারা কান্দে অবিরত
লোটাঞা লোটাঞা ভূমি-তলে।
শচীর নন্দন ভণ শান্তিপুর হৈল যেন
পূরবে শুনিল যে গোকুলে॥২০॥২১৬৭॥

ধানশী।

নীলাচলে চলে গৌরহরি। দণ্ড কমণ্ডলু শ্রীকরে ধরি॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ মুকুন্দ আদি। প্রেম-জলে হিয়া বহয়ে নদী॥
অরুণ অম্বর শোভয়ে গায়। প্রেম-ভরে তনু দোলাঞা যায়॥
দণ্ড করে দেখি নিতাইচাঁদ। পাতয়ে অমিয়া পিরীতি-ফাঁদ॥
আপন করে লইয়া প্রভুর দণ্ড। ফেলিলা জলে করিয়া খণ্ড॥
আসিয়া যবে প্রভু চাহিলা দণ্ড। নিতাই কহে দণ্ড হইল খণ্ড॥
দণ্ড-ভঞ্জন শুনিয়া কথা। কোপ করি পহু না তুলে মাথা॥
কে বুঝে দুহুঁ জন মরম বাণী। প্রেমদাস কহে মুঞি না জানি॥
২১॥২১৬৮॥

বরাড়ী।

কলহ করিয়া ছলা আগে পহু চলি গেলা
ভেটিবারে নীলাচল-রায়।
যতেক ভকতগণ হৈয়া সকরুণ মন
পদ-চিহ্ন-অনুসারে ধায় ॥
নিতাই বিরহ-অনলে ভেল ধন্দ।
আঠারনালাতে হৈতে,কান্দিতে কান্দিতে পথে
যায় নিতাই অবধূত-চন্দ ॥
সিংহ-দুয়ারে গিয়া মরমে বেদনা পাইয়া
দাঁড়াইল নিত্যানন্দ রায়।
হরেকৃষ্ণ হরি বলে দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে
নীলাচল-বাসীরে সুধায় ॥
জাম্বুনদ-হেম জিনি গৌরাঙ্গ-বরণ খানি
অরুণ বসন শোভে গায়।
প্রেম-ভরে গরগর আঁখিযুগ ঝর ঝর
হরি হরি বোল বলি ধায়।
ছাড়ি নাগরালী বেশে ভ্রমে পহু দেশে দেশ
এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ ॥
মাধবী দাসেতে কয় অপরূপ গোরা রায়
ভট্ট-গৃহে করল প্রবেশ ॥ ২২ ॥ ২১৬৯ ॥

তথা রাগ।

নিত্যানন্দ সঙ্গতি মুকুন্দ গদাধরে।
দেখিলেন গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ঘরে ॥

প্রতপ্ত কাঞ্চন-কান্তি অরুণ বসন।
প্রেমে ছল ছল দুই অরুণ নয়ন॥
আজানুলম্বিত ভুজ চন্দনে শোভিত।
উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ-তিলক-শোভিত॥
গোপীনাথ সার্ব্বভৌম বাণীনাথ কাশী।
গোরা-রূপ দেখে যত নীলাচল-বাসী॥
দক্ষিণে নিতাই বসি বামে গদাধর।
মিলিলেন গোরাচাঁদের যত অনুচর॥
যে দেখয়ে গোরা-মুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্ম-দোষে॥২৩॥২১৭০॥

ভাটিয়ারি।

ত্রিভুবন-মনোহর শচীর নন্দন মোর
নদীয়া নগরে যার বাস।
সকল সম্পদ ছাড়ি সন্ন্যাস গ্রহণ করি
নীলাচলে জগন্নাথ পাশ॥
যে চাঁচর কেশ দেখি মোহ যায় রতি-পতি
মুণ্ডন করিলা হেন কেশ।
কনক অঙ্গদ বালা মণি মুকুতার মালা
তেয়াগিয়া সে মোহন বেশ॥
জীবে হৈয়া দয়াবান সবে দিয়া হরিনাম
পরম পাতকী উদ্ধারয়ে।
দেবের দুর্ল্লভ যে লক্ষ্মী আদি বাঞ্ছে যে
সে প্রেম পতিতে বিতরয়ে॥

সকল ভকত সঙ্গে সংকীর্ত্তন-মহারঙ্গে
বিহার করয়ে সিন্ধু-তীরে ।
স্বরূপ রামানন্দ গোবিন্দ পরমানন্দ
মিলিলা সকল সহচরে ॥
কহে দাস নরহরি আমার গৌরহরি
রাধার পিরীতে হৈল হেন ।
এমন প্রেমের বন্যা জগত হইল ধন্যা
বঞ্চিত হইনু মুঞি কেন ॥ ২৪ ॥২১৭১ ॥

মঙ্গল ।

প্রফুল্লিত কনক- কমল মুখ-মণ্ডল
নয়ন-খঞ্জন তাহে সাজে ।
দীর্ঘ ললাট মাঝে হরি-মন্দির সাজে
করঙ্গ কৌপীন কটি মাঝে ॥
জয় জয় গোরাচাঁদ কলুষ-বিনাশ ।
পতিত-পাবন জন- তারণ-কারণ
সংকীর্ত্তন পরকাশ ॥ ধ্রু ॥
আজানুলম্বিত ভুজ দণ্ড-বিরাজিত
গলে দোলে মালতী-দাম ।
ভুবন-মনোহর দীর্ঘ কলেবর
পুলক-কদম্ব অনুপাম ॥
প্রাতর-তরুণ-রুচি শ্রীপাদ-পল্লব
অভেদ অদ্বৈত নিত্যানন্দ ।
বিজয়ানন্দ দাসে আনন্দ-সায়রে ভাসে
চরণ-কমল-মকরন্দ ॥ ২৫ ॥ ২১৭২ ॥

বরাড়ী।

জীবেরে এমন দয়া কোথাও না দেখি
নায়র চৈতন্য প্রভু।
দীন হীন জনে এমন করুণা
আর নাহি দেখি কভু ॥
যুগ-ধর্ম্ম লাগিয়া বৈরাগী হইয়া
ভ্রমিয়া ফিরেন দেশে দেশে।
পাইয়া অকিঞ্চন যাচিয়া প্রেম-ধন
বিলায়ে করুণা-আবেশে ॥
নিজ-নাম-সংকীর্ত্তন পরম নিগূঢ় ধন
করুণায় হইয়া অমায়া।
ধীর অধীর জড় পঙ্গু অন্ধ আতুর
সবারে সমান করে দয়া ॥
তিন তাপে তাপিত দেখিয়া ত্রিজগত
নয়ন ভরল প্রেম-জলে।
শীতল করিতে হেরিয়া কৃপা-দিঠে
বরিখয়ে কানুদাসে বোলে ॥ ২৬ ॥ ২১৭৩ ॥

রামকেলি।

গৌরসুন্দর পহু নদীয়া উদয় করি
ভুবন ভরিয়া প্রেম-দান।
পামর পাষণ্ড আদি, দীন হীন ক্ষীণ জাতি
উদ্ধারিল দিয়া হরি-নাম ॥

ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ শুনিতে পরাণ কান্দে ।
অগেয়ান যত জন দেখিয়া অথির মন
হরিবোল বলি মন বান্ধে ॥ধ্রু॥
গদাধর দেখি কান্দে, পহু থির নাহি বান্ধে
করে ধরি স্বরূপ রামানন্দ ।
পহু মোর শ্রীপাদ বলি, লোটায় ধরণী ধূলি
কোলে করি কান্দে নিত্যানন্দ ॥
অন্ধ বধির যত গোরা-গুণে উনমত
দিগ বিদিগ নাহি জানে ।
ভাব-ভরে গরগর না চিনে আপন পর
নিস্তার করয়ে জনে জনে ॥
বাহু তুলি হরি বলে, পতিত লইয়া কোলে
গোরা-প্রেমে জগ-জন ভাসে ।
উত্তম অধম যত তারা হৈল ভাগবত
বঞ্চিত বলরাম দাসে ॥২৭॥২১৭৪॥

বরাড়ী ।

আপনার গুণ শুনি আপনা পাসরে ।
অরুণ অম্বর খসে তাহা না সম্বরে ॥
নাহি দিগ বিদিগ নাহি নিজ পর ।
ধরিয়া ধরিয়া কান্দে পতিত পামর ॥
শ্রীদাম বলিয়া পহু কান্দে উচ্চ স্বরে ।
কত শত ধারা বহে নয়ন-কমলে ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া পহু মাগে পদ-ধূলি ।
ভূমে পড়ি কান্দে নিতাই ভায়া ভায়া বলি ॥

প্রিয় গদাধর কান্দে রায় রামানন্দে।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-মুখ থির নাহি বান্ধে॥
কান্দে বাসু শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি।
আনন্দে চলয়ে যেন বাল বৃদ্ধ নারী॥
হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি।
ভুবন মগন সুখে কান্দে পশু পাখী॥
অন্ধ বধির জড় সবে আনন্দিত।
বলরাম দাস সবে এ রসে বঞ্চিত॥২৮॥২১৭৫॥

শ্রীরাগ।

পহু মোর করুণা-সাগর গোরা।
ভাবের ভরে অঙ্গ টলমল
গমনে ভুবন ভোরা॥ ধ্রু॥
ক্ষণে ক্ষণে কত করুণা করয়ে
গরজে গভীর নাদে।
অধম দেখিয়া আকুল হইয়া
ধরিয়া ধরিয়া কান্দে॥
চরণ-কমল অতি সুচঞ্চল
রাতা উতপল রীত।
বদন-কমলে গদগদ স্বরে
গাওয়ে রসময় গীত॥
হাহাকার করি ভুজযুগ তুলি
বলে হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি
গদাধর করি কোল॥

মুরলী মুরলী খেণে খেণে বলি
স্বরূপ-মুখ নেহারে।
শিখি-পিঞ্ছ বলি কি ভাব উঠয়ে
কে তাহা কহিতে পারে॥২৯॥২১৭৬॥

পঠমঞ্জরী।

গোলোক ছাড়িয়া পহু কেন বা অবনী।
কালা রূপ কেন হৈল গোরা বরণ খানি॥
হাস বিলাস ছাড়ি কেন পহু কান্দে।
না জানি ঠেকিল গোরা কার প্রেম-ফান্দে॥
খেণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কান্দে ঘনে ঘন।
খেণে সখি সখি বলি করয়ে রোদন॥
মথুরা মথুরা বলি করয়ে বিলাপ।
খেণে বা অক্রূর বলি করে অনুতাপ॥
খেণে বলে ছিয়ে ছিয়ে চাঁদ চন্দন।
ধূলায় লোটাঞা কান্দে যত নিজগণ॥
গদাধর কান্দে প্রাণ-নাথ করি কোলে।
রায় রামানন্দ কান্দে প্রবোধে বিকলে॥
স্বরূপ শ্রীরূপ কান্দে সোঙরি বিলাস।
না বুঝি না কান্দি মরু গোবিন্দদাস॥৩০॥২১৭৭॥

বরাড়ী।

দেখ দেখ জীব গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা।
লাখে লাখে গোপী নিমিখে ভুলাইয়া
কি লাগি সন্ন্যাসী হৈলা॥ধ্রু॥

পীত বসন ছাড়ি ডোর কৌপীন পরি
বাকুয়া ছাড়িয়া কৈলা দণ্ড ।
কালিন্দীর তীরে সুখ পরিহরি
সিন্ধু-তীরে পরচণ্ড ॥
রাম অবতারে ধনুক ধরিয়া
গোকুলে পূরিলা বাঁশী ।
এবে জীব লাগি করুণা করিয়া
দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী ॥
ধরি নব দণ্ড লইয়া সঙ্গে
সিন্ধু-তীরে কৈলা থানা ।
রামানন্দে কয় সন্ন্যাসীর বেশ নয়
পাষণ্ড-দলন বাঁর বানা ॥৩১॥২১৭৮॥

সিন্ধুড়া ।

নটবর রসিক রমণী-মনোমোহন
কত শত রস বিলাস ।
শ্যাম বিবরণ পর গৌর কলেবর
অখিল ভুবন পরকাশ ॥
দেখ অদভুত পহুক বিলাস ।
রঙ্গিণী সঙ্গ রঙ্গ-রস-রঙ্গিত
হেন জন করিল সন্ন্যাস ॥ধ্রু॥
নাগরী-কুচ-তট- কুঙ্কুম-মণ্ডিত
বসন বেশ ধরু সাধে ।
গৌরিক গৌরী বদন-বিধু চুম্বন
হৃদয়ে গহন উনমাদে ॥

তাকর গাঢ় আলিঙ্গন সঙ্গম
পুলকিত অতিশয় সাধে ।
মনসিজ-সমরে পরাভব অন্তরে
আতি করয়ে বিষাদে ॥
মরকত বরণ রতন-মণি-ভূষণ
তেজি অব তরু-তলে বাস ।
লম্পট গুরুবর কোন সিদ্ধি সাধয়ে
না বুঝই বলরাম দাস ॥৩২॥২১৭৯॥

ধানশী ।

গোপীগণ-কুচ- কুঙ্কুমে রঞ্জিত
অরুণ বসন শোভে অঙ্গে ।
কাঞ্চন-নিন্দিত- কান্তি কলেবর
রাই পরশ-রস-রঙ্গে ॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌর-বিলাস ।
যো লাখ যুবতী রতি-গুরু লম্পট
সো অব করল সন্ন্যাস ॥ ধ্রু ॥
যো ব্রজ-বধূগণ দৃঢ় ভুজ-বন্ধন
অবিরত রহত আগোর ।
সো তনু পুলকে পূরিত অব চর চর
নয়নে গলয়ে প্রেম-লোর ॥
যো নটবর ঘন- শ্যাম কলেবর
বৃন্দা-বিপিন-বিহারী ।
কহয়ে বলরাম সো অব অকিঞ্চন
ঘরে ঘরে প্রেম ভিখারী ॥৩৩॥২১৮০॥

শ্রীরাগ।

হরি হরি এ বড় বিস্ময় লাগে মনে।
জিনি নব জলধর পূর্ব্বে যার কলেবর
সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে॥

শিখি-পুচ্ছ গুঞ্জা বেড়া মনোহর যার চূড়া
সে মস্তকে কেশ-শূন্য দেখি॥
যার বাকা চাহনিতে মোহে রাধিকার চিতে
এবে প্রেমে ছল ছল আঁখি॥

সদা গোপ গোপী সঙ্গে বিলসয়ে রস-রঙ্গে
এবে নারী-নাম না শুনয়ে।
ভুজযুগে বংশীধারী আকর্ষয়ে ব্রজ-নারী
সেই ভুজে দণ্ড কেন লয়ে॥

পিঁয়ল পাটের ধুতি শোভা করে যার কটি
তাহে কেনে অরুণ বসন।
না পাইয়া ভাবের ওর বলরাম দাস ভোর
বিষাদ ভাবয়ে মনে মন॥৩৪॥২১৮১॥

সিন্ধুড়া।

রূপ কোটি কাম জিনি বিদগধ-শিরোমণি
গোলোকে বিহরে কুতূহলে।
ব্রজ-রাজ-নন্দন গোপিকার প্রাণ-ধন
কি লাগি লোটায় ভূমি-তলে॥

হরি হরি কি শেল রহিল মোর বুকে ।
কি লাগি রসিক-রাজ কান্দে সংকীর্ত্তন মাঝ
না বুঝিয়া মনু মন-দুখে ॥
সঙ্গে বিলসই যার রাধা চন্দ্রাবলী আর
কত শত বরজ-কিশোরী ।
এবে পহু বুকে বুক না দেখে নারীর মুখ
কি লাগি সন্ন্যাসী দণ্ড-ধারী ॥
ছাড়ি নাগরালী বেশ ভ্রমে পহু দেশ দেশ
পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে ।
চিন্তামণি নিজ-গুণে উদ্ধারিলা জগ-জনে
বলরাম দাস রহু দূরে ॥৩৫॥২১৮২॥

তথা রাগ ।

পূর্ব্বে যেই গোপী-নাথ শ্রীমতী রাধিকা সাথ
সে সুখ ভাবিয়া এবে দীন ।
যে করে মুরলী রায় দণ্ড কমণ্ডলু তায়
কটি-তটে এ ডোর কৌপীন ॥
অধরে মুরলী পূরি ব্রজ-বধূর মন চুরি
করি সুখ বাঢ়ায় তাহার ।
নয়ান-কটাক্ষ-বাণে মরমে পশিয়া হানে
সে নয়নে বহে অশ্রু-ধার ॥
যমুনা-পুলিন-বনে গোধন রাখাল সনে
নট-বেশ বিজই বাথানে ।
নাহি জানি সেহো এবে, না জানি কাহার ভাবে
বিলসয়ে সংকীর্ত্তন স্থানে ॥

ভাবিতে সে সব সুখ দ্বিগুণ উঠয়ে দুখ
বিরহ-অনলে জরি জরি ।
বিন্দু দাসের হিয়া গড়িল পাষাণ দিয়া
না দরবে সে সুখ সোঙরি ॥ ৩৬ ॥২১৮৩॥

সুহই ।

হরি হরি গোরা কেনে কান্দে ।
না জানি ঠেকিলা কার প্রেম-ফান্দে ॥
তেজিয়া কালিন্দী-তীর কদম্ব-বিলাস ।
এবে সিন্ধু-তীরে কেনে কিবা অভিলাষ ॥
যে করিল শত কোটি গোপী সঙ্গে রাস ।
এবে সে কান্দয়ে কেনে করিয়া সন্ন্যাস ॥
যে আঁখি-ভঙ্গীতে কত অনঙ্গ মূরছে ।
এবে কত জল-ধারা বাহিয়া পড়িছে ॥
যে মোহন চূড়া-ফাঁদে জগত মোহিত ।
সে মস্তক কেশ-শূন্য অতি বিপরীত ॥
পীত বাস ছাড়ি কেনে অরুণ বসন ।
কালরূপ ছাড়ি কেনে গৌর বরণ ॥
কহে বলরাম দাসে না জানি কারণ ।
তাহার কারণ কিবা যাহার বরণ ॥৩৭॥ ২১৮৪॥

গান্ধার ।

পূরবে বান্ধিল চূড়া এবে কেশ-হীন ।
নটবর-বেশ ছাড়ি পরিলা কৌপীন ॥

গাভী-দোহন ভাণ্ড ছিল বাম করে।
করঙ্গ ধরিলা গোরা সেই অনুসারে॥
ত্রেতায় ধরিল ধনু দ্বাপরেতে বাঁশী।
কলিযুগে দণ্ড ধরি হইলা সন্ন্যাসী॥
বাসুঘোষ কহে শুন নদীয়া-নিবাসী।
বলরাম অবধূত কানাই সন্ন্যাসী॥৩৮॥২১৮৫॥

অথ শ্রীগৌরাঙ্গস্য সংকীর্ত্তন-রূপ-বর্ণনং যথা।

সুহই।

লোচনক অরুণ করুণ-অবলোকনে
জগ-জন-তাপ বিনাশ।
কত কলধৌত ধৌত তনু শোহন
মোহন অরুণিম বাস॥
দেখ দেখ অপরূপ গৌরকিশোর।
সহচর নখতর- বৃন্দ বিভূষিত
পহু দ্বিজ-রাজ উজোর॥ধ্রু॥
শ্রীহরিদাস অদ্বৈত গদাধর
নিত্যানন্দ মুকুন্দ।
শ্রীমদ্রূপ সনাতন নরহরি
শ্রীরঘুনাথ গোবিন্দ॥
জয় জয় ভকত সঙ্গে শচীনন্দন
উরে রঙ্গণ-ফুল-দাম।
হেরইতে জগত বদন-বিধু-মাধুরী
পূরই নিজ নিজ কাম॥

চন্দন-তিলক ভালে সব ভকত তহিঁ
করয়ে কীর্ত্তন অধিবাস।
গাওয়ে ঐছন গুণ লীলা অনুক্ষণ
সুখদ সম্পদ পরকাশ॥
শ্রীযুত চরণক করুণ-কৃপারস
আশে চিত অভিলাষ।
বহু-অপরাধ- ব্যাধি বর পামর
রচয়তি মাধব দাস॥৩৭॥২১৮৬॥

ধানশী।

ভাল ভালি নাচে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া।
প্রেমে মত্ত হুহুঙ্কারে কলি-কলমষ হরে
পিছে বুলে নিতাই সঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
করতাল মৃদঙ্গ বায় সবে উচ্চস্বরে গায়
মুরারি মুকুন্দ বাসু সঙ্গে।
পদ শুনি গোরা রায় ধরণী না পড়ে পায়
প্রেম-সিন্ধু উথলে তরঙ্গে॥
পুছে পহু গৌরহরি কহ কহ নরহরি
বামে গদাধর পানে চায়।
প্রিয় গদাধর ধন্য প্রাণ যার চৈতন্য
গদাইর গৌরাঙ্গ লোকে গায়॥
স্বরূপ রূপ কাছে আসি কহে দেহ মোহন বাঁশী
ক্ষেণে রহে ত্রিভঙ্গ হইয়া।
বচন-অমিয়া রাশি ক্ষেণে লহু লহু হাসি
হরি বলে দুবাহু তুলিয়া॥

জয় জয় দ্বিজমণি উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি
অদ্বৈতের বাঢ়ল আনন্দ ।
কাশীশ্বর মহাবলী অদ্বৈত রাখয়ে ধরি
হেরি হরষিত রামানন্দ ॥৪০॥২১৮৭॥

তথা রাগ ।

নাচে শচীনন্দন ভকত-জীবন-ধন
সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ ।
অদ্বৈত শ্রীনিবাস আর নাচে হরিদাস
বাসুঘোষ রায় রামানন্দ ॥

নিত্যানন্দ-মুখ হেরি বলে পহু হরি হরি
প্রেমায় ধরণী গড়ি যায় ।
প্রিয় গদাধর আসি প্রভুর বাম পাশে বসি
ঘন নরহরি-মুখ চায় ॥

প্রভুর নাহি মেলে আঁখি, কহে মোর কাঁহা সখী
কাঁহা পাব রাই দরশন ।
কহ কহ নরহরি আর সম্বরিতে নারি
ইহা বলি ভেল অচেতন ॥

এখনি আছিনু সেথা কে মোরে আনিল এথা
রাস-রসে নিকুঞ্জ-ভবনে ।
গেল সুখ-সম্পদ এবে ভেল বিপদ
বিষাদয়ে এ দাস লোচনে ॥ ৪১॥২১৮৮॥

তথা রাগ।

রসে তনু ঢর ঢর গৌরকিশোর বর
নাম তার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এ সব নিগূঢ় কথা কহিতে অন্তরে বেথা
ভক্ত বিনু নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম কলিতে চৈতন্য নাম
গর্গ-বাক্য ভাগবতে লিখি।
মনে করি অনুমান শ্যাম হইল গোরাচান্দ
রাধাকৃষ্ণ-তনু তার সাখী॥
অন্তরেতে শ্যাম-তনু বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু
অদভুত চৈতন্যের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে কুঞ্জ-রস বিলাইতে
অনুরাগে গৌর-তনু হৈলা॥
কহিবার কথা নহে কহিলে কি জানি হয়ে
না কহিলে মনে বড় তাপ।
চিতে অনুমান করি গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি
নরহরি করয়ে বিলাপ॥৪২॥২১৮৯॥

তথা রাগ।

কলি-কবলিত কল্মষ-জারিত
দেখিয়া জীবের দুখ।
করল উদয় হইয়া সদয়
ছাড়িয়া গোকুল-সুখ॥

দেখি গৌর গুণের সীমা
দীন হীন পাইয়া দিছেন যাচিয়া
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত প্রেমা ॥

অকিঞ্চন-বেশে, ফিরে দেশে দেশে
সঙ্গে লইয়া নিজ জন।
করিয়া সন্ন্যাস হৈলা আন বেশ
কে বুঝে তাহার মন ॥

পতিত-পাবন বলে সব জন
এ সব করুণা লাগি।
শোকের সাগর এড়ায় শেখর
ও রাঙ্গা চরণ মাগি ॥ ৪৩ ॥২.৯০॥

অথ নিত্যানন্দচন্দ্রস্য গৌড়ে প্রেরণং যথা।

বরাড়ী।

প্রভু কহে নিত্যানন্দ সব জীব হৈল অন্ধ
কেহ তো না পাইল হরি-নাম।
এক নিবেদন তোরে নয়ানে দেখিবে যারে
কৃপা করি লওয়াইবে নাম ॥

কৃতপাপী দুরাচার নিন্দুক পাষণ্ড আর
কেহো যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয় জীবে যেন নাহি হয়
সুখে যেন হরি-নাম লয় ॥

কুমতি তার্কিক জন   পড়ুয়া অধমগণ
জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ।
কৃষ্ণ-প্রেম দান করি   বালক পুরুষ নারী
খণ্ডাইছ সবাকার দুখ॥
সংকীর্ত্তন প্রেম-রসে   ভাসাইয়া গৌড় দেশে
পূর্ণ কর সবাকার আশ।
হেন কৃপা-অবতারে   উদ্ধার নহিল যারে
কি করিবে বলরাম দাস॥৪৪॥২১৯১॥

তথা রাগ।

বিরলে নিতাই পাঞা   হাতে ধরি বসাইয়া
মধুর কথা কহে ধীরে ধীরে।
জীবেরে সদয় হইয়া   হরি-নাম লওয়াও গিয়া
যাও নিতাই সুরধুনী-তীরে॥৪৫॥২১৯২॥

মঙ্গল রাগ।

চৈতন্য-আদেশ পাইয়া   নিতাই বিদায় হৈয়া
আইলেন শ্রীগৌড়-মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম   গৌরদাস গুণধাম
কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে॥
রামাই সুন্দরানন্দ   বাসু আদি ভক্তবৃন্দ
সতত কীর্ত্তন-রসে ভোলা।
পানিহাটি গ্রামে আসি   গঙ্গাতীরে পরকাশি
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা॥

সকল ভকত লৈয়া গৌর-প্রেমে মত্ত হৈয়া
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্গতি দেখি হইয়া করুণা আঁখি
প্রেম-রত্ন জগতে বিলায়॥

হরি-নাম চিন্তামণি দিয়া জীবে কৈল ধনী
পাপ তাপ দুখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষম ফাঁদে না ভজি নিতাইচাঁদে
প্রেমদাস বঞ্চিত হইল॥৪৬॥২১৯৩॥

সুহই।

নদীয়া নগরে গেলা নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শচী মাতার পায়॥
তারে কোলে করি শচী কান্দয়ে করুণে।
নয়ানের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে॥
ফুকরি ফুকরি কান্দে কাতর হিয়ায়।
গোরাঙ্গের কথা কহি প্রবোধয়ে তায়॥
নিত্যানন্দ বলে মাতা স্থির কর মন।
কুশলে আছয়ে সুখে তোমার নন্দন॥
তোমারে দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিলা।
তোর পদযুগে কত প্রণতি করিলা॥
কানুদাস কহে মাতা কহি তোর ঠাঞি।
তোমার প্রেমে বান্ধা আছে গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥
॥৪৭॥ ২১৯৪॥

মল্লার।

কহ অবধূত নিমাঞি কেমন আছে।
ক্ষুধার সময় জননী বলিয়া
তোমারে কখন কিছু পুছে॥
যে অঙ্গ কোমল ননীর পুতুল
আতপে মিলায় যে॥
যতির নিয়মে নানা দেশে গ্রামে
কেমনে ভ্রময়ে সে।
এক তিল যারে না দেখি মরিতাম
বাড়ীর বাহির দূরে॥
সে এখন মোরে ছাড়িয়া আছয়ে
কোথা নীলাচল-পুরে।
মুঞি অভাগিনী আছি একাকিনী
জীবণে মরণ পারা॥
কোথা বা যাইব কারে কি কহিব
প্রেমদাস জ্ঞান-হারা॥৪৮॥২১৯৫॥

তথা রাগ।

জননীরে প্রবোধ বচন কহি পুন।
নিত্যানন্দ করে তার চরণ বন্দন॥
শ্রীবাসাদি সহচরে মিলিয়া নিতাই।
গৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সবাই॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত রামাই।
একে একে সাবধানে মিলিয়া নিতাই॥

সকল ভকত মেলি নিতাই লইয়া।
গোরা-গুণ-গাথা শুনি স্থির করে হিয়া॥
প্রেমদাস বলে মুঞি কি বলিতে জানি।
গলায় গাঁথিয়া লই নিতাই-চরণ খানি॥

॥৪৯॥২১৯৬॥

তথা রাগ।

ভাবে গদ গদ বুক গৌরাঙ্গের চাঁদ-মুখ
ভাবিতে শুইলা শচী মায়।
কনক কষিণ জনু গৌরসুন্দর-তনু
আচম্বিতে দরশন পায়।

মায়েরে দেখিয়া গোরা অরুণ নয়ানে ধারা
চরণের ধূলি নিল শিরে।
সচকিতে উঠি মায় ধাঞা কোলে করে তায়
ঝর ঝর নয়ানের নীরে॥

দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ কান্দে দুহুঁ থির নাহি বান্ধে
কহে মাতা গদ গদ ভাষে।
আন্ধল করিয়া মোরে ছাড়ি গেলা দেশান্তরে
প্রাণ-হীন তোমার হুতাশে॥

যে হউ সে হউ বাছা আর না যাইও কোথা
ঘরে বসি করহ কীর্ত্তন।
শ্রীবাসাদি সহচর পরম বৈষ্ণব বর
কি মরমে সন্ন্যাস-করণ॥

এতেক কহিতে কথা জাগিলেন শচী মাতা
আর নাহি দেখিবারে পায়।
ফুকরি কান্দিয়া উঠে ধারা বহে দুহুঁ দিঠে
প্রেমদাস মরিয়া না যায় ॥৫০॥২১৯৭॥

তথা রাগ।

বিরহে বিকল মায় সোয়াথ নাহিক পায়
নিশি অবসানে নাহি ঘুমে।
ঘরেতে রহিতে নারি আসি শ্রীবাসের বাড়ী
আঁচল পাতিয়া শুইলা ভূমে ॥

গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি সর্ব্ব জনে
মালিনী বাহির হৈয়া ঘরে।
সচকিতে আসি কাছে দেখি শচী পড়িয়াছে
অমনি কাঁদিয়া হাতে ধরে ॥

উথলিল হিয়ার দুখ মালিনীর ফাটে বুক
ফুকরি কান্দয়ে উভরায়।
দুহুঁ দুহুঁ ধরি গলে পড়িয়া ধরণী-তলে
তখনি শুনিয়া সবে ধায় ॥

দেখিয়া দোঁহার দুখ সবার বিদরে বুক
কত মতে প্রবোধ করিয়া।
থির করি বসাইল মনে দুখ উপজিল
প্রেমদাস যাউক মরিয়া ॥৫১॥২১৯৮॥

তথা রাগ।

স্বপনে গিয়াছিনু ক্ষীরোদ-সায়রে
তথা না পাইনু গুণনিধি।
পাতিয়া হাট খানি বসাইতে নাহি দিলি
বিবাদে লাগিলি ওরে বিধি॥
কোথা হৈতে আইল কেশব ভারতী
ধরিয়া সন্ন্যাসি-বেশ।
পড়াইয়া শুনাইয়া পণ্ডিত করিনু
কেবা লৈয়া গেল দূরদেশ॥৫২॥২১৯৯॥

বিভাষ।

আজিকার স্বপনের কথা শুন গো মালিনী সই
নিমাঞি আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহ পানে চাইয়া চাইয়া
মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে॥
ঘরেতে শুতিয়াছিলাম অচেতনে বাহির হইলাম
নিমাঞির গলার সাড়া পাইয়া।
আমার চরণ-ধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
পুন কান্দে গলায় ধরিয়া॥
তোমার প্রেমের বশে ফিরি আমি দেশে দেশে
রহিতে নারিলাম নীলাচলে।
তোমাকে দেখিবার তরে আইলাম নদীয়াপুরে
কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥

আইস মোর বাছা বলি হিয়ার মাঝারে তুলি
হেন কালে নিদ্রা-ভঙ্গ হৈল ॥
পুন না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কান্দিয়া রজনী পোহাইল ।
সেই হৈতে প্রাণ কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
কি করিব কহ না উপায় ॥
বাসুদেব ঘোষে কয় গৌরাঙ্গ তোমার হয়
নহিলে কি দশা দেখ তায় ॥৫৩॥২২০০॥

তথা রাগ ।

সকল ভকতগণ শচী মায়ে দেখি ।
সকরুণ হৈয়া কয় ছল ছল আঁখি ॥
থির কর প্রাণ তুমি দেখিবে তাহারে ।
নিত্যানন্দে পাঠাইল তোমা দেখিবারে ॥
আমরা যাইব সবে নীলাচল-পুরী ।
গঙ্গাস্নান বলিয়া আনিব সঙ্গে করি ॥
ঐছন বচন কহি প্রবোধ করিলা ।
সবে মেলি থির করি ঘরে বসাইলা ॥
প্রেমদাস কহে হেন নদীয়ার পিরীতি ।
কি করি ছাড়িল গোর না বুঝি কি রীতি ॥৫৪॥২২০১॥

সুহই ।

যে দিন হইতে গোরা ছাড়িলা নদীয়া ।
তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

দিবা নিশি পিয়ে গোরা-নাম-সুধাখানি ।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণি ॥
বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে ।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে ॥
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী ।
গৌরাঙ্গ-বিরহে কান্দে দিবস রজনী ॥
প্রবোধ করয়ে কেহো কহি তার কথা ॥
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেলা বেথা ॥৫॥২২০২॥

পাহিড়া ।

সন্ন্যাসী হইয়া গেলা পুন যদি বাহুড়িলা
নাহি আইলা নদীয়া নগরে ।
হৃদয়ে হৃদয়ে ধরি নিজ পর এক করি
চাঁদ-মুখ দেখিবার তরে ॥

হরি হরি গৌরাঙ্গ এমন কেনে হৈলা ।
সবারে সদয় হৈয়া মুঞি নারীরে বঞ্চিয়া
এ শোক-সাগরে ভাসাইলা ॥

এ নব যৌবন-কালে মুড়াইয়া চাঁচর চুলে
না জানি সাধিলা কোন সিদ্ধি ।
কি ছার পরাণ সে পশুবৎ পণ্ডিত যে
গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাসে দিলা বিধি ॥

অক্রূর আছিল ভাল রাজ বোলে লৈয়া গেল
রাখিল সে মথুরানগরী।
নিতি লোক আইসে যায়, তাহাতে সম্বাদ পায়
ভারতী করিল দেশান্তরী॥

এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া মরমে বেদনা পাইয়া
ধরণীরে মাগয়ে বিদার।
বাসুদেব ঘোষে কয় মো সমান পামর নয়
তবু হিয়া বিদরে আমার॥ ৫৬॥ ২২০৩॥

ধানশী।

গৌর-গরবে হাম জনম গোঁয়ায়নু
অব কাঁহে নিরদয় ভেল।
পরিজন-বচনহি গরলে গরাসল
গেহ দহন সম কেল॥

সজনি অব দিন বিফলহিঁ ভেল।
সোঙরিতে সো মুখ হৃদয় বিদারত
পাঁজরে বজরক শেল॥ ধ্রু॥

উঠি বসি করি কত ক্ষিতি মাহা লুঠত
পবন আনল দহ অঙ্গ।
কি করব কা দেই সম্বাদ পাঠাওব
মিলব কিয়ে তছু সঙ্গ॥

বেথিত বেদনী জন বুঝায়ত অনুক্ষণ
ধৈরজ কর হিয়া মাঝ।
নিরবধি সো গুণ করি অবলম্বন
সাধহ আপনাক কাজ ॥ ৫৭ ॥ ২২০৪ ॥

তথা রাগ।

জনমহি গৌরক গরবে গোঁয়ায়ন্ত
সো কিয়ে এত দুখ সহই।
উর বিনু শেজ পরশ নাহি জানত
সো তনু অব মহী লুঠই ॥

বদন-মণ্ডল চাঁদ ঝল মল
সো অতি অপরূপ শোহে।
রাহু ভয়ে শশী ভূমে পড়ল খসি
ঐছন উপজল মোহে ॥

পদ-অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই
যৈছন বাউরী পারা।
ঘন ঘন নয়নে নিঝরে বারি ঝরু
ঐছন শাঙন-ধারা ॥

খেণে মুখ গোই পাণি অবলম্বই
ঘন ঘন বহয়ে নিশ্বাস।
সেই গৌরহরি পুনহি মিলায়ব
নিয়ড়হি মাধব দাস ॥ ৫৮ ॥ ২২০৫ ॥

তথা রাগ।

তছু দুখে দুখী এক প্রিয়-সখী
গৌর-বিরহে ভোরা।
সহিতে নারিয়া চলিল ধাইয়া
যেমত বাউরী পারা॥
নদীয়া নগরে সুরধুনী-তীরে
যেখানে বসিতা পহু।
তথায় যাইয়া গদগদ হৈয়া
কি কহয়ে লহু লহু।
সে সব প্রলাপ- বচন শুনিতে
পাষাণ মিলাঞা যায়।
নীলাচল-পুরে যৈছন গৌরে
যাইয়া দেখিতে পায়॥
আঁখি ঝর ঝর হিয়া গর গর
কহয়ে কান্দিয়া কথা।
মাধব ঘোষের হিয়া বেয়াকুল
শুনিতে মরমে বেথা॥ ৫৯॥ ২২০৬॥

পাহিড়া

অবলা সে বিষ্ণুপ্রিয়া তুয়া গুণ সোঙরিয়া
মুরছি পড়িল ক্ষিতি-তলে।
চৌদিগে সখীগণ হেরি করে রোদন
তুলা ধরি নাসার উপরে॥

তুয়া বিরহানলে অন্তর জর জর
দেহ ছাড়া হইল পরাণি ।
নদীয়া-নিবাসী যত তারা ভেল মূরছিত
না দেখিয়া তুয়া মুখখানি ॥

শচী বৃদ্ধ আধ মর দেহে প্রাণ নাহি তার
তার প্রতি নাহি তোর দয়া ।
নদীয়ার সঙ্গিগণ কেমনে ধরিবে প্রাণ
কেমনে ছাড়িলা তার মায়া ॥

যত সহচর তোর সবাই বিরহে ভোর
শ্বাস রহে দরশন আশে ।
হেদে হে রসিকবর চলহ নদীয়া-পুর
কহে দীন মাধব ঘোষে ॥ ৬১ ॥ ২১০৭ ॥

"কি করিলে গোরাচাঁদ নদীয়া ছাড়িয়া"
ইতি পদমত্র জ্ঞেয়ং ।

শ্রীরাগ ।

গৌরাঙ্গ ঝাট করি চলহ নদীয়া ।
প্রাণ-হীন হইল অবলা বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
তোমার চরিত যত পূরব পিরীত ।
সোঙরি সোঙরি এবে ভেল মূরছিত ॥
সে হেন নদীয়াপুর সে সব সঙ্গিয়া ।
ধূলায় পড়িয়া কান্দে তোমা না দেখিয়া ॥

কহয়ে মাধব ঘোষ শুন গৌরহরি ।
তিলেক বিলম্বে আমি আগে যাব মরি ॥

॥৬১॥২২০৮॥

অথ ভক্তগণস্য উৎকণ্ঠা যথা ।

সুহই ।

কত দিনে হেরব গোরাচাঁদের মুখ ।
কবে মোর মনের মিটব সব দুখ ॥
কত দিনে গৌর পহু করবহি কোর ।
কত দিনে সদয় হইবে বিধি মোর ॥
কত দিনে শ্রবণে হইবে শুভ দিন ।
চাঁদ-মুখের বচন শুনিব নিশিদিন ॥
বাসুঘোষ কহে গোরা-গুণ সোঙরিয়া ।
ঝুরয়ে নদীয়ার লোক গোরা না দেখিয়া ॥

॥৬২॥২২০৯॥

তথা রাগ ।

গোরা-গুণে প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব ।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ।
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া ।
দুর্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া ॥
অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কান্দিয়া ।
গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া ।
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া ॥

।৬৩॥২২১০॥

শ্রীরাগ।

কান্দয়ে নিন্দুক সব করে হায় হায়।
এই বার নদীয়া আইলে ধরিব তার পায়॥
না জানি মহিমা-গুণ কহিয়াছি কত।
এইবার নাগালি পাইলে হব অনুগত॥
দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি।
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন।
এইবার পাইলে তাঁর লইব শরণ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গে যত পারিষদগণ।
তারা সব শুনিয়াছি পতিত-পাবন॥
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পাইল প্রকাশ।
কান্দিতে কান্দিতে কহে বৃন্দাবন দাস॥

॥৬৪।২২১১॥

শ্রীরাগ।

গৌরাঙ্গ-বিরহে সবে বিভোর হইয়া।
সকল ভকতগণ একত্র হইলা॥
নিত্যানন্দ প্রভু সনে যুকতি করিল।
অদ্বৈত আচার্য্য পাশে সবাই চলিল॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে সবে নীলাচলে যাব।
দেখিয়া সে চাঁদ-মুখ হিয়া জুড়াইব॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
বাসুদেব নরহরি সেন শিবানন্দ॥

সকল ভকত মেলি যায় নীলাচল।
প্রেমদাস কহে সব হইবে সফল ॥৬৫॥২২১২॥

ধানশী।

শচী মাতার আজ্ঞা লঞা, সকল ভকত ধাঞা
চলিলেন নীলাচল পুরে।
শ্রীনিবাস হরিদাস অদ্বৈত আচার্য্য পাশ
মিলিলা সকল সহচরে ॥
অদ্বৈত নিতাই সঙ্গে মিলিয়া কৌতুক-রঙ্গে
নীলাচল-পথে চলি যায়।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে, দেখিতে গৌরাঙ্গচাঁদে
অনুরাগে আকুল হিয়ায় ॥
পথে দেবালয়গণ করি কত দরশন
উত্তরিলা আঠারনালাতে।
সকল ভকত সাথে কীর্ত্তন করিয়া পথে
যায় সবে গৌরাঙ্গ দেখিতে ॥
কীর্ত্তনের মহা রোল ঘন ঘন হরিবোল
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।
গগনে উঠিল ধ্বনি নীলাচল-বাসী শুনি
দেখিবারে ধায় আগে পাছে ॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গহরি স্বরূপাদি সঙ্গে করি
পথে আসি দিলা দরশন।
মিলিলা সবার সঙ্গে প্রেমে পরিপূর্ণ অঙ্গে
প্রেমদাসের আনন্দিত মন ।৬৬॥২২১৩॥

শ্রীরাগ।

অদ্বৈত নিতাই সনে প্রভুর মিলন।
দোহেঁ কান্দে ধরি মহাপ্রভুর চরণ॥
কান্দে মহাপ্রভু দুই প্রভু করি কোলে।
ভাসিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে॥
শ্রীবাসেরে কোলে করি কান্দেন গৌরাঙ্গ॥
প্রেম-জলে ভাসি গেল শ্রীবাসের অঙ্গ॥
মুকুন্দ মুরারি হরিদাস দামোদর।
একে একে মিলিলা সকল সহচর॥
সবারে লইয়া জগন্নাথ দেখাইল।
গৌরাঙ্গ নিকটে সব মহান্ত রহিল॥
প্রেম-দানে পূরিল সবার অভিলাষ।
বঞ্চিত হইল সবে একা প্রেমদাস॥৬৭॥২২১৪॥

তথা রাগ।

শচীর নন্দন জগ-জীবন সার।
জীবনে মরণে গোরা ঠাকুর আমার॥ ধ্রু॥

আসিয়া গোলোক-নাথ পারিষদগণ সাথ
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈয়া।
স্থাপিয়া যুগের কর্ম্ম নিজ-সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম
বুঝাইলা নাচিয়া গাইয়া॥

ধরি রূপ হেম-গৌর পরিলা কৌপীন ডোর
অরুণ-কিরণ বহির্ব্বাস।
করে কমণ্ডলু দণ্ড ধরিলা গৌরাঙ্গচন্দ্র
ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া-অভিলাষ॥

অখিলের গুরু হরি ভারতীরে গুরু করি
মন্ত্র দিয়া করিলা গ্রহণ।
নিন্দুক পাষণ্ড ছিল বহু নিন্দা পূর্ব্বে কৈল
ভজিল বলিয়া নারায়ণ॥

যাইয়া উৎকল দেশে নাম কৈলা উপদেশে
ষড়-ভুজ দেখাঞা প্রকাশ।
অনন্ত আচার্য্যে কয় সঙ্গে সব মহাশয়
লৈয়া কৈল নীলাচলে বাস॥৬৮॥২২১৫॥

কামোদ।

দেখ দেখ অপরূপ গৌর-চরিত।
সো গোকুল-পতি অব পরকাশল
পুন কিয়ে বামন রীত॥ধ্রু॥

নিরখি প্রতাপ প্রতাপরুদ্র বলি
তনু মন সরবস দেল।
জগাই মাধাই আদি অসুরগণ
চরণ-প্রবণ নিজ কেল॥

যছু পদ সঙ্গে অদ্বৈত-ভগীরথ
ভকতি-গঙ্গা পরবাহ।
নিত্যানন্দ গিরিশ দেই আনল
বাস হিমাচল মাহ॥

যছু অবগাহনে অখিল ভকতগণে
বিলসই প্রেম আনন্দ।
পামর পতিত পরম দয়া পায়ল
বঞ্চিত বলরাম মন্দ॥৬৯॥২২১৬॥

তথা রাগ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরা শচীর দুলাল।
এই সে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল॥
কেহ কহে জানকী-বল্লভ ছিল রাম।
কেহ বলে নন্দলাল হৈলা বন-শ্যাম॥
পূরবে কালিয়া ছিল গোপী-প্রেমে ভোরা।
ভাবিয়া রাধার বরণ এবে হৈল গোরা॥
ছল ছল অরুণ নয়ান অনুরাগী।
না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥
সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমিলা দেশে দেশে।
তবু না পাইল রাধা-প্রেমের উদ্দেশে॥
গোবিন্দদাসিয়া কয় কিশোরী কিশোরা।
স্বরূপ রামের সনে সেই রসে ভোরা॥৭০॥২২১৭॥

বরাড়ী।

এমন ঠাকুর ভজ দূর কর সব কাজ
ছাড় সব মিছা অভিলাষ।
চৈতন্যচাঁদের গুণে আলো কৈল ত্রিভুবনে
অনায়াসে হৈল পরকাশ॥
চৈতন্য-কল্পতরু অখিল-জীবের গুরু
গোলোক-বৈভব সব সঙ্গে।
জীবেরে মলিন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
হরি-নাম বিলাইল রঙ্গে॥
যজ্ঞ জপ ধ্যান পূজা অন্য যুগে যত পূজা
সাধিলেক অতি বড় দুখে।
এই যে কলি-যুগ-নরে যত পাপ তাই করে
নাম লৈয়া তরি গেল সুখে॥
করুণা-বিগ্রহ সার তুলনা কি দিব আর
পতিতের পূরাইল আশ।
কিছু না বুঝিয়া চিতে, কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
গুণ গায় নরহরি দাস॥ ৭১॥ ২২১৮॥

তদেব প্রকারান্তরং যথা।

মায়ূর।

নাচে পহু অবধূত গোরা।
অবিরত পূর্ণ-কল মুখ-বিধু মণ্ডল
নিরবধি প্রেম-রসে ভোরা॥

অরুণ-কমল-পাখী জিনি রাঙ্গা দুটি আঁখি
ভ্রমরযুগল দুটি তারা ।
সোণার ভূধরে যৈছে সুর-নদী বহে তৈছে
বুক বাহি পড়ে প্রেম-ধারা ॥

কেশরীর কটি জিনি, তাহাতে কৌপীন খানি
অরুণ বসন বহির্ব্বাস ।
গলায় দোলয়ে মালা ভূষণ করিয়া আলা
নাসা তিল-কুসুম বিকাশ ॥

কনক-মৃণালযুগ সুবলিত দুটি ভুজ
করযুগ কঞ্জের বিলাস ।
রাতা উতপল ফুল পদ নহে সমতুল
পরশনে মহীর উল্লাস ॥

আপাদ মস্তক গায় পুলকে পূরিত তায়
যৈছে নীপ-ফুল অতি শোভা ।
প্রভাতে কদলী জনু সঘনে কম্পিত তনু
মাধব ঘোষের মনোলোভা ॥৭২।২২।৯॥

বসন্ত ।

আনন্দে নাচত সঙ্গেতে ভকত
গৌরকিশোর রাজ ।
ফাগু উঝালি করে ফেলাফেলি
নীলাচল-পুরী মাঝ ॥

শুনিয়া নাগরী প্রেমেতে আগরী
ধাইয়া চলিল বাটে।
হেরিয়া গৌরে পড়িলা ফাঁফরে
বদন চাহিয়া থাকে॥
দু বাহু তুলিয়া বেড়ায় নাচিয়া
ভকতগণের সঙ্গ।
নীলাচল-বাসী মনে অভিলাষী
কৌতুকে দেখয়ে রঙ্গ॥
বাজে করতাল বোলে ভালি ভাল
আর বাজে তাহে খোল।
মাধবী দাস মনেতে উল্লাস
দাস বলে হরি বোল॥ ৭৩॥ ২২২০॥

তথা রাগ।

নাচয়ে গৌরাঙ্গ পহু সহচর সঙ্গ।
শ্যাম-তনু গৌর ভেল বসন সুরঙ্গ॥
পূরবে দোহন-ভাণ্ড অনুভবি শেষে।
করঙ্গ লইলা গোরা সেই অভিলাষে॥
ছাড়ি চূড়া শিখি-পুচ্ছ কৈল কেশ হীন।
পীত বসন ছাড়ি পরিলা কৌপীন॥৭৪॥২২২১॥

বরাড়ী।

কি কহিব শত শত তুয়া অবতার।
একলা গৌরাঙ্গচাঁদ পরাণ আমার॥

বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারী।
শিব শুক নারদ লইয়া জনা চারি॥
সেতু-বন্ধ কৈলা তুমি রাম অবতারে।
এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে॥
কলিযুগে কীর্ত্তন করিলা সেতু বন্ধ।
সুখে পার হউক পঙ্গু জড় অন্ধ॥
কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী।
গোরা-গুণে নাচিল ভুবন দশ চারি॥
না জানিয়ে জপ তপ এ বেদ-বিচার।
কহে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার॥১৫॥২২২২॥

তথা রাগ।

গৌরাঙ্গ কে জানে মহিমা তোমার।
কলিযুগ উদ্ধারিতে পতিত-পাবন অবতার॥

শ্যাম মহোদধি কেমনে বিধাতা
মথিয়া সৈ কত কাল।
কত সুধারস তাহে নিরমিয়া
উপজল গৌরাঙ্গ রসাল॥

ত্রিভুবনে প্রেম- বাদর হইল
গৌর-প্রেম-বরিষণে।
দীন হীন জন ও রসে মগন
নরহরি গুণ গানে॥১৬॥২২২৩॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং একবিংশ-পল্লবঃ।

অথ নিত্যানন্দচন্দ্রস্য মহিম-বর্ণনং যথা ।

ভাটিয়ারি ।

আরে মোর নিতাই নায়র ।
সংসার-সাগর- জীবনে জীবন
নিতাই মোর সুখের সায়র ॥
অবনী-মণ্ডলে আইলা নিতাই
ধরি অবধূত-বেশ ।
পদ্মাবতী-নন্দন, বসুজাহ্নবীর জীবন-ধন
চৈতন্য লীলায় বিশেষ ॥
রাম অবতারে অনুজ আছিলা
লক্ষ্মণ বলিয়া নাম ।
কৃষ্ণ অবতারে গোকুল-নগরে
জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম ॥
গৌর অবতারে নদীয়া বিহরে
ধরিয়া নিত্যানন্দ নাম ।
দীন হীন যত উদ্ধারিলা কত
বঞ্চিত দাস আত্মারাম ॥১॥২২৪॥

শ্রীরাগ ।

চলে নিতাই প্রেম-ভরে দিগ টলমল করে
পদ-ভরে অবনী দোলায় ।
আধ আধ কথা কয় মুখের বাহির নয়
নিজ পারিষদে গুণ গায় ॥

দেখ ভাই অবনী-মণ্ডলে নিত্যানন্দ ।
তাঁহার মুখ হেরি বাঢ়য়ে আনন্দ ॥ ধ্রু ॥
পরিধান নীল ধটী শোভে হার ক্ষীণ কটি
কনক-কুণ্ডল এক কাণে ।
অঙ্গ হেলি ঢুলি চলে, গৌর গৌর গৌর বলে
দিবানিশি আন নাহি জানে ॥
জিনি করিবর-শুণ্ড শ্রীভুজে কনক-দণ্ড
পাষণ্ডেরে করিতে বিনাশ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র প্রভু মোর নিত্যানন্দ
গুণ গান বৃন্দাবন দাস ॥২৷২২৫॥

ধানশী ।

বন্দে প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ-কন্দ
ঝলমল আভরণ সাজে ।
দুই দিগে শ্রুতি-মূলে মকর-কুণ্ডল দোলে
গলে এক কৌস্তুভ বিরাজে ॥
সুবলিত ভুজ-দণ্ড জিনি করিবর-শুণ্ড
তাহাতে শোভয়ে হেম-দণ্ড ।
অরুণ অম্বর গায় সিংহের গমনে ধায়
দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড ॥
অঙ্গ দেখি শুদ্ধ স্বর্ণ দুটি আঁখি রক্তবর্ণ
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ ।
সুমেরু বাহিয়া যেন গঙ্গা-ধারা বহে হেন
দেখি সুরলোকের আনন্দ ॥

সর্ব্বাঙ্গে পুলক-ছটা যেন কদম্বের ঘটা
লম্ফে কম্প হয় বসুমতী।
বীর-দাপ মালশাটে শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফুটে
দেখি ব্রহ্মলোকে করে স্তুতি॥
চৈতন্যের প্রেম-রত্ন জীবেরে করিয়া যত্ন
দিল পহু পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবন দাসে আপনার কর্ম্ম-দোষে
না ভজিলাম নিতাই পদ-দ্বন্দে।৩॥২২২৬॥

সিন্ধুড়া।

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী-কুমার
পতিত উদ্ধার লাগি দুবাহু পসার॥
গদ গদ মধুর মধুর আধ বোল।
যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেয় কোল॥
ডগ মগ লোচন ঘুরয়ে নিরন্তর।
সোণার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই পর-দুখ জানে।
হরি নামের মালা গাঁথি দিল জগ-জনে॥
পাপী পাষণ্ডী যত করিল দলন।
দীন হীন জনে কৈলা প্রেম বিতরণ॥
আহা গৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমি-তলে।
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে॥
বৃন্দাবন দাস মনে এই বিচারিল।
ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িল॥৪॥২২২৭॥

মঙ্গল ।

গজেন্দ্র-গমনে যায় সকরুণ-দিঠে চায়
পদ-ভরে মহী টলমল ।
মত্ত সিংহ-গতি জিনি কম্পমান মেদিনী
পাষণ্ডীগণ শুনিয়া বিকল ॥

আওত অবধূত করুণার সিন্ধু ।
প্রেমে গর গর মন করে হরি-সংকীর্ত্তন
পতিত-পাবন দীন-বন্ধু ॥ধ্রু॥

হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে
প্রেমে ভাসে অমর-সমাজে ।
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন-রঙ্গে
অলখিতে করে সব কাজে ॥

শেষ-শায়ী সঙ্কর্ষণ অবতরি নারায়ণ
যার অংশ-কলায় গণন ।
কৃপা-সিন্ধু ভক্তি-দাতা জগতের হিত-কর্ত্তা
সেই রাম রোহিণী-নন্দন ॥

যার লীলা লাবন্য-ধাম আগমে নিগমে গান
যার রূপ মদন-মোহন ।
এবে অকিঞ্চন-বেশে ফিরে পহু দেশে দেশে
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥

ব্রজের বৈদগধি-সার যত যত লীলা আর
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধি হয়
ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ ॥৫॥২২২৮॥

কল্যাণী।

রূপে গুণে অনুপমা লক্ষী-কোটি-মনোরমা
ব্রজ-বধূ অযুত অযুত।
রাস-কেলি-রস-রঙ্গে বিহরে যাহার সঙ্গে
সো পহু কি লাগি অবধূত ॥
হরি হরি এ দুখ কহিব কার আগে।
সকল নাগর-গুরু রসের কলপতরু
সেবা কেন ফিরয়ে বৈরাগে ॥ ধ্রু ॥
সঙ্কর্ষণ শেষ যার অংশ কলা অবতার
অনুক্ষণ গোলোকে বিরাজে।
কৃষ্ণের অগ্রজ নাম মহাপ্রভু বলরাম
কেন নিতাই সংকীর্ত্তন মাঝে ॥
শিব-বিধি-অগোচর আগম-নিগম-পর
কলি-যুগে শ্রীনিত্যানন্দ।
গৌর-রসে নিগমন করাইল জনে জন
দূরে রহু বলরাম মন্দ ॥৬॥২২২৯॥

পঠমঞ্জরী।

নিতাইচাঁদ দয়াময় নিতাইচাঁদ দয়াময়।
কলি-জীবে এত দয়া কভু নাহি হয় ॥

খেণে কালা খেণে গোরা খেণে অঙ্গ পীত।
খেণে হাসে খেণে কান্দে না পায় সম্বিত॥
খেণে গো গো করে গোরা বলিতে না পারে।
গোরা-রাগে রাঙ্গা আঁখি জলেই সাঁতারে॥
আপনি ভাসিয়া জলে ভাসাওল ক্ষিতি।
এ ভবে অচল যদু রহল অবধি॥৭।২।৩০॥

মঙ্গল।

অনুখণ অরুণ নয়ান ঘন ঘুরত
ঢরকত লোর বিথার।
কিয়ে ঘন করুণ বরুণালয় সঞ্চরু
অমিয়া বরিখে অনিবার॥

নাচত রে নিতাই বর-চাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম- সুধারস জগ-জনে
অদভুত নটন-সুছান্দ॥ ধ্রু॥

পদ-তল-তাল- খলিত মণি-মঞ্জীর
চলতহি টল মল অঙ্গ।
মেরু-শিখর কিয়ে তনু অনুপামরে
ঝল মল ভাব-তরঙ্গ॥

রোয়ত হসত চলত গতি-মন্থর
হরি বলি মুরছি বিভোর।
খেণে খেণে গৌর গৌর বলি ধায়ই
আনন্দে গরজত থোর॥

পামর পঙ্গু অধম জড় আতুর
দীন অবধি নাহি নাম।
অবিরত দুর্লভ প্রেম-রতন ধন
যাচি জগতে করু দান॥

অবিচলনোগ্র প্রেম-ধন-বিতরণে
নিখিল-তাপ দূরে গেল।
দীন হীন সবহু মনোরথ পূরল
অবলা উনমত ভেল॥

ঐছন করুণ নয়ান অবলোকনে
কাহু না রহু দুরদিন।
বলরাম দাস কাঁহে ভেল বঞ্চিত
দারুণ হৃদয় কঠিন॥ ৮ ॥২২৩১॥

তথা রাগ।

অঞ্জন গঞ্জন লোচন-রঞ্জন-
গতি অতি ললিত সুঠাম।
চলত খলত পুন পুন উঠি গরজত
চাহনি বঙ্ক নয়ান॥

গৌর গৌর বলি ঘন দেই করতালী
কঞ্জ-নয়ানে বহে লোর।
প্রেমেতে অবশ হৈয়া পতিতেরে নিরখিয়া
আইস আইস বলি দেই কোর॥

হুহুঙ্কার গরজন মালশাট পুন পুন
কত কত ভাব বিথার।
কদম্ব-কেশর জনু পুলকে পূরল তনু
ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার ॥

আগম-নিগম-পর বেদ-বিধি-অগোচর
তাহা কৈল পতিতের দান।
কহে আত্মারাম দাসে, না পাইল কৃপা-লেশে
রহি গেল পাষাণ সমান ॥ ৯ ॥ ২২৭২॥

শ্রীগান্ধার।

নিতাই করুণাময় অবতার।
দেখিয়া দীন হীন করয়ে প্রেম দান
আগম নিগমেতে সার ॥

সহজে ঢর ঢর সজল নিরমল
কমল জিনিয়া দিঠি-শোভা।
বদন-মণ্ডল কোটি শশধর
জিনিয়া জগ-মন লোভা ॥

অঙ্গ চিকণ মদন-মোহন
কণ্ঠে শোভে মণি-হার।
বচন-অমিয়া শ্রবণে দূরে গেল
পাতকীর মনের আন্ধিয়ার ॥

নবীন-করি-কর জিনিয়া ভুজ-বর
তাহে শোভে হেম-দণ্ড।
হেরিয়া সব লোক পাসরে শোক
খণ্ডয়ে হৃদয় পাষণ্ড ॥
নিতাই-করুণায় অবনী ভাসল
পূরল জগ-মন আশ।
ও প্রেম-লবলেশ- পরশ না পাইয়া
কান্দয়ে হরিরাম দাস ॥১০।২২৩৩॥

তথা রাগ।

মরি যাই এমন নিতাই কেন না ভজিনু।
হরি হরি ধিক আরে কুবুদ্ধি লাগিল মোরে
হাতে নিধি পাইয়া হারাইনু ॥ ধ্রু ॥
কমল জিনিয়া আঁখি শোভা করে মুখ-শশী
করুণায় যাহা পানে চায়।
বাহু পসারিয়া বলে আইস আইস করি কোলে
প্রেম-ধন সবারে বিলায় ॥
কাচনি কটির বেশ শোভিছে চাঁচর কেশ
বান্ধে চূড়া অতি মনোহর।
নাটুয়া-ঠমকে চলে বুক বাহি পড়ে লোরে
ত্রিবিধ জীবের পাপ-হর ॥
হরি হরি বোল বলে ডাহিনে বামে অঙ্গ দোলে
বাম গৌরীদাসের গলা ধরি।
মধুমাখা মুখ-চাঁদ নিতাই প্রেমের-ফাঁদ
ভাব-সিন্ধু উছলে লহরী ॥

নিতাই করুণা-সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
করুণায় জগত ডুবিল।
মদন-মদেতে অন্ধ বিশেষে রহল ধন্দ
নিতাই ভজিতে না পারিল॥১১॥২২৩৪॥

বরাড়ী।

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া।
পূরব বিলাস-রঙ্গী সঙ্গের সঙ্গিয়া॥
কঞ্জ-নয়নে বহে সুরধুনী-ধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
চন্দনে চর্চ্চিত সব অঙ্গ উজোর।
রূপ নিরখিতে জগ-জন মন ভোর॥
আজানুলম্বিত ভুজ করিবর-শুণ্ড।
কনক-খচিত দণ্ড দলন পাষণ্ড॥
শিরোপর পাগড়ী বান্ধে নটপটিয়া।
কটি আঁটি পরিপাটী পরে নীল ধটিয়া॥
দয়ার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস॥১২॥২২৩৫॥

ধানশী।

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্ত বোলায়॥
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ-আবেশে।
পাপীয়া পাষণ্ড আর না রহিল দেশে॥

পট্ট-বাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে ।
ঝলমল করিতেছে নানা আভরণে ॥
সঙ্গে রঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর ।
গৌরীদাস আদি করি সঙ্গে সহচর ॥
চৌদিগে নিতাই মোর হরি বোল বোলায় ।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি নিতাইর গুণ গায় ॥

॥১৩॥২২৩৬॥

দেশাগ ।

দেখ দেখ দেখ মোর নিত্যানন্দ ।
ভুবন-মোহন প্রেম-আনন্দ ॥
প্রেম-দাতা মোর নিতাইচাঁদ ।
জনে জনে দেই প্রেম-ফাঁদ ॥
নিতাইর বরণ কনক চাঁপা ।
বিধি দিল রূপ অঞ্জলি মাপা ॥
দেখিতে নিতাই সবাই ধায় ।
ধরি কোলে নিতে সবারে চায় ॥
নিতাই বলে বোল গৌরহরি ।
প্রেমে নাচে বাহু ঊর্দ্ধ করি ॥
নাচয়ে নিতাই গৌর-রসে ।
বঞ্চিত এ রাধাবল্লভ দাসে ॥১৪॥২২৩৭॥

শ্রীরাগ ।

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি ।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী ॥

প্রেম-বন্যা লইয়া নিতাই আইলা গৌড় দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীন হীন ভাসে॥
দীন হীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে॥
আবদ্ধ করুণা নিতাই কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান॥
লোচনে বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল॥১৫॥২২৬৮॥

তথা রাগ।

কীর্ত্তন-রসময় আগম-অগোচর
কেবল আনন্দ-কন্দ।
অখিল-লোক-গতি ভকত-প্রাণ-পতি
জয় নিত্যানন্দ-চন্দ্র॥

হেরি পতিতগণ করুণাবলোকন
জগত ভরি করল অপার।
ভব-ভয়-ভঞ্জন দুরিত-নিবারণ
ধন্য ধন্য অবতার॥

হরি-সংকীর্ত্তন মজিল জগ-জন
সুর নর নাগ পশু পাখী।
সকল বেদ-সার প্রেম-সুধাবর
দেওল কাহুঁ না উপেখি॥

ত্রিভুবন-মঙ্গল নাম-প্রেম-বলে
দূরে গেল কাল-আন্ধিয়ার।
শমন-ভবন-পথ সবে এক রোধল
বঞ্চিত রাম দুরাচার ॥১৬॥২২৩৯।

কামোদ।

ভকতি-রতন-খনি উঘাড়িয়া প্রেম-মণি
নিজ-গুণ-সোণায় মুড়িয়া।
উত্তম অধম নাই যারে দেখে তার ঠাঞি
দান করে জগত বেড়িয়া।

সোঙরি নিতাইর গুণ যেমন করয়ে মন
তাহা কি কহিতে পারি ভাই।
লাখে লাখে হয় মুখ তবে সে মনের সুখ
ঠাকুর নিতাইর গুণ গাই॥

নামেই আনন্দময় সকল ভুবন হয়
দেখিবার দয়া রহু দূরে।
শুনিয়া নিতাইর গুণ যেমন করয়ে মন
তার লাগি কেবা নাহি ঝুরে॥

পাষাণ সমান হিয়া সেহো গেল মিলাইয়া
নিতাইর গুণ গাইতে শুনিতে।
কহে ঘনশ্যাম দাস যার নাহি বিশোয়াস
সেই সে পামর অবনীতে ॥১৭॥২২৪০॥

শ্রীরাগ।

পূরবে গোবর্দ্ধন ধরল অনুজ যার
জগ-জনে কহে বলরাম।
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে আইলা কীর্ত্তন-রঙ্গে
ধরি পহু নিত্যানন্দ-নাম॥
পরম উদার করুণাময় বিগ্রহ
ভুবন-মঙ্গল গুণ-ধাম।
গৌর-প্রেম-রসে কটির বসন খসে
অবতার অতি অনুপাম॥
নাচত গাওত হরি হরি বোলত
নিরবধি যেন মাতোয়াল।
হাস প্রকাশ মিলিত মধুরাধরে
লোলত পরম রসাল॥
রামদাস পহু সুন্দরের জীবন
গৌরীদাসের ধন প্রাণ।
অখিল জীব যত এই রসে উনমত
জ্ঞানদাস গুণ গান॥১৮॥২২৪১॥

তথা রাগ।

গূঢ়-রূপে রাম পূরে নিজ কাম
অনঙ্গ-মঞ্জরী হৈয়া।
রাস-রস কাজে বৈসে ব্রজ মাঝে
আনন্দে গোবিন্দ লৈয়া॥

হরি হরি কে বুঝে রামের রীত।
পুরুষ প্রকৃতি অনন্ত-মূরতি
ধরি পহু করে প্রীত।
রাইয়ের ভগিনী অনুজা আপনি
পিন্ধন নীলিম বাস॥
বসন্ত কেতকী জাতি যূথী জিতি
মৃদুল মৃদুল ভাষ॥
সখ্যে দেহ সখা দাস্যে দাস লেখা
বাৎসল্যে বালক প্রায়।
দাস বৃন্দাবন মানস-রতন
বুঝিয়া সোঁপল তায়॥১৯॥২২৪২॥

শ্রীরাগ।

পহু মোর নিত্যানন্দ রায়।
মথিয়া সকল তন্ত্র হরি-নাম মহামন্ত্র
করে ধরি জীবেরে বুঝায়॥
চৈতন্য-অগ্রজ নাম ত্রিভুবন অনুপাম
সুরধুনী তীরে করে থানা।
হাট করি পরবন্ধ রাজা হৈলা নিত্যানন্দ
পাষণ্ডী দলন বীর বানা॥
রামাই সুপাত্র হৈয়া রাজ-আজ্ঞা চালাইয়া
কোতোয়াল হৈলা হরিদাস।
কৃষ্ণদাস হৈলা বাড়িয়া, কেহো বাইতে-বারে তাড়িয়া
লিখন পঠনে শ্রীনিবাস॥

পসারিয়া বিশ্বম্ভর আর প্রিয় গদাধর
আচার্য্য-চত্বরে বিকি কিনি ।
গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনি ॥২০॥২২৪৩॥

সিন্ধুড়া ।

নিতাই কেবল পতিত জনার বন্ধু ।
জীবের চির পুণ্য-ফলে, বিধি আনি মিলাইলে
রঙ্ক মাঝে রতনের সিন্ধু ॥ ধ্রু ॥
দিগ নেহারিয়া যায় ডাকে পহু গোরা রায়
ধরণীতে পড়ে মূরছিয়া ।
প্রিয় সহচর মেলে নিতাইরে করি কোলে
কান্দে চাঁদ-বদন হেরিয়া ॥
নব-গুঞ্জারুণ আঁখি প্রেমে ছল ছল দেখি
সুমেরু বাহিয়া মন্দাকিনী ।
মেঘ-গভীর-স্বরে ভাই ভাই রব করে
পদ-ভরে কম্পিত মেদিনী ॥
নিতাই করুণাময় জীবে দিল প্রেমাশ্রয়
হেন দয়া জগতে বিদিত ।
নিজ-নাম-সংকীর্ত্তনে উদ্ধারিলা জগ-জনে
বাসু কেনে হইল বঞ্চিত ॥ ২১ ॥ ২২৪৪ ॥

শ্রীরাগ ।

সংকীর্ত্তনে নিত্যানন্দ নাচে । প্রিয় পারিষদগণ কাছে ॥
গোবিন্দ মাধব ঘোষ গান । শুনি কেবা ধরয়ে পরাণ ॥

পতিতের গলায় ধরিয়া। কান্দে পহু সকরুণ হৈয়া॥
গদ গদ কহে পতিতেরে। শুনি যাহা পাষাণ বিদরে॥
তা সবার ধারি বহু ধার। ধর ধর প্রেমের পসার॥
তা সবার দুর্গতি নাশিব। ব্যাজের সহিতে প্রেম দিব॥
তারা প্রেমে চাহে মুখ-চাঁদে। গলায় ধরিয়া তার কান্দে॥
সে হেন করুণা সোঙরিয়া। বাসুঘোষ মরয়ে ঝুরিয়া॥

২১॥ ২২৪৫॥

সুহই।

গজেন্দ্র-গমনে নিতাই চলয়ে মন্থরে।
যারে দেখে তারে ভাসায় প্রেমের পাথারে॥
পতিত.দুর্গতি পাপীর ঘরে ঘরে গিয়া।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম দিছেন যাচিয়া॥
যে না লয় তারে কয় দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লও বোল হরি হরি॥
তো সবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
শুন ভাই গৌরাঙ্গসুন্দর নদীয়ার॥
যে পহু গোলক-পুরে নন্দের কুমার।
তো সবার লাগিয়া এবে কৈল অবতার॥
শুনিয়া কান্দয়ে পাপী চরণে ধরিয়া।
পুলকে পূরল অঙ্গ গর গর হিয়া॥
তারে কোলে করি নিতাই যায় আন ঠাম।
হেন মতে প্রেমে ভাসাওল পুর-গ্রাম॥
দৈবকীনন্দনে বলে মুঞি অভাগিয়া।
ডুবিনু বিষম কূপে নিতাই না ভজিয়া॥২৩॥২২।

বেলোয়ার।

চর চর শোণ কনক তনু সুন্দর
নটপট পাগ শিরোপরি বনিয়া।
জিনি গজ-রাজ চলত মৃদু মন্থর
মণি-মঞ্জীর বাজত রণঝনিয়া ॥

আওত অবধূত নিত্যানন্দ রায়।
গৌর গৌর বলে ঘন মালশাট মারে
ভাবে অথির তনু থির নাহি পায় ॥ ধ্রু॥

অবিরল নীপ-ফুল- পুলক-কুল-সঙ্কুল
চরকত নয়নে লোর অনিবার।
ভাই অভিরাম বামে অবলম্বই
প্রেম-রতন করু জগতে বিথার।
দুরগতি অগতি, পতিত হেরি জনে জনে
যাচি দেয়ত হরি-নামক হার।
ঐছন সদয় হৃদয় নাহি হেরিয়ে
বঞ্চিত দুরমতি মোহন ছার ॥২৪॥২২৪৭॥

মল্লার।

নাচে নিত্যানন্দ ভুবন-আনন্দ
বৃন্দাবন-গুণ শুনিয়া রে।
বাহুযুগ তুলি বলে হরি হরি
চলন মন্থর ভাতিয়া রে ॥

কিবা সে মাধুরী বচন-চাতুরী
গদাধর-মুখ হেরিয়া রে।
মাধব গোবিন্দ শ্রীবাস মুকুন্দ
গাওত ও রস ভাবিয়া রে ॥
নাচে নিত্যানন্দচাঁদ রে।
কহে গদগদ চলে পদ আধ
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ রে ॥
ও চাঁদ-বদনে হাস সঘনে
অরুণ লোচন ভঙ্গিয়া রে।
কুসুম-হার হিয়ার উপর
সুঘড় রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া রে ॥
রাতুল চরণে রতন নূপুর
রঙ্গের নাহিক ওর রে।
মনের আনন্দে শ্রীনিবাস-সুত-গতি
গোবিন্দ চিত ভোর রে ॥২৫॥২২৪৮॥

মঙ্গল।

প্রেমে মত্ত মহাবলী চলে নিতাই দিগ দলি
ধরণী ধরিতে নারে ভার।
শ্রীঅঙ্গ সুন্দর গতি অতি মন্থর
কি ছার কুঞ্জর মাতোয়ার ॥
প্রেমে পুলকিত তনু কনয়া-কদম্ব জনু
প্রেম-ধারা বহে দুটি আঁখে।
নাচে গায় গোরা-গুণে পুরব পড়েছে মনে
ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ডাকে ॥

হুহুঙ্কারি মালশাটে কেশরি-গরব টুটে
বুক ফাটে পাষণ্ডী বিমনা।
লগুড় নাহিক সাথে অরুণ কুঞ্জর হাতে
হলধর মহাবীর বানা॥
কেবল পতিত-বন্ধু রঙ্গের রতন-সিন্ধু
অন্ধের লোচন পরকাশ।
পতিতের অবশেষে রহি গেল গুপ্তদাসে
পুন নিতাই না কৈল তলাস॥ ২৬॥ ২২৪৯॥

পঠমঞ্জরী।

নিতাই মোর জীবন-ধন নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আন নাহি গতি॥
সংসার-সুখের মুখে তুলে দিব ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাইয়া নিতাই॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না দেখিব॥
গঙ্গা যার পাদ-জল হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাই মরে॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে।
আনল ভেজাই তার মাঝ মুখ খানে॥২৭॥২২৫০॥

তথা রাগ।

দয়া কর মোরে নিতাই দয়া কর মোরে।
অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে॥

জয় প্রেম-ভক্তি-দাতা পতাকা তোমার।
উত্তম অধম কিছু না কৈল বিচার॥
প্রেম-দানে জগ-জনের মন কৈলা সুখী।
তুমি দয়ার ঠাকুর আমি কেনে দুখী॥
কানুরাম দাস বলে কি বলিব আমি।
এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি॥২৮॥২২৫১॥

কল্যাণী।

দেখ অপরূপ চৈতন্য-হাট। কুলের কামিনী করয়ে নাট॥
হাট বসাওল নিতাই বীর। কাহুঁক চরণ কাহুঁক শির॥
অবনী কম্পিত নিতাই-ভরে। ভাইয়া ভাইয়া বলে গভীর স্বরে॥
গৌর বলিতে শৌর-হীন। প্রেমে না জানে রজনী দিন॥
এ বড় মরমে রহল শেল। নিতাই না ভজি বিফল ভেল॥
কহয়ে মাধব শুন রে ভাই। নিতাই ভজিলে গৌর পাই॥
২৯॥২২৫২॥

ধানশী।

নিতাই-পদ-কমল কোটি-চন্দ্র-সুশীতল
যার ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথাই জনম তার
কি করিবে বিদ্যা কুলে তার।
মজিয়া সংসার-সুখে নিতাই না বলে মুখে
সেই পাপী অধম সবার॥

অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাই-পদ পাসরিয়া
অসত্যকে সত্য করি মানে।
এ ভব সংসার মাঝে, নিতাইচাঁদ যে না ভজে
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
নিতাইচাঁদের দয়া হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
কর রাঙ্গা চরণের আশ।
নরোত্তম বড় দুখী, নিতাই মোরে কর সুখী
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥ ৩০॥ ২২৫৩॥

তুড়ী।

আনন্দ-কন্দ নিতাই-চন্দ
অরুণ নয়ান বয়ান-ছন্দ
করুণ-পূর সঘনে ঝুর
হরি হরি বলি বোল রে।

নটন-রঙ্গ ভকত সঙ্গ
বিবিধ ভাষ রস-তরঙ্গ
ঈষত হাস মধুর ভাষ
সঘনে গীম দোল রে॥

পতিত কোর জপত গৌর
এ দিন রজনী আনন্দ ভোর
প্রেম-রতন করিয়া যতন
জগ-জনে করু দান রে।

কীর্ত্তন মাঝে রসিক-রাজ
যৈছন কনয়া-গিরি বিরাজ
ব্রজ-বিহার রস বিথার
মধুর মধুর গান রে ॥
ধূলি-ধূসর ধরণী উপর
কবহুঁ লুঠত প্রেমে গরগর
কবহুঁ চলত কবহুঁ খলত
কবহুঁ অট্ট হাস রে ।
কবহুঁ স্বেদ কবহুঁ খেদ
কবহুঁ পুলক স্বর-বিভেদ
কবহুঁ লম্ফ কবহুঁ ঝম্ফ
কবহুঁ দীঘল শ্বাস রে ।।
করুণা-সিন্ধু অখিল বন্ধু
কলি-যুগ-তম-কুলক ইন্দু
জগত-লোচন-পট-মোচন
নিতাই পূরল আশ রে ।
অন্ধ অধম দীন দুরজন
প্রেম-দানে করল মোচন
পাওল জগত কেবল বঞ্চিত
এ রাধাবল্লভ দাস রে ।।৩১॥২২৫৪॥

শ্রীগান্ধার ।

ওরে ভাই নিতাই আমার দয়ার অবধি ।
জীবেরে করুণা করি, দেশে দেশে ফিরি ফিরি
প্রেম-ধন যাচে নিরবধি ।।

অদ্বৈত সঙ্গে রঙ্গ ধরণে না যায় অঙ্গ
প্রেমে গোরা গড়া তনুখানি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে বাহু তুলি হরি বলে
দু নয়নে বহে কত পানী॥

কপালে তিলক শোভে কুটিল কুন্তল লোভে
গুঞ্জার টালনী চূড়া তায়।
কেশরী জিনিয়া কটি, তাহে শোভে নীল ধটী
বাজন নূপুর শোভে পায়॥

কো কহু নিতাই-গুণ জীবে দেখি সকরুণ
হরি-নামে জগত তারিল।
মদন-মদেতে অন্ধ বিষয়ে রহল ধন্দ
হেন নিতাই ভজিতে না পাইল॥

ভুবন-মোহন বেশ মাতাইল সব দেশ
রসাবেশে অট্ট অট্ট হাস।
পহু মোর নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ-কন্দ
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥৩২।২২৫৫॥

দেশাগ।

সহজে নিতাইচাঁদের রীত।
দেখি উনমত জগত-চিত॥
অবনী কম্পিত নিতাই-ভরে।
ভাইয়া ভাইয়া বলে গভীর স্বরে॥

গৌর বলিতে শৌর-হীন।
ভাইয়ের ভাবে কান্দে রজনী দিন॥
শ্রীমুখ-কমলে সে গুণ-গাথা।
ঢর ঢর দুই নয়ন রাতা॥
নিতাই চরণে যে করে আশ।
বৃন্দাবন তার দাসের দাস ॥৩৩॥২২৫৬॥

তথা রাগ।

আরে মোর পহু নিতাইচাঁদ।
ঘরে ঘরে দিল প্রেমের ফাঁদ॥
তাপিত অখিল সকল জনে।
সিঞ্চিত করল নয়ন-কোণে॥
অপার করুণা গৌড় দেশে।
নাচিয়া বুলেন ভাব-আবেশে॥
গদ গদ কহে ভাইয়ের কথা।
প্রেম-জলে ডুবে নয়ন রাতা॥
আরকত গোরা সুন্দর-তনু।
পুলক কদম্ব-কেশর জনু॥
বিবিধ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ।
ভকত মিলিয়া গায়ত রঙ্গ॥
চলিতে চলিতে কত না ভাতি।
কমল-চরণে খঞ্জন-গতি॥
করুণা শুনিয়া বাঢ়ল আশ।
প্রেম মাগে পদে এ কানুদাস ॥৩৪॥২২৫৭॥

মঙ্গল ।

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ সহজে আনন্দ-কন্দ
চলিয়া চলিয়া চলি যায় ।
ভাইয়ার ভাবেতে মত্ত জানেন সকল তত্ত্ব
হরি বলি অবনী লোটায় ॥
নিতাইর গোরা-প্রেমে গড়া তনুখানি ।
গদাধরের মুখ হেরে লোলিয়া লোলিয়া পড়ে
ধারা বহে সিঞ্চিত ধরণী ॥
অদ্বৈত আনন্দ-কন্দ হেরি নিতাইর মুখ-চন্দ
হুহুঙ্কার পুলক শোভে গায় ।
হরি হরি বোল বলে গৌর গৌর গৌর বলে
প্রিয়-পারিষদগণ ধায় ।
গোলোকের প্রেম-বন্যা জগত করিল ধন্যা
অতুল অপার রস-সিন্ধু ।
মাতিল জগত ভরি নিতাই চৈতন্য করি
রায় অনন্ত মাগে এক বিন্দু ॥৩৫॥২১৫৮ ।

সিন্ধুড়া ।

দেখ নিতাইচাঁদের মাধুরী ।
পুলকে পূরিত তনু কদম্ব-কেশর জনু
বাহু তুলি বলে হরি হরি ॥
শ্রীমুখ-মণ্ডল-ধাম জিনি কত কোটি কাম
সে না বিহি কিসে নিরমিল ।
মথিয়া লাবণ্য-সিন্ধু তাহে নিঙ্গাড়িয়া ইন্দু
সুধা সাঁচে মুখানি গড়িল ॥

নব-কঞ্জ-দল আঁখি তারকা ভ্রমরা-পাখী
ডুবি রহু প্রেম-মকরন্দে।
সে রূপ দেখিল যেহ সে জানিল রস-মেহ
অবনী ভাসল সে আনন্দে॥

পূরবে যে ব্রজপুরে বিহরে নন্দের ঘরে
রোহিণী-নন্দন বলরাম।
এবে পদ্মাবতী-সুত নিত্যানন্দ অবধূত
ভুবন-পাবন হৈল নাম॥

সে পহু পতিত হেরি করুণায় অবতরি
জীবেরে বলায় গৌরহরি।
পড়িয়া সে ভব-বন্ধে কান্দয়ে লোচন অন্ধে
না দেখিয়া সে রূপ-মাধরী॥৩৬॥২২৫৯॥

সুহই।

যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়।
সে শরণ লউক নিতাইচাঁদের
অরুণ দুখানি পায়॥

নিতাই যে জন ভজে।
সংসার-তাপের শিরে পদ ধরি
অমিয়া-সাগরে মজে॥

নিতাই যাহাঁ রহিয়ে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম-সুধানিধি
মানস ভরিয়া পিয়ে॥

যে নিতাই বলিয়া কাঁদে।
গৌরাঙ্গচাঁদের পদ দুই খানি
হিয়ার মাঝারে বান্ধে ॥৩৭॥২২৬০॥

তথা রাগ।

অরুণ বসনে বিদিত ভুবনে
শিরে নটপটি পাগিয়া।
চৌদিগে ঘুরি ঘুরি বোলয়ে হরি হরি
নাচত কতহুঁ ভঙ্গিয়া।
নিতাইসুন্দর নাচে।
অরুণ নয়ানে ও চাঁদ-বদনে
কত বা মাধুরী আছে ॥
ভাবে অবশ নাহি দিগ পাশ
গোর বলি হুঙ্কারিয়া।
যতেক ভকত ধরণী লুঠত
ও চাঁদ-বদন হেরিয়া ॥
বসু রামানন্দে কাঁদে নিরানন্দে
নিতাই চরণ ধরিয়া ॥৩৮॥২২৬১॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং দ্বাবিংশ-পল্লবঃ।

অথ শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দয়োর্গুণরূপ-বর্ণনং যথা।

ভাটিয়ারি।

অবনীক মাঝে দেখ দোন ভাই।
অপরূপ গোরাচাঁদ নিতাই ॥

হেম-পদ্ম জিনি দুহুঁ ছটা।
অবধূত বিরাজিত চন্দ্র-ঘটা॥
শচীনন্দন-কণ্ঠে সুরঙ্গ মালা।
তাহে রোহিণী-নন্দন দিগ আলা॥
ঘন চন্দনে দুহুঁ অঙ্গ ভরি।
ভুজযুগ তুলি দুহুঁ বলে হরি হরি॥
নাম-কীর্ত্তন করিলা প্রকাশ।
গুণ গাওয়ে বৃন্দাবন দাস॥১॥২২৬২॥

তথা রাগ।

কলধৌত-কলেবর নিন্দি তনু।
তছু রঙ্গ-তরঙ্গ নিতাই জনু॥
কোটি কাম জিনি কিয়ে অঙ্গ-ছটা।
অবধূত বিরাজিত চন্দ্র-ঘটা॥
শচীনন্দন-কণ্ঠে সুরঙ্গ মালা।
তাহে রোহিণী নন্দন দিগ আলা॥
গজরাজ জিনি দোন ভাই চলে।
মকরাকৃতি-কুণ্ডল গণ্ডে দোলে॥
মুনি ধ্যান ভুলে সতী ধর্ম্ম টলে।
জগ-তারণ-কারণ বিন্দু বলে॥২॥২২৬৩॥

ধানশী।

এক দিন মনে আহ্লাদ বাঢ়ল
নিতাই গৌরাঙ্গ রায়।
হাসিতে হাসিতে কেহ নাহি সাথে
বাজারে চলিয়া যায়॥

এ হেন সময়ে যতেক নাগরী
জল ভরিবারে যায়।
পথে হৈল দেখা রূপে নাহি লেখা
দিঠি পেলাইল গোরা গায়॥
কেহ বলে ইথে গোকুল হইতে
নাটুয়া আসিয়াছে পারা।
চল দেখিবারে নাচিবে বাজারে
মরুক মরুক জল ভরা॥
বাহে বাহে ছান্দা জাহ্নবী সুকান্দা
ভরিল যতেক নারী।
হেরি গোরা পানে ভুলিল নয়ানে
কহয়ে দাস মুরারি॥৩॥২২৬৪॥

তথা রাগ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম।
কলি-মদ-মথন নিত্যানন্দ রাম॥
অপরূপ হেম-কলপ-তরু জোর।
প্রেম-রতন ফল ধয়ল উজোর॥
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি।
ঐছন সদয় হৃদয় নাহি দেখি॥
যে নাচিতে নাচয়ে বধির জড় অন্ধ।
কান্দিতে অখিল ভুবন-জন কান্দ॥
তেজি অনুমানিয়ে দুহুঁ পরবেশ।
প্রতি দরপণে জনু রবির আবেশ॥

এই রসে যাহার নাহিক বিশোয়াশ।
মলিন আধারে নাহি বিম্ব বিকাশ॥
গোবিন্দদাস কহে তাহা কি বিচার।
কোটি কলপে তার নাহিক নিস্তার॥৪॥২২৬২॥

কামোদ।

দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ নিতাই।
অখিল জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে গো
পতিত-পাবন দোন ভাই॥
যারে দেখে তার ঠামে যাচিয়া বিলায় প্রেমে
উত্তম অধম নাহি মানে।
এ তিন ভুবনের লোক,নাহি জরা মৃত্যু শোক
প্রেম-অমৃত করি পানে।
কল্প-বিরিখি সিন্ধু না যাচয়ে এক বিন্দু
ছি ছি কিয়ে তাহাতে উপমা।
পতিত দেখিয়া কান্দে, দেহ থির নাহি বান্ধে
যাচয়ে অমূল্য ভক্তি প্রেমা॥
এমন দয়াল দুহুঁ যে না ভজে হেন পহু
সে ছারের জীবনে কি আশ।
ন্যাসী বিপ্র হইলেহ অসুরে গণন সেহ
অনন্ত দাসের এই ভাষ॥৫॥২২৬৩॥

সুহই।

নিতাই চৈতন্য দুই ভাই দয়ার অবধি।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম যাচে নিরবধি॥

চারি বেদে অন্বেষয়ে যে প্রেম পাইতে।
হেন প্রেম দুই ভাই যাচে অবিরতে ॥
পতিত দুর্গতি পাপী কলি-হত যারা।
নিতাই চৈতন্য বলি নাচে গায় তারা ॥
ভুবন-মঙ্গল ভেল সংকীর্ত্তন-রসে।
রায় অনন্ত কান্দে না পাইয়া লেশে ॥৬॥২২৬৭॥

গান্ধার।

ভব-সাগর বর দুরতর দুরগহ
দুস্তর গতি সুবিথার।
নিগমন জগত পতিত সব আকুল
কোই না পাওল পার ॥

জয় জয় নিতাই গৌর অবতার।
হরি-নাম-প্রবল- তরণী অবলম্বনে
করুণায় করল উদ্ধার ॥ধ্রু॥

অজ ভব আদি ব্যাস শুক নারদ
অন্ত না পারই যার।
ঐছন প্রেম পতিত জনে বিতরই
কো অছু করুণা অপার ॥

হেন অবতার অব কিয়ে হোয়ব
রসিক ভকতগণ মেল।
দীন ঘনশ্যাম সোঙরি ভেল জর জর
হৃদি মাহা রহি গেল শেল ॥৭॥২২৬৮॥

তথা রাগ।

দেখ ভাই আগম নিগমে।
চৈতন্য নিতাই বিনু দয়ার ঠাকুর নাই
পাপী লোকে তাহা নাহি মানে॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগের ঈশ্বর
ধ্যান যজ্ঞ পূজা প্রকাশিলা।
সেই বৃন্দাবন-চাঁদ ধরি নটবর-ছাঁদ
সে যুগে গোপীরে প্রেম দিলা॥

সে জন গোকুল-নাথ, কংস কেশী কৈল পাত
যারে কহে যশোদা-কুমার।
করুণায় পহু সেই নবদ্বীপে অবতরি
পাতকীরে করিলা উদ্ধার॥

তাহার অগ্রজ নাম রোহিণী-নন্দন রাম
আর যত পারিষদ মেলে।
নিজ-নাম প্রেম-গুণে পতিত চণ্ডাল জনে
ভাসাইল প্রেম-আঁখি-জলে॥

যে মূঢ় পণ্ডিত মানী পড়ুয়া তার্কিক জানি
পূরবে অসুর হইয়াছিল।
দ্বিজ মাধবদাসে কহে সেই অপরাধ-ফলে
এ যুগে বঞ্চিত বুঝি হৈল॥৮॥২২৬৭॥

ভাটিয়ারি ।

জয় জগন্নাথ-শচী- নন্দন গৌরাঙ্গ পহু
জয় নিত্যানন্দ প্রেম-ধাম ।
জগত দুঃখিত দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
উদ্ধারিলা দিয়া হরি-নাম ॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি দ্বিজ-কুলে অবতরি
সংকীর্ত্তন করিলা প্রচার ।
ধন্য সুরধুনী-তীরে ধন্য নবদ্বীপ-পুরে
সাঙ্গোপাঙ্গে করিলা বিহার ॥
এমন করুণা-সিন্ধু শ্রীচৈতন্য প্রাণ-বন্ধু
পাপ পাষণ্ডী নাহি জানে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর নিত্যানন্দ
বৃন্দাবন দাস গুণ গানে ॥৯॥২২৭০॥

ধানশী ।

জীবের ভাগ্যে অবনী বিহরে দুই ভাই ।
ভুবন-মোহন গোরাচাঁদ নিতাই ॥
কলিযুগে জীব যত ছিল অচেতন ।
হরিনামামৃত দিয়া করিল চেতন ॥
হেন অবতার ভাই কভু শুনি নাই ।
পাতকী উদ্ধার কৈলা ঘরে ঘরে যাই ॥
হেন অবতার ভাই নাহি কোন যুগে ।
কোন্ অবতারে সে পাপীর পাপ মাগে ॥

রুধির পড়িল অঙ্গে করিয়া প্রহার।
যাচি প্রেম দিয়া তারে করিলা উদ্ধার॥
নাম-প্রেম-সুধাতে ভরিল ত্রিভুবন।
একলা বঞ্চিত ভেল এ দাস লোচন॥১০॥২২৭১॥

কামোদ।

ইহ কলিযুগ ধৈন্য   নিত্যানন্দ চৈতন্য
পতিত লাগিয়া অবতার।
দেখি জীব বড় দুঃখী   হৈয়া সকরুণ আঁখি
হরি-নাম গাঁথি দিল হার॥

নিজ-গুণ প্রেম-ধন   দিলা গোরা জনে জন
পতিতেরে আগে দান করে।
নিজ ভক্ত সঙ্গে করি   ফিরে পহু গৌরহরি
যাচিয়া যাচিয়া ঘরে ঘরে॥

জড় পঙ্গু অন্ধ যত   পশু পাখী আদি কত
কান্দাইল নিজ-প্রেম দিয়া।
প্রেমে সব মত্ত হৈয়া   অন্ন-জল তেয়াগিয়া
ফিরে তারা নাচিয়া গাইয়া॥

হেন পহু না ভজিনু   জনমিয়া না মরিনু
নিতাই-ধন হারাইনু নিধি।
কহে হরিদাস ছার   কোন গতি নাহি আর
হেন যুগে বঞ্চিত কৈলা বিধি॥১১॥২২৭২॥

ধানশী।

প্রেম-সিন্ধু গোরা রায় নিতাই-তরঙ্গ তায়
করুণা-বাতাস চারি পাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে জগত হাকাল ছাড়ে
তাপ তৃষ্ণা সবাকার নাশে ॥

দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
ভক্ত-হংস-চক্রবাকে পিব পিব বলি ডাকে
পাইয়া বঞ্চিত কেন হয় ॥ধ্রু॥

ডুবি রূপ সনাতন তোলে নানা রত্ন ধন
যতনে গাঁথিয়া তার মালা।
ভক্তি-লতা-সূত্র করি লেহ জীব কণ্ঠ ভরি
দূরে যাবে তপনের জ্বালা ॥

লীলা-রস সংকীর্ত্তন বিকসিত পদ্ম-বন
জগত ভরিল যার বাসে।
ফুটিল কুসুম বন মাতিল ভ্রমরগণ
পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণদাসে ॥১২॥২২৭৩॥

পুনশ্চ প্রকারান্তরং যথা।

বিভাষ।

পাসরা না যায় আমার গোরাচাঁদের লীলা।
যাহার গুণে পশু পাখী ঝুরয়ে
গলিয়া গলিয়া পড়ে শিলা ॥

যাহার নামের লাগি মহেশ হইলা যোগী
বিরিঞ্চি ভাবয়ে অনুক্ষণে ।
ব্রহ্মার দুর্লভ নাম সুলভ করিয়া পহু
যাচিয়া দেয়ল ত্রিভুবনে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-অঙ্গ শোভে পুলক-কদম্ব তাহে
অপরূপ শ্রীঅঙ্গের শোভা ।
আনন্দে বিভোর ঠাকুর নিত্যানন্দ
দেখিয়া কনকের আভা ॥১৩॥২২৭৪॥

তথা রাগ ।

গৌরাঙ্গ নহিত কেমন হইত
কেমনে ধরিত দে ।
রাধার মহিমা প্রেম-রস-সীমা
জগতে জানাইত কে ॥

মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী
প্রবেশ চাতুরী-সার ।
বরজ-যুবতী- ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার ॥

গাও পুন পুন গৌরাঙ্গের গুণ
সরল হইলা মন ।
এ ভব-সাগরে এমন দয়াল
না দেখিয়ে এক জন ॥

গৌরাঙ্গ বলিয়া না গেল গলিয়া
কেমনে ধরিল দে।
বাসুর হিয়া পাষাণ দিয়া
কেমনে গড়িয়াছে ॥ ১৪ ॥ ১২৭৫ ॥

ভাটিয়ারি।

যত যত অবতার-সার।
ঘুষিতে রহিল আমার গোরা অবতার ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রেম নাম-ধন।
আচণ্ডালে দিয়া পহু ভরিল ভুবন ॥
ম্লেচ্ছ পাষণ্ড আদি প্রেমের বন্যায়।
ডুবিয়া সকল লোক হাসে নাচে গায় ॥
পশু পক্ষী ব্যাঘ্র মৃগ জলচরগণে।
হাসে কান্দে নাচে গায় করয়ে কীর্ত্তনে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ডুবিল সব প্রেমে।
বঞ্চিত হইল এক দাস বলরামে ॥১৫॥১২৭৬॥

তথা রাগ।

অবতার কৈলা বড় বড়।
এমন করুণা কোন যুগে নাহি কর ॥
প্রতি ঘরে ঘরে শুনি প্রেমের কান্দনা।
কলি-যুগে হরি-নাম রহিল ঘোষণা ॥
সুখ-সাগরের ঘাটে দিয়া প্রেমের ভাড়া।
ভাঙ্গ হাটে পেতেছ গৌর প্রেমের পসরা ॥

জগাই মাধাই তারা ছিল দুই ভাই।
হরি-নামে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি ॥১৬॥২২৭৭॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং ত্রয়োবিংশ-পল্লবঃ।

অথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রস্য মাহাত্ম্যং যথা।

তথা রাগ।

বন্দিব অদ্বৈত শিরে যে আনিলা ধীরে ধীরে
মহাপ্রভু অবনী মাঝার।
নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে
নিত্যানন্দ রাম সখা যার ॥

প্রভু মোর অদ্বৈত গোসাঞি।
উত্তম অধম জনে তরাইলা ভক্তি-দানে
এমন দয়াল দাতা নাই ॥ ধ্রু ॥

উত্তম অধম মেলি করাইলা কোলাকুলি
অন্ধ বধির যত আছে।
পঙ্গুয়া চলিল ধাঞা হরি হরি বোলাইয়া
দু বাহু তুলিয়া তায় নাচে ॥

প্রেমের বন্যা নিতাই হৈতে, অদ্বৈত-তরঙ্গ তাতে
চৈতন্য-বাতাসে উথলিল।
আকাশে লাগিছে ঢেউ, স্বর্গে নাহি বাচে কেউ
সপ্ত পাতাল ভেদি গেল ॥

ডুবিল যে নাগ-লোক নর-লোক সুর-লোক
গোলোক ভরিল প্রেম-বন্যা।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ হাসে কেহ ধায়
বিশেষে ধরণী হৈল ধন্যা॥
হেন লীলা করে যেই অদ্বৈত আচার্য্য সেই
অনন্ত অপার রস-ধাম।
এমন প্রেমের বন্যা স্থাবর জঙ্গম ধন্যা
বঞ্চিত হইল বলরাম॥ ১॥ ২২৭৮॥

ভুড়ী।

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যার হুহুঙ্কারে গৌর-অবতার হয়॥
প্রেম-দাতা সীতানাথ করুণা-সাগর।
যার প্রেম-রসে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর॥
যাহারে করুণা করি কৃপা-দৃষ্টে চায়।
প্রেম-বশে সে জন চৈতন্য-গুণ গায়॥
তাহার চরণে যেবা লইলা শরণ।
সে জন পাইলা গৌর-প্রেম-মহাধন॥
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিনু।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পাড়িনু॥১॥২২৭৯॥

আশাবরী।

জয় অদ্বৈত [illegible] করুণাময়
রসময় গৌরাঙ্গ রায়।
নিত্যানন্দ [illegible] করুণ বন্ধু মানস
মানুষ সো করুণায়॥

অজ-ভব-দেব দেবগণ-বন্দিত
যছু সহ এক পরাণ।
সুর-মুনিগণ নারদ শুক সুরসুত
যাক মরম নাহি জান ॥
দেখ দেখ দীন-দয়াময় রূপ ।
দরশনে দুরিত দূর করু দুই জনে
দেয়ত প্রেম অনুপ ॥
অখিল জীবন জন নিমগন অনুখণ
বিষয়-বিষানল মাহ ।
যাক কৃপায় সেই অব জনে জনে
প্রেম করুণা অবগাহ ॥
ঐছন পরম দয়াময় পহু মোর
সীতা-পতি আচার্য্য ।
কহ শ্যামদাস আশ পদ-পঙ্কজ
অনুক্ষণ হউ শিরোধার্য্য ॥৩॥২২৮০॥

তথা রাগ ।

পরম মঙ্গল-কন্দ আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র
জয় জয় পহু সীতা-নাথ ।
জয় শান্তিপুর রায় অবতরি করুণায়
বিহরই নিজ-বৃন্দ সাথ ॥
শুণ কি কহিব ওরে ভাই ।
প্রেম-ধন-বিতরণে কত শত জীবগণে
ধনী কৈলা কৃপা-দিঠে চাই ॥ ধ্রু ॥

প্রতিজ্ঞা করিলা মনে দীন হীন অকিঞ্চনে
আচণ্ডাল করিয়া উদ্ধার।
নিরমল কিবা জনু অরুণ নয়ান তনু
করুণায় পরিপূর্ণ যার॥

উথলিল মহানন্দ অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র
ঘন ঘন পূরে মালশাট।
নিত্যানন্দ কুতূহলে হুঙ্কার গর্জ্জন করে
উঘাড়িল প্রেমের কপাট॥

হেন প্রেম বিলসনে বঞ্চিত এ হেন জনে
করুণায় ভরিল সংসার।
দড়াইল হেন মনে প্রভু সে অদ্বৈত বিনে
গোকুলানন্দের নাহি আর॥ ৪ ॥২২৮১॥

তথা রাগ।

কেহ কহে পরম ভাগবত কেহ কহে
পরম উত্তম দ্বিজ-রাজ।
সকল ভুবন মঙ্গলময় ধাম এই
বৈকুণ্ঠ শান্তিপুর মাঝ॥

সীতানাথের অবতার বেদের নিগূঢ়।
আনিয়া চৈতন্য-চন্দ্রে উদ্ধারিলা ত্রিভুবনে
পরম পাষণ্ডী পাপী মূঢ়॥

ক্ষণে ক্ষণে গোঙরি বৃন্দাবন হুহুঙ্কৃত
কোই না বুঝে ইহ রঙ্গ।
ক্ষণে নিরবেদ খেদ ক্ষণে হাসই
ক্ষণে পূজই নিজ অঙ্গ ॥
কত কোটি চন্দ্র সুশীতল বিগ্রহ
সঙ্গহি সীতা রাণী।
কলি-ভব-তাপ- নিবারণ-কারণ
শ্যামদাস কহ বাণী ॥ ৫ ॥২২৮২॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং চতুর্ব্বিংশ-পল্লবঃ।

অথ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য চরিত্র-বর্ণনং
সংক্ষেপেণ যথা ॥

কল্যাণী।

সপ্তদ্বীপ দীপ্ত করি শোভে নবদ্বীপ-পুরী
যাহে বিশ্বম্ভর দেব-রাজ।
তাহে তার ভক্ত যত তাহাতে শ্রীবাস খ্যাত
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন যার কাজ ॥
জয় জয় ঠাকুর পণ্ডিত।
যার কৃপা-লেশ মাত্র হয় গৌর-প্রেম-পাত্র
অনুপম সকল চরিত ॥
গৌরাঙ্গের সেবা বিনে,দেব দেবী নাহি জানে
চারি ভাই দাস দাসী লৈয়া।
সতত কীর্ত্তন-রঙ্গে গৌর গৌর-ভক্ত সঙ্গে
অহর্নিশি প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥

যার ভার্য্যা শ্রীমালিনী পতিব্রতা-শিরোমণি
যারে প্রভু কহয়ে জননী ।
নিত্যানন্দ রহে ঘরে, পুত্র সম স্নেহ করে
স্তন ঝরে নেত্রে বহে পানী ॥
কভু বা ঈশ্বর-জ্ঞানে নতি করে শ্রীচরণে
কভু কোলে করয়ে লালন ।
প্রভুর নৃত্য-ভঙ্গ লাগি, মৃত-পুত্র-শোক ত্যাগি
শুনি প্রভু করয়ে রোদন ॥
ভ্রাতৃ-সুতা নারায়ণী বৈষ্ণব-মণ্ডলে ধ্বনি
যার পুত্র বৃন্দাবন দাস ।
বর্ণিয়া চৈতন্য-লীলা ত্রিভুবন উদ্ধারিলা
প্রেমদাস করে যার আশ ॥১॥২২৮৩॥

বেলোয়ার ।

জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত
মণ্ডিত ভাব-ভূষণে অনুপাম ।
চৈতন্য-অভিন্ন শকতি গুণ
অন্য-সুদুর্গম যছু রস-ধাম ॥
কিয়ে বিধি জগ-জন-দুরগতি জানি ।
শ্রীবৃন্দাবন মধুর ভজন-ধন
সম্পদ সার মিলায়ল আনি ॥ ধ্রু ॥
গর গর গৌর প্রেম-ভরে ঝর ঝর
অরুণ করুণ বরুণালয় আঁখি ।
ক্ষণেকে স্তবধ শবদ ক্ষণে গদগদ
আধ আধ পদ গোপীনাথ ভাখি ॥

যব অনুরাগী লাগি রহু অন্তর
উথলয়ে ক্ষণে প্রেম-জলধি-তরঙ্গ।
দাস শিবাই আই ক্ষীণ দীন-জন
না পাওল সতত অসত-পথ রঙ্গ ॥২॥২২৮৪॥

পঠমঞ্জরী।

জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি।
যার কৃপা-বলে সে চৈতন্য-গুণ গাই ॥
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পিরীতি।
গদাধর-প্রাণনাথ যাহে নাম-খ্যাতি ॥
গৌর-গত প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্র-বাস কৃষ্ণ-সেবা যার লাগি ছাড়ে ॥
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম জানকী যেন এক কলেবর ॥
যেন এক প্রাণ রাধা বৃন্দাবন-চন্দ্র।
তেন গৌর গদাধর প্রেমের তরঙ্গ ॥
কহে শিবানন্দ পহু যার অনুরাগে।
শ্যাম-তনু গৌর হইয়া প্রেম মাগে ॥৩॥২২৮৫॥

তথা রাগ।

দুহুঁ দুহুঁ পিরীতি আরতি নাহি টুটে।
পরশে পরম সুখ কত শত উঠে ॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ মোর গদাধর-রসে।
গদাধর নাচে পুন গৌরাঙ্গ-বিলাসে ॥

প্রকৃতি পুরুষ কিবা জানকী শ্রীরাম।
রাধাকান্থ এই কি বা রতি দেব কাম॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনী।
উপমা মহিমা-সীমা কি বলিতে জানি॥
মুখে কি তুলনা চাঁদ নিতি জীয়ে মরে।
কর পদ পদ্ম কিবা হিম-ভরে ঝরে॥
প্রেম-কীর্ত্তন সুখ নদীয়া নগরে।
প্রেমের গৃহিণী সে পণ্ডিত গদাধরে॥
কহয়ে নয়নানন্দ দোঁহার বিহার।
শুনিলে পাইবা দোঁহে ইথে কি বিচার॥৪॥২২৮৬॥

শ্রীরাগ।

জয় জয় প্রভু মোর ঠাকুর হরিদাস।
যে করিল হরি-নামের মহিমা প্রকাশ॥
গৌর-ভক্তগণ মধ্যে সর্ব্ব অগ্রগণ্য।
যার গুণ গাইয়া কান্দে আপনে চৈতন্য॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর প্রেম-সীমা।
তেঁহো সে জানেন হরিদাসের মহিমা॥
নিত্যানন্দচাঁদ যারে প্রাণ হেন জানে।
চরণ-পরশে মহী দেহ ধন্য মানে॥৫॥২২৮৭॥

ভাটিয়ারি।

ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী গোরা নাচে ফিরি ফিরি
নিত্যানন্দ বলে হরি হরি।
কান্দি গৌরীদাস বলে পড়ি প্রভুর পদ-তলে
কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥

আমার বচন রাখ অম্বিকানগরে থাক
এই নিবেদন তুয়া পায়।
যদি ছাড়ি যাবে তুমি নিশ্চয় মরিব আমি
রহিব সে নিরখিয়া কায় ॥

তোমরা যে দুটি ভাই, থাক মোর এই ঠাঞি
তবে সবার হয় পরিত্রাণ।
পুন নিবেদন করি না ছাড়িহ গৌরহরি
তবে জানি পতিত-পাবন ॥

প্রভু কহে গৌরীদাস ছাড়হ এমত আশ
প্রতিমূর্ত্তি সেবা করি দেখ।
তাহাতে আছিয়ে আমি নিশ্চয় জানিহ তুমি
সত্য মোর এই বাক্য রাখ ॥

এত শুনি গৌরীদাস ছাড়ি দীর্ঘ নিশ্বাস
ফুকরি ফুকরি পুন কান্দে।
পুন সেই দুই ভাই প্রবোধ করয়ে তায়
তবু হিয়া থির নাহি বান্ধে ॥

কহে দীন কৃষ্ণদাস চৈতন্য-চরণে আশ
দুই ভাই রহিল তথায়।
ঠাকুর পণ্ডিতের প্রেমে বন্দী হৈলা দুই জনে
ভকত-বৎসল তেঞি গায় ॥৬॥২২৮৮॥

তথা রাগ।

আকুল দেখিয়া তারে, কহে গৌর ধীরে ধীরে
আমরা থাকিলাম তোমার ঠাঞি।
নিশ্চয় জানিহ তুমি তোমার এ ঘরে আমি
রহিলাম এই দুই ভাই॥

এতেক প্রবোধ দিয়া দুই মূর্ত্ত মূর্ত্তি লৈয়া
আইল পণ্ডিত বিদ্যমান।
চারি জনে দাঁড়াইল পণ্ডিত বিস্ময় ভেল
ভাবে অশ্রু বহয়ে নয়ান॥

পুন প্রভু কহে তারে তোর ইচ্ছা হয় যারে
সেই দুই রাখ নিজ ঘরে।
তোমার প্রতীত লাগি,তোর ঠাঞি খাব মাগি
সত্য সত্য জানিহ অন্তরে॥

শুনিয়া পণ্ডিত-রাজ করিলা রন্ধন কাজ
চারি জনে ভোজন করিয়া।
পুষ্প মাল্য বস্ত্র দিয়া তাম্বূলাদি সমর্পিয়া
সর্ব্ব অঙ্গে চন্দন লেপিয়া॥

নানামতে পরতীত করাইয়া ফিরাইল চিত
দোঁহারে রাখিল নিজ ঘরে।
পণ্ডিতের প্রেম লাগি দুই ভাই খায় মাগি
দোঁহে গেলা নীলাচল-পুরে॥

পণ্ডিত করয়ে সেবা   যখন যেই ইচ্ছা যেবা
সেই মত করয়ে বিলাস।
হেন প্রভু গৌরীদাস   তাঁর পদ করি আশ
কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস ॥৭॥২২৮৯॥

তথা রাগ।

শ্রীবৃন্দাবন নাম   রত্ন-চিন্তামণি-ধাম
তাহে হরি বলরাম পাশ।
সুবলচন্দ্র নাম ছিল   এবে গৌরীদাস হৈল
অম্বিকা নগরে যার বাস॥

নিতাই চৈতন্য যাঁর   সেবা কৈল অঙ্গীকার
চারি মূর্ত্তে ভোজন করিল।
পূরবে সুবল তন্থ   বশ কৈল রাম কানু
পরতেক এথন রহিল॥

নিতাই চৈতন্য বিনে, আর কিছু নাহি জানে
কে কহিবে প্রেমের বড়াই।
সাক্ষাতে রাখিল ঘরে, হেন কে করিতে পারে
নিতাই চৈতন্য দুই ভাই॥

প্রেমে লম্ফ ঝম্ফ যার   পুলকিত হুহুঙ্কার
ক্ষণেকে রোদন ক্ষণে হাস্য।
তাঁর পাদ-পদ্ম-রেণু   ভূষণ করিয়া তনু
কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস॥৮॥২২৯০॥

অথ শ্রীসনাতন-গোস্বামিনাং মাহাত্ম্যং যথা।

রূপের বৈরাগ্য-কালে সনাতন বন্দী-শালে
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
রূপেরে করুণা করি ত্রাণ কৈলা গৌরহরি
মো অধমে না কৈলা স্মরণে॥

মোর কর্ম্ম-দোষ-ফাঁদে, হাতে গলায় পায়ে বান্ধে
রাখিয়াছ কারাগারে ফেলি।
আপনে করুণা-পাশে দড় করি ধরি কেশে
চরণ নিকটে লেহ তুলি॥

পশ্চাতে অগাধ জল দুই পাশে দাবানল
সম্মুখে সাঁধিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া বিষম পাকে
এই বার কর পরিত্রাণ॥

জগাই মাধাই হেলে বাসুদেব অজামীলে
অনায়াসে করিলা উদ্ধার।
এ দুঃখ-সমুদ্রে মরে নিস্তার করহ মোরে
তোমা বিনে নাহি হেন আর॥

হেন কালে এক জনে অলখিতে সনাতনে
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধাবল্লভ দাসে মনে হৈল আশোয়াসে
পত্রী দিল করিয়া গোপন॥৯॥২২৯১॥

তথা রাগ।

শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন গোসাঞি
পাতশার উজীর হৈয়াছিলা।
শ্রীরূপের পত্রী পাইয়া বন্দী হৈতে পলাইয়া
কাশীপুরে গৌরাঙ্গে ভেটিলা॥

ছিঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি হাতে নথ মাথে চুলি
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি, এক গুচ্ছ দন্তে ধরি
পড়িলা গৌরাঙ্গ-পদতলে॥

দরবেশ-রূপ দেখি প্রভুর সজল আঁখি
বাহু পাসরিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোসাঞি বলে
মো অধমে স্পর্শ কি লাগিয়া॥

অস্পৃশ্য পামর দীন দুরাচার মন্দ হীন
নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে স্পর্শ প্রভু কি কারণে
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার॥

ভোট কম্বল দেখি গায় প্রভু পুনঃ পুন চায়
লজ্জিত হইলা সনাতন।
গৌড়িয়ারে ভোট দিয়া ছিঁড়া এক কন্থা লৈয়া
প্রভু স্থানে পুন আগমন॥

গৌরাঙ্গ করুণা করি রাধাকৃষ্ণ-নাম-মাধুরী
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে দেখা হবে বৃন্দাবনে
প্রভু-আজ্ঞায় করিলা গমনে ॥
কভু কান্দে কভু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ-গুণ-কথা
পরিধান ছেঁড়া বহির্বাস ॥
গিয়া গোসাঞি সনাতন প্রবেশিলা বৃন্দাবন
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
ঘর্ম্ম, অশ্রু নেত্রে পড়ে সনাতনের পদ ধরে
কহে রূপ গদগদ বচন ॥
গৌরাঙ্গের যত গুণ কহে রূপ সনাতন
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করে
এইরূপে কত দিন থাকে ॥
কত দিন তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে ভিক্ষা করি
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদে রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে
এইরূপে থাকে কত দিন ॥
কত দিন অন্তমনা ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা
চারি দণ্ড নিদ্রা বৃক্ষ-তলে।
স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে নাম-গুণে সদা থাকে
অবসর নাহি এক তিলে ॥

কথন বনের শাক অলবণে করি পাক
মুখে দেন দুই চারি গ্রাস।
ছাড়িয়া ভোগ-বিলাস তরু-তলে কৈলা বাস
এক দুই দিন উপবাস॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায় ধূলায় লোটায় কায়
কণ্টক বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস বড় মনে অভিলাষ
কবে হব তাঁর দাসের দাস॥১০॥২২৯২॥

পাহিড়া।

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি।
গৌরাঙ্গচাঁদের ভাব প্রচার করিয়া সব
জানাইতে হেন আর নাই॥
বৃন্দাবন নিত্যধাম সর্ব্বোপরি অনুপাম
সর্ব্ব-অবতারী নন্দ-সুত।
তার কান্তাগণাধিকা সর্ব্বারাধ্য-শ্রীরাধিকা
তার সখীগণ সঙ্গ যূথ॥
রাগ-মার্গে তাহা পাইতে,যাহার করুণা হৈতে
বুঝিল পাইল যত জনা।
এমন দয়ালু ভাই কোথাও দেখিয়ে নাই
তার পদ করহ ভাবনা॥
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাঞা ভাগবত বিচারিয়া
যত ভক্তি-সিদ্ধান্তে রক্ষণী।
তাহা উঠাইয়া কত নিজ গ্রন্থ করি যত
জীবে দিলা প্রেম-চিন্তামণি॥

রাধাকৃষ্ণ-রস-কেলি নাট্য গীত পদাবলী
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি স্থাপন করিলা ক্ষিতি
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী॥
চৈতন্যের বিরহে শেষ পাই অতিশয় ক্লেশ
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ।
সে সব কহিতে ভাই দেহে প্রাণ রহে নাই
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ॥১১॥২২৯৭॥

তথা রাগ।

যউঁ কলি-রূপ শরীর না ধারত।
তউঁ ব্রজ-ভূতল প্রেম-মহানিধি
কোন কপাট উঘাড়ত॥
নীর ক্ষীর হংস পাব বিধায়ন
কোন পৃথক করি পারত।
কো সব তেজি ভজি বৃন্দাবন
কো সব গ্রন্থ বিচারত॥
যব ঋতু বনফুল ফলত নানাবিধ
মন-রাজি-অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনে পান কোন জানত
বিদ্যমানে করি বন্ধ॥
কো জানত মথুরা বৃন্দাবন
কো জানত ব্রজ সব রীত।
কো জানত রাধা মাধব-রতি
কো জানত সোই প্রীত॥

যাকর চরণ   প্রসাদে সকল জন
গাই গাওয়াই সুখ পাওত।
চরণ-কমলে   শরণাগত মাধব
তব মহিমা উর লাগত ॥১২॥২২৯২॥

তথা রাগ।

জয় জয় রূপ মহারস-সাগর।
দরশন পরশন   চবন রসায়ন
আনন্দহুকে গাগর।
অতি গম্ভীর ধীর   করুণাময়
প্রেম-ভকতিক আগর ॥
উজ্জল-প্রেম-   মহামণি প্রকটিত
দেশ গৌড় বৈরাগর ॥
সদ্গুণ-মণ্ডিত   পণ্ডিত-বচ্ছল
বৃন্দাবন নিজ নাগর।
কিরীতি বিমল যশ, শুনতহিঁ মাধব
সতত রহল হিয়ে জাগর ॥১৩॥২২৯৫॥

শ্রীরাগ।

জয় জয় পহু শ্রীল সনাতন নাম।
ভরল ভুবন মহা যছু গুণ-গাম ॥
তেজল সকল সুখ সম্পদ অপার।
শ্রীচৈতন্য-চরণ করু সার ॥
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমে করি বাস।
লুপত তীর্থ সব করল প্রকাশ ॥

শ্রীগোবিন্দ-সেবা পরচারি।
কয়ল ভাগবত অর্থ বিচারি ॥
যুগল-ভজন লীলা গুণ নাম।
কয়ল বিথার গ্রন্থ অনুপাম ॥
সতত গৌর-প্রেমে গর গর দেহ।
ভ্রমই বৃন্দাবনে না পায়ই থেহ ॥
বিপুল-পুলক-ভর নয়নহি নীর।
রাই কানু বলি পড়ই অথির ॥
ভাব-বিভূষণ সকল শরীর।
অনুখণ বিহরই যমুনাক তীর ॥
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই।
ভাবই মনোহর সোই গোসাঞি ॥১৪॥২২৯৬॥

সারঙ্গ।

জয় সাধু-শিরোমণি সনাতন রূপ।
যো দুহুঁ প্রেম-ভকতি-রস-কূপ ॥
রাধাকৃষ্ণ-ভজনক লাগি।
শ্রীবৃন্দাবন-ধামে বৈরাগী ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
মিলল সকল ভকতগণ সাথ ॥
সবে মেলি প্রেম ভকতি পরচারি।
যুগল ভজন-ধন জগতে বিথারি ॥
অনুখণ গৌরচন্দ্র-গুণ গায়।
ভরল প্রেমে ওর নাহি পায় ॥

কতিহুঁ না হেরিয়ে ঐছে উদাস।
মনোহর সতত চরণে করু আশ ॥১৫॥২২৯৭॥

বরাড়ী।

জয় ভট্ট রঘুনাথ গোসাঞি।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গুণে দিবানিশি নাহি জানে
তুলনা দিবার নাহি ঠাঞি ॥ধ্রু॥
চৈতন্যের প্রেম-পাত্র তপন মিশ্রের পুত্র
বারাণসে ছিল যার বাস।
নিজ-গৃহে গৌরচন্দ্রে পাইয়া পরমানন্দে
চরণ সেবিলা দুই মাস ॥
শ্রীচৈতন্য-নাম জপি কত দিন গৃহে থাকি
করিলেন পিতার সেবনে।
তাঁর অপ্রকট হৈলে আসি পুন নীলাচলে
রহিলেন প্রভুর চরণে ॥
মহাপ্রভু কৃপা করি নিজ শক্তি সঞ্চারি
পাঠাইয়া দিলা বৃন্দাবন।
প্রভুর শিক্ষা হৃদি গণি আসি বৃন্দাবন-ভূমি
মিলিলেন রূপ সনাতন ॥
দুই গোসাঞি তারে পাঞা পরমানন্দ হৈয়া
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম-রসে ভাসে।
অশ্রু পুলক কম্প নানা ভাবাবেশ অঙ্গ
সদা কৃষ্ণ কথার উল্লাসে ॥

সকল বৈষ্ণব সঙ্গে যমুনা-পুলিনে রঙ্গে
একত্র হইয়া প্রেম-সুখে।
শ্রীভাগবত-কথা অমৃত সমান গাথা
নিরবধি শুনে যার মুখে॥

পরম-বৈরাগ্য-সীমা সুনির্ম্মল কৃষ্ণ-প্রেমা
সুস্বর অমৃতময় বাণী।
পশু পাখী পুলকিত যার মুখে কথামৃত
শুনিতে পাষাণ হয় পানী।

শ্রীরূপ সনাতন সর্ব্বারাধ্য দুই জন
শ্রীগোপাল ভট্ট রঘুনাথ।
এ রাধাবল্লভ বলে পড়িনু বিষয়-ভোলে
কৃপা করি কর আত্ম সাথ॥১৬।২২৯৮॥

অথ রঘুনাথদাস-গোস্বামিনাং মাহাত্ম্যং যথা।

শ্রীচৈতন্য-কৃপা হৈতে রঘুনাথদাস-চিতে
পরম বৈরাগ্য উপজিল।
দারা গৃহ সম্পদ নিজ-রাজ্য-অধিপদ
মল প্রায় সকল তাজিল॥

পুরশ্চর্যা কৃষ্ণ-নামে গেলা শ্রীপুরুষোত্তমে
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে।
এই মনে অভিলাষ পুন রঘুনাথ দাস
নয়ান-গোচর কবে হবে॥

গৌরাঙ্গ দয়াল হৈয়া রাধাকৃষ্ণ-নাম দিয়া
গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জাহারে ।
ব্রজ-বনে গোবর্দ্ধনে শ্রীরাধিকার শ্রীচরণে
সমর্পণ করিলা তাহারে ॥
চৈতন্যের অগোচরে নিজ কেশ ছিঁড়ি করে
বিরহে আকুল ব্রজে গেলা ।
দেহ-ত্যাগ করি মনে গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে
দুই গোসাঞি তাহারে দেখিলা ॥
ধরি রূপ সনাতন রাখিলা তাঁর জীবন
দেহ ত্যাগ করিতে না দিলা ।
দুই গোসাঞির আজ্ঞা পাঞা রাধাকুণ্ড-তটে গিয়া
বাস করি নিয়ম করিলা ॥
ছেঁড়া কম্বল পরিধান ব্রজ-ফল গব্য খান
অন্ন আদি না করে আহার ।
তিন সন্ধ্যা স্নান করি স্মরণ কীর্ত্তন করি
রাধা-পদ-ভজন যাহার ॥
ছাপ্পান্ন দণ্ড রাত্রি দিনে রাধাকৃষ্ণ-গুণ-গানে
স্মরণেতে সদাই গোঙায় ।
চারি দণ্ড শুতি থাকে স্বপনে রাধাকৃষ্ণ দেখে
এক তিল ব্যর্থ নাহি যায় ॥
গৌরাঙ্গের পদাম্বুজে রাখে মনোভৃঙ্গ-রাজে
স্বরূপেরে সদাই ধেয়ায় ।
অভেদ শ্রীরূপ সনে গতি যার সনাতনে
ভট্টযুগ প্রিয় মহাশয় ॥

শ্রীরূপের গণ যত তাঁর পদে আশ্রিত
অত্যন্ত বাৎসল্য যার জীবে।
সেই আর্ত্তনাদ করি কাঁদি বলে হরি হরি
প্রভুর করুণা হবে কবে॥
হে রাধাবল্লভ গান্ধর্ব্বিকা-বান্ধব
রাধিকা-রমণ রাধা-নাথ।
হে বৃন্দাবনেশ্বর হাহা কৃষ্ণ দামোদর
কৃপা করি কর আত্ম সাথ॥
শ্রীরূপ সনাতন যবে হৈল অদর্শন
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাঁহে দেখি বৃথা প্রাণ কাঁহে রাখি
এত বলি করয়ে ক্রন্দন॥
শ্রীচৈতন্য শচীসুত তার গণ হয় যত
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থল দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণব সব
সবারে করয়ে পরণাম॥
রাধাকৃষ্ণের বিয়োগে ছাড়িল সকল ভোগে
সুখে রুখ অন্ন মাত্র সার॥
গৌরাঙ্গের বিয়োগে অন্ন ছাড়ি দিল আগে
ফল গব্য করিল আহার॥
সনাতনের অদর্শনে তাহা ছাড়ি সেই দিনে
কেবল করয়ে জল পান।
রূপের বিচ্ছেদ যবে জল ছাড়ি দিল তবে
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ॥

শ্রীরূপের অদর্শনে না দেখি তাহার গণে
বিরহে ব্যাকুল হৈয়া কান্দে।
কৃষ্ণ-কথা-আলাপনে না শুনিয়া শ্রবণে
উচ্চস্বরে ডাকে আর্ত্তনাদে॥

হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা কোথা বিশাখা ললিতা
কৃপা করি দেহ দরশন॥
হা চৈতন্য মহাপ্রভু হা স্বরূপ মোর প্রভু
হাহা প্রভু রূপ সনাতন॥

কান্দে গোসাই রাত্রিদিনে ছাড়ি যায় তনু মনে
ক্ষণে অঙ্গ ধূলায় ধূসর॥
চক্ষু অন্ধ অনাহার আপনাকে দেহ ভার
বিরহে হইল জর জর॥

রাধাকুণ্ড-তটে পড়ি সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি
মুখে বাক্য না হয় স্ফুরণ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে প্রেম-অশ্রু নেত্রে পড়ে
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ॥

সেই রঘুনাথ দাস পুরাহ মনের আশ
এই মোর বড় আছে সাধ।
এ রাধাবল্লভ দাস মনে বড় অভিলাষ
প্রভু মোরে কর পরসাদ।১৭॥২২৯৯॥

সুহই ।

প্রাণ মোর সনাতন রঘুনাথ জীবন
ধন মোর শ্রীরূপ গোসাঞি ।
শ্রীরঘুনন্দন পতি তাঁহা বিনু নাহি গতি
যার গুণে ভব-ভয় নাই ॥

ঠাকুর মোর রামানন্দ স্বরূপ জগদানন্দ
শ্রীনিবাস মুরারি গোবিন্দ ।
কুল শীল জাতি মোর নরহরি গদাধর
মুকুন্দ মাধব শুভানন্দ ॥

আচার বিচার মোর পণ্ডিত শ্রীদামোদর
সুলোচন লোচন আমার ।
দান ব্রত তপ ধর্ম্ম জপ যজ্ঞ জ্ঞান কর্ম্ম
পুণ্য মোর নাম সবাকার ॥

হরিদাস আশ মোর ঠাকুর শ্রীসুন্দর
বনমালী শ্রীধর মাধাই ।
গোপীনাথ বক্রেশ্বর গৌরীদাস কাশীশ্বর
পুরীদাস শিবাই নন্দাই ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত পরমানন্দ
এ তিন ঠাকুর সর্ব্বেশ্বর ।
যাহার করুণা পাঞা পঙ্গু ধায় মত্ত হইয়া
আশা করে দুখিয়া শেখর ॥১৮॥২৩০০॥

তথা রাগ।

শ্রীবৃন্দাবন অভিনব মুমদন
শ্রীরঘুনন্দন রাজে।
লাখ লাখ বর বিমল সুধাকর
উয়ল শ্রীখণ্ড সমাজে॥

জয় পহু নটন-কলা-রস-ধীর।
নিখিল মহোৎসব গৌর গুণার্ণব
প্রেমময় সকল শরীর॥

রুচির তরুণ নব নটবর-শেখর
পীতাম্বর-বর-ধারী।
গাই গাওয়ায়ত গৌর-গুণামৃত
ভব-ভয়-খণ্ডন-কারী॥

পদ-তল রাতুল পঙ্কজ নহ তুল
পদ-নখ-ইন্দু পরকাশে।
সে পদ রজনী দিনে শয়নে স্বপনে মনে
রায় শেখর করু আশে॥১৯॥২৭০১॥

ধানশী।

ভূখণ্ড মণ্ডল মাঝে তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে
মধুমতী যাহে পরকাশ।
ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে বিলসয়ে রাত্রিদিনে
নাম ধরে নরহরি দাস॥

শ্রীরাধিকার সহচরী রূপে গুণে আগরি
মধুর মাধুরী অনুপাম ।
অবনীতে অবতরি পুরুষ-আকৃতি ধরি
পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম ॥

মধুমতী-মধু-দানে ভাসাইলা ত্রিভুবনে
মত্ত কৈল গৌরাঙ্গনাগর ।
মাতিল সে নিত্যানন্দ আর সব ভক্তবৃন্দ
বেদ-বিধি পড়িল ফাঁফর ॥

যোগ-পথ করে নাশ ভকতির পরকাশ
করিল মুকুন্দ সহোদর ।
পাপিয়া শেখর রায় বিকাইল রাঙ্গা পায়
শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর ॥ ২০ ॥ ২৩০২ ॥

তথা রাগ ।

গৌড় দেশে রাঢ় ভূমে শ্রীখণ্ড নামেতে গ্রামে
মধুমতী প্রকাশ যাহায় ।
শ্রীমুকুন্দ দাস সঙ্গে শ্রীরঘুনন্দন রঙ্গে
ভক্তি-তত্ত্ব জগতে লওয়ায় ॥

শুনি মধুমতী নাম নিত্যানন্দ বলরাম
সপার্ষদে দিল দরশন ।
দেখি অবধূত চন্দ্র হইয়া পরমানন্দ
নতি করি বন্দিলা চরণ ॥

কহে নিত্যানন্দ রাম শুনি মধুমতী নাম
আসিয়াছি তৃষিত হইয়া।
এত শুনি নরহরি নিকটে তেজল হেরি
সেই জল ভাজনে ভরিয়া॥

আনিয়া ধরিল আগে মধু স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে
গণ সহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে মধু হয় ততক্ষণে
পুন পুন খাইতে আনন্দ॥

মধুমতী-মধু-দান সপার্ষদে করি পান
উনমত্ত অবধূত রায়।
হাসে নাচে কান্দে গায় ভূমে গড়াগড়ি যায়
উদ্ধবদাস রস গায়॥১১॥২৩০৬॥

তথা রাগ।

প্রকট শ্রীখণ্ড-বাস নাম শ্রীমুকুন্দ দাস
ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।
গেলা কোন কার্য্যান্তরে সেবা করিবার তরে
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি॥

ঘরে আছে কৃষ্ণ-সেবা যত্ন করি খাওয়াইবা
এত বলি মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাঞা সেবার সামগ্রী লৈয়া
গোপীনাথের সমুখে আইলা॥

শ্রীরঘুনন্দন অতি বয়ক্রম শিশুমতি
থাও বলে কান্দিতে কান্দিতে ।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে না রাখিয়া অবশেষে
সকল খাইলা অলক্ষিতে ॥
আসিয়া মুকুন্দ দাস কহে বালকের পাশ
প্রসাদ নৈবেদ্য আন দেখি ।
শিশু কহে বাপু শুন সকলি খাইল পুন
অবশেষ কিছুই না রাখি ॥
শুনি অপরূপ হেন বিস্মিত হৃদয়ে পুন
আর দিন বালকে কহিয়া ।
সেবা-অনুমতি দিয়া বাড়ীর বাহির হৈয়া
পুন আসি রহে লুকাইয়া ॥
শ্রীরঘুনন্দন অতি হই হরষিত মতি
গোপীনাথে লাড়ু দিয়া করে ।
খাও খাও বলে ঘন অর্দ্ধেক খাইতে হেন
সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে ॥
যে খাইল রহে তেন আর না খাইলা পুন
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর ॥
নন্দন করিয়া কোলে গদ গদ স্বরে বলে
নয়ানে বরিখে ঘন লোর ॥
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে অর্দ্ধ লাড়ু আছে করে
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে ।
অভিন্ন মদন যেই শ্রীরঘুনন্দন সেই
এ উদ্ধবদাস রস ভণে ॥২২॥২৩০৪ ।

তথা রাগ।

পূরবে শ্রীদাম এবে অভিরাম
মহাতেজঃপুঞ্জ রাশি।
বাঁশী বাজাইতে ভ্রমিতে ভ্রমিতে
শ্রীখণ্ড গ্রামেতে আসি॥

দেখিয়া মুকুন্দে কহয়ে সানন্দে
কোথায় রঘুনন্দন।
তাহাকে দেখিতে আইলাম এথাতে
আনি দেহ দরশন॥

শুনি ভয় পাঞা রাখে লুকাইয়া
গৃহেতে দুয়ার দিয়া।
তেঁহো নাহি ঘরে বলি স্তুতি করে
অভিরাম গেল না দেখিয়া॥

বড়ডাঙ্গি নামে স্থান নিরঞ্জনে
নৈরাশ হইয়া বসি।
বুঝি তার মন শ্রীরঘুনন্দন
অলখিতে মিলে আসি॥

দেখিয়া তাহারে দণ্ডবৎ করে
দুই চারি পাঁচ সাতে।
শ্রীরঘুনন্দন করি আলিঙ্গন
আনন্দ-আবেশে মাতে॥

এবে দুহুঁ মেলি নাচে কুতূহলী
নিজ-পহু-গুণ গাইয়া।
চরণ ঝাড়িতে নূপুর পড়িল
আকাই হাটেতে যাঞা॥

অভিরাম সনে শ্রীরঘুনন্দনে
মিলন হইল শুনি।
সঘনে মুকুন্দ হই নিরানন্দ
কান্দে শিরে কর হানি॥

পত্নীর সহিতে বিষাদিত চিতে
আইল দোঁহার পাশ।
দুহুঁ নৃত্য গীত দেখি হরষিত
ভণয়ে উদ্ধবদাস॥ ২৩॥২৩০৫।

শ্রীরাগ।

প্রভু মোর শ্রীনিবাস পূরাইল মনের আশ
তুয়া পদে কি বলিব আর।
আছিনু বিষয়-কীট বড়ই লাগিত মীঠ
ঘুচাইল রাজ-অহঙ্কার॥

করিতুঁ গরল পান রহিল ডাহিন বাম
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন সব লাগে উচাটন
এমতি তোমারি ব্যবহার॥

রাধা-পদ সুধা-রাশি   সে পদে করিলা দাসী
গোরা-পদে বান্ধি দিলা চিত।
শ্রীরাধা-রমণ সহ   দেখাইলা কুঞ্জ-গেহ
জানাইলা দুহুঁ প্রেমা-রীত॥
কালিন্দীর কূলে যাই   সখীগণে ধাওয়া ধাই
রাই কানু বিহরই সুখে।
এ বীর হাম্বীর হিয়া   ব্রজ-ভূমি সদা ধেয়া
যাহাঁ অলি উড়ে লাখে লাখে॥২৪॥২৩০৬॥

পাহিড়া।

আরে মোর আচার্য্য ঠাকুর।
দয়ার সাগর বর   জগ ভরি বিথারল
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রস পূর॥ ধ্রু॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের হেন   নিরুপম গুণগণ
দ্বিজরাজ গৌড়-ভুবনে।
মল্ল ভূপতি আদি   হরি-রসে উনমাদি
ভেল যার করুণা-কিরণে॥
যত্ন করিয়া অতি   রস-লীলা গ্রন্থ-তাতি
বৃন্দাবন ভূমি সঞে আনি।
রাধাকৃষ্ণ-রস-লীলা, দেশে দেশে প্রচারিলা
আস্বাদন করিয়া আপনি॥
এমন দয়াল পহু   চক্ষু ভরি না দেখিনু
হৃদয়ে রহল শেল ফুটি।
এ রাধাবল্লভ দাস   করে মনে অভিলাষ
কবে সে দেখিব পদ দুটি॥২৫॥২৩০৭॥

তথা রাগ।

জয় প্রেম-ভক্তি-দাতা সদয়-হৃদয়।
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু জয় দয়াময়॥
শ্রীচৈতন্যচাঁদের হেন নিরুপম গুণ।
অসীম করুণা-সিন্ধু পতিত-পাবন॥
দক্ষিণে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর।
বামে ঠাকুর নরোত্তম করুণা প্রচুর।
গোরাঙ্গের লীলা যত করে আস্বাদন।
গৌর গৌর বলি হয়ে অচেতন॥
পুন উঠে পুন পড়ে সম্বরিতে নারে।
দুই জনার কণ্ঠ ধরি সম্বরণ করে॥
এ হেন দয়াল প্রভু পাব কত দিনে।
শ্রীরাধাবল্লভ দাস করে নিবেদনে॥২৬॥২৩০৮॥

মঙ্গল।

অনুক্ষণ গৌর- প্রেম-রসে গরগর
ঢর ঢর লোচনে লোর।
গদ গদ ভাষ হাস ক্ষণে রোয়ত
আনন্দে মগন ঘন হরিবোল॥

পহু মোর শ্রীশ্রীনিবাস।
অবিরত রাম- চন্দ্র পহু বিহরত
সঙ্গে নরোত্তম দাস॥ধ্রু॥

ব্রজপুর-চরিত   সতত অনুমোদই
রসিক ভকতগণ পাশ।
ভকতি-রতন ধনে   যাচত জনে জনে
পুন কি গৌর পরকাশ ॥

ঐছে দয়াল   কবহুঁ নাহি হেরিয়ে
ভুবন চতুর্দ্দশ মাঝে।
দীন হীন পতিতে   পরম পদ দেয়ল
ধরণী বঞ্চিত নিজ কাজে ॥ ২৭ ॥ ২৩০৯ ॥

তথা রাগ।

পহু দ্বিজ-রাজ-বর   মূরতি মনোহর
রত্নাকর করি জান।
প্রভু শ্রীনিবাস   প্রকাশল স্বরূপ
হরি-নাম করতহিঁ গান ॥

কনক বরণ তনু   প্রেম-রতন জনু
কণ্ঠহি তুলসীক মাল।
গৌর-প্রেম-ভরে অহনিশি আঁখি ঝুরে
হেরি কাঁপয়ে কলি-কাল ॥

শ্রীমদ্ভাগবত   উজ্জ্বল-গ্রন্থ যত
দেশে দেশে করিলা প্রচার।
পাষণ্ড অধমগণে   করু অবলোকনে
সবাকারে করল উদ্ধার ॥

ভকত প্রিয়োত্তম ঠাকুর নরোত্তম
রামচন্দ্র প্রিয় দাস ।
অধম নিতান্ত গোপীকান্ত হৃদয়ে
চরণ পদ্ম কর পরকাশ ॥২৮॥২৩১০॥

তথা রাগ ।

ভুবন-মঙ্গল গোরা গুণে লোকনাথ ভোরা
সুখে নরোত্তম দয়া করি ।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা গুণে নিজ শক্তি আরোপণে
পিয়াইল গোরাঙ্গ-মাধুরী ॥

অনুক্ষণ গোরা-রঙ্গে বিলসে বৈষ্ণব সঙ্গে
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে লৈয়া ।
শ্রীভাগবত আদি গ্রন্থ গীত বিদ্যাপতি
নিজ গ্রন্থ গুণ আস্বাদিয়া ॥

নরোত্তম দীনবন্ধু জীবেরে করুণা-সিন্ধু
রূপে গুণে রসের মূরতি ।
রাধাকান্ত না দেখিয়া সদাই বিদরে হিয়া
কে বুঝিবে ঐছন পিরীতি ॥

মোর ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম দয়াময়
দন্তে তৃণ করোঁ নিবেদন ।
বল্লভ ছাড়িয়া পাকে আকুল হইয়া ডাকে
অহে নাথ লইনু শরণ ॥ ২৯ ॥ ২৩১১ ॥

তথা রাগ।

হেন দিন শুভ পরভাতে।
শ্রীনরোত্তম-নাম পহু মোর গৌর-ধাম
বার এক স্মৃতি হয় যাতে ॥ ধ্রু ॥
যাহার সঙ্গতি-কাম শ্রীল কবিরাজ নাম
ছাড়িয়া সে গৃহ পরিকর।
ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস খেতরী করিলা বাস
প্রাণ-সমতুল কলেবর ॥
নিত্যানন্দ-ঘরণী জাহ্নবী ঠাকুরাণী
ত্রিভুবনে পূজিত-চরণ।
যাহার কীর্ত্তন-কালে রুধির পুলক-মূলে
দেখি কৈল চৈতন্য-স্মরণ ॥
ভাব দেখি অপনি জাহ্নবী ঠাকুরাণী
নাম থুইলা ঠাকুর মহাশয়।
পতিত-পাবন নাম ধর বল্লভে উদ্ধার কর
তবে জানি মহিমা নিশ্চয় ॥ ৩০ ॥ ২৩১২ ॥

অথ দশাবতার-স্তোত্রং যথা।

মালবগৌর রাগ।

তাল রূপক।

প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদং ॥
কেশব ধৃত-মীন-শরীর জয় জগদীশ হরে ॥ধ্রু॥

ক্ষিতিরতি বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে।
ধরণী-ধারণ-কিণ-চক্র-গরিষ্ঠে॥
কেশব ধৃত-কূর্ম্ম-শরীর জয় জগদীশ হরে॥
বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না॥
কেশব ধৃত-শূকর-রূপ জয় জগদীশ হরে॥
তব কর-কমল-বরে নখমদ্ভুত-শৃঙ্গং।
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনু-ভৃঙ্গং॥
কেশব ধৃত-নরহরি-রূপ জয় জগদীশ হরে॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত-বামন।
পদ-নখ-নীর-জনিত-জন-পাবন॥
কেশব ধৃত-বামন-রূপ জয় জগদীশ হরে॥
ক্ষত্রিয়-রুধিরময়ে জগদপগত-পাপং।
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভব-তাপং॥
কেশব ধৃত-ভৃগুপতি-রূপ জয় জগদীশ হরে॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতি-কমনীয়ং।
দশ মুখ-মৌলি-বলিং রমণীয়ং॥
কেশব ধৃত-রাম-শরীর জয় জগদীশ হরে॥
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং।
হল-হতি-ভীতি-মিলিত-যমুনাভং॥
কেশব ধৃত-হলধর-রূপ জয় জগদীশ হরে॥
নিন্দসি যজ্ঞ-বিধেরহহ শ্রুতি-জাতং।
সদয়-হৃদয় দর্শিত-পশু-ঘাতং॥
কেশব ধৃত-বৌদ্ধ-শরীর জয় জগদীশ হরে॥

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং॥
কেশব ধৃত-কল্কি-শরীর জয় জগদীশ হরে॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং।
শৃণু সুখদং শুভদং ভব-সারং॥
কেশব ধৃত-দশবিধ-রূপ জয় জগদীশ হরে॥
॥ ৩১ ॥ ২৩১৩ ॥

গুর্জ্জরী।
নিঃসার তাল।

শ্রিত-কমলা-কুচ-মণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল কলিত-ললিত-বনমাল॥
জয় জয় দেব হরে॥ ধ্রু॥
দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন মুনি-জন-মানস-হংস॥
কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রঞ্জন যদুকুল-নলিন-দিনেশ।
মধু-মুর-নরক-বিনাশন গরুড়াসন সুর-কুল-কেলি-নিদান॥
অমল-কমল-দল-লোচন ভব-মোচন ত্রিভুবন-ভবন-নিধান॥
জনক-সুতা-কৃত-ভূষণ জিত-দূষণ সমর-শমিত-দশ-কণ্ঠ॥
অভিনব-জলধর-সুন্দর ধৃত-মন্দর শ্রীমুখ-চন্দ্র-চকোর॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতং॥৩২॥২৩১৪॥

আশাবরী।

জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন
জনকসুতা-রতি-কান্ত।
সুর নর বানর খেচর নিশাচর
যছু গুণ গায়ে অনন্ত॥

দূর্ব্বাদল-নব শ্যামল সুন্দর
কঞ্জ-নয়ন রণ-বীর।
বামে ধনুর্দ্ধর, ডাহিনে নিশিত-শর
জলধি-কোটি-গম্ভীর॥
শ্রীপদ-পাতুক ধরু ভরতানুজ
চামর ছত্র নিছোরি।
শিব চতুরানন সনক সনাতন
শত মুখ রহু কর যোড়ি॥
ভকত আনন্দ মারুত-নন্দন
চরণ-কমল করু সেবা।
গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারণ
হরি নারায়ণ দেবা॥৩।২৩১৫।

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং পঞ্চবিংশ-পল্লবঃ।

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য রূপ-বর্ণনং।
আদৌ শ্রীগৌরচন্দ্রস্য যথা॥

মঙ্গল।

দেখ দেখ গোরা-রূপ-ছটা।
হরিদ্রা-হরিতাল- হেম-কমল-দল
কিবা থির বিজুরীর ঘটা॥ধ্রু।
কুঞ্চিত কুন্তলে চূড়া মালতী মল্লিকা বেড়া
ভালে ঊর্দ্ধ তিলক সুঠাম।
আকর্ণ নয়ান-বাণ ভুরু-ধনু সন্ধান
হেরিয়া মূরছে কোটি কাম॥

হেম-চন্দ্র গণ্ড-স্থল শ্রুতি-মূলে কুণ্ডল
দোলে যেন মকর-আকারে ॥
বিম্ব-অধর-ভাতি দশন-মুকুতা-পাঁতি
আধ হাসি অমিয়া উগারে ॥
সিংহ-গ্রীব গজ-স্কন্ধ কণ্ঠে মণি-হার-বন্ধ
ভুজযুগ কনক-অর্গল।
সুরাতুল করতল জিনি রক্ত উতপল
নখ-চন্দ্র করে ঝল মল ॥
পরিসর হিয়া মাঝে মালতীর মালা সাজে
সূক্ষ্ম যজ্ঞ-সূত্র সুজঠর।
নাভি সরোবর জিনি রোমাবলী ভুজঙ্গিনী
কাম-দণ্ড কিয়ে মনোহর ॥
হরি জিনি কটি-তটে কনক-কিঙ্কিণী রটে
রক্ত-প্রান্ত বসনে বেষ্টিত।
হেম-রম্ভা জিনি উরু চরণ নাটের গুরু
তাহে মণি-মঞ্জীর শোভিত ॥
সূক্ষ্ম রক্ত পদ্ম-দল- শ্রেণী অর্দ্ধ মনোহর
তাহে জিনি কোঁচার বলনী।
চরণ উপরে দোলে হেরি মুনি-মন ভুলে
আধ গতি গজবর জিনি ॥
কিবা তাহে পদাঙ্গুলি কনক-চম্পাক-কলি
অপরূপ মুখ-চন্দ্র-ভাতি।
তার তলে কোকনদ ভুবন-মোহন পদ
তহুচিত অলি রহু মাতি ॥ ১ ॥ ২৩১৬ ॥

পুনশ্চ শ্রীমন্নবদ্বীপ-চন্দ্রস্য সর্ব্ব-রসোচিত-রূপং যথা।

বিভাষ।

বন্দে বিশ্বম্ভর-পদ-কমলং।
খণ্ডিত-কলি-যুগ-জন-মলমমলং॥
সৌরভ-কর্ষিত-নিজ-জন-মধুপং।
করুণা-খণ্ডিত-বিরহ-বিতাপং॥
নাশিত হৃদ্গত-মায়া-তিমিরং।
বর-নিজ-কান্ত্যা জগতামচিরং॥
সতত-বিরাজিত-নিরুপম-শোভং॥
রাধামোহন-কলিত-বিলোভং।২॥২৩১৭॥

নট রাগ।

মৃদুল-মলয়জ-পবন-তরলিত-চিকুর-পরিগত-কলাপকং।
সাচি-তরলিত-নয়ন-মন্মথ-শঙ্কু-সঙ্কুল-চিত্ত-সুন্দরী-জন-
জনিত-কৌতুকং॥
মনসিজ-কেলি-নন্দিত-মানসং।
ভজত মধুরিপুমিন্দু-সুন্দর-বল্লবী-মুখ-লালসং॥ ধ্রু॥
লঘু-তরলিত-কন্ধরং হসিত-লবমতি সুন্দরং।
গজপতি-প্রতাপরুদ্র-হৃদয়ানুগতমনুদিনং॥
সরসং রচয়তি রামানন্দরায় ইতি চারু সঙ্গীতং॥৩॥২৩১৮॥

কেদার।

মৃদুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্লব-বল্লী-বলিত-শিখণ্ডং।
তিলক-বিড়ম্বিত-মরকত-মণিতল-বিম্বিত শশধর-খণ্ডং॥

যুবতী-মনোহর-বেশং।
কলয় কলানিধিমিব ধরণীমনু পরিণত-রূপ-বিশেষং ॥ধ্রু॥
খেলা-দোলায়িত-মণি কুণ্ডল-রুচি-রুচিরানন-শোভং।
হেলা-তরলিত-মধুর-বিলোচন-জনিত-বধূ-জন-লোভং॥
গজপতিরুদ্র-নরাধিপ-চেতসি জনয়তু মুদমনুবারং॥
রামানন্দরায়-কবি-ভণিতং মধুরিপু-রূপমুদারং॥৪॥২৩১৯॥

সিন্ধুড়া।

অঞ্জন-গঞ্জন জগ-জন-রঞ্জন
জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ-থল- কমল-দলারুণ
মঞ্জীর-রঞ্জিত চরণা॥
দেখ সখি নাগর-রাজ বিরাজে।
সুপহই সুধাময় হাস বিকাসিত
চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥
ইন্দীবর-বর- গরব-বিমোচন
লোচন-মনমথ-ফান্দে।
ভাঙ-ভুজগ-পাশে বান্ধল কুলবতী
কুল-দেবতা মন কান্দে॥
ভ্রমর-করম্বিত আজানু-লম্বিত
কেলি-কদম্বক মাল।
গোবিন্দদাস-চিতে, নিতি নিতি বিহরই
ঐছন মুরতি রসাল॥ ৩ ॥ ২৩২০ ॥

সারঙ্গ।

অভিনব-জলধর-রুচির সুদেহ।
পীতাম্বর-বর তড়িত-থির-রেহ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোকুল ভাগি।
ব্রজ-নব-রমণী যাক মন লাগি॥ধ্রু॥
কত কোটি চাঁদ জিনিয়া বর মুখ।
যাকর দরশনে মিটয়ে সব দুখ॥
নিরুপম-রূপ-জলধি অবতার।
রাধামোহন পহু মূরতি শিঙ্গার॥ ৬॥ ২৩২১ ॥

মায়ূর।

কুন্দন কুসুম সুকোমল-কাঁতি।
মাথে ময়ূর-শিখণ্ডক-পাঁতি॥
আকুল অলিকুল বকুলকি মাল।
চন্দন-চাঁদ বিরাজিত ভাল॥
মদন-মোহন মূরতি কান।
হেরি উনমতি যুবতী-পরাণ॥
ভাঙ-বিভঙ্গিম লোচনে লোর।
নাসা উন্নত মোতিম জোর॥
বঙ্কিম গীম অমিয়া-মিঠ বোল।
কাঞ্চন-কুণ্ডল গণ্ডহি লোল॥
মণিময়-আভরণ অঙ্গে বিরাজ।
পীত নিচোল তহিঁ পর সাজ॥
অরুণ চরণে মণি-মঞ্জীর বাজয়ে।
গোবিন্দ দাস চিতে আন নাহি ভাওয়ে॥৭॥২৩২২॥

সারঙ্গ।

মরকত-মঞ্জু- মুকুর-মুখ-মণ্ডল
মুখরিত-মুরলী-সুতান ॥
শুনি পশু পাখী শাখিকুল পুলকিত
কালিন্দী বহয়ে উজান ॥

কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ।
কামিনী-মনহি মূরতিময় মনসিজ
জগ-জন-নয়ন-আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

তনু অনুলেপন ঘন-সার চন্দন
মৃগ-মদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল-চুম্বিত অবনী-বিলম্বিত
বনি বনমাল বিটঙ্ক ॥

অতি সুকুমার চরণ-তল শীতল
জিতল শরদরবিন্দ।
রায় সন্তোষ- মধুপ-অনুসন্ধিত
নন্দিত দাস গোবিন্দ ॥ ৮ ॥২৩২৩ ॥

নট নারায়ণ।

নব-নীরদ-তনু তড়িত-লতা জনু
পীত পতনি বনি ভাল।
মালতী-বকুল- বলিত অতি আকুল
মৌলি মিলিত বন-মাল ॥

পেখলু কালিন্দী-কূল বিলাসী ।
হেলি কলপতরু তরুণী-মোহন
বাওয়ে বিনোদিনী বাঁশী ॥ ধ্রু॥
মণিময় আভরণ নূপুর রণঝন
মদন-মন্থর গতি-ভাতি ।
গীম-বিভঙ্গিম নয়ন-তরঙ্গিম
কুল-কুলবতী-মতি মাতি ॥
কমল নীত চরণ-কমল মধু
পাওয়ে সোই সুজান ।
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ
গোবিন্দদাস অনুমান ॥ ৯ ॥ ২৩২৪ ॥

গান্ধার ।

দেখ দেখ গোকুল-মঙ্গল শ্যাম ।
ব্রজ-নব-নাগরী- ভাবে বিভাবিত
মুরলী-খুরলী সোই নাম ॥ ধ্রু ॥
রূপ অনুপ ভুবন-জন-মোহন
শোহন নটবর-বেশ ।
কালিয়-দমন মদন জিতি লাবণী
চূড়হি কুঞ্চিত কেশ ॥
নবঘন ইন্দ্র- মণীন্দ্র-কলেবর
লোচন কমলক ভান ।
কত কোটি শরদ- চাঁদ জিনি শোভিত
ঢল ঢল বিমল বয়ান ॥

পদ-তল অরুণ কমল জিনি উজোর
মুনি-মানস সুসন্ধান।
রাধামোহন পহু প্রেমহি আগোর
নাগর অবহি সুজান॥ ১০॥ ২৩২৫॥

কৌ রাগিণী।

জয় জয় গোকুল-চন্দ।
ব্রজ-নব-যুবতীক মানস-ফন্দ॥
পিরীতি-মূরতি কিয়ে নব-রস-কন্দ।
নব-ঘন-রুচির বরণ-অনুবন্ধ॥
সুখময় শীতল চন্দন অঙ্গ।
নব নব ভাব-তরঙ্গিত রঙ্গ॥
অভিনব-নাগরী-জীবিত-বন্ধু।
রাধামোহন পহু রূপক সিন্ধু॥ ১১॥ ২৩২৬॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য
অভিসারাদ্যুপযুক্তং রূপং যথা।

কামোদ।

নন্দ-নন্দন চন্দ্র-চন্দন-
গন্ধ-নিন্দিত-অঙ্গ।
জলদ-সুন্দর কম্বু-কন্ধর
নিন্দি সিন্ধুর-ভঙ্গ॥
প্রেম-আকুল গোপ-গোকুল-
কুলজা-কামিনী-কান্ত।
কুসুম-রঞ্জন মঞ্জু-বঞ্জুল-
কুঞ্জ-মন্দিরে সন্ত॥

গণ্ড-মণ্ডল বলিত কুণ্ডল
উড় চূড় শিখণ্ড।
কেলি-তাণ্ডব তাল-পণ্ডিত
বাহু-দণ্ডিত-দণ্ড॥
কঞ্জ-লোচন কলুষ-মোচন
শ্রবণ-রোচন-ভাষ।
অমল কোমল চরণ-কিশলয়
নিলয় গোবিন্দ দাস॥১২॥২৩২৭॥

শ্রীরাগ।

তনু ঘন-গঞ্জন জনু দলিতাঞ্জন।
কঞ্জ-নয়নী-নয়ন-ললিতাঞ্জন॥
নন্দ-সুনন্দন ভুবন-আনন্দন।
নাগরী-নারী-হৃদয়-ঘন-চন্দন॥ধ্রু॥
লোচন-খঞ্জন-জগত-অনুরঞ্জন।
কুলবতী-যুবতী-বরত-ভয়-ভঞ্জন॥
গোবিন্দদাস ভণ রসিক-রসায়ণ।
রসময় ভূপতি রূপ নারায়ণ॥১৩॥২৩২৮॥

কামোদ।

উজোর হার উর পীত-বসন-ধর
ভালহি চন্দন-বিন্দু।
মিলিত বলাকিনী তড়িত-জড়িত ঘন
উপরে উজোরল ইন্দু॥

অপরূপ শ্যামর-ধাম ।
কুঞ্জ সমীপ নীপ অবলম্বন
রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম ।ধ্রু॥
চরণ অবধি বন- মালা বিরাজিত
হেরইতে উনমত হোই ।
মধুকর ছলে কত ব্রজ-রমণী-চিত
তহিঁ রহু মতি গতি খোই ॥
মুরলী আলাপি ঝাঁপি গগনাবধি
গায়ত কতহুঁ সুতান ।
ভণ ঘনশ্যাম দাস চিত ঝুরত
মদন রায় মন মান ॥১৪॥২৩২৯॥

সারঙ্গ ।

কুসুমিত কুঞ্জ কলপতরু-কানন
মণিময়-মন্দির মাঝ ।
রাস-বিলাস- কলা-উতকণ্ঠিত
মনোমোহন নট-রাজ ॥
গিরিবর-কন্দরে সুন্দর শ্যাম ।
মোতিম-হার- বিরাজিত কন্ধর
কুঞ্জর গতি অনুপাম ॥ধ্রু॥
বহুবিধ-বৈদগধি- বিনোদ-বিশারদ
বেণু বোলায়ত মন্দ ।
কুঞ্জর-গমনী রমণীগণ ধাওত
বিগলিত-নীবি-নিবন্ধ ।

কামিনী-কর- কিশলয়-বলয়াঙ্কিত
রাতুল পদ-অরবিন্দ।
রায়-বসন্ত- মধুপ-অনুসন্ধিত
নিন্দিত দাস গোবিন্দ ॥১৫॥২৩৩০॥

তদেব প্রকারান্তরং যথা।

বেলোয়ার।

কুবলয়-নীল- রতন-দলিতাঞ্জন-
মেঘ পুঞ্জ জিনি বরণ সুছান্দ।
কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখি-চন্দ্রক
অলকা-বলিত ললিতানন-চান্দ ॥

আওত রে নব নাগর কান।
ভাবিনী-ভাব- বিভাবিত অন্তর
দিন রজনী নাহি জানত আন।ধ্রু॥

মধুরাধরহি ধর হাস অতি মনোহর
তহিঁ অতি সুমধুর মুরলী বিরাজ।
ভাঙ-বিভঙ্গম কুটিল নেহারণি
কুলবতী উমতি দূরে রহু লাজ ॥

গজপতি-ভাতি গমন অতি মন্থর
মণি-মঞ্জীর বাজত রণঝনিয়া।
হেরইতে কত মনমথ মুরছই
গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া ॥১৬॥২৩৩১॥

তথা রাগ।

অরুণিত চরণে রণিত মণি-মঞ্জীর
আধ আধ পদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন-বঞ্চন বসন মনোরম
অলিকুল-মিলিত ললিত বন-মাল॥

ভালে বনি আওয়ে মদন-মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গিম
রঙ্গিম-ভঙ্গিম নয়ন-নাচনিয়া॥ ধ্রু॥

মাঝহি ক্ষীণ পীন-উর-অম্বর
প্রাতর-অরুণ-কিরণ মণি-রাজ॥
কুঞ্জর-করভ- করহি কর বন্ধন
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥

অধর-সুধা-ঝর মুরলী-তরঙ্গিণী
বিগলিত-রঙ্গিনী-হৃদয়-দুকূল।
মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি
উড়ি পড়ত শ্রুতি-উতপল-ফুল॥

গোরোচন-তিলক চূড়ে বনি চন্দ্রক
বেড়ল রমণী-মন-মধুকর-মাল।
গোবিন্দদাস-চিতে, নিতি নিতি বিহরই
ইহ নাগর-বর তরুণ তমাল॥ ১৭॥ ২৩৩২॥

সিন্ধুড়া।

চাঁচর চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক
গুঞ্জা-মঞ্জুল-মাল।
পরিমল-মিলিত ভ্রমরীকুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল॥

নীকে বনি আওয়ে হো নন্দলাল।
মনমথ-মথন ভাঙযুগ-ভঙ্গিম
কুবলয়-নয়ন বিশাল॥ ধ্রু॥

বিম্বাধর পরি মোহন মুরলী
পঞ্চম বময়ি রসাল।
গোবিন্দদাস পহু নটবর-শেখর
শ্যামর তরুণ তমাল॥১৮॥২৩৩৩॥

তদেব প্রকারান্তরং মানোপযুক্তং যথা।

মায়ূর।

মুখরিত-মুরলী- মিলিত মুখ-মোদনে
মরকত-মুকুর মৈলান।
মানিনী-মান- মথন মুচুকায়নি
মুনি-মানস মূরছান॥

মাই মোহন-মূরতি মুরারি।
মনইতে মরমে মনোরথ-মাধুরী
মনমথ-মন মথ মারি॥ধ্রু।

মুকুলিত মল্লী মধুর মধু-মাধুরী
মালতী মঞ্জুল মাল।
মন্দ-মরন্দ- মুদিত মত্ত মধুকর-
মণ্ডিত-মৌলি-মন্দার ॥
মাথহিঁ মোর- মুকুট মদ-মন্থর
মণি-মণ্ডন মন মান।
মঞ্জু-মঞ্জীর- মহিমা মহিমাময়
গোবিন্দ দাস গুণ গান ॥১৯॥২৩৩৪॥

বেলাবলী।

মরকত-মঞ্জুল- কান্তি মনোহর
মানিনী-মান-বিমোহ।
মাথহিঁ মোর- মুকুট ধর সুন্দর
মোহন পীত পট শোহ ॥
মাধব মধুর-মূরতি জনু কাম।
মাধবী মল্লী মুকুলবর-মাধুরী
মালতী মিলু ঠাম ঠাম ॥ধ্রু॥
মোহন মধুর মধুর বচন-মধু-
মোহিত-মুনিজন-মান।
মহা মহাদেব দেবগণ মূরছন
মোহন মুরলী মাহা গান ॥
মণিময় মকর- কুণ্ডল তহু শোহন
মণিময় হারহি সাজ।
মরকত-মুকুর মলিন কর-পদ-নখ
রাধামোহন-মন রাজ ॥২০॥২৩৩৫॥

অস্যৈব প্রকারান্তরং যথা ।

সারঙ্গ ।

কুন্দন-কনক- কলিত কর-কঙ্কণ
কালিন্দী-কূল-বিহারী ।
কুঞ্চিত-কচ কেশর-কুসুমাকুল
কামিনী-কর-ধারী ॥

জয় জয় জগ-জীবন যদু-বীর ।
জলধর জিতিয়া জ্যোতি যছু মোহিত
যুবতী-যূথ অথির ॥ধ্রু॥

পদুমিনী-পাণি- পরশে পুলকায়িত
পরিজন-প্রেম পসারি ।
পহিরণ পীত পতনি পতিতাঞ্চল
পদ-পঙ্কজ পরচারি ॥

রমণী-রমন রতন-রুচিরানন
রঞ্জিত-রতি-রণ-বাস ।
রসনা-রোচন রসিক-রসায়ন
রচয়তি গোবিন্দ দাস ॥২১॥২৩৩৬॥

ধানশী ।

মুদির-মরকত- মধুর মূরতি
মুগধ মোহন ছান্দ ।
মল্লি-মালতী- মালে মধু-মত
মধুপ মনমথ ফান্দ ॥

শ্যামসুন্দর সুগড়-শেখর
শরদ-শশধর-হাস।
সঙ্গে সবয়স সুবেশ সম-রস
সতত সুখময় ভাষ ॥ধ্রু.।
চিকণ চাঁচর চিকুর-চুম্বিত
চারু-চন্দ্রক-পাঁতি।
চপল-চমকিত চকিত চাহনি
চিত-চোরক ভাতি ॥
গিরিক গৈরিক গোরজ-গোরোচন
গন্ধ-গরভিত বাস।
গোপ-গোপন- গরিম-গুণগণ
গাওত গোবিন্দ দাস ॥২২॥২৩৩৭॥

তদেব প্রকারান্তরং যথা।

তুড়ী।

শ্যাম-সুধাকর ভুবন-মনোহর।
রঙ্গিনী-মোহন ভঙ্গী-নটবর ॥
সজল-জলদ-তনু ঘন রসময় জনু।
রূপে জিতল কত কোটি কুসুম-ধনু ॥
থল-কমল-দল-অরুণ চরণ-তল।
নখ-মণি-রঞ্জিত মঞ্জু-মঞ্জীর-কল ॥
প্রেম-ভরে অন্তর গতি অতি মন্থর।
অধরে মুরলী-ধ্বনি মন্মথ-মন্তর ॥
অভিনব নাগর গুণ-মণি-সাগর।
গোবিন্দদাস-চিতে নিতি নিতি জাগর ॥২৩॥২৩৩৮॥

তথা রাগ।

রাধা-রমণ রমণী-মনোমোহন
বৃন্দাবন-বন-দেব।
অভিনব-রাস- রসিক বর-নাগর
নাগরীগণ-কৃত-সেব॥
ব্রজপতি-দম্পতি হৃদয়া নন্দন
নন্দন নব-ঘন-শ্যাম।
নন্দীশ্বর-পুর পুরট-পটাম্বর
রামানুজ গুণ-ধাম॥
গোবর্দ্ধন-ধর ধরণী-সুধাকর
মুখরিত-মোহন-বংশ।
দাম-সুদাম- সুবল-সখা সুন্দর
চন্দ্রক-চারু-বতংস॥
কালিয়-দমন গমন-জিত-কুঞ্জর
কুঞ্জ-রচিত-রতি-রঙ্গ।
গোবিন্দ দাস- হৃদয়-মণি-মন্দির
অবিচল-মূরতি ত্রিভঙ্গ॥ ২৪ ॥১৩৩৭॥

তদেব সম্ভোগোচিতং যথা।

বরাড়ী।

কুটিল কুন্তল কুসুম-কাঁচনি
কান্তি কুবলয়-ভাস।
কুঞ্চিতাধর কুমুদ-কৌমুদী-
কুন্দ-কৈরব-হাস॥

কানু-কালিন্দী- কূল-কাননে
কুঞ্জে কুঞ্জর-রাজ।
কামিনী-কুচ- কুঙ্কুমাঙ্কিত
কাম-কোটি বিরাজ ॥

কনক-কিঙ্কিণী কঙ্কণাঙ্গদ
কুণ্ডলাঞ্চিত অংস।
কেলি কোকিল- কণ্ঠী-কুণ্ঠক
কাকলী-কৃত-বংশ ॥

কেশরি-কটি কম্বু-কন্ধর
কঞ্জ-কেশর-দাম।
কলি-কাল-কালিয়- কবল-কম্পিত
দাস গোবিন্দ নাম ॥২৫।২৩৪০॥

সিন্ধুড়া।

ফুল্লেন্দীবর- কান্তি-মনোহর
মুখ-বর-শারদ-চান্দ।
কৃত-অবতংস প্রশংস সুমাধুরী
শিখণ্ডি-শিখণ্ড-সুছান্দ ॥

ভজ-মন পরমানন্দ।
নিজ নিজ অভিমত গো-গোপ-বৃত
অপরূপ নাম গোবিন্দ ॥ধ্রু॥

শ্রীবৎসাঙ্ক বক্ষ কৌস্তুভধর
পীতাম্বর পরিধান।
ত্রিভুবন-সুন্দর অদভুত-বেণু-কর
মনোহর-সুললিত-গান॥
গোপী-নয়নোৎ- পল-দল-পূজিত
বৃন্দাবন নব কাম।
ক্ষোভিত-মানস রাধামোহন
পূরল অভিমত কাম॥২৬॥২৩৪১॥

শ্রীরাগ।

সুর-পতি-ধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে॥
মালতী ঝুরি কি বলাকিনী উড়ে॥
ভালে কি ঝাঁপল বিধু আধ-খণ্ড।
করিবর-কর কিয়ে ও ভুজ-দণ্ড।
ও কি শ্যাম নট-রাজ।
জলদ কলপ-তরু তরুণী-সমাজ॥ধ্রু॥
কর-কিসলয় কিয়ে অরুণ-বিকাশ।
মুরলী-খুরলী কিয়ে চাতক-ভাষ॥
হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ।
হার কি তারক-দ্যোতিক ছন্দ॥
পদ-তলে থল-কমল কি ঘন-রাগ।
তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজ-রাজ বসন্ত॥২৭॥২৩৪২॥

তদেব প্রকারান্তরং বিরহোপযুক্তং যথা।

তত্রাদৌ ভাবিবিরহোচিতমাহ।

জয়জয়ন্তী।

জয় জয় নন্দ-নন্দন চন্দ।

অঙ্গ-দীপতি নিন্দি নীরদ

নীল-নীরজ-কন্দ।

পীত অম্বর কনক-ভূষণ

মকর-কুণ্ডল-ধারী।

বৃষ্ণি-দূষণ কংস-মারণ

করণ-মানস-কারী॥

বল্লবীকুল- হৃদয় আকুল-

করণ-উদ্যমবন্ত।

ততহিঁ কিঞ্চিত মসৃণ মানস

নিজহি মন্দির বসন্ত॥

চরণ-পঙ্কজ ভকত-মানস-

সরসী উদয়-কারী।

এ রাধামোহন- পাপ-বিমোচন

এ ভব-সাগর-তারী॥২৮॥২৩৪৩॥

অথ ভবদ্বিরহোচিতং যথা।

কর্ণাট রাগ।

মঞ্জু-মরকত- নিন্দি-সুন্দর

সুভগ-কলেবর শ্যাম।

ইন্দু-নিন্দিত যাক রূপহিঁ

ঐছে বদনক ছাঁদ।

জয় নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ।
বিরহ-আকুল গোপ গোকুল
ততহিঁ মানস-তৃষ্ণ ॥ধ্রু॥
গান্ধিনী-সুত- হৃদয়-নন্দন
স্যন্দন-কৃত-রোহ ॥
বল্লবীগণ বলবন্ত তাপহিঁ
হৃদয়-কৃত-বর-মোহ।
ভকত-চাতক- নীল-নীরদ
অধিক পূরণ আশ ॥
কহই পাতক- দুঃখিত-অন্তর
এ রাধামোহন দাস ॥২৯॥২৩৪৪॥
অথ ভূতবিরহোচিতং যথা।

মায়ূর।

কুবলয়-কন্দল- কুসুম-কলেবর
কালিম-কান্তি-কলোল।
কোমল কেলি- কদম্ব-করম্বিত
কুণ্ডল-কান্ত-কপোল ॥
জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ।
কালিয়-কেশি- কংস-করি-কর্ষণ
কেশব কুঞ্চিত-কেশ ॥ধ্রু॥
কুল-বনিতা-কুচ- কুঙ্কুমাঙ্কিত
কুসুমিত-কুন্তলবন্ত।
কালিন্দী-কমল- কিলিত-কর-কশলয়
কৌতুক-কন্দল-কন্দ ॥

কমলা-কেলি কলপ-তরু কামদ
কামিনী-কোটি-করীন্দ্র।
কৃপণ-কৃপা-কর কলি-কলুষং কষ
কহ কবি দাস গোবিন্দ ॥৩০॥২৩৪৫॥

তদেব ভাবোল্লাসোচিতং যথা।

গান্ধার।

জয় জয় সুন্দর শ্যাম।
জলধর-রুচির রুচিরানন শোহন
মোহন কত কোটি কাম ॥ধ্রু॥

পুণিমক-চাঁদ- কান্ত মুখ-মণ্ডল
কুণ্ডল শ্রবণ বিলাস।
ব্রজ-জন-ভাব বিভাবিত অন্তর
মন্থর মন্থর হাস ॥

কেলি-কলা-গুরু অন্তরে অন্তরু
গতি অতি বারণ-বার।
রাধা-রমণ রমণীগণ-মোহন
যোজন-প্রেম-বিথার ॥

রাধা-রাস- রসিক বর-শেখর
শেখর-জন-মন জান।
রাধা মোহন মোহন বন্ধূক-
নিন্দুক পদ-তল মান ॥৩১॥২৩৪৬॥

তদেব সমৃদ্ধিমান-সম্ভোগোচিতং যথা।

কামোদ।

কালিন্দী-সলিল- কান্তি-কলেবর

কৃত-কুসুমাবলি-বেশ।

কান্তি-করম্বিত করবীর-কুট্মল

কলিত-সুকুঞ্চিত-কেশ॥

জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ নব-কাম।

কামিনী-কাম- কলা-গুরু কৌশল-

কারণ-কারণ শ্যাম॥ ধ্রু॥

কর্ণ-করম্বিত কুণ্ডল-কিশলয়

কনক-কটকবর-ধারী।

কুসুমিত কানন কেলি-কলপতরু

কলিন্দী-কুঞ্জ-বিহারী॥

কুন্দন কেয়ূর করহিঁ করহিঁ ধর

কিঙ্কিণী কটি-তট-ধারী।

কৃপণ-কৃপানিধি কাম পূরণ কর

রাধামোহন বলিহারি॥৩২॥২৩৪৭॥

তদেব রসোদ্গারোচিতং যথা।

বিভাষ।

জয় জয় গোকুল-চন্দ।

পিরীতি-সুধাময় আনন্দ-কন্দ॥

রাধা-নখতর-হৃদয়ানন্দ।

ব্রজ-রমণীকুল-কুমুদিনী-কান্ত॥

নব-স্মর-সমর-সিন্ধু-সুখ-দাতা ॥
কেলি-কলা-রস-করণ-বিধাতা ।
মুরতি শিঙ্গার-বর-রূপ-নিধান ॥
রাধামোহন গুণ করু গান ॥৩৩॥২৩৪৮॥

তথা রাগ ।

ব্রজ-কুল-কুমুদ-সুধাকর নাগর ।
নাগর পিরীতি-মুরতিময় সাগর ॥
জয় জয় গোকুল-বল্লভ শ্যামর ।
ভাবিনী-ভাব-বিভাবিত-অন্তর ॥
কান্তি-করম্বিত জিত-নব-জলধর ।
চূড়হি চূড় শিখণ্ড-খণ্ড-বর ॥
ঢর ঢর লোচন নীর কমল-দল ।
কত কোটি অরুণ জিতল কর-পদ-তল ॥
কাঞ্চন-রুচি রুচি ধৃত-পীতাম্বর ॥
হৃদয়ে ধরল নখ-রেহ-সুধাকর ॥
তহিঁ মণি-রাজ রোম-রাজি-ভুজগবর ।
মোতি-মাল সহ নাভি-সরোবর ॥
ক্ষীণ কটি-তট কাঞ্চী-মনোহর ।
জনু জিতল কিয়ে রাম-কদলীবর ॥
চরণ-নখর-মণি-মুকুর-[illegible] ।
দাস অনন্ত-চিত্তে নিতি নিতি জাগর ॥৩৪॥২৩৪৯॥

তদেব অনুরাগোচিতং যথা।

কামোদ।

মুখ-মণ্ডল জিতি শরদ-সুধাকর
তনু-রুচি তরুণ তমাল।
চূড়া চারু- শিখণ্ডক-মণ্ডিত
মালতী-মধুকর-মাল॥
ধনি ধনি বনি নব নাগর কান।
রহই ত্রিভঙ্গ ভুবন-মনোহর
মধুর মুরলী করু গান॥
টলমল অলক তিলক ঝল ঝলকই
ভাঙকি ধনুয়া ধুনান।
কুলবতী-বরত- বিমোচন লোচন
বিশম-কুসুম শর-বাণ॥
বান্ধুলী-বন্ধু অধরে মধু মাখল
মধুর মধুর মৃদু হাস।
যছু আমোদ মদন মদ-মন্থর
ভণতহিঁ গোবিন্দদাস॥৩৫॥২৩৫০॥

বেলোয়ার।

বিকচ সরোজ- ভান মুখ-মণ্ডল
দিঠি-ভঙ্গিম নট খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু-মাধুরী হাস উগারই
পিই পিই আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর॥

বরণি না হোয় রূপ বরণ চিকণিয়া।
কিয়ে ঘন-পুঞ্জ কিয়ে কুবলয়-দল
কাজর কিয়ে ইন্দ্র-নীল-মণিয়া॥ ধ্রু॥
অঙ্গদ বলয়া হার মণি-কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিণী কলনা।
আভরণ বরণ কিরণ কিয়ে ঢর ঢর
কালিন্দী-জলে যৈছে চাঁদকি চলনা॥
কুঞ্চিত কেশ খচিত কুসুমাবলি
তছু পর শোভে শিখি-চাঁদ কি ছান্দে।
অনন্ত দাস পহু অপরূপ লাবণী
সকল যুবতী-মন পড়লহি ফাঁন্দে॥৩৬॥২৩৫৯॥

তথা রাগ।

সজনি অপরূপ গোকুল-চাঁদ।
অনুভবি পিরীতি- মূরতি কিয়ে সুধাময়
কামিনী-মন-শশ-ফাঁদ॥ ধ্রু॥
নব নব জলধর নিন্দি মনোহর
সুচিকণ বরন উজোর।
কাম-কামান জিনি ভাঙ ধুনায়তি
যছু শরে কামিনী ভোর॥
পীতাম্বর-ধর সুন্দর-বেণু-কর
মুনি-মনোমোহন নাট।
বর-কৌস্তুভ-ধর মাল্য-মনোহর
জনু নব মনমথ ঠাট॥

পদ-নখ-চন্দ্র অমল-সুধা ঝরু
থাবর জঙ্গম প্রাণ।
রাধামোহন পহু নব নব অনুখণ
সহজহি রূপ-নিধান ॥৩৭॥২৩৫২॥

জয়জয়ন্তী।

নন্দ-নন্দন নীকে নাগর
নবীন-ঘন-রস-মেহ।
নীল-উতপল- নবীন-নীরদ-
নিন্দি নিরুপম দেহ ॥
নিরখি সো রূপ ঠাম।
নলিনী-নায়ক- নন্দিনী তট
নটত জনু নব কাম ॥ধ্রু॥
নূতন-নীপ- নিকেত নিকটহি
নিয়ত করতহিঁ নাট।
নবীন নায়রী নগরে না রহ
নিয়ড়ে নিরন্তর হাট ॥
নয়ন-নাচনে নিজহিঁ নব রাগ
করায়ে যো নিতি নিত।
নিজক পদ-তলে নিত বান্ধউ
এ রাধামোহন-চিত ॥৩৮॥২৩৫৩॥

বেলোয়ার।

কি হেরিনু নাগর নবীন কিশোর।
শরদ-শশধর বয়ান মনোহর
রঙ্গিণী-নয়নহি লুবধ চকোর ॥

নীলেন্দীবর- সুন্দর লোচন

অঞ্জন অরুণ তরুণী-চিত-চোর ।

মাণিক অধর মনোহর বংশী

রসের তরঙ্গিম মোতি মোর ॥

অমিয়া-বচন শ্রবণ-অনুরঞ্জন

গঞ্জন নীরদ-ভাষ ।

এক অনুপম জগ-মনোমোহন

হাসি যেন বিজুরী প্রকাশ ॥

নাসা তিল-ফুল রঙ্গিম মুকুতা

মরকত কুণ্ডল গণ্ডহি লোল ।

চাঁচর কেশ- পাশ নব মালতী

তঁহি পর শিখি-চাঁদ উজোর ॥

কুঙ্কুম-বিরচিত তিলক-বিরাজিত

রাজিত জনু দ্বিজ-রাজকি রাজ ।

ও তনু-আভরণ তড়িদিব নব ঘন

উর পর বনি বন-মালা বিরাজ ॥

নীল লাবণী অবনী ভরল রূপ

নথ-মণি-দরপণি তিমির বিনাশে ।

রায়বসন্ত-মন সেবই অনুক্ষণ

ঐছন চরণ-কমল মধু-আশে ॥৩৯॥২৩৫৪॥

মঙ্গল ।

সজনি কি হেরনু নাগর কান ।

কানড়-কুসুম-তুল নীলমণি ঢল ঢল

বরণ চিকণ অনুপাম ॥

নবীন-নীর-ধর কিয়ে মরকত বর
কি মোহন-দরপণ-ভান।
লাখ লাখ যুবতি দিবস নিশি আরতি
হেরই নহ পরিমাণ॥
চরণ-কমল ছবি- লজ্জিত শশী রবি
নিরুপম ও মুখ-চাঁদ।
কনক-জড়িত মণি- কুণ্ডল শ্রুতি বনি
তিলক তরুণী-মন-ফাঁন্দ॥
কুসুম-রচিত কেশ মোহন চূড়ার বেশ
বানাইল কতেক সন্ধান।
রায় বসন্ত কহ ও রূপ পিরীতময়
নেহারণি মরম সন্ধান।৪০॥২৩৫৫॥

বেলোয়ার।

কি হেরিনু সুন্দর নাগর-রাজে।
রূপ গুণ লাবণী অসীম অনুপম
মনমথ বয়ান মলিন করু লাজে॥
কাঞ্চন-আভরণ মেঘে তড়িত যেন
পীত বসন মণি-কিঙ্কিণী সাজে।
রতন-হার হিয়ে শোভন কি কহব
চন্দন-তিলক ভালে অধিক বিরাজে॥
ও চূড়া চাঁচর কেশে মালতীর মাল সাজে
আন্ধারে উদয় যেন শশী ষোলকলা।
আর এক অপরূপ তাহে শিখি-চন্দ্রক
মধুকরী মধুকর সঙ্গে করে খেলা॥

ও মুখ-কমল-ছবি- লজ্জিত শশী রবি
চাঁদে কান্দে মণি-কুণ্ডল-ছন্দে।
চরণারবিন্দ নখ- চন্দ্রমা সুন্দর
রায়বসন্ত-চিত হেরই আনন্দে ॥৪১॥২৭৫৬॥

ভাটিয়ারি।

এ সখি মোহন রসময় অঙ্গ।
পীত-বসন তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ ॥
মণিময়-আভরণ-রাজিত অঙ্গ।
কনক-হার হিয়ে বিজুরী-তরঙ্গ ॥
মকর-কুণ্ডল শোভে ঝলমল মুখ।
দেখিয়া রমণী-মন পরশের সুখ ॥
অমল অমিয়া মুখ অধর সুরঙ্গ।
হাসির হিলোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ ॥
মুরলী-গভীর-ধ্বনি মদন-তরঙ্গ।
রমণী-রমণ চূড়া অলিকুল সঙ্গ ॥
চরণ-কমল মণি-নূপুর বিরাজে ॥
রায়বসন্ত-মন নখ-মণি মাঝে ॥৪২॥২৭৫৭॥

সুহই।

সই গো কি মোহন রূপ সুঠাম।
হেরইতে মাননী তেজই মান ॥ধ্রু॥
উজোর নীলমণি- মরকত-ছবি জিনি
দলিতাঞ্জন হেন ভাল।
জিনিয়া যমুনা-জল নিরমল ঢল ঢল
দরপণ জিনিয়া রসাল ॥

কিয়ে নব নীল- নলিনী কিয়ে উতপল
জলধর নহত সমান।
কমলিয়া কিশোর কুসুম অতি কোমল
কেবল রস নিরমাণ॥
অমল শশধর জিনি মুখ সুন্দর
সুরঙ্গ অধর পরকাশ।
ঈষত মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ
রায় বসন্ত পহু রঙ্গিণী-বিলাস॥৪৩॥২৩৫৮॥

ধানশী।

সই লো মনোহর নবীন ত্রিভঙ্গ।
ও রূপ হেরি প্রাণ কি জানি কেমন করে,
মূরছই কতহুঁ অনঙ্গ॥ ধ্রু॥
অগুরু-কর্পূর-ভার মৃগমদ কেশর
সৌরভে শোভিত অঙ্গ।
উরে বন-মাল মলয়-ঘন-চন্দন
আবৃতি অলিকুল সঙ্গ॥
রঙ্গিণী-মুখ নিশি কাজর আগোরলি
আরোপলি নয়ন-চকোর।
রায় বসন্ত পহু রসিক-শিরোমণি
বীচহি করত উজোর॥৪৪॥২৩৫৯॥

তথা রাগ।

সজনি কি হেরিনু ও মুখ-শোভা।
অতুল কমল সৌরভ শীতল
তরুণী-নয়ন-অলি-লোভা। ধ্রু॥

প্রফুল্লিত-ইন্দী-　　　　বর-সুন্দরবর
মুকুর-কান্তি মন-লোভা।
রূপ বরণিব কত　　　　ভাবিতে থকিত চিত
কিয়ে নিরমল-ছবি-শোভা॥
বরিহা বকুল-ফুল　　　　অলিকুল-আকুল
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ।
অধর বান্ধুলী-ফুল　　　　শ্রুতি-মণি-কুণ্ডল
প্রিয় অবতংস বনান॥
হাসি খানি তাহে ভায়　　অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে চায়
বিদগধ মোহন রায়।
মুরলীতে কিবা গায়　　শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুল শীল দিনু তায়॥
না দেখিলে প্রাণ কান্দে,দেখিলে না হিয়া বান্ধে
অনুক্ষণ মদন-তরঙ্গ॥
হেরইতে চাঁদ-মুখ　　　　মরমে পরম সুখ
সুন্দর শ্যামর-অঙ্গ॥
চরণে নূপুর মণি　　　　সুমধুর-ধ্বনি শুনি
রমণীক ধৈরজ ভঙ্গ।
ও রূপ-সাগরে রস-　　　　হিলোলে নয়ন মন
আটকিল রায় বসন্ত॥৪৫॥২৩৬০॥

ধানশী।

এ সখি এ সখি কর অবধান।
পুন কি অনঙ্গ ভেল নিরমাণ।

অলকা-আবৃত মুখ মুরলী-সুতান ॥
রমণী-মোহন চূড়া আনহি বন্ধান।
সুন্দর নাসিকা-পুট ভাঙ-কামান।
অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে কত বরিখয়ে বাণ ॥
অধর সুরঙ্গ ফুল বান্ধুলী সমান।
হাসিতে হরয়ে মন পরশে পরাণ ॥
তিলেকে হরয়ে কুল-কামিনী-মান।
রায় বসন্ত ইছে নিছিতে পরাণ ॥৪৬॥২৩৬১॥

তথা রাগ।

নবঘন-পুঞ্জ-পুঞ্জ জিতি সুন্দর
অনুপম শ্যামর-শোভা।
পীত বসন জনু বিজুরী বিরাজিত
তাহে কুলবতী-চাতক-মন-লোভা ॥
পেখলু সুন্দর নন্দ-কিশোর।
কালিন্দী-তীরে ধীরে চলি আওত
রাধা-রতি-রসে ভোর ॥
মণিময়-হার বিরাজিত উর পর
ভালে এক চন্দন-বিন্দু।
নীল গগনে জনু নখত বিরাজিত
তাহে উজোরল ইন্দু ॥
ভুজযুগ কাল- ভুজগ জনু দোলত
কর-তল ফণহুঁ পসারি।
রসবতী-পীন- পয়োধর দংশই
ধরমহুঁ-ভেক-আহারী ॥

পদ-পঙ্কজ পর মণিময়-নূপুর
চলত নাচন ঘন বাজে।
ধরণীক আশ ক্ষণহি ক্ষণ পূরণ
ঐছে মূরতি হিয়া মাঝে ॥৪৭॥২৩৬২॥

ইমন্।

মরকত-মণি নব-ঘন জিনি
নীল-উতপল-শোভা।
দলিত-অঞ্জন- অধিক চিক্কণ
রূপে ত্রিভুবন-লোভা ॥

শিরে মোহন চূড়া নবীন
মল্লিকা মালতী বেড়া।
ময়ূর-চন্দ্রক শোভে তছু পর
কুলবতী-কুল-চোরা ॥ধ্রু॥

কুটিল কুন্তল কিয়ে কাম-জাল
অলকা-উরগ পাশে।
শোভে সে বদন যেন উড়ুগণ
উদিত ভেল আকাশে ॥

ভালে চন্দন- চাঁদ কিয়ে
কামিনী-মোহন ফান্দে।
তিলক রুচির মাহ পঞ্চ-শর
যুবতী-বন্ধন ছান্দে ॥

যুগল নয়ান গঞ্জে মৃগ মীন
কটাক্ষ কাম-শায়ক ।
ভুরু-চাপে ধরি বিন্ধে বর-নারী
মদন-মোহন এক ॥
নাসায় মুকুতা দোলয়ে যেন
হিম-ফল তিল-ফুলে ।
অধর যুগল জিনি নব-দল
মণ্ডিত বন্ধুক-ফুলে ॥
দশন দাড়িম কুন্দ-কলি সম
বিকচ-কমল হাসি ।
কিয়ে নিশাপতি নিশাকর স্থিতি
ঢালিছে অমিয়া-রাশি ॥
গণ্ডে দোলয়ে কুণ্ডল হেরি
মুকুর আকুল ভেল ।
শ্রুতি-যুগোপরি কদম্ব-মঞ্জরী
যুবতী-ভরম গেল ॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুবলিত
করি-সুত-শুণ্ড জিনি ।
রচিত কাঞ্চন নানা মণিগণ
বলয় কঙ্কণ পাণি ॥
তাহে শোভয়ে বাঁশরী কিয়ে
যুবতী-ধরম-গ্রাসী ।
রাতা উতপল জিনি কর-তল
নখরে উদিত শশী ॥

উর পরিসর শ্রীবৎস সুন্দর
কৌস্তুভ কুসুম-হারা।
মুকুতা মাণিক কুন্দন কনক
জড়িত বহে ত্রিধারা॥

কিয়ে তরুণ তমালে যেন
স্থকিত বিজুরী খেলে।
মলয়জ-ঘন অঙ্গে বিলেপন
চাঁদ-জ্যোতি জনি-জলে॥

জিনি মৃগপতি ক্ষীণ কটি অতি
রোঁমাবলি কাম-দণ্ড।
নাভি-সরোবরে কাম-মীন চরে
ত্রিবলী তরঙ্গ-খণ্ড॥

শোভে পীত বসন নব
ঘনেতে তড়িত যেন।
কটিতে কিঙ্কিণী ঘণ্টিকার ধ্বনি
মোহিত যুবতী-মন॥

উরু রাম-রম্ভা মুনি-মনোলোভা
চরণে অরুণ সাজে।
নখর-মুকুর রতন নূপুর
রুণুর ঝুনুর বাজে॥

গতি জিতি মত্ত মাতঙ্গ।
হেরি মুরছিত ভেল অনঙ্গ॥

মনে অভিলাষ তুয়া পদে আশ
বঞ্চিত ভেল আনন্দে।
আনন্দচাঁদের চিত-মধুকর
পিয়তহি মকরন্দে ।৫৮॥২৩৬৩॥

তথা রাগ ।

কি মোহন নন্দ-কিশোর।
হেরইতে রূপ মদন-মন ভোর ॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার।
জলদ-পটল বরিখত রস-ধার ॥
মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়।
বমিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায় ॥
গলে গজ-মোতিম-মাল।
করিবর-কর কিয়ে বাহু বিশাল ॥
কুলবতী পরশন পাই।
অনুক্ষণ চঞ্চল থির নাহি তাই ॥
শুনিতে বচন-সুধা খানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সোঁই বাণী ।৫৯॥২৩৬৪॥

তথা রাগ ।

শ্যাম-রূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিণী ঝুরে অনুরাগে ॥
কিয়ে রূপ মনোহর রায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায় ॥
অই রূপে আছে কি মাধুরী।
মদন-মুগধী কত মরে ঝুরি ঝুরি ॥

তাহে আর ধরে নানা বেশ।
কি করিবে যুবতী মজিল সব দেশ॥
রূপে আছে ঔষধ মোহিনী।
পরাণে পরাণ সহ করে উমতিনী॥
তাহে হাসিময় কথা খানি।
অমিয়া বমিয়া বিধু পড়ল অবনী॥
জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি।
কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিক-মণি॥৫০॥২৩৬৫

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং ষড়্‌বিংশ-পল্লবঃ।

অথ শ্রীরাধিকায়াঃ রূপ-বর্ণনং যথা।
তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

ব্রহ্ম আত্ম ভগবান যারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গান
দেব দেবীর চরণ বন্দন।
যোগী যতি সদা ধ্যায় তবু যারে নাহি পায়
বন্দোঁ সেই শচীর নন্দন॥
নিজ-ভক্তি-আস্বাদন সর্ব্ব-ধর্ম্ম-স্থাপন
সাধু-ত্রাণ পাষণ্ড-দলন।
ইত্যাদি কার্য্যের তরে শচী-জগন্নাথ-ঘরে
নবদ্বীপে লভিলা জনম॥১॥২৩৬৬॥

প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ পুঞ্জ গঞ্জি গৌর-বর্ণ
গৌরাঙ্গসুন্দর রূপ-ধাম।
জিনি রক্ত পদ্ম-দল শ্রীপদযুগল-তল
দশাঙ্গুলি শোভে অনুপাম॥

শরদ-শশীর ঘটা নিন্দি দশ-নখ-ছটা
তুঙ্গ গুল্‌ফ জঙ্ঘা মনোহর ।
সুবর্ণ সম্পুটাকার জানু-যুগ্ম রূপাধার
রম্ভা-রুচি উরু চারু স্থূল ॥
প্রসন্ন নিতম্ব স্থল তাহে শুক্ল পট্টাম্বর
কাঁকলি কেশরী জিনি ক্ষীণ ।
অশ্বত্থ পত্রের হেন উদর বনিয়াছেন
বক্ষদেশ তুঙ্গ অতি পীন ॥
জানু-দেশ-বিলম্বিত হেমার্গল-সুবলিত
বাহু-যুগ্ম অঙ্গদ-ভূষিত ।
কর-তল সুরাতুল জিনিয়া জবার ফুল
মাধুরীতে ভুবন মোহিত ॥
দশ-নখ-চন্দ্র আগে শুক্লবর্ণ মূল-ভাগে
দশ অর্দ্ধচন্দ্রের আকার ।
সিংহ-গ্রীব তিন রেখা তাহাতে দিয়াছে দেখা
অধর বন্ধূক-পুষ্পাকারে ॥
সুবর্ণ-দর্পণ জিতি গণ্ডস্থল-যুগাকৃতি
মুক্তা-পাঁতি জিনি দন্তাবলি ।
নাসা তিল-পুষ্প জনু ভুরু-যুগ কাম-ধনু
সালক সুন্দরালীক-স্থলী ॥
অমল কমল-আঁখি তারা যেন ভৃঙ্গ-পাখী
অনুরাগে অরুণ সজল ।
কামের কামান-গুণ শ্রুতি-যুগ সুগঠন
তাহে শোভে মকর-কুণ্ডল ॥

স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম বক্র শ্যাম কুন্তল লাবণ্য-ধাম
নানা ফুল মঞ্জুল সাজনি।
বদন-কমলে হাস কোটি-কলানিধি-ভাস
কুন্দ-বৃন্দ করিয়ে নিছনি।
ভুবন-মোহন অঙ্গ তাহে নটবর-ভঙ্গ
নৃত্য-কৃত্য-ভৃত্য গান-কলা।
ভুবাহু তুলিয়া যবে ভাব-ভরে কিয়ে তবে
উঠে যেন অনন্ত চপলা॥
এই রূপ দেখে যেই ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেই
প্রবেশয়ে পরম আনন্দে।
প্রেমদাস জীব দেহ ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেহ
গুণ শুনি গৌর-পদ-দ্বন্দে॥২॥২৩৬৭॥

তথা রাগ।

একে সে কনয়া-কষিল তনু। শশী নিকলঙ্ক বদন জনু॥
তাহাতে লোটন চাঁচর কেশে। মাতায় রঙ্গিণী সুষমা-লেশে॥
কিবা অপরূপ গৌরাঙ্গ-শোভা। এ তিন-ভুবন-রঙ্গিণী-লোভা॥
অরুণ পাটের বসন ছাল। তরুণী-হৃদয়-রাগ উছাল॥
বাহু উঠাইয়া মোড়য়ে তনু। ছটায় বিজুরী ঝলকে জনু॥
পিছলে লোচন চাহিলে অঙ্গ। তনুতে তনুতে অনঙ্গ-রঙ্গ॥
কেশর-কুসুম-সুষম-দাম। যদু কহে সব ভাঙ্গল মান॥
৩॥২৩৬৮॥

তথা রাগ।

বিকচ কনয়া-কমল-কাঁতি। বদন পূর্ণিমা-চাদের ভাতি॥
দশন-নিকর শিখর-পাঁতি। অধর অরুণ বান্ধুলী অতি॥

মধুর মধুর গৌরাঙ্গ-শোভা। এ তিন-ভুবন-নয়ন-লোভা ॥
কি জানি কি রসে সতত মাতি। গমন মন্থর গজেন্দ্র-ভাতি ॥
অরুণ নয়নে ঝরয়ে লোর। অমিয়া বমে কি চকোর জোর॥
সোঙরি কান্দয়ে পূরব লেহ। যৈছন গরজে নবীন মেহ ॥
কোথা গদাধর বলিয়া ডাকে। যদু কহে পহু ঠেকিলা পাকে ॥

৪॥২৩৬৯॥

অথ শ্রীরাধিকায়া রূপং যথা।

শরদ-সুধাকর কিয়ে মুখ-শোভা।
কঙ্কুম-কাঞ্চন বিজুরী-গোরোচন-
চম্পক-হরণ বরণ মন-লোভা ॥
দেখ দেখ রাধা-রূপ অপারা।
মদন-মোহন বাহিতে অনুখণ
লাবণী প্রেম অমিয়া-রস-ধারা ॥
শিরোপর কুসুম-খচিত বর-বেণী।
লম্বিত হৃদি পর মোতি-মাল বর
সুমেরু ভেদিয়া জনু বহত ত্রিবেণী ॥
কনক-করভ-কর ভুজবর সাজে।
কেশরী ক্ষীণ কটী মণি-কিঙ্কিণী তটী
গঞ্জ গজরাজ মনোহর রাজে ॥
থল-কমল পদ-শোভা।
নখর-মুকুর মণি- মঞ্জীর রণরণি
মাধব-নয়ন-ভ্রমর চিত-ক্ষোভা ॥৫॥২৩৭০॥

অথ শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বাবয়ব-রূপ-বর্ণনং যথা।

ধানশী।

চামর-ডামরী শ্যামরী কবরী
নিবিড়-তিমির রাতি।
ফণি-মণিগণ ভূষণ ঐছন
উয়ল উড়ুক পাঁতি॥

কস্তুরী চন্দন ভ্রমরী মকরী-
পত্রক-চিত্রক লেখা।
ললাটে সিন্দুর অনঙ্গ মন্দির
সীমন্তে সিন্দূর-রেখা॥

কুন্তল-বালিকা মণিকা-কলিকা
অলকাবলিকা শোভে।
মদন মাদন মনহি উদিত
মদন-কদন-ক্ষোভে॥

রতন-রচন বেণী সুশোভন
কুসুম ঠামহি ঠাম।
জনু পসারল অতনু মাতল
করি-কর অনুপাম॥

চন্দন-বিন্দু পূর্ণিম-ইন্দু
সিন্দূর-মিহির পাশে।
অলকা ভুখিল রাহু বিয়াকুল
ধরত ফিরত আশে॥

ভাঙক ঠাম দেখত কাম
ধনুয়া-মান ছোড়।
হেরত বরজ- মকর-কেতন
চেতন-রতন চোর॥
অঞ্জন-রঞ্জন নয়ন-খঞ্জন
চাহনি মোহনি ভঙ্গ।
নিমিখে নিমিখে হরিখে হরিখে
মরণ রভস ভঙ্গ॥
শ্রুতি-অলঙ্কৃতি চক্র-আকৃতি
শোভিত চারু শলাক।
তহিঁ মনোভব কোটি পরাভব
ভুলল ভ্রমর লাখ॥
দেখত দেখত বেকত করত
তরুণ তপন দণ্ড।
লোল কুণ্ডল দীপতি-মণ্ডল
উয়ল যুগল গণ্ড॥
নাসিক ওর মোতিম কোর
ভোর জগত-রীঝ।
যৈছন কীর- চঞ্চু গীর
পড়ত দাড়িম-বীজ॥
বিম্ব-অধর অতি সুমধুর
ঈষত-হসিত-ছন্দ।
হেরত বরজ- যুবতী উমতী
ধরতি পড়তি ধন্দ॥

থকিত চকিত সরস অলস
বচন-রচন আধা।
আনন্দ-হিল্লোলে ভুবন মগন
ধরণী ভরয়ে সুধা॥
খপূর কপূর সহিত লোহিত
দশন-বসন সাজ।
প্রবাল-আবলি বেড়ল বান্ধুলী
অরুণক কত মাঝ॥
উজোর বিজুরী থির হীর সারি
দমন দশন-বৃন্দ।
সিন্দূরে মণ্ডিত মোতিম খণ্ডিত
কুন্দ-কোরক নিন্দ॥
চিবুক-কুহরে হরল নাগর-
মানস-হরিণী হেরি।
কস্তুরীর বিন্দু কাল জাল দেল
মদন মৃগী উঘরি॥
কোটি-সুধাকর মুখ মনোহর
লাবণী অবনী ভোর।
চন্দন-চিত্রক ছলে কি লাগল
নাহক চিত-চকোর॥
কম্বু-গ্রীব বন্ধুজীব
অম্বুজ-নীলক মাল।
আমোদ-লুবধ ধাবই ক্ষুবধ
গাবই ভ্রমর-জাল॥

বিদ্রুম মৌক্তিক হেম হীরক
ত্রিবলী হংস হার।
দয়িত যুবতী লিখন রতন-
রচিত পদক সার॥
অগুরু-রচিত বাহুযুগ-চিত
অঙ্গদ কঙ্কণ সাজে।
নীলমণি-বলি- বলয় উরমা
করযুগে সুবিরাজে॥
আধ আধ করি কি বিধি মেটল
অরুণ চান্দকি বাদ।
নখ করতল মাঝহি কমল
অতয়ে ফুটল আধ॥
উচ কঠোর কুচক জোর
রুচির চোর সিত।
শাতকুম্ভ- রচিত কুম্ভ
রুচি আরম্ভ রীত॥
তঁহি পুরাতন জগত অতুল
নবীন যৌবন-নিধি।
মদন-মোহন- মোহন-কারণ
কামে কি দেয়ল বিধি॥
গন্ধ-চরচিত অঙ্গে বিরাজিত
চন্দন-কুঙ্কুম-চিত।
বিহি চিতাওল পূজক মদন
সদন দৈবক ভীত॥

কুঞ্জক মেচক বরজ বিরাজ
ধৈরজ ধরম লুট।
তরুণ তপন- মথন রণন
কিরণ দামিনী ছুট॥
জলদ-জড়িত যৈছন তড়িত
শীলিত-নীলিম-শাটী।
মন্থর চলিত মধুর সিঞ্চিত
চঞ্চল অঞ্চল ধটী॥
নাভি-সুশীতল- সরসী অতুল
পিয়-হিয়-ঝস থাপি।
হেরি কুচ-গিরি উত্তরি পৈঠত
তহিঁ লোমাবলী সাপী॥
কেশরি-রাজ ক্ষীণহি মাঝ
তিন ত্রিবলী লেখা।
একে একে তিন ভুবন হারিয়া
দেয়ল এ তিন রেখা॥
কবহুঁ গোপত কবহুঁ বেকত
নাহু-চিত-রীত-চোর।
হেরি শশি-মুখী নীবি ছলে তথি
বান্ধল পাটক ডোর॥
সঘন জঘন চক্র-বিখণ্ডন
সরস রসনা সাজ।
তাহে কি মদন জিতল ভুবন
বিজয়ী ডিণ্ডিম গাজ॥

উরুযুগ দলে কনক-কদলী
করভ-করক ছন্দ ।
রমণ-মোহন বিরহ-জলধি-
তরণের সেতু-বন্ধ ॥
জানু-সম্পুট গোপী-লম্পট-
জীবন-সম্পদ-চোর ।
হাটক-গঠিত কনক-রচিত
চটক-পটিম মোর ॥
রতন-রচিত মঞ্জুল-মঞ্জীর-
রঞ্জিত চরণ-কঞ্জ ।
মন্থর-চলিত মধুরি সিঞ্চিত
হংস বারণ গঞ্জ ॥
উছলি চরণ ও রবি-কিরণ
বিগহি বিগহি ভাস ।
নখ-বিধুযুত পদ-তল-গত
তিমির করত নাশ ॥
নখর-নিকর নীকে পসারল
কত নিশাকর-হাট ।
পুন পুন ছবি দেখি যাউ রবি
তমক হৃদয় ফাট ॥
প্রপদ সহিত জগত মোহিত
বেকত অলপ রাগ ।
অধর-বরণ লাজত অরুণ
লাগল কি পদ আগ ॥

জিতল সুথল- কমল বিমল
চরণ-তলকি কাঁতি ।
ধূলী-ভিন্ন পদ- চিহ্নক আমোদ
ভুলল ভ্রমর-পাঁতি ॥
মৃদুল অঙ্গুলী সরস পরশ
উরবী দরবি জাত ।
হেরি বলরাম পূরল মন-কাম
ধরণী ধরয়ে মাথ ॥ ৬ ॥ ২৩৭১ ॥

সিন্ধুড়া ।

শরদ-সুধাকর- মণ্ডল-মণ্ডন
খণ্ডন বদন-বিকাশ ।
অধরে মিলাওত শ্যাম-মনোহর-
চিত চোরায়লি হাস ॥
আজু বনি শ্যাম বিনোদিনী রাই ।
তনু তনু অতনু- যূথ-শত-সেবিত
লাবণী বরণি না যাই ॥ ধ্রু ॥
কবরী-বকুল-ফুল আকুল অলিকুল
মধু পিবি পিবি উতরোল ।
সকল অলঙ্কৃত কনক ঝঙ্কৃত
কিঙ্কিণী রণরণি বোল ॥
পদ-পঙ্কজ পরি মণিময় নূপুর
রণঝন খঞ্জন-ভাষ ।
মদন-মুকুর জনু নখ-মণি-দরপণ
নিছনি গোবিন্দদাস ॥ ৭ ॥ ২৩৭২ ॥

শ্রীরাগ ।

মূরতি শিঙ্গারিণী রাস-বিহারিণী
মণিময়-ভূষণ-ভূষিত-অঙ্গী ।
মধুরিম-হাসিনী রসময়-ভাষিণী
দশন-কিরণ-মণি-মোতিম-রঙ্গী ।।

জয় জয় বৃষভানু-কিশোরী ।
গোরোচন-রুচি-রোচন-ধারী । ধ্রু ।।

চকিত খঞ্জন গতি জিতি লোচন
মনমথ-মনমথ-ভাতি ।
নাচত ভঙ্গিনী ভাঙ-ভুজঙ্গিনী
কালিয়-দমন মদে মাতি ।।

শ্যাম-মনোহর মনমথ-কুঞ্জর
কুচ-কনকাচল বিহরত দেখি ।
নীল নিচোলে ঝাঁপি তাহা বান্ধল
গোবিন্দদাস মুকতি নাহি পেখি ।।৮। ২৩৭৩।

তথা রাগ ।

নিরুপম কাঞ্চন- রুচির কলেবর
লাবণী বরণি নাহি হোই ।
নিরমল বদন হাস-রস-পরিমলে
মলিন সুধাকর অম্বরে রোই ।।
আজু বনি নব নব রঙ্গিণী রাই ।
সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই ।। ধ্রু ।।

লোল অলকা তিলকাবলি রঞ্জিত
সীঁথহি কাঞ্চন-কমল উজোর।
লোচন-মধুকরী চলত ফিরি ফিরি
শ্রুতি-কুবলয়-পরিমলে কিয়ে ভোর॥

শ্যামর-চিত- চোর কুচ-কোরক
নীল নিচোল-কোরে করু বাস।
যাবক-রঞ্জিত অরুণ-চরণ-তলে
জিউ নিরমঞ্ছব গোবিন্দদাস॥৯॥২৩৭৪॥

মালশ্রী।

জয়তি জয় বৃষ- ভানু-নন্দিনী
শ্যাম-মোহিনি রাধিকে।
কনয়া-শতবান- কান্তি-কলেবর-
কিরণ-জিত-কমলাধিকে॥

সহজেই ভঙ্গী বিজুরী কত জিনি
কাম কত শত মোহিতে।
জিনিয়া ফণী বনি বেণী লম্বিত
কবরী-মালতী-সহিতে॥

খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন-অঞ্জন
বদন কত ইন্দু নিন্দিতে।
মন্দ আধ হাসি কুন্দ পরকাশি
বিজুরী কত শত ঝলকিতে॥

রতন-মন্দির মাঝে সুন্দরী
বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া।
দাস গোবিন্দ প্রেম-সাগরে
সোই চরণ সমাধিয়া ॥ ১০ ॥ ২৩৭৫ ॥

গৌরী।

চন্দ্র-বদনী ধনী মৃগ-নয়নী।
রূপে গুণে অনুপমা রমণী-মণি ॥
মধুর-হাসিনী কমল-বিকাশিনী
মোতিম-হারিণী কম্বু-কণ্ঠিনী।
থির-সৌদামিনী গলিত-কাঞ্চন জিনি
তনু-রুচি-ধারিণী পিক-বচনী ॥
উরোজ-লম্বি-বেণী মেরু পর যেন ফণী
আভরণ বহু মণি গজ-গামিনী।
বীণা-পরিবাদিনী চরণে নূপুর-ধ্বনি
রতি-রসে পুলকিত জগ-মোহিনী ॥
সিংহ জিনিয়া মাঝ ক্ষীণী, তাহে মণি-কিঙ্কিণী
কাঁপি উছলি তনু পদ অবনী।
বৃষভানু-নন্দিনী জগ-জন-বন্দিনী
দাস রঘুনাথ পহুঁ মনোহারিণী ॥ ১১ ॥ ২৩৭৬ ॥

তুড়ী।

ধনি কানড়া-ছান্দে বান্ধে কবরী।
নব-মালতী-মাল তাহে উপরি ॥
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী।
খেণে উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী ॥

ধনি সিন্দুর-বিন্দু ললাট বনি।
অলকা ঝলকে তহিঁ নীলমণি ॥
তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙ-পাতা।
ভুরু-ভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গ-লতা।
নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা ॥
তাহে কাজর শোভিত নীল-ছটা।
তিল-পুষ্প সমান নাসা ললিতা ॥
কনকাতি ভাতি ঝলকে মুকুতা।
ধনি সুন্দর শারদ-ইন্দু-মুখী।
মধুরাধর-পল্লব বিম্ব লখি ॥
গলে মোতিম-হার সুরঙ্গ মালা।
কুচ-কাঞ্চন-শ্রীফল তাহে খেলা ॥
নব-যৌবন-ভার-ভরে গুরুয়া।
তঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া ॥
ক্ষীণ উদর পাশে শোভে ত্রিবলী।
কটি কিঙ্কিণী জানু হেম-কদলী ॥
পদ-পঙ্কজ পাশে শোভে আলতা।
মণি-মঞ্জীর তোড়ল মল্ল পাতা ॥
নখ-চন্দ্র-ছটা ঝলকে অনুপাম।
হেরি গোবিন্দদাস তঁহি পরণাম ॥১২॥২৩৭৭॥

তথা রাগ।

ধনী কনক-কেশর-কাঁতি। বনি বদন-বিধুক ভাতি ॥
জিনি নীল-নলিন বাস। কিয়ে অমিয়া-মধুর ভাষ ॥
তাহে চিকুর-কবরী-ভার। হিয়ে লম্বিত মণি-হার ॥

কুচ কনক-দাড়িম শোহে। মন-মোহন-মন মোহে ॥
ভুজ হেম-মৃণাল জিনি। তাহে নীল বলয়া মণি ॥
নখ শারদ-পূর্ণিমা-চাঁদ। তনু হেরি অরুণ কান্দ ॥
কটি কেশরী জিনি ক্ষীণ। তিন রেখা ত্রিবেণী ভিন ॥
স্থল-পঙ্কজ পদ-তল। মণি-মঞ্জীর ঝলমল ॥
হেরি তাহে অনন্ত দাস। কর সেবন অভিলাষ ॥

॥১৩॥২৩৭৮॥

সুহই।

কষিল কনয়া কমল কিয়ে। থির বিজুরী নিছনি দিয়ে ॥
কিয়ে সে কনক-চম্পক ফুল। রাই-বরণে জলদ তুল ॥
তাহি কিরণ ঝলকে ছটা। বদনে শরদ-বিধুর ঘটা।
চাঁচর চিকুর সিঁথায়ে মণি ॥ দশন কুন্দ-কলিকা জিনি।
অরুণ অধর বচন মধু। অমিয়া উগারে বিমল বিধু ॥
চিবুকে শোভয়ে কস্তুরী-বিন্দু। কনক-কমলে বালক ভৃঙ্গ ॥
গলায়ে মুকুতা দোসুতি ঝুরি। সুরধুনী বেড়ি কনক-গিরি ॥
শঙ্খ ঝলমলি দুবাহু দোলা। কিয়ে সরু সরু শশীর কলা ॥
কর কোকনদ নখর মণি। অঙ্গুলে মুদরি মুকুতা জিনি ॥
ক্ষীণ মাঝ খানি ভাঙ্গিয়া পড়ে। বাঙ্কল কিঙ্কিণী নিতম্ব-ভরে ॥
রাম-রম্ভা উরু চরণ-শোভা। মদন-মোহন-মানস-লোভা ॥
নখর-মুকুর অঙ্গুলাবলি। জনু সারি সারি চম্পক-কলি ॥
নীল উড়নী ঢাকিল তনু।* সব বিধু রাহু ঝাঁপিল জনু ॥
অলপে অলপে তেয়াগে তায়। যদুনাথ চিতে ঐছন ভায় ॥

১৪ ॥ ॥২৩৭৯ ॥

তথা রাগ।

দেখ দেখ রাধা-রূপ অপার।
অপরূপ কো বিহি আনি মিলাওল
ক্ষিতি-তলে লাবণী-সার ॥
অঙ্গুলি অঙ্গ অনঙ্গ মূরছায়ত
হেরই পড়য়ে অথির।
মনমথ-কোটি মথন করু যো জন
সো হেরি মহিমা গির ।।
কত কত লখিমী চরণ-তলে নিছয়ে
কত স্থর-রঙ্গিণী হেরি বিভোর।
করু অভিলাষ মনহি পদ-পঙ্কজ-
সেবনে অহনিশি কোরে আগোর ॥১৫॥২৩৮০॥

তুড়ী।

নাগরী নাগরী নাগরী।
কত প্রেমের আগরী সাগরী ॥
কনক-কেতকী-চম্পা-তড়িত-বরণী।
ইন্দীবর-নীলমণি-জলদ-বসনী ॥
মৃগজ-পঙ্কজ-মীন-খঞ্জন-নয়নী।
কাম ধনু ভ্রমর-পংক্তি ভুরু ভুজঙ্গিণী ॥
নাসা তিল-ফুল খগ চম্পা-কলি জিতা।
জামি জল বহন্তি বেণী ঝাঁপি ঝলকিতা ॥
ভালে সে সিন্দুর-বিন্দু শোভে কেশ-শোভা।
জিনি ইন্দীবর বাহু তমালের আভা ॥

ভালে বিরাজিত উরে মোতিম হারা।
হংস বক-শ্রেণী গঙ্গা-জল দুগ্ধ-ধারা॥
কহ সানবেগ হীন জগত-পামরা।
রসের কলিকা রাই কানু সে ভ্রমরা॥১৬॥২৩৮১॥

মায়ূর।

নব-গোরোচন জিনিয়া বরণ
তপত-কাঞ্চন-গোরী।
ইন্দীবর-বর- প্রবর-অম্বর-
শোভিত নব কিশোরী॥

সিঁথে রচিত মণি শ্যাম বেণী
ব্যালাঙ্গনা-ফণা জিনি।
উপমার ঘটা প্রহারিয়া ছটা
ও চাঁদ-বদন খানি॥

নবেন্দু-নিন্দিত ভাল সুদীপত
কস্তুরী-তিলক শোভা।
ভুরু সুবলনী কাম-ধনু জিনি
অলকা-অঞ্চল প্রভা॥

আঁখি-যুগ চারু চকোরী সঘন
কাজর তহিঁ উজোরি।
তিল-ফুল জিত নাসাগ্র শোভিত
মুকুতা-উজোর-কারী॥

অধর বান্ধুলী জিনি কুন্দ-কলি
মুকুতা দশন-পাঁতি।
রতনে জড়িম কর্ণিকার হেম
শোভিত যুগল শ্রুতি॥
কিবা চিবুক উপরি তহিঁ
শোভয়ে বিন্দু কস্তুরী।
সোণার কমল চুম্বয়ে চঞ্চল
যৈছন শ্যাম-ভ্রমরী॥
গ্রীবায় উজোর রত্ন মণি-হার
কম্বু-কণ্ঠ-মনোহরা।
ভুজ-যুগ-শোভা চিত-মন-লোভা
কনক-মৃণাল পারা॥
কঙ্কণ বলয়া বনি নীলমণি
চূড়িতে খচিত মণি।
যুগ করতল অরুণ-কমল
দশ-নখ চাঁদ জিনি॥
বরাঙ্গুলি পরি রতন-অঙ্গুরী
উরে হার মনোরমা।
কুচ-যুগ পরি বিচিত্র কাঁচুলী
সুবলিত অনুপামা॥
তহিঁ মুকুতা- হার হৃদি
মাঝে অতি উজিয়ারা।
কিয়ে মনোহর সুমেরু-শিখর
বেড়ি সুরধুনী-ধারা॥

নাভির উপর রোমাবলী বর
চঞ্চল ভুজগী হেন ।
ক্ষীণ-মধ্য-ভঙ্গ- ভয়েতে বান্ধল
ত্রিবলী-লতায় যেন ॥

মণি-রসনা বটে অতি চারু
সুন্দর নিতম্ব-তটে ।
রাম-রম্ভা জিতি উরু স্তম্ভাকৃতি
শোভয়ে তার নিকটে ॥

জানু সুগঠন বিচিত্র বসন
সুরঙ্গ ঘাগরী সাজে ।
শরদ-কমল- দল পদ-তল
রতন-মঞ্জীর বাজে ॥

পাদাঙ্গুলী- নখরে কোটি
পূর্ণিমা-ইন্দু উজোরে ॥
রাজ-হংসবর গমন মন্থর
জিনি মত্ত করি-বরে ॥

শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে অলি মধু-লোভে
উনমত কত ধায় ।
চরণ-নিয়ড়ে উড়ি উড়ি পড়ে
গুণ গুণ স্বরে গায় ॥

অরুণ কমল- ভ্রমে মধু পিয়ে
বাঞ্ছই মনোরমে।
এ উদ্ধবদাস করতহি আশ
সেবা অনুগত-ক্রমে ॥ ১৭ ॥ ২৩৮২ ॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং সপ্তবিংশ-পল্লবঃ।

অথ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসাদীনাং প্রশংসা।

তথাহি—

বিদ্যাপতিশ্চণ্ডীদাসোজয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
লীলা-শুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দনঃ ॥
শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রোঽন্যঃ সিদ্ধঃ কৃষ্ণঃ কবীনকঃ।
পৃথিব্যাং ধন্যধন্যাস্তে বর্ণ্যন্তে সিদ্ধ-রূপিণঃ ॥
এতান্ বিজ্ঞবরান্ বন্দে সপ্তবারিধিতুল্যকান্।
যেষাং সংস্মৃতিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥১। ২৩৮৩॥

সারঙ্গ।

কবি-পতি বিদ্যাপতি মতি মানে।
যাক গীতে জগ- চিত চোরায়ল
গোবিন্দ-গৌরী-সরস-রস-গানে ॥
ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী।
তাকর সার- সার পদ সঞ্চই
বান্ধল গীত কতহুঁ পরিমাণি ॥
যো সুখ-সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া।
সো সুখ সার- সরবস রসিকই
কণ্ঠহিঁ কণ্ঠ পরায়ল বনিয়া ॥

আনন্দে নারদ না ধরয়ে থেহা।
সো আনন্দ-রস জগ ভরি বরিখল
সুখময় বিদ্যাপতি-রস-মেহা॥

যত যত রস-পদ করলহি বন্ধে।
কোটিহি কোটি শ্রবন পর পাইয়ে
শুনইতে আনন্দে লাগল ধন্দে॥

সো রস শুনি নাগর বর-নারী।
কিয়ে কিয়ে করি চিত চমকয়ে
ঐছন রস-ময় চম্পূ বিথারি॥

গোবিন্দদাস মতি-মন্দে।
এত সুখ-সম্পদ রহইতে আন মন
যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥ ২।২৩৮৪॥

তথা রাগ।

জয় জয় শ্রীজয়- দেব দয়ামায়
পদ্মাবতী-রতি-কান্ত।
রাধামাধব- প্রেম-ভকতি-রস
উজ্জল-মূরতি নিতান্ত॥

শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ সুধাময়
বিরচিত মনোহর ছন্দে।
রাধাগোবিন্দ- নিগূঢ়-লীলা-গুণ-
পদ্মাবলী-পদ-বন্ধে॥

কেন্দুবিল্ব বর ধাম মনোহর
অনুক্ষণ করয়ে বিলাস।
রসিক-ভকতগণ যো সরবস-ধন
অহর্নিশি রহু তছু পাশ॥

যুগল-বিলাস-গুণ কর আস্বাদন
অবিরত ভাবে বিভোর॥
দাস রঘুনাথ ইহ তছু গুণ বর্ণন
কিয়ে করব নব ওর॥৩॥২৩৮৫॥

তথা রাগ।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি দুহুঁ জন পিরীতি
প্রেম-মূরতিময় কাঁতি।
যে করিল দুই জন লীলা-গুণ-বর্ণন
নিতি নিতি নব নব ভাতি॥

দুহুঁ গুণ শুনি চিত দুহুঁ উতকণ্ঠিত
দুহুঁ দোহাঁ দরশন লাগি।
দোহাঁর রসিক-পণ শুনি শুনি দুহুঁ জন
দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি॥

নিজ নিজ গীত লেখি বহু ভেজল
তাহে অতি আরতি ভেল।
রাধাকানুক প্রেম-রস-কৌতুক
তাহে মগন ভৈ গেল॥

নিজ নিজ সহচর রসিক-ভকত-বর
তা সঞে করত বিচার।
তাহে নিতি নবীন পরম সুখ পাওত
আনন্দ প্রেম অপার॥

রূপনারায়ণ বিজয়নারায়ণ
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মিলন ভাবি দুহুঁক করু বর্ণন
তছু পদ-কমল-ভৃঙ্গ॥৪॥২৩৮৬॥

অথ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসয়োর্মিলনং যথা।

তথা রাগ।

চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতি-গুণ
দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব চণ্ডীদাস-গুণ
দরশনে ভেল অনুরাগ॥

দুহুঁ উতকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপ- নারায়ণ কেবল
বিদ্যাপতি চলি গেল॥

চণ্ডীদাস তব রহই না পারই
চললহিঁ দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁ জন দুহুঁ গুণ গায়ত
দুহুঁ হিয়ে দুহুঁ রহু জাগি॥

দৈবহি দুহুঁ দোঁহা দরশন পাওল
লখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা নাম- শ্রবণে তহিঁ জানল
রূপ নারায়ণ গোই ॥৫॥২৩৮৭॥

তথা রাগ।

সময় বসন্ত যাম দিন-মাঝহি
বটতলে সুরধুনী-তীর।
চণ্ডীদাস কবি- রঞ্জনে মিলল
পুলক কলেবর গীর ॥
দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপ- নারায়ণ কেবল
দুহুঁক অবশ-প্রতিকার ॥ধ্রু॥
ধৈরজ ধরি দুহুঁ নিভৃতে আলাপই
পুছত মধুর-রস কি।
রসিক হইতে কিয়ে রস উপজায়ত
রস হইতে রসিক কহি ॥
রসিকা হইতে রসিক কিয়ে হোয়ত
রসিক হইতে রসিকা।
রতি হইতে প্রেম প্রেম হইতে রতি
কিয়ে কাহে মানব অধিকা ॥
পুছত চণ্ডী- দাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপনারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ
লছিমা-পদ করি ধ্যান ॥৬॥২৩৮৮॥

তথা রাগ।

রসের কারণ রসিকা রসিক
কায়াটি ঘটনে রস।
রসিক-কারণ রসিকা হোয়ত
যাহাতে প্রেম-বিলাস॥

স্থূলত পুরুষ কাম সূক্ষ্ম-গতি
স্থূলত প্রকৃতি রতি।
দুহুঁক ঘটনে যে রস হোয়ত
এবে তাহা নাহি গতি॥

দুহুঁক যোটন বিনহি কখন
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে যে কিছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি॥

পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি-সুখ-কালে অধিক সুখহি
তা নাকি পুরুষে পায়ে।

দুহুঁক নয়নে নিকসয়ে বাণ
বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ নাহিক কখন
তবে কৈছে নিকসয়॥

কাম দাবানল রতি যে শীতল
সলিল প্রণয়-পাত্র।
কুল কাট খড় প্রেম যে আধেয়
পচনে পিরীতি মাত্র॥
পচনে পচনে লোভ উপজিয়া
যব ভেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে বিলাসে উপরে
তাহাকে রস যে কয়॥
ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥৭॥২৩৮৯॥

তথা রাগ।

শৃঙ্গার-রস বুঝিবে কে।
সব রস-সার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গার-রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া শৃঙ্গার যজে॥
সকল রসের শৃঙ্গার সারা।
রসিক-ভকত শৃঙ্গারে মরা॥
কিশোর কিশোরী দুইটি জন।
শৃঙ্গার-রসের মুরতি হন॥
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়।
বিরিঞ্চি ভবাদি লীলা না পায়॥

কিশোর কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সেই সদাই যজে॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ ॥৮॥২৩৯০॥

তথা রাগ।

রসিক নাগরী রসের মরা। রসিক ভ্রমর প্রেম-পিয়ারা॥
অবলা-মুরতি রসের বান। রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ॥
রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে। দরশ বাঢ়াইয়া পরশ মাগে॥
দরশে পরশে রস-প্রকাশ। চণ্ডীদাসে কহে রস-বিলাস॥
৯॥২৩৯১॥

তথা রাগ।

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন সপ্ত আখর তাহার চিন॥
দুইটি আখরে সদা পিরীতি। তিনটি পরশে উপজে রতি॥
নির্জ্জন-কাননে আছয়ে ঘর। দুইটি আখর পাচের পর॥
কনক-আসন আছয়ে তাতে। মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে॥
কর্পূর চন্দন শীতল জলে। যেমন আনন্দ লেপন-কালে॥
তাপিত-জনে সে আনন্দ পায়। শীত-ভীত জন ভয়ে পলায়॥
পঞ্চরস আদি একত্র মিলি। যে যার স্বভাব আনন্দ-কেলি॥
অষ্টম আখর একত্র যবে। কনক-আসন জানিবে তবে॥
পঞ্চরস অনুবাদ সে হয়। আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥
॥১০॥২৩৯২॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং অষ্টাবিংশ-পল্লবঃ।

অথাষ্ট-কালীয়-নিত্য-লীলা।

তত্রাদৌ রসালসঃ।

তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা :

বিভাষ।

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন-মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্কে শেজ অতি মনোহরে॥
আলসে অবশ-তনু গোরা নটরায়।
কি কহিব অঙ্গ-শোভা কহনে না যায়॥
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কত রস দিয়া বিধি কৈলা নিরমাণে॥
অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বিলাসে।
বাসুদেব ঘোষ দেখে মনের হরিষে॥১॥২৩৯৩॥

ললিতা।

রজনীক শেষে জাগি শচী-নন্দন
শুনইতে অলি-পিক-রাব।
সহজহি নিজ-ভাবে গর গর অন্তর
তহিঁ উহ দ্বিতীয় বিভাব॥
বেকত গৌর-অনুভাব।
পূরব-রজনী-শেষে জাগি দুহুঁ যৈছন
উপজল তৈছন ভাব॥ধ্রু॥
নয়নে অমল জল অমিয়-বচন খল
পুলকে ভরল সব অঙ্গ।
হরিষ বিষাদ শঙ্কাদি পুন উয়ত
কো কহ ভাব-তরঙ্গ॥

ঐছন অনুদিন বিহরে নদীয়া-পুরে
পূরব ভাব পরকাশ।
সো অনুভব কব মঝু মনে হোয়ব
কহ রাধামোহন দাস ॥২॥২৩৯৪॥

ললিতা ভৈরবী।

শ্যাম সুনাগর মনমথ-কুঞ্জর
তাড়ন রস-উনমাদে।
ছুনীক পুতলী জনু গোরী সুনাগরী
মুরছলি অতি অবসাদে ॥

হরি হরি কৈছনে চলব ধনী গেহা।
নিধুবন-সমর- পরাভব-কাতর
শুতলি দুবরি-দেহা ॥ধ্রু॥

ঘন ঘন চুম্বন দৃঢ় পরিরম্ভণ
জর জরি পড়ি রহু শয়নে।
অম্বর কেশ সম্বরি নাহি পারই
ছরমহি মুদল নয়নে ॥

নিরদয় নাহ তবহিঁ নাহি ছোড়ই
বান্ধল তনু ভুজ-পাশে।
ক্ষীণ তনু বারি ডারি হিয়ে ঘুমল
কি করব বলরাম দাসে ॥৩॥২৩৯৫॥

বিভাষ।

মিটল চন্দন আভরণ টুটল
ছুটল কুন্তল-বন্ধ।
অম্বর খলিত গলিত কুসুমাবলি
ধূসর দুহুঁ মুখ-চন্দ॥

হরি হরি অব দুহুঁ শ্যামর গোরী।
দুহুঁক পরশ- রভসে দুহুঁ মূরছিত
শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি॥ ধ্রু॥

রাইক বাম জঘন পর নাগর
ডাহিন চরণ আপি।
নওল কিশোরী আগোরি কোরে পহু
ঘুমল মুখে মুখ ঝাঁপি॥

কিয়ে মদন-শর- ভীতহি সুন্দরী
পৈঠলি পিয়-হিয় মাহ।
কব বলরাম নয়ন ভরি হেরব
করব অমিয়া-অবগাহ॥ ২৩৯৬॥

তথা রাগ।

নিশি-অবশেষে জাগি সব সখীগণ
বৃন্দাদেবী-মুখ চাই।
রতি-রস-আলসে শুতি রহল দুহুঁ
তুরিতহিঁ দেহ জাগাই॥

তুরিতহি করহ পয়ান।
রাই জাগাই লেহ-নিজ মন্দিরে
যব নাহি হোত বিহান॥

শারী শুক পিক সকল পক্ষিগণ
সুস্বরে দেহ জাগাই।
জটিলা গমন সবহুঁ মেলি ভাখই
শুনইতে চমকই রাই॥

বৃন্দা-বচনে সকল পক্ষিগণ
মধুর মধুর করু ভাষ।
মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠারই
হেরত গোবিন্দদাস॥৫॥২৩৯৭॥

ললিত।

বৃন্দা-বিপিনহিঁ সব দ্বিজ-কুল।
কূজয়ে চৌদিশে হোই আকুল॥
সারী শুক তহিঁ কোকিল মেলি।
কপোত ফূকারত অলিকুল কেলি॥
ময়ূর-ময়ূরী-ধ্বনি শুনিতে রসাল।
বানরী-রব তহিঁ অতি সুবিশাল॥
ঐছন শবদ ভেল বন মাহ।
জাগল দুহুঁজন নাগরী নাহ॥
আলসে দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে।
শুতি রহল পুন কিশলয়-শেজে॥

পুনহি ফুকারই শারী শুকীর।
ঐছন যৈছে সুধা-রস-গীর॥
কব বলরাম শুনব তহি শ্রবণে।
রাধামাধব হেরব নয়নে॥৬॥২৩৯৮॥

ভৈরবী।

গোকুল-বন্ধো। জয় রস-সিন্ধো॥
জাগৃহি তল্পং। ত্যজ শশি-কল্পং॥
প্রীত্যনুকুলাং॥ শ্রিত-পদ-মূলাং।
বোধয় কান্তাং। রতি-ভর-তান্তাং॥৭॥২৩৯৯॥

তথা রাগ।

অপঘন-ঘটিত-ঘুসৃণ-ঘনসার।
পিঞ্ছ-খচিত-কুঞ্চিত-কচ-ভার॥
জয় জয় বল্লব-রাজ-কুমার।
রাধা-বক্ষসি হরি-মণি-হার॥ ধ্রু॥
রাধা-ধৃতি-হর-মুরলী-তার।
নয়নাঞ্চল-কৃত-মদন-বিকার॥
রস-রঞ্জিত-রাধা-পরিবার।
কলিত-সনাতন-চিত্ত-বিহার॥৮॥২৪০০॥

বিভাষ।

বৃন্দা-বচনহি উঠই ফুকারই
শুক পিক শারিক-পাতি।
শুন তহিঁ জাগি পুন দুহুঁ ঘুমল
নাগরী কোরহিঁ যাতি॥

হরি হরি জাগহ নাগর কান।
বর পামর বিহি কিয়ে দুখ দেয়ল
রজনী কয়ল অবসান॥
আকুল বাউরী বরজ-মহেশ্বরী
বোলত পুন দধিলোলা।
শুনইতে কাতর বিদগধ নাগর
থোর নয়নযুগ খোলা॥
নাগরী হেরি পুনহি দিঠি মুদল
পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গে।
বলরাম হেরি কবহুঁ সুখ-সায়রে
নিমজব রঙ্গ-তরঙ্গে॥৯॥ ৪০১॥

কৌ রাগ।

লহু লহু নাগরী- তনু ছোড়ি নাগর
বৈঠলি শেজক মাঝে।
ও সুখ লাগি জাগি পুন নাগরী
রহলহি ঘুম-বিয়াজে॥
হরি হরি অব সুখ-যামিনী শেষে।
অতি রসে ভোরি গোরী-তনু-বল্লরী
বিগলিত অম্বর কেশে॥ ধ্রু॥
রতনক দীপ সমীপ আনি পহু
করহি চিবুক ধরি থোর।
রাই চন্দ্র-মুখ- মণ্ডল হেরই
চর চর লোচন-লোর॥

বিপুল-পুলক-কুল ঝাঁপল দুহুঁ তনু
দুহুঁ থরহরি মন কাঁপ।
বলরাম ঐছন কব দুহুঁ হেরব
মেটব সব হিয়-তাপ॥১০॥২৪০২।

রামকেলি।

হিম-কর মলিন নলিনগণ হাসই
অরুণ-কিরণ হেরি থোর।
কোকিল বোল ভ্রমরকুল আকুল
তেজল কুমাদিনী-কোর॥
কৈছে ঘুমায়ত যুগল কিশোর।
চৌঁকি কহত শুক শারিক মোর॥ধ্রু॥
কিশলয়-শয়নে নিচল তনু শ্যামর
মরকত কাঞ্চন-গোরী।
কিয়ে কুসুম-শর তূণ শূন ভেল
কিয়ে দুহুঁ রতি-রসে ভোরি॥
সহচরী ছোড়ি মন্দিরে জনু যাওত
জাগত সুন্দরী রাধে।
গোবিন্দদাস পহু শুনইতে কাতর
কোন করল রস-বাধে॥১১॥২৪০৩॥

ললিত।

গগনহি মগন সগণ রজনীকর
চলু চরমাচল ওর।
পদুমিনী-বদন মধুপ ঘন চুম্বই
তেজই কুমুদিনী-কোর॥

জাগহুঁ রে বৃষভানু-কুমারী।
শ্যামর-কোরে গোরি কিয়ে ভোরলি
পুন বোলত শুক শারী ॥ ধ্রু ॥

যামিনী-তিমির থির নাহি হেরিয়ে
পরশি অরুণ-রুচি-অঙ্গ।
জনু নাগরী-নীল- পটাঞ্চলে লাগল
দিন-বিরহানল-রঙ্গ ॥

চৌরি-রভস-রস এতহুঁ রস-ধাধস
দুরজন রহু পথ জোই।
গোবিন্দদাস কহ জানি চলয়ে সখী
পিকু বোলত ওহি ওই ॥১২॥২৪০৪।

তথা রাগ।

সময় জানি সখী মিলল আই।
আনন্দে মগন ভেল দুহুঁ মুখ চাই ॥
দুহুঁ জন সেবন সখীগণ কেল।
চৌদিগে চান্দ হেরি রহি গেল ॥
নীলগিরি বেড়ি কিয়ে কনকের মাল।
গোরা-মুখ সুন্দর ঝলকে রসাল ॥
বানরী রব দেই কক্খটী নাদ।
গোবিন্দ দাস কহ শুনি পরমাদ ॥ ১৩॥২৪০৫॥

বিভাষ ললিত।

খোজতি ফিরতি জননী যশোমতী
আওল কুঞ্জ-কুটীর।
শুনইতে দক্ষ বিচক্ষণ-ভাষণ
চমকিত গোকুল-বীর।
হরি হরি অব দুহুঁ ঘুমক লাগি।
কোরে আগোরি ছরম-ভরে শুতলি
রতি-রণে যামিনী জাগি। ধ্রু॥
রতি-রসে অবশ- কলেবর নাগর
উঠত থোরহি থোর।
প্রাণ-পিয়ারী নেহারি বদন পুন
ভোরি রহল তছু কোর॥
রাই-বদন ঘন চুম্বই সাদরে
কাতর-হৃদয় মুরারি।
নয়নক নীরহি শয়ন ভিগায়ই
হেরি বলরাম বিভোরি॥১৪॥২৪০৬॥

তথা রাগ।

বৃন্দাবন শুক- শারিক-কোকিল-
অলিকুল-মঙ্গল-গানে।
রবই কপোত তবহিঁ চরণায়ুধ
দশ দিশ ভরল নিসানে॥
হরি হরি কোন চিয়ায়ব মোর।
নিশি পরভাত তবহিঁ নাহি জাগত
ঘুমল যুগল কিশোর॥ধ্রু॥

ঝামর দীপ সুধাকর ধূসর
দিশি ভরু অরুণিম-কাঁতি।
কুমুদিনী ছোড়ি নলিনীগণে ধাবই
আকুল মধুকর-পাঁতি ॥
মন্দির শূন হেরি বরজ-মহেশ্বরী
করলহি বিপিন-পয়ানে।
ললিতা-কাতর- বচন-সুধা কব
বলরাম শুনব কাণে ॥১৫॥২৪০৭।

তুড়ী।

ঝঙ্করু বন ভরি মধুকর মধুকরী
কূজই কোকিল-বৃন্দ।
শুনি তনু মোড়ি গোরী পুন শুতলি
মুদি নয়ন-অরবিন্দ ॥
জাগহ প্রাণ-পিয়ারি।
রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল
ননদিনী দেয়ব গারি ॥ধ্রু॥
জটিলা শাশ আয় ভরি রোয়ই
খোজই যামুন তীর।
শারিক-বচনে চমকি ধনী উঠইতে
ঢুলি ঢুলি পড়ই অথির ॥
চললি চিয়াইনে ত্বরিতহি সখীগণ
জাগল আভরণ-বোলে।
বলরাম হেরি যাই উঠায়ল
দুহুঁ তনু ঝাঁপি নিচোলে ॥১৬॥২৪০৮॥

রামকেলি ।

সহচরীগণ দেখি লাজে কমল-মুখী
ঝাঁপি রহল মুখ আধ ।
অলখিতে আধ কমল-দিঠি-অঞ্চলে
হেরই হরি-মুখ-চাঁদ ॥
হরি হরি মাধবী-লতা-গৃহ মাঝ ।
কুসুমিত কেলি- শয়নে দুহুঁ বৈঠলি
চৌদিশে রঙ্গিণী-সমাজ ।ধ্রু॥
গোরীক থোরি বদন-বিধু হেরইতে
পহু ভেল আনন্দে ভোর ।
ঘন ঘন পীত বসন দেই মোছই
নিঝরই নয়নক লোর ॥
হেরইতে সখীগণ ঢর ঢর লোচন
লোরে ভিগায়ই দেহ ।
বলরাম কব হিয় নয়ন জুড়ায়ব
হেরব দুহুঁ জন লেহ ॥১৭.২৪০৯॥

কৌ ললিত ।

বলি বলি যাত ললিতা আলি ।
শ্যাম-গোরী-মুখ মণ্ডল ঝলকই
ছবি উঠত অতি ভালি ॥ধ্রু॥
কুসুমিত কুঞ্জ- কুটীর মনোমোহন
কুসুম-শেজ পর মণ্ডল কিশোর ।
কোকিল মধুকর পঞ্চম গায়ত
নব বৃন্দাবন আনন্দ-হিলোল ॥

রজনীক শেষে জাগি শ্যাম সুন্দরী
বৈঠলি সখীগণ সঙ্গ।
শ্যাম-বয়ান ধনী করহিঁ আগোরল
কহইতে রজনীক রঙ্গ॥

হেরি ললিতা তব মৃদু মৃদু হাসত
পুলকে পূরল তনু ভোরি।
নীল বসনে তনু ঝাঁপলি সুন্দরী
লাজে রহল মুখ মোড়ি॥

যব মুখ মোড়ি রহল তব নাগরী
কানু কয়ল পুন কোর।
আনন্দ-হিলোলে দাস নরোত্তম
হেরত যুগল কিশোর॥১৮॥২৪১০॥

অথ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি সখীনাং পরিহাসোক্তিঃ।

তথা রাগ।

ফুয়ল কবরী ধনী-বদন বেয়াপ।
রাহু কিয়ে বিধু-মণ্ডল ঝাঁপ॥
চুম্বনে মেটল কুঙ্কম-রাগ।
কাজর সিন্দুর দূরহি দূর ভাগ॥
জানলু কানু নিঠুর হিয়া তোর।
ঐছন ভাতি কয়ল সখী মোর॥
বন্ধহিঁ অধর দল দশনে বিদার।
শয়নহিঁ লুঠই টুটল হার॥

নখ-পদ জর জর উচ-কুচ-ভার ।
টুটলি সব তনু অতনু-ভাণ্ডার ॥
সুপুরুখ জানি সোঁপলু তোহে রাই ।
তাড়লি নিরজনে একলি পাই ॥
তুহুঁ সতি বৃন্দাবন-বাটোয়ার ।
বলরাম কহ সখি না বলহ আর ॥ ১৯॥২৪১১॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রত্যুক্তিঃ ।

তথা রাগ ।

অধরহুঁ রদন মদন-শর জর জর
নখর-শকতি হিয়া ফোড়ি ।
কঙ্কণ-খড়গহি তোড়ি সবহুঁ তনু
সরবস লেয়লি মোরি ॥

শুন সহচরি হেরিনু কিয়ে নট-চাঁদ ।
রস-ঔখদ দেই মোহে শান্তায়বি
পুন দেয়সি পরিবাদ ॥ধ্রু॥

পুন ভুজ-পাশে বান্ধি হিয়ে তাড়লি
দুহুঁ কুচ-পর্ব্বত-ঘাতে ।
রতি-মতি দূর বিকল এ কলেবর
ইথে ঘুমলু পরভাতে ॥

মূরছলু হেরি তবহুঁ নাহি ছোড়ল
পুছহ মনোরমা ঠাম ।
কর দেই রাই নাহ-মুখ ঝাঁপল
হেরব কব বলরাম ॥২০॥২৪১২॥

তথা রাগ।

দলিত-নলিন-সম মলিন বদন-ছবি
অধরহি খণ্ড বিখণ্ড।
মীটল উজ্জ্বল চন্দন কজ্জল
মরদল মরকত-গণ্ড॥

এ সখি তুহুঁ অতি নিকরুণ-দেহ।
হিয় চক্রি কুচ-ভর দেই মরদলি
শিরীষ-কুসুম-তনু এহ।ধ্রু॥

নীল-উতপল-দল- কোমল উর-থল
ফাড়লি নখ-শর হানি।
ইথে অতি বেদন মুদি রহু লোচন
কিয়ে ভেল গদ গদ বাণী॥

মনমথ-ভূপতি ভীত নাহি মানলি
সখীগণ গৌরব ছোড়ি।
চিত্রা-বচনে লাজে ধনী নত-মুখী
হেরি বলরাম সুখে ভোরি॥২১॥২৪১৩॥

অথ চিত্রাং প্রতি চম্পকলতায়াঃ কৃত্রিম-ভৎর্সনা যথা।

তথা রাগ।

সখি হে এ তুয়া কৈছন রীত।
তুয়া বচনে ধনী বেচল নিজ তনু
তুহুঁ পুন কহ বিপরীত॥ধ্রু॥

স্বামি-বরত ছলে কাননে আনলি
একলি প্রিয়-সখী মোর ।
নলিনী-সুকোমল তুলহু সুনায়রী
ডারলি মদ-করি-কোর ॥

সখী সতী-বরতিনী নব-কুল-কামিনী
পর-প্রিয়া স্বপনে না জানি ।
এ নব যৌবন অমূল্য রতন-ধন
পর-করে দেয়লি আনি ।

তুয়া রসে রসবতী ছোড়ল নিজ পতি
গুরুজন-ভীত না মানি ।
বলরামদাস-হিয়া অমিয়া নিষিঞ্চব
চম্পকলতা-সখী-বাণী ॥২২॥২৪১৪॥

অথ সখীনাং ক্রিয়া-বৈদগ্ধ্যং ।

শুভগা ।

জানলি কানু গোপতে পরিহারলি
কাতর-লোচন-ওরে ।
ললিতা ছল করি রাইক করে ধরি
ডারল নাহক কোরে ॥

হরি হরি সব সহচরীগণ মেলি ।
কিশলয়-শয়ন- তলে দুহুঁ বৈঠব
বিলসব রসময় কেলি ॥ধ্রু॥

বুঝিয়া বিশাখা সখী আনন্দে মাতল
মাঝহি বচন-বেয়াজে।
কর ধরি ধনী-মুখ- বসন উঘাড়ল
চুম্বই নাগর-রাজে॥

চিত্রা বান্ধি ছুহুঁক পটাঞ্চলে
কহলি গেহ চলু বালা।
চলইতে রাই উঠই না পারই
হেরি হাসয়ে সখী-মালা॥

ধনী দিঠে পেরল জানি সুনাগর
তোড়ল গাঠিক বন্ধ।
কাহুক চুম্বই কাহু আলিঙ্গই
হেরি বলরাম আনন্দ॥ ২৩॥২৪১৫॥

ভৈরবী।

মধুর সময় রজনী-শেষে
শোহই মধুর কানন-দেশে
গগনে উয়ল মধুর মধুর
বিধু নিরমল-কাঁতিয়া।

মধুর-মাধুরী কেলি-নিকুঞ্জ
ফুটল মধুর কুসুম-পুঞ্জ
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী
মধুর মধুহিঁ মাতিয়া॥

আজু খেলত আনন্দে ভোর
মধুর যুবতী নব কিশোর ।
মধুর বয়স্য-রঙ্গিণী মেলি
করত মধুর রভস-কেলি ॥ধ্রু॥

মধুর পবন বহই মন্দ
কূজয়ে কোকিল মধুর-ছন্দ
মধুর রসহি শরদ-সুভগ
নদই বিহগ-পাঁতিয়া ।

রবই মধুর শারী কীর
পড়ই ঐছন অমিয়া-গীর
নটই মধুর ময়ূর ময়ূরী
রটই মধুর ভাতিয়া ॥

মধুর মিলন খেলন হাস
মধুর মধুর রস-বিলাস
মদন হেরই ধরণী লুঠই
বেদন ফুট ছাতিয়া ।

মধুর মধুর চরিত রীত
বলরাম-চিতে স্ফুরত নীত
দুহুঁক মধুর চরণ-সেবন
ভাবন জনম যাতিয়া ।২৪॥২৪১৬॥

পঠমঞ্জরী ।

বিকসিত কুসুম ঝরই মকরন্দ ।
সব বন পবন পসারল গন্ধ ॥

মধু পিবি ধাবই মধুকর-পুঞ্জ।
গাবই ভ্রমি ভ্রমি কেলি-নিকুঞ্জ॥
কূজই কোকিল মধুকর-নাদ।
শুনি শুনি মনমথ মন উনমাদ॥
উয়লহি হিম-কর উজোর রাতি।
ঝলকই তরুকুল কিশলয়-পাঁতি॥
দশ দিশ পূরল খগ-মৃগ-গানে।
বলরাম জানল নিশি অবসানে॥২৫॥২৪১৭॥

অথ সখীগণ-বচনেন শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃকং শ্রীরাধায়া বেশ-রচনং যথা।

তথা রাগ।

সখীগণ কহে শুন নাগর কান।
বিরচহ রাইক বেশ বনান॥
সিথিঁ রচন করি দেহ সিন্দূর।
চিবুকহিঁ মৃগ-মদ রচহ মধুর॥
নয়নহিঁ অঞ্জন যাবক পায়।
পীন-পয়োধর চিত্রহ তায়॥
ঐছন বচন তব শুনইতে পাই।
শেখর বেশ-সাজ লই ধাই॥২৬॥২৪১৮॥

তথা রাগ।

চিকুণী নিরখি ঘন পুলকিত
কাজরে কাঁপয়ে কান।
হেরইতে সিন্দূর লোরে নিঝারল
কি করব বেশ বনান॥

এ সখি সোঙরিতে মঝু মন ঝুরে।
নিয়ড়হি গোরী নাহ ভেল ঐছন
কিয়ে জানি হোয়ব দূরে।
কাঁচুলী-নামহিঁ ধৈরজ তেজল
মনহি গহন উনমাদ।
উচ কুচ-যুগ কর পরশি বনায়ত
কি জানিয়ে করু পরমাদ॥
কিয়ে বিহি রাই প্রেম দেই নিরমিল
রসময় নাগর শ্যাম।
কনকমঞ্জরী রতি- মঞ্জরী রোয়নে
রোয়ব কব বলরাম॥ ২৭ ॥১৪১৯॥

বিভাষ।

রাই মুখ-পঙ্কজ কুসুমে মাজল
বসনহি পুলক আগোর।
নিরমিত সিন্দুর যতনে নিবারই
নীঝর নয়নক লোর॥
এ সখি চতুর-শিরোমণি কান।
নিমজি উনমজি আরতি-সায়রে
করল বেশ-নিরমাণ॥
অঞ্জইতে লোচন হুনয়ান ছল ছল
করল ঘরম-জল চোরি।
কত পরকারহিঁ কাঁপ নিবারল
লিখইতে উচ কুচ জোরি॥

বসন পরাইতে মুগধল নাগর
থম্বি রহল যব নাহ।
তব্ দিঠি কুঞ্চিত রঙ্গদেবী সখী
তঁহি বলরাম-মুখ চাহ ॥২৮॥২৪২০॥

কৌ রামকেলি।

বেশ বনায়ই পহিরি পুন শাড়ী।
যব পহু আগে রহলি ধনী ঠারি॥
হেরইতে কানু সিনায়ল লোরে।
মাতল রাই ধরল ধনী কোরে॥
দারুণ দুরবিহি দুরযশ নেল।
হিয়া মাহা হানল গরলক শেল॥
কোরহি বৈঠলি মুগধিনী রাই।
বসনহি ঝাঁপি রোই শির নাই॥
শিরোপরি শির ধরি রোয়ই কান।
কাঁপি সঘন পুন হরল গেয়ান॥
মূরছি গোরী পড়ল ক্ষিতি মাহ।
পুন করি কোরে রোই বর নাহ॥
লুঠই ধরণী পহু কর উর তাড়ি।
ভোরি রোয়ত নাহ ধনী নিল কোরি॥
মুখ হেরি রোয়ই করই আশোয়াশ।
ছল ছল দিঠি-জলে গদ গদ ভাষ॥
চুম্বি আলিঙ্গি শাঁতায়লি শ্যাম।
লেই ধনী গেহ চলব বলরাম ॥২৯॥২৪২১॥

তথা রাগ।

দুহুঁক বেয়াকুল হেরিয়া সহচরী
বহু পরবোধলি তায়।
কত পরিহাস বচনে দুহুঁজনে
বিরহ করায় অন্তরায়॥
দেখ দেখ অপরূপ সখী সুচতুর।
রভস-সরোবরে দুহুঁক ডুবায়ই
আপন মনোরথ পূর॥ধ্রু॥
দুহুঁমুখ দুহুঁ জন চুম্বই পুন পুন
দুহুঁ দোহাঁ কোরে আগোরি।
তেজল সরম ভরম ধনী বিছুরল
গেহ গমন পুন ভোরি।
সহচরীগণ সব মনহি বিচারই
কৈছে লেয়ব দুহুঁ বাসে॥
তৈখনে নয়ন- যুগল ভেল ঢর ঢর
কহতহি বলরাম দাসে॥৩০॥২৪২২॥

তথা রাগ।

নিশি-অবশেষে সকল সখীগণ
রাই কানু সঞে ভোর।
নিরমল নয়ন- কমল বহি অবিরত
গলতহি আনন্দ-লোর॥
দেখ দেখ অপরূপ কাজ।
বিছুরল গেহ- গমন সবে বূড়ল
মোহ-সরোবর মাঝ॥

দেখয়ে হরিণী যেন ঐছন রমণীগণ
চকিত-নয়নে ঘন চায় ।
নাগরী নাগর পাশে দাঁড়াইয়া শেখর হাসে
ভয় নাই সবারে বুঝায় ॥৩৩॥২৪২৫॥

বিভাষ ।

কক্‌খটী-বচন রচন শুনি সচকিত
দুহুঁ চিতে ভৈ গেল তরাস ।
বিরচিত বেশ পুনহি ভেল বিচলিত
খলিত কেশ পটবাস ॥

ভরমহি কানুক পীত বসন লই
সুন্দরী ঝাঁপল অঙ্গ ।
রাইক উড়নী লেই সুনাগর
চলু সব সহচরী সঙ্গ ॥

সহজই অঙ্গ- সঙ্গে অতি আকুল
ঝাঁপল দুহুঁ দিঠি নীর ।
তাহে গুরুজন-ভীতে শঙ্কাকুল-চিতে
নাহি চিহ্নয়ে নিজ চীর ॥

দুহুঁ জন অতিশয় বিরহে বেয়াকুল
সজল-নয়নে তহিঁ যায় ।
উদ্ধব দাস ভণ অরুণ-কিরণ হেরি
সহচরী পালটি না চায় ॥ ৩৪ ॥২৪২৬ ॥

অথ শ্রীরাধা-কৃষ্ণয়োঃ স্ব-গৃহ-গমনং যথা।

তথা রাগ।

কতহুঁ যতনে দুহুঁ নিজ নিজ মন্দিরে
বিমনহি করত পয়ান।
দুহুঁক নয়ানে গল প্রেম-বিচ্ছেদ-জল
দারুণ দৈব বিহান॥

দেখ রাধামাধব-প্রেম।
ঐছন ঘটন কতিহুঁ নাহি হেরিয়ে
যৈছন লাখবান হেম॥
পদ আধ চলত খলত পুন ফিরত
কাতরে নেহারই মুখ।
একই পরাণ দেহ পুন ভিন ভিন
অতয়ে সে মানিয়ে দুখ॥
তিল এক বিরহ কলপ করি মানয়ে
গায়ই দুহুঁ পরসঙ্গ।
ভণ রাধামোহন ঐছন নাম গুণ
যাহে নহ সো রস ভঙ্গ॥ ৩৫॥ ২৪২৭॥

সুহই।

পদ আধ চলত খলত পুন বেরি।
পুন ফেরি চুম্বয়ে দুহুঁ মুখ হেরি॥
দুহুঁ জন-নয়নে গলয়ে জল-ধার।
রোই রোই সখীগণ চলই না পার॥

ক্ষেণে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার।
গলিত বসন ফুল কুন্তল-ভার॥
নূপুর আভরণ আঁচরে নেল।
দুহুঁ অতি কাতরে দুহুঁ পথে গেল॥
পুন পুন হেরইতে হেরই না পায়।
নয়নক লোরহিঁ বসন ভিগায়॥
চলইতে হেরল নিকটহিঁ গেহ।
পীত বসনে সব গোপয়ে দেহ॥
আপাদমস্তক সব বসনে বেয়াপি।
অলপে অলপে চলে পদযুগ চাপি॥
নিজ মন্দিরে ধনী আয়লি দেখি।
গুরুজন-গৃহে পুন সচকিতে পেখি॥
তুরিতহিঁ পৈঠলি মন্দির মাঝে।
বৈঠল সুন্দরী আপন শেজে॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
নিতি নিতি হেরব বলরাম দাস॥৩৬॥২৪২৮॥

তথা রাগ।

কতহুঁ দুলহ সঙ্গ ভৈ গেল বিচ্ছেদ।
গর গর অন্তর বাঢ়ল খেদ॥
ঝর ঝর লোচনে শশি-মুখী রোই।
অলখিতে আওল লখই না কোই॥
সহচরীগণ মেলি শেজ বিছাই।
অলসে অবশ ধনী শুতলি তাই॥

অন্তরে গর গর শ্যামর-লেহ।
সখীগণ সচতুরে চললি নিজ গেহ॥
সব জন পূরল নিজ নিজ সাধ।
কহ কবিশেখর রস-মরিযাদ॥৩৭॥২৪২৯॥

ইতি অষ্ট-কালীয়-নিত্য-লীলায়াং নিশাবসান-বর্ণনং।

অথ দিবাবিলাস-বর্ণনং।
তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

বিভাষ।

প্রভাতে জাগিল গোরাচাঁদ। হেরই সকলে আন ছাঁদ॥
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ান রাতা। আলসে ঈষত মুদিত পাতা॥
অঙ্গুলী মুড়িয়া মোড়য়ে তনু। যৈছন অতনু-কনক-ধনু॥
দেখিতে আওল ভকতগণে। মিলল বিহানে হরিষ-মনে॥
মুখ পাখালিয়া গৌরহরি। বৈসে নিজগণ চৌদিকে বেড়ি॥
নদীয়া নগরে হেন বিলাস। যদুনাথ দেখে গদাই পাশ॥
॥ ৩৮ ॥ ২৪৩০ ॥

তথা রাগ।

নিঁদে নিঁদায়লি বালা।
নিশি বাসর জাগিতে ভৈ গেল দুর্ব্বলা॥
তড়িত-লতাবলি রামা।
রতি-রণ-ছরমে ঘরমে ভেল শ্যামা॥
অলসহিঁ অঙ্গ অথির।
সম্বরণ নাহি করে পীতম চীর॥

ক্ষেণে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার ।
গলিত বসন ফুল কুন্তল-ভার ॥
নূপুর আভরণ আঁচরে নেল ।
দুহুঁ অতি কাতরে দুহুঁ পথে গেল ॥
পুন পুন হেরইতে হেরই না পায় ।
নয়নক লোরহিঁ বসন ভিগায় ॥
চলইতে হেরল নিকটহিঁ গেহ ।
পীত বসনে সব গোপয়ে দেহ ॥
আপাদমস্তক সব বসনে বেয়াপি ।
অলপে অলপে চলে পদযুগ চাপি ॥
নিজ মন্দিরে ধনী আয়লি দেখি ।
গুরুজন-গৃহে পুন সচকিতে পেখি ॥
তুরিতহিঁ পৈঠলি মন্দির মাঝে ।
বৈঠল সুন্দরী আপন শেজে ॥
নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস ।
নিতি নিতি হেরব বলরাম দাস ॥৩৬॥২৪২৮॥

তথা রাগ ।

কতহুঁ দুলহ সঙ্গ ভৈ গেল বিচ্ছেদ ।
গর গর অন্তর বাঢ়ল খেদ ॥
ঝর ঝর লোচনে শশি-মুখী রোই ।
অলখিতে আওল লখই না কোই ॥
সহচরীগণ মেলি শেজ বিছাই ।
অলসে অবশ ধনী শুতলি তাই ॥

অন্তরে গর গর শ্যামর-লেহ।
সখীগণ সচতুরে চললি নিজ গেহ॥
সব জন পূরল নিজ নিজ সাধ।
কহ কবিশেখর রস-মরিযাদ ॥৩৭॥২৪২৯॥

ইতি অষ্ট-কালীয়-নিত্য-লীলায়াং নিশাবসান-বর্ণনং।

অথ দিবাবিলাস-বর্ণনং।

তদুচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

বিভাষ।

প্রভাতে জাগিল গোরাচাঁদ। হেরই সকলে আন ছাঁদ॥
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ান রাতা। আলসে ঈষত মুদিত পাতা॥
অঙ্গুলী মুড়িয়া মোড়য়ে তনু। যৈছন অতনু-কনক-ধনু॥
দেখিতে আওল ভকতগণে। মিলল বিহানে হরিষ-মনে॥
মুখ পাখালিয়া গৌরহরি। বৈসে নিজগণ চৌদিকে বেড়ি॥
নদীয়া নগরে হেন বিলাস। যদুনাথ দেখে গদাই পাশ॥
॥ ৩৮ ॥ ২৪৩০ ॥

তথা রাগ।

নিঁদে নিঁদায়লি বালা।
নিশি বাসর জাগিতে ভৈ গেল দুর্ব্বলা॥
তড়িত-লতাবলি রামা।
রতি-রণ-ছরমে ঘরমে ভেল শ্যামা॥
অলসহিঁ অঙ্গ অথির।
সম্বরণ নাহি করে পীতম চীর॥

মন-সিদ্ধি সাধলি রাধা ।
আওল অলখিতে না পড়ল বাধা ॥
কহ কবি শেখর রায় ।
ধরম সরম লাগি ও রস নিভায় ॥ ৩৯ ॥২৪৩১ ॥

তথা রাগ ।

ভগবতী দেবী সময় সে জানি ।
রাইক মন্দিরে করল পয়ানি ॥
শুতলি দেখলি অতি বিপরীত ।
গুরুজন-বচনে না মানয়ে ভীত ॥
তপস্বিনী করলহিঁ কত অনুমান ।
কর পরশন করি রাই জাগান ॥
চমকি উঠলি ধনী থরহরি কাঁপি ।
পীত বসনে সবহুঁ তনু ঝাঁপি ॥
রতি-বিপরীত-চিহ্ন করতহিঁ গোই ।
রাগে বেকত তনু অবেকত হোই ॥
কর জোড়ি রাই প্রণতি করি দেবী ।
আজু সফল দিন তুয়া পদ সেবি ॥
কামিনী কাহিনা করু কত বন্ধে ।
দেবতি মঙ্গল দেই সুছন্দে ॥
কহ কবি শেখর শুন সুকুমারি ।
পীত বসন তুহুঁ রাখহ সাঁবারি ॥৪০॥২৪৩২॥

অথ শ্রীরাধাং প্রতি ভগবত্যাঃ সপরিহাসোক্তিঃ।

তথা রাগ।

আজু বিপরীত ধনি দেখলু তোর।
সমঝি না পারিয়ে সংশয় মোর॥
তুয়া মুখ-মণ্ডল পূর্ণিমক চাঁদ।
কাঁহে লাগি ভৈ গেল ঐছন ছাঁদ॥
নয়ন-যুগল ভেল কাজর বিথার।
অধর নীরস করু কোন গোঙার॥
পীন পয়োধরে নখ-রেখ দেল।
কনক-কুম্ভ জনু ভঙ্গহু ভেল॥
অঙ্গ বিলেপন কুঙ্কুম-ভার।
পীতাম্বর ধরু ইথে কি বিচার।
সুজন রমণী তুহুঁ কুলবতী-বাদ।
কা সঞে ভুঞ্জলি মরমক সাধ॥
কামিনী-কাহিনী দেবী-সম্বাদ।
কহ কবিশেখর নহ পরমাদ॥ ৪১॥ ২৪৩৩॥

তথা রাগ।

তুয়া অঙ্গে পীত পহু-চীরে। কুচযুগ দংশল কীরে॥
অধর-বিম্বফল তোরি। কো রস নেল নিচোরি॥
বচন কহসি আন ভাতি। কা সঞে বঞ্চলি রাতি॥
হৃদয়-নয়ন-গতি-রীত। হেরইতে পায়লু ভীত॥
ইহ রস-কাহিনী কহই। উচিত বচন তঁহি রচই॥
রায় শেখর অনুমানে। রাইক অমিয়া সিনানে॥৪২॥২৪৩৪॥

সুহিনী।

শুনিয়া বিশাখা কহয়ে বাণী। কি দেখি কি কহ ঠাকুরাণি॥
সখী মোর কুল-বরতিনী। নিজ পতি বিনে নাহি জানি॥
কালি কুহু বরতি সকলে। তাহে দিল হলদীর জলে॥
তেঞি পীত হইল বসন। তুহুঁ তাহে কাঁহে আন মন॥
বরজ-লম্পট শঠ কীরে। বিম্ব-ভানে দংশিল অধরে॥
পুন সে দাড়িম-ভান করি। পদ-নখে হৃদয় বিদারি॥
তুহুঁ সব-অন্তর-যামিনী। জানি কাঁহে কহ হেন বাণী॥
এত কহি পরণাম কেল। শুনি হাসি ভগবতী গেল॥
মাধব আনন্দ ভেল। পীত বসন তহিঁ নেল॥

॥ ৪৩ ॥ ২৪৩৫ ॥

বিভাষ

নিশি-অবসানে সব দাসীগণে
সত্বরে করয়ে কাজ।
বেশের মন্দির মাজল সুন্দর
রাখল বেশের সাজ।
কিনা সে দাসীর রীত।
জানিয়া মরম করয়ে করম
যাহাতে আপন জিত॥
দশন-মাজনী রসনা-শোধনী
থুইল থালীতে ভরি।
কর্পূর সহিত গন্ধ-চূর্ণিত
যতন করিয়া ধরি॥

নির্ম্মল সলিল সুগন্ধি শীতল
পূরিয়া গাগরী ভরি ॥
মুখ পাখালিতে সিনান করিতে
বেদীক উপরে ধরি ।
গামছা কাচিয়া নির্জ্জল করিয়া
রাখল পৃথক করি ।
এ তৈল আমলা আনল শ্যামলা
বিনিয়া বিনিয়া ভরি ॥
উবটন করি কনকমঞ্জরী
আনল রাইয়ের তরে ।
মঞ্জরী রতন করিয়া যতন
আনল সিনান-চীরে ॥
গুণবতী তথি কর্পূর মালতী
সুগন্ধি সলিল করি ।
বিধি-অগোচর নানা উপহার
থালীতে থালীতে ভরি ॥
বিচিত্র বসন তাহাতে ঢাকন
করল পরম সুখে ;
রাইয়ের ইঙ্গিতে রাখল গোপতে
যেন আন নাহি দেখে ॥
কর্পূর তাম্বুল মালতীর মাল
শেখর যতন করে ।
সে পীত বসন আনিয়া তখন
আপন আওয়াসে ধরে ॥৪৪॥২৬০৬।

বিভাষ।

গুরুজন জাগল ভৈ গেল বিহান।
গৃহ নিজ কাজ সমাপনে যান॥
কোই সখী দধি-মন্থন করু তাহি।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাহি॥
কোই সখী গুরুজন-সেবন কেল।
কনক-কুম্ভ লই কোই চলি গেল॥
কুসুম তোড়ি কোই গাঁথই হার।
কোই ঘর বাহির করত বিহার॥
নিতি নিতি ঐছন করতহি রীত।
গোবিন্দদাস কহ অনুপ চরিত॥৫৫॥২৪৩৭॥

ধানশী।

সখীগণ নিজ গৃহে করিল সিনান।
বেশ ভূষণ সব করি নিরমাণ॥
গৃহ নিজ কাজ সমাপন কেল।
রাইক মন্দিরে তুরিতহিঁ গেল॥
হেরল শশি-মুখী শয়নক মাঝ।
তুরিতহি লেয়ল শয়নক সাজ॥
আনন্দ মন্দিরে আনলি রাই।
মুখ-শোধন লেই দাসী যোগাই।
রতন পীঠোপরি বৈঠল যাই॥
হাসি হাসি মুখানি পাখালয়ে তাই॥

মাজল দশন সুরুচির-কাঁতি ।
উজোরল কুন্দ-সুকোরক-পাঁতি ॥
শোধল রসনা-শোধনী করি হাত ।
উজলিত জনু থল-কমলক পাত ॥
শীতল সুগন্ধি জল করে নেল ।
গণ্ডূষে পুন পুন শোধন কেল ।
মুখানি মুছিয়া পুন তেজলি বাস ।
সখী সঙ্গে বৈঠল আনন্দে ভাষ ॥
কত কত কৌতুক হাস পরিহাস ।
মাধব আনন্দ সাগরে ভাস ॥৪৬॥২৪৩৮॥

অথ রসোদ্গারঃ ।

তদুচিত-শ্রীমহাপ্রভুর্যথা ।

বিভাষ ।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ-বিধু ।
পূরব প্রেম-রস কহই মধু ॥
ভাব-ভরে গদ গদ আধ আধ বাণী ।
অমিয়ার সার যেন পড়ে খানি খানি ॥
পুলকে পূরল তনু পিরীতি-রসে ।
ঝাঁপয়ে বসন বিবশে পুন খসে ॥
আনন্দ-জলে ডুবে নয়ান রাতা ।
রাধামোহন দাসের শরণ-দাতা ॥৪৭॥২৪৩৯॥

বিভাষ ।

শ্যামলা বিমলা মঙ্গলা অবলা
আইল রাইয়ের পাশে ।
যদি স্বতন্তরে তথাপি রাধারে
পরাণ অধিক বাসে ॥
দেখি সুবদনী উঠিলা অমনি
মিলিল গলায় ধরি ।
কত না যতনে রতন-আসনে
বৈসায় আদর করি ॥
রাই-মুখ দেখি হই মহাসুখী
কহয়ে কৌতুক-কথা ।
রজনী-বিলাস শুনিতে উল্লাস
অমিয়া অধিক গাথা ॥
হাস পরিহাসে রসের আবেশে
মগন হইল রাধা ।
চণ্ডীদাস-বাণী নিশির কাহিনী
শুনিতে লাগয়ে সাধা ॥৪৮॥২৪৪০॥

অথ শ্রীরাধাং প্রতি সখীনাং রজনী-বিলাস-প্রশ্নঃ ।

পঠমঞ্জরী ।

এ ধনি ঐছন কহবি মোয় ।
আজু যে কৈছন দেখিয়ে তোয় ॥
নয়ান বয়ান আনহি ভাতি ।
কহিতে কাহিনী ভুলসি পাতি ॥

সুরঙ্গ অধর বিরঙ্গ ভেলি।
কা সঙ্গে কামিনী কয়লি কেলি॥
বেকত ভৈ গেল গোপত কাজ।
অতয়ে কাহারে করহ লাজ॥
সঘনে জঘন কাঁপয়ে তোর।
মদন-মথন কয়ল জোর॥
গৌর পয়োধর রাতুল-রীতে।
নখের আচর ঝাঁপসি তাতে।
ক্ষণহুঁ ক্ষণহুঁ হেরিয়ে তাই।
সঘনে বদনে উঠিছে হাই॥
পুলকে পূরিত সকল গা।
চলিতে না চলে অথির পা॥
অমিয়া-সাগর তুহুঁ সে রাই।
মুকুন্দ-মাতঙ্গ বিহরে তাই।
তেঁ বুঝিয়ে মন বিতপা দেখি।
বেকত করিয়া না কহ সখি॥
কহয়ে শেখর কি কর লাজে।
কহ না কাহিনী সখীর মাঝে॥৪৯॥২৫৪১॥

অথ শ্রীরাধায়াঃ রসোদ্গারঃ।

শ্রীরাগ।

কি কহব রে সখি তোহার সমাজ।
কহইতে কাহিনী লাগয়ে লাজ।
শুতি ঘুমায়লু হাম অগেয়ান।
অলখিতে আওল নাগর কান॥

পীন পয়োধরে দেলহি হাত ।
তুহিতে লুকায়লু দেহ বিগাত ॥
তবহিঁ অধর-রস পিবয়ে মোর ।
জাগল মনমথ বান্ধলু চোর ॥
থর থর কাঁপিয়ে কোরে আগোরি ।
তব হাম ছুটল নিন্দ বিভোরি ॥
করলু কোপ জানি সো বর কান ।
যো কিছু কহল মোরে সোই সে জান ।
পরিরম্ভণ বেরি মুদলু আঁখি ।
তাহে যে ভৈ গেল শেখর সাখী ॥৫০॥২৪৪২॥

ধানশী ।

হাম অবলা সখি কিয়ে গুণ জান ।
সো রসময়-তনু রসিক সুজান ॥
কতহুঁ যতনে মোয়ে কোরে বসাই ।
বান্ধল বেণী সে কবরী খসাই ॥
কঞ্চুক দেয়ল হিয়া পর মোর ।
পরশি পয়োধর ভৈ গেল ভোর ॥
কণ্ঠে পরায়ল মণিময়-হার ।
অঙ্গে বিলেপল কুঙ্কুম-ভার ॥
বসন পরায়ল করি কত ছন্দ ।
কিঙ্কিণী-জালহি নীবি-নিবন্ধ ॥
নিজ-কর-পল্লবে মবু মুখ মাজ ।
নয়নহি কয়ল সুকাজর সাজ ॥

অলকা তিলক দেই চৌরি নেহারি।
কহ কবি শেখর যাউঁ বলিহারি ॥৫১॥২৪৪৩॥

সুহই।

এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে।
গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে ॥
হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া
দীপ নিয়া নিয়া চায়।
দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন
থুইতে ঠাঞি না পায় ॥
হিয়ার উপরে শোয়াইয়া মোরে
অবশ হইয়া রয়।
তাহার পিরীতি তোমার এমতি
কবি বিদ্যাপতি কয়।৫২।২৪৪৪॥

তথা রাগ।

মরম কহিনু মো পুন ঠেকিনু
সে জনার পিরীতি-ফান্দে।
রাতি দিন চিতে ভাবিতে ভাবিতে
তারে সে পরাণ কান্দে।
ইতি পদমত্র জ্ঞেয়ং ॥৫৩ ২৪৪৫॥

গান্ধার।

সজনী বড়ই বিদগধ কান।
ইতি পদমত্র জ্ঞেয়ং ॥ ৫৪ ॥ ২৪৪৬॥

ধানশী ।

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি ।
সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি ।।
হিয়ায় হইতে পিয়া শেজে না শোয়ায় ।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায় ॥
তনু তনু পরশ লাগি আভরণ তেজে ।
চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে ॥
নিশি অবসান জানি কাতর হইয়া ।
দৃঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজ-লতা দিয়া ॥
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম-ফান্দে ।
মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে ॥
ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম-ফাঁস ।
তেঞি সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস ॥৫৫॥২৪৪৭॥

কৌ রাগিণী ।

আম যাই যাই বলি বলে তিন বোল ।
কত না চুম্বন দেই কত দেই কোল ॥
ইত্যাদি পদানি জ্ঞেয়ানি ॥৫৬॥২৪৪৮॥

অথ অনুরাগঃ ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা ।

শচীর নন্দন গোরাচাঁদ ।
সকল-ভুবন-মোহন ফাঁদ ॥
নব অনুরাগে ভাবে ভেল ভোর ।
অনুক্ষণ কঞ্জ-নয়নে বহে লোর ॥

পুলকে পূরিত তনু গদ গদ বোল।
ক্ষণে থির করি চিত ক্ষণে অতি লোল॥
ঐছে বিভাবিত সহচর সঙ্গ।
পরমানন্দ কহে প্রেম-তরঙ্গ॥৫৭॥২৪৪৯॥

ভাটিয়ারি।

মনের মরম-কথা শুন লো সজনি।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥
কিবা রূপ কিবা গুণ মন মোর বান্ধে।
মুখে না নিঃসরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা!
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।
বন্ধুর লাগিয়া হাম সাগরে পশিব॥৫৮॥২৪৫০॥

তথা রাগ।

শুন শুন পরাণের সই।
তুমি সে দুখের দুখী তেঞি তোরে কই।
সদা চিত উচাটন বন্ধুর লাগিয়া।
সদাই সোঙরে প্রাণ গর গর হিয়া॥
সদাই পুলক গায়ে আঁখি ঝরে জল।
আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল॥

কি করিব কোথা যাব স্থির নহে মন ।
তাহে আর ননদী বলয়ে কুবচন ॥
তাহে ধিক দুঃখ দেয় এ পাড়াপড়সী ।
বন্ধুর লাগিয়া মুঞি হব বনবাসী ॥
হিয়ার মাঝারে প্রেম-অঙ্কুর পশিল ।
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিখি হইল ॥
ফল-ফুল-কালে এবে বাড়িল বিপতি ।
জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি ॥৫৯॥২৪৫১॥

ধানশী ।

না জানিয়া না শুনিয়া পিরীতি করিলাম গো
পরিণামে পরমাদ দেখি ।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিখয়ে
এমতি ঝরয়ে দুটি আঁখি ॥

হের যে আমারে দেখ মানুষ আকার গো
মনের অনলে আমি পুড়ি ।
জলন্ত অনল যেন পুড়িয়া রৈয়াছি গো
পাকালিয়া পাটের ডুরী ॥

আন্ধুয়া পুকুর যেন দীন হীন মীন হেন
নিশ্বাস ছাড়িতে নাহি ঠাঞি ।
বাসুদেব ঘোষ কহে ডাকাতি পিরীতি গো
তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই ॥৬০॥২৪৫২॥

সুহই।

সজনি না জানিয়ে এত পরমাদ।
একে মোর অন্তর পোড়য়ে নিরন্তর
তিল এক নাহি অবসাদ॥

পহিল বয়স একে আর নব আরতি
আর তাহে কানুক সোহাগ।
এত রস আদর বাদ করল বিধি
কুলবতী কেমন অভাগ॥

গৃহে গুরু দুরজন ও ভয়ে সভয় মন
তাহাতে অধিক শ্যাম-লেহা।
নহিয়ে স্বতন্তর কানুর বিচ্ছেদ ডর
সে তাপে তাপিত দুন দেহা॥

কিবা করি কিবা হয় আপনা বুঝিল নয়
নিরবধি উড়ু উড়ু চিত।
জ্ঞানদাস কহে মনে অনুমানিয়ে
বিষাধিক বিষম পিরীত॥৬১॥২৪৫৩॥

অত্র "বড়ই বিষম কালার প্রেম"
ইতি পদং জ্ঞেয়ং।।৬২॥২৪৫৪॥

অথ স্নান-বেশাদি-বর্ণনং যথা।

তবে সব সখীগণ থির করি মন।
কত না কহিয়া শ্যাম বন্ধুর বচন॥

সুবদনী ধনী খেণে থির করি হিয়া ।
রতন-পীঠে পুন বসিলা আসিয়া ॥
কি কহিব সে বা শোভা কহনে না যায় ।
দাসীগণে আসি অঙ্গ-ভূষণ খসায় ॥৬৯।২৪৫৫॥

ভাটিয়ারি ।

পাই অবসরে বসিলা সত্বরে
সব সখীগণ মাঝে ।
তবে সখীগণ খসায় ভূষণ
পরায় সিনান-সাজে ॥
সখি দেখ না রাইক রঙ্গ ।
রতি-পতি-ততি বিন্ধিয়া যুবতি
আভরণে দিল ভঙ্গ ॥
তৈল আমলকী দিল সব সখী
উবটনে তুলি মলা ।
সুগন্ধি সলিলে সিনান করিয়া
শীতল হইলা বালা ॥
গামছা আনিয়া, গাখানি মোছাঞা
পরায় নীলিম-বাস ।
বেশের মন্দিরে বসিলা সত্বরে
সখীগণ চারি পাশ ॥
সে কালে বিস্তার, ষোড়শ শিঙ্গার
করিয়া হেরয়ে মুখ ।
কৃষ্ণ অবশেষ করিয়া পরশ
পাইল পরম সুখ ॥

কহে রঙ্গলতা　　আর এক কথা
　　শুনহ রাজার ঝি।
কুন্দলতা ধনী　　আসিছে এখনি
　　এমনি বাসিতেছি॥
দেখ একজন　　বুঝহ কারণ
　　জটিলা নিকটে যাই।
বুঝিতে সত্বর　　হইলা শেখর
　　রাইয়ের ইঙ্গিত পাই।৬১॥২৪৫৬॥

অথ কৃষ্ণস্য জাগরণং।
তত্র বাৎসল্য-রসোচিত-শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

বিভাষ।

ও মোর জীবন-　　সরবস ধন
　　সোণার নিমাই-চাঁদ।
আধ তিল খণ　　ও চান্দ-বদন
　　না দেখি পরাণ কান্দ॥
অরুণ-কিরণ　　হৈল পরসন্ন
　　উঠহ শয়ন সনে।
বাহির হইয়া　　মুখ পাখালিয়া
　　মিলহ সঙ্গিয়াগণে॥
গদ গদ কথা　　কহি শচী মাতা
　　হাত বুলাইয়া গায়।
শুনি গৌরহরি　　অলস সম্বরি
　　উঠিয়া দেখয়ে মায়॥

পাখালি বদন করিলা গমন
সব সহচর সঙ্গে।
জগন্নাথ দাস চিরদিন আশ
দেখিতে ও রস-রঙ্গে ॥৬৫॥২৮৫৭॥

তথা রাগ।

সবারে সকল কাজে নিয়োজিয়া
আনন্দে নন্দের রাণী।
কানুক শয়ন- ভবনে আসিয়া
কহয়ে মধুর বাণী ॥

উঠহ বাছনি মু যাউঁ নিছনি
আলস করহ দূর।
তোর সখাগণে ভরিল ভবনে
উদয় করিল সূর ॥

রামের বসন পরিলা কখন
কে নিল বসন তোর।
রাতা উতপল নয়ন-যুগল
কি লাগি দেখিয়ে জোর ॥

নীল-নলিন আতপে মলিন
কেন বা এমন দেহ।
উনমত হৈয়া বুলহ ধাইয়া
কুদিঠি দিলে বা কেহ ॥

হিয়ার উপর কণ্টক-আচড়
গিয়াছিলা কোন বনে।
আমার কপালে না জানি কি ফলে
পরাণে মরিব মেনে॥

দেবতা কতেক দানব যতেক
ফিরয়ে গহন বনে।
সে সব দেখিল তাহায় হইল
হেনই বাসিয়ে মনে॥

দেবের কারণে মঙ্গলাচরণে
পূজিব সিনান করি।
এ দধি ওদন করিয়া যতন
ভুঞ্জাব উদর ভরি॥

মায়ের বচনে জাগিয়া তখনে
হাসয়ে গোকুল-রায়।
দেবতা-সেবনী আইলা তখনি
যশোদা বন্দিল পায়॥

রাণীর নন্দন গৌরীর চরণ
সঘনে জপন করে।
শেখর-যুগতি শুন যশোমতি
কি ভয় তাহার তরে॥৬৬॥২৪৫৮॥

সিন্ধুড়া ।

দেবী ভগবতী পৌর্ণমাসী খ্যাতি
প্রভাতে সিনান করি ।
কানুর দরশে চলিলা হরষে
আইলা নন্দের বাড়ী ॥

শিরে শুভ্র কেশ তপস্বীর বেশ
অরুণ বসন পরি ।
বেদময় কথা ঘন হালে মাথা
করেতে লগুড় ধরি ॥

দেখি নন্দরাণী ধাইয়া অমনি
পড়িলা চরণ-তলে ।
তারে কোলে লৈয়া শির পরশিয়া
আশিস-বচন বলে ॥

সতী-শিরোমণি অখিল-জননী
পরাণ-বাছনি মোর ।
পতি পুত্র সহ ধেনু বৎস সব
কুশলে থাকহ তোর ॥

রাণী তারে লৈয়া তুরিতে আসিয়া
দেখয়ে পুত্রের মুখ ।
গায়ে হাত দিয়া উঠায় ধরিয়া
যেহে দর দর বুক ॥

নয়ানের নীরে স্তন-ক্ষীর-ধারে
ভিগয়ে বসন বাস।
ধনিষ্ঠার পাশে দেখি মনে হাসে
এ যদুনন্দন দাস ॥৬৭॥২৪৫৯॥

রামকেলি।

রামক নীল বসন কাঁহে পিন্ধ।
উদিত অরুণ নাহি ভাঙ্গল নিন্দ ॥
ব্রজ-কুল-চান্দ নিছনি যাউঁ তোর।
অঙ্গ-বিভঙ্গ কত যে তনু মোড় ॥
ফাগু-অরুণ কিয়ে লোচন-ওর।
কাহাঁ লাগল হিয়ে কণ্টক-আচোড় ॥
ঝামর ভেল নীল-উতপল-দেহ।
না জানি পাপ-দিঠি দেয়ল কেহ ॥
মঙ্গল-স্নান করাব নিজ গেহ।
তবহুঁ ভুঞ্জাব দধি-ওদন এহ ॥
এতহুঁ কহল যব যশোমতী ভাষ।
আচর ঝাপি নিবারই হাস ॥
গোবিন্দদাস কহ ব্রজ-অধিদেবি।
উনহি নিরাপদ গৌরীক সেবি ॥৬৮॥২৪৬০॥

তথা রাগ।

দাম শ্রীদাম সুদাম সহিত। আওল নন্দ-মহলে উপনীত ॥
উজ্জ্বল কোকিল মিলল তায়। সঘনে ভাই বলি বদন বাজায় ॥
ভদ্র সুভদ্র সেন বীরভদ্র। অনুখণ বচন ধরই কত ছন্দ ॥

আওল সুবল গুণ জগতে অতুল। ধীর গভীর বচন-অনুকূল ॥
নিরমল গৌর-বরণ মুখ-চন্দ্র। পহিরণ নীলবসন করে ছান্দ ॥
সকল সখা মেলি অঙ্গনে আই। ফুকারয়ে জাগহ ভাই কানাই ॥
শুনইতে ঐছন মধুরিম ভাষ। আনন্দে মাধব দূরহি হাস ॥

৬৯॥২৪৬১॥

তথা রাগ।

আওল রাম শুনহ উতরোল।
চরণ-বিলম্বিত নীল নীচোল ॥
স্থরযত গলিত ললিত কিয়ে কাঁতি।
ঢর ঢর নয়ন-কমল কত ভাতি ॥
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ মুরছায়।
গো-দোহন-ব্যগ্র বেত্র ধরু তায় ॥
বাম করে লেই ছাঁদন ডোর।
মাধব হেরই আনন্দে ভোর ॥ ৭০ ॥ ২৪৬২ ॥

বেলোয়ার।

আওত রে মধুমঙ্গল ভালি। হেরি সখাগণ দেই করতালী ॥
চলইতে চরণ পড়য়ে তিন বঙ্ক। ভাওয়ে করি লাঞ্ছিত কালিন্দী-পঙ্ক ॥
কহই বদনে করত কত ভঙ্গ। নাচত সঘনে বাজাওত অঙ্গ ॥
ভোজন-সরবস সব অনুবন্ধ। অবিরত প্রাতে লাগাওত দ্বন্দ ॥
মধু গুড়-লোভিত বাউল চিত। বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত ॥
কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন চালি। করইতে প্রীত দেই দশ গালি ॥
গোবিন্দদাস শুনি অছু গুণ-গাম। দ্বিজ পায়ে করল লাখ পরণাম ॥

৭১॥২৪৬৩॥

ধানশী।

ভগবতী আসি　　ঘর মাঝে বসি
　　শয়নে দেখিয়া কান।
গায়ে হাত দিয়া　　তারে জাগাইয়া
　　করাইল সাবধান॥
সত্বরে উঠিয়া　　তাহারে বন্দিয়া
　　নয়ান কচালে হাতে।
আশিস পাইয়া　　বাহির হইয়া
　　মিলিলা সখার সাথে॥
যত দাসগণ　　করিয়া যতন
　　ধোয়াইল মুখ-চান্দে।
দেখিয়া বদন　　মরমে মদন
　　ফাপরে পড়িয়া কান্দে॥
সখাগণ সঙ্গে　　নানা রস-রঙ্গে
　　খিড়িকে আইলা হরি।
গাভী বৎস সব　　করে হাম্বা রব
　　দোহয়ে মটকি ভরি॥
দোহন মোহন　　না যায় কথন
　　আনন্দে আকুল গাই।
শেখর যতনে　　করয়ে গোপনে
　　এ পথে আসিবে রাই॥৭২॥২৪৬৪॥

তথা রাগ।

ধবলী বলিয়া মাঝে প্রবেশ করিলা।
তাহাতে যে অতি শোভা বাড়িতে লাগিলা॥

শ্বেত-পদ্মবনে যেন মত্ত ভৃঙ্গ ঘুরে ।
হি হি গম্ভীর-নাদে প্রিয় গো ফুকারে ॥
গঙ্গা গোদাবরী নাম ধবলী শাঙলী ।
পিষঙ্গী কালিন্দী তুঙ্গী যমুনা কমলী ॥
হংসী বংশী প্রিয়া অলি হরিণী করিণী ।
রম্ভা চম্পা কহিয়া করয়ে হিহি ধ্বনি ॥
দুই জানু মধ্যে তবে ধরিয়া দোহনী ।
পদাঙ্গুলী অগ্রে ভর করিয়া ধরণী ॥
দোহয়ে গাভীর দুগ্ধ দোহায় সথারে ।
বাছুরে পিয়ায় স্তন অতি হর্ষ-ভরে ॥৭৩॥২৪৬৫॥

তথা রাগ ।

গোঠকি মাঝহি করল পয়ান ।
গোধন-দোহন করতহি কাম ॥
ঘন হাম্বা-রব বৎসক রাব ।
হু হু গরজি ধেনুগণ ধাব ॥
সুন্দর অপরূপ শ্যামর-চন্দ ।
দোহত ধেনু করত কত বন্দ ॥
গোধন-দোহন গরজে গম্ভীর ।
ঘন ঘন দোহন করু যদু-বীর ॥
গোরস-ধার চুয়ায়ত অঙ্গ ।
তমালে বিথারল মোতিম রঙ্গ ॥
মটুকি মটুকি ভরি রাখত চারি ।
গোবিন্দদাস কহে যাউঁ বলিহারি ।৭৪॥২৪৬৬॥

ততোরন্ধনাদি-লীলা-বর্ণনং যথা।

সুহই।

নিশি পরভাতে তবে নন্দের ঘরণী।
দাস দাসী ডাকিয়া কহয়ে প্রিয় বাণী॥
আমার জীবন-ধন কানাই বলাই।
পালিবে পালিবে তারে তোমরা সবাই॥
যার যেই কাজ বাছা কর মন দিয়া।
আমি আর কি বলিব বুঝ বিচারিয়া॥
রাণীর উদার বোল শুনি দাস দাসী।
আবেশে করয়ে কর্ম্ম প্রেমানন্দে ভাসি॥
কুন্দলতা আনি কথা কহে যশোমতী।
রাধারে আনহ বাছা করিয়া সংহতি॥
শুনি পরণাম করি চলে কুন্দলতা।
জটিলারে নমস্কারি নিবেদয়ে কথা॥
দেখি আনন্দিত হৈলা জটিলার চিত।
শেখর চলিলা তবে পাইয়া ইঙ্গিত॥১৫॥২৪৬৭॥

জয়জয়ন্তী।

দেখিয়া কুন্দলতা জটিলা উনমতা
পরম আনন্দে নাচয়ে।
ধরিয়া করি কোলে, তিতিল আঁখির লোরে
কুশল-বারতা পুছয়ে॥

ও মোর বাছনি সত্য কাহিনী
কহবি নিকটহিঁ মো হেরি ।
তো হেন কুলবতী জগতে নাহিক কতি
হামারি বিশোয়াশ তোহারি ॥
গোপ-পুরী ভরি যতহুঁ সুন্দরী
কাহুঁক না রহু লাজ ॥
তো হেন পতিব্রতী না দেখি যতি সতী
ঘোষয়ে লখিমী-সমাজ ।
হরষিতা কুন্দলতা তরসি কহে কথা
কতহুঁ বিনয়ে বেভারই ॥
চতুর শেখর জরতী অন্তর
কত যে যতনে সিধারই ॥ ৭৬ ॥ ২৪৬৮ ॥

ধানশী ।

সে যে ব্রজেশ্বরী না জানে চাতুরী
পরম উদার সেহ ।
যখন যা বলে তখনি তা ভুলে
সবারে সমান লেহ ॥
হেদে গো আরিয়া মা ।
সে জন আমারে পাঠাইলা সত্বরে
দেখিতে তোমার পা ॥ধ্রু॥
চূণ খড় ধরি দশন উপরি
যে সব কহিলে রাণী ।
সে সব শুনিতে হেন লয় চিত্তে
পাষাণ গলয়ে জানি ॥

মাসীর চরণে কহিয়া বচনে
গোপতে আনিবা বহু।
অলখিতে পথে আসিবা তুরিতে
যেমতে না দেখে কেহ॥

শুনিয়া মিনতি উলসি জরতী
চলিলা রাইয়ের ঘরে।
কুন্দলতা-করে সোঁপিয়া বধূরে
রাণীরে আশিস করে॥

রাই-কর লৈয়া নিজ-শিরে দিয়া
কহয়ে কাতর বোল।
কুলের ধরম পুত্রের সরম
সকল রাখবি মোর॥

যশোদা-তনয় না মানে বিনয়
তাহারে আমার ডর।
নিভৃতে কেতনে অসিবে যতনে
যাহাতে না হাসে পর॥

কুন্দলতা কহে তুমি দেব মোহে
চরণ পরশি তোর।
শেখরের ঠাঞি কোন ডর নাই
সে বলে ভরসা মোর॥৭৭॥২৪৬৯॥

তথা রাগ।

জরতী যতন করি কহে শুন সুন্দরি
সখী সঙ্গে করহ পয়ান।
উড়নী যোড়নী মাথে দেখিয়া চলিবে পথে
লখিতে না পারে যেন আন॥
বড়ুয়া ঝিয়ারী বট কুলে শীলে নহ ছোট
সব গুণে হও পরবীণ।
থাকিহ সবার মাঝে বুঝিবা আপন কাজে
আমি আর জীব কত দিন॥
সদয়ে বিদায় করে জটিলা চলিলা ঘরে
উলসিত রসবতী রাধে।
রঙ্গিণী সঙ্গিনী তার লেই সব উপহার
চললি পূরাইতে সাধে॥
গজেন্দ্র-গমন জিনি চলে রাই বিনোদিনী
সুগড় সখীর হেলি অঙ্গ।
কহয়ে শেখর রায় পুছিতে পুছিতে যায়
রজনী-বিলাস রস-রঙ্গ॥ ৭৮ ॥ ২৪৭০॥

ভাটিয়ারি।

সুন্দরী সখী সঞ্চে করল পয়ান।
রঙ্গ-পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজোর নয়ান॥ ধ্রু॥
দশনক জ্যোতি মোতি নহ সমতুল
হসইতে খসে মণি জানি।
কাঞ্চন-কিরণ বরণ নহ সমতুল
বচন কহয়ে পিক-বাণী॥

কর-পদ-তল থল- কমল-দলারুণ
মঞ্জীর রুনু ঝুনু বাজে।
গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি
জিতল মনমথ-রাজে ॥ ৭৯ ॥ ২৪৭১ ॥

তথা রাগ।

যে পথে নাগর-শিরোমণি। সে পথে চলিলা সুবদনী ॥
নাগর সহচর মেলি। গোঠহি করু কত কেলি ॥
ধেনু চরণে দেই ছন্দ। দোহন করু অনুবন্ধ ॥
গোরসময় সব অঙ্গ। তমালেহি মোতিম রঙ্গ ॥
মটকি মটকি ভরি ঢারি ॥ সুবল সখা সহকারী ॥
দূর সঞে হেরল রাই। হেরি মাধব বলি যাই ॥৮০॥২৪৭২॥

মায়ূর।

রাধা-মুখ-শশী হেরইতে আকুল
ভৈ গেল নন্দ-কিশোর।
নিজ-কুল-ধরম করম সব বিছুরল
বিছুরল ছান্দন ডোর ॥
হরি হরি ইহ কিয়ে ভেলহি রঙ্গ।
বিছুরল শৃঙ্গ বেত্র-বর পাঁচনী
বিছুরল অগ্রজ-সঙ্গ ॥
বিছুরল শ্রীদাম সুবল মধুমঙ্গল
বিছুরল যুদ্ধক যণ্ড।
মন মাহা মদন- মহোদধি উছলল
বিছুরল দোহন-ভাণ্ড ॥

হেরইতে ভাবিনী   সো রূপ লাবণী
তনু মন করু অনুবন্ধে।
খড়িক সমীপ   সুধামুখী মিলল
রায়শেখর পদ-ছন্দে ॥ ৮১ ॥ ২৪৭৩ ॥

তথা রাগ।

রাধা-বদন-   চাঁদ হেরি ভুলল
শ্যামক নয়ন-চকোর।
ছন্দ বন্ধ বিনু   ধবলী ধাওত
বাছুরী কোরে আগোর ॥
শূন্যহি দোহত মুগধ মুরারি।
ঝুটহি অঙ্গুলী   করত গতাগতি
হেরি হসত ব্রজ-নারী ॥
লাজহিঁ লাজ   হাসি দিঠি কুঞ্চিত
পুন লেই ছান্দন ডোর।
ধবলীক ভরমে   ধবল পায়ে ছান্দল
গোবিন্দদাস পহু হেরি ভোর ॥৮২। ২৪৭৪॥

তথা রাগ।

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।   গোধন-দোহন তেজল রে।
চাঁদ চকোরে জনু পায়ল রে।   রাই প্রেম-ভরে ভাসল রে ॥
মূরছি অবনী-তলে পড়লহি রে।   অরুণিত লোচনে ঢর ঢর রে ॥
করে পহু কোরে আগোরল রে।   অঙ্গে পুলক অতি পূরল রে ॥
দুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে।   গোবিন্দদাস-মনোমোহন রে ॥
৮৩ ॥ ২৪৭৫ ॥

ভূপালী।

পথ গতি নয়নে মিলল রাধা কান।
দুহুঁ মনে মনসিজ পূরল সন্ধান॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
সময় না বুঝত অচতুর চোর॥
বিদগধ সঙ্গিনী সব রস জান।
কুটিল-নয়নে কয়ল সাবধান॥
চলিলা রাজপথে দুহুঁ উর ঝাই।
কহ কবি শেখর দুহুঁ চতুরাই॥৮৪॥২৪৭৬॥

তথা রাগ।

রাইয়েরে দেখিয়া উমতি হইয়া
যশোদা করল কোরে।
মুখানি ধরিয়া চুম্বন করিতে
ভাসল নয়ান-লোরে।
সে যে রসবতী করল প্রণতি
যশোদা রোহিণী পায়।
প্রিয় সখীগণ গোপত বসন
ধরল ধনিষ্ঠা ঠায়॥
পাইয়া বসন করল গোপন
ধনিষ্ঠা যতন করি।
করিয়া আদর লই উপহার
রাণীর নিকটে ধরি॥

বিবিধ বিধান দেখিয়া পকান্ন
হরিষ তাহার চিত।
যশোদা রোহিণী বুঝল কাহিনী
দেখিয়া রাইয়ের রীত॥

আসি দাসীগণ রাধার চরণ
ধোয়াইল শীতল নীরে।
অতি সুকোমল ও থল-কমল
মোছল পাতল চীরে॥

রোহিণী সহিতে রন্ধন করিতে
বসিলা রাজার ঝী।
সব সখীগণ যোগায় যোগান
শেখর যোগায় ঘি॥৮৫॥২৪৭৭॥

তথা রাগ।

নিশি অবসানে দাস দাসীগণে
ত্বরায় করয়ে কাজে।
যার যেই কাম করে অনুপাম
সবাই সবারে তাজে॥

দেব পুরন্দর জিনি তার ঘর
রন্ধন-মন্দির সাজে।
ধনিষ্ঠা সুন্দরী রন্ধন-সামগ্রী
ধরল তাহার মাঝে॥

জ্বালিতে ইন্ধন আনিল চন্দন
দেয়ল যতন করি।
বসিতে আসন জলের ভাজন
তাহার নিকটে ধরি॥
সুঘড় সুন্দরী রসের চাতুরী
বিবিধ বন্ধান জানে।
বিধি-অগোচর নানা উপহার
করল আপন মনে॥
কর্পূর মালতী করল যুবতী
মনোলোভা মনোহরা।
কয়না কদম্বা রেউড়ী পদ্মা
মতিচুর সুমধুরা॥
অমৃতকেলিকা বিবিধ লড্ডুকা
চাকি খণ্ড পদ্ম চিনি।
গুজা থাজা পেড়া চানা চন্দ্রচূড়া
মিছরি মারিয়া ফেণি॥
লুচি পূরি করি রস-পাকে ভরি
সরভাজা সরপুরী।
মাটিরি শাকরা রসপুরী ঝরা
করল অমৃত-কূপী।
সুগন্ধি শীতল করিয়া নির্ম্মল
ভরিয়া সোণার থালী।
ভোজন-ভবনে রাখিলা যতনে
ঢাকিয়া নেতের ফালি॥

রসালা মথনি কয়ল রমণী
খণ্ড মণ্ডাদি যত।
লছিমী-কেতনে নাহিক যতনে
নন্দের ঘরের মত॥

দধি দুগ্ধ কত আর গাভীঘৃত
নূতন বাসনে ছেনা।
নারিকেল-জল করল শীতল
নবীন বাসনে পানা॥

আম্রের আচার কতেক প্রকার
কলা পানীফল আদা।
ভাজনে ভরিয়া রাখিল ঢাকিয়া
রাণীর মনের সাধা॥

সবে করে কাম না করে বিশ্রাম
আনন্দে আকুল চিত।
একতান হৈয়া মধুর করিয়া
গাওত মঙ্গল গীত॥

নিজ কাজ সারি সকল সুন্দরী
রাণীরে কহিতে যায়।
রাধিকা দুলারি দেখিতে চল রি
কহয়ে শেখর রায়॥ ৮৬॥ ২৪৭৮॥

তথা রাগ।

সুগন্ধি ওদন বিবিধ ব্যঞ্জন
রাধিকা রন্ধন করি।
শাক পায়সাদি পিষ্টক অবধি
বেদীর উপরে ধরি॥

সহস্র প্রকার ব্যঞ্জন আচার
রাই সমাপন করি॥
গোঠেতে হইতে সখার সহিতে
ঘরেতে আইলা হরি॥

নন্দরাণী কহে যাহ বাছা সবে
সিনান করিয়া আসি।
কানুর সহিতে পরম পিরীতে
ভোজন করিবে বসি॥

কমল-নয়ান করিতে সিনান
বসিলা বেদীরোপরে।
সারঙ্গ যতনে সিনান বসনে
যোগায় তুরিতে করে॥

রক্তক পত্রক যতেক সেবক
কানুর সিনান তরে।
সুগন্ধি শীতল নির্ম্মল সলিল
বেদীর উপরে ধরে॥

আনি মধুকণ্ঠ উদ্বর্ত্তন ঝাঁট
মর্দ্দন করয়ে অঙ্গে ।
মদন-মোহন করয়ে সিনান
সব দাসগণ সঙ্গে ॥

সিনান করিয়া গাথানি মুছিয়া
পরিলা যে পীত ধড়া ॥
কানুর ভোজন যোগান কারণ
শেখর পড়িল সাড়া ॥৮৭॥২৪৭৯।

তথা রাগ ।

ভোজন মন্দির ভিতর বাহির
শোধিয়া শীতল করি ।
পিঁড়া সারি সারি সুবর্ণ ঝাঝরি
সুগন্ধি সলিল ভরি ॥

রাই সখীগণ যতেক মিষ্টান্ন
ক্রম যে করিয়া রাখি ।
সে সব বিনানী নন্দের ঘরণী
দেখিয়া হইলা সুখী ॥

কানাই বলাই মিলি দোন ভাই
সখাগণ করি সঙ্গে ।
ভোজনে বসিয়া পকান্ন দেখিয়া
বটুর বাড়িল রঙ্গে ॥

রোহিণী-নন্দন   করয়ে ভোজন
কানুর ডাহিনে বসি ।
বামেতে সুবল   সম্মুখে মঙ্গল
সঘনে উঠয়ে হাসি ॥
রামের জননী   দিছেন আপনি
রাধিকা রান্ধিল যত ।
সুগন্ধি ওদন   বিবিধ ব্যঞ্জন
তাহা না কহিব কত ॥
বিধি-অগোচর   যত উপহার
দিছেন যশোদা মায় ।
রাধার বদন   দেখি অচেতন
হইলা নাগর রায় ॥
অরুচি দেখিয়া   আকুল হইয়া
কহয়ে নন্দের রাণী ।
রাধা রসবতী   কর্পূর মালতী
তোমার লাগিয়া আনি ॥
তুমি না খাইবে   রাই না আসিবে
স্বরূপ কহিনু তোরে ।
বিশাখা ললিতা   আর কুন্দলতা
ঠারিয়া কহিছে মোরে ॥
মায়ের বচনে   পাওল চেতনে
নাগর-শেখর কান ।
রাই সুখ দিয়া   আকণ্ঠ পূরিয়া
করিলা ভোজন পান ॥

সব সখীগণে করিয়া ভোজনে
উঠিলা আপন সুখে।
আচমন করি যায় গড়াগড়ি
কর্পূর তাম্বূল মুখে॥

নন্দের নন্দন করি আচমন
পালঙ্কে ঢালিলা গা।
চরণ-সেবন করে দাসগণ
শেখর করয়ে বা।৮৮॥২৪৮০॥

তথা রাগ।

রন্ধনে মলিনী হইলা রমণী
বাহির হইয়া বসি।
ঘামে টলমল সে অঙ্গ অতুল
যেমন দিবস-শশী॥

আসি দাসীগণ ধোয়ায় চরণ
সুগন্ধি শীতল নীরে।
প্রিয়-সখীগণ পরায় বসন
শ্রম করয়ে দূরে॥

রাধার দাসীগণ পরম নিপুণ
মাজিয়া বিরল ঘরে।
বসিতে আসন জলের ভাজন
সারি সারি করি ধরে॥

যশোদা আকুলি করিয়া বিকুলি
রাইয়েরে করল কোরে ।
ও মোর বাছনি যাউঁ নিছনি
ভোজন করহ বলে ॥

রাণীর বচনে চলিলা ভোজনে
বসিলা আসনোপরি ।
রোহিণী আনিয়া দেন যোগাইয়া
থালীতে থালীতে ভরি ॥

রাধার যে গণ আনিল তখন
কুন্দলতা প্রিয়তমা ।
অবশেষ লৈয়া দিলেন আনিয়া
করিয়া চাতুরী-সীমা ॥

সখীগণ সঙ্গে নানা রস-রঙ্গে
ভোজন করল সুখে ।
ভক্ষ সমাপন করি আচমন
তাম্বূল দেয়ল মুখে ॥

পালঙ্ক উপরি বসিলা সুন্দরী
বালিশে হেলান দিয়া ।
রাইয়ের ইঙ্গিতে, যে ছিল থালীতে
ভুঞ্জল শেখর গিয়া ॥৬৯॥২৪৮১॥

তুড়ী ।

উলালী দুলালী সোহাগ আগুলি
কহিয়া সাজায় রাণী ।
চাঁচর চিকুর মাজল সুন্দর
বান্ধল বিচিত্র বেণী ॥
কি না সে রাণীর সাধা ।
নবীন বসনে ভূষণে মণ্ডিত
কয়লি সুন্দরী রাধা ॥ধ্রু॥
উদয়-অরুণ- গরব গরাসি
সিঁথার সিন্দূর থানি ।
তিলক অলক ললকে ঝলক
পলকে মোহয়ে মুনি ॥
কাজলে সাজল নয়ন-যুগল
মাজিল সুন্দর মুখ ।
ভুরুর ভঙ্গিমা রঙ্গিমা দেখিতে
কামের কাঁপয়ে বুক ॥
নাসার উপর বিচিত্র বেশর
নিশ্বাসে সঘনে দোলে ।
পরম যতনে পুরুষ-রতনে
পরাণ সহিতে খেলে ॥
কাণে কাণফুল অতুল অমূল
ছটায় ঘটায় রবি ।
বাউল বিকল অনঙ্গ আকুল
রহল তাহাতে সেবি ॥

চিবুক চিকণ কামের ভাজন
তাহাতে কস্তুরী-বিন্দু।
দশন-বসন ভুবনমোহন
বচন অমিয়া সিন্ধু॥
চন্দনে চর্চ্চিত পরম পবিত্র
পীন পয়োধর জোর।
কষিত কঞ্চুলী তাহাতে ঝাঁপলি
বান্ধল অতুল ডোর॥
প্রবালে প্রবল করল সকল
ভাল কাল পুঁতি-জ্যোতি।
হেম হীরা মণি বিচিত্র বনানি
তাহাতে দেওল মোতি॥
সে যে যশোমতী পিরীতি-মূরতি
রাইয়েরে করিয়া কোরে।
সে সব ভূষণ করিয়া যতন
দেয়ল তাহার গলে॥
হিয়ে হীর-হার অতি মনোহর
তাহাতে পদক সাজে।
দেখি দিনমণি চতুর আপনি
কিরণ কুড়ায় লাজে॥
রাম কামশালা শঙ্খ শশিকলা
শোভয়ে সে ভুজ আগে।
রতন-কঙ্কণে কঙ্কণ ঝঙ্কনে
অনঙ্গে চমক লাগে॥

তাড় গাড় সাজ গতি কামরাজ
দেখল রাইক ভুজে।
বিপক্ষ-মর্দ্দনী মুদ্রিকা খেচনী
অঙ্গুলী উপরে সাজে॥

জলদ-পটল- গরব গরাসি
পহিরি নীলিম বাস।
কিঙ্কিণী-শবদে জবদ করল
চটুল চটক-ভায॥

মঞ্জীর পিঞ্জান করিয়া যতন
শেখর পরায় পায়।
যশোদা রোহিণী সমুখে আপনি
সাজাওল সব গায়॥৯০॥২৪৮২॥

তথা রাগ।

যশোদা রোহিণী পরম যতনে
সাজাওল সব সখী।
সুন্দর সিন্দুর কটক ঠাটক
লাগল কামের আঁখি॥

যশোদা-অন্তর অমিয়া-সাগর
রাধিকা মকর তায়।
অগম অথল মধুর শীতল
ডুবল সকল গায়॥

আমার জীবন তোমরা দু জন
দুখানি আঁখির তারা।
ব্রজরাজ-মন জানিবা এমন
সে জন আমারি পারা॥
এ ঘর-করণ তোদের কারণ
শুনহ রাজার ঝি।
ধাতার মাথায় পড়ুক বজর
আর না বলিব কি॥
আর কিবা কহু তোমা হেন বন্ধু
নাহিক আমার ঘরে।
হিয়ায় আগুণি উঠিছে দ্বিগুণি
কি আর কহিব তোরে॥
জটিলা কুপিলে আসিতে না দিবে
সে আর আপদ দড়।
কুটিলা কুমতি বিষের মূরতি
সেহ সে ধাউড় বড়॥
দিনেক সোয়াস্তে নারিয়ে রাখিতে
তাহারে হইল ডর।
নিশ্বাসে ছুতুনা করয়ে ঘটনা
সে বড় বিষম ঘর॥
দুর্ম্মেধ আয়ান তাহারা দুজন
না জানি কেমন চিত।
শেখর-মিনতি শুন যশোমতি
সবার একই রীত॥৯১॥২৪৮৩॥

সিন্ধুড়া।

ও মোর বাছনি ধনি সতী-কুল-শিরোমণি
ক্ষণেক বিশ্রাম কর সুখে।
না হয়ে উছোর বেলা সখী সঙ্গে কর খেলা
কর্পূর তাম্বূল দেও মুখে॥

রূপ গুণ কাজ তোর পরাণ নিছনি মোর
শুতিয়া স্বপনে দেখি সদা।
তোমা হেন গুণনিধি আমারে না দিল বিধি
হৃদয়ে রহিয়া গেল সাধা॥

ধাতার মাথায় বাজ যে হেন সে করে কাজ
আমারে ভাণ্ডিল কোন দোষে।
বাছার বিবাহ তরে হেন নারী নাহি পুরে
চাহিয়া না পাইল কোন দেশে॥

যশোদা-বিষাদ-কথা শুনি বৃষভানু-সুতা
বদনে বসন দিয়া হাসে।
পুলকে পুরল গা মুখে নাহি সরে রা
ভাসিল রাণীর স্নেহ-রসে॥

শেখর সরস করি কহে শুন ব্রজেশ্বরি
রাধিকা তোমার হেন জানি।
সখা সব পূরে বেণু খিড়িকে ডাকিছে ধেনু
সাজাও গো রাখাল-শিরোমণি॥৯২॥২৬৮৪॥

ইতি স্নান-ভোজনাদি-লীলা-বর্ণনং।

অথ গোষ্ঠ-গমনং
আদৌ গৌরচন্দ্রস্য যথা।
ভাটিয়ারি।

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ-বয়ানে।
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায়॥
নিতাই-চাঁদের মুখে শিঙ্গার নিসান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অভিরাম॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গ-রূপ প্রেমের আবেশে।
শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবর-বেশে॥
চরণে নূপুর সাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদন কহে চল গোবর্দ্ধন॥৯৭॥২৪৮৫॥

তথা রাগ।

সুমুখী সঙ্কেত-বেণু দেখিতে চলিলা কানু
নিভৃতে রহিলা এক ঘরে।
কানুরে আনিয়া তথি বেশ করে যশোমতী
দুখে হিয়া দর দর করে॥
নন্দরাণী কাচ কাচে নাটুয়ার ছান্দে।
টানিয়া বান্ধল চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া বেড়া
তাহে দিলা শিখি-পুচ্ছ-চাঁদে॥ধ্রু॥

কিবা সে গ্রীবার শোভা মদনের মনোলোভা
গোরোচনা-তিলক সুভালে।
হিয়ে হার-মণি জ্বলে বন মালা দোলে গলে
অমূল্য মুকুতা নাসা ভালে॥
অঙ্গদ বলয়া করে শোভিয়াছে থরে থরে
চন্দনে চিকণ কালা-তনু।
পরাইল পীত ধড়া তাহাতে ঘাঁগর বেড়া
চলইতে করে রুণু ঝুনু॥
রতন ধড়ার থোপ দুই দিগে নামিয়া শোভ
বঙ্করাজ সনে করে মেলা।
ক্ষণে ক্ষণে উড়ে বায় আসিয়া লাগয়ে পায়
নূপুর সহিতে করে খেলা॥
ডাকিনী শাকিনী ভয়ে ধড়ে প্রাণ নাহি রহে
বাদিয়া সাধিয়া আনি মায়।
অজয়-অমর-তনু হয়ে যেন রাম কানু
এমতি বান্ধিয়া দিবে গায়॥
বাদিয়া সাধন বড়া বান্ধে রক্ষা-মন্ত্র পড়ি
রাম দামোদর দেখি হাসে।
দণ্ডবৎ হইয়া মায় রাম দামোদর রায়
যশোদা রোহিণী তার পাশে॥
রহিয়া রহিয়া যায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
জননী প্রবোধে বারে বারে।
শেখর শুনহ বোল কি লাগিয়া কর রোল
মায়েরে লইয়া যাও ঘরে॥৯৪॥২৪৮৬॥

তথা রাগ।

হিয়ায় আগুনি ভরা আঁখি বহে বহু ধারা
দুখে বুক বিদরিয়া যায়।
ঘর পর যে না জানে সে জনা চলিল বনে
এ তাপ কেমনে সবে মায়॥
ও মোর যাদব দুলালিয়া।
কিবা ঘরে নাহি ধন কেনে বা যাইবে বন
রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া॥ধ্রু॥
আগে পাছে নাহি মোরা হাপুতীর পুত তোরা
আন্ধল করিয়া যাবি মোরে।
দুধের ছাওয়াল হৈয়া বনে যাবে ধেনু লৈয়া
কি দেখি রহিব যাইয়া ঘরে॥
ননী জিনি তনুখানি আতপে মিলায় জানি
সে ভয়ে সঘন প্রাণ কাঁপে।
বাড়ব-অনল পারা বিষম রবির খরা
কেমনে সহিবে হেন তাপে॥
কুশের অঙ্কুর বড় শেলের সমান দড়
শুনিতে সিঙ্কিড়া পড়ে গায়।
শিরীষ-কুসুম-দল জিনিয়া চরণ-তল
কেমনে ধাইবে হেন পায়॥
মায়ের করুণা-বাণী শুনিয়া গোকুল-মণি
কত মত মায়েরে বুঝায়।
বিষাদ না কর মনে কিছু ভয় নাহি বনে
ইথে সাখী এ শেখর রায়॥৯৩॥২৪৮৭॥

তথা রাগ।

ধরিয়া মায়ের কর কহে রাম দামোদর
শুভ কাজে না ভাবিহ দুখ।
আমার কুলের ধর্ম্ম গোচারণ নিজ-কর্ম্ম
করিতে পাইব বড় সুখ॥
স্বরূপে কহিনু কথা নিশ্চয় জানিহ মাতা
অসুর নাহিক আর বনে।
ঘরের সমান বন চরাইয়া ধেনুগণ
কি ভয় বলাই দাদা সনে॥
গোবর্দ্ধনে দিয়া মেলা সবাই করি গো খেলা
ধনিষ্ঠা যাইবে সেই খানে।
তোমার ভোজন কথা আমারে কহিবে তথা
তবে সে করিব জলপানে॥
শেখরের শুন বোল কেহ না করিহ গোল
মায়েরে লইয়া যাও ঘরে।
যে জন চতুর হয় তারে বুঝাইয়া লয়
বুঝিয়া আপন কাজ করে॥৯৬॥২৪৮৮॥

তথা রাগ।

গায়ে হাত দিয়া মুখ মাজে নন্দরাণী।
স্তন-ক্ষীরে আঁখি-নীরে সিঞ্চয়ে অবনী॥
নন্দ রায় আসি পুন করিলেন কোরে।
মুখে চুম্ব দিতে ভাসাওল আঁখি-লোরে॥

মাথায় লইতে ত্রাণ স্থকিত হইয়া।
চিত্র-পুতলী যেন রহে কোলে লৈয়া॥
তবে স্থির হৈয়া পুন হাতে মুখ মাজে।
কাঁপয়ে সর্ব্বাঙ্গ স্নেহ পরিপূর্ণ কাজে॥
ঈশ্বরের নামে মন্ত্র পড়ে হস্ত দিয়া।
নৃসিংহ-বীজ-বন্ধ মণি গলে বান্ধে লৈয়া॥
পৃথিবী আকাশ আর দশ দিগ পথে।
নৃসিংহ তোমারে রক্ষা করু ভাল মতে॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল হৈয়া পুন আইস গৃহে।
নন্দের বিকলি কথা এ মাধব কহে॥৯৭॥২৪৮৯॥

মায়ূর।

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী-নেহ।
গোধন সঙ্গে বিজয় করু নিজসুতে
কি করব নাহিক থেহ॥ ধ্রু॥
ইতি পদমত্র জ্ঞেয়ং॥৯৮॥২৪৯০॥

কল্যাণী।

বলরামের কর লৈয়া গোপালেরে সমর্পিয়া
পুন পুন বলে নন্দরাণী।
এই নিবেদন তোরে না যাবে কালিন্দী-তীরে
সাবধান মোর নীলমণি॥
রামেরে লইয়া কোরে সিঞ্চয়ে আঁখির নীরে
পুন পুন চুম্বে মুখখানি॥

সবার অগ্রজ তুমি তোরে কি শিখাব আমি
বাপ মোর যাইয়ে নিছনি।
বলাই রাণীর পায় পুন পরণাম করে
পুন পুন রাণী কোলে করে॥
যাইতে না পারে বনে বান্ধিল রাণীর প্রেমে
কহে রাম গদগদ স্বরে॥
কিছু ভয় নাহি মনে ঘর যাই দুই জনে
সকালে খাইবা অন্ন-পানে।
সংবাদ পাইলে তবে আমরা খাইব সবে
শেখর কহয়ে সাবধানে॥৯৯॥২৮৯১॥

তথা রাগ।

যবহুঁ বিজয় করু কান। বায়ই বেণু নিসান॥
ঐছন ভেল ব্রজ মাহ। ধন-জীবন বন যাহ॥
কি কহব ব্রজ-জন-লেহ। কোই না বান্ধই থেহ॥
বাল বৃদ্ধ নর নারী। চিত-পুতলী জনু থারি॥
সবহুঁ নয়ানে বহ লোর। গমন-বিরহে সব ভোর॥
সখী সহ হেরইতে রাই। আকুল কূল না পাই॥
পুলকে পূরল সব গায়। থর থর কম্পন পায়॥
চন্দ্রাবলী সখী মেলি। শ্যাম লইয়া তঁহি গেলি॥
যূথে যূথে ব্রজ-নারী। দূরেহি দূরে রহু থারি॥
যব বন চলল মুরারি। তবহিঁ পড়ল তনু ঢারি॥
নিজ নিজ সহচরী মেলি। মন্দিরে লেই চলি গেলি॥
বিরহ-পয়োনিধি মাহ। ডুবল মাধব তাহ॥১০০॥২৮৯২॥

ভাটিয়ারি।

দণ্ডবৎ হৈয়া মায় সাজিল যাদব রায়
সঙ্গহি রঙ্গিয়া রাখাল।
বরজে পড়িল ধ্বনি শিঙ্গা-বেণু-রব শুনি
আগে ধায় গোধনের পাল॥

নাচিতে নাচিতে যায় নূপুর পঞ্চম গায়
পাঁচনী ফিরায় শিশুগণে।
হৈ হৈ রাখাল বলে শুনি সুখ সুরকুলে
গোপী বলে নাথ যায় বনে॥১০১॥২৪৯৩॥

তথা রাগ।

জননী বিদায় করি গোঠেরে চলিলা হরি
কহয়ে শুনহ ওহে ভাই।
না যাইব কোন মাঠে চল সবে গিরি-তটে
হাঁকারিয়া দেহ সব গাই॥

গোবিন্দ-কুণ্ডের জল মনোহর সুশীতল
তৃণ সব আছে সুকোমল।
তাহে ধেনু নিয়োজিয়া খেলিব বুলিব যাঞা
কেমন দেখিব গিরি-তল॥

শুনিয়া বলাই সুখে শিঙ্গা দিয়া চাঁদ-মুখে
ধবলী শাঙলী বলি ডাকে।
পিশলী কজ্জলী মণি বলি ডাকে গুণ-মণি
ধেনু সব চালাইল হাকে॥

কেহো নাচে কেহো গায়, কেহো সব পাছে ধায়
ঘাঁগর নূপুর কার শুনি ।
তরুণ তর্ণক যত তারা ভেল উনমত
ধায় সব শুনিয়া সে ধ্বনি ॥
ঊর্দ্ধ কর্ণ ঊর্দ্ধ পুচ্ছ ঘূর্ণিত নয়ানে বৎস
ধাইয়া পশিলা গোবর্দ্ধনে ।
রাম দামোদর সঙ্গে যায় শিশু সেই রঙ্গে
ধেনু ফিরাইল জনে জনে ॥
রাম কহে ওরে ভাই এখানে চরুক গাই
আইস সবাই করি খেলা ।
তৃণে নিয়োজিয়া ধেনু, খেলা খেলে রাম কানু
সকল রাখাল লৈয়া মেলা ॥১০২॥২৪৯৪॥

তথা রাগ ।

নিভৃতে সুবল কথা কানাইয়ে কহে ।
গিরি-তটে ধেনু বৎস কভু ভাল নহে ॥
রাইয়ের সরসী-কূল ইহার নিকটে ।
কি জানি বা কোন শিশু তাহাঁ যাই উঠে ॥
এতেক যুগতি করি বুঝিয়া কানাই ।
কহে সবে চল যমুনার তীরে যাই ॥
দেখিব কেমন শোভা যমুনার তীর ।
অঞ্জলি পূরিয়া খাব সুশীতল নীর ॥
এতেক বচন কহি রাখালের সাথে ।
গোধন চালাঞা দিল যমুনার পথে ॥

কহয়ে মাধব শোভা দেখিতে সুন্দর।
আইলা যমুনা-তীরে রাম দামোদর ॥১০৩॥২৪৯৫॥

ধানশী।

সবহুঁ মিলতি যমুনা-তীর
অঞ্জলি পুরি পিয়ত নীর
বৈঠল তঁহি তরুক ছায়
বীচ নন্দ-নন্দনা।
কুন্দ-কলিকা-কলিত-চূড়ে
মন্দ পবনে বরিহা উড়ে
কটি-তটে কিয়ে পীত বসন
বাহে শোভিত কঙ্কণা ॥
হসিত-ললিত বদন-ইন্দু
অলপে উপজে ঘরম-বিন্দু
লোল নয়ন-কমল যুগল
তাহে ললিত অঞ্জনা।
নখর উজোর যৈছন চন্দ্র
চকোরনিকর লাগল দ্বন্দ্ব
লুবধ হেরি চরণ ঘেরি
সঘনে করত চুম্বনা ॥
অরুণ অধরে পূরত বেণু
ঘনাইয়া ঘেরত সবহুঁ ধেনু
সহজে সুন্দরী বিরহে ভোর
দূরে বরজ-অঙ্গনা ॥

শুনি শুনি গোপী হয়ল বোল
ভাবে অবশ চিত বিভোর
রহি রহি রহি চমকি উঠত
থরহি থরই কম্পনা।
অনেক যতনে চেতন পাই
চললি যাঁহা সুন্দরী রাই
ফেরি হেরত ঘেরি বেরি
ঐছন মনোরঞ্জনা॥
দাস প্রসাদ করত আশ
অমিয়া অধিক মধুর ভাষ
শুনি তিরপিত নয়ন-সুখ
তাপ-নিকর-ভঞ্জনা॥১০৪॥২৪৯৬॥

ধানশী।

গোধন সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরই যমুনাক তীর।
দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল
গোপ গোয়াল সঙ্গে বলবীর॥
ইতি পদমত্র জ্ঞেয়ং॥১০৫॥২৪৯৭॥

ধানশী।

সব ধেনুগণ লৈয়া গোপনে নিয়োজিয়া
সবারে করিল সাবধান।
দাদার নিকটে যাঞা বিনয়ে বিদায় হৈয়া
বন-শোভা দেখিবারে কান॥

কানু কহে ওরে ভাই খেল সবে এই ঠাঞি
আমি আসি কানন দেখিয়া।
থাকিবে দাদার কাছে কেহ কোথা যাও পাছে
গিলিবে অসুরে সবে লৈয়া ॥
শিশু পশু নিয়োজিয়া সুবল বটুরে লইয়া
বাহির হইলা নটরায়।
রাইয়ের সরসী-কূলে আইলা কদম্ব-তলে
সময়ে শেখর রস গায় ॥১০৬॥২৪৯৮॥

সারঙ্গ।

আন ছল করি সুবল-করে ধরি
গমন করল বন মাহি।
তরু তরু হেরি কুসুম তহিঁ তোড়ই
যতনহি হার বনাই।
মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর।
সুন্দরী মনে করি ভাবই পথ হেরি
আকুল মন নহে থির ॥
নব নব পল্লবে শেজ বিছায়ল
নব কিশলয় তহিঁ রাখি।
কুঙ্কুম গোরি চিত ভেল আকুল
হেরইতে থির থির আঁখি ॥
তৈখণে মদন দ্বিগুণ তনু দগধল
জয় জয় শ্যামর-চন্দ্র।
গোবিন্দ দাস পহুঁ সুবল করে ধরি
চর চর নয়ন-তরঙ্গ ॥১০৭॥২৪৯৯॥

মঙ্গল ।

কিবা সে কুণ্ডের শোভা, রাই-কানু-মনোলোভা
চারি দিগে শোভে চারি ঘাট ।
নানা মণি রত্ন-ছটা অপূর্ব্ব সোপান-ঘটা
স্ফটিক-মণিতে বান্ধা বাট ।।

প্রতি ঘাটে দুই পাশে মণির কুট্টিম আছে
রতন-মণ্ডপ তার মাঝে ।
বৃক্ষ চারা ঘাটে ঘাটে শোভে জল সুনিকটে
দুই দুই রত্ন-বেদী সাজে ।।

কুণ্ডের দক্ষিণ ভাগে চম্পকের তরু আগে
রতন-হিন্দোলা মণিময় ।
পূর্ব্বেতে কদম্ব-দোলা নানা মণি-রত্নশালা
বৃক্ষ-শ্রেণী পুষ্প বরিথয় ।।

পশ্চিমে রসাল-তরু তাহাতে হিন্দোলা চারু
উত্তরে বকুল রত্ন-দোলা ।
অষ্ট দিগে অষ্ট কুঞ্জ সখী নামে রসপুঞ্জ
যাহে রাধা-কানু-মন ভোলা ।।

চারি বর্ণ পদ্ম জলে তাহে মধুকর বুলে
কুমুদ কহ্লার শোভা করে ।
হংস সারস ডাকে ডাহুকিনী চক্রবাকে
ধ্বনি করে কানু-মন হরে ।।

সুবলের সনে কৃষ্ণ কুঞ্জ-শোভা দেখি তৃষ্ণ
রাধা লাগি করয়ে বিষাদে।
মোহন প্রবোধে তাই এখনি আসিবে রাই
যাইবে সকল পরমাদে ॥১০৮॥২৫০০॥

তথা রাগ।

কানুরে পাঠাইয়া বনে যশোদা বিষাদ মনে
আসিয়া রাধিকা করি কোরে।
দুখে আলুইছে গা মুখে না নিঃস্বরে রা
বসন ভিজিয়া গেল লোরে ॥

গদগদ স্বরে রাণী কহয়ে বিষাদ বাণী
ধরিয়া রাধার দুটি করে।
কৃত্তিকা সমান হেন আমারে জানিবা তেন
সে ঘর এ ঘর সব তোরে ॥

কি আর করিব সাধ সকলে পড়িবে বাদ
দিনেক রাখিতে নারি তোমা।
এমনি বিষম লোক জীয়ন্তে পাড়য়ে পোক
তিলেক নাহিক কার ক্ষেমা ॥

বিবিধ মোদক রাণী রাইয়ের আঁচলে আনি
দিলা কত যতন করিয়া।
ফুকার করিয়া কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
ধারা বহে মু বুক বাহিয়া ॥

রাণীর করুণা শুনি পাষাণ গলয়ে জানি
সখীগণ কান্দিয়া বেথিত।
শেখর সময় জানি থির কৈল নন্দরাণী
কহে রাই চলহ তুরিত ॥১০৯॥২৫০১॥

তথা রাগ।

কুন্দলতা সনে কথা কহে নন্দরাণী।
রাইয়েরে লইয়া বাছা চলহ আপনি ॥
যতন করিয়া বধূ সোঁপিবে তাহারে।
কহিবে সকল কথা বিনয় বেভারে ॥
জটিলা তোমারে বড় করে পরতীত।
বুঝিয়া কহিবে সব যে হয় উচিত ॥
রাধিকা আমার যেন নিতি আইসে যায়।
ললিতা বিশাখা বাছা থাকিবা সদায় ॥
বিদায় করিতে নারে কান্দয়ে করুণে।
মুখানি ধরিয়া চুম্ব দেয় ঘনে ঘনে ॥
স্তন-ক্ষীর-ধারে অঙ্গ করয়ে সিঞ্চন।
ক্রমে ক্রমে লালন করিলা সখীগণ ॥
রাণীর চরণ-ধূলি সবে লইল শিরে।
নন্দের মহল হৈতে হইল বাহিরে ॥
শেখর কহয়ে হিয়া সম্বরিতে নারে।
পাছু পাছু গমন করিলা কত দূরে ॥১১০॥২৫০২॥

ধানশী।

কলাবতী-কৌশল কহনে না যায়।
প্রণতি করল পুন যশোমতী পায় ॥

অনুমতি মাগই অনুনয় করই।
ব্রজপতি-দম্পতী অনিমিখে রহই॥
গদগদ শবদে না ফুরয়ে বাণী।
গরগর অন্তর পুন ধরু পাণি॥
তুহুঁ অতি গুণমণি করহ পয়ান।
আন্ধল ভৈ গেল হামারি নয়ান॥
আকুলে অনুসরি আওলি দূর॥
কাতরে কমলিনী কহয়ে মধুর॥
মিনতি করিয়া ধনী রাণী বাহুড়াই।
কহ কবিশেখর বড় চতুরাই॥১১১॥২৫০৩॥

শ্রীরাগ।

সখী সাথে চলে পথে রাই বিনোদিনী।
বিষাদে ব্যাকুল হৈয়া কহয়ে কাহিনী॥
এ নারী-জনমে হাম কৈল কত পাপ।
সেই ফলে সদাই পাইয়ে মনস্তাপ॥
ননদিনী কুবাদিনী প্রতি বলে ভাজে।
শাশুড়ী সঘনে মোরে আঁখি ঠারে তাজে॥
স্বামী সোহাগে কভু না ডাকিল মোরে।
নিশ্বাস ছাড়িতে নারি দেবরের ডরে॥
পোড়া সে পাড়ার লোক দেখিয়া ডরাই।
আপনা বলিয়া বলে হেন কেউ নাই॥
পরাধীন হৈয়া প্রেম কৈনু পর সনে।
জানিয়া শুনিয়া ঝাঁপ দিয়াছি আগুনে॥

এ কবি শেখর কয় না করিহ ভয়।
গোপনে ভুঞ্জিবে সুখ না ভাবিহ পর ॥১১২॥২৫০৪॥

ধানশী।

গ্রামহি যাবট যৈছন পাবক
তৈছন সব জন রীত।
পর-চরচা বিনে আনহি নাহি জানে
না বুঝিয়ে কৈছন রীত ॥

সখি হে ইহ কুলে ইহ বেবহার।
কুটিল কুমতি জন পিশুন-পরায়ণ
নিন্দুক গলে ধরু হার ॥ধ্রু॥

নিজ নিজ যশ গুণ ঘোষয়ে পুন পুন
কেহু কাহু হিত না মানে ॥
হামারি করম-ফলে বিহি বান্ধি হাতে গলে
সোঁপল তাকর থানে ॥

জনমে জনমে কত পাপ কৈনু শত শত
সে সব ভেল আগুসার।
জনমিয়া ইহ পুরী মানুষ-আকার ধরি
জীবন ধরই হামার ॥

নারী জনম করি কিয়ে বিহি সিরজিল
তাহে পুন কুলবতী-বাদ।
তাহে রূপ যৌবন এক নহে উন
আর নহে প্রেমক সাধ।

পায়ে পায়ে সঙ্কট যৈছন কণ্টক
কৈছে নিভয়ে নাহি জান ।
ঐছন কো হয়ে আপন জানি মোহে
দুই দিগে রাখয়ে সমান ॥

পহিলে জানিতুঁ সব ইহ দুখ পাওব
তব কাঁহে করব সু লেহ ।
রায় শেখর-বাণী ভবন চলহ ধনি
কাঁহে এত করহ সন্দেহ ॥১১৩॥২৫০৫॥

তথা রাগ ।

ধনী কুন্দলতা বিশাখা ললিতা
রাইয়েরে আনিল ঘরে ।
রাধিকা রতন করিয়া যতন
সোঁপলি জটিলা-করে ॥

বিবিধ ভূষণ বিচিত্র বসন
দেখিয়া বধূর অঙ্গে ।
সাদরে আদর করিয়া সবায়
বসায়লি নিজ সঙ্গে ॥

শুন কুন্দলতা কহি সব কথা
যশোদা আমার ঝি ।
এ ঘর সে ঘর সকলি তাহার
নিশ্চয় করিয়াছি ॥

না দেখি নয়নে না শুনি শ্রবণে
বসিলে উঠিতে নারি।
শরীর অচল সদাই বিকল
না জানি কখন মরি ॥
দেবতা-আশিসে থাকুক হরিষে
কোলের কোঙর লৈয়া।
গোধন-পালন করুন সঘন
জনম-আইয়তি হৈয়া ॥
শুনিয়া উত্তর শেখর চতুর
বিনয়ে কহয়ে বাণী।
তোমার বচন চরিত চলন
সদাই জপয়ে রাণী ।১১৪॥২৫০৬॥

ভূপালী।

চতুর রঙ্গিণী রাই সখীগণ সঙ্গ।
যুগতি করিয়া করে বুড়ীর সনে রঙ্গ ॥
অবনত হইয়া বসিলা তার কাছে।
বধূরে বিরস দেখি বুড়ী ঘন পুছে ॥
আজি কেনে তোমারে এমন পারা দেখি।
বদন অরুণ আর ছল ছল আঁখি ॥
কেবা কি বলিল তোরে কেনে বা এমন।
আমার শপতি লাগে কহিবে এখন ॥
শাশুড়ী-বচন শুনি কহে বিনোদিনী।
আপন করম-ভোগ ভুঞ্জিয়ে আপনি ॥

কে মোর আপন বটে কাহারে কহিব।
যে যত কহয়ে তাহা সকলি সহিব ॥
সহজে চক্ষের বালি হৈয়াছি সবার।
এমন পাড়ার লোক করয়ে বাকার ॥
আপন মাথার কেশ না পারি বান্ধিতে।
তাহে পর ঘর যাই রন্ধন করিতে।
বড়ুর বহুরী আমি বড়ুর ঝিয়ারী।
কুল-বধু তাহে কথা সহিতে না পারি ॥
শেখর সরস করি রাইয়েরে বুঝায়।
এ বোল বলিতে ধনি তোরে না জুয়ায় ॥১১৫॥২৫০৭॥

সুহিনী।

জটিলা ভুলিলা রাইয়ের বোলে। প্রবোধে বধূরে লইয়া কোলে ॥
কি বোল বলিলা রাজার ঝি। যশোদা শুনিলে বলিবে কি ॥
কত না আদর করয়ে মোরে। বিবিধ ভূষণে ভূষিল তোরে ॥
তোমারে বাছনি বলিব কি। জানিবা যশোদা আমার ঝি ॥
কি ধন নাহিক তাহার ঘরে। কতেক রান্ধনী রাখিতে পারে ॥
তাহায় আমায় একই ঘর। তারা কি জানিয়ে আপন পর ॥
গণকে গণিয়া কহিল তারে। তোর হাতে খাইলে প্রমায়ু বাড়ে ॥
বর দিল তাহে দুর্ব্বাসা মুনি। তোমার রন্ধন অমৃত জিনি ॥
যে খায় সে হয় অজরামরে। এই লাগি তোরে যতন করে ॥
যদি বিহি তোহে এমতি কৈল। এ সব আমার ভাগ্যের ফল ॥
আপনার ঘরে করিবে কাজ। তাহাতে তোমার কিসের লাজ ॥
যে জন ইহাতে কহিবে কথা। মাথার উপরে হৈয়াছে মাথা ॥

ও মোর জননি তোলহ মুখ। আন শুনিলে পাইবে দুখ॥
বসিবা যাইয়া যশোদা কাছে। শেখর সঙ্গতি কি ভয় আছে॥

১১৬॥২৫০৮॥

তথা রাগ।

বুঝাঞা বধূরে কহয়ে সত্বরে
দেব পূজিবার তরে।
ক্ষণেক শয়ন কর সব জন
অলস করহ দূরে॥

পূজন সাজন কর সব জন
তাহাতে স্বরয পূজি।
কর্পূর চন্দন বিবিধ পক্কান্ন
পাঁচ ফুলে ভর সাজি॥

দেবতা-ভবনে থাকিবে যতনে
লইয়া আপন সখী।
পূজন লাগিয়া যতন করিয়া
বটুরে আনিবে ডাকি॥

জটিলা-বচনে সব সখীগণে
শয়ন করিলা আসি।
রাইয়েরে বাখানে সব সখীগণে
শেখর বাখানে হাসি॥ ১১৭॥ ২৫০৯॥

তথা রাগ।

রাধিকা রূপসী লইয়া তুলসী
কহয়ে মধুর কথা।
কাননে গমন করহ এখন
নাগর শেখর যথা॥

সময় বুঝিয়া সরস হইয়া
মিলিবে নাগর কান।
চতুর নিকটে কহিবা কপটে
রাখিবা আপন মান॥

উলসি তুলসী মনেতে হরষি
চলিলা রাইয়ের বোলে।
তাম্বূল কর্পূর লৈয়া ফুল-হার
মিলিলা সরসী-কূলে॥

দেখিয়া তুলসী নাগর উলসি
যতনে বসাই কাছে।
আপন আকুলি কহিয়া সকলি
রাইয়ের গমন পুছে॥

এ ধনি চতুরি না কর চাতুরী
আমার শপতি তোরে।
রাধার কুশল কহিয়া সকল
শীতল করহ মোরে॥

সে যে বিনোদিনী দিবস রজনী
অন্তরে খেলয়ে মোর ।
শুতিলে স্বপনে দেখিয়ে সে জনে
শপতি করিয়ে তোর ॥ ১১৮ ॥ ২৫১০ ॥

শ্রীরাগ ।

নিজ-গৃহে সখী সঙ্গে রসবতী রাই ।
কানু-অনুরাগ বাড়য়ে অধিকাই ॥
সখী-পথ নিরখিতে আকুল ভেল ।
বিরহক তাপে তাপিত ভৈ গেল ॥
অতি উতকণ্ঠিত গদ গদ বোল ।
বিশাখারে আবেশে করে নিজ কোর ॥
সকল ইন্দ্রিয় ক্ষোভি কহে বিশাখারে ।
এ যদু নন্দন কহে অনুরাগ ভরে ॥১১৯॥২৫১১॥

সুহই ।

সৌন্দর্য্য-অমৃত-সিন্ধু তাহার তরঙ্গ-বিন্দু
ললনার চিত্তাদ্রি ডুবায় ।
কৃষ্ণের যে নর্ম্ম-কথা সুধু সুধাময় গাথা
তরুণীর কর্ণ নদী তায় ॥
সখি হে কি করি উপায় ।
কৃষ্ণের মাধুরী-ছান্দে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে বান্ধে
বলে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষয় ॥

নবাম্বুদ জিনি দ্যুতি বসন বিজুরী ভাতি
ত্রিভঙ্গিম রম্য বেশ তায়।
মুখ জিনি পদ্ম চাঁদ নয়ন-কমল ফাঁদ
মোর দিঠি-আরতি বাড়ায়॥
মেঘ জিনি কণ্ঠ-ধ্বনি তাহে নূপুর কিঙ্কিণী
মুরলী-মধুর-ধ্বনি তায়॥
সনর্ম্ম বচন-ভাতি রমাদির মোহে মতি
কৃষ্ণ-স্পৃহা তাহাতে বাড়ায়॥
কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ মৃগমদ করে অন্ধ
কুঙ্কুম চন্দন দিল তায়।
অগুরু কর্পূর তাতে যাহাতে যুবতী মাতে
তাহে মোর নাসা আকর্ষয়॥
বক্ষ-স্থল পরিসর ইন্দ্রনীল-মণিবর
কপাট জিনিয়া তার শোভা।
দুবাহু অর্গল-ছন্দ কোটীন্দু-শীতল অঙ্গ
সেই হয় মোর বক্ষ লোভা॥
কৃষ্ণাধরামৃতময় যার হয় ভাগ্যোদয়
তার লব সেই জন পায়।
কৃষ্ণ-চর্ব্য পাণ-শেষ জিনিয়া অমৃত-লেশ
তাহে মোর জিহ্বা আকর্ষয়॥
রাধার উৎকণ্ঠা-বাণী বিশাখা যে তাহা শুনি
কৃষ্ণ-সঙ্গ উপায় চিন্তিতে।
হেন কালে শুভ কথা তুলসী আইলা তথা
পুষ্প-গুঞ্জা-মালার সহিতে॥

কৃষ্ণ-মাল্য পূজা লৈয়া তুলসী হরিষ হৈয়া
আইল অতি তুরিত-গমনে।
তারে প্রফুল্লিতা দেখি রাই হৈলা মহাসুখী
কহে দাস ত্ত যত্নুনন্দনে॥১২০।২৫১২॥

তথা রাগ।

তুলসী আসিয়া সব সমাচার কহে।
শুনি সুবদনী অতি হরষিত হয়ে॥
রাই-কণ্ঠে গুঞ্জামালা দিলেন ললিতা।
চম্পক-যুগল দুই কর্ণাবতংসিতা॥১২১॥২৫১৩॥

ইতি অষ্টকালীয়-লীলা-মধ্যে পূর্ব্বাহ্নলীলা।

অথ মধ্যাহ্ন-লীলা।

তত্রাভিসারঃ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

তুড়ী।

হেম সঞে অতি গোরা সুমধুর হাস থোরা
জগ-জন-নয়ন-আনন্দ।
পিরীতি-মূরতি কিয়ে রূপ স্বরূপ-ধর
ঐছন প্রতি অঙ্গ-বন্ধ॥
আজু কিয়ে নবদ্বীপ-চন্দ্র।
কামিনী-কাম- কলিত তনু মাধব
গতি অনু গজ জিনি মন্দ॥

মাঝ-দিনহি পুন বসন-আবৃত তনু
কহতহি পূজব সূর।
পুলককদম্ব ঘাম স্বর-ভঙ্গ অনুপাম
নয়নহি জল পরিপূর ॥

বামহি ভুজহি বসনে মুখ ঝাঁপই
বাম নয়নে ঘন চায়।
রাধামোহন দাস চিতে অভিলাষই
সোই চরণ জনু পায় ॥ ১২২ ॥ ২৫১৪ ॥

ভূপালী।

কানুক দরশন ভেল। সহচরী তুরিতহি গেল ॥
কানু-কথন শুনি ভোরি। বেশ বনায়লি গোরী ॥
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গ। বসন ভূষণ পরি অঙ্গ ॥
নব নব নাগরী বালা। যৈছন চান্দকি মালা ॥
বাওত কত কত তানে। কত রস করতহি গানে ॥
রসিক রমণী রস ভাষ। সঙ্গে চলু গোবিন্দ দাস ॥
১২৩ ॥ ২৫১৫ ॥

ধানশী।

তুলসী-বচনে সব সখীগণে
দেবী পূজিবার তরে।
বিধি-অগোচর নানা উপহার
পূজন-ভাজন ভরে ॥

চিনি ফেণী কলা মাখন রসালা
রেউরী কদম্ব তিলা।
পুরি পুয়া খাজা পেড়া সরভাজা
রাধিকা করিয়াছিলা ॥
অমৃতকেলিকা আদি সে লড্ডুকা
সঘৃত মুদগ ঝুরি।
দেবতা-পূজনে করিয়া যতনে
শাকরা মিঠিরি থেরি ॥
অগোর চন্দন ভরিলা ভাজন
সুগন্ধি ফুলের মালা।
অতুল অমূল কর্পূর তাম্বূল
সাজল সকল ডালা ॥
সঙ্গিনী রঙ্গিণী রূপ-তরঙ্গিণী
বসিয়া মন্দির মাঝে।
মদন-মোহন মোহিতে যতন
করিলা রাইক সাজে ॥
সবারে সত্বর করিলা শেখর
দেখিয়া উছর বেলা।
জটিলা-চরণ করিয়া বন্দন
চলিলা সকল বালা ॥১২৪॥২৫১৬॥

তথা রাগ।

হেম-জ্যোতি বরততী তমালের গায়।
তাহা দেখি তরল আঁখি বক্র করি চায় ॥

চন্দ্র-মুখী ডাকি সখী বলে দেখ কি।
কানু কোলে করি খেলে কোন রাজার ঝি॥
মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর।
পর পুরুষে রস বরিষে ছাড়িতে নারে ভর॥
পরের বোলে যে জন ভোলে কি বলিব তারে।
চড়ি গাছে ভ্রুকুটি নাচে জিউ হারাবার তরে॥
শেখর রুষি কহে হাসি ধনী অগেয়ান।
তমাল কোলে লতা দোলে আনে কহে আন॥

১২৫॥ ২৫১৭॥

ভাটিয়ারি।

কাননে কাতর কুলবতী রাই।
চকিত-নয়ানে ঘন দশ দিশ চাই॥
কোকিল-কলরবে বিকল পরাণ।
গুণি গুণি ভাবিনী ভেল নিদান॥
উষসি উষসি খসি খসি পড় লোর।
গদ গদ কণ্ঠ-শবদ ঘন ঘোর॥
ঐছন আয়লি তপনক গেহ।
পূজা-উপহার তঁহি রাখলি কেহ॥
তহিঁ পরণাম করি বৈঠলি ধন্দ।
সখীগণ কৌতুক করু নানা ছন্দ॥
উতপত দেয়ই দীর্ঘ নিশ্বাস।
ক্ষণে রোদন করু ক্ষণে করু হাস॥
কহে কবিশেখর শুন সুকুমারি।
কাঁহে লাগি কাতর মিলব মুরারি॥১২৬॥২৫১৮॥

সুহই ।

কুসুমিত কুঞ্জহি কাতর কান ।
কামিনী লাগি কত করু অনুমান ॥
কি করিব কহ মোরে সুবল সাঙ্গাতি ।
কলাবতী কাঁহে অবধি করু আঁতি ॥
দারুণ গুরুজন কিয়ে করু বাধা ।
কিয়ে লাগি মানিনী ভৈ গেল রাধা ॥
তপনক তাপে কিয়ে চলই না পার ।
গুরুয়া নিতম্ব পীন কুচ-যুগ ভার ॥
স্বজন সহিতে কিয়ে বাড়ল লেহ ।
ইথে কিয়ে ধনী নাহি তেজল গেহ ॥
বিপদ সম্পদ কিয়ে বুঝই না পারি ।
কৈছনে বঞ্চয়ে সো সুকুমারী ॥
বোধি সুবল কহে শুন গুণবন্ত ।
শেখর সহ ধনী মিলব নিতান্ত ॥১২৭॥২৫১৯॥

সুহই ।

বিরা বৃন্দাদেবী তবে তথায় আইলা ।
রাইকে বিরস দেখি কহিতে লাগিলা ॥
কহ ধনি কাঁহে লাগি মলিন বয়ান ।
কুণ্ডক তীরে মিলহ বর কান ॥
শুনি উলসিত ধনী দুখ গেল দূর ।
তবহিঁ ভকতি করি প্রণমিল সুর ॥

গজবর-গমনে চললি ধনী রাই ।
কুণ্ডক তীরে মিলল তব যাই ॥
সহচরীগণ লেই তোড়ই ফুল ।
মাধব কহ বিধি ভেল অনুকূল ॥১২৮॥২৫২০॥

ভাটিয়ারি ।

বিরা বৃন্দা তথি আনি রসবতী
কানুর নিকটে যায় ।
মাধব মাধবী- লতায় বসিয়া
দূরেতে দেখিতে পায় ॥

দেখি বিরা বৃন্দা সুবল সানন্দা
এ মধুমঙ্গল হাসে ।
মদনমোহন পাওল চেতন
সুখের সাগরে ভাসে ॥

দোহাঁরে লইয়া আদর করিয়া
বৈসায় আপন কাছে ।
রাইয়ের কুশল কহত সকল
সজল নয়নে পুছে ॥

বিরা কহে কান কর অবধান
কি পুছ তাহার তরে ।
রাইর স্বজন করিয়া ভৎসন
বসাইয়া রাখিল ঘরে ॥

শুনিতে কাহিনী কি হৈল না জানি
বিষাদে নাগর ভোর।
বিরায় বদন নিরখি সঘন
নয়নে ভরল লোর॥

তবহি সত্বর আসিয়া শেখর
কহয়ে নাগররাজে।
রমণী-মোহন না তোলে বদন
বাড়ল অধিক লাজে॥১২৯॥২৫২১॥

তথা রাগ।

বৃন্দা কহে কান কর অবধান
নাগরী সরসী-কূলে।
দেবতা পূজনে আনিনু যতনে
দেখহ বকুল-মূলে॥

হের দেখ আর কুরঙ্গ তোমার
মিলল রঙ্গিণী সঙ্গ।
তাণ্ডবী দেখিয়া তাণ্ডব ছুটল
উঠল মদন-রঙ্গ॥

চকোর আসিয়া চকোরী মিলল
শারিকা মিলল শুক।
নাগর যাইয়া নাগরী মিলহ
ঘুচাও মনের দুখ॥

বিরা বৃন্দা তথি করিয়া যুগতি
সুবলে মঙ্গলে লৈয়া।
কানন-লতায়ে লুকাই রাখয়ে
মাধব-ইঙ্গিত পাঞা॥
কারণ কহিয়া লুকাঞা রাখিয়া
কানন-দেবতী যায়।
মাধবী মাধব মিলন দেখিয়া
হাসয়ে শেখর রায়॥১৩০॥২৫২২॥

ধানশী।

দূরহি দূরে হেরি দোহেঁ দোহাঁ হেরি।
চিনই না পারয়ে পুন পুন বেড়ি॥
কিয়ে অপরূপ দুহুঁ লখই না পারি।
চিত-পুতলী জনু দুহুঁ রহু থারি॥
ক্ষণে অনিমিখ ক্ষণে সনিমিখ হোই।
হেরইতে যতনে লখই নাহি কোই॥
সহচরীগণ হাসি দেখি দুহুঁ রঙ্গ।
মাধব কহ ইহ প্রেম-তরঙ্গ॥১৩১॥২৫২৩॥

মঙ্গল।

কিয়ে কান্তি-দৈবত তারুণ্য-রসামৃত
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমতী।
কিবা সে লাবণ্য-সার তনু কৈল অঙ্গীকার
সর্ব্বগুণ কিবা গুণবতী॥

কিয়ে হেরি অদভুত রূপ।
মধুর মধুর প্রীত কিবা হৈল উপনীত
কিবা এই রসময় কূপ ॥
কি আনন্দ-তরঙ্গিণী কিবা সুধা-সুরধুনী
প্রকট হইলা সুখময়।
এ নেত্র-চকোর-চন্দ্র নাসা-ভৃঙ্গ-পদ্মবৃন্দ
জিহ্বা-কোকিল-আম্র-চয় ॥
ফলিল মোর ভাগ্য-শাখী তেঞি সে প্রত্যক্ষ দেখি
সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণের দয়িতা।
এ রাধামোহন কহে রাই আসি মিলয়ে
রূপ-সিন্ধু গড়িল বিধাতা ॥১৩২॥২৫২৪॥

তথা রাগ।

দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল মন্দ।
রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ্র ॥
চিত-পুতলী জনু রহু দুহুঁ দেহ।
না জানিয়ে প্রেম কেমন অছু লেহ ॥
এ সখি দেখ দেখি দুহুঁক বিচার।
ঠামহি কোই লখই নাহি পার ॥
ধনী কহে কাননময় দেখি শ্যাম।
সো কিয়ে গুণ মঝু পরিণাম ॥
চমকি চমকি দেখি নাগর কান।
প্রতিতরু-তলে দেখি রাই সমান ॥
দোঁহে দোঁহে যবহুঁ নিচয় করি জান।
দুহুঁক হৃদয়ে পৈঠল প্রেম-বাণ ॥১৩৩॥২৫২৫॥

পঠমঞ্জরী ।

দরশনে নয়নে নয়নে বহে লোর ।
আপদ মস্তক দুহুঁ পুলকে আগোর ।
সজনি হের দেখ প্রেম-তরঙ্গ ।
কত কত ভাবে থকিত ভেল অঙ্গ ॥
দুহুঁ কর দেহে ঘাম বহি যাত ।
গদ গদ কাহুঁক না নিকসয়ে বাত ॥
দুহুঁ জন কম্পন হেরি লাগে ধন্দ ।
রাধামোহন হেরি পরম আনন্দ ॥১৩৪।২৫২৬॥

তুড়ী ।

দুহুঁ পেম-গুরু ভেল শিষ্য তনু মন ।
শিখায় দোঁহারে নৃত্য অতি মনোরম ॥
চাপল্য ঔৎসুক্য হর্ষ ভাব-অলঙ্কার ।
দুহুঁ মন-শিষ্য পরে ভূষণের ভার ॥
সুজৃম্ভাদি উদ্ভাব সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ।
এই সব ভাব-ভূষা রাধায় অধিক ॥
অযত্নজ শোভা আদি সপ্ত অলঙ্কার ।
স্বভাবজ বিলাসাদি দশ পরকার ॥
ভাবাদি অঙ্গজ তিন সৌজন্য চকিত ।
দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত ॥
নানা ভাবে বিভূষিত কহনে না যায় ।
এ যদুনন্দন দাস বিস্তারিয়া গায় ॥১৩৫॥২৫২৭॥

সুরট ।

তোড়ইতে কুসুম চলল যব রাই ।
নাগর বাহু পসারল যাই ॥
সুবদনী গরবিনী হিয়ে অভিলাষ ।
ঝুটহি কান্দল তাহে মৃদু হাস ॥
অসূয়াদি ভাবে ভরল সব অঙ্গ ।
জলদ অরুণ দিঠি কতহুঁ বিভঙ্গ ॥
হেরয়ে কোই জানি ভয় ভেল তায় ।
ভাঙ্গ-বিভঙ্গ রোখে পুন চায় ॥
ইহ কিলকিঞ্চিত-ভূষিত গোরী ।
কানু পটাঞ্চলে ধরই বিভোরি ॥
পদ আধ চলই চলই নাহি পার ।
ইহ যদুনন্দন কহ রস সার ॥ ১৩৬॥২৫২৮।

পঠমঞ্জরী ।

সখীগণে চহুঁ লেই কুঞ্জহি গেল ।
কত রস কৌতুক কতহি হৈ গেল ॥
অতনু-যাগ তব রচইতে কান ।
কুন্দলতায়ে করু পুরোহিত-ভান ॥
যাগ-ভূমি ভেল শশি-মুখি-দেহ ।
পুরোহিত করি তব মণ্ডল থেহ ॥
রাইক উরোজ পরশ করু কান ।
নমো গণেশায় কহ মন্ত্র বিধান ॥

গণ্ডহিঁ গণ্ড পরশ পুনর্ব্বার ।
নমো দিনমণি করু মন্ত্র উচ্চার ॥
কুচ নীরিবন্ধ বদন তিন ঠাঞি ।
শিব শিব-মহিষী বিষ্ণু পূজ তাহি ॥
পঞ্চ দেব তবে পূজইতে কান ।
কোপে কমল-মুখী অরুণ নয়ান ॥
করিয়া ভ্রূ-ভঙ্গিম কুটিল নেহারি ।
কান্দন মাখি হাসি দেই গারি ॥
ললিতাদি আট আট দিকপাল ।
পূজইতে কানু পলায়ে সখী-জাল ॥
ভাল গণ্ড কুচ যুগল নয়ন ।
বদন অধর নবগ্রহ পূজ কান ॥
কুন্দলতাক শুনই অছু বোল ।
সখীগণ ভৎসন করু উতরোল ॥
ঐছন কত কত করয়ে বিলাস ।
যদুনন্দন রস-সায়রে ভাস ॥১৩৭॥২৫২৯॥

অথ হোলিদোলা ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা ।

বসন্ত রাগ ।

জয় জয় শচী-নন্দন বর রঙ্গী ।
বিবিধ বিনোদ- কলা কত কৌতুক
করতহি প্রেম-তরঙ্গী ॥

বিপুল-পুলক-কুল সঞ্চরু সব তনু
নয়নহিঁ আনন্দ-নীর ।
ভাবহিঁ কহত জিতল মঝু সখীকুল
শুন শুন গোকুল-বীর ॥
মৃদু মৃদু হাসি চলত কত ভঙ্গিম
করে জনু খেলন যন্ত্র ।
যুগলকিশোর বসন্তহি যৈছন
বিভানিত মনসিজ-তন্ত্র ॥
সো ইহ অপরূপ বিহরে নবদ্বীপ
জগদানন্দ বিলাসা ।
রাধামোহন দাস মূঢ়-চিত
সো নিজ গুণ পরকাশী ॥১৩৮॥২৫৩০॥

সারঙ্গ ।

বন মাহা কুসুম তোড়ি সব সখীগণ
সরস সমর করু তাহিঁ ।
মারত বদন নেহারি কুসুম-শর
শোহত সমরক মাহি ॥
কো কহু সমরক কেলি ।
নওল কিশোর নবীন নব নাগরী
ললিতা বিশাখা সখী মেলি ॥ধ্রু॥
মণিময় ভূষণ তনু তনু শোহন
ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজে ।
গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি
জিতল বিদগধ-রাজে ॥১৩৯॥২৫৩১॥

তথা রাগ।

সময় জানি তব কানন-দেবী।
ইঙ্গিতে বনহুঁ বসন্তহিঁ সেবি ॥
গন্ধ-চূর্ণ বহু আনল তাই।
সব সখীগণ দেখি লেওল যাই ॥
মণিময় কত শত পিচকারী আনি।
তাহে মিলায়ল মৃগমদ-পানী ॥
ভরি পিচকারী কানু তাহা নেল।
হেরইতে মাধব হরষিত ভেল ॥১৪০॥২৫৩২॥

তথা রাগ।

হোলির প্রকার যৈছে করে তৈছে লীলা।
বহু গন্ধ-চূর্ণ বস্ত্র-অঞ্চলে বান্ধিলা ॥
কিঙ্কিণী শৃঙ্খল দিয়া দৃঢ় বন্ধন কৈল।
কাম-উদ্দীপন গান আরম্ভ করিল ॥
সবে গন্ধ চূর্ণ দেই কৃষ্ণের উপরে।
পুষ্পের কন্দুকগণ কেহ কেহ ডারে ॥
মণিময় পিচকারী ধরি সখীগণে।
পুষ্প গন্ধ-জলে তাহা করিয়া পূরণে ॥
সবে মেলি সিঞ্চয়ে গোবিন্দ-কলেবর।
সুবল মঙ্গলমধু কৃষ্ণ-অনুচর ॥
খেলিতে খেলিতে সবে হইলা বিভোর।
কহয়ে মাধব অতি সুমধুর বোল ॥১৪১॥২৫৩৩॥

তথা রাগ।

গোবিন্দের বাম-অংসে ফুলধনু অবতংসে
তাহাতে ঘটনা পুষ্প-বাণ।
বাম হস্ত পদ-তলে মণি-পিচকারী ধরে
ভূষা পরে সোণা দশবান॥

সূক্ষ্ম শুক্ল বস্ত্র পরে তুন্দ-বন্ধে বংশী ধরে
পটুকা-অঞ্চলে গন্ধ-চূর্ণ।
পিচকারী-গন্ধ-জল উতারয়ে কান্তা পর
সবা সিক্ত কৈল যাঞা তূর্ণ॥

আশ্চর্য্য যন্ত্রের কথা শুন রসময় গাথা
এক মুখে নিকসয়ে ধারা।
বাহ্যে হয় শত-ধার আকাশে সহস্র-ধার
পড়িবার কালে লক্ষ পারা॥

কোটি ধারা হৈয়া পড়ে কান্তাগণের উপরে
সিঞ্চয়ে সবারে হেন মতে।
যত শিশি ভরা গন্ধ চূর্ণে রহু পরবন্ধ
তাহা কৃষ্ণ ডারে পৃথিবীতে॥

কূপী ভাঙ্গি গলি পরে গোপাঙ্গনা-অঙ্গ ভরে
সোই গোলি হৈয়া লক্ষগুণ।
কুঙ্কুমের কণা মাঝে মৃগমদ-বিন্দু সাজে
সবারে অঙ্গেতে নহে উন॥১৪২॥২৫৩৪॥

বসন্ত।

সহচরীগণ করে ধরি পিচকারি।
কানু-অঙ্গে দেই কুঙ্কুম-বারি॥
বহুবিধ গন্ধ-চূর্ণ করে নেল।
শ্যাম-অঙ্গে সব সখীগণে দেল॥
অনঙ্গ-রঙ্গিম গাওত গীত।
বায়ত ডম্ফ কানু-মনোনীত॥
কত কত রাগ তব্ করয়ে আলাপ।
গন্ধহি দশ দিশ সকল বেয়াপ॥
সুবল সখা লেই নাগর কান।
ঘুসৃণ-চূরণ দেই সবহুঁ নয়ান॥
সুবদনী হেরইতে গোকুল-বীর।
মৃগ-মদে সিঞ্চই সকল শরীর॥
ঐছন নিত্য নিত্য করয়ে বিলাস।
হেরি মাধব সুখ-সাগরে ভাস॥১৪৩॥২৫৩৫॥

অথান্দোলন-লীলা।

সারঙ্গ।

সুরধুনী-তীরে আজু গৌর কিশোর।
ঝুলন রঙ্গ-রসে পহু ভেল ভোর॥
বিবিধ কুসুমে সবে রচই হিন্দোল।
সব সহচরগণ আনন্দে বিভোর॥
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ।
তাহে কত উপজয়ে প্রেম-তরঙ্গ॥

মুকুন্দ মাধব বাসু হরিদাস মেলি।
গাওত পূরব রভস-রস-কেলি॥
নদীয়া নগরে কত ঐছে বিলাস।
রামানন্দ দাস করত সোই আশ॥১৪৪॥২৫৩৬

কামোদ।

রাধা-কুণ্ড-সন্নিধানে হর্ষ-বর্ষদ বনে
বকুল-কদম্ব-তরু-শ্রেণী।
বান্ধিয়াছে দুই ডালে রক্ত-পট্ট-ডোরি ভালে
মাঝে মাঝে মুকুতা খিচনি॥

পুষ্প-দল চূর্ণ করি সূক্ষ্মবস্ত্র মাঝে ভরি
সুকোমল তুলী নিরমিয়া
পাটার উপরে চড়ি ডুরি-বন্ধ কোণা [illegible]
কৃষ্ণ আগে উঠিলেন গিয়া॥

রাই-কর আকর্ষণ করি অতি হর্ষ মন
তুলিলেন হিন্দোল উপরি।
কর-পুটে আঁটি ডোরি দোলা-পাটে পদ ধরি
সমুখাসমুখি মুখ হেরি॥

হেন কালে সখীগণে করি নানা রাগ গানে
পুষ্পের আরতি দুহুঁ কৈল।
উদ্ধব দাস ভণে সবে কৈল নির্ম্মঞ্ছনে
অতিশয় আনন্দ বাড়িল॥১৪৫॥২৫৩৭॥

তথা রাগ।

যত সেবা-পরা সখী সুচতুরা
কি দিব উপমা তার।
অতি অনুরাগে মাথে বান্ধি পাগে
সাজয়ে বিবিধ হার॥
আনন্দে অতুল কর্পূর তাম্বূল
দিয়া মুখ পানে চায়।
হরষিত-চিতে দোলা দোলাইতে
ললিতা বিশাখা যায়॥
শাটীর অঞ্চল কটিতে বান্ধল
সুছান্দে কিঙ্কিণী দিয়া।
বক্র হৈয়া কাছে রহে আগে পাছে
দুই পদ আরোপিয়া॥
আর দুই সখী সময় নিরখি
হিন্দোলা বিশ্রাম স্থানে।
তাম্বূল-সম্পুটে লঞা করপুটে
এ দাস উদ্ধবে ভণে॥ ১৪৬॥ ২৫৩৮॥

জয়জয়ন্তী।

মনের আনন্দ সখী মন্দ মন্দ
ঝুলায়ত দুহুঁ সুখে।
বেগ-অবশেষে পাঞা অবকাশে
তাম্বূল দেয়ই মুখে॥

আর সখীগণ সুগন্ধি চন্দন
পরাগাদি লৈয়া করে।
নাগর-নাগরী- অঙ্গের উপরি
বরিখে আনন্দ-ভরে॥
কোন সখীগণ করয়ে নর্ত্তন
মোহন মৃদঙ্গ বায়।
বিবিধ যন্ত্রেতে রাগ তান তাতে
আলাপি সুস্বরে গায়॥
হেরিয়া বিহ্বল দেবনারীকুল
ঊর্দ্ধ পথে সবে রহে।
পুষ্প বরিষণ করে অনুক্ষণ
এ দাস উদ্ধবে কহে॥ ১৪৭॥ ২৫৩৯॥

সুরট।

হের দেখ না ঝুলন রঙ্গ।
মন্দ-বেগেতে দোলিতে দোলিতে
অলস দুহুঁক অঙ্গ॥
ঈষত মুদিত আধ উদিত
দুহুঁ ঢুলু ঢুলু আঁখি।
আধ বিকসিত কমলে যৈছন
মলিন ভ্রমর পাখী॥
ভৃত্ত-উদগতি- সৌরভে উমতি
অলিকুল তহিঁ আলি।
হেরি মুখ ভ্রম তেজ নীল হেম
কমল বিমল শশী॥

হিন্দোল উপরি   সুগীত-মাধুরী
উর্দ্ধপথে আচ্ছাদিয়া ।
ঝুলনার ঝোঁকে   অলি ঝাঁকে ঝাঁকে
সুস্বরে ফিরে ঘুরিয়া ॥
রাই-শ্যাম-অঙ্গ-   পরিমল সঙ্গ
মত্ত ভ্রমর ভুলি গেল ।
এ উদ্ধব ভণে   দেখি দুই জনে
আনন্দ অন্তর ভেল ॥ ১৪৮ ॥ ২৫৪০ ॥

মায়ূর ।

রাধা রাণী শ্যাম রস-রাজ ।
বৃন্দা-দেবী-   রচিত রাজ-আসন
রঙ্গ হিণ্ডোরক মাঝ ॥
বাজত কিঙ্কিণী   নূপুর সুমধুর
নটত হার মণিমাল ।
মধুকর-নিকর   রাগ জনু গায়ত
গুন গুন শবদ রসাল ॥
মাঝা করি কর   হেরই পরস্পর
দুহুঁ-জন হসিত বয়ান ।
দোলা-লম্বিত   কুসুম-পত্রযুত
শাখা বীজনক ভান ॥
দুহুঁ মন রীঝ   ভিজি রস বাদর
আদর কো করু ওর ।
উদ্ধব দাস   আশ করি হেরইতে
সখী সহ যুগল কিশোর ॥ ১৪৯ ॥ ২৫৪১ ॥

সিন্ধুড়া ।

দোলা অতিশয় বেগ নাহি দুহুঁ
নিজ নিজ পদযুগে চাপি ।
দুহুঁ কর ডারহিঁ ডোর ঝুলায়ত
গাওত মধুর আলাপি ॥
এক বেরি উধ উঠতহিঁ পুন অধ
থরতর চালয়ে দোল ।
দুহুঁ রূপ-মাধুরী হেরইতে সহচরী
পরমানন্দে বিভোল ॥
শ্যামর গোরী গোরী পুন শ্যামর
কবহুঁ উপর কভু হেট ।
অনুপম কান্তি কৌতুক সুবিথারল
দুহুঁক হার দুহুঁ ভেট ॥
রাইক মোতিম হার শ্যাম উরে
নৃত্য কয়ল পরতেক ।
কানু-বনমাল রাই-কুচ-কঞ্চুকে
আলিঙ্গন অভিষেক ॥
ঝুলইতে ঐছন শোভন সখীগণ
হেরইতে আনন্দ হোই ।
উদ্ধব দাস ভণ কো করু নিজ জন
চামর ঢুলায়ত কোই ॥ ১৫০ ॥ ২৫৪২ ॥

মল্লার ।

যব দুহুঁ নিজ পদে চালে হিণ্ডোর ।
সখী না ঝুলায়ই তেজল ডোর ॥

হেরত দোহেঁ দোহাঁ নয়ন-বিভঙ্গ।
তুহুঁ জনু মুকুরে হেরই তুহুঁ অঙ্গ॥
তুহুঁ রূপ হেরি তুহুঁ হেরই না পায়।
দরশন-ভঙ্গে খেদ জনমায়॥
তৈখনে ছোড়ল দীর্ঘ নিশ্বাস।
তুহুঁ তনু মলিন রূপ পরকাশ॥
পুন ধনী হরিষে কানু-মুখ হেরি।
উলসি হিন্দোলা চালায়ে পুন বেরি॥
রতন দোলে ধনী চমকয়ে জানি।
সখী নিষেধয়ে হরি নিষেধ না মানি॥
পুন কহে কি করহ চপল কানাই।
মন্দ ঝুলাও আকুল ভেল রাই॥
শুনিয়া না শুনে অতি বেগে ঝুলায়।
উদ্ধবদাস মিনতি করু তায়॥ ১৫১॥ ২৫৪৩॥

জয়জয়ন্তী।

নাগর অতি বেগে ঝুলায়।
অধীর রাই সখী নিষেধয়ে তায়॥
ধনী বিগলিত-বেণী।
শিথিল রাই-কুচ-কঞ্চুক উড়নী॥
মণি-আভরণ খসই।
উড়য়ে বসন হেরি নাগর হসই॥
শ্রম-জলে তনু ভরই।
কনয়া-কমল কিয়ে মকরন্দ ঝরই॥

এ অতি অপরূপ শোভা।
উদ্ধবদাস ভণ কানু-মন-লোভা ॥১৫২॥২৫৪৪॥

কড়খা ধানশী।

বিচলিত বেশ কেশ কুচ-কাঁচুলী
উড়তহি পহিরণ বাস।
কবহিঁ গোরী তনু ঝোঁপই ঝাঁপই
কবহুঁ হোত পরকাশ॥

অপরূপ ঝুলন রঙ্গ।
রাইক প্রতি তনু হেরইতে মোহন
মন মাহা মদন-তরঙ্গ॥

অতিশয় বেগ বাড়াওল তৈখনে
অলখিত ভেল হিণ্ডোর।
রাধা চপল ডোর কর তেজল
কত কত কাকুতি বোল॥

কর গহি কানু- কণ্ঠ ধরি কমলিনী
ঝুলত জনু হিয়ে হার।
নব ঘন মাঝে বিজুরী জনু দোলত
রস বরিখত অনিবার॥

মনোভব-মঙ্গল কানু করল পুন
অলখিতে দোলা মাঝ।
উদ্ধব দাস ভণ চতুর-শিরোমণি
পূরল নিজ মনকাম॥ ১৫৩॥ ২৫৪৫॥

তুড়ী।

কিয়ে অপরূপ ঝুলন কেলি শ্যাম-হৃদয়ে হৃদয় মেলি
রাধা রহু লাগি।
অপরূপ রূপ কি দিব তুল, ইন্দীবর মাঝে চম্পক-ফুল
নব নব অনুরাগী॥
দুহুঁ তনু সঘনে লাগ উঠয়ে দুহুঁক অঙ্গ পরাগ
সরস মদন জাগি।
অখিল রমণী উনমতি গন্ধে, উঠল লছিমী-নাসিকা রন্ধে,
ব্রত-ভয় দূরে ভাগি।
রতি-রসময় রসিক রঙ্গ, রমণী-মণি রময়ে সঙ্গ
কেলি-রভস লাগি॥
ঝুকিত ঝুলন ধরত তাল, নাচে আভরণ কিঙ্কিণী জাল
কোকিল কল-রাগী॥
ক্ষণহি চপল ক্ষণহি ধীর পুলকিত অতিশয় শরীর
রাই শ্যাম-সোহাগী।
ললিতা-বদনে ঈষত হাস, হেরত আনন্দে উদ্ধব দাস
সখিনী পাশ লাগি॥১৫৫॥২৫৪৬॥

তদেব প্রকারান্তরং যথা।

জয়জয়ন্তী।

কানন-দেবতী বৃন্দা সখী তথি
রাইয়ের সরসী-কূলে।
বিচিত্র ঝুলনা করিয়া রচনা
[illegible] ॥

ঝুলনা উপরি নাগর নাগরী
আসিয়া বসিলা রঙ্গে ।
ঝুলায় ঝুলনা সকল ললনা
গদ গদ ভাব অঙ্গে ॥

ঝুলনা ঝরকে রাধিকা চমকে
তা দেখি নাগর ডরে ।
হাসিয়া হাসিয়া বাহু পসারিয়া
ধনীরে করল কোরে ॥

রসবতী লৈয়া কোরে আগরিয়া
ঝুলয়ে রসিক রায় ।
সহচরীগণ ঝুলায় দ্বিগুণ
সুস্বরে পঞ্চম গায় ॥

ঝুলনা ধরিয়া মধুর করিয়া
কহয়ে শেখর রায় ।
দেবতা পূজিতে যাইবে ত্বরিতে
দিবস বহিয়া যায় ॥১৫৫॥২৫৮৭॥

সুহই ।

অতিশয় ছরম- ঘরম-যুত দুহুঁ তনু
দোলা করল সুথির ।
শ্রীরতিমঞ্জরী চামর করে ধরি
মৃদু মৃদু করত সমীর ॥

ললিতাদিক সখী হেরি সুধামুখী
কুসুমহি করল নিছাই।
দোলা সঞে তব রাই উতারল
কুসুমাসন পর নাই॥
রাই বামে করি বৈঠল নাগর
দাসীগণ করু সেবা।
বাসিত জল উপহার আদি যত
যাকর সেবন যেবা॥
কর্পূর তাম্বুল বদনহি দেওল
তৈখনে সময়ে যোগাই।
উদ্ধব দাস করত পদ-সেবন
সখীগণ ইঙ্গিত পাই॥১৫৬॥২৫৪৮॥

অথ বন-ভ্রমণং।
শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রোযথা।

সারঙ্গ।

কাঞ্চন-কমল- কান্তি-কলেবর
বিহরই সুরধুনী-তীর।
তরুণ তরুণ তরু তরু হেরি তোড়ই
কুন্দ কুসুম করবীর॥
সম-বয় সকল সখাগণ সঙ্গহি
সরস রভস রসে-ভোর।
গজবর-গমন গঞ্জি গতি মন্থর
গোপতে গদাধর কোর॥

অপরূপ গৌরাঙ্গ-রঙ্গ।
পূরব প্রেম পরমানন্দে পূরিত
পুলক-পটলময় অঙ্গ ॥ ধ্রু॥
নিরুপম নদীয়া নগর পুর নিতি নিতি
নব নব করত বিলাস।
দীনে দয়া করু দুরিত-দুঃখ হরু
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥১৫৭॥২৫৪৯॥

ধানশী।

ঝুলনা হইতে আসিয়া তুরিতে
গগনে নিরখে বেলা।
ফুল তুলিবারে চলিলা সত্বরে
সকল আহীর-বালা ॥
ভরি ফলফুলে শাখা সব লোলে
আসিয়া পরশে মূল।
সখী সব মেলি করিয়া ঢামালী
তোলয়ে বিবিধ ফুল ॥
সকল কানন মণিতে বান্ধন
পরাগে পূরিত বাট।
করি মধু পান অলি করে গান
ময়ূর ময়ূরী নাট ॥
সুগন্ধি কবরী তোলয়ে গরবী
অশোক কিংশুক জবা।
এ থল-কমল তোলয়ে সকল
দিনমণি জিনি আভা॥

জাতী যূথি ততি তোলল যুবতী
মল্লিকা মালতী চাঁপা ।
পুন্নাগ কেশর তোলয়ে নাগর
গড়ল বিনোদ ঝাঁপা ॥

রসিক নাগর গুণের সাগর
কুসুম রচনা করে ।
হাসিয়া হাসিয়া আইলা লইয়া
রাইয়েরে দিবার তরে ॥

ভুজযুগ তুলি রাই সুবদনী
তোলয়ে লবঙ্গ ফুল ।
রসিক-শেখর হইলা বিভোর
দেখিয়া ভুজের মূল ॥

ফুলঝাঁপা লৈয়া যতন করিয়া
রাইক নিকটে আসি ।
ধনীর আঁচলে দিলেন বিভোলে
ফুলের সহিতে বাঁশী ॥

পাইয়া মুরলী রাধিকা সে বেলি
রাখিলা বিশাখা পাশে ।
বিশাখা যতনে করিলা গোপনে
শেখর দেখিয়া হাসে ॥

তথা রাগ।

সখীগণ মেলি লইয়া মুরলী
চলিলা নিভৃত ঘরে।
নাগর শেখর পড়ল ফাঁপর
মুরলী নাহিক করে॥
লাজে লাজায়লি না দেখি মুরলী
রাইয়ের বদন চায়।
রাধিকা চতুরী করিয়া চাতুরী
সখীর নিকটে যায়॥
মদন-মোহন পাইয়া চেতন
সুথির করিল চিত।
মুরলী-হরণ রাইয়ের করণ
গমনে বুঝল রীত॥
রাই রসবতী সখীর সঙ্গতি
মুরলী করল চুরী।
রঙ্গ বাড়াইতে শেখর গোপতে
নাগরে কহল ঠারি॥১৫৯।২৫৫:॥

তথা রাগ।

ইঙ্গিতে বুঝিয়া নাগর আসিয়া
ধরল রাইক করে।
সে সব আটব সাটব দেখিতে
রাধিকা মুরলি ফেরে।

ভয়ে ভীত বালা গেল সব কলা
মুখে না নিঃস্বরে রা।
হিয়া দুলু দুলু চাহে ঢুলু ঢুলু
এলাইল সব গা ॥
হেরিয়া লক্ষণ নাগর তখন
ধনীরে ধরিল চোর।
মাগয়ে মুরলী উকটে কাঁচুলী
মদনে হইলা ভোর ॥
ধনী কহে কান কর অবধান
ললিতা লইল বাঁশী।
তোমারে চঞ্চল দেখিয়া সকল
রমণী করয়ে হাসি ॥
রাইয়ের বচনে চলিলা তখনে
মদন-মোহন রায়।
ললিতা জানিয়া কহয়ে ঠারিয়া
মুরলী বিশাখার ঠায় ॥
ললিতা-বচন বুঝিয়া তখন
বিশাখা সাটোপে বলে।
মুঞি বিশাখিকা জানহ অধিকা
মুরলী চম্পক-কোলে ॥
শুনিয়া বচন তরাসে তখন
কহয়ে চম্পকলতা।
তুঙ্গবিদ্যা পাশে মুরলী রাখিয়া
ইন্দুরেখা গেল কোথা ॥

চিত্রা চমকিতা চলিল ত্বরিতা
দেখিয়া এ সব রঙ্গ।
রঙ্গদেবী পাশে বসিলা তরাসে
সুদেবী তাহার সঙ্গ ॥
নাগর-শেখর না পাই ঠাহর
সবারে ধরিয়া বুলে।
সকল যুবতী করিয়া যুগতি
বসিলা মাধবী-মূলে ॥
হাসিয়া ললিতা রুষি কহে কথা
শুনহে নাগর-রাজ।
তরল বাশের শুখনি কঠোর
তাহাতে কাহার কাজ ॥
ফোর কাঠি খান কি তার বাখান
কহিতে না বাস লাজ।
মাগিহ আমারে দিব যে তোমারে
যদি বা থাকয়ে কাজ ॥
তাহার বচন শুনিয়া তখন
কহয়ে শেখর রায়।
শুনহ নাগর না হও কাতর
মুরলী ধনীর ঠায় ॥১৬০॥২৫৫২॥

গান্ধার।

সখীগণে কানু পুছত কত বার।

মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই।
কাঁহা পুন ছোড়লি কাঁহা পুন চাই॥
অব তুহুঁ কৈছন করবি উপায়।
সরবস-ধন তুয়া কোন চোরায়॥
কাতর-নয়ানে নেহারই কান:
সখীগণ মোরে মুরলী দেহ দান॥
কর গহি মুরলী কুঞ্জ-গৃহ মাঝ।
গোবিন্দদাস কহ যুবতী-সমাজ॥১৬১॥২৫৫৩॥

পঠমঞ্জরী।

এ ধনি সুন্দরি কি কহব তোয়।
দেহ মুরলী ধনি রাখহ মোয়॥
জীবন অবধি ধনি তুয়া বশ হাম।
গাইয়ে মুরলীতে তুয়া যশ নাম॥
মুরলী বিহনে মোর তনু ভেল ভার।
শীতল মনোরথ মুরলীক তার॥
সো সব গুণময় মুরলী মঝু গেল।
হাহা হত-বিধি এত দুখ দেল॥
হেরইতে কানুক ইহ অনুতাপ।
শশি-মুখি-হৃদয়ে হোয়য়ে পুন তাপ॥
ধাধসে ধরি ধনী নাগর-পাণি।
ইঙ্গিতে শেখর বাঁশী দিল আনি॥১৬২॥২৫৫৪॥

তথা রাগ।

মুরলী পাওল যব রাইক পাশ।
নাগর শেখর মনহিঁ উল্লাস॥

পুন সব সখী সহ করল পয়ান।
নাগরী-কর ধরি নাগর কান॥
বন-দেবতী বনে কয়ল সুসাজ।
সেবয়ে সতত সকল ঋতুরাজ॥
নিতি নিতি নব নব শোভন হোয়।
কহ মাধব তুহুঁ জন বন মোয়॥১৬৩॥২৫৫৫।

মল্লার।

ভ্রমই গহন বনে যুগল কিশোর।
সঙ্গহি সখীগণ আনন্দে ভোর॥
সখী এক কহে পুন হের দেখ সখি।
তুহুঁ দোঁহা দরশনে অনিমিখ আঁখি॥
তরু সব পুলকিত ভ্রমরের গণ।
সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুল-বন॥
শ্রম-ভরে বৈঠলি মাধবী-কুঞ্জ।
রাই-মুখ-কমলে পড়ল অলিপুঞ্জ॥
লীলা-কমলহি কানু তাহা বারি।
মধুসূদন গেও কহত উচারি॥
এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর।
কহ রাধামোহন অনুরাগ ওর॥১৬৪॥২৫৫৬॥

তথা রাগ।

রাইক ঐছে দশা হেরি নাগর
কাতর ভই করু কোর।
বহু যতনে পুন চেতন করাইয়া
মধুর বচন কহু থোর॥

সুন্দরি কহ ইহ কোন অনুবন্ধ ।
নিরুপম প্রেম অমিয়া-রস-মাধুরী
অনুভবি লাগল ধন্দ ॥ধ্রু॥
হামে নিজ নয়ান- সমুখহি নিরন্তর
হেরইতে মানসি দূর ।
কত পরলাপ করসি তহিঁ দারুণ
বিরহ-জলধি মাহা বুড় ।
ঐছন শুনইতে রাই সুনাগরী
বিহসি লাজে ভেল ভোর ।
রাধামোহন পহু আনন্দে নিমগন
তবহি তাহে করু কোর ॥১৬৫॥২৫৫৭॥

তথা রাগ ।

অপরূপ রাধা মাধব সঙ্গে ।
বৃন্দা-রচিত- বিপিনে দুহুঁ বিলসয়ে
করে কর ধরি কত রঙ্গে ॥
ললিতানন্দদ কুঞ্জে যাই দুহুঁ
বৈঠল সহচরী মেলি ।
ক্ষণ এক রহি পুন মদন-সুখদ নামে
কুঞ্জহি সখী সহ মেলি ॥
চিত্রা-সুখদ কুঞ্জে পুন ভ্রমি ভ্রমি
চলু চম্পকলতা-কুঞ্জে ।
সুদেবী-রঙ্গদেবী- কুঞ্জে যাই দুহুঁ
করু কত আনন্দপুঞ্জে ॥

পুন ইন্দু-সুখদ নামে কুঞ্জহি তহিঁ
কত কত কৌতুক কেল।
তুঙ্গবিদ্যা-সখী- কুঞ্জক হেরইতে
সহচরীগণ লই গেল ॥

ভ্রমইতে সকল কুঞ্জ দুহুঁ হেরল
ষড়-ঋতু-শোভন-রীতে।
ঐছন কুসুম- সুষমা বর দ্বিজগণে
উদ্ধব দাস রস গীতে ॥১৬৬॥২৫৫৮॥

অথ মধুপানং।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

তথা রাগ।

সহচর সঙ্গহি গৌর কিশোর।
আজু মধুপান-রভস-রসে ভোর ॥
কি কহিতে কি কহয়ে কিছু নাহি থেহ।
আন আনমত দেখি গৌর সুদেহ ॥
ঢুলু ঢুলু আলসে অরুণ নয়ান।
গদ গদ আধহুঁ কহই বয়ান ॥
ক্ষণে চমকিত ক্ষণে রহই বিভোর।
হেরি গদাধর করু নিজ কোর ॥
কহ মাধব ইহ অপরূপ ভাব।
নদীয়া নগরে নিতি ঐছে বিলাস ॥১৬৭॥২৫৫৯॥

বরাড়ী।

রতন-মন্দিরে দুহুঁ নাগর নাগরী
বৈঠল সখীক সমাজ।
নাগর ইঙ্গিত করণে বৃন্দা সখী
তুরিতহিঁ বুঝল কাজ॥

যোই নিন্দয়ে সীধু সুবাসিত বর মধু
তবহিঁ আনি আগে দেল।
আপে ভোজন করি সকলে ভুঞ্জায়ল
যতনহি কৌতুক কেল॥

কো কহুঁ প্রেম-তরঙ্গ।
সহজই প্রেম- মধুর মধুরাধিক
তাহে পুন মধুপান-রঙ্গ॥

ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ
ঘু-ঘুমে ব-বঠি না পারি।
এত কহি নিজ নিজ কুঞ্জক মন্দিরে
শয়ন করত বরনারী॥

রাধা মাধব কর গহি তলপহিঁ
যাই করল পরবেশ।
রাধামোহন পহু বিথারল রতি-রণ
কত কত ভাব-বিশেষ॥১৬৮॥২৫৬০॥

পুনশ্চ।

তথা রাগ।

বৃন্দা দেবী নিজ পরিজন সঙ্গ হি
গাগরী ভরি মধু লেই।
সখী সঞে রাই কানু যাঁহা বৈঠই
তাহিঁ লাই সব দেই।
কত অপরূপ মধু-পানকি রীত।
রাধা শ্যাম সবহুঁ সখীগণ সঞে
পিবইতে মাতল চিত ॥
কাহুঁক গলিত চিকুর কোই চীরহি
কোই পড়ল মতি মাতি।
কানুক মোর- মুকুট মুরলী খসি
মুখ সঞে ক্ষিতি গড়ি যাতি ॥
রাইক বেণী গলিত কুচ-অম্বর
শ্যাম উপরে পড়ু ঢোরি।
উদ্ধবদাস পাশ রহি হেরইতে
তনু মন ভৈ গেল ভোরি ॥১৬৯॥২৫৬১॥

বরাড়ী।

নবীন কিশোরী সখী নব মধু-পানে।
মদ-প্রেমে ভ্রান্ত মেত্ত প্রলাপ তখনে ॥
ল-ল-ল-ললিতে প-প-পঙ্ক রাধাচ্যুতে।
স-স-স-সকল মণ্ডল মাতাইতে ॥

বি-বি-বি-বিপিন ম-ম-মহীর সহিতে ।
গ-গ-গ-গগন কেনে ল-ল-ল-লম্বিতে ॥
বিকচ অম্ভোজ জিনি মুখ-পদ্মগণ ।
তার পর মত্ত ভৃঙ্গ করে আকর্ষণ ।
মধুপানে মত্ত হৈলা রাধা নিতম্বিনী ।
মদন-স্পৃহাতে করে শয়ন বাঞ্ছনি ॥
সেবা-পর সখী তারা নানা সেবা করে ।
দুহুঁকে লইয়া গেলা শয়নের ঘরে ॥
কুসুম-শয্যাতে দুহুঁ করিলা শয়ন ।
নিজ নিজ কুঞ্জে শুইলেন সখীগণ ॥১৭০॥২৫৬২॥

অথ রতি-ক্রীড়া ।

ধানশী ।

নাগর নাগরি কেলি-বিলাস ।
হেরইতে মনমথে লাগল তরাস ॥
বিনোদিনী চুম্বই নাহ-বয়ান ।
মদন-মহোদধি ভরি পাঁচবাণ ॥
উনমত মনোরথ গেও সব লাজ ।
নূপুর কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ ॥
বিলসই মাধব মাধবী সাথে ।
অখণ্ডিক পিয়ুষ রস না পড়য়ে বাদে ॥
শ্রম-জল পূরল দুহুঁ জন গায় ॥
বীজন বীজয়ে শেখর রায় ॥১৭১॥২৫৬৩॥

তথা রাগ ।

মকর-কুণ্ডল বলে নাচত অদভুত
মঞ্জু মঞ্জীর করু গান ।
মণিত বাদন বর তৌর্য্যত্রিক সুন্দর
ধ্রুব আদি হোয়ত সুঠান ॥
অপরূপ প্রেম-বিলাস ।
রকত-কমল নীল উতপল বারত
নহি নহি গদ গদ ভাষ ॥
কবহু কাকু বলে চকিত নাচায়ত
কুণ্ডল করত বিশ্রাম ।
রাইক ইঙ্গিতে কুঞ্জ কুঞ্জ তব
হোয়ল তৈছন কাম ॥
নিজ নিজ মহাভাব প্রকট করত যব
তবহি বিলথ সূত্রধার ।
রাধামোহন দাস কব দেখব
উহ সব প্রেম-বিহার ॥১৭২॥২৫৬৪॥

সারঙ্গ ।

অপরূপ দিনহি কুঞ্জ মণি-মণ্ডপে
শীতল পবন বহ মন্দ ।
দ্বিজকুল-নাদ সুবাদন বৈছন
মনমথ-যন্ত্রক ছন্দ ॥
জয় রাধামাধব-কেলি ।
দুহুঁক প্রেম-লব কো করু অনুভব
যবহুঁ সুরত-রস-কেলি ॥ ধ্রু ॥

তহিঁ পুন অতিশয় নাগর আগরী
অতয়ে সে নিমীলিত আঁখি।
আনন্দ-সিন্ধু নিবেশহিঁ মোহিত
দেয়ই প্রতি অঙ্গে সাখী॥
তহিঁ অতি সুশীতল আনন্দ-নীর ঝর
পুলক ভরল সব অঙ্গ।
চিত-পুতলী কিয়ে কাঁপয়ে ঘন ঘন
অদভুত পুন স্বর-ভঙ্গ॥
অনধীন দেহ- দণ্ড পরিশোভিত
মুকুতা সম স্বেদ-বিন্দু।
বিগলিত অঙ্গ- রাগ মণি-ভূষণ
কঞ্চুক অরু নীবি-বন্ধ।
যাকর পরিমলে মাতল থাবর
তাহে কিয়ে জঙ্গম লেখি।
রাধামোহন-চিতে নিতি নিতি জাগয়ে
জনু উহ পাথর রেখি॥১৭৩॥২৫৬৫॥

গান্ধার।

শ্রম-জলে ভিগল নীল পীত বাস।
দুহুঁ ছিরি-অঙ্গ সে ভেল উদাস॥
দুহুঁ জন পূরল মন-অভিলাষ।
বৈঠলি রাই শ্যাম-বাম-পাশ॥
সেবন-পরায়ণ সহচরী আই।
চামর বীজন বীজই তাই॥

বাসিত বারি কোই সখী দেল।
বদনক চরবণ তাম্বূল নেল॥
পুন দোহেঁ আলসে শুতলি তাই।
রতি-রণ-শ্রমে ভোরি নিন্দ যাই॥
ক্ষণ একে জাগিয়া উঠল কান।
সখীগণ কুঞ্জহি করল পয়ান॥
সব সখীগণ সঞে রতি-রণ কেল।
ইহ অপরূপ কোই বুঝই না ভেল॥
আওল কানু পুন রাইক পাশ।
মাধব হেরইতে অধিক উল্লাস॥১৭৪॥২৫৬৬॥

অথ জল-ক্রীড়া।
তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

সারঙ্গ।

জল-কেলি গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
সঙ্গে পারিষদগণ জলেতে নামিল॥
কারু অঙ্গে কেহ কেহ জল ফেলি মারে।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে॥
জল-ক্রীড়া করে গোরা হরষিত-মনে।
হুলাহুলি বোলাবুলি করে জনে জনে॥
গৌরাঙ্গ-চান্দের লীলা কহনে না যায়।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষ গায়॥১৭৫॥২৫৬৭॥

বরাড়ী।

সব সখীগণ মেলি করল পয়াণ।
কৌতুকে কেলি-কুণ্ড অবগাহ॥

জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি ।
দুহুঁ জন সমর করত জল-কেলি ॥
বিথারল কুন্তল জর জর অঙ্গ ।
গহন সময়ে দেই নাগর ভঙ্গ ॥
সখীগণ বেড়ল শ্যামর-চন্দ ।
গোবিন্দদাস হেরি রহু ধন্দ ॥১৭॥২৫৬৮॥

তথা রাগ ।

জল-কেলি সাধে । চলু ধনী রাধে ॥
উতরল তীরে । পহিরল চীরে ॥
যুবতী-সমাজে । শোভে যুবরাজে ॥
সরসী-সলিলে । বৈঠল মিলে ॥
করিণীর সঙ্গে । করিবর রঙ্গে ॥
দুহুঁ দুহুঁ মেলি । করু জল-কেলি ॥
সখীগণ নিপুণা । বেড়ল হঠিনা ॥
কেহো দেই নীরে । কেহো লই চীরে ॥
কেহো দেই তালী । কেহো বলে ভালি ॥
কানু মুখ মোড়ি । জল দেই জোরি ॥
কেহ কেহ হারি । কেহ দেই গারি ॥
কেহো ভাগি দূরে । চমকে নেহারে ॥
কানু করে বেড়ি । ধরল কিশোরী ॥
সলিল অগাধা । লই চলু রাধা ॥
কানুক অঙ্কে । ভাসত শঙ্কে ॥
পাওল তীরে । বেকত শরীরে ॥

নিরখিতে কান। হানে পাঁচ-বাণ॥
ধনী করি বুকে। চুম্ব দেই মুখে॥
ধনী কুচ জোর। হাসি দেই মোড়॥
হরি পুন সাধা। আনলি রাধা॥
রাখলি তীরে। আপনহি নীরে॥
পদুমিনী ঠারে। চললি বিহারে॥
কমলিনী-ঠামে। মিললি শ্যামে॥
সখীগণ মেলি। করু কত কেলি॥
নাগর সঙ্গে। কত রস রঙ্গে॥
কিয়ে ভেল শোভা। শেখর-লোভা॥১৭৭॥২৫৬৯॥

পুনশ্চ।

তথা রাগ।

রাধা সখী সঞে ও বর নাহ।
কৌতুকে কেলি-কুণ্ড অবগাহ॥
অপরূপ সুরচন করু জল-কেলি।
সখীগণ সঞে নাগর একু মেলি॥
দ্বৈরথ যুঝত যৈছন বীর।
তৈছন জল-সেক দুহুঁক শরীর॥
রাধামোহন পহু কৌতুক চাহ।
অবসরে যাই করু জল অতিবাহ॥১৭৮॥২৫৭০॥

তথা রাগ।

নাহি উঠল তীরে সবহুঁ সখীগণ
নাগরী নাগর রায়।
বসন নিচোড়ি মোছই সব তনু
নব নব বেশ বনায়॥

বিনোদিনী বেশ করত বরকান।
চিকুর নিঙড়ি কবরী পুন বান্ধল
অলক তিলক নিরমাণ॥

সীঁথি বনাইয়া উর পর লেখই
মৃগমদ-চিত্র নিশান।
রতি-জয়-রেখ চরণ-যুগ লেখই
আর কত বেশ বনান॥

কতহুঁ যতন করি বসন পরায়ল
নূপুর দেয়ল রঙ্গে।
গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে
মুরছায় কতহুঁ অনঙ্গে॥১৭৯॥২৫৭১॥

তথা রাগ।

রতন-ভবনে কুঞ্জ-দাসীগণে
ফল মূল আনি কত।
সংস্কার করি থারী ভরি ভরি
রাখিল বিবিধ মত॥

বাদাম ছোহারা দ্রাক্ষা মধুরা
কণ্ডলা কেশর বেল।
দাড়িম নারাঙ্গা খর্জ্জুর ছোলঙ্গা
শালু পীলু নারিকেল॥
খরমুজা খিরিণী বদরী বিরীণী
কদলী কন্দ মূল।
আম্র পনস বিবিধ সুরস
আতা আনারস কুল।
পেয়ারা মৃণাল তাল পানীফল
টেটি মিঠি করকটি।
বিবিধ মিঠাই ধরল তথাই
নানা মত পরিপাটী॥
বাতাসা বুন্দিয়া লাড়ু মনোহরা
মিছরি নবাত ফেনি।
ছেনা পানা সর- ভাজা শরকর
খণ্ড মণ্ডা পদ্মচিনি॥
অমৃতকেলিকা লডডুকা অধিকা
কর্পূরকেলিকা আর।
রসালা মাখনে রাখিল যতনে
নানা মত পরকার॥
দেখিয়া নাগর রসের সাগর
বটুরে আনিল তথা।
দ্বিজের কুমার দেখি উপহার
সঘনে দুলায় মাথা॥

তারে করি বামে সুবলে ডাহিনে
বসিলা রসিক রায় ।
দেয়ত সুমুখী রঙ্গে সব সখী
শেখর দাঁড়াঞা চায় ॥১৮০॥২৫৭২॥

তথা রাগ ।

রতন-থালী ভরি চিনি কদলী সর
আনলি রসবতী রাই ।
শীতল কুঞ্জ-তল সুগন্ধ সুপরিমল
বৈঠল নাগর যাই ॥

ভোজন করু ব্রজরায় ।
বাসিত বারি সুকর্পূর তাম্বূল
সখীগণ দেওত বাড়ায় ॥ ধ্রু ॥

অগোর চন্দন শ্যাম-অঙ্গে লেপন
বীজই কুসুমক বায় ।
সখীগণ সঙ্গে বিহার করত দুহুঁ
গোবিন্দদাস বলি যায় ॥১৮১॥২৫৭৩॥

শ্রীরাগ ।

সব সখীগণ সঙ্গে রাই সুধামুখী
করুক ভোজন-শেষ ।
ভুঞ্জয়ে কত পরমানন্দ কৌতুকে
[illegible] পরিবেশ ॥

অপরূপ ভোজন-কেলি ॥

করিয়া আচমন নিভৃতে নিকেতন
চলু সব সহচরী মেলি ॥
রতন-পালঙ্ক পর শুতল রাই কানু
প্রিয়-সখী তাম্বূল দেল।
ক্ষণ এক নিন্দে নিন্দায়লি দুহুঁ জন
বলরাম হরষিত ভেল ॥১৮২॥২৫৭৪।

শ্রীরাগ।

রতন-মন্দিরে জাগি নাগর নাগরী
হেরইতে বেশ বিসাজ।
ভাবে ভরল চিত আপাদ পুলকিত
ডুবল আনন্দ মাঝ ॥
কো কহুঁ প্রেম-তরঙ্গ।
তনু তনু পরশি কোটিযুগ থাকই
নহ লব যাকর ভঙ্গ ॥
ধৈরজ ধরি হরি বেশ বনায়ত
নয়ন-কোণে হেরি তাই।
ঘামে ভিগল দেহ নয়নে নীর বহ
ঘন ঘন কাঁপয়ে রাই ॥
কত পরকারে সিন্দুর-বিন্দু দেওল
আর বেশ করু সখী রঙ্গে।
রাধামোহন দাস চিতে করু ঐছন
কবহুঁ করব মোহে সঙ্গে ॥১৮৩॥২৫৭৫॥

বরাড়ী ।

রাধামাধব শয়নহি বৈঠল
আলসে অবশ শরীর ।
তবহি বনেশ্বরী বহুত যতন করি
আনল শারী শুক কীর ॥

হেরি দোহেঁ ভেল আনন্দ ।
রাইক ইঙ্গিতে বৃন্দা পড়াওত
বহু গীত পদ্য সুছন্দ ॥

কানুক রূপ গুণ শুক করু বর্ণন
প্রেমে প্রফুল্লিত পাথ ।
শারী পড়ত রাই-গুণামৃত
কানুক বুঝিয়া কটাখ ॥

ঐছন দুহুঁ জন ইঙ্গিতে দুহুঁ পুন
পাঠ করত অনুপাম ।
সো বচনামৃত শ্রবণহি শুনব
কব ইহ দাস বলরাম ॥১৮৪। ২৫৭৬॥

কল্যাণী ।

পড়ত কীর অমিয়া পীর
ঐছন বচন-পাঁতিয়া ।
কোটি কাম শ্যাম-ধাম
নবীন-নীরদ-কাঁতিয়া ॥

বিজুরী-জাল বসন ভাল
রতন-ভূষণ শোভয়ে।
জানু-যষ্টি বৈজয়ন্তী-
মালে মধুপ লোভয়ে ॥
চন্দ্র-কোটি করল ছোটি
ঐছন বদন-ইন্দুয়া।
মুকুতা-পাঁতি দশন-কাঁতি
বচন অমিয়া-সিন্ধুয়া ॥
কাম-চাপ যুবতী কাঁপ
করয়ে ভাঙ-ভঙ্গিয়া।
গৌরী-বদন চুম্বন সঘন
ঐছে অধর রঙ্গিয়া ॥
জানু-লম্বিত বাহু ললিত
করভ-করক ভাতিয়া।
ও থল-কমল জিনি করতল
অঙ্গুলে চন্দ্র-পাঁতিয়া ॥
গোপী-পটল- কুচ-মণ্ডল-
লম্পট করু কম্পনা।
বলয়া মণি- ভূষণ বনি
কঙ্কণ তাহে বন্ধনা ॥
হৃদয় পীন মাঝ ক্ষীণ
তাহে ত্রিবলী-বন্ধনা।
মরকত-মণি- কতক জিনি
সঘনে জানু-লম্বনা ॥

বল্লবী-পল্লি-   রঞ্জন করি
নটন-রঙ্গে চঞ্চলে।
নূপুর-রাব   সতত গাব
পরশিয়া পট-অঞ্চলে॥

নব রঙ্গিম   পদ-ভঙ্গিম
অঙ্গুলে নখ চান্দ।
মাধব ভণ   রমণী-মন-
চকোর-নিকর-ফান্দ॥১৮৫॥২৫৭৭॥

তুড়ী।

শারী পড়ত অতি অনুরূপ   যৈছন রস-অমৃত-কূপ
রাধা-রূপ-বর্ণনা।
তপত-কাঞ্চন চম্পক-ফুল   তাহে কি করব বরণ তুল
ভূষিত অগুরু চন্দনা॥

চাঁচর চিকুরে বেণী সাজ   হেরিতে কাল সাপিনী লাজ
সীঁথে রতন কাঞ্চনে।
ততহিঁ রচিত সিন্দুর-রেখ   অলকা-বলিত চিত্র-লেখ
কাম যন্ত্র রঞ্জনে॥

কাম-ধনুক ভাঙ-ঠাম   নয়ন পলকে মোহিত কাম
চিবুক কস্তুরী-বিন্দুয়া।
বদন জিতল শরদ-চাঁদ   মদনমোহন-মোহন ফান্দ
রদন কুন্দ নিন্দিয়া॥

কনক-করভ করক ছন্দ নিন্দি ললিত ভুজক বন্ধ
বলয়াবলি কঙ্কণা।
তাহে কর-তল অতি রাতুল জিতল অরুণ জবার ফুল
ললিত রেখ বঙ্কণা॥
নখর-মুকুর কর-অঙ্গুলি জিতল কিয়ে চম্পক-কলি
মণি-অঙ্গুরী শোভয়ে।
উচ-কুচযুগ ঐছন হেরু উঠত কিয়ে কনক-মেরু
গিরিধর-মন মোহয়ে।
লোমাবলি নাভি-সরসী কামুক মন-মীন-বড়শী
না খায় আহার ডুবয়ে॥
মাঝ ক্ষীণ ভাঙ্গি পড়ত কিঙ্কিণী-জালে বান্ধি রাখত
নাহি গিরত ভুবয়ে।
কদলী-সম্পুট মাঝ কামুক চিত-রতন রাজ
ঢাকল উরু পর্ব্বয়া॥
অরুণ চরণে মঞ্জীর বাজ গতি জিতি কিয়ে কুঞ্জর-রাজ
নখমণি বিধু থর্ব্বয়া।
মৃগমদ অগুরু চন্দন চন্দ জিতল ধনী-অঙ্গ-গন্ধ
শ্যাম-ভ্রমর ধাবই॥
মাধব ভণ তেজি ফুল-বন ঘুরি বোলত ভোরল মন
চরণ নিয়ড়ে গাবই॥ ১৮৬॥২৫৭৮।

তথা রাগ।

পুন বৃন্দা-আজ্ঞা পাই কীর-রাজ পড়ে।
প্রফুল্লিত পক্ষ কৃষ্ণ-প্রেমের বিকারে॥১৮৭॥২৫৭৯॥

সুহই।

নবাম্বুদ জিনি দ্যুতি দলিত-অঞ্জন-কাঁতি
ইন্দ্র-নীল মণি জিনি তনু।
পীতাম্বর পরিধান বিজুরী কুঙ্কুম ঠাম
উদয় অরুণ প্রাতে জনু॥
কর্পূর চন্দন ঘন মৃগ-মদ লেপন
প্রতিঅঙ্গে শোভয়ে মুরারি।
গোবিন্দ-বদন-ছান্দ গর্ব্ব হরে পদ্ম চান্দ
বহে ধৈর্য্য-মাধুর্য্য-লহরী॥
মকর-কুণ্ডল গণ্ডে তাণ্ডব করয়ে রঙ্গে
বাড়য়ে বল্লবী-গূঢ়-ভাব।
প্রেম রত্ন-আভরণ বদ্ধ তাহে সখী-মন
তাহাতে মানয়ে বহু লাভ॥
লোকপালে সুবন্দিত কাল-সৃষ্টি অবিদিত
গৌরব রাখয়ে বিপ্রগণে।
নিত্যানন্দ-রূপ-বেশ মনোহর কেলি-দেশ
নর্ম্ম-কেলি-মিত্র বৃন্দাবনে॥
ইন্দ্রের নন্দন বন তাহে জিনি বৃন্দাবন
সদা কৃষ্ণ তাহে বিলসয়ে।
ইন্দ্রের নাশিলা গর্ব্ব কালি-মদ করি খর্ব্ব
বলে কংস সবংশে ঘাতয়ে॥
শুক-বাক্য শুনি পুন শারী পড়ে পাঠ।
জিহ্বা-রঙ্গ-ভূমে বাণী করাইয়া নাট॥১৮৮॥২৫৮০॥

তথা রাগ ।

স্বর্ণ-পদ্ম কুঙ্কুমাপ্ত গর্ব্ব হারী গৌর দীপ্ত
গোরোচনা-গঞ্জন রাধিকা ।
কর্পূরজ-গন্ধ-বৃন্দ কীর্ত্তি নিন্দি অঙ্গ-গন্ধ
গোবিন্দ-বাঞ্ছিত-সুসাধিকা ॥

নবাম্বুদ জিনি বাস নিত্য কৃষ্ণ-সঙ্গোল্লাস
তাহে পদ্ম-বন্ধু আরাধয়ে ।
সৌকুমার্য্য-সুবিগ্রহা পল্লবাবলি-নিগ্রহা
সর্ব্ব সুমাধুর্য্যময় তাহে ॥

কর্পূর চন্দনচন্দ্র উৎপল শীকর-বৃন্দ
জিনি স্নিগ্ধ রাধা নিতম্বিনী ।
কৃষ্ণে আত্ম-স্পর্শ দেই কাম-তাপ বিনাসই
গোবিন্দের সুখ-স্বরূপিণী ॥

বিশ্ব-সতী-বন্দ্যা রমা সে বাঞ্ছে যাহার প্রেমা
রূপ-নব্য-যৌবন-সম্পদা ।
শীতলাতি মনোহরা নিত্য নব্যগুণাস্তরা
কৃষ্ণ-কাম পূর্ণ করে সদা ॥

রাস-নৃত্য-সুসঙ্গীতা নর্ম্ম-কলা-সুপণ্ডিতা
প্রেম-রস-রূপ-বেশাধিকা ।
সদ্‌গুণালি-সুমণ্ডিতা, বিশ্ব নব্য শ্রীযোষিতা
ভাব-অলঙ্কার-প্রকাশিকা ॥

স্বেদ কম্প গদগদাদি অশ্রু হর্ষ-কণ্টকাদি
হর্ষ-ধাম্য-ভাব-বিভূষিতা।
নানা রত্ন-আভরণ প্রতিঅঙ্গে বিধারণ
কৃষ্ণ-নেত্র করয়ে তুষ্টিতা ॥১৮৯॥২৫৮১॥

তথা রাগ।

শারী-শুক-মুখে রাধাকৃষ্ণ-গুণ-মালা।
বর্ণনা শুনিয়া সবে আনন্দে বিভোলা ॥
মহানন্দ-সিন্ধু মাঝে সবাই ডুবিলা।
বিস্মিত হইয়া মনে ক্ষণেক রহিলা ॥
বৃন্দার ইঙ্গিতে পড়ে শুক অগ্রগণ্য।
শুনি সখীগণ সবে করে ধন্য ধন্য ॥১৯০॥২৫৮২॥

কেদার।

সৌরভ-সেবিত- পুষ্প-বিনির্ম্মিত-
নির্ম্মল-বন-মালা-পরিমণ্ডিত।
মন্দতর-স্মিত- কান্তি-করম্বিত-
বদনাম্বুজ নব-বিভ্রম-পণ্ডিত ॥
জয় জয় মরকত-কন্দল-সুন্দর।
বর-চামীকর- পীতাম্বর-ধর
বৃন্দাবন-জন-বৃন্দ-পুরন্দর ॥ ধ্রু ॥
নব-গুঞ্জাফল- রাজিতকুন্তল
কেকি-শিখণ্ডক-শেখর-মঞ্জুল।
গুণ-বর্গাতুল- গোপ-বধূ-কুল-
চিত্ত-শিলীমুখ-পুষ্পিত-বঞ্জুল ॥

কল-মুরলী-ক্বণ- পুর-বিচক্ষণ
পশু-পালাধিপ-হৃদয়ানন্দন।
গিরিশ-সনাতন- সনক-সনন্দন-
নারদ-কমলাসন-কৃত-বন্দন ॥১৯১.২৫৮৩॥

কর্ণাটী।

স্ফুরদিন্দীবর- নিন্দি-কলেবর
রাধা কুচ-কুঙ্কুম-ভর-পিঞ্জর।
সুন্দর-চন্দ্রক- চূড়-মনোহর
চন্দ্রাবলি-মানস-শুক পঞ্জর ॥

জয় জয় জয় গুঞ্জাবলি-মণ্ডিত ॥
প্রণয়-বিশৃঙ্খল- গোপী-মণ্ডল-
বর-বিম্বাধর-খণ্ডন-পণ্ডিত ॥ ধ্রু ॥

মৃগ-বনিতানন- তৃণ-বিস্রংসন-
কর্ম্ম-ধুরন্ধর-মুরলী-কূজিত।
স্মারসিক-স্মিত- সুষমোন্মাদিত-
সিদ্ধ-সতী-নয়নাঞ্চল-পূজিত ॥

তাম্বূলোলস দানন-সারস
জাম্বূনদ-রুচি-বিস্ফুরদম্বর।
হর-কমলাসন- সনক-সনাতন-
ধৃতি-বিধ্বংসন লীলাড়ম্বর ॥ ১৯২ ॥২৫৮৪॥

ধানশী।

বৃন্দা কহে পড় শারি শারী পড়ে মনোহারী
জলজ-নয়নী ধনী রাধে।
জগন্নারীর গর্ব্ব-হারী জয় রাধে সুকুমারী
কৃষ্ণ-প্রিয়া কৃষ্ণ-সর্ব্ব-সাধে॥

সুনাগরী সুসাধিকে কৃষ্ণ-চিত্ত-মরালিকে
কহে শারী ধনী অতি ধন্যা।
জগত-তরুণী-শ্রেণী- কলা-শিক্ষা-গুরুমণি
ভুবন ভরিল যশ-বন্যা॥

সর্ব্ব-গুণ-মণি-খনি প্রেম-সুধানিধি ধনী
ত্রিভুবন-সাধ্বীগণ-বন্দ্যা।
ভুবন-পূজিত ধনী বৃন্দারণ্য-রাজরাণী
লক্ষ্মী জিনি স্বয়ং লক্ষ্মী-ছন্দা॥

সর্ব্ব-সল্লক্ষণময়ী সুসদ্‌গুণসঞ্চয়ী
প্রণম্যা প্রণয়ে নিরমলা।
অজিত করল বশ হেন প্রেম-সুধারস
বৃন্দারণ্যে স্বয়ং লক্ষ্মী ভেলা॥

রাস-নৃত্য বেশ হাস সৎকলাদি পরকাশ
প্রেম নব্য রূপভরা ধনী।
বল্লবীগণের ঈশ নাগরেন্দ্র অহর্নিশ
পূরে বাঞ্ছা রাধা গুণ-মণি॥

রাই কৃষ্ণের দুনয়ন রাই কৃষ্ণের প্রাণ-ধন
রাই কৃষ্ণের গলে চম্পক-মালা।
এ যদুনন্দন কহে এই কভু আন নহে
যাতে রাস স্বরঙ্গে ধরিলা ॥১৯৩॥২৫৮৫॥

তুড়ী।

জয় নাগরবর-মানস-হংসী।
অখিল-রমণী-হৃদি মদ-বিধ্বংসী ॥
জয় জয় জয় বৃষভানু-কুমারী।
মদনমোহন-মন-পঞ্জর-শারী ॥
জয় যুবরাজ-হৃদয়-বন-হরিণী।
শ্রীবৃন্দাবন-কুঞ্জর-করিণী ॥
কুঞ্জ-ভুবন-সিংহাসন-রাণী।
রচয়তি মাধব কাতর বাণী ॥১৯৪॥২৫৮৬॥

তথা রাগ।

রাধে জয় মাধুর্য্য-পতাকে।
জয় বৃষভানু- সুতে ললিতা সখী-
ব্রজ-রমণী কুমুদাবলি-রাকে ॥ ধ্রু॥
প্রেম-মহামৃত- ভাবিত-রসময়-
তনু-গুণ-রূপ-বলাকে।
নিজ-পরিজন-পরি- যদি মামুপনয়
কলিত-ললিত-মমতাকে ॥১৯৫॥২৫৮৭॥

ইতি পদমত্র জ্ঞেয়ং।

তথা রাগ।

হেন মতে শুক শারী দোহেঁ পড়াইলা।
দ্রাক্ষা সুদাড়িম বীজ বহু খাওয়াইলা॥
প্রীত করি দোহেঁ নিজ হস্তে বসাইলা।
বাৎসল্য করিয়া বহু লালন করিলা॥
তবে পাশ-ক্রীড়া ইচ্ছা হইল দোহাঁর।
সুদেবীর হরিৎ কুঞ্জে প্রবেশ সবার॥
চিত্র কোঠা আছে তার নিকটে আসন।
এক দিগে কৃষ্ণ আর দিগে সখীগণ॥
হিত দান উপদেশে বটু আর ললিতা।
সুদেবী সুবল পাশে চালন অধীতা॥১৯৬॥২৫৮৮॥

অথ পাশ-ক্রীড়া।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব হইল।
পাশা শারী লৈয়া পহু খেলা আরম্ভিল॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে খেলে পাশা শারী।
ফেলিতে লাগিলা পাশা হারি জিনি করি॥
দুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর।
পঞ্চ তিন বলি ডাকে গৌরাঙ্গ নাগর॥
দুই জনে মগন হইলা পাশা-রসে।
জয় জয় দিয়া গায় বাসুদেব ঘোষে॥১৯৭॥২৫৮৯॥

কামোদ ।

রাই কানু পাশা খেলে নিজ-চিত্ত কুতূহলে
পণ কৈল সুরঙ্গ রঙ্গিণী ।
পহিলে গোবিন্দ জিনে বটু আনন্দিত মনে
বান্ধল সে রঙ্গিণী হরিণী ॥

যুব-দ্বন্দ্ব খেলে পুন মুরলী শারিকা পণ
দ্বিতীয়ে জিনিলা সুবদনী ।
আনন্দে ললিতা ধাঞা, কৃষ্ণ-কর হৈতে লৈয়া
লুকাইয়া রাখয়ে বংশী আনি ॥

কৃষ্ণ রাধা পুনর্ব্বার খেলে পুন দুহুঁ হার
হেন কালে বটু মিথ্যা করি ।
কৃষ্ণে উপদেশ দান জিনিবার অনুষ্ঠান
কহে কৃষ্ণ মার এই শারী ॥

কলোক্তি শারিকা শুনি ভয়ে কহে দৈন্য-বাণী
বৃক্ষ-শাখা আগে উড়ি যায় ।
রাই কানু তাহা দেখি হৈয়া সকৌতুকে সুখী
হাসে দুহুঁ আনন্দ হিয়ায় ॥

চতুর্থে রাখিলা পণ নিজ সহচরগণ
রাধিকার জয় অনুমানি ।
বটু সশঙ্কিত হৈয়া চালে পাশা ভয় পাঞা
গোবিন্দের হীন দান জানি ॥

জিনিল জিনিল বলি এক পাশা কৈল চুরি
দেখি ক্রোধ করি সখীগণে।
বটুকে বন্ধন কাজে সব সখীগণ সাজে
অত্যন্ত কলহ তার সনে ॥১৯৮॥২৫৯০॥

তথা রাগ।

নাগর নাগরী সঙ্গে সহচরী
বিনোদ পাশার খেলা।
সহচর পণে নাগর হারিলা
দেখি বটু পলাইলা ॥

ললিতা বিশাখা ধাইয়া তাহারে
বান্ধিয়া রাখিতে চায়।
শ্রীমধুমঙ্গল হাসি খল খল
সখা জয় বলি ধায় ॥

তোর সখা তোরে খেলাতে হারিল
আর কি করিতে পারে।
রাধিকার নিজ পরিজন করি
নিকটে রাখিব তোরে ॥

এত কহি তার করেতে ধরিয়া
রাইয়ের নিয়ড়ে আনে।
হেরি সুবদনী ঈষৎ হাসিয়া
চাহে তার মুখ পানে ॥

সুদেবী কহয়ে দ্বিজের কুমার
ইহারে ছাড়িয়া দেহ।
আর প্রিয়সখা সুবল আছয়ে
তাহারে বান্ধিয়া লেহ॥

কহিতে এ বোল দুজনে কোন্দল
সবে কহে মোর জয়।
বৃন্দা কুন্দলতা সমাধয়ে তথা
এ দাস উদ্ধব কয়॥১৯৯॥২৫৯১॥

ধানশী।

বৃন্দা কুন্দলতা দোঁহে মেলি।
বাড়াওত দুহুঁ জন কৌতুক-কেলি॥
সখীগণে থির করি কহে পুন বাণী।
ঐছনে হারি জিত নাহি মানি॥
নিজ অঙ্গ পণ করি কহে পুনর্ব্বার।
হারি জিত তব করব বিচার॥
এত শুনি দোঁহে পুন বৈঠল তাই।
দশম পঞ্চ দান নিল রাই॥
সাত্তা দুয়া চৌ পঞ্চ দান নিল কান।
তাকু তবহুঁ অঙ্গ থাক যত দান॥
ঐছে বিচারি খেলয়ে দুহুঁ মেলি।
মাধব আনন্দে নিমগন কেলি॥২০০॥২৫৯২॥

বরাড়ী ।

মনোহর বেশ বনাওল সখীগণ
বৈঠল সবে একু ঠাম ।
পাশক কেলি রচল পুন তৈখনে
পুন করু নিজ নিজ কাম ॥
সজনি কানু কহ বড় বিপরীত ।
যো ইথে হারব দক্ষিণ গণ্ড নিজ
দেয়ব দংশন নীত ।
পহিলহিঁ কানু জিত করু ঐছন
কামিনী তহিঁ ভেল ভোর ॥
খেলন পুন কর বলি রাই বিরচিল
পাশক জোরহি জোর ।
"বামগু দশ" করি সুন্দরী ডারল
নিজ জিতি লিয়ে সোই দান ॥
বলে ছলে বাম গণ্ড পুন দংশই
হোর দেখ বিদগধ কান ।
রাই জিতি পুন মুরলী হরল বলে
কানু কহে ইহ নহে রীত ॥
মঝু মুখ-চুম্বন কিয়ে ভুজ-বন্ধন
করহ যোই ইহ নীত ।
এত শুনি রাই কহত শুন নাগর
বাহক যো মন মান ॥
রাধামোহন পহু হাসি কহত তুহুঁ
জানি পুন পিছে কর আন ॥২০১॥২৫৯৩॥

ধানশী।

রাধা মাধব পাশা খেলত
করি কত বিবিধ বিধান।
দুহুঁক বচন-রীতি কেবল পিরীতি
দুহুঁ বর রসক নিধান॥
সখি হে আজু নাহি আনন্দ-ওর।
দুহুঁ দোহাঁ রূপ নয়ন ভরি পিবই
দুহুঁ কিয়ে চন্দ্র-চকোর।ধ্রু॥
হাতহিঁ হাত লাগাই যব খেলত
ভাবে অবশ তব দেহ।
আনন্দ-সায়রে নিমগন দুহুঁ মন
ভুলল নিজ নিজ গেহ।
ঐছন সময়ে নিয়োজিত শুক কহে
জটিলা-গমনক কাজ॥
রাধামোহন পহু চতুর-শিরোমণি
সাজল দ্বিজবর রাজ॥২০২॥২৫৯৮॥

সুহই।

জটিলা-গমন-কথা শুনি সশঙ্কিত।
সূর্য্যের মন্দিরে সবে হৈল উপনীত॥
প্রবেশিল সবে সূর্য্য-মন্দির ভিতরে।
হেন কালে তথা আসি জটিলা উত্তরে॥
দিনমণি প্রণমিতে আইলা জটিলা।
দেখে যত বসিয়াছে আহীরের বালা॥

কুন্দলতা দেখি কথা কহে ব্যাজ কেনে।
কুন্দলতা কহে বিপ্র না পাই এখানে॥
জটিলা কহয়ে কেনে কোথা গেল বটু।
কুন্দলতা কহে তোমার কথায় ভেল কটু॥
আর এক বিপ্র আছে গর্গ মুনির শিষ্য।
জটিলা কহয়ে তবে আনহ অবশ্য॥
শুনি কুন্দলতা গেল ব্রাহ্মণ আনিতে।
মাধব চলিল তার পাছেতে পাছেতে॥২০৩॥২৫৯৫॥

পঠমঞ্জরী।

জটিলা আসিয়া তবে কহয়ে সবারে এবে
পুরোহিত আনহ যাইয়া।
বাণী শুনি কুন্দলতা হৈয়া অতি হর্ষ-চিতা
সেইক্ষণে চলিলা ধাইয়া॥
দেখ কৃষ্ণের অপরূপ লীলা।
ধীর শান্ত কলেবর সাক্ষাৎ বিপ্র-বেশ-ধর
কেহ নাহি লখিতে পারিলা॥ধ্রু॥
আসি কুন্দলতা দেবী কহয়ে বৃন্দারে ভাবি
মাথুর দেশীয় গর্গ-ছাত্র।
ব্রহ্মচর্য্য সদা ধরে না দেখে অবলা কারে
আমার সাধনে আইলা মাত্র॥
শুনি সেই হর্ষমতি করয়ে প্রণতি স্তুতি
ত্বরান্বিতা কহয়ে বধুরে।
এই বিপ্র দ্বিজবর সুশীল সর্ব্ব-গুণাকর
পৌরহিত্যে বরহ ইহারে॥

শুনি রাই হর্ষ হৈয়া, ধীরে ধীরে কহে যাঞা
এই মোর মিত্র পূজিবারে।
বিশ্বকর্ম্মা নামে খ্যাত জগত-মঙ্গল গোত্র
পুরোহিতে বরিনু তোমারে॥
তবে সেই বিপ্রবর কুশাগ্রে কর্ষিয়া কর
রাই হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিল।
নমো নমো মিত্রবরে এই মন্ত্র উচ্চারে
অর্ঘ্য দিয়া-পূজা সমর্পিল॥
তবে বৃদ্ধা হর্ষ-ভরে দক্ষিণা লইতে তারে
পুন পুন যত্নেতে সাধিল।
তেহোঁ কহে কার্য্য নাহি, তোমা সবার প্রীতি চাহি
এই মোর দক্ষিণা হইল॥
তবে সেই তুষ্ট হৈয়া রতন মুদ্রাদি দিয়া
কহে নিত্য করাবে পূজন।
দণ্ডবৎ প্রণতি কৈলা রাইকে লইয়া গেলা
সঙ্গে চলু এ যদুনন্দন॥ ২০৪॥ ২৫৯৬॥

ভাটিয়ারি।

মিত্র পূজাইয়া বিশ্বকর্ম্মা দ্বিজরাজ।
বটুরে লইয়া সাধিল সব কাজ॥
মুদ্রা সহিতে বটু নৈবেদ্য বান্ধিলা।
বিদায় হইয়া দোহেঁ কাননে চলিলা॥
সখাগণ আছে কৃষ্ণ যাইবার তরে।
ব্রাহ্মণের বেশ সব করিলেন দূরে॥

চূড়া বান্ধি বেণু বাঁশী লইলেন করে।
কৌতুকে মিলিলা সব সখার ভিতরে।
বটুর অঞ্চলে বান্ধা নৈবেদ্য দেখিয়া।
খেলয়ে রাখাল সব চৌদিগে ঘেরিয়া॥
বলরামের ইঙ্গিতে সকল সখাগণ।
নৈবেদ্য সহিতে নিল তাহার বসন॥
ক্রোধে শাপ পাড়ে বটু কৃষ্ণ করে মানা।
তবে তারে বস্ত্র দিল করি বিড়ম্বনা॥
কৃষ্ণ লৈয়া সখাগণ নানা ক্রীড়া করে।
অপরাহ্ণ হৈল বলি মাধব ফুকারে॥২০৫॥২৫৯৭॥

তথা রাগ।

সুরজ আরাধিয়া সহচরী মেলি।
নিজ নিজ মন্দিরে গমন তবে কেলি॥
কত ছলে ফিরি ফিরি চাহে পুনর্ব্বার।
অন্তর গর গর বিরহ বিথার॥
জটিলা আগুসরি করিলা পয়ান।
বধূরে রাখিয়া সব সহচরী ঠাম॥
মন্থর-গতি চলু সুবদনী রাই।
নিতি নিতি ঐছন মোহন বলি যাই॥২০৬॥২৫৯৮॥

পূরবী।

নিজালয়ে সখী সঙ্গে চলে সুধামুখী।
প্রেমানলে হিয়া জ্বলে ছল ছল আঁখি॥

অঙ্গের বসন খসয়ে সঘন বুকে দুখ আছে ভরা।
মুখে কথা কহিতে ব্যথা হইলা বাউরী পারা॥
ধনীর ধরম দেখিয়া মরম কহিছে সকল সখী।
গোপত কথা বেকত করব এ হেন তোমায় দেখি॥
শীতল বুকে থাক সুখে তাপ তুলিছ কেনে।
পিয়ায় লইয়া হিয়ায় থুইয়া খেলিবে রাতি দিনে॥
সখীর বাণী শুনিয়া ধনী আশ বান্ধিয়া চিতে।
শেখর লইয়া ঘরে গিয়া বসিলা বুড়ীর ভিতে॥২০৭॥২৫৯৯॥

তথা রাগ।

কুন্দলতা আসি তবে রাই-কর লৈয়া।
জটিলার হাতে হাতে দিলা সমর্পিয়া॥
তবে সে জটিলা সবার করিলা সম্মান।
বসাইয়া সে সবারে দেওল গুয়াপাণ॥
সাদরে আদর করি বিদায় করিলা।
জটিলা বন্দিয়া সবে নিজালয়ে গেলা॥
সুবদনী আসি নিজ মহলে বসিলা।
মাধব ভণে দাসীগণে সেবিতে লাগিলা॥২০৮॥২৬০০॥

অথাপরাহ্ন-লীলা।
উত্তর-গোষ্ঠাদি।
তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

গৌরী।

জয় শচীনন্দন ভুবন-আনন্দ।
আনন্দ শকতি মিলিত নবদ্বীপ
উয়ল নব-রস-কন্দ॥ধ্রু॥

গো ক্ষুর-ধূলি দিশই উহ অম্বর
শুনি বর বেণু-নিসান ।
অপরূপ শ্যাম- মধুর-মধুরাধরে
মৃদু মৃদু মুরলীক গান ॥

এত কহি ভাবে বিবশ গৌর-তনু
পুন কহ গদ গদ বাত ।
শ্যাম সুনাগর বন সঞে আওত
সমবয় সহচর সাথ ॥

মঝু মন নয়ন জুড়ায়ল কলেবর
সফল ভেল ইহ দেহ ।
রাধামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ
মূরতিমন্ত সোই লেহ ॥ ২০৯ ॥ ২৬০১ ॥

তথা রাগ ।

শাশুড়ী সরসে হরষ হইয়া
ভবনে বসিলা বালা ।
সুরস পকান্ন করল রচন
পূরল সোণার থালা ॥

ঢাকিয়া বসনে রাখিয়া গোপনে
সিনান করিতে যায় ।
দাসীগণ সঙ্গে নানা রস-রঙ্গে
সিনান করল তায় ॥

বেশের মন্দিরে বসিলা সত্বরে
করিলা মোহন বেশ।
উঠিয়া অট্টালী, চৌদিকে নেহারি
দিবস হইলা শেষ॥

তুলসী আনিয়া গোপন করিয়া
দেওল লড্ডুক থালা।
অগুরু চন্দন আর গুয়াপাণ
সুগন্ধি ফুলের মালা॥

শেখর সরসি কহয়ে তুলসী
ধরিয়া তাহার হাত।
ধনিষ্ঠা মিলিয়া আসিহ চলিয়া
বুঝিয়া সঙ্কেত-বাত॥ ২১০॥ ২৬০২॥

তথা রাগ।

হরিণ-নয়নী ধনী চকিত-নেহারিণী
অতি উতকণ্ঠিত ভেলা।
সজন সম্ভাজন তনু মন জীবন
সঙ্গিনী করিয়া বিহি দিলা॥

ক্ষণে ক্ষণে উঠত ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত
উতপত তেজয়ে শ্বাসা।
ক্ষণে ক্ষণে চমকই ক্ষণে ক্ষণে কম্পই
গদ গদ কহতহিঁ ভাষা॥

কুলগুণ-গৌরব অতিশয় সৌরভ
বাম পায়ে ঠেললু তায় ।
দারুণ প্রেম থেহ নাহি মানত
পলকে পলকে তল পায় ॥

অরুণিত লোচন- লোরে ভরু আনন
পিয়া-পথ হেরত রাই ।
শিশু পশু সঙ্গত করি হরি আওত
গোক্ষুর-ধূলি উছলাই ॥

কহে কবিশেখর ধনি পুন হেরহ
আওত নাগর-রাজ ।
তুয়া মন-মানস এতিখণে পূরব
হেরবি পন্থকি মাঝ ॥ ২১১ ॥ ২৬০৩ ॥

সুহই ।

দূরিতে আওত নাগর রায় । যুবতী উমতি উন্নত চায় ॥
বিরস বদন সরস ভেল । হিয়ার আগুনি তখনি গেল ॥
হসিত বেকত বচন মিঠ । সজল ছুটল তরল দিঠ ॥
মুরলী-খুরলী শুনিতে পাই । অতুল আনন্দে আকুল রাই ॥
দেখিবারে সব সখিনী আই । উঠলি অট্টালী মিললি রাই ॥
রতন-আসনে বসিলা সবে । শেখর সবারে সেবয়ে তবে ॥
২১২ ॥ ২৬০৪ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য গৃহাগমনং যথা ।

শ্রীরাগ ।

দেখি দিন অবসান চলিলা চতুর কান
প্রবেশিলা কদলী-কাননে ।
সুবল মঙ্গল সঙ্গে যায় নানা রস-রঙ্গে
কদলী লইয়া জনে জনে ॥

মিলিলা সবার সাথে কদলী দিলেন হাতে
খায় সবে হরষিত হৈয়া ।
পরিয়া বনের ফুল গায়ে মাথে রাঙ্গা ধূল
দিল গাভী তুরিতে হাঁকিয়া ॥

ধেনু সব ঘর মুখে চলিলা আপন সুখে
উভ কাণ উভ পুচ্ছ করি ।
নাচিয়া নাচিয়া যায় শিশুগণ পাছে ধায়
ধূলায় গগন গেল ভরি ॥

শিঙ্গা দিয়া চাঁদ-মুখে বলাই ধবলী ডাকে
মদ-ভরে ভরম সঘন ।
অথির চরণ-গতি ঘূর্ণিত নয়ান-ভাতি
গদগদ না স্ফুরে বচন ॥

কমলী বাছুরী কান্ধে চলে মত্ত-গজ-ছান্দে
ঘন ডাকে কানাই বলিয়া ।
বেণু-সানে ধেনু হাঁকে সবাকার মাঝে থাকে
বনে পাছে রহিবে ভুলিয়া ॥

শিঙ্গা বেণু একতান করিয়া দেওল সান
শুনিল ব্রজের সব লোক।
মাতা পিতা হরষিত কুলবতী পুলকিত
ঘুচিল সবার দুঃখ শোক॥

যাবট গ্রামের কাছে সবে নিজ ধেনু পাছে
বিদায় হইলা জনে জনে।
শেখর সত্বর করি কহে শুন সুন্দরি
মিলহ নাগর এই থানে॥ ২১৩॥ ২৬০৫॥

তথা রাগ।

রাধিকা-চাতকী হাসি, শ্যাম সনে মিলে আসি
পিয়ে সুধা হরষিত-মনে।
দূরে দোহাঁ দুহুঁ দেখি, পালটিতে নারে আঁখি
হানিল কুসুম-শর বাণে॥

অবশ হইল গা চলিতে না পারে পা
পুলকে পূরল দুহুঁ তনু।
সুবল সময় জানি হাতে সানে বোধি ধনী
লইয়া চলিলা তবে কানু॥

খিড়িকে রাখিয়া গাই রাম দামোদর যাই
প্রণমিল জননী-চরণে।
যশোদা চুম্বন করে দেখিতে না পায় লোরে
আশিস্ করয়ে দুই জনে॥

রাই যাই বসি ঘরে পাঠাইল তুলসীরে
মরম কহিয়া তার কাণে।
সখীগণ লৈয়া রাধা পূরয়ে মনের সাধা
সে সব লিখিতে নারে আনে॥

তুলসী উলসি হৈয়া যায় উপহার লৈয়া
তুরিতে মিলিয়া রাজ-ঘরে।
গোপতে লইয়া থালা ধনিষ্ঠারে দিয়া বালা
কহিল রাইয়ের সমাচারে॥

জানিয়া রাধার মর্ম্ম শেখর করয়ে কর্ম্ম
বিছানা বিছায় কত ভাতি।
সখীগণ লৈয়া সাথে বসি রসবতী তাতে
তুলসীর করিয়া অবধি ॥২১৪॥ ২৬০৬॥

গৌরী।

সাঁঝ সময়ে গৃহে আওত ব্রজ-সুত
যশোমতী আনন্দ-চিত।
দীপ জ্বালি থালা পর করলহি আরতি
কতহিঁ গাওত গীত॥

ঝলকত ও মুখ-চন্দ।
ব্রজ-রমণীগণ চৌদিকে বেড়ল
হেরইতে রতি-পতি পড়লহি ধন্দ॥

ঘণ্টা ঝাঁঝরী তাল মৃদঙ্গ বাজাওত
সখীগণ জয় জয়কার।
কুসুম বরিষত রমণীগণ হরষিত
আনন্দে জগ-জন নগর বাজার॥
শ্যামর-অঙ্গ মনোহর-মূরতি
বনি বন-মাল বিরাজ।
গোবিন্দদাস কহ ও রূপ হেরইতে
সংশয় জীবনে যৌবনে পড়ু বাজ॥২১৫॥২৬০৭॥

তথা রাগ।

যশোমতী আরতি করত বিধানে।
গুরুকুল মঙ্গল করু তথি গানে॥
সুখ-ভরে দ্বিজগণে করু বহু দানে।
দাসগণ তৈখনে করল সোপানে॥
বেদী পর কো ধরু শীতল নীরে।
কোই লেই আওন পাতল চীরে॥
কোই লেই দুহুঁ জনে বেদীতে বসাই।
রতন-ভূষণ পুন কোই খসাই॥
কোই দেই দুহুঁ অঙ্গে উবটন গন্ধে।
সুঘড় সেবক মর্দ্দয়ে কত বন্ধে।
সুগন্ধি সলিলে পুন করল সিনানে।
দুহুঁ অঙ্গ মোছয়ে সেবক সুজানে॥
নীল পীত বসন পরবি দুহুঁ রঙ্গে।
সুগন্ধি চন্দন কেহো লেপই অঙ্গে॥

কহ কবি শেখর করি অনুমানে ।
বৈঠল দুহুঁ তব্ করিয়া সিনানে ॥ ২১৬ ॥ ২৬০৮॥

ইমন ।

সময় জানিয়া তুরিত হইয়া
আসিয়া ধনিষ্ঠা নারী ।
যশোদা-মন্দিরে পীড়ার উপরে
সুখদ আসন করি ॥
সুগন্ধি সলিল করিয়া শীতল
পূরিয়া আনল ঝারি ।
রাইক পকান্ন আনিয়া তখন
রাখল পৃথক করি ॥
এ সূপ মুদগ মরিচ সুখদ
যে কিছু আছিল ঘরে ।
যশোদা-বচনে আনিয়া তখনে
কানুর ভোজন তরে ॥
সিনান করিয়া বলাই হাসিয়া
চলিলা আপন ঘরে ।
কানুর বচন না মানে তখন
বারুণী-পানের তরে ॥
তবহিঁ যতনে সুখদ আসনে
বসিলা যাদব রায় ।
মায়ের পিরীতে লাগিলা ভুঞ্জিতে
তুলসী কর‍য়ে বায় ॥

জননী বিনয় শুনহ তনয়
আর না বলিব কি।
তোমার কারণ এ সব পকায়
পাঠায় রাজার ঝি॥
অরুচি তেজিয়া ভোজন করিয়া
ঘুচাহ সবার দুখ।
তোমার ভোজন শুনিয়া তখন
রাধিকা পাওব সুখ॥
মায়ের বচনে নন্দের নন্দনে
ভুঞ্জল পরম সুখে।
উঠি আচমনে করল যতনে
তাম্বুল দেয়ল মুখে॥
কানুর বদন নেহারে সঘন
ধনিষ্ঠা চতুরী বালা।
ইঙ্গিত বুঝিয়া চতুর নাগর
দেওল চম্পক মালা॥
সঙ্কেত করিয়া ধনিষ্ঠা আনিয়া
দেওল তুলসী-করে।
অবশেষ লৈয়া থালীতে ভরিয়া
দেওল রাইয়ের তরে॥
সে সব লইয়া তুলসী চলিয়া
তুরিতে আওল ঘরে।
থালা মালা তথি তুলসী যুবতী
সোঁপল রাধার করে॥

সঙ্কেত-কাহিনী বুঝিলা তরুণী
চম্পক-মালাটি দেখি।
তাম্বূল-বীটিকা দেয়লি রাধিকা
তুষিল সকল সখী॥

নানা রস গান করি সখীগণ
চলিলা আপন ঘরে।
সময় জানিয়া থালা মালা লৈয়া
শেখর গোপন করে॥ ২১৭॥ ২৬০৯॥

কামোদ।

জল-পান করি কান মুখে দিয়া গুয়া পাণ
খিড়িকে চলিলা গো-দোহনে।
গাভীগণ স্তন-ভরে ঘন হাম্বা-রব করে
কানু-পথ নিরখে সঘনে॥

আইলা গোকুল-চাঁদ করে করি শিলি ছাঁদ
আর গোপ আসি তার সঙ্গে।
ছাড়ি দিলা বৎস সব গোঠে উঠে হাম্বা-রব
শুনিতে বাড়িল বহু রঙ্গে॥

দেখিয়া কানুর মুখ ধেনুর হইল সুখ
বৎস পিয়ে হরষিত মনে।
পিশঙ্গী কস্তুরী মণি দোহে কানু গুণমণি
আর গাভী দোহে গোপগণে॥

দোহন করিয়া সারা সঙ্গে লৈয়া দুগ্ধ-ভারা
বসিলা মায়ের কাছে যাই।
অট্টালীতে হই ঠাড়া শেখর বুঝল সাড়া
দোহন হইল সব গাই ॥ ২১৮ ॥ ২৬১০ ॥

অথ প্রদোষ-লীলা-বর্ণনং।
তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।
মঙ্গল।

সহজে কাঞ্চন গোরাচাঁদ। হেরইতে লোচন-ফাঁদ ॥
তাহে কত ভাব পরকাশ। কে বুঝয়ে কি রস-বিলাস ॥
কি কহব পহুক চরিত। রোদইতে উদয় পিরীত ॥
পুলকই প্রেম-অঙ্কুর। প্রতিঅঙ্গে সুখ ভরিপূর ॥
মেঘ জিনি ঘন গরজন। সঘনে প্রেম বরিখণ ॥
পুলক-বলিত সব তনু। কেশর কদম্ব-ফুল জনু ॥
করুণায় কান্দে সব দেশ। জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ ॥
॥২১৯॥২৬১১॥

তথা রাগ।

অট্টালিকা উপরে উঠিলা তবে কানু।
তুঙ্গ মন্দিরে ধনী পুলকিত তনু ॥
দূরে দূরে দুহুঁ জন দরশন পায়।
অবশ হইলা তনু ধরণে না যায় ॥
কানু কহে হেরি কি উদয় ভেল চাঁদ।
কিয়ে মঝু লোচন-পিরীতিক ফাঁদ ॥
ঐছনে দুহুঁ দোহা হেরি মুখ-বিধু।
দুহুঁ জন-নয়ন-চকোর পিয়ে শীধু ॥

দুহুঁ তনু কাঁপয়ে দুহুঁ মুখে হাস ।
দুহুঁ জন কহে তব্ গদ গদ ভাষ ॥
সখী কহে কি দেখহ সুবদনি রাই ।
ধনী কহে নন্দ-মহল দিশ চাই ॥
সখী কহে শশি-ধ্বজ উড়য়ে বায় ।
তুহুঁ বুঝি হেরিয়া কানু কহ তায় ॥
ধনী কহে যছু ধ্বজে শিখি-শশী হোয় ।
হেরহ সোই নেহারই মোয় ॥
এত কহি দুহুঁ দুহুঁ পুন পুন হেরি ।
যতনহি মন্দিরে বৈঠল ফেরি ॥
সময় জানি কহে মাধব তায় ।
নাগর রাজ-সভা মাঝে যায় ॥২২০॥২৬১২॥

ধানশী ।

শিরোপরি লাল জরি বান্ধে যুবরাজ ।
শ্রুতি-মূলে কুণ্ডল মনোহর সাজ ॥
নাসিকায় লখি নীল-তিলক কায় ।
সূক্ষ্ম সুতন পুন দেওল গায় ॥
মণিময় হার শোভে কণ্ঠক মাঝ ।
উর পর রতনক পদক বিরাজ ॥
কটিহুঁ কাটারি পটুকা কক্ষ বন্ধ ।
ভালহিঁ শোভিত চন্দন-চাঁদ ॥
হলধর ধরু কর চলু দরবার ।
আগে পাছে যায় কাছে দাস পরিবার ॥

দুহুঁ মেলি বৈঠলি ব্রজ-রাজ পাশ।
সভাজন রঞ্জল সরস সম্ভাষ॥
কহ কবি শেখর সময় বিচার।
সবা লই বৈঠল রাজ-কুমার॥২২১॥২৬১৩॥

সিন্ধুড়া।

মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর
তহিঁ সাজয়ে অনুপাম।
বিচিত্র সিংহাসন রঙ্গ পটাম্বর
লম্বিত মুকুতা-দাম॥
শোভা বনি অপরূপ।
গোপ গোয়াল সভা-জন দ্বিজগণ
বৈঠল ব্রজকে ভূপ॥
কোই কোই গায়ত কোই বাজাওত
নাচত ধরতহিঁ তাল।
কোই চামর লই বীজন করতহিঁ
উজোর দীপ রসাল॥
কনক-সম্পুটোপর কর্পূর তাম্বূল
চন্দ্র চন্দ্রাতপ সাজ।
গোবিন্দদাস ভণ অপরূপ শোহন
তাহিঁ উপনীত রসরাজ॥২২২॥২৬১৪॥

তথা রাগ।

উপনন্দ অভিনন্দ নন্দের ডাহিনে।
সনন্দ নন্দন দোহেঁ বসিয়াছে বামে॥

সম্মুখে সমুদ্র কত রচয়ে মন্ত্রণা।
দ্বিজগণ বিদ্যা-বিশারদ কত জনা॥
বসি বৃদ্ধ গোপগণ কৃষ্ণের অনুরাগ।
সবাকার শিরে শোভে মনোহর পাগ॥
শত শত দীপধর জ্বালি মহাদীপ।
দূরে বা ডাহিনে বামে আসন সমীপ॥
মুকুতা-লম্বিত চন্দ্রাতপ ঊর্দ্ধ ভাগে।
হেম-দণ্ড চামর বীজয়ে কেহো আগে॥
হেন কালে রাম কানু আইলা সেথানে।
মহাকলকল-ধ্বনি উঠিল তখনে॥
নন্দ কোলে করিয়া লইলা রাম কানু।
দূরহি মাধব হেরি পুলকিত তনু॥২২৩।২৬১৫।

সুহই।

অপরূপ মোহন শ্যাম।
কিশোর বয়স অনুপাম॥
সভা-জন মাঝে বৈঠল দোন ভাই।
সকল সভা-জন-চিত চোরাই॥
হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ।
চাঁদ-বদনে কত মধুরিম হাস॥
নয়নযুগল নীল-কমল সমান।
হেরইতে যুবতীর অথির পরাণ॥
তিলক-বিরাজিত ভাল-বিভঙ্গ।
ফুল-ধনু করে লই মূরছে অনঙ্গ॥

নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
এক মুখে কি কহিব গোবিন্দদাস ॥২২৪॥২৬১৬॥

মঙ্গল।

গুণিগণ করে গান লইয়া বিবিধ তান
বাদ্য বায় অতি মনোহর।
নাচয়ে নর্ত্তক তথি জিনিয়া খঞ্জন-গতি
দেখি সবে হরিষ অন্তর ॥
গান-বাদ্য-নৃত্য-রসে সবাই আনন্দে ভাসে
পুন পুন করে আস্বাদন।
দিয়া রাজা বহু ধন তুষিলেন গুণিগণ
পাছে ধন দিল বহু জন ॥
পেট মোটা ঠেটা ভাট গান বাদ্য রাখি নাট
বার বার পড়ে তড়াবড়ি।
আসিয়া ভণ্ডের ঠাট জুড়িলা বিনোদ নাট
দোহেঁ মিলি করে হুড়াহুড়ি ॥
হাসি হাসি রাম কান কৌতুক দেখিতে পুন
তার মাঝে ফেলি দিল ধন।
ভাঁড়ে ভাটে কাড়াকাড়ি মারামারি পারাপারি
কৌতুক দেখয়ে সভা-জন ॥
তবে ত দেখিয়া রাতি রক্ষক আসিয়া তথি
কহিল রাজার কাণে কাণে।
মাতা পাঠাইল মোরে নিতে রাম দামোদরে
তুরিতে করহ সমাধানে ॥

নন্দ এত বোল শুনি ভাঁড়ে ভাটে ডাকি আনি
ধন দিয়া ঘুচাইল দুখ ।
প্রজাগণে আশ্বাসিয়া রাম দামোদর লৈয়া
ঘরে গেলা করি মহাসুখ ॥

দেখি শুনি নৃত্য গীত আনন্দে মগন চিত
সভাজন নিজ ঘরে যায় ।
আসি রাম দামোদর বসিলা পীড়ার পর
সময়ে শেখর গুণ গায় ॥২২৫॥২৬১৭॥

তথা রাগ ।

সেবার সেবকগণ আনন্দে আকুল-মন
লেহ-সুখে পাসরে আপনা ।
রাম দামোদর বিনে আর কিছু নাহি জানে
সেবা-সুখে সতত মগনা ॥

আস্তে ব্যস্তে অলঙ্কার ঘুচাইল দোঁহাকার
ভোজনের বসন পরাইয়া ।
চরণ পাখালি নীরে মোছিল পাতল চীরে
ভোজন-ভবনে যায় লৈয়া ॥

রন্ধক পবিত্র করি পাতে পীড়া সারি সারি
পূরি ঝারি সুশীতল নীরে ।
রাম দামোদর আসি পীড়ার উপরে বসি
বাপকে বোলায় বারে বারে ॥

নন্দ উপনন্দ আদি ভোজনে বসিলা আসি
রাম কানু লৈয়া দুই পাশে।
দুধ ভাত পূরি বেলা যশোদা আনিয়া দিলা
আর কত সুমধুর রসে॥
ক্ষীর পূরি ভরি থালা সবারে আনিয়া দিলা
ভোজন করয়ে মহাসুখে।
দোঁহার ভোজন দেখি মাতার শীতল আঁখি
ঘুচিল মনের সব দুখে॥
মা বাপের প্রেম-রসে ভুঞ্জিল সকল রসে
ঘন ঘন উঠিবারে চায়।
আলসে অবশ-তনু হইলেন রাম কানু
দেখিয়া দুঃখিত ভেল মায়॥
আসিয়া সেবকগণে করাইল আচমনে
শয়ন-ভবনে লৈয়া যায়।
হলধর নিন্দ-ভরে চলিলা আপন ঘরে
কানাইরে শয়নে পাঠায়॥
নন্দের নন্দন কান মুখে দিয়া গুয়া পাণ
বসিলা সুখদ শেজোপরি।
আলসে ঢলয়ে গা সেবকে সেবয়ে পা
নিদ্রায় নয়ান ভেল ভোরি॥
নিন্দে অচেতন দেখিয়া সেবকগণ
আপন আপন ঘরে যায়।
শেখর সময় জানি নিজালয়ে কহে ধনি
ভোজনের করহ উপায়॥২২৬॥২৬১৮॥

ধানশী।

জটিলা কহয়ে বধূর ঠাঞি।
তুরিতে ভোজন করহ মাই॥
আয়ান ভোজন করিয়া গেল।
ছুর্ম্মেধা কুটিলা শয়ন কৈল॥
আন্ধল নয়ান না সুঝে মোরে।
বসিতে না পারি নিন্দের ভরে॥
আপন বাছুনি করহ সাতি।
দেখিতে দেখিতে বাড়িল রাতি॥
তিলেক সোয়াথ নাহিক তোর।
নয়ান-পুতলী তুমি সে মোর॥
এ ঘর-করণ তোহারি হাত।
শপথ করোঁ মুঞি ঝিয়ারী মাথ॥
দেখিবে ছুর্ম্মেধ করিবে মো।
আমার আশীষে হইবে পো॥
কুটিলা কপালী কোন্দলি করে।
কালি সে যাইবে পরেরি ঘরে॥
সে তাপে তাপিত নহিবে তারে।
সকল কুবোল ক্ষেমিবা মোরে॥
তোমার বাপের ভরসা করি।
এ তিন ভুবনে কাহুঁ না ডরি॥
তোমার মাতার কি কব কথা।
আমারে জানয়ে আপন ধাতা॥

কুশলে থাকুক তাহার পুত।
দেবতা দানব না করু ছুত॥
জটিলা যতেক যতন করে।
কহয়ে শেখর দেবের ডরে॥২২৭॥২৬১৯॥

তথা রাগ।

হেদে কথা শুনহ ঝি।
কহিতে কহিতে ভুলিয়াছি॥
আগুনি লাগুক আমার মনে।
রহিতে নারিয়ে কহিয়ে যেনে॥
তনয় আমার গেয়ান দড়।
তোমার মাতাকে ডরায় বড়॥
দেবতা সমান মানয়ে তায়:
কহিতে সিকড়া পড়িছে গায়॥
তপের ফলেতে দেবতা বশ।
তেঞি সে ভুবনে ঘোষয়ে যশ॥
জরতী কহয়ে পিরীতি বাত।
হাসিয়া ধরিয়া বধূর হাত॥
উঠিলা রাধিকা চলিলা সঙ্গে।
রন্ধন-ভবনে পশিলা রঙ্গে।
জটিলা কহয়ে বৈসহ ঝি॥
আমি সব তোমারে আনিয়া দি॥
যতনে জটিলা বধূরে দিলা।
ক্ষীর পুরী ভাজ দুধের বেলা॥

মিনতি করিয়া কহয়ে রাই।
আপনি শয়ন করহ মাই॥
আপনার ঘরে যাইয়ে লইয়া।
করিব ভোজন সোয়াথ পাইয়া॥
শুনিয়া জটিলা পাইল সুখ।
হাসিয়া চুম্বিল বধূর মুখ॥
ভালই কহিলা ও মোর মা।
আমার কেমন করিছে গা॥
জটিলা যাইয়া শয়ন করে।
রাধিকা আইলা আপন ঘরে॥
আনিয়া বাসনে গোপন করি।
মন্দিরের কোণে রাখিলা ধরি॥
শেখর ধোয়ায় সখরি হাত।
কহিতে অবশ আউলায় গাত॥২২৮।২৬২০॥

সুহই।

রতনমঞ্জরী যতন করি।
রতন-আসন পাতল সারি॥
সুগন্ধি সলিলে পূরিয়া ঝারি।
আসন নিকটে রাখিল ধরি॥
লবঙ্গমঞ্জরী লাড়ুর থালা।
আনিয়া ধরিল দুধের বেলা॥
দধি কদলক আচার যত।
পৃথক করিয়া রাখল কত॥

আসিয়া আঙ্গনে বসিলা রাধা ।
দেখিতে পূরয়ে মনের সাধা ॥
কানু-অবশেষ পরশ পাই ।
অমিয়া-সাগরে সাঁতারে রাই ॥
পুলকে পূরল রাইক তনু ।
পিয়া-রস-মধু পায়ল জনু ॥
অধর অথির ভাবের ভরে ।
ভরমে ভুলিল ভুঞ্জিতে নারে ॥
রতন নয়ানে ভরল লোর ।
যুগল অঙ্গুলে ভুঞ্জয়ে থোর ॥
না করে ভোজন না চলে কর ।
মঞ্জরী লবঙ্গে উপজে ডর ॥
মদনমঞ্জরী মদনে মাতা ।
মধুর মধুর কহয়ে কথা ॥
এমনে কেমনে যাইবে দিন ।
এতেক বুঝিয়ে ভাবের চিন ॥
সত্বরে রসল ভুঞ্জহ রাই ।
সময়ে সঙ্কেতে যাইতে চাই ॥
রঙ্গবতী গুণমঞ্জরী সাথে ।
কহত ললিতা আসিছে পথে ॥
বিশাখা বিষাদে আসিছে ধাঞা ।
সতিনীগণের খবর পাঞা ॥
ইহাতে কেমন করিব কাজ ।
সুন্দরী রহল ঘরের মাঝ ॥

আমা সবাকার না সরে সাথী।
ছুটল অবধি উঠল রাতি॥
শুনিয়া কামিনী কপট কলা।
তরাসে ভুঞ্জল সকল বালা॥
আচাই আঁচলে মুছল মুখ।
তাম্বূল খাইয়া পাওল সুখ॥
সুখদ পালঙ্কে শুতল রাই।
শেখর সে সব ভুঞ্জল যাই॥২২৯॥২৬২১॥

কল্যাণী।

যমুনা-পুলিনে চম্পক-কাননে
বিলাস-মন্দির সাজে।
বৃন্দা বিধু-মুখী বিনোদ বিছানা
করল তাহার মাঝে॥

ফুল্ল কমল- দল সুকোমল
তূলীর তুলনা করি।
পালঙ্ক উপরি পাতল সুন্দরী
চৌদিগে ফুলের ঝুরি॥

বিচিত্র বসনে ঝাঁপিল তখনে
বান্ধল পাটের ফাঁদে।
পালঙ্ক দু পাশে ফুলের বালিশে
দেয়লি মনের সাধে॥

মন্দির ভিতর সুগন্ধি ফুলের
চাঁদোয়া বান্ধিল তথি।
রচনা রচিয়া হরষিত হৈয়া
জ্বালিল কনক বাতি॥
কর্পূর তাম্বূল জল সুশীতল
মদন কোটাল তায়।
ফুল-শর করে ফিরয়ে সহরে
কোকিল পঞ্চম গায়॥
সুগন্ধি শীতল বহয়ে অনিল
পরাগে পূরল বাট।
সুখের সায়রে পড়িয়া ময়ূরে
করয়ে বিনোদ নাট॥
বৃন্দা বিছানা করিয়া রচনা
জাগিয়া রহিল তায়॥
শেখর তখন করিয়া ভোজন
রাইক নিকটে যায়॥২৩০॥২৬২২॥

অথ রাস-বিলাসঃ।

শ্রীরাধায়া অভিসারঃ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

মায়ূর।

কাঁচা-কাঞ্চন- কান্তি-কলেবর
চাহনি কুটিল সুধীর।
অতি সুখ বসনহিঁ আবৃত সব তনু
যায়ত সুরধুনী-তীর॥

সজনি গৌরাঙ্গ লখই না পার।
চাঁদ-কিরণ সঙ্গে মিলন গৌর দ্যুতি
গজ-গতি চলু অনিবার॥

নারীক যৈছন বাম চরণ আগু
ঐছন করত সঞ্চার।
কৈছন ভাবকি রীতি তছু অন্তর
কছু নাহি বুঝিয়ে পার॥

চকিত বিলোচনে চাহই দশ দিশ
অলখিত-দ্বিজ মুখ-হাস।
সো পহু চরণ- শরণ কিয়ে পাওব
ইহ রাধামোহন দাস॥২৩১॥২৬২৩॥

ভূপালী।

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
ত্বরা করি কাজ সারি পরে আভরণ॥
সবে সুখী নিশি দেখি ঘোর আন্ধিয়ার।
লেহ-রসে সবে ভাসে না করে বিচার॥
গুরুজন দুরজন নিঁদে অচেতন।
পাড়ায় বুঝিয়ে সাড়া নাহি কোন জন॥
চতুরী আহীরী নারী সবেই সেয়ান।
সময় বুঝিয়া তব করল পয়ান॥
রাধার মন্দিরে সবে আইলা সত্বরে।
শেখর আদর করি বসায় প্রধারে॥২৩২॥২৬২৪॥

ধানশী।

সখীগণ আগমন　　দেখিয়া হরিষ মন
　　ধনী উঠি বসি শেজ মাঝে।
নয়ান কচালি করে মুখানি পাখালে নীরে
　　রজনী সমান করি সাজে॥
গুণবতী সবহুঁ যে জানয়ে উদ্দেশ।
মদনমোহন-মন-　　মোহন কারণ
　　ধরতহিঁ নিরুপম বেশ॥ধ্রু॥
কুঞ্চিত কেশে বেণী, কাল জাদে সাজনী
　　মৃগ-মদ লেপলি অঙ্গে।
নীল বসনে ধনী　　মণ্ডিত ভেল তনি
　　নীল বসন পরি রঙ্গে॥
নীল-কমল হাতে　　চললি মনোরথে
　　সারথি সাহস রাজে।
মনমথ রাথি　　সাজি তাহে জোড়ল
　　তোড়ল কুল-ভয় লাজে॥
যুবতী-ঘটা লেই　　বৈঠল রসবতী
　　ক্ষেণে ক্ষেণে চিত উচাটে।
তব কবি শেখর　　হোয়ল বাহির
　　হেরইতে নাহক বাটে॥২৩৩॥২৬২৫॥

তিরোতা।

সহচরী অনুচরী করি অনুমান।
দেহলী লাগি বুঝে যতন-বয়ান॥

জাগল নাহি দেখল এক লোক।
সুখসে শুতল নাহি দুখ শোক॥
বাটক কণ্টক সব ভেল দূর।
সবে এক জাগয়ে মনমথ শূর॥
নগর নিচল ভেল নিরজন বাট।
দুরজন-নয়নহিঁ লাগল কপাট॥
শেখর কহতহিঁ পন্থ বিথার।
অভিসর সুন্দরি ভয় নাহি আর।২৩৪॥২৮২৬॥

ভুপালী।

কাজর-রুচি-হর রয়নী বিশালা।
তছু পর অভিসার করু ব্রজ-বালা॥
ঘর সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর।
নিশবদ পথ গতি চললিহুঁ থোর॥
উনমতি চিত অতি আরতি বিথার।
গুরুয়া নিতম্ব নব যৌবন-ভার॥
কমলিনী মাঝা খিণী উচ-কুচ জোর।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥
রঙ্গিণী সঙ্গিনী নব নব জোরা।
নব অনুরাগিণী নব-রসে ভোরা॥
অঙ্গক আভরণ বাসয়ে ভার।
নূপুর কিঙ্কিণী তেজল হার॥
লীলা-কমল উপেখলি মাঝা।
মন্থর-গতি চলু ধনি সখী মাঝা॥

যতনহিঁ নিঃসঙ্ক নগর দুরন্ত।
শেখর আভরণ ভেল বহন্ত ॥২৩৫॥২৬২৭॥

তুড়ী।

চলিতে না পারে যৌবন-ভরে।
ধাধসে ধরলি সখীর করে॥
নবীনা কামিনী কনক লতা।
এ তিন ভুবনে তুলনা কোথা॥
সত্বরে শরণি ধরলি রাই।
নিভৃত নিকুঞ্জে বসলি যাই॥
কনক-চাঁপার কুঞ্জের মাঝ।
বৃন্দা করল বিবিধ সাজ॥
বিনোদ বিছানা বিনোদ বন।
দেখিতে শীতল হইল মন॥
রাধিকা বসিলা ফুলের মূলে।
বিশাখা তুলিয়া দেয়লি চুলে॥
খলিত বসন পরিলা বালা।
ললিতা দেয়লি গাঁথিয়া মালা॥
গাওত কোকিল মধুর গীত।
তরল করল ধনীর চিত॥
উন্মাদ মদনে মাতল মন।
চৌদিকে বেড়ল সখীর গণ॥
পরাণ-পিয়াকে না দেখি বনে।
আনল উথাল উঠিছে মনে॥

কহয়ে শেখর শুনহ রাই।
নাগর-বারতা বুঝিতে যাই ॥২৩৬॥২৬২৮॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণাভিসারঃ।

শ্রীরাগ।

যাওল ঘর পর নিঁদে ভেল ভোর।
শেজ তেজি উঠি নন্দ-কিশোর ॥
সঘনে গগনে হেরি নখতর-পাঁতি।
অবধি না পাওল ছুটল রাতি ॥
জলধর-রুচি-হর শ্যামর-কাঁতি।
যুবতী মোহন বেশ ধরু কত ভাতি ॥
ধনী অনুরাগিণী জানি সুজান।
ঘোর আন্ধিয়ারে তব্ করল পয়ান ॥
পর-নারী-পিরীতিক ঐছন রীত।
চললি নিভৃত পথে না মানয়ে ভীত ॥
কুসুমিত কানন কালিন্দী-তীর।
তাঁহা চলি আওল গোকুল-বীর ॥
শেখর পন্থ পর মিলল যাই।
আনলি নাগর ভেটলি রাই ॥২৩৭॥২৬২৯॥

কেদার।

অপরূপ রাধামাধব মেল।
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে উলসিত ভেল ॥
আকুল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেলি।
কো কহু দুহুঁ জন নিরুপম কেলি ॥ধ্রু॥

তুহুঁ দিঠি তুহুঁ মুখে অবধি নাহিক সুখে
পুলকে পূরল তুহুঁ তনু।
চৌদিকে সখীর ঠাট যৈছন চাঁদের হাট
তার মাঝে শোভে রাধা কানু॥

দোঁহার রূপের ছান্দে মদন পড়িয়া কান্দে
সুধাকর কিরণ লুকায়।
দোঁহার মুখের বাণী অমিয়া অধিক শুনি
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায়॥

দোঁহার মাধুরী-গুণে উলসিত সখীগণে
নানা ফুলে দোহাঁরে সাজায়।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া কর্পূর তাম্বূল লৈয়া
বিশাখিকা দোহাঁরে যোগায়॥

ললিতা-ইঙ্গিত পাঞা নর্ম্মদা আইল লৈয়া
বিনি সূতে গাঁথি ফুল-হার।
দেয়ল দোহাঁর গলে হিয়ার উপরে দোলে
দেখি আঁখি শীতল সবার॥

শেখর মধুর করি কহে কথা ধীরি ধীরি
কানন শোভন দেখিবারে।
শুনিয়া চতুর কান মনে করি অনুমান
উঠিলা ধনীর ধরি করে॥২৩৮॥২৬৩০॥

তথা রাগ।

বিনোদিনী বিনোদ নাগর কান।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করল পয়ান॥
দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ ভুজ শোভিয়াছে ভাল।
দুহুঁ রূপে দশ দিশ করিয়াছে আল॥
নবীন-যৌবনী সব চলে দুই পাশে।
বনের মাধুরী দেখি হাস পরিহাসে॥
জাতি যূথী মল্লিকা মালতী নাগেশ্বর।
কদম্ব বকুল সে চম্পক মনোহর॥
তমাল মাধবীবন অতি ঘোরতর।
অশোক কিংশুক দোলা দেখিতে সুন্দর॥
বৃন্দাবন ফল-ফুলে আছে ত ভরিয়া।
মাধব মাধবী ভ্রমে স্বগণ লইয়া॥
ফুল-বন-শোভা দোহেঁ দেখি অনুক্ষণে।
ফলবন দেখিবারে করিলা গমনে॥
আম জাম বিল্ব পীলু গুবাক নারিকেল।
বাদাম ছোহারা লেবু কপিত্থ সকল॥
কণ্ডলা পিয়ালা আর পনস খর্জ্জুর।
দ্রাক্ষা দাড়িম্ব আম্রাতক সুমধুর॥
তাল কুল কলা আদি যতেক কানন।
দেখি প্রফুল্লিত দুহুঁ করয়ে ভ্রমণ॥
যন্ত্র শালাতে গেল নাগরী নাগর।
সে বেলে বিবিধ যন্ত্র আনিল শেখর॥২০৭॥২৬৩১॥

অথ রাস-বিলাসঃ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রো যথা।

কেদার।

সহচর সঙ্গে গৌর নট-রাজ।
বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন সমাজ॥
সুরধুনী-তীর পুলিন মনোহর।
গৌরচন্দ্র ধরি গদাধর-কর॥
কত শত যন্ত্র সুমেলি করি।
বাওয়ে মৃদঙ্গ করতাল ধরি॥
গাওত সুমধুর রাগ রসাল।
হেরি হরষিত কোই কহে ভালি ভাল॥
গদাধর বামে ডাহিনে নরহরি।
রায় শেখর কহে যাউঁ বলিহারি॥২৪০॥২৬৩২॥

নাটিকা।

শ্যামর-অঙ্গ অনঙ্গ-তরঙ্গিম
ললিত-ত্রিভঙ্গিম-ধারী।
ভাঙ বিভঙ্গিম রঙ্গিম চাহনি
বঙ্কিম নয়ন নেহারি॥

রসবতী সঙ্গে রসিকবর রায়।
অপরূপ রাস- বিলাস কলা-রসে
কত মনমথ মরছায়॥

কুসুমিত কেলি- কদম্ব-কদম্বক
সুরভিত শীতল ছায়।
বান্ধুলী-বন্ধু মধুর অধরে ধরি
মোহন মুরলী বাজায়॥
কামিনী-কোটি- নয়ন-নীল-উতপল-
পরিপূরিত মুখ-চন্দ।
গোবিন্দদাস কহ ও পুনি রূপ নহ
জগ-মানস-শশ-ফন্দ॥২৪১॥২৬৩৩॥

কল্যাণী।

নীরদ নীল নয়ন নিন্দি নীরজ
নীকে নেহারণি ছন্দ।
নিরখিতে নিয়ড়ে নিতম্বিনী-নিচোল
নিকসত নীবি নিবন্ধ॥
নাচত নন্দ-নন্দন নট-রাজ।
নাগরী-নারী- নগরী নব-নাগরী
নিরুপম নটিনী-সমাজ॥ধ্রু॥
নলিনী নাহ- নন্দিনী-নদী নিকট
নীপ-নিকুঞ্জ-নিবাসী।
নিতি নব-যৌবনী নিধুবনালঙ্কৃত
নিভৃত নিবাদন বাঁশী॥
নামহি নারা নিকেতনে না রহু
নৌতুন-লেহ বিলাসে।
নিন্দহি নিজ নিজ নাহ না হেরয়ে
নিরমিত গোবিন্দদাসে॥২৪২॥২৬৩৪॥

কেদার।

বহল-বারিদ- বরণ বন্ধুর
বিজুরী-বিলসিত বাস।
বিকচ-বান্ধুলী- বলিত বারিজ
বদন-বিম্ব পরকাশ॥

বিহরতি বৃন্দাবনে বনমালী।
বেড়ল ব্রজ-বধূ- বৃন্দ বিমোহিত
বোলত বলি বলিহারি॥ ধ্রু॥

বকুল-বঞ্জুল- বল্লী-বলয়িত
বিলোল-বর্হাবতংস।
বিমল-ভূষণ- বেশ-বাসিত
বেকত বাওত বংশ॥

বিশদ বারণ বাহু-বৈভব
বলয়-বন্ধ নিবন্ধ।
বিবিধ বৈদগধী- রচন-বিরচন-
বিবশ দাস গোবিন্দ॥২৪৩॥২৬০৫॥

বিহাগড়া।

নীরজ-নয়নী লেয়ল বীণ
সকল গুণক অতি প্রবীণ
মধুর মধুর বাওয়ে তাল
মদনমোহন-মোহিনী।

ঝঙ্কত ঝঙ্কত ঝনন ঝঙ্ক
চলত অঙ্গুলি লোলত অঙ্গ
কুটিল-নয়নে করত ভাঙ
অঙ্গ-ভঙ্গী-মোহিনী॥

ললিতা ললিত ধরত তাল
মোহিত মনোমোহন লাল
কহতহিঁ অতি ভালি-ভাল
রাধা গুণ-শালিনী।

তরুণগণ এক ভেলি
সকল যন্ত্র করল মেলি
মুরলী-খুরলী দেওত কান
চমকি রাগ-মালিনী॥

মত্ত কোকিল গায়ে মধুর
অলিকুল তহিঁ অতি সুস্বর
মুরলী-ধ্বনি ঘন গরজনি
নাচত ময়ূর মাতিয়া।

বৃন্দাবন সুখদ ধাম
তহিঁ বিহরই রাই শ্যাম
তরুণীগণ বিমল বদন
গাওত কত ভাতিয়া॥

ফুলি অনিল বহই ধীর
ফুলি চলই যমুনা তীর
ফুলি কানন ফুলি মদন
ফুলি রমণী মোহিনী।

ললিতা কহত মধুর বাত
কানু নাচত রাই সাথ
অঙ্গ-ভঙ্গ সরস রঙ্গ
কহত শেখর মোহিনী ॥২৪৪॥২৬০৬॥

বেলাবলী।

নাচত নাগরী নাগর কান।
রসবতী পুন পুন হেরই বয়ান ॥
বাজত কত কত যন্ত্র রসাল।
গাওত সহচরী দেওত তাল ॥
চৌদিগে বেড়িয়া নটিনী-সমাজ।
মাঝে শোহত তঁহি নটবর-রাজ ॥
নট-নটিনীগণ ভেল এক সঙ্গ।
চলত চিত্র-গতি অঙ্গ-বিভঙ্গ ॥
করে কর জোরি ভোরি নাচে বালা।
মদন গাঁথল যেন চাঁদকি মালা ॥
পদ-তল-তাল ধরণী সব ধারি।
নাচত রঙ্গে নিশঙ্ক মুরারি ॥
হেরি ললিতা তব লেয়লি ডম্ফ।
বিকট তাল তব্ করল আরম্ভ ॥
হাসি কমল-মুখী কহে শুন কান।
ইহ পর পদ-গতি করহ সুঠান ॥
মাতি মদন-মদে মদনগোপাল।
বিকট তাল পর নাচত ভাল ॥

রিঝি দেয়লি নিজ মোতিম-মাল।
সুখ-ভরে শেখর কহে ভালি ভাল ॥২৪৫॥২৬৩৭॥

তথা রাগ।

তত্তা থৈ থৈ বাওয়ে মৃদঙ্গ।
নাচত বিধু-মুখী অঙ্গ-বিভঙ্গ ॥
সুবিষম তাল কানু যব দেল।
তব্ ললিতা সখী হরষিত ভেল ॥
কানু কহে সুন্দরি কর অবধান।
ইহ পর পদ-গতি করহ সন্ধান ॥
রঙ্গিণী সহচরী বাওত ভাল।
কানু দেয়ত করে সুবিষম তাল ॥
নাচত সুবদনী কত্‌হুঁ সুছন্দ।
হেরি চমকিত সব সহচরী-বৃন্দ ॥
কোই কহে ধনি ধনি কোই জয়কার।
কানু দেওল নিজ গুঞ্জা-হার ॥
কণ্ঠে দেয়ল ধনী উর পর লাগ।
কহ শেখর সোই নব অনুরাগ ॥২৪৬॥২৬৩৮॥

শ্রীরাগ।

ভরি নাগর-কোর।
বিলসই রাই সুখের নাহি ওর ॥
ধনী রঙ্গিণী রাই।
বিলসই হরি সঞে রস অবগাই ॥২৪৭॥২৬৩৯॥

ইতি পদমত্র জ্ঞেয়ং।

শঙ্করাভরণ।

মধুর বৃন্দাবনে নাচত কিশোরী কিশোর।
দুহুঁ অঙ্গ হেলাহেলি দুহুঁ দোহাঁ মুখ হেরি
দুহুঁ রসে দুহুঁ ভেল ভোর ॥ ধ্রু॥

শিরে শিখণ্ড বেণী মত্ত ময়ূর ফণী
উরে লম্বিত বনমাল।
চৌদিগে ব্রজ-বধূ পঞ্চম গাওত
আনন্দে দেই করতাল ॥

দোলত কুণ্ডল নীল পীত অঞ্চল
নূপুর কিঙ্কিণী বোল।
ডম্ফ রবাব থমক স্বর-মণ্ডল
দশ দিশ হেম হিল্লোল ॥

চৌকি চলত ধনী উলসিত মেদিনী
সুর-কুল হেরিয়া বিভোর।
কহ মাধব দাস পূরল মনের আশ
হেরি যুগল কিশোর ॥২৪৮॥২৬৪০॥

তত্র জল-ক্রীড়া যথা।

কামোদ।

সকল-কলা-রস- সাগর নাগর
নাগরী-মুখ-শশী চাহ।
কেলি-বিলাস- ছরম-ঘরমাম্বিত
কালিন্দী কুঞ্জ অবগাহ ॥

দেখ সখি ইহ পুন নহ জল-কেলি ।
শীকর-নিকরহি ঘুমল মদন-শর
পর বরিখয়ে দুহুঁ মেলি ॥ধ্রু॥

নীলবসন তনু নীল নিষিঞ্চন
বেকত হোয়ত প্রতি অঙ্গ ।
জোরি নলিনী-দল ধনী কুচ-মণ্ডলে
ধরু কিয়ে কনক অনঙ্গ ॥

সো অব নখর- শিখরে হরি ফাড়ল
মনসিজ ভেল উদাস ।
তহিঁ পুন ভুজ- যুগল পসারল
কহ ঘনশ্যামর দাস ॥২৪৯॥২৬৪১॥

তথা রাগ ।

নাহি উঠল দুহুঁ মোছল অঙ্গ ।
পহিরল কোমল বসন সুরঙ্গ ॥
রতন-মন্দির মাহা দুহুঁ জন গেল ।
বহু উপহার ফল ভোজন কেল ॥
তাম্বুল খাই শয়ন করু তাই ।
ঘুমল নাগর নাগরী রাই ॥
অপরূপ ঐছন নিতি নিতি কেলি ।
মাধব হেরইতে আনন্দ ভেলি ॥২৫০॥২৬৪২॥

বিহাগড়া ।

হরি-করে হরিণী- নয়নী তব সোঁপিয়া
সখীগণ চলু আন ঠামে ।
অবসরে ধনী-কর ধরিয়া নাগর
মিনতি করয়ে অনুপামে ॥

হরিণী-নয়নী ধনী রামা ।
কামুক সরস পরশ-সম্ভাষণে
মেটউ লাজকি ধামা ॥

সুখদ শেজোপর নাগরী নাগর
বৈঠলি নব-রতি-সাধে ।
প্রতিঅঙ্গ-চুম্বনে রস-অনুমোদনে
থরহরি কাঁপয়ে রাধে ॥

মদন-সিংহাসনে করলি আরোহণে
মোহন রসিক সুজান ।
ভয়-গড় তোড়ল অলপে সমাধল
রাখল সকল সমান ॥

কহ কবি শেখর শুরুয়া তোখ ভর
করু জনু থোর আহারে ।
ঐছন দুহুঁ জন তলপহি পুন পুন
উপজল অধিক বিকারে ॥২৫১॥২৬৩৩॥

তথা রাগ।

পুন হরি নাগরী চুম্বই বেরি বেরি
অধর-সুধা কর পান।
মদন-মহোদধি উছলি পড়ু জনি
ডুবল নাগর কান॥

উচ-কুচ-কলস পরশ করি নাগর
ভাসই যৌবন-বানে।
নব-রতি-খেদ- দুঃখ জনু ভাবই
নাহ মিনতি নাহি মানে॥

কপট রোই ধনী পিয়া-কর বারই
করে কুচ রহলি ছাপাই।
বিথারল কেশ বেশ নীবি-বন্ধন
উর মুড়ি অঙ্গ ঝাঁপাই॥

বিকট কপট দিন্ করি নব নাগর
নাগরী কোরে বসাই।
ঘন কুচ-হানন দৃঢ় পরিরম্ভণ
কপটে মুরছে ধনী রাই॥

সুরত-সমর-রসে কানু-মন মাতল
কমলিনী কাতর বালা।
সব অঙ্গ শিথিল স্বেদ-জলে তীতল
মরদিত চম্পক-মালা॥

ধনী হেরি নাগর পড়লহি ফাঁফর
ছোড়ল কেলি-বিলাস।
কহ কবি শেখর কানু ভেল কাতর
চীরহি করত বাতাস ॥২৫২॥২৬৪৪॥

ধানশী।

চীরক পবনে ধনী শীতল ভেল।
ছরম ঘরম সব দূরহিঁ গেল ॥
বৈঠল দুহুঁ যব শেজক মাহ।
তব অনুমানল রসিক সুনাহ ॥
রাইক ইহ সব কপট তরাস।
বুঝিয়া রসিকবর লহু লহু হাস ॥
তহিঁ পুন চুম্বই রাই-বয়ান।
দুহুঁ জন-মরমে হানল পাঁচ-বাণ ॥
পুন বিলসয়ে ধনী হেরইতে ধন্দ।
কহ কবি শেখর ইহ পরবন্ধ ॥২৫৩॥২৬৪৫॥

কেদার।

সুখময় বৃন্দাবন সুখময় শ্যাম।
সুখময়ী রাধা তহিঁ অনুপাম ॥
দুহুঁ মেলি কেলি-বিলাস করু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু ॥
দুহুঁ তনু পুলকিত দুহুঁ মন ভোর।
বিনোদিনী রাধা বিনোদিয়া-কোর ॥

দুহুঁ কেলি-পণ্ডিত রূপে গুণে সম।
বিলাস-বিক্রম-রসে কেহো নহে কম॥
সুরত মুরতি কাহে দুহুঁ পরকাশ।
রতি-পতি-অন্তরে লাগল তরাস॥
অদ্ভুত রতি-রণ দূরে রহু লাজ।
নূপুর কিঙ্কিণী রুণু ঝুনু বাজ॥
অখণ্ড বিলাস-রস কছু নহে বাদ।
দুহুঁ মেলি পূরল আজনম-সাধ॥
এক তনু এক মন একই পরাণ।
দুহুঁ অঙ্গ এক মনসিজ-নিরমাণ॥
শ্রম-জল পূরল দুহুঁজন-গায়।
দুহুঁ রতি-সমরে ওর নাহি পায়॥
দোহেঁ দোহাঁ চুম্বি সমাধল কেলি।
দুহুঁজন সেবনে সখীগণ গেলি॥২৫৪॥২৬৬৬॥

কামোদ।

রতি-রঙ্গ-উচিত শয়নহি মাধব
যাচত বিপরীত-কেলি।
অনুনয় কতহুঁ করয়ে জনি হসি হসি
মুখহি মুখহি করি মেলি॥
ইতি পদমত্র জ্ঞেয়ং॥২৫৫॥২৬৪৭॥

বিহাগড়া।

কামিনী বৈঠলি কামুক সঙ্গ।

নায়রী চুম্বই নাহ-বয়ান।
সো সুখ-সায়রে ভোরল কান॥
ধনী-মন মনমথে উনমতি ভেলা।
নাগর উপর পয়োধর দেলা॥
কামিনী করতহি পুরুখ-আচারা।
জীউ লই ভাগল লাজ বেচারা॥
উলটল লোটন উর পর চরণা।
নিকসল শ্রম-জল অপরূপ-করণা॥
নাসা খগপতি শ্বাস হিলোরি।
জলদ উপরে দোলে বিনোদ বিজুরী॥
রতি অতি বিপরীত বিলসয়ে কামিনী।
মন-সিধি সাধই জাগই যামিনী॥
তুহুঁ মন-মানস পূরণ ভেলি।
হরষি সরোজ-মুখী সমাধান কেলি॥
বিলাসে অলস ভেল দুহুঁ জন-গায়।
শ্রম দূর করতহি শেখর রায়॥২৫৬॥২৬৪৮॥

তথা রাগ।

কানু কহে শশি-মুখি কর অবধান।
রতি-রসে বীর তুহুঁ হাম অব জান॥
তুয়া ঠাম ঠমকে চমক ভেল কাম।
ভাগি রহল দূরে গণি পরিণাম॥
তুহুঁ ধনি কয়লি যৈছন কেলি।
[illegible] কেলি

অব হাম গুরু করি মানলু তোয় ।
অদভুত রতি-রণ শিখায়লি মোয় ॥
অধরহি দশন-চিহ্ন ভেল হঠিনা ।
হৃদয় বিদারল তুয়া কুচ কঠিনা ॥
নখরে বিদারলি সব তনু মোর ।
তিলেক করুণা-ধন না রহু তোর ॥
কহ কবিশেখর শুন বর কান ।
আজনম গুরু-গুণ করবি ধেয়ান ॥২৫৭॥২৬৪৯॥

সুহই ।

ঐছন বচন কহল যব কান ।
লাজে অবনত ধনী করল বয়ান ॥
বচন না কহে যব নত-মুখী রাই ।
আকুল নাগর কতহুঁ মানাই ॥
তবহুঁ সুধামুখী ইঙ্গিত কেলি ।
বুঝিয়া রসিকবর বাহির ভেলি ॥
সব সখীগণ ঠামে করল পয়ান ।
সখী সনে রতি-রণ করু তব কান ॥
ইহ অপরূপ নহে কানুক কাজ ।
জনে জনে রতি-কেলি করু রস-রাজ ॥
সব সমাধান করি আওল ফেরি ।
সরস বচনে ধনী পুছে পুন কেরি ॥
সকল কহল তবে নাগর কান ।
মাধব [illegible] তঁহি ক [illegible] গান ॥২৫৮॥২৬৫০॥

অথ স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

বিহাগড়া।

দেখ সখি গৌর নওল কিশোর।
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা সুর-বর-নায়িকা-
ভাবে বুঝি ভেল ভোর॥
কহত গদ গদ শুনহ বিদগধ
প্রাণ-বল্লভ মোর।
কেশ বেশ কর সীঁথে সিন্দুর
ভালে তিলক উজোর॥
পীন পয়োধরে নখরে বিদরে
পূরহ মৃগ-মদ-সার।
কাণে কুণ্ডল কোমল কুবলয়
গলহিঁ মোতিম-হার॥
এতহুঁ কহি পুন কাঁপয়ে ঘন ঘন
নয়নে আনন্দ-লোর।
এ দাস রাধা- মোহন চিতহি
কিছু না পাওল ওর॥২৫৯॥২৬৫১॥

পঠমঞ্জরী।

রতি-অবসানে বৈঠি বরনাগরী
উদসল আপক দেহ।
হেরইতে অবনত বদন কমল পুন

প্রেম রাই রূপ-ধারী।
ইঙ্গিতে নিজ-বেশ- করণে নিয়োজল
রতি-সুখে কুঞ্জ-বিহারী ॥ধ্রু॥
ঈষদবলোকনে মাধব হেরইতে
নয়নহি আনন্দ-নীর।
জনু বর-বিধুমণি বিধু-কর-দরশনে
তৈছন সকল শরীর॥
অলক সঙারিতে পহিলহি কাঁপই
বর-করে পরশিতে কান্ত।
কহ রাধামোহন বেশ কৈছে হোয়ব
চুড় চরণ পরিযন্ত ॥২৬০॥২৬৫২॥

ললিত।

আনন্দ-নীর যতনে হরি বারত
অলকা তিলক নিরমাই।
কুঞ্চিত-লোচনে হরি-মুখ হেরইতে
থরহরি কঁপয়ে রাই॥
দেখ সখি রাধামাধব-লেহ।
নাগরী-বেশ বনাওত নাগর
ভাবে অবশ দুহুঁ দেহ ॥ধ্রু॥
কোরহি যাতি পুনহি হরি সাজত
পীন পয়োধর জোর।
যামল কর- পঙ্কজ জলে ধোয়ল

মরমক বোল কহত দুহুঁ আকুল
রোধল গদ গদ ভাষ।
অধর বিলোকনে ইঙ্গিতে কি কহল
না বুঝল গোবিন্দ দাস ॥২৬১॥২৬৫৩॥

তথা রাগ।

আনন্দ-নীর যতনে বারি হরি
অলক তিলক নিরমাই।
ঈষদবলোকনে রাই সুকম্পিত
কোরে বাঁতি পুন তাই ॥
মৃগমদ-চিত্র করত কর-পঙ্কজে
ঘামহি ধোয়ল ওই।
ভাবে অবশ দুহুঁ বেশ না হোয়ল
মনহি করত তব কোই ॥
হরি হরি সোই করব কিয়ে লেহ।
নাগরী-নাগর- সেবন-পরা সখী
যাক সোঁপল হাম দেহ ॥ধ্রু॥
যাকর বচনহি দুহুঁক সুসেবন
ঘটতহি ইহ বড় ভাগি।
হৃদয় জানি মুঝে সেবনে নিয়োজব
ভাব শয়ন সঞে জাগি ॥
দুহুঁকর বেশ ভূষণ করি হিম জল
তাম্বূল দেই যোগাই।
মলয়জ কর্পূর শীত অনুলেপন

শীকর-সগন নলিনী-দলে বীজয়ে
মৃদু সম্বাহন করি পাদ।
দাস রাধামোহন চিতে করু অনুমান
তব পূরয়ে মন-সাধ ॥২৬২॥২৬৫৪॥

পুনশ্চ প্রাগল্ভ্য-যোগাৎ স্বাধীন-ভর্তৃকা যথা।

ভূপালী।

আকুল কুটিল অলকাকুল সম্বরি।
সীঁথি বনাই বান্ধহ পুন কবরী॥
তহিঁ পুন দেহ সিন্দূরক বিন্দু।
কুঙ্কুমে মাজি সাজ মুখ-ইন্দু॥
এ হরি রতি-রস-অবশ রসাল।
বিঘটিত বেশ বনাহ পুনবার॥
কাজরে উজোরহ লোচন-ভ্রমরী।
শ্রুতি-অবতংস কিশলয়-চমরী॥
পীন পয়োধরে থির কর আপি।
মৃগমদে রঞ্জহ নখ-পদ ছাপি॥
বিগলিত কম্বু-বলয়গণ মোর।
চরণে পিঁধায়হ নূপুর জোর॥
মেটল যাবক পদে পুন লেখ।
গোবিন্দদাস দেখউ পরতেক ॥২৬৩॥২৬৫৫॥

মল্লার।

পুত্রাবলিমিহ মম হৃদি গৌরে।

শ্যাম সুন্দর বিবিধ-বিশেষং।
বিরচয় বপুষি মমোজ্জ্বল-বেশং ॥ধ্রু॥
পিঞ্ছ মুকুট মম পিঞ্ছ-নিকাশং।
বরমবতংসয় কুন্তল-পাশং ॥
অত্র সনাতন শিল্পন-রঙ্গং।
শ্রুতি-যুগলে মম লম্ভয় সঙ্গং ॥২৬৪।২৬৫৬॥

রামকিরী।

যতি তাল।

কুরু যদুনন্দন চন্দন-শিশিরতরেণ করেণ পয়োধরে।
মৃগমদ-পত্রকমত্র মনোভব-মঙ্গল-কলস-সহোদরে ॥
নিজগাদ সা যদুনন্দনে।
ক্রীড়তি হৃদয়ানন্দনে ॥
অলিকুল-গঞ্জন-সঞ্জনকং রতি-নায়ক-শায়ক-মোচনে।
ত্বদধর-চুম্বন-লম্বিত-কজ্জলমুজ্জ্বলয় প্রিয় লোচনে ॥
নয়ন-কুরঙ্গ-তরঙ্গ-বিকাশ-নিরাস-করে শ্রুতি-মণ্ডলে।
মনসিজ-পাশ-বিলাস-ধরে শুভ-বেশ নিবেশয় কুণ্ডলে ॥
ভ্রমরচয়ং রচয়ন্তমুপরি রুচিরং সুচিরং মম সম্মুখে।
জিত-কমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্ম্ম-জনকমলকং মুখে ॥
মৃগমদ-রস-বলিতং ললিতং কুরু তিলকমলিক-রজনীকরে।
বিহিত-কলঙ্ক-কলং কমলানন বিশ্রমিত-শ্রম-শীকরে ॥
মম রুচিরে চিকুরে কুরু মানদ মনসিজ-ধ্বজ-চামরে।
রতি-গলিতে ললিতে কুসুমানি শিখণ্ডি-শিখণ্ডক-ডামরে ॥
সরস-ঘনে জঘনে মম শম্বর-দারণ-বারণ-কন্দরে।
মণি-রসনা-বসনাভরণানি শুভাশয় বাসয় সুন্দরে ॥

শ্রীজয়দেব-বচসি জয়দে সদয়ং হৃদয়ং কুরু মণ্ডনে ।
হরি চরণ-স্মরণামৃত-কৃত-কলি-কলুষ-জ্বর-সংজ্বর-খণ্ডনে ॥

২৬৫৭২৬৫৭॥

ভূপালী ।

এ ধনি এ ধনি করু অবধান ।
কহ পুনঃ কি করব অনুচর কান ॥
পহিলহি তোহারি বচন-পরমাণে ।
কিশলয় সাজনু মদন-শয়ানে ॥
চন্দ্রক-পবন সঘন তনু দেল ।
যতিক্ষণে শ্রম-জল সব দূরে গেল ॥
বিগলিত চিকুর যতনে পুন সম্বরি ।
বকুল-মাল সঞে বান্ধলু কবরী ॥
অঞ্জনে রঞ্জনু এ দুই নয়ান ।
তাম্বূলে পূরল পঙ্কজ-বয়ান ॥
মৃগমদে লিখইতে উচ কুচ জোর ।
কাঁপে চপল কর-পল্লব মোর ॥
ইথে যদি রোখবি কাঞ্চন-গোরি ।
গোবিন্দদাস গুণ গাওব তোরি ॥২৬৬২৬৫৮॥

কেদার ।

যাবক রচইতে সচকিত লোচন
পদ সঞে বদন সঞ্চার ।
অধর-রাগ সঞে বুঝি অনুভব করু
কোন অধিক উজিয়ার ॥

দেখ দেখ কানুক রঙ্গ।
রাইক বেশ বনায়ত অভিমত
নিরখি নিরখি প্রতি অঙ্গ ॥ ধ্রু ॥
চরণ-বিভূষণ মণিগণ উজোর
শ্যাম মূরতি পরতেক।
নিরখিব লাখ নয়ানে হেন মানয়ে
অতয়ে সে ভেল অনেক ॥
কিয়ে প্রতিবিম্ব- দম্ভ সঞে নিজ তনু
চরণ নিছনি পরকাশ।
সম্বর-বৈরী বিজয় বেকত ভেল
ভণ ঘনশ্যামর দাস ॥২৬৭॥২৬৫৯॥

কামোদ।

ধনি ধনি রমণী-শিরোমণি রাই।
লোচন ওত করত নাহি মাধব
নিশিদিশি রস অবগাই ॥
করতলে কুঙ্কুমে ও মুখ মাজই
অলক তিলক লিখি লোর।
সজল-বিলোকনে ঘন ঘন হেরই
আকুল গদ গদ বোল ॥
লোচন-খঞ্জন অঞ্জনে রঞ্জই
নব কুবলয় শ্রুতি-মূল।
অতসী-কুসুম-সরি ললিত হৃদয়ে ধরি
কৃপণ হেম সমতুল ॥

যাবক-চীত চরণ পর লেখই
মদন-পরাজয়-পাত।
গোবিন্দদাস কহই ভালে কামুক
ভেলহুঁ আরকত হাত ॥২৬৮॥২৬৬০॥

অথ প্রিয়-নর্ম্ম-সখীনাং সেবনং যথা।

ভূপালী।

রতি-রস-শ্রম-যুত নাগরী নাগর
মুখ ভরি তাম্বূল যোগায়।
মলয়জ কুঙ্কুম মৃগমদ কর্পূর
মিল তহিঁ গাত লাগায় ॥

অপরূপ প্রিয়-সখী-প্রেম।
নিজ প্রাণ কোটি দেই নিরমঞ্ছই
নহ তুল লাখবান হেম ॥

মনোরম মালা দুহুঁ গলে অর্পয়ে
বীজই শীত মৃদু বাত।
সুগন্ধি শীতল করু জল অর্পণ
যৈছে হোত দুহুঁ শাঁত ॥

দুহুঁক চরণ পুন মৃদু সম্বাহন
করি শ্রম কয়লহি দূর।
ইঙ্গিতে শয়ন করল দুহুঁ সখীগণ
সবহুঁ মনোরথ পূর ॥

কুসুম শেজে তুহুঁ নিদ্রিত হেরই
সেবন-পরায়ণ সুখ।
রাধামোহন দাস কিয়ে হেরব
মেটব সব মনোদুখ ॥২৬৯॥২৬৬১॥

অত্র "তাম্বূলৈর্গন্ধ মাল্য-ব্যজন-হিম-পয়ঃ-পাদ-সম্বাহনাদ্যৈ"রিত্যাদি জ্ঞেয়ং।

রসালস্যং।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

তথা রাগ।

শেষ রজনী মাহা শুতল শচীসুত
ততহিঁ ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন জাগর কিয়ে তুহুঁ নাহি সমুঝই
নয়নহি আনন্দ-লোর॥
অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
যৈছন গোকুল- নায়ক-কোরহি
নায়রী শয়ন-বিভঙ্গ ॥ ধ্রু॥
বাম চরণ ভুজ পুন পুন আগোরই
যাঁতহি দক্ষিণ পাশ।
তৈছন বচন কহত পুন আঁখি মুদি
বচন রসাল সহাস।
যাকর ভাবহি প্রকট নন্দসুত
গৌর-বরণ পরকাশ।
সতত নবদ্বীপে সোই বিথারই
কহ রাধামোহন দাস ॥২৭০॥২৬৬২॥

বেলাবলী।

আলসে আকুল ভেল রসবতী রাই।
মদন-মদালসে শুতলি যাই॥
কানু শয়ন করু কামিনী-কোর।
চাঁদ আগোরি জনু রহল চকোর॥
দুহুঁ শিরে দুহুঁ ভুজে বয়ানে বয়ান।
উরু উরু লপটল.নয়ানে নয়ান॥
ঘুমি রহল তহিঁ কিশোরী কিশোর।
কেশ-প্রবেশ নাহি তনু তনু জোর॥
সখীগণ নিজ নিজ কুঞ্জে পয়ান।
নিভৃত নিকেতনে করল শয়ান॥
স্বেদ-বিন্দু দেখি দুহুঁ জন গায়।
শেখর করতহি চামর বায়॥ ২৭১॥ ২৬৮৩॥

কেদার।

সুরত সমাপি শুতল বরনাগর
পাণি রহল কুচ আপি।
কনক-শম্ভু যেন পূজকে পূজায়ল
নীল সরোরুহ ঝাঁপি॥

মাধব-কেলি-বিলাসে।
আরতি-রতি-রসে কোরে ঘুমায়ই
পুন পুন সুরতক আশে॥

বদন মিলাই রহল মুখ-মণ্ডল
কমলে মিলই যৈছে চন্দা।
ভ্রমর চকোর দুহুঁ রভসে মিলায়ই
পিবই অমিয়া মকরন্দা ॥ ২৭২ ॥ ২৬৬৪ ॥

তথা রাগ।

রতি-রস-অবশ অলস অতি ঘূর্ণিত
শুতলি নিভৃত-নিকুঞ্জে।
মধু-লোভে ভ্রমর ভ্রমরীগণ ঝঙ্করু
বিকসিত ফল-ফুল পুঞ্জে ॥
বিনোদিনী মাধব-কোর।
তমালে বেড়ল জনু কনক-লতাবলী
দুহুঁ রূপ অতি উজোর ॥
ভুজে ভুজে ছন্দ বন্ধ করি সুন্দরী
শ্যামর-কোরে ঘুমায়।
রতি-রসে আলস দুহুঁ তনু ঢর ঢর
প্রিয়-সখী চামর ঢুলায় ॥
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত
মন্দিরে দুহুঁজন পাশ।
মন্দির নিকটে পদ-তলে শুতলি
সহচরী গোবিন্দদাস ॥ ২৭৩ ॥ ২৬৬৫।

ভৈরবী।

কুসুম-শেজ পর কিশোরী কিশোর।
ঘুমল দুহুঁজন হিয়ে হিয়ে জোর ॥

অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ।
উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ॥
কুন্দন-কনক-জড়িত নীলমণি।
নব মেঘে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী॥
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি॥
শিখি-কোরে ভুজঙ্গিনী নাহি দুঃখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ।
কাম কামিনী এক ঠাঞি নাহি জাগ॥
কলহ কয়ল বহু বসন রসনা।
বিহি মিলায়ল দুহুঁ হইল মগনা॥
সুর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহে অদভুত কেল॥ ২৭৭॥ ২৬৬৬॥

অথ নিশান্তে জাগরণং যথা

ভৈরবী।

কানন-দেবতী হেরি নিশি অবসান।
আদেশিলা দ্বিজকুল করইতে গান॥
শারী শুক কহে দোহেঁ জাগহ তুরিতে।
অরুণ-উদয় হেরি নাহি মানে ভীতে॥
বানরীগণে পুন কয়ল আদেশ।
তুরিতে শবদ কর নিশি অবশেষ॥
শুনইতে ইহ বন-দেবতী-বোল।
কানন ভরিয়া উঠল মহারোল॥

হেরইতে ঐছন নিশি পরভাত।
মাধব দাস শিরে দেই হাত ॥ ২৭৫ ॥ ২৬৬৭ ॥

তথা রাগ।

দশ দিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ-মনে ঘন উঠয়ে তরাস ॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বলয়ে মধুর ॥
দ্রাক্ষা-ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সনে লুকায়ল তারা পতি ॥
কুমুদিনী-বদন তেজল মধুকর।
কমল-পয়ড়ে আসি মিলয়ে সত্বর ॥
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
জাগল সকল লোক নাহি মান ডর ॥
শেখর শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হৈয়া সাধু পারা রহিলা শুতিয়া ॥২৭৬॥২৬৬৮॥

ললিত।

আলিকুল জাগল অলিকুল-গানে।
চমকিত চাহই চকিত-নয়ানে ॥
চঞ্চল চিত অতি চললি নিকুঞ্জে।
সুখদ শেজ তহিঁ সুকুসুম-পুঞ্জে ॥

বিগলিত কুন্তল বিগলিত বাসে।
হেরি হেরি সহচরী করু পরিহাসে ॥
জাগ জাগ সুন্দরি সুন্দর কান।
দশ দিশ নিরমল ভেল বিহান ॥
কুমুদিনী তেজি অলি কমলহিঁ গেল।
গুরুজন এতখণ বাহির ভেল ॥
হাম সব আছিয়ে তুয়া মুখ চাই ;
রহই না পারিয়ে অব ঘরে যাই ॥
শুনইতে জাগি রহল দুহুঁ ভোর।
নয়ন না মেলই তনু তনু জোর ॥
সখীগণে তৈখনে করু অনুমান
কপট-কোটি কত করত ভিয়ান ॥
দুহুঁ জন জাগল অতি ভয় পাই
হাসি হাসি শেখর দ্বার খসাই ॥ ২৭৭ ॥ ২৬৬৯ ॥

বিভাষ।

নিশি-অবশেষে কোকিল ঘন কুহরত
জাগল রসবতী রাই।
বানরী-নাদে চমকি উঠি বৈঠল
তুরিতহি শ্যাম জাগাই ॥
শুন বরনাগর কান।
তুরিতহি বেশ বনাও যতন করি
যামিনী ভেল অবসান ॥ ধ্রু ॥

শারী শুক পিক কপোত কুহরত
ময়ূর ময়ূরী করু নাদ।
নগরক লোক জাগি যব বৈঠব
তবহি পড়ব পরমাদ॥

গুরুজন পরিজন ননদিনী দুরজন
তুহুঁ কি না জানহ রীত।
গোবিন্দদাস কহ উঠি চল সুন্দরি
বিঘটন কানুক পিরীত॥ ২৭৮॥ ২৬৭০॥

তথা রাগ।

রজনী শেষ বর নাগরী নাগর
বৈঠল শেজকি মাহি।
হেরি সখী সত্বর মন্দির ভিতর
হাসি হাসি বৈঠলি তাহিঁ॥

সহচরী মেলি কেলি-কলপতরু
কর কত রস পরকাশে।
রজনীক রঙ্গ কহিতে নব-নাগরী
পিয়া-মুখ ঝাঁপল বাসে॥

দুহুঁ মুখ নিরখি হরখি সব সহচরী
পুলকিনী রহল নেহারি।
পীত বসন লই নিজ তনু ঝাঁপল
লাজে লাজায়লি গোরী॥

তব হরি নাগরী কোরে আগোরলি
ডুবল সুখ-সিন্ধু মাঝ।
ললিতা ললিত কহি দুহুঁ বেশ খণ্ডিত
সাজাওত অনুপম সাজ॥
দুহুঁ রূপে মগন ভেল সব সখীগণ
দিন রজনী নাহি জান।
অরুণ উদয় ভেল জটিলা-শবদ পাইল
কবি শেখর গুণ গান॥ ২৭৯॥ ২৬৭১॥

বিভাষ।

হরি নিজ আঁচরে রাই-মুখ মোছই
কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি।
অলকা তিলক দেই সীঁথি বনায়ই
চিকুরে কবরী পুন সাজি॥
সিন্দুর দেয়ল সীঁথে।
কতহুঁ যতন করি উর পর লেখই
মৃগমদ-চিত্রক পাঁতে॥ ধ্রু॥
মণি-মঞ্জীর চরণে পরায়লি
উর পর দেওল হার।
কর্পূর তাম্বূল বদন ভরি দেয়লি
নিছলি তনু আপনার॥
নয়নক অঞ্জন করল সুরঞ্জন
চিবুকহি মৃগমদ-বিন্দু।
চরণ-কমল-তলে যাবক লেখই
কি কহব দাস গোবিন্দ॥২৮০॥২৬৭২॥

তথা রাগ।

রাইক বেশ বনাইয়া কান।
হেরইতে ধনী-মুখ সজল-নয়ান॥
কক্‌খটি বানরী তরু পর থারি।
জটিলা-গমন পুন কহয়ে ফুকারি॥
শুনইতে দুহুঁ জন চমকই চিত।
বেশ বিভূষণ ভেল বিপরীত॥
ভরমহি পীতাম্বর লেই রাই।
তুরিতহি কুঞ্জক বাহিরে যাই॥
নীল ওঢ়নী লেই চলু তব্‌ কান।
উদ্ধবদাস হেরি বিরস বয়ান॥ ২৮১॥ ২৬৭৩॥

তথা রাগ।

দুহুঁ রূপ লাবনী মনমথ-মোহিনী
নিরখি নয়ন ভুলি যায়।
রজনী-জনিত-রতি- বিশেষ-আলাপনে
আলস রহল দুহুঁ গায়॥
চাঁচর কুন্তল তাহে কুসুম-দল
লোলত আনহি ভাতি।
দুহুঁ দোহাঁ হেরি মুখ, হৃদয়ে বাড়য়ে সুখ
বোলত ভূতল পাঁতি॥
নিজ নিজ মন্দির নাগরী নাগর
চলইতে করু অনুবন্ধ।
বিচ্ছেদ-বিষানলে দুহুঁ তনু জারল
লোচনে লাগল ধন্দ॥

ভিতক চিত- পুতলী প্রায় দুহুঁ জন
রহলি বিদায়ক বেলা।
প্রেম পয়োনিধি উছলি পড়ু জনু
চেতন অচেতন ভেলা॥

দুহুঁ জন-চিত- রীত হেরি সহচরী
ঘন ঘন গগনহি চায়।
রজনী পোহায়ল সব জন জাগল
সে ডরহি অধিক ডরায়॥

শেখর বুঝি তব করি কত অনুভব
দুহুঁ-সঙ্গ-ভঙ্গ করায়।
নিজ নিজ মন্দিরে গমন করল দুহুঁ
গুরুজন ভেদ নাহি পায়।২৮২।২৬৭৪॥

ললিত।

চললহি মন্দিরে নওল কিশোরী।
হেরইতে হরি-মুখ অলস বিলোকনে
চেতন-রতন চোরায়লি গোরী॥
ঝামর বদন কানু-ঘন-চুম্বনে
প্রাতর-ধূসর-শশধর-কাঁতি।
চম্পক-মালে ললিত-করে বারই
পরিমলে লুবধল মধুকর-পাঁতি॥

বিগলিত কেশ বেশ সব খণ্ডিত
নখ-পদ-মণ্ডিত হৃদয় নেহারি।
পীত বসন লই চমকি তনু ঝাঁপই
রস-আবেশে চলু চলই না পারি॥

লহু লহু হাস সম্ভাষই সহচরী
সচকিত-নয়নহি দশ দিশ চাহি।
গোবিন্দদাস কহ জনি জানয়ে
গুরুজন চলহ তুরিতে ঘরে যাই॥২৮৩॥২৬৭৫॥

তথা রাগ।

বিচ্ছেদে বিকল ভেল দুহুঁক পরাণ।
গর গর অন্তর ঝরয়ে নয়ান॥
দুহুঁ-মনে মনসিজ জাগি রহু।
তিল বিছরণ নহে কেহু কাহু॥
নিশবদে শুতল নিন্দ নাহি ভায়।
বিয়োগ-বিয়াধি বিথারল গায়॥
দুহুঁক দুলহ লেহ দুহুঁ ভালে জান।
দুহুঁ জন মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ॥
রায় শেখর জানে ইহ রস-রঙ্গ।
পরবশ প্রেম সতত নহে ভঙ্গ॥২৮৪॥২৬৭৬॥

ইতি নিশান্ত-লীলা॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং ঊনত্রিংশ পল্লবঃ।

পুনশ্চ অষ্ট-কালীয়-নিত্য-লীলা।

তত্র প্রাতঃকালীয়-লীলা যথা।

বিভাষ।

রতন-মন্দিরে রসালস-ভরে
শয়নে আছয়ে রাই।
মুখরা-বচন শুনিয়া তখন
বিশাখা জাগায়ে যাই॥
অতি ত্বরা ডাকি কহে উঠ সখি
ঘুচাহ আলস কাজ।
তার বাণী শুনি জাগিলা সুধনী
আলসে ঘুরে দিঠি-রাজ॥
রাজহংস যেন নদীতে শয়ন
তরঙ্গে চলয়ে ঘন।
রতন-পালঙ্কে শুতিয়াছে রঙ্গে
হিলোল দুই নয়ন॥
হেন কালে মণি- মঞ্জরী সুমতি
জানে অবসর কাল।
বৃন্দাবনেশ্বরী- পদযুগ ধরি
সেবন করয়ে ভাল॥
কত পরকার করি বার বার
জাগাইল সব সখী।
উঠি ত্বরা করি বসিলা সুন্দরী
ক্ষিতি-তলে পদ রাখি॥

হেনই সময়ে মুখরা দেখয়ে
উঢ়ন পিয়ল বাস।
বিশাখাকে কহে কিবা দেখি ওহে
দেখিয়া লাগয়ে ত্রাস॥
হাহা পরমাদ বড় পরমাদ
একি পরমাদ হায়।
দ্রব-হেম-কাঁতি বসনের ভাতি
তোমার সখীর গায়॥
সন্ধ্যাকালে কালি উরে বনমালী
দেখিয়াছি এই বাস।
সতীকুল হৈয়া সে রূপে ভুলিয়া
ধরম করিলা নাশ॥
মুখরা বচন শুনিয়া তথন
বিশাখা চকিত হৈয়া।
দেখি পীত বাস আছে রাই পাশ
একি কহে ধীর হৈয়া॥
মুখরাকে তবে কহে শুন এবে
স্বভাবে আন্ধল তুয়া।
একে এক দেখ আনে আন লেখ
নাহি কহ বিচারিয়া॥
রাইক কিরণ দ্রব-হেম সম
পিঙ্গল নীলিম বাস।
তাহাতে বিহান রবির কিরণে
সে যে নহ পীত বাস॥

গবাক্ষ-জালেতে দেখ পরতেকে
রবির কিরণ লাগি।
ইহার কারণে তোমার মরমে
শঙ্কা উঠে কেনে জাগি॥
শুদ্ধ সত জনে হেন কহ কেনে
অবুধ জনার মতি।
এ যদুনন্দন কহয়ে বিভ্রম
বড় পরমাদ অতি।১॥২৬৭৭॥

তথা রাগ।

শুনিয়া বিশাখার বাক্য মুখরা লজ্জিতা।
নিজালয়ে গেল গৃহ-কর্ম্ম-আকুলিতা॥
সুবদনী আসি কৈল মুখ-প্রক্ষালন।
দন্ত-ধাবন আদি কৈল সমাপন॥
নিজ গৃহে সখী সঙ্গে হাস্য পরিহাস।
কত শত উপজিল রস-পরকাশ॥
এ যদুনন্দন কহে সখী সঙ্গে রাই।
রজনী-রভস-কথা কহয়ে তথাই।২॥২৬৭৮॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য জাগরণং যথা।

বিভাষ।

প্রাতঃকালে নিত্য-কৃত্য করি পৌর্ণমাসী।
কৃষ্ণের জননী স্থানে মিলিলেন আসি॥

তাঁরে প্রণমিয়া রাণী আশিস্ লইলা।
কৃষ্ণের শয়ন-ঘরে গমন করিলা॥
হেন কালে শ্রীদামাদি যত সখাগণে।
উঠ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনি করয়ে অঙ্গনে॥
বাৎসল্যে ব্যাকুল রাণী কহে মৃদু বাণী।
উঠ পুত্র মুখ-পদ্ম দেখুক জননী॥
বলরামের নীল বস্ত্র কেমনে পরিলা।
গেরুয়ার দাগ ভালে কেমনে লাগিলা॥
অসময়ে ফাগু অঙ্গে কেবা তোরে দিল।
হিয়ায় কণ্টক-দাগ কেমনে লাগিল॥
সদাই গহন বনে করহ ভ্রমণ।
এতেক কহিতে রাণীর ঝরে দুনয়ন॥
নিছনি যাইয়ে পুত্র উঠহ এখন।
কহয়ে মাধব উঠি বসিলা তখন॥৩॥২৬৭৯॥

তথা রাগ।

নিজ গৃহে শয়ন করল যব কান।
জননী জাগায়ত ভেল বিহান॥
আলস তেজি উঠহ যদুরায়।
আগত ভানু রজনী চলি যায়॥
প্রাতহি দোহ করত যদুচাঁদ।
তুরিতহি লেওল দোহন ছাঁদ॥
শয়ন উপেখি চলল বরকান।
নূপুর-নাদে জাগাই পাঁচ-বাণ॥

নিকট গোঠ যব মিলল আয় ।
গোবিন্দদাস মটকী লই ধায় ॥৪॥২৬৮০॥

ভূপালী ।

সহচর সঙ্গহি নাগর কান ।
গোধন-দোহনে আওল বিহান ॥
গোগণ মাঝে চলল যতু-বীর ।
ঘন হাম্বারবে গরজে গভীর ॥
ধেনু-চরণে দেই ছান্দন ডোর ।
দোহত গো-রস নন্দকিশোর ॥
তনু তনু লাগল দুধক ধার ।
মরকতে যৈছন মোতি বিথার ॥
গাগরী ভরি ভরি ভার সাজাই ।
ভার-বাহক দেহ গেহ পাঠাই ॥
কো কহু গোধন-দোহন রঙ্গ ।
খেলই পুন সব সহচর সঙ্গ ॥
শিশুগণ যুঝত করে লই দণ্ড ॥
তবহি আনাওল সমরক ষণ্ড ॥
কত কত কৌতুক হেরই তথাই ।
শ্রবণে সুবল কহে আওত রাই ॥
শুনইতে সচকিত নাগর কান ।
তাকর সঙ্গহি করল পয়ান ॥
দুহুঁ জন পন্থ নেহারত ঠারি ।
কহ মাধব হাম যাউঁ বলিহারি ॥৫॥২৬৮১॥

বিভাষ।

রজনী প্রভাতে   চলল বর-রঙ্গিণী
    নদী-অবগাহন-রঙ্গে।
বাসিত তৈল   হলদী লই ধাওল
    প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে॥
গজবর-গতি জিনি   গমন সুমন্থর
    চাঁদ জিনিয়া মুখ-জ্যোতি।
কবরী বিরাজিত   মণিময় সুরচিত
    সীঁথে উজোরল মোতি॥
নীল বসন মণি-   বলয়া বিরাজিত
    উচ-কুচ-কঞ্চুক ভার।
শ্রবণক টাঁটক   মণিময় হাটক
    কণ্ঠে বিরাজিত হার॥
চরণ কমল সম   রাতুল আতুল
    ঝন ঝন নূপুর বাজ।
গোবিন্দদাস কহ   ও রূপ হেরইতে
    ভুলল বিদগধ-রাজ॥৬॥২৬৮২॥

তথা রাগ।

নিরজনে দুহুঁ জন দরশন ভেল।
হেরইতে বদন বিবশ ভৈ গেল॥
দুহুঁ জন পুলকিত গদ গদ ভাষ।
গলে গলে মিলনে হিয়া অভিলাষ॥

সচকিত সখীগণ দশ দিশ চাই।
ধনী-মুখ চুম্বয়ে নাগর ধাই॥
দূরে গেও গুরু-ভয় দূরে রহু লাজ।
উদ্ধবদাস কহ পড়ল অকাজ॥৭॥২৬৮৩॥

ভাটিয়ারি।

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম।
মরকতে বেড়ল যৈছন হেম॥
ইতি পদমত্র জ্ঞেয়ং॥৮॥২৬৮৪॥

তথা রাগ।

বিপিনহিঁ কেলি করল দুহুঁ মেলি।
জল মাহা পৈঠি করল জল-কেলি॥
নাহি উঠল দুহুঁ মোছল অঙ্গ।
দুহুঁ রূপ হেরইতে মুরছে অনঙ্গ॥
অঙ্গে করল দুহুঁ নব নব বেশ।
কবরী বনায়ল বান্ধল কেশ॥
নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান॥৯॥২৬৮৫॥

তথা রাগ।

যশোমতী যতনে সখী সঙ্গে কহতহি
ত্বরিতে গমন কর তাই।
হামারি সন্দেশ কহবি সব গুরুজনে
আনবি রসবতী রাই॥

রতন থারী ভরিপূর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীর দধি শাকর
বহু উপহার মধুর॥
কর্পূর তাম্বূল হার মনোহর
বাসিত-চন্দন-কটোর।
সহচরী থারী চীর দেই ঝাঁপল
গোবিন্দদাস মন ভোর॥১০॥২৬৮৬॥

ধানশী।

শির পরি থারী যতন করি ধয়লহি
রাইক মন্দিরে গেল।
যশোমতী-বচন কহল সব গুরু-জনে
সো সব অনুমতি দেল॥
সুন্দরী সখী সঞে করল পয়ান।
রঙ্গ-পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু
কাজরে উজোর নয়ান।
দশনক জ্যোতি মোতি নহ সমতুল
হসইতে খসে মণি জানি॥
কাঞ্চন-কিরণ বরণ নহ সমতুল
বচন জিনিয়া পিক-বাণী॥
কর-পদ-তল থল- কমল-দলারুণ
মঞ্জীর রুণু ঝুনু বাজ।
গোবিন্দদাস কহ রমণী-শিরোমণি
জীতল মনমথ-রাজ॥১১॥২৬৮৭॥

সুহই।

নিজ মন্দির তেজি চলল বর-রঙ্গিণী
নন্দ-মহল গৃহ মাহি।
ঝলকত অঙ্গ মণিগণ-ভূষণ
বদনক উপমা নাহি॥
যশোমতী নিরখি আনন্দ।
কত কত চাঁদ চরণে পড়ি কান্দয়ে
মনমথে লাগল ধন্দ॥
সুবাসিত অন্ন ব্যঞ্জন অতি সুমধুর
পাক কয়ল তহিঁ গোই।
নিতি নিতি ঐছন করত গতাগতি
লখই না পারই কোই॥
চন্দন ঘোরি কুঙ্কুম তহিঁ রাখল
কর্পূর তাম্বূল মুখ-বাস।
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখল
কহতহি গোবিন্দদাস॥১২॥২৬৮৮॥

সারঙ্গ।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
ভোজন করু দোন ভাই।
রোহিণী দেবী করত পরিবেশন
রসবতী দেওত বাঢ়াই॥
কনক-থারী ভরিপূর।
বিবিধ মিঠাই নবনী দধি শাকর
পিষ্টক বড়ুই মধুর॥

ভোজন-কেলি কহনে নাহি যায়ত
কো করু আনন্দ ওর।
ভোজন সারি শয়ন করু পালঙ্কে
সুখময় নন্দ-কিশোর ॥১৩॥২৬৮৯॥

অথ পূর্ব্বাহ্ণ-লীলা।

ভূপালী।

বিবিধ মিঠাই আঁচর ভরি দেল।
অলখিতে আওল অলখিতে গেল ॥
নগরক লোক কোই লখই না পারি।
ঐছনে গতাগতি করত সুকুমারী ॥
বেশ বনাই কানু বল বীর।
গোধন লই চলু যমুনা-তীর ॥
গোপ গোয়ালা সঙ্গে কত ধাব।
বেণু বিষাণ ঘোর ঘন রাব ॥
সুবল সখা সঙ্গে করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দদাস ॥১৪॥২৬৯০॥

সিন্ধুড়া।

ব্রজ-নিজগণ সঙ্গে কত কত ধাওত
আর কত কুলবতী নারী।
জয় জয়কার করত নব-ব্রজ-বধূ
কনক-কুম্ভ ভরি বারি ॥

আনন্দ কো করু ওর।
রসবতী ঠাড়ে অট্টালিকা উপরে
দুহুঁ-দিঠি লুবধ চকোর॥
নয়নে নয়নে দুহুঁ কত রস উপজল
দুহুঁ মন ভৈ গেল ভোর।
প্রেম-রতন ধন দুহুঁ দোহাঁ-পরায়ণ
দুহুঁ-চিত দুহুঁ করু চোর॥
চলইতে চরণে অথির নন্দ-নন্দন
শিথিল ভেল পীত বাস।
নিজ নিজ মন্দিরে সবহুঁ পাওল
কহতহি গোবিন্দ দাস॥১৫॥২৬৯১॥

শ্রীরাগ।

কানুক গোঠ- গমনে বিরহাতুর
ধৈরজ ধরই না পারি।
ব্রজগত যত জন সঙ্গহি ধাওল
আর যত কুলবতী নারী॥
সজনি দেখ দেখ ব্রজ-জন-লেহা।
নয়নে নয়নে জল অঙ্গে পুলককুল
ভাবে অবশ ভেল দেহা॥
তিল এক বিরহ কলপ করি মানই
চিত-পুতলী সম হেরি।
ব্রজ-কুল-নন্দন কহত যতনে পুন
ঘরহি পাঠাওল ফেরি॥

কাতর-অন্তরে নিজ নিজ মন্দিরে
সব জন করল পয়ান ॥
সহচরী রাই লেই চলু মন্দিরে
গোবিন্দদাস পিছে যান ॥১৬॥২৬৯২॥

গান্ধার।

যতনহি রাই লেই চলু মন্দিরে
সখীগণ ধৈরজ নাই।
রস-পরথাব কহই করি চাতুরী
কানুক হৃদয় জানাই ॥

সুন্দরি তিরোহিতে রহি শুন বাত।
অদভুত উনহিক প্রেম বর-মাধুরী
কতিহুঁ কহই না যাত ॥

রাইক বিরহ অধিক করি মানই
উনহিক সুখ নিজ মান।
কেবল দেহ ভেদ পুন বুঝিয়ে
নহে পুন এক পরাণ ॥

আনন্দ-বাত উঠায়ত পুন পুন
পুছত রজনী-বিলাস।
গহন-মদন-দুখ সবহুঁ মিটায়ল
অনু গেও গোবিন্দদাস ॥১৭॥২৬৯৩॥

অত্র পূর্ব্বোক্তানি রসোদ্গারানুরাগ-গীতানি জ্ঞেয়ানি ॥

সুহই।

নিজ-মন্দিরে ধনী বৈঠল বিরহিণী
প্রিয়-সহচরী-মুখ চাহি।
যাহাঁ যদুনন্দন করত গো-চারণ
তুরিতে গমন করু তাহিঁ ॥
সজনি ক্ষণেক বিলম্ব কর জানি।
সহচরী-হাত মাথে ধরি সুন্দরী
বোলত মধুরিম বাণী ॥
বংশীবট-তট কদম্ব নিকট
খোঁজবি ধীর সমীর।
সঙ্কেত-কেলি- নিকুঞ্জ কুসুম-বন
সুশীতল কুণ্ডক তীর ॥
কালিন্দী-পুলিন বৃন্দাবন ঘন
নিধুবনে কেলি-বিলাস ॥
কুঞ্জ নিকুঞ্জ-বন গোবর্দ্ধন কানন
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস ॥১৮॥২৬৯৭॥

তথা রাগ।

শুনইতে রাইক ঐছন বাণী।
ললিতা যতনহি তুলসীকে আনি ॥
তাম্বূল বীড়ি আর কুসুমক দাম।
দেই পাঠাওল নাগর ঠাম ॥
তুলসী গমন কয়ল বন মাঝ।
খোজই কাহাঁ নব নাগর-রাজ ॥

নাগর-শেখর সহচর মেলি ।
গোধন সঙ্গে রঙ্গে করু কেলি ॥
ছল করি সুবল সখা লই কান ।
রাই-কুণ্ড-তীরে করল পয়ান ॥
কুণ্ডক শোভন হেরি মন ভোর ।
বৈঠল সুবল সখা করি কোর ॥
রাইক পন্থ নেহারত তাই ।
মনমথে আকুল কূল নাহি পাই ॥
তুলসী উলসি ভৈ তৈখনে গেল ।
হেরি নাগরবর হরষিত ভেল ॥
নাহক অতি উতকণ্ঠিত জানি ।
তুলসী কহল সব রাইক বাণী ॥
কুসুম-হার হৃদয় পর দেল ।
কহ মাধব সব দুখ দূরে গেল ॥১৯॥২৬৯৫॥

বরাড়ী ।

তুলসী চতুর কহয়ে মধুর
কাতর দেখিয়া কান ।
তুষিয়া তাহারে চলিলা সত্বরে
রাখিয়া আপন মান ॥
বিরা বৃন্দা আসি রাই-রসে রসি
সাজায়ল নিজ মনে ।
করি সমাপন আসিতে ভবন
তুলসী মিলিলা বনে ॥

হাস পরিহাসে রাইক আবাসে
আইলা কানন-সখী।
শেখর সহিতে বারতা শুনিতে
সজল রাধার আঁখি ॥২০॥২৬৯৬॥

সুহিনী।

তুলসী কহল কানুক কথা। যেমত তাহার হৃদয়ে বেথা ॥
শুনি শশি-মুখী বিভোর হৈয়া। বহু উপহার যতনে লৈয়া ॥
সহচরীগণ লইয়া সঙ্গে। দেবতা পূজিতে চলিলা রঙ্গে ॥
বেশ বিভূষণ রচনা করি। কানু-অনুরাগে আকুল গোরী ॥
সঙ্গিনী রঙ্গিণী বরজ-বালা। যৈছন চলয়ে চাঁদের মালা ॥
হেরিয়া চরণ-নখের ছান্দে। মদন বেদনা পাইয়া কান্দে ॥
রতন-মঞ্জীর ঝনন বাজ। গমনে জিতল কুঞ্জর-রাজ ॥
গগনে নিরখি অধিক বেলা। মাধব তুরিতে লইয়া গেলা ॥
২১॥২৬৯৭

বরাড়ী।

সখীগণ সঙ্গে চলল বর-রঙ্গিণী
ভানু-আরাধন লাগি।
বহু উপহার যতন করি লেওল
গুরুজনে অনুমতি মাগি ॥
সুগন্ধি চন্দন নেল।
চিনি কদলী উপ- হার মনোহর
সখীগণ হাতহি দেল ॥

জয় জয়কার হুলাহুলি ঘন ঘন
শঙ্খ-শবদ ঘন ঘোর।
কেলি করত কত কোকিল কুহরত
নৃত্যত ময়ূরক জোর॥
কুণ্ডক তীরে মিলল বর-নাগরী
দুহুঁ-মুখ হেরি দুহুঁ হাস।
গোবিন্দদাস পহু রসময় নাগর
নয়ন-ইঙ্গিতে কত রস পরকাশ॥২২॥২৬৭৮॥

অথ মধ্যাহ্ন-লীলা।

ভূপালী।

দুহুঁ দোহাঁ দরশনে ভাবে বিভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে ঢরকত লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ বোল।
ঘরমহি ভিগল দুহুঁক নিচোল॥
অপরূপ দুহুঁজন-ভাব-তরঙ্গ।
ক্ষণে ঘন কম্পন ক্ষণে থির অঙ্গ॥
চলইতে চাহি দুহুঁ চলই না পারি।
কহে মাধব দুহুঁ যাউঁ বলিহারি॥২৩॥২৬৭৯॥

বরাড়ী।

দুহুঁ দোহাঁ মিলই বাহু পসারি।
দুহুঁ সুখে মাতল সব কুল-নারী॥

দুহুঁ লই বৈঠল বকুলক ছায় ।
অগোর চন্দন কেহ দেই দুহুঁ গায় ॥
দুহুঁ পদ-পঙ্কজে কেহ দেই নীর ।
কেহ কেহ বীজই শীতল সমীর ॥
কেহ কেহ ধায়ল দুহুঁ মুখ-চন্দ ।
লাজে মদন হেরি রহলহিঁ ধন্দ ॥
দুহুঁ অঙ্গে বিকশিত বিবিধ বিকার ।
মাতল মনমথ লাজ কি আর ॥
দুহুঁ মেলি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে ।
দুহুঁ গুণ গায়ত মধুকর-পুঞ্জে ॥
মাধামাধব ভেল এক ঠায় ।
দুহুঁ মুখ হেরই শেখর রায় ॥২৪॥২৭০০॥

মল্লার ।

বৃন্দা-বিরচিত কুসুম-হিন্দোলা ।
তাহাতে বসিলা অতি আনন্দে বিভোলা ॥
রাই কানু সমুখাসমুখী মুখ হেরে ।
ললিতা বিশাখা সখী ঝুলায় দোহাঁরে ॥
হেরইতে সখীগণে দুহুঁ-মুখ-চন্দ ।
নাচত কোই গাওয়ে পরবন্ধ ॥
ক্ষণে অতি বেগে ঝুলয়ে ক্ষণে মন্দ ।
জলদে বিজুরী জনু ঐছন ছন্দ ॥
দুহুঁ পর কুসুম বরিখে সখী মেলি ।
হেরই মাধব দুহুঁ জন-কেলি ॥২৫॥২৭০১॥

তথা রাগ।

আন ছলে আন পথে গমন করল দুহুঁ
সখীগণ বৈঠল কুঞ্জে।
সরস রসাল নবীন নব-মঞ্জরী
বিকসিত ফুল-ফল-পুঞ্জে ॥

দুহুঁজন মিলন ভেল।
রসময় রসিক রমণী রস-শেখর
বহুবিধ কৌতুক কেল ॥

মদন-মহোদধি- মগন দুহুঁক মন
ভুজে ভুজে বন্ধন-ছন্দ।
তরুণ-তমালে কিয়ে কনক-লতাবলী
নব জলধরে জনু ঝাঁপল চন্দ ॥

দৃঢ় পরিরম্ভণে মগন দুহুঁজনে
ঘাম-বিন্দু মুখে সুন্দর-জ্যোতি।
গোবিন্দদাস পহু রতি-রণ-পণ্ডিত
জলধরে যৈছে বিথারল মোতি ॥২৬॥২৭০২॥

গান্ধার।

শ্রম-জলে ভীগল দুহুঁক শরীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর ॥
পূরল মনোরথ বৈঠল তাই।
বসন ঢুলায়ত রসবতী রাই ॥

রসময় নাগর রসবতী গোরী।
দুহুঁ-মুখ-দরশনে দুহুঁ ভেল ভোরি॥
শুতল বিদগধ নাগর রায়।
রতি-রসে মগন ভোরি নিঁদ যায়॥
সব সখীগণ মিলি বিনোদিনী রাই।
কর সঞে মুরলী যতনে চোরাই॥
পল এক জাগি বৈঠল পীত-বাস।
জল সেবন কর গোবিন্দদাস॥২৭॥২৭০৩॥

সুহই।

করহি মুরলী না দেখিয়া। কহে কানু গরগর হিয়া॥
কে নিল মুরলী প্রিয় মোর। তুহুঁ সব সখীগণ চোর॥
কহে সবে কে নিল মুরলী। কিবা লৈয়া করিবা খুরলী॥
কাননে ফেলিয়া হৈয়া ভোর। আমা সবাকারে কহ চোর॥
ইঙ্গিতে নয়ন চালিলা। বুঝি শ্যাম রাইকে ধরিলা॥
কক্ষ বক্ষ সব উকটিল। তবু সে মুরলী না পাইল॥
তবহুঁ মিনতি করু কান। তুহুঁ সে মুরলী দেহ দান॥
তবে সখীগণ আনি দিল। নাগর মুরলী করে নিল॥
কত কত ঐছন বিলাস। কহ মধুসূদন দাস॥২৮॥২৭০৪

তথা রাগ।

রাই কানু নিকুঞ্জ-মন্দিরে। বসিলেন বেদীর উপরে॥
হেম মণি খচিত তাহাতে। বিবিধ কুসুম চারি ভিতে॥
সখীগণ চৌদিগে বেড়িয়া। বসিয়াছে দুহুঁ-মুখ চাইঞা॥

কুণ্ডের পূরবে সেই কুঞ্জ। যাহা বেড়ি মধুকর গুঞ্জ॥
মলয়-পবন বহে তায়। তরু পর শারী শুক গায়।
রাই কানু সে শোভা দেখয়ে। হেরি মধুসূদন ভুলয়ে॥

২৯ ॥ ২৭০৫ ॥

তথা রাগ।

পাইয়া বাঁশী নাগর হাসি
বসি সবার পাশে।
সকল বালা চাঁদের মালা
মুচকি মুচকি হাসে॥

বনদেবতী আসিয়া তথি
মনে কৈল অনুমান।
বদন শুখা দেখিয়া ভুখা
করাইল মধু পান॥

হইয়া শীতল কামে বিকল
রাধা কানুর মন।
মদন-কলা কহে বালা
পাইয়া বিরল বন॥

চতুর সখী দোহাঁয় রাখি
কেলি-বিলাসের ঘরে।
ছলা করি আইলা সরি
ফুল গাঁথিবার তরে॥

তবে যুবতী　　নাগরী তথি
　নাগর করি কোরে।
মদন দুখী　　শেখর সুখী
　তিতিল আঁখির জলে ॥৩০॥২৭০৬॥

সারঙ্গ।

ঘন ঘন চুম্বন　　ঘন পরিরম্ভণ
　ভুজে ভুজে সঘন বন্ধান।
ঘন ঘন নখ-শর　ঘাতল দুহুঁ জন
　আনন্দে আপনা না জান ॥
　ইতি পদমত্র জ্ঞেয়ং ॥৩১॥২৭০৭ ॥

বরাড়ী।

রতি-রণ-স্বরমে ঘরম দুহুঁ-অঙ্গ।
বৈঠল দুহুঁ তব্ সো রস ভঙ্গ ॥
সহচরীগণ সঞে করি অনুমান।
জল-কেলি-সাধে কুঞ্জে অবগান ॥
বসন ভূষণ সব সখী করে দেল।
দুহুঁ জন জল মাহা নিমগন ভেল ॥
করিণীনিচয়ে জনু করিবর-রাজ।
সমর করয়ে কিয়ে সলিল সমাজ ॥
করে করি জল উভারয়ে সখীগণ।
নাগর উপরে ঘন করে বরিষণ ॥
বদন মোড়ি নাগর ক্ষণে ধাই।
অলখিতে জল মাহা চুম্বয়ে রাই ॥

ঐছন সহচরীগণ-কর বারি ।
চুম্বয়ে কাহুক কঞ্চুক ফাড়ি ॥
সহচরী সরসিজ-আয়ুধ ধারি ।
কানু-কর বারই কোই দেই গারি ॥
তব্ নাগরবর নাগরী নেল ।
তুরিতহিঁ বহুতর জল মাহা গেল ॥
দুহুঁজন-মন মাহা মদন-তরঙ্গ ।
তীরহি মাধব হেরত রঙ্গ ॥৩২॥২৭০৮॥

ধানশী ।

জল-কেলি-অবসানে উঠি সব সখীগণে
স্নান করি পহিরল বাস ।
রাই কানু দোহেঁ লৈয়া বসন ভূষণ দিয়া
গেলা সবে নিকুঞ্জ-আবাস ॥
দুহুঁ দোহাঁ বেশ করি মুখ চাহে ফিরি ফিরি
ছলে বলে করয়ে চুম্বন ।
ধনী তাহে নত-মুখী দেখিতে নাগর সুখী
আনন্দে ভাসয়ে সখীগণ ॥
অপরূপ দুহুঁ জন-লেহ ।
পরাইয়া বিভূষণ নিছই তনু মন
এক জীবন এক দেহ ॥ ধ্রু ॥
সখীগণ কুঞ্জ মাঝে বেশ করে নিজে নিজে
হরিষে হেরয়ে দুহুঁ-মুখ ।
কহয়ে মাধব দাস পূরিল মনের আশ
ঘুচিল আমার মনে দুখ ॥৩৩॥২৭০৯॥

বরাড়ী।

গোবর্দ্ধন গিরিবর নিকটহিঁ মণিঘর
সুখদ শীতল মনোহর।
কলপতরুর বন শোভিয়াছে বিলক্ষণ
সমীপে রাধার সরোবর॥

প্রফুল্ল কমল তায় ভ্রমরা ভ্রমরী গায়
চক্রবাক করে ক্রীড়া-রণ।
মদন ধনুক করে সদাই তাহাতে ফিরে
যতনে রাখয়ে সেই বন॥

অবসর জানি খেলা বৃন্দার হইল মেলা
ফল তুলি আনিল সত্বর।
উত্তম সংস্কার করি সোণার থালীতে ভরি
সারি সারি পীঢ়া থরে থর॥

করি মনে অনুমান রচিল ভোজন-স্থান
আগে আসন বসিবার তরে।
সুগন্ধি শীতল জল করি অতি নির্ম্মল
ঝারি ঝারি ভরি ভরি ধরে॥

আর যত উপহার করি সব সম্ভার
বৃন্দা সানন্দ হৈয়া মনে।
সখীগণ নানারঙ্গে নাগর নাগরী সঙ্গে
প্রবেশিলা সেইত ভবনে॥

দেখিয়া বৃন্দার রীত সবে ভেল আনন্দিত
রসরাজ বসিলা ভোজনে।
মুখানি পাখালি নীরে মোছল পাতল চীরে
বন-দেবী করয়ে সেবনে॥
একে একে উপহার ভুঞ্জে কানু বারে বার
রাধিকা দেখিয়া ভেল সুখী।
অবশেষে পিয়ে জল তবে ভুঞ্জে বন-ফল
যতনে খাওয়ায় সুধামুখী॥
শেখর সত্বর হৈয়া আইল ডাবর লৈয়া
আচমন করিবার আশে।
বিলাস-মন্দির মাঝে রচিল পালঙ্ক শেজে
তাম্বুল-সম্পুট তার পাশে॥৩৪॥২৭১০॥

সারঙ্গ।

কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ।
বহুবিধ ভোজন করয়ে আনন্দ॥
আচমন করি তাহে নাগর-রাজ।
রস-ভরে বৈঠল কুঞ্জক মাঝ॥
সুখদ শেজোপর বৈঠল কান।
ধনী অবশেষে করু ভোজন পান॥
সহচরীগণ মেলি ভুঞ্জলি রাধে।
আচমন করি চলু শয়নক সাধে॥
রসবতী বৈঠলি রসময় পাশ।
দুহুঁ হেরি সখীগণ করু পরিহাস॥

ব্রজ-রমণীগণ চতুরী সুজান।
কর্পূর তাম্বুল দেই পূরল বয়ান॥
দুহুঁ-অঙ্গে সুবেকত মদন-বিকার।
সহচরীগণ হেরি ভেল বাহার॥
দুহুঁ মেলি শুতল অলসল গায়।
দুহুঁ-পদ সেবয়ে শেখর রায়॥৩৫॥২৭১১॥

আশাবরী।

কুসুমিত-কুঞ্জে। অলিকুল গুঞ্জে॥
মলয়-সমীরে। বহে ধীরে ধীরে॥
রসবতী সঙ্গে। রসময় রঙ্গে॥
ধনী করি বুকে। শুতলি সুখে॥
ধনী-কুচ-কলসে। ঘুমল অলসে॥
কিশোরী কিশোর। নিঁদে ভেল ভোর॥
রহলি আবাসে। দিন ভেল শেষে॥
কানন-দেবী। কোকিল সেবি॥
করায়লি গানে। জাগল কানে॥
ধনী উঠি বৈঠে। কচালই দীঠে॥
শেখর ঠাড়ি। লই জল-ঝারি॥
দুহুঁ-মুখ-চাঁদে। ধোয়াই সুছাঁদে॥
পান কপূরে। দুহুঁ-মুখ পূরে॥৩৬॥২৭১২॥

বরাড়ী।

মন্দ পবন বহে মনোহর স্থান তাহে
সুশীতল কুণ্ডক কূলে।
চৌদিকে সখী মেলি করত হুলাহুলি
কুঞ্জে কল্পতরু-মূলে॥

রাই কানু কেলি-বিলাস।
দুহুঁ শুভ অভিসারি খেলই পাশা শারি
কৌতুকে হাস পরিহাস ॥
কানু কহে কর পণ মোরে পরিরম্ভণ
হারিলে দিবে দশ বার।
হাসিয়া কহয়ে রাই কোথায় শুনিয়ে নাই
পাশক ইহ ব্যবহার ॥
হারিলে সে হার দিব জিনিলে মুরলী লব
স্বরূপে খেলিবে যদি পাশা।
শুন শুন ব্রজবীর চীত করহ থির
দূরে কর ইহ প্রতি আশা ॥
শুনিয়া রাধার বাণী হাসি কহে রস-খনি
হার হারিবে কত বার।
যদি বা জিনিবা তুমি মুরলী না দিব আমি
পিছে মিছা পাতিবে জঞ্জাল ॥
দুহুঁ-রস-কন্দল মনোভব-মঙ্গল
ললিতা ললিত কথা কহে।
আপনাকে পণ করি খেলে দুহুঁ পাশা শারি
হারিলে অধীন হৈয়া রহে ॥
শুনিয়া ললিতা-বাণী কহে রাই বিনোদিনী
আমি কেন হইব অধীন।
শুনিয়া মধুর কথা কহয়ে চম্পকলতা
তুমি বড় এ রসে প্রবীণ ॥

কহয়ে বিশাখা সখী শুন রাই চন্দ্র-মুখি
মনে কিছু না করিহ ভয়।
নাগর চঞ্চল-মতি না জানে পাশার গতি
খেল তুমি জিনিবে নিশ্চয়॥
সখীর বচন শুনি দুই জনে মন মানি
পাতিল সে পাশার পসার।
রাই নিলা নীলা গুড়ি, শ্যাম সবুজ লাল শারি
খেলে পাশা ফেলে বারে বার॥
পাশা ফেলে অবসরে মেঘ-গভীর-স্বরে
দশ দশ হাঁকয়ে গোপাল।
পাশা ধরি ফেলে রাই, বিহু দান বোলে তাই
ভালিরে ভালিরে পাশোয়াল॥
ডাহিনে পাশাটি ধরি বাম হাতে করি চুরি
কানু বোলে ফেলে দুই চারি।
হাসি রুষি কহে রাই মনমথ দোহাই
কৈতব করিয়া সে বিচারি॥
যখন যে দান চাই সেই দান ফেলে রাই
বিস্মিত-হৃদয়ে শ্যাম হাসে।
দুহুঁ পুন পাশা ধরি পুন পণ দুন করি
বাঢ়ল সে কেলি-বিলাসে॥
ললিতা বিশাখা সখী দুইজনে করে সাখী
হারি জিনি করয়ে বিচারি।
তবে সে মিনতি করে হারিয়া রসিক-বরে
আনন্দ দাসের বলিহারি॥৩৭॥২৭১৩॥

ধানশী।

কর যুড়ি মন্ত্র পড়ি রাই ফেলে পাটী।
পড়িল সরস দান চালাইল গুটি॥
সাটোপ করিয়া দান ফেলিল নাগর।
পড়িল নীরস দান পহিলে ফাঁফর॥
রাই উঠাইয়া পাটী ফেলে আর বার।
জিনিনু জিনিনু বলি বলে বার বার॥
রুষিয়া ফেলিল পাটী রসিক সুজান।
যে দান ফেলিতে চাহে না পড়ে সে দান॥
সুপাট না পড়ে পাটী না চলয়ে শারি।
বিশাখা হাসিয়া কহে নাগরের হারি॥
কল বল ছল করি পাটী লৈয়া করে।
হঠ শঠ ফেলে দান জিনিবার তরে॥
তবহুঁ পড়ল দান কুপট তাহার।
ধনী কহে আছে ধর্ম্ম করিতে বিচার॥
হাসিয়া নাগর কহে খেল আর বার।
ধনী কহে মুখে লাজ নাহিক তোমার॥
কুন্দলতা কহে ধনী কর অবধান।
ভৃঙ্গের অধর-রস তুমি ক'র পান॥
ললিতা বিশাখা কহে শুন কুন্দলতা।
প্রিয়জনে হেন কেনে করহ বিতথা॥
খেলিল বিনোদ খেলা সঙ্গে সখীগণ।
শেখর লইয়া যায় বিনোদ ভবন॥৩৮॥২৭১৪॥

ভাটিয়ারি।

কুসুমিত কুঞ্জ কলপ-তরু-কানন
মণিময়-মণ্ডপ মাঝ।
আইলা কলাবতী সব জন সঙ্গতি
করে লই পূজন-সাজ ॥

কুঙ্কুম চন্দন কেশর অনুপম
চম্পক মালতী-মাল।
বহুবিধ বন-ফুল নীর সুশীতল
বহু উপহার রসাল ॥

ভানু-ভবনে ধরি রাখল সারি সারি
দধি ঘৃত রতন প্রদীপ।
সহচরী মেলি কেলি কলাবতী
বৈঠল দেব সমীপ ॥

নিজ-রসে ভাসি হাসি ধনী বোলই
শুন শুন কানন-দেবি।
দেব-পূজন বিধি যে জন জানয়ে
তাহে সে আনহ সেবি ॥

রাইক চীত- রীত জানি শেখর
যাই মিলল বটু পাশ।
বচন-বিশেষে সেই মধুমঙ্গল
আওলি দেব-আবাস ॥৩৯॥২৭১৫॥

তথা রাগ।

তারে দেখি মনে সুখী
এলায় মাথার কেশ।
রসিক নাগর রসের সাগর
ব্রাহ্মণের বেশ॥

গলে পাটা ভালে ফোটা
কোশাকুশী করে।
ছোট কাচা মোটা কোঁচা
কটি আটি পরে॥

লৈয়া পুথি হৈয়া যতি
আইলা দেবের ঘরে।
পূজার সজ্জ দেখি দ্বিজ
মন সন্ সন্ করে॥

ক্ষীরের লাড়ু দেখি বড়ু
কহে বার বার।
আইস সবে পূজহ দেবে
রৈতে নারি আর॥

হেরি বটু করি চাটু
কহে সুধামুখী।
নাগর পানে চায় সঘনে
বটু কটু দেখি॥

করি যতন ধরি আসন
বটু বসাইলা ।
রাইর সঙ্গী রঙ্গের রঙ্গী
মোদক দেখাইলা ॥
অস্থির জানি বিনোদিনী
মোদক দিলা করে ।
আসন বসন ভূষণ দিয়া
বটুর বরণ করে ॥
ছন্দ ধরি বন্ধ করি
কহে কুন্দলতা ।
ভানুর কোলে কানু খেলে
এই সে ভাল কথা ॥
নষ্ট-লোকে দুষ্ট-কথা
কহিল বুড়ীর কাণে ।
রুষ্ট হৈয়া দুষ্ট মাগী
আইলা পূজার স্থানে ॥
সবে মেলি করে কেলি
বসি পূজার ঘরে ।
দেখি বুড়ী শেখর সাড়ি
সবায় সত্বর করে ॥ ৪০ ॥ ২৭১৬ ॥

শ্রীরাগ ।

রায়ান চতুর বড় সদা মাথা ঠাড় ॥
মায়ের সনে আইলা বনে
করিতে কথা দড় ॥

হরিষ বিষাদ মনে ভাল মন্দ গুণে।
রাইর রীতি বুঝিতে তথি
বসিলা মণ্ডপ-কোণে ॥
শাশুড়ী আড়ে জানি ভয়ে
ভীত ভেল ধনী।
গায়ের বসন খসে সঘন
মুখে নাহি সরে বাণী ॥
বিপদ অতি বুঝি তথি
কহে সকল নারী।
গোপত কথা বেকত হবে
এবে কিবা করি ॥
রাই কাতর ডরে বিকল
মনে বিচার করে।
দুষ্টমতি দেখি পতি
না জানি কি করে ॥
কহে বটু হৈয়া কটু
ব্রহ্মচারী শ্যামে।
রায়ান মায়ে লৈয়া ধায়ে
ঐছে কর কামে ॥
কানু তখন ভানু হৈয়া
ফুলের ভিতরে যায়।
যখন যেমন তখন তেমন
বুঝি কথা কয় ॥

শুন রাধা পতিব্রতা
কেনে কর স্তুতি।
বুড়ীর পাপে জ্বালিমু তাপে
মরিবে তোমার পতি॥

কোলের কুমার তার গাই ভঞ্চিষা আর।
ঝি জামাতা আনি হেথা
করিমু ছার খার॥

অতি বটু করে চাটু
বসি দেবের ঘরে।
কর-যোড়ে বেদ পড়ে
দেব মানাবার তরে॥

শুন দেব দিনমণি
তোমায় আমি জানি।
স্তুতি-পাঠে গলা ফাটে
শুন মোর বাণী॥

এই রাধা তোরি সদা
ভয়ে ভেল ভোর।
দয়া করি রাখ নারী
এই মিনতি মোর॥

কুন্দলতা ধনী সদা
কহে বিনয়-বাণী।
রাধার তরে হিয়া ঝুরে
সেব গুণমণি॥

ভয়ে ধনী হৈয়া খিণী
গলে বসন দিয়া।
দেব নিকটে নিষ্কপটে
রহে দাঁড়াইয়া॥
শেখর আগে বর মাগে
শুন দিবাকর।
সে না বুড়ী মরুক পুড়ি
রাখ রাধার ঘর॥ ৪১॥ ২৭১৭॥

তথা রাগ।

কর-যোড়ে কহে ধনী শুন দেব দিনমণি
জনম সেবন কৈনু তোর।
ধন জন পরিবার সব হবে ছারখার
এই সে কপালে ছিল মোর॥
দিনমণি কর অবধান।
পতি যদি মরি যাবে তবে মোর কিবা হবে
কোন কাজে রাখিব পরাণ॥
দেবর ননদ মোরা বাসে যেন আঁখির তারা
শাশুড়ী সোহাগ করে সদা।
এ সব মরিয়া যাবে কবে মোর কিনা হবে
এ তাপে কেমনে জীবে রাধা॥
বিষাদে বিষণ্ণ মন ডাকে সতী নারায়ণ
বটু চাটু করে তার পাশে।
রাধার বদন দেখি বিকল হইল আঁখি
বিকট কপট-দেব হাসে॥

রাইয়ের বিনয় শুনি কহে দেব দিনমণি
প্রসন্ন হইনু তোর তরে ।
ধনে জনে পূর্ণা হৈয়া থাক সতী পতি লৈয়া
আপদ নহিবে তোর ঘরে ॥
দেব দয়াময় দেখি আনন্দ হইল সখী
শুনি বৈসে আসন ভিড়িয়া ।
নাগর-মোহিনী ধনী পূজে দেব দিনমণি
বটু দেয় সুমন্ত্র পড়িয়া ॥
ধূপ দীপ গন্ধমালা দিয়া দেব পূজে বালা
আর কত শত উপহার ।
বটু সুখে মন্ত্র পড়ে সঘন হুঙ্কার ছাড়ে
দেখি বুড়ীর হৈল চমৎকার ॥
নানা উপহারে ধনী পূজা কৈলা দিনমণি
অবশেষে মাগে এক বর ।
যদি হৈলা অনুকূল পড়ুক মাথায় ফুল
তবে সে ঘুচয়ে সব ডর ॥
হাসি দেব মাথা নাড়ে ঝর ঝর ফুল পড়ে
হুলাহুলি দেই নারীগণে ।
দেখিয়া দেবের মুখ বাঢ়িল সবার সুখ
আশিস্ মাগয়ে জনে জনে ॥
সবার শিরে দিয়া হাত বটু করে আশীর্ব্বাদ
জনম-আইয়তী হৈয়া থাক ।
এই দেব নিরঞ্জন পূরুক সবার মন
নৈবেদ্য প্রসাদ কিছু চাখ ॥

বসনে বান্ধিয়া সব না রাখিল এক লব
লইয়া চলিল আর বনে।
হিয়ায় সামাইল ডর কাঁপে বুড়ী থরে থর
রায়ান আসান পাইল মনে॥
পুতেরে লইয়া বুড়ী পলাইল গুড়ি গুড়ি
পথ বিপথ নাহি মানে।
উলটি পালটি চায় বসন না রহে গায়
রায়ান ভরসা করে মনে॥
দোঁহে ঘর আসি বৈসে রাইকে সে পরশংসে
মাথায় আঘাত সদা মারে।
নিষেধ করিল মায় এ কথা না কহ কায়
ঘরে আইলে মানাইও সবারে॥
হাসিয়া শেখর কয় আর কিছু নাহি ভয়
মোরে সবে কর পরতীত।
বিলাস-নিকুঞ্জে চল কৌতুকে সবাই খেল
কেহ কিছু না ভাবিহ ভীত ॥৪২॥২৭১৮॥

তথা রাগ।

ফুলের ভিতর হৈতে বাহির হইয়া।
নাগর কহয়ে কথা হাসিয়া হাসিয়া॥
সখীগণে কৌতুকে করিয়া পরিহাস।
নাগর আইলা পুন নাগরীর পাশ॥
বিলাস-মন্দিরে সবে করিলা গমন।
কুন্দলতা কহে কত কৌতুক বচন॥

বৃন্দাদেবী কহে ভেল দিন অবসান।
এখন আপন ঘরে করহ পয়ান ॥ ৪৩ ॥ ২৭১৯ ॥

ভাটিয়ারী।

দিন অবসান জানিয়া পরাণ
কেমন কেমন করে।
দোঁহার বদন নিরখি দুজন
বচন নাহিক সরে ॥
রসিক নাগরী বিচ্ছেদে বিভোরি
ঘুচিল মুখের হাস।
লোর ঝর ঝর বোল ঘর ঘর
খসিয়া পড়য়ে বাস ॥
হিয়ায় জ্বলল বাড়ব-আনল
দহই দোঁহার দেহা।
করিতে মেলানি কি হৈল না জানি
জাগল দারুণ লেহা ॥
বিষাদে বিষণ্ণ হইয়া দুজন
মেদিনী ভেদয়ে পায়।
সখীগণ তথি করিয়া যুগতি
কহয়ে দোঁহার ঠায় ॥
সুন্দরি সুন্দর বিলম্ব না কর
সত্বরে চলহ ঘর।
অবধি রহিলে কি জানি কি বলে
সে আর হইল ডর ॥

শুনিয়া বচন তরাসে তখন
মন্দির বাহিরে আসি ।
দুঃখিত হিয়ায় হইল বিদায়
বাড়িল বেদনা-রাশি ॥

চতুর নাগর চলিলা সত্বর
মিলিলা সখার সঙ্গে ।
সখীর মণ্ডলী লইয়া চললি
শেখর চলিল রঙ্গে ॥ ৪৪ ॥ ২৭২০ ॥

তথা রাগ ।

সতী কুলবতী সকল যুবতী
রাধারে আনিয়া ঘরে ।
পরম যতনে মধুর বচনে
সোঁপিলা জটিলা-করে ॥

হরিষ-বদনে জটিলা তখনে
সবার করিয়া মান ।
আদর-বাদরে বিনয়-বেভারে
দেয়ল কর্পূর পাণ ॥

দুবাহু তুলিয়া দেবতা ডাকিয়া
সঘনে আশিস করে ।
দেব যার বশ মিছা অপযশ
না বুঝি দেয়লুঁ তারে ॥

পরের বচনে হৈয়া অচেতনে
করিনু দারুণ কাজ।
দেখিনু নয়ানে শুনিনু শ্রবণে
মাথায় পড়িত বাজ॥

ভাল বটে বেটী করিয়া আখটী
মানাইল নারায়ণ।
তেজি সে আমার, রহিল সংসার
পুত্র পরিবার ধন॥

বধূর মরম ছরম জানিয়া
বুড়ী সে কাতরে বলে।
ও মোর দুলালি পরাণ-পুতলি
সিনাহ শীতল জলে॥

রাই করি ছলা বিরলে বসিলা
শেখর বসিলা সঙ্গে।
শাশুড়ী-আদর দেখিয়া সবার
উপজিল মহারঙ্গে॥ ৪৫॥ ২৭২১॥

পূরবী।

সুগন্ধি সলিলে রাই সিনান করিল।
বসন ভূষণ পরি বেশ বনাইল॥
বহুবিধ উপহার রচনা করিয়া।
রাখিল বন্ধুর লাগি থালীতে ভরিয়া॥
কানু-আগমন জানি উৎকণ্ঠিত হিয়া।
অট্টালিকা উপরে চড়িলা সখী লৈয়া॥

সখাগণ সঙ্গে করি নন্দের নন্দন।
ধেনুগণ লৈয়া ঘরে করিছে গমন॥
গো-খুরের ধূলি উঠে গগন-মণ্ডলে।
হাম্বা হাম্বা রব শুনি ধাইল সকলে॥
কহয়ে মাধবদাস কানু-আগমন।
ঘন শিঙ্গা-বেণু-রবে ভরিল গগন॥৪৬॥২১২২॥

গৌরী।

ঘরে আইল নন্দলাল গোধন চরাইয়া।
ধাইল বরজ-বাসী দেখে বাহির হৈয়া॥
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে মত্ত বলরাম॥
গজেন্দ্র-গমনে আইলা নব-ঘন-শ্যাম॥
রহি রহি সখাগণে শিঙ্গা বেণু বায়।
ধরিয়া ধবলী-পুচ্ছ সবারে হাঁকায়॥
শিরে শোভে শিখি-পাখা বনমালা গলে।
গো-ধূলি-ধূসর অঙ্গ গোরোচনা ভালে॥৪৭॥২১২৩॥

তথা রাগ।

গো-ধূলি-ধূসর শ্যামর-অঙ্গ।
আওল সকল সখাগণ সঙ্গ॥
ব্রজ-বধূগণ করু জয়-জয়-কার।
হেরইতে সুবদনী মদন-বিকার॥
নয়ানে নয়ানে কত ভাব-তরঙ্গ।
সময় না বুঝত উমত অনঙ্গ॥
সুবল সখা তব্ লেই চলু কান।
সহচরগণ ঘর করল পয়ান॥

গোঠহিঁ গোগণ করল প্রবেশ।
গোপগণে দোহনে কয়ল নিদেশ॥
শ্যাম-বাম-কর ধরি বলরাম।
যশোমতী-চরণে কয়ল পরণাম॥
যতনহি যশোমতী দুহুঁ করু কোর।
ঝর ঝর স্তন-ক্ষীর নয়নক লোর॥
দুহুঁ-মুখ চুম্বয়ে গদগদ ভাষ।
গোপতে নেহারত মাধব দাস॥৪৮॥২৭২৪॥

তথা রাগ।

বদন নিছই মোছি মুখ-মণ্ডল
বোলত সুমধুর বাণী।
বেলি অবসানে তুরিতে নাহি আওসি
তুয়া লাগি বিকল পরাণী॥
নন্দন-করে ধরি রাণী।
কতহুঁ যতন করি যশোমতী সুন্দরী
মন্দিরে বৈসায়ল আনি॥
সুবাসিত তৈল সুশীতল জল দেই
মাজল যতনহি অঙ্গ।
কুন্তল মাজি সাজি পুন বান্ধল
চূড়-শিখণ্ডক রঙ্গ॥
মৃগমদ চন্দন অঙ্গে বিলেপন
যতনে পিন্ধায়ল বাস।
বাসিত কুঙ্কুম হার উরে লম্বিত
কি কহব গোবিন্দদাস॥৪৯॥২৭২৫॥

তথা রাগ।

কতহুঁ যতন করি রাই সুনাগরী
কয়লহি বহু উপহার।
কনক থারী ভরি চিনি কদলী সরঁ
চন্দন মনোহর মাল॥
প্রিয় সহচরী-হাতে দেল।
তুরিতহি নন্দ- মহল মাহা মিলল
যশোমতী-আগে লই গেল॥ ধ্রু॥
বিবিধ মিঠাই যতন করি লেয়ল
চিনি কদলী উপহার।
ক্ষীর সর নবনীত দধিকর শাকর
বহুবিধ রস-পরকার॥
ভোজন করায়ল বহু সুখ পাওল
কর্পূর তাম্বূল দেল।
যো কিছু অবশেষ রহল থারী পর
গোবিন্দদাস লই গেল॥৫০॥২৭২৬॥

ইতি সায়ংকাল-লীলা।

ধানশী।

রাজ-সভা মাহ বৈঠল ব্রজ-পতি
সহচরগণ লই সাথ।
কোই কোই চামর ঢুলায়ত মৃদু মৃদু
কোই ছত্র ধরি মাথ॥

আওল তাহিঁ কানু বলরাম।
শির পর সুরঙ্গ পাগ মনোহর
যৈছন দুহুঁ নব-কাম॥
ব্রজ-পতি কোরহি লেয়ল দুহুঁ জন
চুম্বন কয়ল বয়ান।
সমুখহি নর্ত্তক বাদক গায়ক
যন্ত্র মেলি করু গান॥
পড়য়ে বন্দিগণ ছন্দ মনোহর
উজলিত শত শত দীপ।
সকল সভা-জন- চিত চোরায়ত
মাধব হেরত সমীপ॥৫১॥২৭২৭॥

তথা রাগ।

দুহুঁ জন গুণিগণে বহু ধন দেল।
জননী-নিদেশহি মন্দিরে গেল॥
ব্রজপতি সকল সহোদর সঙ্গে।
ভোজন-মন্দিরে আওল রঙ্গে॥
সেবক খসায়ল ভূষণ বাস।
সুত-মুখ হেরি হেরি বাড়য়ে উল্লাস॥
সবে মেলি ভোজনে বৈঠল ব্রজ-ভূপ।
কত উপহার অন্ন ব্যঞ্জন অনুপ॥
রোহিণী দেবী পরিবেশয়ে তায়।
কানু না খাওত আলস গায়॥
ব্রজ-পতি-দম্পতী বিকল পরাণ।
যশোমতী কোরে করি লেয়ল কান॥

দাসগণ জল দেই আচমন কেল ।
কহ মাধব নিজ মন্দিরে গেল ॥৫২॥২৭২৮॥

ভূপালী

নিজগৃহে শয়ন করল যদুরায় ।
সব জন নিজ নিজ গৃহে চলি যায় ॥
নন্দরাজ তব ভোজন কেল ।
নিজ নিজ মন্দিরে সবে চলি গেল ॥
নগরক লোক সব নিশবদ ভেল ।
সচরাচর সব যো যাহাঁ গেল ॥
ময়ূর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ ।
গোবিন্দদাস পহু শুনি উনমাদ ॥৫৩॥২৭২৯॥

তথা রাগ ।

কানন-কুঞ্জে কুসুম পরকাশ ।
শারী-শুক-পিক-মধুরিম-ভাষ ॥
গুঞ্জত ভ্রমরা ভ্রমরী উতরোল ।
মধু-লোভে মাতল আনন্দে ভোল ॥
তাহিঁ গমন করু বিদগধ-রাজ ।
রণঝন কিঙ্কিণী নূপুর বাজ ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত-নিকুঞ্জে ।
শেজ বিছায়ল কিশলয়-পুঞ্জে ॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ ।
অবহুঁ না সুন্দরী কয়ল পয়ান ॥

অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিগে হেরত গোবিন্দ দাস ॥৫৪॥২৭৩০॥

কামোদ।

কানুক শেষ মিলিত কত উপহার
ভোজন করি ধনী রাই।
তাম্বূল খাই অলসে তনু ঢল ঢল
শয়নে অঙ্গ অবগাই ॥
নিজ নিজ কাজ সমাপন সখীগণ
ভোজন করি ঘর মাহ।
রাইক মন্দিরে গমন কয়ল সবে
হৃদয়ে উদিত ভেল নাহ ॥
নিরমল রজনী রজনীকর সমুদিত
হেরি অতি চমকিত ভেল।
তৈছন বেশ বনায়ত রাইক
উতকণ্ঠিত ভৈ গেল ॥
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে বিলেপন
পহিরল শুক্ল সুবাস।
হিয়ে হীর-মোতিম- হার অতি মনোহর
কহতহি মাধব দাস ॥৫৫॥২৭৩১॥

করুণ বরাড়ী।

অভিসার লাগি বেশ বনায়ত
সখীগণ আনন্দ পাই।
কোই চিরুণী ধরি চিবুক চিত্র করি
সিন্দুর-তিলক বনাই ॥

দেখ দেখ ভুবন-মনোহর রাই।
ও মুখ-ছাঁদ চাঁদ মলিন-তনু
থির হই নিরখই তাই॥
কোই কছু আভরণ অঙ্গে চঢ়ায়ত
চতুঃসম গাত লাগাত।
সকল শ্যাম- সুখক লিয়ে অন্তর
অনুভবি বরণি না যাত॥
যাবক-রাগ চরণযুগে রঞ্জন
নায়ক রঞ্জন-কারী।
ভণ রাধামোহন দুলহ সো সেবন
ভাগি কি ঘটব হামারি॥৫৬॥২৭৩২॥

কেদার।

গুরুজন পরিজন ঘুমাওল জান।
সময় জানি ধনী করল পয়ান॥
নিভৃত-নিকুঞ্জে মিলল বর-কান।
দারুণ মদন পাওল সমাধান॥
দুহুঁ-অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
চাঁদ চকোর জনু মিলল নয়ান॥
তনু তনু মিলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস গান॥৫৭॥২৭৩৩॥

তথা রাগ।

দুহুঁ রসে ভোরি হেরি পাঁচবাণ।
কেলি-কলা কিয়ে করত সন্ধান॥

দেখ পুন চেতন দুহুঁ অবলম্ব।
পুনহি অচেতন যব পহু চুম্ব॥
বিপুল-পুলকবর স্বেদ-সঞ্চার।
চির-থির নয়নে নীর অনিবার॥
কাঁপই থরহরি গদগদ ভাষ।
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে অধিক উল্লাস॥
আন-আন-সঙ্গে রঙ্গে ভরু অঙ্গ।
কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
কব হেরব রাধামোহন দাস॥৫৮॥২৭৩৪॥

মঙ্গল।

উদয় হৈয়াছে শশী অতি জ্যোৎস্না রাশি রাশি
জগত-আহ্লাদ শীল যার।
প্রমদ-হৃদয়-কাম বাঢ়াইতে সুধানাম
রাধা অনুরাধা সঙ্গে আর॥
গোবিন্দ শীতল অতি অহ্লাদে ভুবন তথি
বাঢ়ায়ে যুবতী-হৃদি কাম।
রাধিকা ললিতা সঙ্গে বিলাস করয়ে রঙ্গে
সুষমা অধিক কান্তি-ধাম॥
প্রফুল্ল মাধবী-লতা পুন্নাগেতে সুবেষ্টিতা
বিরাজয়ে গহনের মাঝে।
সজ্যোৎস্না রজনী অতি বিহরয়ে কৃষ্ণ তথি
বৃক্ষ লতা প্রফুল্ল বিরাজে॥

বন মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে নিতম্বিনীবৃন্দ
বিলসয়ে মধুর রজনী ।
বসন্ত মাধবীলতা সঙ্গে হৈল প্রফুল্লতা
বিশ্ব-চিত্ত-আনন্দ-বর্দ্ধনী ॥
মাধবের আলিঙ্গনে মাধবী আনন্দ মনে
তাহাতে মাধব হরষিত ।
দেখিয়া দোহাঁর শোভা পরিমলে হৈয়া লোভা
বিশ্ব-চিত্ত করে আনন্দিত ॥
প্রফুল্ল মালতীজাল কাঞ্চন-যূথিকা ভাল
মল্লিকাদি-পুষ্প-গন্ধ তায় ।
দেখি মনোহর শোভা মকরন্দে হৈয়া লোভা
ভ্রমরা ঝঙ্কৃতি করি ধায় ॥৫৯॥২৭৩৫ ॥

কেদার ।

বিহরই রাধামাধব রঙ্গে ।
কুসুমিত বৃন্দা- বন মনোমোহন
কালিন্দী-তীর সখীগণ সঙ্গে ॥
উদিত নিশাকর কিরণহি মণ্ডিত
ফলফুল সকল কলপতরু রাজ ।
নব-নব-রঙ্গিণী রসবতী সঙ্গিণী
কিঙ্কিণী কিনি কিনি মঞ্জীর বাজ ॥
রসময় রসিক- শিরোমণি নাগর
করে কর ধারি বিহার করে ।
পুলিন সমাগম কমল সবহুঁ জল
হেরইতে মদন পলায় ডরে ॥৬০॥২৭৩৬॥

তথা রাগ ।

করে কর মণ্ডিত মণ্ডলী মাঝ ।
নাচত নাগরী নাগর-রাজ ॥
বাজত কত কত যন্ত্র সুতান ।
কত কত রাগ মান করু গান ॥
কত কত অঙ্গ-ভঙ্গ কর-কম্প ।
চালয়ে চরণ সুমঞ্জীর ঝম্প ॥
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী বলয়-নিসান ।
অপরূপ নাচত রাধা কান ॥
জনু নব-জলধরে বিজুরীক ভাতি ।
কহ মাধব দুহুঁ ঐছন কাঁতি ।৬১॥২৭৩৭॥

কেদার ।

ছুটা দশকোশি তাল ॥

কৃষ্ণঃ শ্রীমান্ মুহুরিহ সমাগত্য তাসাং স মধ্যা
ন্নানাতাল-ক্রম-বশতয়া চালয়ন্ শ্রীকরাব্জে ।
ধুন্বন্ পাণিং নটতি নিগদন্নিথমানন্দয়ংস্তান্
তত্তাতথৈ দৃগিতি দৃগথৈ দৃকৃতথৈ দৃকৃতথৈ থা ॥
॥ ৬২ ॥ ২৭৩৮

থো দৃক্ দ্রাং দ্রাং দ্রিমিদ্রিমিদ্রিমিধাং কাকুঝে কাকুঝে দ্রাং
থো দৃক্ দাং দাং কিট কিট কুনঝে থোঙ্কু দৃক্ থোঙ্কুঝেদ্রাং ।
ঝেদ্রাণাং ঝেদ্র কিড় কিড়তাং ঝেঙ্কুঝে ঝে নথোদৃক্
দ্রামাগত্যৈব নটতি সহচরী চারু-পাঠ-প্রবন্ধং ॥৬৩॥২৭৩৯॥

কূজৎ-কাঞ্চী-কটক-রিরণন্নূপুর-ধ্বান-রম্যং
পাণি-দ্বন্দ্বং মুহুরিহ নদৎকঙ্কণং চালয়ন্তী।
রাধাকৃষ্ণ-দ্যুতি-ঘনচয়ে চঞ্চলেব স্ফুরন্তী
নৃত্যন্তীত্থং গদতি তথথৈ থৈ তথৈ থৈ তথৈ থা॥

॥ ৬৪ ॥ ২৭৪০ ॥

ধাঁধা দুক্দুক্ চণ্ডনণ্ডলিণ্ডালণ্ডলিণ্ডালণ্ডলিণ্ডানাং
তত্তু কুত্তুং কুতু গুড়ু গুড়ু দ্রাং দ্রাং গড়ুদ্রাং গড়ুদ্রাং।
ধিক্ ধিক্ ধোধাং কিরিটি কিরিটি ধাং দিম্নিদীং দিম্নিদীং দা
মাগত্যৈব মুহুরিহ সদা শ্রীমদীশা ননর্ত্ত ॥৬৫॥২৭৪১॥

ঝংঝং-কুর্ব্বৎ-কনক-বলয়ে ধুন্বতী পাণি-পদ্মে
তাসাং মধ্যে সপদি ললিতাপ্যাগতা কৃষ্ণ-কান্ত্যা।
শ্যামে রঙ্গে তড়িদিব ঘনে নৃত্যতীত্থং বদন্তী
থৈ থৈ থো থোঁ তিগথ তিগথৈ থোঁ তথৈ থা তথৈ থা॥

॥ ৬৬ ॥ ২৭৪২ ॥

বিহাগড়া।

তালত্রয়ং।

কাচিৎ স্বনন্নূপুর-কিঙ্কিণীকা মুহুঃ কণৎ-কঙ্কণ-পাণি-যুগ্মং।
বিধুন্বতীত্থং নটতী বদন্তী থৈয়া তথৈয়া তথথৈ তথৈয়া॥

॥৬৭॥২৭৪৩॥

তথা রাগ।

কিবা সে হস্তের গতি পদের চালনী।
কিবা সে অঙ্গের ভঙ্গী ভ্রূ-ধনু-নাচনী॥

কিবা সে নয়ন-গতি গমন-চাপলী ।
কিবা সেই হাস্তে সুধা মদন ব্যাকুলী ॥
কিবা সে কঙ্কণ-ধ্বনি নূপুর-বাজনি ।
কোকিল লুকায় লাজে শুনি কণ্ঠ-ধ্বনি ॥
কিবা সে অঙ্গের শোভা গলিত ওড়নী ।
নানা তালে নানা গতি ভুবন-মোহিনী ॥৬৮॥২৭৪৪॥

তথা রাগ ।

রঙ্গং প্রাপ্তা তদনু তথান্যা
নৃত্যন্তী সা লপতি তদিত্থং।
থৈয়া থৈয়া তথ তথ থৈয়া
থো থো থৈয়া তিগড়ি তথৈয়া ॥৬৯॥২৭৪৫॥

তথা রাগ ।

তাধিক্ তাধিক্ ধিগিতি নিনাদং
কুর্ব্বন্‌রাসে বরমুরজোঽয়ং ।
লাস্যৈরাসামতিশয়তুষ্টো
নিন্দত্যস্যাঃ সুরবনিতাঃ কিং ॥৭০॥২৭৪৬ ॥

শ্রীরাগ ।

সখীগণ মেলি করত গান ।
কানু গায়ত ধনী ধরতহিঁ মান ॥
কত কত যন্ত্র সুমেলি করি ।
বাওত কোই সখী তাল ধরি ॥
কত কত রাগিণী করত সঞ্চার ।
রাগ আলাপয়ে কত পরকার ॥

কালিন্দী-তীর করত বিহার।
হেরইতে মাধব প্রেম বিথার ॥৭১॥২৭৪৭॥

কেদার।

সখীগণ মেলি করত কত রঙ্গ।
কত রস গাওত নয়নক ভঙ্গ ॥
কেহ কেহ নাচত কেহ ধরে তাল।
কোই বাজাওত যন্ত্র রসাল ॥
নাগর নাগরী দুহুঁ ভেল ভোর।
হরখি হরখি সখীগণ করু কোর ॥
বাঢ়ল প্রেম সবহুঁ সখী জানি।
কুসুম-শেজ বিছায়ল আনি ॥
নাগর নাগরী বৈঠল তায়।
সখীগণ আন ছলে আন থলে যায় ॥
নিতি নিতি ঐছন রস পরকাশ।
চরণ সেবন করু গোবিন্দদাস ॥৭২॥২৭৪৮॥

তথা রাগ।

রাই কানু মেলি প্রহেলী আলাপন
রাগ-তাল-যুত গান।
বহুবিধ সুনটন রাস-লাস্য করু
করি কত বিবিধ বিধান ॥
দেখ দেখ অদভুত সখীগণ-ভাব।
দুহুঁক উলাসহি উলসিত অন্তর
মানই কত কত লাভ ॥ধ্রু॥

দুহুঁকর মানস রতি-গত হোয়ল
অনুমানি পরম আনন্দ।
যৈছন উহ রস হোয় সমাপন
ঐছন করু পরবন্ধ॥
রতি-সুখ-শেজ- আদি সমাপন
আন ছলে কয়ল পয়ান।
অদভুত বৈদগধী অদভুত গুণগণ
করু রাধামোহন গান॥৭৩॥২৭৪৯॥

গান্ধার।

রাধা মাধব দুহুঁ তনু মীলল
উপজল আনন্দ-কন্দ।
কনক-লতায় তমাল জনু বেঢ়ল
রাহু গরাসল চন্দ॥
যৈছন কমলে ভ্রমরা রহু মাতি।
জলদে বেঢ়ল জনু তড়িত-লতাবলি
রতি-পতি বিদরয়ে ছাতি॥
নীলমণি রতন কাঞ্চনে জনু বেঢ়ল
ঝামর ভেল মুখ-জ্যোতি।
শ্রম-ভরে স্বেদ বিন্দু বিন্দু চোয়ত
যৈছন জলদে বিথারল মোতি॥
নারী পুরুষ দুহুঁ লখই না পারিয়ে
অপরূপ দুহুঁ-জন-রঙ্গ।
গোবিন্দদাস কহ নিতি নিতি ঐছন
উপজয়ে রস-পরসঙ্গ॥৭৪॥২৭৫০॥

তথা রাগ ।

বিরমল রতি-রণ বৈঠল দুহুঁ জন
মোছই দুহুঁ-মুখ-চন্দ ।
দুহুঁ-জন-বদনে তাম্বূল দুহুঁ দেয়ল
বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥

দুহুঁ-মুখ দুহুঁ রহি চাই ।
আহা মরি বলিয়া বদন ঘন চুম্বই
দুহুঁ দুহুঁ তনু বিলুঠাই ॥

নীল পীত বসনে,শোভিত ভেল দুহুঁ-তনু
মণিময় অভরণ সাজ ।
যৈছন রসিক রমণী রস-নাগরী
তৈছন বিদগধ-রাজ ॥

কতহু যতন করি বিহি নিরমায়ল
দুহুঁ তনু একই পরাণ ।
বিকসিত কুসুম শোভিত নব-পল্লব
গোবিন্দদাস পরমাণ ॥৭৫॥২৭৫১॥

ভৈরবী ।

বৃষভানু-নন্দিনীতে মন-মোহন
কেমন লাগি বসি ।
পান খাওত পীক গীমতেঁ ঢরকত
ঝমকে জেঙ যাবক শশী ॥

মধুরিম হাস বসন ঝাঁপি শোহত
মেহতেঁ জেঙ বিজুরী গোইপো ।
কণ্ঠহি লোলত মোতিম-হার
কনক-মুকুরে জেঙ তারক রোপো ॥

শাঙর-চীত উনতে নাগিও
পলকন নারে আঁখি ।
যূথে যূথে মনমথ ঝুলত
গোপালভট্ট ইথে সাখী ॥৭৬॥২৭৫২॥

তথা রাগ ।

দেখ দেখ প্রীতম প্যারীক সোহাগে ।
স্বহস্তে বীড় শ্যাম দেত
খণ্ডিত আধ আপ নেত
পোছত পট পীত পীক
অতিশয় অনুরাগে ॥ ধ্রু ॥

কাঞ্চনকে গড়ত কান
ভাতি ভাতি রাখত মান,
নিরখত বদনারবিন্দ
পলকন নাহি লাগে ।

কুঞ্জমে রস-পুঞ্জ কেলি
পান খাওয়ে চছকি মেলি
দুহুঁ-শ্রীমুখ-তাম্বূল পাই
আগবরোয়ালি ভাগে ॥৭৭॥২৭৫৩॥

কেদার ।

রাস-জাগরণে　　নিকুঞ্জ-ভবনে
এলাইয়া আলস-ভরে ।
শুতলি কিশোরী　আপনা পাসরি
পরাণ-নাথের কোরে ॥
সখি হের দেখসিয়া বা ।
চন্দ্র-বদনী　　নিন্দ যায় ধনী
শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা ॥
নাগরের বাহু　　শিথান করিয়া
বিথান বসন ভূষা ।
নাসার নিশ্বাসে　　বেশর দুলিছে
হাসি খানি আছে মিশা ॥
পরিহাস করি　　নিতে চাহে হরি
সোয়াথ না পায় মনে ।
ধীরি করি বোল　না করিহ রোল
দাস জগন্নাথ ভণে ॥৭৮॥২৭৫৪॥

রামকেলি ।

আলসহি নাগরী　　কুসুম-শেজ পরি
শুতলি নাগর-কোর ।
কিয়ে রতিপতি-তূণ　　ভেল বাণ-শূন
কিয়ে হেরি রহল বিভোর ॥
দেখ দুহুঁ-নিন্দক রঙ্গ ।
কনক-লতায়ে　　তমাল জনু বেঢ়ল
চাঁদ সুরজ এক সঙ্গ ॥

বয়নহিঁ বয়ন ভুজহিঁ ভুজ বন্ধন
চরণহি চরণ বেয়াপি।
তড়িতহিঁ জড়িত যৈছে নব-জলধর
শশি-কর তিমিরহিঁ ঝাঁপি॥

কনক-মেরুযুগ নীল-জলধি-জলে
ডুবল হেন অনুমানি।
ঐছন অপরূপ কো করু অনুভব
কহ কবি শেখর জানি॥৭৯॥২৭৫৫॥

কেদার।

বিনোদিনী বিনোদ নাগর। শুতিয়াছে পালঙ্ক উপর॥
কুসুম-রচিত কত তায়। সৌরভে মধুকর ধায়॥
কুসুমহি রচিত শিথান। চৌদিগে কুসুম বিথান॥
দুহুঁ জন ঘুমাওল সুখে। দুহুঁ অরপিত দুহুঁ মুখে॥
তনু তনু জড়িত করিয়া। আবেশে রহল ঘুমাইয়া॥
নিজ নিজ কুঞ্জ তার কাছে। তাতে সখীগণ শুতিয়াছে॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি যত। শুতিল কুঞ্জের চারি ভিত॥
পশু পাখী নিশবদ ভেল। রজনী শেষ ভৈ গেল॥
নিতি নিতি ঐছন বিলাস। কহ যদুনন্দন দাস॥৮০॥২৭৫৬

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং একত্রিংশ-পল্লবঃ॥

অথাষ্ট-কালীয়-নিত্য-লীলা।

পুনশ্চ দিনান্তরে সংক্ষেপেণ যথা।

অথ রসালসঃ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

ভৈরবী।

নিশি অবসান শয়ন পর আলসে
বিশ্বম্ভর দ্বিজ-রাজ।
নিরুপম হেম জিনিয়া তনু মুখ-শশী
মুদিত-কমল দিঠি সাজ॥

জয় জয় নদীয়া-নগর-আনন্দ।
সহজই বিম্বা- ধর তাহে শোভিত
তাম্বূল-রাগ সুছন্দ॥

বালিশ পর শির আলিসে নাসারে
বহতহি মন্দ নিশ্বাস।
বিগলিত চাঁচর কেশ শেজ পর
বদনে মিশা মৃদু হাস॥

কোকিল-কপোত- আদি-ধ্বনি শুনইতে
জাগি বৈঠল অলসাই।
উদ্ধবদাস করে বারি-ঝারি লই
সমুখহি দেওব যোগাই॥১॥২৭৫৭॥

বিভাষ।

নিশি অবসানে বৃন্দাদেবী জাগল
সকল সখীগণ মেল।
নিভৃত-নিকুঞ্জ- দ্বার করি মোচন
মন্দির মাহা চলি গেল॥

রতন-পালঙ্কে শুতি রহু দুহুঁ জন
অতিশয় আলসে ভোর।
ঘন-দামিনী কিয়ে মরকত-কাঞ্চন
ঐছন দুহুঁ দুহুঁ-কোর॥

বিগলিত বেণী চারু শিখি-চন্দ্রক
টুটল মণিময় হার।
পহিরণ বসন আধ ভেল বিচলিত
চন্দন অভরণ-ভার॥

অতিসুখ-ভঙ্গ- ভয়ে সব সখীগণ
বিহিক দেই বহু গারি।
ইহ সুখ-রজনী তুরিতে ভেল অবসান
নিরদয় হৃদয় তোহারি॥

নিশি অবশেষে কমল আধ বিকসল
দশ দিশ অরুণিত মন্দ।
কৈছন দুহুঁক জাগাওব রচইতে
উদ্ধবদাস হিয়ে ধন্দ॥২॥২৭৫৮॥

তথা রাগ।

বানরী-শবদ শারী শুক ফুকরত
ময়ূর ময়ূরী ঘন নাদ।
গুরুজন গমন সবহুঁ মেলি ভাখই
তবহি গণল পরমাদ॥
বিদগধ নাগর নাগরী কান।
জাগিয়া শয়নহি দুহুঁ উঠি বৈঠল
করযুগে মোছই নয়ান॥
রাইক বিচলিত বেশ বনায়ত
নিকটহি জানি বিহান।
নয়নক লোরহি শয়ন ভিগায়ই
সোঙরিতে গেহ-পয়ান॥
রজনী প্রভাত জানি হিয় চঞ্চল
ভরমে বদল ভেল বাস।
দুহুঁ জন কুঞ্জ- কুটীরে নেহারত
সখী পাশে উদ্ধবদাস॥৩॥২৭৫৯॥

তথা রাগ।

রজনীক শেষে অলসযুত দুহুঁ-তনু
বৈঠল কুসুমিত শেজে।
সকল সখীগণ বেঢ়ল চৌদিশে
অঙ্গ অলস নাহি তেজে॥
অপরূপ রাধামাধব-রঙ্গ।
থির বিজুরী সঞে জনু নব-জলধর
মোড়ই কতহুঁ বিভঙ্গ॥ধ্রু॥

বদনহি আধ আধ বচনামৃত
শুনইতে শ্রবণ জুড়ায়।
রতন-দীপ করে মঙ্গল-আরতি
ললিতা করতহিঁ তায়॥
আর সখীগণ সময়োচিত রাগিণী
সুস্বরে করতহি গান।
উদ্ধবদাস পাশ রহি ইঙ্গিতে
বাসিত বারি যোগান॥৪॥২৭৬০॥

ভৈরবী।

জয় জয় মঙ্গল-আরতি তুহুঁকি।
শ্যাম-গোরী-ছবি উঠত ঝলকি॥ ধ্রু॥
নব-ঘনে জনু থির বিজুরী বিরাজে।
তাহে মণি-অভরণ অঙ্গহি সাজে॥
করে লই দীপাবলি হেম-থালী।
আরতি করতহি ললিতা আলি॥
সবহুঁ সখীগণ মঙ্গল গাওয়ে।
কোই করতালী দেই কোই বাজাওয়ে॥
কোই কোই সহচরী মনহি হরিখে।
তুহুঁক অঙ্গ পর কুসুম বরিখে॥
ইহ রস কহতহিঁ বলদেব দাসে।
তুহুঁ-রূপ-মাধুরী হেরইতে আশে॥৫॥২৭৬১॥

ভৈরবী।

মঙ্গল-আরতি যুগল কিশোর।
জয় জয় করতহিঁ সখীগণ ভোর॥

রতন-প্রদীপ করে টলমল থোর।
নিরখত মুখ-বিধু শ্যাম সুগৌর॥
ললিতা বিশাখা সখী প্রেমে আগোর।
করত নিরমঞ্ছন দোহেঁ দুহুঁ ভোর॥
বৃন্দাবন-কুঞ্জ-ভবন উজোর।
নিরুপম যুগল-মূরতি বনি জোর॥
গাওত শুক পিক নাচত ময়ূর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয়-তোর॥৬॥২৭৬২॥

তথা রাগ।

এ দুহুঁ মঙ্গল-আরতি কী জে।
মঙ্গল নয়নে নিরখি মুখ নী জে॥
মঙ্গল-আরতি মঙ্গল থাল।
মঙ্গল রাধা মদন গোপাল॥
শ্যাম গোরী দুহুঁ মঙ্গল-রাশি।
মঙ্গল-জ্যোতি মঙ্গল পরকাশি॥
মঙ্গল-শঙ্খহি মঙ্গল-নিসান।
সহচরীগণ করু মঙ্গল-গান॥
মঙ্গল-চামর মঙ্গল উদগার।
মঙ্গল-শবদে করয়ে জয়কার॥
মঙ্গল মুখে কেহু কাহু বাখান।
কহ রামরায় তহিঁ ভগবান॥৭॥২৭৬৩॥

ললিত।

রাইক বেশ বনাওত কান।
কাজরে উজোর করল নয়ান॥
চিবুকহিঁ দেয়ল মৃগমদ-রেখ।
চরণযুগলে করু যাবক-লেখ॥
উর পর কয়ল সুকুঙ্কুম-সাজ।
সিন্দুর দেয়ল সীঁথক মাঝ॥
তাম্বূল সাজি দেয়ল ধনী-মুখে।
হেরই শ্যামদাস মন সুখে॥৮॥২১৬৪॥

বিভাষ।

বেশ বনাই বদন পুন হেরই
পদে পড়ু বারহি বার।
ঢর ঢর লোর ঢরকি পড়ু লোচনে
নিজ তনু নহে আপনার॥

সুন্দরী কোরে আগোরল কান।
দেহ বিদায় মন্দিরে হাম যাওব
দিনকর করত পয়ান॥

কানুক চীত থির করি সুন্দরী
কুঞ্জকি বাহির ভেল।
বসনহিঁ ঝাঁপি অঙ্গ মণি-মঞ্জীর
নিজ-মন্দিরে চলি গেল।

রতন-পালঙ্ক পর বৈঠল রসবতী
সখীগণ ফুকরই চাই।
রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল
গোবিন্দদাস বলি যাই ॥৯॥২৭৬৫॥

অথ প্রাতঃকাল-লীলা।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রোযথা।

কৌ রাগিণী।

জয় জয় মহাপ্রভু জয় গৌরচন্দ্র।
জয় বিশ্বম্ভর জয় করুণার সিন্ধু ॥
জয় শচীসুত জয় পণ্ডিত নিমাঞি।
জয় মিশ্র পুরন্দর জয় শচী আই ॥
জয় জয় নব-দ্বীপ জয় সুরধুনী।
জয় লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর গৃহিণী ॥
জয় জয় নবদ্বীপ-বাসী ভক্তগণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈত-চরণ ॥
নিত্যানন্দ-পদ-দ্বন্দ্ব সদা করি আশ।
নাম-সংকীর্ত্তন গাইল কৃষ্ণদাস ॥১০॥২৭৬৬॥

অত্র "রাধাং স্নাতবিভূষিতা" মিত্যাদি জ্ঞেয়ং।

রাধা স্নান বিভূষণ নানা চিত্র আভরণ
ব্রজেশ্বরীর আজ্ঞার পালনে ॥

সঙ্গে করি সখীগণ গেলা তাহার ভবন
প্রাতে কৈল কৃষ্ণের বন্দনে।
কৃষ্ণচন্দ্র জাগি তথা গেলা ধেনু-শালা যথা
তাহাঁ কৈল গো-দোহন কাজ॥
সঙ্গে সখাগণ মেলা নানান কৌতুক-কলা
পুন আইলা স্নান-বেদী মাঝ॥
তাহাঁ কৈলা-স্নান কাম সঙ্গে প্রিয়-সখা রাম
ভোজন করিলা রসময়।
শয়ন করিলা তবে দাসগণ পদ সেবে
নানান কৌতুক তাহে হয়॥
রাই নিজ সখী সনে কৃষ্ণের শেষান্নগণে
ভোজন করিলা বহু রঙ্গে।
তাহাতে বিশেষ যত বিস্তারি কহিব কত
শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত-ছন্দে॥১১॥২৭৬৭॥

পুনশ্চ

বিভাষ।

নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান।
শয়ন কয়ল পুন কোই না জান॥
অকপট প্রেমক বন্ধ।
দুরজন সকল নয়ন করু অন্ধ॥
প্রাতর-উচিত করণ করু রাই।
উজল পীত বাস অঙ্গ লাগাই॥

সুগন্ধি তৈল লাগাই করু স্নান।
যশোমতী মন্দির করল পয়ান ॥
রন্ধন করি পুন ভোজন করাই।
সহচরী সঙ্গে অবশেষ পাই ॥
গোঠ-বিজয়ী-দরশনে ধনী গেল।
রাধামোহন সঙ্গে করি নেল ॥১২॥২৭৬৮॥

তথা রাগ।

প্রাতহিঁ জাগি যশোমতী পেখত
ব্রজকুল-নন্দন-মুখ।
আনন্দ-নীর নিমিখ ঘন নিন্দই
কহতহি বিহিক মুরুখ ॥

কো কহু অপরূপ লেহ।
পুন পুন চুম্বনে তনু পুলকাম্বিত
স্তন-ক্ষীরে ভীগল দেহ ॥

লহু লহু জাগাই পেখি নীলাম্বর
নখ-ক্ষত ঝামর দেহ।
কহ কাঁহে দেখি বলাম্বর পহিরণ
আর তাহে কণ্টক-রেহ ॥

দোহন সিনান করাই পুন ভোজন
শয়ন করাওত নিত।
রাধামোহন গোঠ-বিজয় জানি
সোই করত তহুচিত ॥১৩॥২৭৬৯॥

ভাটিয়ারি।

ভাবাবেশে গোরাচাঁদ বিভোর হইয়া।
ক্ষণে ক্ষণে ডাকে ভাইয়া শ্রীদাম বলিয়া॥
ক্ষণে ডাকে সুবলেরে ক্ষণে বসুদাম।
ক্ষণে ডাকে ভাই মোর দাদা বলরাম॥
ধবলী শাঙলী বলি করয়ে ফুকার।
পূরল পুলকে অঙ্গ বহে প্রেম-ধার॥
কালিন্দী যমুনা বলি প্রেম-জলে ভাসে।
পুরব পড়িল মনে কহে বংশী দাসে॥১৪॥২৭৭০॥

তথা রাগ।

পূর্ব্বাহ্নে ধেনু মিত্র সঙ্গে করি নানা চিত্র
বিপিন-গমন কৈলা হরি।
ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী অতিস্নেহে হিয়া ভরি
ব্রজ-লোক সঙ্গে আগুসরি॥

লালন করিয়া তারা ঘরে আইলা চিত্র পারা
কৃষ্ণ প্রবেশিলা বৃন্দাবনে।
রাধাময় দেখি বন চঞ্চল হইল মন
তেজি সখা সঙ্গী ক্রীড়া-রণে॥

রাধাকুণ্ড-তীর আইলা,মিলিতে উৎকণ্ঠা হৈলা
রাই-সঙ্গ চিন্তিতে লাগিলা।
রাই আনিবার কাজে কহে নর্ম্ম-সখা মাঝে
ধনিষ্ঠাকে পাঠাইয়া দিলা॥

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণে দেখি, গৃহে আইলা সঙ্গে সখী
বিমনা হইয়া অভিসরি।
তাম্বূল চন্দন মালা রাই তাহা পাঠাইলা
তুলসীকে বিবরণ বলি ॥
মিত্র পূজিবার তরে জটিলা আদেশ করে
তাহাতে আনন্দ হইয়া মনে।
তবু কৃষ্ণ-দরশনে লক্ষ লক্ষ যুগ মানে
এ যদুনন্দন দাস ভণে ॥১৫॥২৭৭১॥

অথ মধ্যাহ্ন-লীলা।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ।

সারঙ্গ।

সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ-বিনোদ-রঙ্গে
বিহরই সুরধুনী-তীরে।
ক্ষণে নাচে ক্ষণে গায় প্রেম-ধারা বহি যায়
ক্ষণে মালশাট মারি ফিরে ॥
অপরূপ গোরচাঁদের লীলা।
দেখি তরুগণ সঙ্গে প্রিয় গদাধর রঙ্গে
কৌতুকে করত কত খেলা ॥ ধ্রু ॥
অঙ্গে পুলকের ঘটা কদম্ব-কুসুম-ছটা
সুদশন মুকুতার পাঁতি।
তাহে মন্দ মন্দ হাসি বরিখে অমিয়া শশী
সৌরভে ভ্রমর ধায় মাতি ॥

সদা নিজ-প্রেমে মত্ত গায় কৃষ্ণ-লীলামৃত
মধুর-ভকতগণ পাশ।
বিষয়ে হইনু অন্ধ না ভজিনু গৌরচন্দ্র
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥১৬॥২৭৭২॥

বরাড়ী ।

রাধাকৃষ্ণ-তনু-মন উৎকণ্ঠাতে নিমগন
নানা যত্নে মিলন দোহাঁর।
অন্যোন্য-দরশনে বিবিধ বিকারগণে
অঙ্গে পরে ভাব-অলঙ্কার ॥

বাম্য হর্ষ চপলতা নানা নর্ম্ম-সুখ-কথা
অঙ্গ-ভঙ্গী ভ্রু-নেত্র-চালন।
বংশী-হৃতি ফাগু-খেলা তবে কৈল দোলা-লীলা
তবে মধুপান লীলাগণ ॥

তবে হৈল রতি-লীলা তার পাছে অম্বু-লীলা
অঙ্গ-বেশ ভোজন শয়ন।
শুক-পাঠ পাশা খেলা সূর্য্য-পূজা-আদি লীলা
আনন্দ-সমুদ্রে নিমগন ॥

রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে তৃপ্ত হৈলা রস-রঙ্গে
সেবা করে সব পরিজন।
এই সূত্র-কথাগণ বিস্তার সুবর্ণন
কহে দাস এ যদুনন্দন ॥১৭॥২৭৭৩॥

সারঙ্গ।

রাধামাধব বিহরই কুণ্ডক তীর।
সখীগণ সঙ্গে কুসুম তহিঁ তোড়ই
কুন্দ কমল করবীর॥ ধ্রু॥
নব-নব-পল্লবে শেজ বিছায়ই
কুঞ্জ সমীপ তহিঁ রাখি।
ফল-ফুলে সকল তরু-বর শোভিত
দুহুঁ জন আনন্দে দেখি॥
সুশীতল চন্দন দুহুঁ-অঙ্গে লেপন
বৈঠলি কৌতুক-রঙ্গে।
কোই সখীগণ বীজই বীজন
আনন্দে বিভোর অঙ্গে॥
দোহেঁ দোহাঁ হেরি রঙ্গে মুখ চুম্বই
যৈছনে কমলে মধুপ।
কাঞ্চন মরকত যৈছে জড়াওল
হেন পরিরম্ভণ-রূপ॥
শ্রম-জলে পীত- পটাম্বর ভীগল
দুহুঁ জন বৈঠল রঙ্গে।
ইহ মধুসূদন কব দুহুঁ হেরব
সকল সখীগণ সঙ্গে॥ ১৮॥ ২৭৭৪॥

বরাড়ী।

কুণ্ডে সিনান কয়ল দুহুঁ মেলি।
সহচরীগণ সঙ্গে করি জল-কেলি॥

বসন বিভূষণ পহিরল কেলি।
নিভৃত-নিকুঞ্জ মাঝে চলি গেলি॥
রতন-পীঠোপরি কিশোরী কিশোর।
বৈঠল দুহুঁ জন আনন্দে ভোর॥
বৃন্দাদেবী যোগায়ত তাই।
বহুমত ফল মূল বিবিধ মিঠাই॥
ভোজন করু দুহুঁ সখীগণ সঙ্গে।
মধুসূদন কব হেরব রঙ্গে॥১৯ ২৭৭৫॥

তথা রাগ।

রাই-কুণ্ড-তীরে শ্যামর গোরী।
কুঞ্জে পীঠ পর আনন্দে ভোরি॥
বহু উপহার ফলাদি রসাল।
সমুখহি ভরি ভরি কাঞ্চন থাল॥
বৃন্দা পুন পুন সব পরিবেশে।
ভোজন করিয়া স্বাদু পরশংসে॥
ভোজন সারি আচমন কেল।
রূপমঞ্জরী দোঁহে তাম্বূল দেল॥
ললিতা রতন-দীপ করে লাই।
আরতি করি দুহুঁ বদন নিছাই॥
সখীগণ কুসুম বরিখে দুহুঁ-অঙ্গে।
গাওত কোই বাজাওত রঙ্গে॥
চন্দ্র-বদনে দুহুঁ লহু লহু হাস।
সখী পাশে হেরত উদ্ধবদাস॥২০॥২৭৭৬॥

বরাড়ী ।

আরতি যুগল-কিশোরকি কীজে ।
তনু মন ধন নিছায়রি দীজে ॥ ধ্রু ॥
পহিরণ নীল পীতাম্বর শাড়ী ।
কুঞ্জ-বিহারিণী কুঞ্জ-বিহারী ॥
রবি-শশী-কোটি বদন অছু শোভা ।
যো নিরখিতে মন ভেও অতি লোভা ॥
রতনে জড়িত মণি-মাণিক-মোতি ।
ডগমগ দুহুঁ-তনু ঝলকত জ্যোতি ॥
নন্দ-নন্দন বৃষভানু-কিশোরী ।
পরমানন্দ পহু যাউঁ বলিহারি ॥২১॥২৭৭৭॥

তুড়ী ।

জয় রাধে শ্রী-   রাধে কৃষ্ণ
শ্রীরাধে জয় রাধে ।
নন্দ-নন্দন বৃষ-   ভানু-দুলারী
সকল-গুণ-অগাধে ॥ ধ্রু ॥
নব-ঘন-সুন্দর   নওল কিশোর
নিজ-গুণ হীতম সাধে ।
চাঁচর কেশে   ময়ূর-শিখণ্ডক
কুঞ্চিত-কেশিনী জাদে ॥
পীতাম্বর-ধর   ওঢ়ে নীল শাড়ী
ঘন সৌদামিনী রাজে ।
কানু-গলে বন-   মালা বিরাজিত
রাই-গলে মোতি সাজে ॥

অরুণিত-চরণে মঞ্জীর রঞ্জিত
খঞ্জন-গঞ্জন লাজে।
কৃষ্ণদাস ভণে শ্রীবৃন্দাবনে
যুগল-কিশোর বিরাজে ॥২২॥২১৭৮॥

সুরট।

জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল।
গিরিবর-ধারী কুঞ্জ-বিহারী
ব্রজ-জীবন নন্দলাল ॥ ধ্রু॥
সুরঙ্গ পাগ শিরে টেরি শোভে
বাঁকে নয়ন বিশাল।
তা পর ময়ূর- চন্দ্রিকা বিরাজে
রতনকি পেচ রসাল।
ঘুঙ্গুর ভালি অলকে ঝলকে
উরে মোতিয়ানকি মাল।
মুরলী বাজায়ে রীঝ রীঝায়ে
শুনি ধ্বনি রহত সাম্ভাল ॥
নাসায় মুকুতা বেশর ঝলকে
মদ-গজ-মধুরিম চাল ॥
কৃষ্ণদাস প্রভু এই কৃপা কীজে
ভেট মোহে মদন গোপাল ॥২৩॥২১৭৯

তথা রাগ।

জয় রাধা গিরিবর-ধারী।
নন্দ-নন্দন বৃষভানু-দুলারী ॥

মোর-মুকুট মুখ মুরলী জোরি।
বেণী বিরাজে মুখে হাসি থোরি॥
উনকি শোহে গলে বন-মালা।
ইনকি মেতিম-মাল উজালা॥
পীতাম্বর জগ-জন-মন মোহে।
নীল ওড়নী বনি উনকি শোহে॥
অরুণ চরণে মঞ্জীর বাওয়ে।
শ্রীকৃষ্ণদাস তহিঁ মন ভাওয়ে॥২৪॥২৭৮০॥

তথা রাগ।

দুহুঁ জন বিলসই কুঞ্জকি মাঝে।
রসবতী গোরী রসিকবর-রাজে॥
দুহুঁ দোঁহা-বদন নিরখি মৃদু হাস।
হেরি সব সহচরী অধিক উল্লাস॥
কোই সখী চামর ঢুলায়ত অঙ্গে।
বদনহি তাম্বূল দেই কোই রঙ্গে॥
কত কত কৌতুক হাস পরিহাস।
আনন্দে নিমগন বল্লভ দাস॥২৫॥২৭৮১॥

ভাটিয়ারি।

কীরক মুখে শুনি জয়তী-আগমন
চলু সবে রবিক মন্দিরে।
গন্ধ-মাল্যবর ষোড়শ উপচার
আর কত কত উপহারে॥

দেখ বিপ্র-বেশ-ধর শ্যাম।
জরতীক আগে যাই কহই শুন
বিশ্বশর্ম্ম মঝু নাম॥
সো শ্যাম-বচন মূরতি হেরি তৈখন
পরণাম করি কহে সোই।
ধৈরজ-প্রকৃতি দেখি চিতে লাগল
অতয়ে বরণ কৈনু তোয়॥
নিতি নিতি আসি পূজায়বি সুরদেব
দেয়বি শুভ-বর যোই।
গোধন রতন পূরণ মঝু সুতক
বধূক সতী-পণ হোই॥
শ্যাম কহত তব ঐছন হোয়ব
পূজবি পশুপতি সূর।
রজনী দিন যাহা নিতি পূজায়ব
তবহিঁ মনোরথ পূর॥
পুনহি কহত উহ ঐছন হোয়ব
তেজীয়ান্ তুহুঁ ব্রহ্মচারী।
শুনি এত বচন চাহে পুন আনন
মনহি হাসই ব্রজ-নারী॥
নানাবিধ বরণ পূজন করি কত ক্ষণ
আর কত কত বর-রঙ্গ।
যোই করত সোই প্রেমক সঙ্গতি
অতয়ে নহত তছু ভঙ্গ॥

বেলি অবসান হেরি সবে আকুল
গমন করল নিজ গেহ।
গোবিন্দদাস কহ আপন বশ নহ
বিরহে অবশ সব দেহ ॥২৬॥২৭৮২॥

তথা রাগ।

তহিঁ সুগমন কয়ল বর-রঙ্গিণী
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।
তহিঁ জয়-শঙ্খ হুলাহুলি ঘন ঘন
ভানু-আরাধন-কেলি ॥
দ্বিজবর বিদগধ-রাজ।
সুবাসিত কুঙ্কুম সুগন্ধি চন্দন
কর্পূর-পূর করু সাজ ॥ ধ্রু॥
বহু উপভোগ তাম্বূল আদি দেওল
চিনি কদলক ফুল-হার।
সুবাসিত বারি ক্ষীর দধি শাকর
সেবন বহু পরকার ॥
কুসুম-অঞ্জলি দেয়ল সখী মেলি
আনন্দে কো করু ওর।
গিরিবর কনক- লতাবলি বেঢ়ল
গোবিন্দদাস মন ভোর ॥২৭॥২৭৮৩॥

তথা রাগ।

সখীগণ মেলি কয়ল জয়কার।
শ্যামর-অঙ্গে দেয়ল ফুল-হার ॥

নিজ-মন্দিরে ধনী কয়ল পয়াণ।
বন মাহা গমন করল বর-কান॥
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী।
মণিময়-ভূষণ অঙ্গে উজোরি॥
শঙ্খ-শবদ ঘন জয়-জয়-কার।
সুন্দর বদন কবরী কুচ-ভার॥
হেরি মদন কত পরাভব পান।
গোবিন্দদাস দুহুঁক রস গান॥২৮॥২৭৮৪॥

পূরবী।

নিজ মন্দিরে যাই বৈঠল রসবতী
গুরুজন নিরখি আনন্দ।
শিরীষ-কুসুম জিনি, তনু অতি সুকোমল
ঢল ঢল ও মুখ-চন্দ॥
নিতি নিতি ঐছন রীত।
রসবতী রসিক- মনোহর নাগরী
অপরূপ দুহুঁক চরিত॥
বিবিধ মিঠাই থারী ভরি পূরিত
ভোজন করতহিঁ গোরী।
কর্পূর তাম্বূল বদন পরিপূরিত
কুঙ্কুম চন্দন রোরি॥
নিজ-গৃহ-কাজ সমাপল সখীগণ
গুরুজন-সেবন কেল।
গোবিন্দদাস দীপ তহিঁ সাজাওল
হেরি অবসান ভৈ গেল॥২৯॥২৭৮৫॥

পুনশ্চ।

তবে রাই সখী মেলা বিমনে গৃহেরে গেলা
উপহার কৈলা কৃষ্ণ লাগি।
অপরাহ্নে স্নান কৈলা অঙ্গে বেশ বনাইলা
কৃষ্ণ দেখিবারে অনুরাগী॥

পরম-আনন্দ-ভরে বন-পথ নেহারে
আগুবাড়ি দেখিলা গোবিন্দ।
নয়ানে নিমিষ পড়ে তাহে বিধি নিন্দা করে
এইরূপে বাড়িল আনন্দ॥

কৃষ্ণ অপরাহ্ন-কালে ধেনু মিত্র লৈয়া চলে
ব্রজবাসী করিবারে সুখী।
সখা সঙ্গে নানা রঙ্গে কতবিধ কথা-ছন্দে
শৃঙ্গ বেণু শিরে পাখা শিখী॥

রাধিকার মুখ দেখি আনন্দে ভরল আঁখি
অতি তৃপ্ত হৈয়া গেল মনে।
পিতা মাতা গুরুগণে কৈল বহু লালনে
কহে দাস এ যদুনন্দনে॥৩০॥২৭৮৬॥

অথ সায়ংকালোচিতং আরত্রিকং।

গৌরী।

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সংকীর্ত্তন মধুর ধ্বনি॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥

বিবিধ-কুসুম-ফুলে ঘনি বন-মালা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা॥
ব্রহ্মা-আদি দেব যাকো যোড়-করে।
সহস্র-বদনে ফণী ছত্র ধরে॥
শিব নারদ শুক ব্যাস বিশারে।
নাহি পরাপর ভাব-ভরে॥
শ্রীনিবাস হরিদাস মঙ্গল গাওয়ে।
গদাধর নরহরি চামর ঢুলায়ে॥
বীরবল্লভ দাস গৌর-চরণে আশ।
জগ ভরি রহল মহিমা পরকাশ॥৩১॥২৭৮৭॥

গৌরী।

হরল সকল সন্তাপ জনমকো
মিটত তলপ যম কাল কি।
আরতি কিয়ে মদনগোপালকি॥ ধ্রু॥
গো-ঘৃত-রচিত কর্পূরকি বাতি
ঝলকত কাঞ্চন থাল কি॥
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী
বাজত বেণু বিষাণ কি।
চন্দ্র-কোটি-জ্যোতি ভানু-কোটি-ছবি
মুখ-শোভা নন্দলালকি॥
মধুর মুকুট পীতাম্বর শোভে
উরে বৈজয়ন্তী মাল কি॥
চরণ-কমল পর নূপুর বাজে
উর পর আজরি কুসুম গুলাবকি॥

সুন্দর লোল কপোল ছবিসোঁ
নিরখত মদনগোপালকি।
সুর-নর-মুনিগণ করতহি আরতি
ভক্ত-বৎসল-প্রতিপালকি॥
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরী
অঞ্জলি কুসুম গোলালকি॥
হুঁ বলি বলি রঘু- নাথ দাস প্রভু
মোহন গোকুল-বালকি॥৩২॥২৭৮৮॥

তত্র নিজালয়ে শ্রীরাধিকায়া যথা।

তথা রাগ।

জয় জয় রাধে জি শরণ তোহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারি॥
পাট পটাম্বর ওঢ়ে নীল শাড়ী।
সীথক সিন্দুর যাঙ বলিহারি॥
বেশ বনায়ল প্রিয়-সহচরী।
রতন-সিংহাসনে বৈঠলি গোরী॥
চৌদিগে সখীগণ দেই করতারি।
আরতি করতহি ললিতা পিয়ারী॥
রতন-জড়িত মণি-মানিক-মোতি।
ঝলমল অভরণ প্রতি-অঙ্গে জ্যোতি॥
চৌদিকে সহচরী মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয়-নর্ম্ম-সখীগণ চামর ঢুলায়ে॥
ও পদ-পঙ্কজ সেবনকি আশা।
দাস মনোহর করত ভরোসা॥৩৩॥২৭৮৯॥

তথা রাগ।

আরতি জয় বৃষভানু-কুমারি।
ঝলকত মুখ-শোভা উজিয়ারি ॥
কর্পূর-বাতি রতন-কেয়ারি।
করে লই ললিতা প্রাণ-পিয়ারী ॥
বদন কমল সঞে করু নিছুয়ারি।
সহচরীগণ করু জয়-জয়-কারি ॥
মঙ্গল গাওয়ে দেই করতারি।
বরিখে কুসুম সব নবীন-কুমারী ॥
চরণ-কমল নখ-চান্দ নেহারি।
পরমানন্দ জীবন বলিহারি ॥৩৪॥২৭৯০॥

গৌরী পূরবী।

বৃষভানু-নন্দিনীকে শোভা বনি।
বরণ-কিরণ-ছবি জিনি দামিনী ॥
চরণ-কমল পর নখর-নিশাকর
মঞ্জীর রঞ্জিত মধুর-ধ্বনি ॥
কিয়ে বিধি অদভুত উরুযুগ নিরমিত
ক্ষীণ-কটি নীলিম-বসন-কসিনী ॥
কিয়ে মুখ-চন্দ জিনি কোটি চন্দ
কাম-কামন ভাঙ মৃগ-নয়নী।
শ্যাম-ভুজঙ্গিনী বেণীকে লাবণী
আনন্দ মতি-গতি-দুঃখ-হরিণী ॥৩৫॥২৭৯১॥

তথা রাগ।

সায়ংকালে সুধামুখী অন্তরে হইয়া সুখী
আপনার সখীগণ দিয়া।
গোবিন্দের কারণে নানা উপহারগণে
পাঠাইলা যতন করিয়া॥

সে সখী রাণীকে দিয়া, গোবিন্দেরে খাওয়াইয়া
শেষ লইয়া আইলা রাই-স্থানে।
রাই কৃষ্ণ-শেষ পাঞা নিজ-সখীগণ লৈয়া
সুখে বসি করিলা ভোজনে॥

কৃষ্ণ করি সায়ং-স্নান রম্য-বেশ মনোমান
ব্রজেশ্বরী করেন লালন।
আম্র নারিকেল যত আর পক-অন্ন কত
ভুঞ্জি কৈল গোষ্ঠেরে গমন॥

করি গো-দোহন লীলা আর যত যত খেলা
পুন আইলা আপনার গৃহে।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভুঞ্জে পিতা মাতার মন রঞ্জে
সায়ং-লীলা সোঙরয়ে হিয়া॥৩৬॥২৭৯২॥

তথা রাগ।

প্রদোষে শ্রীব্রজ-রাজ-সুত ঘর আইলা।
জননী যতনে বহু লালন করিলা॥
শালগ্রাম শিলা-পূজা করে বটু যাইয়া।
সন্ধ্যা-আরতি করে মিষ্টান্নাদি দিয়া॥

তবে ব্রজেশ্বরী সেই নৈবেদ্যাদিগণ।
ব্রজরাজ-স্থানে দেন করিয়া যতন ॥
পক্বান্ন অক্ষব পুষ্পমাল্যাদি চন্দন।
গন্ধ বীড়া আদি করি নানা প্রকরণ ॥
তাহা পাঞা ব্রজ-রাজ সবা করি সঙ্গে।
ভক্ষণ করিলা শ্রদ্ধা-ভক্তিমত রঙ্গে ॥
তবে পুন ব্রজেশ্বর বাহির আইলা।
অগ্রজ অনুজ লৈয়া সভাতে বসিলা ॥৩৭॥২৭৯৩॥

তথা রাগ।

গোবিন্দ প্রদোষ-কালে রাজ-সভা আসি মিলে
গুণি-কলা-কৌতুক দেখিল।
নানান কৌতুক দেখি কৃষ্ণ হৈলা মহাসুখী
তা সবারে বহু ধন দিল ॥

মাতা অতি যত্ন করি সভা হৈতে আনে হরি
দুগ্ধ ভুঞ্জাইয়া শোয়াইলা।
ক্ষণেক শুতিয়া কৃষ্ণ মনে হৈয়া সতৃষ্ণ
সঙ্কেত-কুঞ্জকে পুন গেলা ॥

আছে মনে অভিলাষ গোবর্দ্ধনে করি রাস
এত চিন্তি আইলা তথাই।
দেখি গোবর্দ্ধন-শোভা অতি মনে হৈয়া লোভা
বংশী-স্বরে আকর্ষয়ে রাই ॥৩৮॥২৭৯৪॥

অথ রাত্রি-বিলাসঃ।

শ্রীগৌরচন্দ্র।

কনক-ধরাধর-মদ-হর দেহ।
মদন পরাভব সুবরণ গেহ॥
হের দেখ অপরূপ গৌর কিশোর।
কৈছনে ভাব নহত কিছু ওর॥
ঘন-পুলকাবলি দিঠি জল-ধার।
ঊরধ নেহারি রচই ফুতকার॥
নিরুপম নিরঞ্জন-রাস-বিলাস।
অচল সুসঞ্চর গদ গদ ভাষ॥
কিয়ে বর-মাধুরী বাঁশী-নিসান।
ইহ বলি সঘনে পাতে নিজ-কাণ॥
সদন তেজি তব চলত একান্ত।
মিলব অব জানি কিয়ে কৃষ্ণকান্ত॥৩৯॥২৭৯৫॥

তথা রাগ।

মানস-সুরধুনী নিকট নীপ-তরু
কুসুমিত-কানন সাজ।
মাদন-পুহুঁপহিঁ প্রকট বল্লী তরু
সুষমিত ভূধর-রাজ॥
তাহাঁ বিরাজিত শ্যামরচন্দ।
নাগরীগণ সঙ্গে অবহু মিলু ধনী
নিভৃত-রাস-অনুবন্ধ॥

ইহ রস-লালসে অথির সুমানস
মধুর বাজাওত বাঁশী।
চঞ্চল-দৃগঞ্চলে ঐছে নেহারলি
কুলজাগণ-কুল নাশি॥
কত অনুভাবহি অন্তর বিভাবিত
ততহিঁ মনোহর হাস।
ঐছন রূপ লাগি কৈছে সুরঙ্গিণী
ধাই না মিলু তছু পাশ॥
অন্তর সুমাধুরী যাক জাগু হরি
তাহে কি বিধিনি বিচার।
লোলিত নিরন্তর কৃষ্ণকান্ত-অন্তর
মিলব কি ধনীক সঞ্চার॥৪০॥২৭৯৬॥

এতদ্রূপানুরাগ-দশায়াং স্বসখীং প্রতি শ্রীরাধাহ।

তথা রাগ।

সহচরী সঙ্গে পন্থে হাম যাতি।
তব হরি হেরলু মনোহর ভাতি॥
কো জানে কৈছন মঝু হিয়া চায়।
আপক প্রদক্ষিণ পাণি উঠায়॥
আজু নেহারলু যৈছন কান।
কৈছন সঙ্কেত না বুঝলু হাম॥
সো হেন রূপ সো বৈদগধী-রঙ্গ।
মনহি লাগি অথির করু অঙ্গ॥
অব সখি শুনহ বেণুক গান।
গোবর্দ্ধন পর ইহ অনুমান॥

কৃষ্ণকান্ত কহ ইথে কি বিচার।
হরি রহু তাহিঁ রচহ অভিসার ॥৪১॥২৭৯৭॥

তথা রাগ।

নিরূপিত বাতহি অতি উলসিত
গাতে না ধরই আনন্দ।
অন্তরে সঙ্করু যৈছন মনোরথ
তৈছে রচহ পরবন্ধ ॥
সখিহে আজি সুনিরজন কান।
রঙ্গিণী সবহুঁ মেলি অব সাজহ
ঐছন রস সুবিধান ॥
চান্দনী রাতি ছান্দনে সব বিভূষণ
দূষণ জনু নহ কোই।
বাদন-যন্ত্র স্বতন্ত্র লেই চল
রাস-রভস যথি হোই ॥
যব হাসি রাই সুভাখি রচল ইহ
বিকসিত ভাব-কদম্ব।
কিয়ে কৃষ্ণকান্ত নিতান্ত সুখ-সম্পদ
মিলব কব অবিলম্ব ॥ ৪২ ॥২৭৯৮॥

তথা রাগ।

বেশ পসারি সোঙরি ঘন হরি হরি
ঘর সঞে ভেলি বাহার।
রস-ভরে দিগ- বিদিগ নাহি হেরই
তাহে কি বিধিনিঃবিচার ॥

দেখ সখি রাই চলল্হি অতি রঙ্গে।
মদন-সুমোহন লোভন ছন্দন
ঐছে সুরঙ্গিণী সঙ্গে॥
কত অভিলাষে বিলাসক যোগহি
বদনে নিরন্তর হাস।
সাজহি যৈছন বিধুবর উদয়ক
পূরবহি কুমুদিনী হোত বিকাশ
ঘন-দল-মাল বিশাল তমাল হেরি
তরখি তরখি রহি যায়।
সরস দৃগঞ্চলে পুনহি বিলোকই
ইহ নহ কানু সখী সমুঝায়॥
আগে নিরখহ মানস-সুরধুনী
ওহি পূরাব তহিঁ আশ।
নিকটে ধরাধর সুখদ পরাপর
যহিঁ মনমোহন পরম নিবাস॥
শুনি সখী-বাণী সুমানি সুরাগিণী
বেগে ততহিঁ চলি যায়।
যে রস-তৃষ্ণ কৃষ্ণকান্ত সম্বোধই
এহি এহি বরতায়॥৪৩,২৭৯৯॥

ততঃ উভয় দর্শনং।

তথা রাগ।

সমুখে সুনাগর হেরি রত আধা।
চীর দেই ঝাঁপল মুখ-শশী আধা॥

ও বর-নাগর বিধু-মুখ হের।
লোল দৃগঞ্চল তছু পর দেল॥
বিহসি সুধামুখী শশি-মুখ চাই।
থোরহি দূরে রহল ঠমকাই॥
আজুক অপরূপ মিলন-অঙ্গ।
পহিলহি দরশনে উপজল রঙ্গ॥
অতিহুঁ তিয়াসে পাশে মিলু কান।
কি করব অব ধনী কিছুই না জান॥
অঙ্গহি অঙ্গ পরশ-রসে ভোর।
সরস সম্ভাষই যুগল কিশোর॥
সহচরী-যূথ সবহুঁ সুখে চায়।
কৃষ্ণকান্ত-নয়নে শীধু সম ভায়॥৪৪॥২৮০০॥

ততঃ কৃষ্ণরাধয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী।

তথা রাগ।

কৈছে সুরঙ্গিণি কয়লি পয়ান।
যৈছন মোহন মুরলী বাজান॥
কৈছনে জানলি হাম ইহ ঠাম।
অব তুহুঁ নহ কিয়ে অন্তরধাম॥
বেশ পাসরলি কৈছন রঙ্গে।
মনহি মনোভব যৈছে তরঙ্গে॥
তেঞি বুঝি মঝু পুরবি আশ।
কোন সুরঙ্গিণী হোত উদাস।
তব অব বিচারহ নটন-বিলাস।
কামিনী কন্ন কিয়ে আগে নিকাশ॥

ঐছন নাগরী-নাগর-ভাব।
সহচরী-শ্রবণহি অমিয়া-প্রকাশ॥
কৃষ্ণকান্ত কহ শুন সখীবৃন্দ।
আগে ধ্বনিত কর তাল মৃদঙ্গ॥৪৫॥২৮০১॥

অথ রাসঃ॥

তথা রাগ।

রাস-রঙ্গ-থল পরম সুশীতল
সহচরীগণ তহিঁ ঘেরি।
দুহুঁ-মুখ চাহি পাই পরমানন্দ
বাজন-যন্ত্রে তন্ত্রে করু মেলি॥

রঙ্গিণী রাই রঙ্গিয়া শ্যামরায়।
দুহুঁ দোহাঁ চাই দুহুক মুচুকায়নি
বুলাইল পুর পরবেশল তায়॥ ধ্রু॥

শ্যামর গোরী হোই অতি উলসিত
রচই সরস পরবন্ধ।
ইনহি ইনহি মন্ধু ও রসে গাওব
সখীক ভাগ নিরবন্ধ॥

নবতন মঙ্গল পরম সুলভুল
গাওত বাওত আলি।
রহি রহি শাদ পসারত দুহুঁ জন
বাওনী বোলে ভালি ভালি॥

হেরি হেরি নাগর নাগরী সুপণ্ডিত
উয়ল সহচরী-সুখ।
কুঞ্জলতা কিয়ে এ রসে মিটায়ব
কৃষ্ণকান্ত-অন্তর-দুখ ॥ ৪৬ ॥ ২৮০২ ॥

তথা রাগ।

শ্যাম-অঙ্গ নটন-ছন্দ
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ-রঙ্গ
মণি-অভরণ চমকি চালি
তহিঁ ফিরায়ত বাঁশিয়া।
গৌরীক গান অতি সুতান
সঙ্গিনী মান তহিঁ মিশান
অতিহুঁ সুভগ দেত তালী
নটিনী-গরব নাশিয়া ॥

নব-কিশোর নটত ভোর
কত বিমোহন হোত ওর
তবহি অঙ্গ সঙ্কোচ-কারী
তবহি অতি বিথারিয়া।
নবীন-নারী পুরত তারী
নব সুতার কত সঞ্চারি
তবহিঁ সুর সুখসোঁ গাই
তবহি উচ উচারিয়া ॥

চান্দনী রাতি অনুপ-ভাতি
অতিহুঁ জোতিত গোরীক কাঁতি
হেরি থকিত ও গিরি-ধারী
কহত ঈষত হাসিয়া।
শুনহ গোরি অবশে ভোরি
নটন-রঙ্গ অতি বিভোরি
তহুঁ হোয়ব গীত-কারী
সঙ্গহি ফিরব চাহিয়া॥
এতহি বেলি সখিনী মেলি
ধনীক চান্দ-বদন হেরি
তহিঁ পূরহ ইহুক সাধ
শ্যাম লেওত যাচিয়া।
শুনত বোল সুখ-হিলোল
রাই সাজত নিজ নিচোল
তবহিঁ হেরব কৃষ্ণকান্ত
আনন্দ-সাগরে ভাসিয়া॥৪৭॥২৮০

তথা রাগ।

সহজে অনুপ সুন্দরী রাই।
বিবিধ সুভাতি পদ বাঢ়াই॥
করহি অঙ্গক আধ প্রকাশ।
কবহুঁ ঝাঁপই জনু তরাস॥
যবহুঁ চলত অতি সুমন্দ।
তবহিঁ হোয়ত খঞ্জন বন্ধ॥

ঐছন সুঘড় নাগর রায়।
সুষম বিষম গমক গায়॥
হেরি সুরঙ্গিণী সঙ্গিনীক চীত।
বিহসি কহত ইহুক জিত॥
উলাসে রসিক সো সব সাত।
ফিরি ফিরায়ত ঐছন বাত॥
কিয়ে অদভুত রস-বিলাস।
সহচরীগণ অতি উলাস॥
দুহুঁ দোহাঁ-চান্দ-বদন হেরি।
কহে সুবচন সবহুঁ ঘেরি॥
শুন হেম-গোরি এ ঘন-শ্যাম।
নিজ-জনগণ পূরহ কাম॥
দুহুঁজন মেলি গতি সুরঙ্গ।
অব বিরচহ নটন-রঙ্গ॥
কৃষ্ণকান্ত কহ নাহি সন্দেহ।
নাগরী নাগর ঐছন লেহ॥ ৪৮॥ ২৮০৪॥

তথা রাগ।

নাগরী নাগর সব-গুণ-আগর
আনন্দ-সাগরে ভাসি।
সুভগ-বিলোচন ভাব-সুসূচন
নয়নহি রঙ্গ-তরঙ্গ পরকাশি॥
সখি হে কিয়ে ইহ অপরূপ রঙ্গ।
চাহনি ভাওনি অঙ্গ-মোড়ায়নি
গাওনি একহি সঙ্গ॥

শ্যামর-কায় অচাহে হিলায়ত
বাত-ঘটিত বন-মাল।
চম্পক-গোরী সুভঙ্গে সুকম্পই
ভাসয়ে যৈছন বিজুরীক জাল॥
চরণক চাল বিশাল মিশাওত
শোভা বরণি না হোয়।
এ কৃষ্ণকান্ত নিতান্ত নিধারল
নিশি দিশি অন্তর জাগি রহু তায়॥৪৯॥২৮০৫।

তথা রাগ।

গিরিবর-রাজ মাঝ পরম-থল
দল-ফুল-শোভিত শাখী।
দরশে কলানিধি উরধে সুথম্বিত
গন্ধহিঁ অঙ্কিত ভৃঙ্গক পাঁতি॥
মৃদুতর-পবন- সেবন-রসে ফিরত
কুসুম-গন্ধ সঞে মেলি।
অণ্ডজ-পাঁতি মাতি দরশ-রসে
রাতিক গতি ভুলি গেলি॥
সখি হে কিয়ে ইহ পরম আনন্দ।
রাধামোহন শ্যাম-বিমোহিনী
নাচত গাওত প্রবন্ধ॥
নাগরী-ডাহিন ভুজ সুবিরাজিত
শ্যাম-বাম-ভুজ সঙ্গে।
নীলিম হেম- মৃণাল কিয়ে খেলত
আনন্দ-সাগর-তরঙ্গে॥

নটন-বেগে যব অন্তরিত দুহুঁজন
তবহিঁ মিশায়ত অঙ্গ।
কর-পদ-চালনি কঙ্কণ-কিঙ্কিণী
ধ্বনি করতহিঁ বিবিধ-তরঙ্গ॥

দুহুঁ-অঙ্গ-মাধুরী দুহুঁ অবলোকই
দুহুঁজন-নয়ন বিভোর।
কৌতুক লাগি যব অনত চালইতে
তবহিঁ দুহুঁক সুখ-ওর॥

প্রতি লতা শাখীক আশ পূরাইতে
নিয়ড়ে নিয়ড়ে চলি যায়।
চৈতন্য-চরণ কৃষ্ণকান্ত-ধন
ইহ বিনু লোচন কৈছে জুড়ায়॥৫০॥২৮০৬॥

তথা রাগ।

একে গিরি গোবর্দ্ধন তাহে সুশোভিত বন
তাহে আর চান্দনিয়া রাতি।
মণ্ডলীর চারি পাশে বিচিত্র বন্ধনে ভাসে
নানাবর্ণে শিলা পাঁতি পাঁতি॥

হেরি হেরি দুহুঁজন অতি উল্লসিত-মন
পরম মোহন নৃত্য করে।
অঙ্গ-শোভা মনোরম আন-আন-নিরুপম
অন্তরে আনন্দ নাহি ধরে॥

রস-ভরে দুহুঁ-কায় চলিয়া চলিয়া যায়
শিথিলিত ভৈ গেল ছরমে।
দুহুঁক রাতুল আঁখি লোহিত ললিত দেখি
মুখ-শশী তিতিল ঘরমে॥
দুহুঁক সেঙ্গিত-হাসে সখী মিলি দুহুঁ পাশে
তছু কান্ধে ভুজ আরোপিয়া।
সুছন্দ-খলিত-পায় লঘুতর চলি যায়
ধৈরজ ধরিতে নারে হিয়া॥
চারি পাশে পরিজন করে নানা সুসেবন
দুহুঁ-অঙ্গ-ভঙ্গী নিরখিয়া।
কেহু গন্ধ দেই গায় কেহু মন্দ মন্দ বায়
কেহু চলে ফুল বরষিয়া॥
কেহ বা কানুকে কহে, আর নৃত্য ভাল নহে
রস-ভরে আলাইল অঙ্গ।
গায়নি বায়নি রাখ আপন ছরম ভাখ
তাহা শুনি দুহুঁজন-রঙ্গ॥
কেহো বোলে ভাল ভাল, এই সে উদ্যোগ সার
তুরিতে করিয়ে আর কাজ।
কোমল কুসুম আনি বিরচহ শেজ খানি
যাহাঁ হয়ে দুহুঁক বিরাজ॥
হেনই সময়ে কবে কানুকে ইঙ্গিত হবে
এ হেন সেবনে নিজ-জনে।
চৈতন্য-চরণ-দাস কৃষ্ণকান্ত পূর্ণ-আশ
পরম দুর্লভ এই মনে॥৫১॥২৮০৭॥

তথা রাগ ।

এ অতি কোমলিনী উহ সুকুমার ।
রস-ভরে নিজ নিজ নাহিক সাম্ভাল ॥
নয়ন-ঢুলাঢুলি ঘরমিত মুখ ।
অঙ্গ-মোড়াওনি ভূরি কৌতুক ॥
হের দেখ রে সখি দুহুঁ অবশাই ।
দুহুঁ জন দুহুঁ-অঙ্গে রহত হিলাই ॥
হেরি দিঠি-অঞ্চলে হরি-মুখ চাই ।
অঞ্চলে বীজই ভূরি চমকাই ॥
রসবতী রাই রসিক-বর হেরি ।
কহতহিঁ হাসি সরস তনু তেরি ॥
কহইতে নিরখই শ্যাম বয়ান ।
মৃদুতর-কর দেই ঠেলই ঘাম ॥
দুহুঁ-পদ চলনে না পায়ই থেহ ।
নবতন রাখি থকিত ভেল দেহ ॥
চৈতন্য-চরণ-ধন কৃষ্ণকান্ত দাস ।
তবহুঁ মিলাব দুহুঁ শেজক পাশ ॥৫২॥২৮০৮॥

তথা রাগ ।

নয়তন-বেগহি ছরমিত দুহুঁ-তনু
বহত ঘরম বহি যায় ।
দুহুঁজন-কন্ধরে দুহুঁ-শির হেলন
তবহি চমকি মুচকায় ॥

সখি হে অব নহ বিলম্ব উচিত।
কর-অবলম্বনে দুহুঁক পধারহ
শয়নক সীম ত্বরিত ॥
অভরণ বহুতর অম্বর স্বেদ ভর
এহ সব যতনে ওলাই।
চীন-বসন পুন কুসুম-বিভূষণ
পীন ঘুসৃণ পহিরাই ॥
মরমক বচন শ্রবণে অতি উলসিত
করলহিঁ ঐছন নিতান্ত।
সুশীতল জল ভরি ঝরঝরী সাজব
ঐছন সময়ে কৃষ্ণকান্ত ॥৫৩॥২৮০৯॥

তথা রাগ।

সহজই ভূধর পরম মনোহর
তাহিঁ নিকুঞ্জবর সাজ।
কুসুম-সুশোহন পরিজন-লোচন-
রোচন তল্পক মাঝ ॥
দেখ সখি যুগল-কিশোর।
অতিতর রাতি সুমাতি নটন-রসে
ছরমাই বৈঠল ভৈ অতি বিভোর ॥
মদ-ভরে লোচন লহু লহু ঘুরত
আন-আন-অপঘন করু অবলম্ব।
দুহুঁজন-কন্ধরে দুহুঁ-ভুজ-বল্লরী
বিগলিত কেশ বেশ নীবি-বন্ধ ॥

শ্যামরু-বাম কপোল বিরাজিত
নাগরী-দক্ষিণ-কপোল।
কাঞ্চন-দরপণ মরকত দীপনি
আধ ঝলকে ছবি-জোর॥
নাগর-সরস- হৃদয়-তট-লম্বিত
নাগরী-আধ-উরোজ।
শ্যামর-সাগরে আধ ডুবায়ল
যৈছন হেম-সরোজ॥
বিগলিত নীলিম পটহি পীত পট
আধ আধ লপটাই।
মুদিরকি দামিনী এ দুহুঁ-দরশ-লোভে
শেজ মাহা গড়ি যাই॥
হেরি হেরি রূপ অনুপ শোহায়নি
মঝু মন ভৈ গেল অতি লুবধাই।
এ কৃষ্ণকান্ত নিতান্ত সুখ-শেজহি
কব হেরব তহি দুহুঁক শুতাই॥৫৪॥২৮১০॥

তথা রাগ।

হেম-সরোরুহ গোরীক কাঁতি।
প্রেম-পরাক্রমে লোহিত-ভাতি॥
অঞ্জন-গঞ্জন নীলিম-বাস।
অরুণোদর-ঘন কানু-পরকাশ॥
এদুহুঁ-অন্তর আনন্দ-ধূমে।
বিছরল বাহির রহল নিঝুমে॥

এ সখি ইহ ক্ষণ কহ না বিচারি।
কৈছনে শুতায়বি বিনি উপচারি ॥
তুহুঁ সে সেয়ানী রচহ পরবন্ধ।
ছরম-বিরম কর নব-যুব-দ্বন্দ্ব ॥
রজনীক আধ অধিক বহি যায়।
নরতনে ভুলি তাম্বূল নাহি খায় ॥
ললিতা বাত কহত অতি মিঠ।
নিজ-সখী-বদন হেরি মৃদু-দীঠ ॥
শ্রবণে উলাসিত আলি বিশাখে।
মঞ্জরী-যূথহি করল কটাখে ॥
সেবন-পর ভেল সবহুঁ উলাসে।
তবহিঁ কি পূরব কৃষ্ণকান্ত-আসে ॥৫৫॥২৮১১॥

তথা রাগ।

ললিতা-ললিত- বচনে সব সহচরী
পরিচরু পরম-আনন্দে।
সহজে কলাবতী তাহে অতি আরতি
বিরচই বিবিধ সুছন্দে ॥
ইহ সব আলীক বলি বলি যাই।
নাগরী-নাগর- সেবনে নিরন্তর
ইহ বিনু অন্তর বাহির নাই ॥
কোই দৃঢ়-অঞ্চল উঘারি পয়োধর
দৌহক ভেল অবলম্ব।
কোই কোই সীমক সীম সুমর্দ্দই
কোই পীঠ পরবন্ধ ॥

কোই কর-অঙ্গুলী- সান্ধি সুসেবই
কোই চরণ-অরবিন্দ।
কোই কটি-তট পরিপাটী সুচাপই
কোই কোই বিপুল নিতম্ব॥

আধ বিগত-শ্রম দুহুঁক বদন পুন
চতুর এক সখী হেরি।
এক তাম্বূল অতুল-ছন্দ করি
দুহুঁক অধরে ধরি দেলি॥

পাওল বেরি ভাওনা আওত
দুহুঁক মনোহর হাস।
ইহ সখী-চরণ মরমে নিরমঞ্ছব
পাই পরমানন্দ কৃষ্ণকান্ত দাস॥৫৬॥২৮১২॥

তথা রাগ।

সহচরী চাতুরী সেবন অশেষ।
বিবিধ ভুঞ্জায়ল সরস বিশেষ॥
খলিত শিখণ্ড-চূড় কবরী বিথার।
সবহুঁ সঙারে নব গলিত শিঙ্গার॥
মৃগমদ-কুঙ্কুম চন্দন-পঙ্ক।
কুসুমক হার সাজাওল অঙ্গ॥
কিয়ে কিয়ে এ দুহুঁ প্রেমক রীত।
আন-আন হেরি আন ভেল চিত॥
রসিক শুনাহ কতহুঁ রস জান।
লালস ভরি হেরু ধনীক বয়ান॥

রাধা রমণী রমণ-মতি হেরি।
আলীক জালে বুঝাওল ফেরি॥
সহচরী-যূথ সমুঝে দুহুঁ-কাজ।
ওতে ওতায়ল ঘুম-বিয়াজ॥
কেলি-দরস-রস-লালস আতি।
তরল লতা সঞে নয়নক পাঁতি॥
কুঞ্জলতা তব কেলি-বিলাস।
দরশি পুরাওব কৃষ্ণকান্ত-আশ॥ ৫৭॥ ২৮১৩॥

তথা রাগ।

কর-অঙ্গুলে হরি ধনীক বদন ধরি
হসি হসি বোলত বাণী।
এ তুয়া বদন চাহি মঝু অন্তর
কৈছন করত না জানি॥
সুন্দরি অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়।
যৈছন সদয়- হৃদয়ে সুখ দেয়লি
ঐছে রিঝায়বি মোয়॥
নিরুপম রূপ অমিয়া-রস-পানহি
নয়নক সাফলি দেখি।
প্রতিতনু সরস পরশ-রসে লোভহি
কাতর ভেল অলেখি॥
দারুণ মদন এ হেন জনে মারত
সবহুঁক গতি করু ভঙ্গ।
তেঁ মঝু অন্তর অসীম-তাপ ভর
যাচত তুয়া তনু-সঙ্গ॥

কহইতে শ্যাম- ধাম ঘন কম্পই
লোরে ভিগায়ত শেজ।
রহি রহি শ্বাস বহত অতি গুরুতর
ধনী হেরি নিমিখ না তেজ॥

কিয়ে কিয়ে বলি বলি, হই অতি সচকিত
কোরে আগোরল রাই।
চৈতন্য-শরণ কৃষ্ণকান্ত নিবেদই
দুহুঁক প্রেম বলি যাই॥৫৮॥২৮১৪॥

তথা রাগ।

শ্যামরচন্দ্র উতাপিত-অঙ্গ।
হেরি বর-নাগরী অতিহুঁ-সশঙ্ক॥
কঠিন মানি হিয়ে কাঁচুলী ডারি।
তাহিঁ নিধারল ভূধর-ধারী॥
সুকঠিন-দরপক দুরন্তর কাজ।
মানি সুকামিনী পরিহরু লাজ॥
কর দেই ঠেলই নয়নক বারি।
অধরে অধর দেই চুম্বই অপারি॥
পাই পরম-রস অতিহু উদণ্ড।
শ্যাম সিতকারই পুলকিত-গণ্ড॥
দুহুঁ-মন মনোভব-তরঙ্গ বিথার।
দুহুঁজন ভুলল সহজ বিচার॥
কো কি কর ইহ নহত নিতান্ত।
অতুল উলসিত হেরি কৃষ্ণকান্ত॥৫৯॥২৮১৫॥

তথা রাগ।

রাধা-বদন-বিমল-মধু-পানে।
মাতল শ্যামর চঞ্চল ভানে॥
ধনীক কলেবর কোমল আতি।
নিবিড় আলিঙ্গয়ে হিয়ে হিয়ে যাঁতি॥
এ সখি কিয়ে ইহ প্রেমক কাজ।
সুরতে কি জিতল পাঁচ-শর-রাজ॥
হরি-পরিরম্ভণে ধনী ভেল ভোর।
তবহি সুহাসিত রহি দিঠি লোর॥
কোরে সুনাগরী দূর গেয়ান।
ধনী-মুখ সমুখহি ধরত ধেয়ান॥
তবহি পরাক্রম তবহি অথির।
থেহ না পাওত শ্যাম-শরীর॥
রাইক প্রতিতনু সুকুসুম জান।
নিবিড় সুচুম্বই অলিক সন্ধান॥
অতিহুঁ উলাসে কহয়ে কৃষ্ণকান্ত।
অন্তরে জাগি রহু এ দুহুঁ নিতান্ত॥৬০॥২৮১৬॥

তথা রাগ।

বিনোদিনীর কবরী বেশ খসি গেল।
হের দেখ নাগরের চূড়া আউলাইল॥
আহা মরি রাই-মুখ কি মধুর লাগে।
ঠাঞি ঠাঞি যাতুল শ্যাম-অধরের রাগে॥

ও কি ও কি শ্যামচাঁদ-মুখে ও রঙ্গিমা।
উহা দেখি সুখ উঠে নাহি পাই সীমা॥
হেম-নীল-কান্তি-ধর-বুকের খেলনে।
ওই ওই চিত্র-রাগ ভৈ গেল খণ্ডনে॥
বসন ভূষণ সব হৈল উলডাল।
আই আই নিতম্বের নাহিক সাভাল॥
এ কি এ কি যুবরাজ দুরবল লাগে।
কমলিনী ক্ষণে ক্ষণে অতিশয় জাগে॥
গিরিবরে গিরিধর যবে কৈল রাস।
এই সে কারণে কহে কৃষ্ণকান্ত দাস॥৬১॥২৮১৭॥

তথা রাগ।

সহজে শিঙ্গারক সার কলেবর
রতি-রণ-পণ্ডিত যোই।
সো হরি রাইক পাই পরশ-রস
ধৃতি মতি সঙ্গতি সগরিহ খোই॥

সখি হে কিয়ে ইহ কেলি-নিধান।
বিদগধ-নাহক কিয়ে ইহ বৈদগধী
প্রেমক কিয়ে পরিণাম॥ধ্রু॥

পরিসর-বক্ষ- দক্ষ-পরিরম্ভণে
কামিনী-ধৈরজ বিনাশ॥
রাই-উরোজ- সরোজ-ঘন-ঘরষণে
সো ভেল অচল-বিলাস॥

নিরবধি রাই- অধর-রস-লালসে
বদনহি কর খণ্ড খণ্ড।
অধর বিথারি বারি রহু সো মুখ
কমলিনী চুম্বই প্রচণ্ড॥

বহু সুখ পাই রাই-মুখ হেরই
গদ গদ কহ কিয়ে বাণী।
যবহিঁ পরাক্রম থোরি করত ধনী
পদহি নিধরত পাণি॥

হরিক এ হেন গতি হরিণী ঘটাওল
ভুলল রস-ভরে সহজ-বিলাস।
ধনি সুকুমারী- বিলাস-পরিশ্রম
কৃষ্ণকান্ত-অন্তরে লাগি তরাস॥৬২॥২৮১৮॥

তথা রাগ।

কামিনী কাম- কলা কিয়ে জিতল
নীচল শ্যামর-দেহ।
যামিনী শেষ বেশ সব খণ্ডিত
তবহুঁ না পাওত থেহ॥

সখি হে হোর দেখ রাইক ঠাম।
স্বেদিত অপঘন শ্বাস বহুত ঘন
কিয়ে করব পরিণাম॥ধ্রু॥

শ্যামর-বদন- কমল-মধু-পানহিঁ
অবহি কি ভেল বিভোর।
অধরে অধর ধরি নিচলে নিচুম্বল
প্রতিতনু ঠৌরহিঁ ঠৌর॥

অতুল-মদালসে সবহুঁ বিছুরল
শুতলি ধনী তনু ঢারি।
উহ কিয়ে কেলি- কলা-রস ভোরলি
কৃষ্ণকান্ত-অন্তর নহত বিচারি॥৬৩॥২৮১৯॥

তথা রাগ।

দুহুঁক বদন-শশী ঝামর হইল।
দুহুঁ-অবলম্বনে দুহুঁ সে রহিল॥
হের দেখ রাই কানু অলসে বিভঙ্গী।
কৈছনে রহত দুহুঁ প্রতি-তনু-সঙ্গী॥
অধরে অধর রহু চিবুকে চিবুক।
ভুজে ভুজ-বল্লরী বুকেহি বুক॥
জঘনে জঘনে রহু বসনে নিধান।
পদে পদ-পঙ্কজ কোন সন্ধান॥
অতিহু নিরুপম বরণ মিশান।
কো কিয়ে ভাঙ নিসংশয় মান॥
সপনকি জাগর একহি ধার।
কৃষ্ণকান্ত-অন্তর বুঝই না পার॥৬৪॥২৮২০॥

তথা রাগ।

অঙ্গ মোড়াইছে এ ধনী যবে।
চমকি নাগর নেহারি তবে॥
আলসে অচল আপন দেহ।
অলপ বিচ্ছেদে না বান্ধে থেহ॥
ব্রজ-নব-নারী যে জন প্রাণ।
রাই-অঙ্গ সঙ্গে নিজ না জান॥
সুকোমল জানি ধনীক গাত।
ঘুমে ঘুমাওত করহি হাত॥
কবহি কণ্ঠহি কণ্ঠক রোল।
আইহ নিকসে অমিয়া বোল॥
এ কিয়ে বদন কছু উঠাই।
ওঠ অধর মিঠ মিঠাই॥
কৈছন অলস নহ নিতান্ত।
ভুরি ভুলল এ কৃষ্ণকান্ত॥৮৫॥২৮২১॥

তথা রাগ।

কবরী বিথারিত বালিশ তলপে।
হরি-নীলিম-ভুজ ঠেসন অলপে॥
ধনী-মুখ-মণ্ডল হেরহ সজনি।
ধূসর চাঁদে কি ভেল রজনী॥
উচ-কুচ-কোরক নখর-দাগে।
শ্যাম সাজাওল নিজ-অনুরাগে॥

শিথিল বাহু রহু নাগর-কান্ধে।
মরকতে ঢালল হাটক-ছান্দে॥
বিপুল নিতম্বহি বিগলিত বসনা।
কানুক জানু কতহু ভেল গহনা॥
প্রতি-তনু হেরইতে লাগয়ে চঙ্ক।
সবহুঁ শোহায়ত নাগর-অঙ্ক॥
রতি-রস-আলসে অতিহুঁ বিভোর।
দুহুঁক বিভূষণ দুহুঁ জন-কোর॥
যুগল-কিশোরক অলস বিলাস।
হেরি কি পূরব কৃষ্ণকান্ত-আশ॥ ৬৬॥ ২৮২২॥

বিহাগড়া।

শীতল সমীর বহত অতি মৃদুতর
অলিকুল ফুল পরি গেল।
অগুজ সবহুঁ কবহু ঘন বোলত
শচীপতি-দিগ অরুণ-রুচি ভেল॥

সখি হে দারুণ বিহিক বিধান।
এ হেন লেহ সিরজি পুন অনুচিত
রজনী-শেষ নিরমাণ॥ ধ্রু॥

দুলহ সম্মীলন বিবিধ বিলাসহি
দুহুঁ-তনু দুহুঁ নাহি তেজে।
রস-ভরে সো পুন অতি অবশায়িত
অবহি নিধায়ল শেজে॥

অলসক আধ ভোগ নাহি পূরলি
কৈছে জাগাওব তায়।
কহ কৃষ্ণকান্ত নিতান্ত পুন ঐছন
দারুণ গুরু-জন-দায় ॥৬৭॥২৮২৩॥
ইত্যাদি গোবর্দ্ধনস্থ-রাসাদি-লীলায়াং ॥

ললিত।

প্রাতহিঁ জাগল রাধা মাধব
মন্দির-গমন-বিধানে।
করহ বিদায় অব- শেষ রজনী ভেল
অব পরণাম তুয়া চরণে ॥

দুলহ বচন- শ্রবণে কানু কাতর
জল পূরল দুই নয়ানে।
হিয় দগদগি কিছু কহই না পারই
হেরি রহু রাইক বয়ানে ॥

না তেজই কাছ পাছু অনুসারই
আগোরহি গহি বাহু বসনে।
পুন ধরি যতনে রাই সমুঝায়ই
কুল শীল গেল অভিমানে ॥

লাজ ডুবল হঠ না করহ ঐছন
যৈছনে লোকে না জান।
রায় বসন্ত কহ হঠ ছাড়ি গমন কর
না দেখ ভৈ গেল বিহান ॥ ৬৮ ॥ ২৮২৪ ॥

বিভাষ।

দুহুঁ অতি কাতর কুঞ্জ সঞে নিকসল
সব সহচরীগণ মেলি।
দুহুঁ জন-নয়নে প্রেম-জল ঝর ঝর
ঐছনে গৃহে চলি গেলি॥
কিয়ে রাধামাধব-লীলা।
সোঙরিতে খেদ ভেদ করু অন্তর
গলি গলি যাওত শিলা॥
বিমনহি নিজ নিজ মন্দিরে দুহুঁজন
শুতল পালঙ্ক-শয়ানে।
সখীগণ নিজ নিজ মন্দিরে ঘুমল
ঐছন ভেল বিহানে॥
গুরুজন জাগল সূরজোদয় কৈল
সবহুঁ ভেল পরকাশ।
শ্রীরূপমঞ্জরী- চরণ হৃদয়ে ধরি
কহে পরমানন্দ দাস॥৬৯॥২৮২৫॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং দ্বাত্রিংশৎ পল্লবঃ।

অথাষ্টকালীয়-নিত্য-লীলা।

পুনশ্চ দিনান্তরে প্রকারান্তরং যথা।

নিশি পরভাতে শেজ সঞে উঠল
নন্দালয়ে নন্দলাল।
মঙ্গল-আরতি করত যশোমতী
দীপ উজারল কাঞ্চন থাল॥

পাখালিয়া বদন দশনগণ মাজল
জননীক যতনে নবনী ক্ষীর খাই।
এক দণ্ড দিন ভৈ গেল তখনে
দ্বিতীয়ে গো-দোহন ঘরে যাই॥

তৃতীয়ে সখা সহ বৎসক লালন
বৃষে বৃষে যুদ্ধ কেলি কত ঠান।
চারি দণ্ড দিন গৃহে আওল পুন
সুগন্ধি-তৈল-নীরে করল সিনান॥

পঞ্চমে বহুবিধ বেশ ষষ্ঠে করু
সখা সনে ভোজন-পান।
আচমন সারি শয়ন করু পালঙ্কে
উদ্ধবদাস গুণ গান॥১।২৮২৬॥

তথা রাগ।

গৃহে রাধা ঠাকুরাণী প্রভাত সময় জানি
জাগি কৈলা দন্ত-ধাবন।
সখী সঙ্গে রসোদ্গার স্নান-বেশ মনোহর
তবে গেলা নন্দের ভবন॥

পথে গো-দোহন হরি কৌতুকে দর্শন করি
যশোমতী-গৃহে আগমন।
করিয়া রন্ধন-কার্য্য কৃষ্ণ-ভুক্ত-শেষ ভোজ্য
ভুঞ্জি তবে কৈলা আচমন॥

ব্রজেশ্বরী বধূ প্রায় লালন করিলা তায়
দিলা বহু বাস-বিভূষণ।
প্রাতঃকালের লীলা-সূত্র সংক্ষেপে যে কিছুমাত্র
উদ্ধব করিল বিরচন ॥ ২ ॥২৮২৭॥

তথা রাগ।

পূর্ব্বাহ্নে সখা মেলি গোষ্ঠ-গমন-কেলি
নানা বেশ করিয়া সাজনি।
ধেনুগণ লৈয়া সঙ্গে চলিলা বিপিন রঙ্গে
পাছে ধায় জনক জননী ॥

আর যত ব্রজ-বাসী পথে আইসে অনুব্রজি
কৃষ্ণ সবায় করিলা বিদায়।
রাই-মুখ নিরখিয়া ধেনু সখা সঙ্গে লৈয়া
যমুনা-পুলিন-বনে যায় ॥

তাহা গো-বয়স্য থুইয়া সুবলেরে সঙ্গে লৈয়া
রাধা-কুণ্ড-তীরে উপনীত।
রাধিকা যশোদা-পায় বিদায় হইয়া যায়
নিজ-গৃহে আসি উৎকণ্ঠিত ॥

জটিলা-আদেশ কাজে করি সূর্য্য-পূজা-সাজে
তুলসীরে বনে পাঠাইল।
তার মুখে শুনি বার্ত্তা আনন্দে করিলা যাত্রা
সূত্র মাত্র উদ্ধব গাইল ॥৩॥২৮২৮॥

তথা রাগ ।

মধ্যাহ্ন সময়ে রাই সূর্য্যের মণ্ডপে যাই
পূজা-সজ্জা তাহাই রাখিয়া ।
সখীগণ করি সঙ্গে কৃষ্ণ-দরশন-রঙ্গে
কুণ্ড-তীরে মিলিলা আসিয়া ॥
দোহেঁ দোহাঁ-দরশনে নানা ভাব ভূষণে
ভূষিত হইলা শ্যাম গোরী ।
সকৌতুক কুন্দলতা যজ্ঞ-বিধানের কথা
পুষ্প-দানে বাঁশী গেল চুরি ॥
হিন্দোলা অরণ্য-লীলা তবে মধু-পান কৈলা
রতি-যুদ্ধ করি জল-খেলা ।
ভোজন শয়ন করি পাশ-ক্রীড়া শুক-শারী-
পাঠ শুনি সূর্য্যালয়ে গেলা ॥
কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী হৈয়া সূর্য্যের মণ্ডপে গিয়া
করাইল সূর্য্যের পূজনে ।
বটুকে করিয়া সঙ্গে কতেক কৌতুক-রঙ্গে
এ উদ্ধব দাস রস ভণে ॥৪॥২৮২৯॥

তথা রাগ ।

অপরাহ্নে দিবা-শেষে কৃষ্ণ গোষ্ঠ-পরবেশে
বটু-স্থানে সূর্য্যের প্রসাদ ।
সখাগণ কাড়ি খায় কত বা কৌতুক তায়
বলরামের আনন্দ-উন্মাদ ॥

এথা রাধা সখী সহে আইলা আপন-গৃহে
উপহার করি কৈলা স্নান।
তবে নানা বেশ করি চড়ে অট্টালিকোপরি
কৃষ্ণ-পথে অর্পিয়া নয়ান॥

তবে কৃষ্ণ বেণু পুরি গোগণ একত্র করি
সখা সঙ্গে গৃহে আগমন।
পথে রাই-সন্দর্শন করিয়া আনন্দ-মন
চলি গেলা আপন ভবন॥

যশোমতী কৃষ্ণ পাইয়া চান্দ-মুখ নিরখিয়া
নিছিয়া লইলা রামকানু।
এ দাস উদ্ধব ভণে ঘরে গেল সখাগণে
গোষ্ঠে প্রবেশ কৈল ধেনু॥৫॥২৮৩০॥

তথা রাগ।

সায়ংকালে সুবদনী নানা উপহার আনি
তুলসীর-হস্তে সমর্পিলা।
কৃষ্ণ লাগি পাঠাইয়া অবশেষ আনাইয়া
সখী সহ ভোজন করিলা॥

কৃষ্ণ গৃহে স্নান করি বসন ভূষণ পরি
উপহার করিলা ভোজন।
তবে গো-দোহন কাজে,আইলা ধেনু-শালা মাঝে
গাবীগণ করিলা দোহন॥

পুন নিজ-গৃহে আইলা রাজ-সভা মাঝে গেলা
যেখানে বসিয়া নন্দরায়।
নানা বাদ্য গীত নাট নানা ছন্দ পড়ে ভাট
শুনিলেন আনন্দ-হিয়ায়॥
তাহা হৈতে যশোমতী নিজ-গৃহে আনি অতি
প্রীতে পুন করাইল ভোজন।
শয়ন করিয়া ক্ষণে চলিলা সঙ্কেত-স্থানে
এ উদ্ধব দাস সুখি-মন॥৬॥২৮৩১॥

অথ রাত্রি-বিলাস-বর্ণনং প্রকারান্তরং যথা।
তন্মঙ্গলাচরণং শ্রীমদ্গৌরচন্দ্রস্য রূপ-বর্ণনং।

কানেড়া।

অকলঙ্ক পূর্ণ-চান্দে কামিনী-মোহন ফান্দে
মদনে মদন-গর্ব্ব চূর্ণ।
মৃদু মৃদু আধ ভাষা ঈষত উন্নত নাসা
দাড়িম্ব-কুসুম জিনি কর্ণ॥
ঝরে নয়নারবিন্দে বাষ্পক-নামক রন্ধ্রে
তারক-ভ্রমর হরষিত।
গভীর গর্জ্জন কভু কভু বলে হাহা প্রভু
আপাদ মস্তক পুলকিত॥
প্রেমে না দেখয়ে বাট ক্ষণে মারে মালশাট
ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে বোলে রাধা।
নাচয়ে গৌরাঙ্গ রায় সবে দেখিবারে ধায়
কর্ম্ম-বন্ধে পড়ি গেল বাধা॥

পাই হেন প্রেম-ধন   নাচয়ে বৈষ্ণবগণ
আনন্দ-সায়রে নাহি ওর।
দেখিয়া মেঘের মেলি   চাতক করিছে কেলি
চান্দ দেখি যৈছন চকোর॥

প্রেমে মাতোয়ার গোরা, জগত করিল ভোরা
পাইল সব জীব আশ।
জড়-অন্ধ-মূকমাত্র   সবে ভেল প্রেম-পাত্র
বঞ্চিত সে বৃন্দাবন দাস॥৭॥২৮৩২॥

অথান্যপ্রকারং রাত্রৌ যথা।

কামোদ।

কো কহে অপরূপ   প্রেম-সুধানিধি
কোই কহত রস-মেহ।
কোই কহত ইহ   সোই কলপতরু
মঝু মনে হোত সন্দেহ॥

পেখলু গৌরচান্দ অনুপাম।
যাচত যাক   মূল নহি ত্রিভুবনে
ঐছন রতন হরি-নাম॥ধ্রু॥

যো এক সিন্ধু   বিন্দু নাহি যাচত
পরবশ জলদ-সঞ্চার।
মানস অবধি   রহত কলপতরু
কো অছু করুণা অপার॥

যছু চরিতামৃত শ্রুতি-পথে সঞ্চরু
হৃদয়-সরোবর পূর ।
উমড়ই নয়ন অধম মরু-ভূমহি
হোয়ত পুলক-অঙ্কুর ॥
নামহি যাক তাপ সব মেটয়ে
তাহে কি চাঁদ-উপাম ।
ভণ ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত
কোটি কোটি এক ঠাম ॥৮॥২৮৩৩॥

কানেড়া ।

তরু-মূলে রহি কালা কানু । বাওত সুমধুর বেণু ॥
শবদে যে গলয়ে পাষাণ । যমুনা বহয়ে উজান ॥
গোপীগণে শুনিয়া শ্রবণে । বিগলিত দুকূল পরাণে ॥
সব সখী আকুল হইয়া । রাইক নিকটে যাইয়া ॥
কাতরে কহে সব বাত । জর জর ভৈ গেল গাত ॥
ছোড়য়ে দীঘ নিশ্বাস । সুবদনী কহে মৃদু ভাষ ॥
শুনিয়া মুরলী-আলাপন । রায় বসন্ত আন-মন ॥৯॥২৮৩৪॥

তথা রাগ ।

সখি হে শুন শুন বাঁশী কিবা বোলে ।
আনন্দ-আধার কিয়ে সে নাগর
আইলা কদম্ব-তলে ॥
বাঁশরী-নিসান শুনিতে পরাণ
নিকাশ হইতে চায় ।
শিথিল সকল ভেল কলেবর
মন মুরছই তায় ॥

নাম বেড়াজাল খেয়াতি জগতে
সহজে বিষম বাঁশী।
কানু-উপদেশে কেবল কঠিন
কামিনী-মোহন ফাঁসি॥

কি দোষ কি গুণ একই না গণে
না বুঝি সময় কাজ।
রায় বসন্তের পহু বিনোদিয়া
তাহে কি লোকের লাজ॥১০॥২৮৩৫॥

তথা রাগ।

সখী-কর ধরি ধনী কাতর বাণী।
কহে ও মুখ কবে দেখব সখানি॥
নাসা-পুট-যুত মোতি রসাল।
চন্দ্রাঙ্কুর কিয়ে ধরল তমাল॥
সিন্দূর অরুণ কিয়ে অধর-প্রকাশ।
মণিবর প্রান্তর স্মর-বিকাশ॥
আকর্ণারুণ নয়ন-চকোর।
চাহনি বঙ্ক রমণী-চিত-চোর॥
ভাঙ-বিভঙ্গী হিয়ে জাগয়ে মোর।
রাহু কলানিধি হরলি আগোর॥
চমকিয়া চাঁদ তিলকে পড়ু ভোর।
রায় বসন্ত কহ আরতি ওর॥১১॥২৮৩৬॥

ধানশী ॥

পিয়া-পরসঙ্গ রঙ্গ রূপ কহইতে
অতি আকুল ধনী ভেলা।
জনু কুহূ-পক্ষ- পরশে কলানিধি
মলিন ক্ষীণ ভই গেলা ॥

শিথিল বলয়া কর তরলিত-কঙ্কণ
বসন না সম্বরে অঙ্গে।
ভাব হাব উর কম্পিত কলেবর
লোচনে লোর-তরঙ্গে ॥

কুবলয়-নীল- বরণ-তনু সাঙরি
ঝাগরি পিউ পিউ ভাষ।
জনু দিন মাঝ তপনে নব-পল্লব
জীবয়ে ইন্দুক আশ ॥

হিয়া ধক ধক ধনী ধরণী লোটায়ই
তেজই দীঘ নিশ্বাস।
রায় বসন্ত হেরি রাইকে থির করি
কহয়ে বচন আশোয়াশ ॥১২॥২৮৩৭॥

তথা রাগ।

সুন্দরি থির কর আপনক চিত।
কানু-অনুরাগে অথির যব হোয়বি
কৈছে বুঝবি তছু রীত ॥

সমুচিত বেশ বনায়ব অব তুয়া
মিলাওব নাগর-পাশ।
তা সঞে নিরুপম নটন বিলাসবি
পূরবি সব অভিলাষ॥

কালিন্দী-তীর সমীর বহই মৃদু
নিভৃত-নিকুঞ্জক মাহ।
কত কত কেলি বিলাসবি কানু সঞে
করবি অমিয়া-অবগাহ॥

এত কহি বেশ বনাওত সহচরী
সুন্দরী-চিত থির ভেল।
অভিসার লাগিয়া সমুচিত উপহার
রায় বসন্ত কহ কেল॥১৩॥২৮৩৮॥

কল্যাণী।

সখীর বচনে ধনী হিয়া আনন্দিত
পিয়া-মিলন-অভিলাষে।
নয়ন বয়ন পুন সরস বিলোকন
সহচরী পরম উল্লাসে॥

কেহ কঙ্কতি করে কেশ-বেশ করু
কবরী মালতী-মালে।
করি করে দরপণ বদন বিলোকই
বিমল করত সীথি ভালে॥

সুন্দর সিন্দূর তাহে বনায়ই
অঞ্জন অঞ্জই নয়ানে।
মৃগমদ-চন্দন- তিলক নব-কুঙ্কুম-
পত্রাবলি নিরমাণে॥
কেহো তহিঁ সোঁপল রতন-সীথ-ফল
সো ছবি-উপমা কি আনে।
জনু নিশিনাথ নিয়ড়ে কিয়ে দিনমণি
উয়ল হেন অনুমানে॥
নাসায়ে বেশর মোতিম মধুর-ছবি
মণি-কুণ্ডল বনি শ্রবণে।
মুদরি কঙ্কণ বিবিধ বিভূষণ
নীল বসন পরিধানে॥
উর পর মোতিম- হার মনোহর
কিঙ্কিণী সুমধুর-কলনে।
মণিময় মঞ্জীর ঘুঙ্গুর বাজত
ক্বণয়তি রাতুল চরণে॥
করিবর-ভাতি গমন অতি মন্থর
কত লাবণী অভিসারে।
পদ-পল্লব-ভূষণ অবনী ভেল ভূষিত
রায় বসন্ত বলি হারে॥১৪॥২৮৩৯॥

তথা রাগ।

রসময়ী রাসে করই অভিসার।
সহচরী-রঙ্গিণী- সঙ্গিনী-আবৃত
রূপ যৌবন উপহার॥

কোই রঙ্গিণী কর   কর-পঙ্কজ ধর
    স্মিত-অবলোকন নয়নে।
যৈছে কমল পরি   মধু-মাতল অলি
    শোহনি মৃগমদ চিবুক-সদনে॥
গন্ধ-চতুঃসম   তনু-অনুলেপন
    শ্যাম মিলব সুখ হিয় রে।
সহচরী কেলি-   কলা-রস সঙ্গীত-
    রঙ্গ-রঙ্গী রঙ্গ বিহরে॥
কেহু রঙ্গিণী কর-   চালনি শোহনি
    অতি চিত্রিত গতি চরণে।
রস-ভরে রস-পর-   সঙ্গ কহই কেহু
    রসবতী আরতি করণে॥
রসিক রমণীবর   পরাগ-পুঞ্জ ঝর
    কোমল বঙ্কিম বরণে।
তঁহি পর সুভগ   অতুল অতি রাতুল
    চরণাম্বুজ মৃদু গমনে॥
রূপ মোহিনী বনি   রমণী-শিরোমণি
    আপহি মোহন-বীজ।
রায় বসন্ত কহ   ঐছনে রসময়ী
    মিলত রসময়-রীঝ॥১৫॥২৮৪০॥

ধানশী।

আজু লো শিঙ্গারে ধনি রে চলু বালা।
যুবজন-হৃদয়ে কুসুম-শর-জ্বালা॥

হাসি দেখাওয়ে মুখ দশনক জ্যোতি।
পঙারক মাঝে গাঁথল গজ-মোতি ॥
চাঁচর চিকুর উলটি উরে পড়ই।
জনু কনয়াগিরি চামরে ঢরই ॥
চঞ্চল-কুটিল-দিঠে হেরই বাট।
বিকচ-কমলে জনু খঞ্জন-নাট ॥
যৌবন-মদে গতি মন্থর-ভাতি।
জনু মত্ত কুঞ্জর গতি-মদে মাতি ॥
মিলল কুঞ্জে ধনী নাগর পাশ।
হেরত আনন্দে গোবিন্দদাস ॥১৬॥২৮৪১॥

তথা রাগ।

বৃন্দাবন মনমোহন ধামে।
শশি-কিরণাচিত বিবিধ-কুসুমযুত
অলিকুল ঝঙ্করু কোকিল গানে ॥ধ্রু॥

নৃত্যতি ময়ুর কপোত শুক বোলত
ফিরি গাওত পিকু শারী বিলাসে।
পারাবত বনি করত মধুর ধ্বনি
চাতকী-রীত পিয়ই পিয় ভাষে ॥

যমুনা-সমীপে নীপ বর-বৈভব
সৌরভ কুন্দ-কুমুদ-মৃদু-পবনে।
সব ঋষি আবৃত অপসর নাচত
কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর কলনে ॥

শিব নারদ অজ গাওত অবিরত
সতত উদয় দ্বিজরাজে ।
রাধামন্ত্র- জপন অনুশীলন
আনন্দ-কন্দ নন্দসুত রাজে ॥
কনক-ভূমি পর কলপতরুবর
মণিময় মন্দির সুন্দর সাজে ।
কনকাচিত রতনাসন শোহন
কুসুম-পুঞ্জ সুখ-শেজ বিরাজে ॥
তাঁহি মিলল ধনী প্রেম-পরশমণি
মোহন পিয়া মন-মোহনে ।
রায় বসন্ত ভণ রাই-কানু-মিলন
অবলোকই তহি উলসিত নয়নে ॥১৭॥২৮৪২॥

ভূপালী ।

রসবতী রসিক-শিরোমণি পাশে ।
মনোরথ-সিধি বিধি পূরল আশে ॥
চন্দ্র-বদনী ধনী কানু চকোর ।
নব-বারিদে জনু চাতক ভোর ॥
নাগর-চিত্ত-রতি নয়লি-বিলাস ।
অনুমতি অন্তর ধনী মৃদু হাস ॥
লীলা লাবণী আনন্দ-দান ।
রসিক-শিরোমণি অমিয়া সিনান ॥
দুহুঁ বিদগধ সুখ কো করু ওর ।
প্রেম অবশ দুহুঁ আপহিঁ ভোর ॥

দুহুঁ রসে ভুলল দুহুঁ করু কোর ।
রায় বসন্ত তহিঁ জয় জয় বোল ॥১৮॥২৮৪৩॥

ততঃ সম্ভোগ-রসাদি-বর্ণনং যথা ।

তত্র শ্রীগৌরচন্দ্রঃ ।

কেদার ।

অপরূপ গোরা নট-রাজ ।
প্রকট-প্রেম বিনোদ নব-নাগর
বিহরই নবদ্বীপ মাঝ ॥
কুটিল-কুন্তল গন্ধ-পরিমল
চন্দন-তিলক-ললাট ।
হেরি কুলবতী লাজ-মন্দির-
দুয়ারে দেওল কপাট ॥
অধর বান্ধুলী- বন্ধু বন্ধুর
মধুর বচন রসাল ।
কুন্দ-হাস প্রকাশ সুন্দর
ইন্দু-মুখ উজিয়ার ॥
করি-কর জিনি বাহু সুবলনি
দোসরি গজমতি হাস ।
সুমেরু-শিখর উপরে যৈছন
বহই সুরধুনী-ধার ॥
রাতুল চরণ- যুগল পেখলু
নখর বিধুমণি জোর ।
সৌরভে আকুল মত্ত অলিকুল
গোবিন্দদাস-মন ভোর ॥১৯॥২৮৪৪॥

শ্রীরাগ।

কানু কলাবতী মরম-সন্ধান।
রাস-রভস-রস দুহুঁ ভালে জান॥
করতল চুম্বন চিবুকহি হাত।
ধনী বিহসি ভুজ রাখল মাথ॥
নাহ বাহু গহি সুবিনয় বোল।
স্মিত-মুখী সব সনে হাসই থোর॥
ইঙ্গিতে নাগর তেজল বিচারি।
করই আলিঙ্গন বাহু পসারি॥
হিয়-মিলনে প্রিয় অতি উতরোল।
ধকধক অন্তর গদ গদ বোল॥
বিলসই নাগর নওল কিশোর।
রায় বসন্ত কহ রসের হিলোর॥২০॥২৮৪৫॥

বেলোয়ার।

নাগর বিলসয়ে গোপী-সমাজ।
নব-ঘন-মালে তড়িত কিয়ে মরকত
হেম-মণি মাঝে বিরাজ॥ধ্রু॥

কাহক অংস বাহু অবলম্বন
আরতি রভস আরম্ভে।
কাহু চিবুক গহি চুম্বই পুন পুন
প্রেম-রভস পরিরম্ভে॥

কাহুক কঞ্চুক বসন উতারই
শিথিল কর নীবি-বন্ধে।
কাহু-অঙ্গ গহি রস-ভরে নাচত
গাওত পরম আনন্দে॥

কাহুক শির পর কর-পঙ্কজ ধর
বিহরই আনন্দ-কন্দে।
রায়-বসন্ত-পহু লুবধ চকোরা
রঙ্গিণীগণ-মুখ-চান্দে॥২১॥২৮৪৬॥

কেদার।

রাস-মণ্ডল মাঝে বিলসই
সঙ্গে শত শত রঙ্গিণী।
রসিক নাগর সঙ্গে নাচত
রণিত নূপুর কিঙ্কিণী॥

চিত্র-পদ-গতি চারু চাহনি
অঙ্গ-ভঙ্গী কর-চালনি।
ক্বণিত কঙ্কণ তরল বলয়া
গণ্ডে কুণ্ডল দোলনি।

উরজ-মণ্ডল হার চঞ্চল
বয়নে শ্রম-জল শোহনি॥
মুরলী বীণা যন্ত্র সুমধুর
মুরজ থই থই বোলনি॥

অলসে দুহুঁ মেলি, অঙ্গ-হেলাহেলি
বিহসি হেরই আননে।
সঘনে চুম্বন প্রেমালিঙ্গন
রায়-বসন্ত-পহু কাননে ॥২২॥২৮৪৭॥

কানেড়া।

নাগর নাচত নাগরী সঙ্গ।
বিবিধ যন্ত্র কত শবদ-তরঙ্গ ॥
দৃমি দৃমি দৃমি দৃমি বাজে মৃদঙ্গ।
ডম্ফ রবাব বীণ মুরলী উপাঙ্গ ॥
বলয়-নূপুর-মণি-কিঙ্কিণী-বলনে।
ঘুঙ্ঘুর রুণুঝুনু বাজত চরণে ॥
আনন্দে অঙ্গ অঙ্গ-অবলম্ব।
রস-ভরে গিরত মিলত পরিরম্ভ ॥
কমলে মোতি কিয়ে মুখে শ্রম-বারি।
রসিক কলা-গুরু কহে বলিহারি ॥
বিহসি বিলোকই দুহুঁ-চিত চোরি।
রায়-বসন্ত-পহুঁ রহু হিয়ে জোরি ॥২৩॥২৮৪৮॥

কেদার।

সহজে সুনাগর রসময়-অঙ্গ।
তিলেক না তেজই রসবতী-সঙ্গ ॥
রস-ভরে রসবতী করু রস-রঙ্গ।
রঙ্গী রসিকবর রহু ত্রিভঙ্গ ॥

মুরলী-মিলিত মুখ মুখ এক-সঙ্গ।
পরশনে তনু তনু উদয় অনঙ্গ ॥
পিবই অধর-রস ঘন ঘন চুম্ব।
কবহুঁ কলাবতী প্রেম-পরিরম্ভ ॥
যুবতী-যূথ মাঝে যুগল-কিশোর।
বিজুরী বলাহক রহল অগোর ॥
করি-কুম্ভ কুচ কিয়ে চারু চকোর।
রায়-বসন্ত-পহুঁ রহু ভোর ॥২৪॥২৮৪৯॥

কল্যাণী।

রাধামাধব বিহরই বিপিনে।
যুবতী কলাবতী সঙ্গহি শত শত
কেলি-কলা-রস নিপুণে ॥
কোই কোই ধনী বনি নাচত প্রিয়-সঙ্গে
কেহু কেহু গাওত রঙ্গে।
কেহু অঙ্গ-ভঙ্গী গতি চারু কর-চালনি
শোহনি গুরুয়া নিতম্বে ॥
কেহু আনন্দ-মতি চিত্র-চরণ-গতি
কহে থৈ থৈ পরসঙ্গে।
কেহু কহে ভালে কানু সাম্ভাল গিরহ জনু
রাধা-নয়ন-তরঙ্গে ॥
বিহসি রসিকবর বয়ান-কমল পর
মধুকর জনু মধু-পানে।
অধর-অমিয়া-ফল- রস পিবি ভুলল
রায় বসন্ত গুণ গানে॥২৫॥২৮৫০॥

বিহাগড়া।

রাধামাধব করয়ে বিলাস।
দুহুঁ-মুখ হেরইতে দুহুঁক উলাস॥
দুহুঁক বয়নে ঝরয়ে শ্রম-বারি।
হেম-নীল-কমলে মোতিম নিহারি॥
দুহুঁ হরষিত-মন বয়ন নেহারি।
শোভা-অবধি দুহুঁ কহে বলিহারি॥
অলস-অবশ দুহুঁ হেলন অঙ্গ।
উয়ল জনু ঘন দামিনী সঙ্গ॥
দুহুঁ-ভুজ দুহুঁক অংস অবলম্ব।
দুহুঁ বিলসই পুন পুন পরিরম্ভ॥
তিরপিত নহ দুহুঁ নিমিখে চিত ভীত।
রায় বসন্ত কহে ঐছে পিরীত॥২৬॥২৮৫১॥

তথা রাগ।

রজনী বিহরি দুহুঁ আলসে বিভোর।
আওল নিকুঞ্জহি কিশোরী কিশোর॥
বৈঠল রতন-সিংহাসন মাঝ।
সেবন-পরায়ণ সহচরী সাজ॥
কেহু করু বীজন কেহু দেই পানী॥
চরণ পাখালই ঝরঝরী আনি॥
কর চরণ গ্রীবা মৃদু মৃদু চাপি।
বিগত কয়ল শ্রম সেবন আপি॥

কত কত উপহার ভোজন পান ।
করিয়া শীতল ভেল নাগর কান ॥
সখী সঞে সুবদনী অবশেষ পাই ;
বৈঠল শেজ পর তাম্বূল খাই ॥
সখীগণ শুতল নিজ নিজ শেজে ।
শুতলি নাগরী নাগর-রাজে ॥
কো কহু দুহুঁ জন ও সুখ-অন্ত ।
দূরহি দূরে রহু রায় বসন্ত ॥২৭॥২৮৫২॥

তথা রাগ ।

ভুজে ভুজে বন্ধনে নিবিড় আলিঙ্গনে
ঘূমল রাধা কান ।
কুসুম সেজোপর নিচল কলেবর
নীলমণি হেম বনান ॥
দেখ সখি দুহুঁ জন-লেহ ।
বদনহি বদন-চাঁদ মধু পিবত
ঘূমে থকিত করি দেহ ॥ ধ্রু ॥
অরুণহি অরুণ তিমির লাগি জাগত
এমতি অপরূপ রঙ্গ ।
ভুজগিনী মোর ভোর করু সঙ্গম
গিরি পর জলধি-তরঙ্গ ॥
চান্দকি নিয়ড়ে কমল ভেল বিকশিত
সূর পাশে কুমুদ-বিকাশ ।
কিয়ে ঘন-দামিনী থিরে বিরাজই
রায় বসন্ত রসে ভাস ॥ ২৮ ॥ ২৮৫৩ ॥

ললিত।

নিশি অবসান ভেল সহচরী দেখি।
জাগল সব তঁহি পরতেকি॥
সবে মেলি আওল দুহুঁজন পাশ।
ঘুমে বিভোর দুহুঁ হেরি সখী হাস॥
হৃদয়ে বেয়াকুল কছু নাহি বোলে।
জাগল দুহুঁ জন অভরণ-রোলে॥
উঠি বৈঠল নিজ শয়নক মাঝ।
অম্বর সম্বরু পাইয়া লাজ॥
সখীগণ দুহুঁজনে কয়ল নিদেশ।
ইঙ্গিতে বুঝায়ল নিশি অবশেষ॥
কাতর অন্তর দুহুঁ-মুখ হেরি।
বদনহি বচন না নিকশয়ে ফেরি॥
রায় বসন্ত কহে দুহুঁজন-প্রেম।
কৈছনে তেজবি লাখবান হেম॥২৯॥২৮৫৪॥

শ্রীমত্যুক্তিঃ।

তথা রাগ।

অহে নাথ করি পরিহার।
সখীগণ-ইঙ্গিত গমন বিচার॥
বিশেষে অবোধ নিশি বোধ না মান
কুলিশ অরুণ তার হৃদয় পাষাণ।
বিধি কুলবতী করি কৈলা নি
ধিক ধিক পরবশ রমণী-প

হাসি অনুমতি দেহ চাহিয়া আমারে।
বিরস বদন নহ কহিল তোমারে ॥
ও সুপুরুখবর চতুর সুজান।
রায় বসন্ত কহ রাখ কুল-মান ॥৩০॥২৮৫৫॥

বিভাষ।

সুন্দরি না কর গমন-পরসঙ্গ।
না সহে দুঃসহ কথা আনে কি আনের ব্যথা
ভালে হর ভেল আধ-অঙ্গ ॥

তুহুঁ হাম তনু ভিন শ্রবণে জীবন ক্ষীণ
কেমনে ধরিব আমি বুক।
হাসিতে মোহিত মন, কি মোহিনী তুমি জান
বিরমহ দেখি চাঁদ-মুখ ॥

না দেখিলে কিবা হয় পলক অলপ নয়
ইথে আঁখি অধিক তিয়াস।
পরাণ কেমন করে মরম কহিনু তোরে
জীবন নিছনি তুয়া পাশ ॥

* জাগিয়া মোর হিয়া কাঁপে থরহর
নিমিষের ডরে আঁখি ঝরে।
ভণি অবনত-মুখী ধনী
-মতি ভেল প্রেম-ভরে ॥৩১॥২৮৫৬॥

পুনঃ শ্রীমত্যুক্তিঃ।

তথা রাগ।

অহে নাথ না বল এমন।
সহিতে না পারি হেন করুণ বচন॥
শপথ-স্বরূপ কহি তুমি তনু মন।
তুমি সে নয়ান-মণি জীবনের জীবন॥
না দেখিলে মরিয়ে কেমন তনু ভিন।
পরাণে মরয়ে যেন জল বিনু মীন॥
তোমার পিরীতে আমি হইলাম ঋণী।
মূলে বিকাইনু আর কি দিব নিছনি॥
কি করিবে গুরু-ভয় গৃহের করম।
তেজিনু সকল বন্ধু কুলের ধরম॥
সহজেই মজিলাম এমন চরিতে।
রায় বসন্ত কহে যে হউ ভজিতে॥৩২॥২৮৫৭॥

তথা রাগ।

অহে নাথ আর মোর না দেখি উপায়।
যাউক তোমার বালাই লইয়া
মনে সাধ আর নাহি ভায়॥ ধ্রু॥
যে তুমি পরাণ-ধন মলিন নয়ান মন
এ বড়ই বিষম বিষাদ।
পরাণ ঝুরিয়া কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
কারে ঘটে হেন পরমাদ॥

গৃহে গুরু-গঞ্জন কত নিন্দে বন্ধুজন
তাহা মনে পরশ না হোয়।
কে আপন কেবা ভিন,না বুঝয়ে দোষ গুণ
এ দুখ-দহনে দহে মোয়॥
তুয়া সুখে সুখী হই এ সকল দুখ সই
কি করিবে অপযশ কাজ।
রায় বসন্ত ভণ চাঁদের কলঙ্ক যেন
অপযশ গোকুল-সমাজ॥৩৩॥২৮৫৮॥

তথা রাগ।

সখীগণ কহে নাথ কর অবধান।
অনুমতি দেহ ধনী ঘরেরে পয়ান।
দারুণ নগরের লোক কি না জান তুমি।
ক্ষণেক ধৈরজ ধর এ লালস ক্ষমি॥
কত গুরু-গঞ্জন সহিবেক বালা।
বিধি কৈল কুলবতী তাহে এত জ্বালা॥
তোমার পিরীতে ধনী সদা উমতিনী।
রায় বসন্ত কহে সত্য কাহিনী॥৩৪॥২৮৫৯॥

পুনঃ শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিঃ।

তথা রাগ।

সুন্দরি স্বপ্নপহি করবি পয়ান।
যে মোর বচন হিত তাহে নহে পরতীত
বুঝি হেন আন অবধান॥ধ্রু॥

তোহারি পিরীতি-আশে, তেজি সুখ গৃহ-বাসে
সাধ মোর ভেল বন-বাস।
সহজেই তোমা বিনে উতপত মোর প্রাণে
ধিক রহু পর-রতি-আশ ॥
বিশেষে বয়ন সখি বিরস অধিক দেখি
হেন নাহি দেখিয়া জুড়াই।
রায় বসন্ত কয় হিয়ায় কি হেন সয়
সজল-নয়ান ভেল রাই ॥৩৫॥২৮৬০॥

বিভাষ।

প্রাণনাথ না বোল এমন।
তোমা বিনে ত্রিজগতে কে আছে আপন ॥
তোমার লাগিয়া মোর জীবন যৌবন।
বুঝিয়া করিনু পণ তেজি গুরুগণ ॥
নিরমল কুল শীল বিদিত ভুবন।
নিছনি করিনু তোমার ছুইয়া চরণ ॥
নয়ান-পুতলী মোর তুমি সে ভূষণ।
রায় বসন্ত কহে দোহেঁ এক মন ॥৩৬॥২৮৬১॥

তথা রাগ।

অহে নাথ কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী ॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
পরাণ-পুতলী তুমি জীবনের সখী ॥

অঙ্গহি অঙ্গ মিশাইয়া এক হয়ে
প্রেম-ভরে কছু নাহি জানে ।
এমন পিরীতি আর কথিহু না পেখিয়ে
দুহুঁ এক শকতি বিধানে ॥

হর গিরিজা জনু মিলন-আরাধনে
কতয়ে বাঢ়য়ে রতি-রঙ্গে ।
অনঙ্গ-রঙ্গ হেন দুহুঁ-তনু মিলন
রায় বসন্ত সখী সঙ্গে ॥৪১॥২৮৬৬॥

পুনঃ সখ্যুক্তিঃ ।

ললিত ।

সখীগণ কহে নাথ কর অবধান ।
আরতি সমাপহ নিশি অবসান ॥
অরুণ পূরব দিশে ঈষত প্রকাশ ।
তরল তারক দেখি শশধর পাশ ॥
দিনমণি-গমনে মলিন দ্বিজ-রাজ ।
কুহু কুহু শবদ সবহুঁ বন মাঝ ॥
কর-কুম্ভে কামিনী বারি-বিলাস ।
ইথে কি উচিত কুলবতী পতি পাশ ॥
শিরে কর ধরি কহ না ভাবিহ আন ।
তোমা অনুগত চিত তুমি সে পরাণ ॥
রাইক গেহ গমন সে উচিত ।
রায়-বসন্ত-পহুঁ ভেল চমকিত ॥৪২॥২৮৬৭॥

শ্রীকৃষ্ণোক্তিঃ।

তথা রাগ।

সখিহে তুয়া হিয়া কঠিন সমান।
রাই বিনে কৈছনে ধরব পরাণ॥
না যাইহ সহচরি শুন মোর বোল।
অবসান নহে নিশি নহ উতরোল॥
ক্ষণেকে রহিয়া সখি শুন নিবেদন।
সুবদনী-গত মোর ভেল তনু মন॥
রায় বসন্ত কহে ধৈরজ ধরিবে।
ক্ষণেক কারণে কিয়ে সব ঘুচাইবে ॥৪৩॥২৮৬৮॥

তথা রাগ।

প্রাণনাথ তোহে কিছু কহিতে নারিনু।
জাতি কুল শীল লাজে তিলাঞ্জলি দিনু॥
না জানি মিলন আজি কি খেণে হইল।
গোকুল ভরিয়া এই খেয়াতি রহিল॥
মুখ দেখাইতে লোকে মরণ হেন গণি।
বিধির লিখন ছিল হইল এমনি॥
সব দুখ পাসরিয়ে তোমার মুখ দেখি।
রায় বসন্ত কহে ঝরে দুটী আঁখি ॥৪৪॥২৮৬৯॥

তথা রাগ।

ধনি তুয়া কিসের গঞ্জনা।
তুমি আমি একই পরাণ দুই জনা॥

তোমার আমার গতি মুরতি এক ভাব ।
এক স্বরূপ রতি এক অনুভাব ॥
তুমি মোর ত্রিজগত-বিভব-বিহার ।
পরাণ-পুতলী মোর হিয়ে মণিহার ॥
সরবস-ধন মোর সকল সংসার ।
রায়-বসন্ত-পহুঁ-পিরীতের সার ॥৪৫॥২৮৭০॥

বিভাষ ।

শুন মাধব কি কহিব আন ।
আমার কে আছে আর তোমার সমান ॥ধ্রু॥
যেখানে না দেখি আমি তোমার চাঁদ-মুখ ।
পরাণের সনে পুড়ি বড় পাই দুখ ॥
আমি কি রহিতে পারি না দেখিয়ে তোমা ।
বুক বিদারিয়া মরি নাহি হয় ক্ষমা ॥
অনুমতি দেহ পুন মিলিব সকালে ।
রায়-বসন্ত-পহুঁ পরশিল ভালে ॥৪৬॥২৮৭১॥

তথা রাগ ।

প্রাণনাথ কেমন করিব আমি ।
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি ॥ধ্রু।
না দেখি নয়ন ঝুরে অনুক্ষণ
দেখিতে তোমায় দেখি ।
সোঙরণে মন মুরছিত হেন
মুদিয়া রহিয়ে আঁখি ॥

শ্রবণে শুনিয়া তোমার চরিত
আন না ভাবয়ে মনে।
নিমিষের আধ পাসরিতে নারি
ঘুমা'লে দেখি স্বপনে॥
জাগিলে চেতন হারাইয়ে আমি
তোমা নাম করি কান্দি।
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত
তিলেক থির নাহি বান্ধি॥৪৭॥২৮৭২॥

রামকেলি।

সুন্দরি হাম বলিহারি তোহারি।
পরিমিত নহে গুণ অতুল ভুবন তিন
রূপ মনোমোহন-কারী॥
বচনে নিছনি প্রাণ অলপে ঝুরয়ে যেন
সাধ করি রাখিতে নয়ানে।
হিয়ায় মাঝারে এ অনুক্ষণ রাখব
সদা দেখিয়ে তুয়া বয়ানে॥
এ তুয়া দরশন জনম-ভাগ্যে পুন
বসন-পবনে অঘ-হারী।
সো অঙ্গ-সঙ্গে সফল মঝু জীবন
করো হিয়ে বাহু পসারি॥
পুরুষ রমণী কত অন্তরে অনুভব
সো পুন কহি নাহি পারি।
রায় বসন্ত ভণ পুরুষ মধুপ-মন
চাতক-রীত কুল-নারী॥৪৮॥২৮৭৩॥

বিভাষ।

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব।
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ॥
তোমার মিলন মোর পুণ্য-পুঞ্জ রাশি।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি ॥
আনন্দ-মন্দির তুমি জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছা-কল্পলতা মোর কামনা-মূরতি ॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা-নাম ॥
গলে বন-মালা তুমি মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ।৪৯॥২৮৭৪॥

বেলাবলী।

শ্যাম বন্ধু না বলিহ আর।
গুরু গরবিত মোর যাউ ছারেখার ॥
না যাইব ঘরে বন্ধু রহিব কাননে।
কি করিবে আর পাপ-ননদী-বচনে ॥
তুয়া পায় সোঁপিয়াছি তনু মন প্রাণ।
দিবস রজনী তোমা বিনে নাহি আন ॥
অন্তরে বাহিরে বন্ধু তুমি কেবল সার।
এই দেখ তোমারে করিব গলার হার ॥
রায় বসন্ত কহে আর কথা নাই।
যে পণ করিলে তুমি হইল তাহাই ॥

বেলাবলী করুণা।

শ্যাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি।
কোন শুভ-দিনে দেখা তোমার সনে
পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ-বদনে
ধৈরজ ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশ বার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া
শুনহ পরাণ কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥
সৈয়দ মরতুজা ভণে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি॥৫০॥২৮৭৫॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং ত্রয়স্ত্রিংশ-পল্লবঃ।

অথ প্রাতঃকালীয়-নাম-সঙ্কীর্ত্তনং।

গুর্জ্জরী।

জয় জয় গুরু গোসাঞির শ্রীচরণ সার।
যাহা হৈতে হব পার এ ভব সংসার॥
মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পায়ে মজাইয়া মন॥

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ-বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন-নাশ অভীষ্ট-পূরণ॥
জয় রস-নাগরী জয় নন্দলাল।
জয় জয় মোহন মদনগোপাল॥
জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥
জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি।
যাহার করুণা-বলে গোরা-গুণ গাই॥
জয় জয় শ্রীবাস জয় গদাধর।
জয় স্বরূপ রামানন্দ প্রেমের সাগর॥
জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ।
জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ॥
জয় গৌর-ভক্ত-বৃন্দ দয়া কর মোরে।
সবার চরণ-ধূলি ধরি নিজ শিরে॥
জয় জয় নীলাচল-চন্দ্র জগন্নাথ।
মো পাপীরে দয়া করি কর আত্ম-সাথ॥
জয় জয় গোপাল দেব ভকত-বৎসল।
নব-ঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥
জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর।
পুরী গোসাঞির লাগি যার নাম ক্ষীর-চোর॥
জয় জয় মদনগোপাল বংশী-ধারী।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা ঠাম চরণ-মাধুরী॥

জয় জয় শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি মনোহর।
কোটি-চন্দ্র জিনি যার বদন সুন্দর॥
জয় জয় গোপীনাথ মহিমা প্রবল।
তমাল-শ্যামল-অঙ্গ পীন-বক্ষঃ-স্থল॥
জয় জয় মথুরামণ্ডল কৃষ্ণ-ধাম।
জয় জয় গোকুল গোলোক-আখ্যান॥
জয় জয় দ্বাদশ বন কৃষ্ণ-লীলা-স্থান।
শ্রীবন লোহ-বন-ভাণ্ডীর-বন নাম॥
মহাবনে মহানন্দ পায় ব্রজ-বাসী।
যাহাতে প্রকট কৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশি॥
জয় জয় তাল-বন খদির-বহুলা।
জয় জয় কুমুদ-কাম্য-বনে কৃষ্ণ-লীলা॥
জয় জয় মধু-বন মধু-পান-স্থান।
যাহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম॥
জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন।
বেদের অগোচর স্থান কন্দর্প-মোহন॥
জয় জয় ললিতা-কুণ্ড জয় শ্যাম-কুণ্ড।
জয় জয় রাধা-কুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড॥
জয় জয় মানস-গঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন।
জয় জয় দান-ঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥
জয় জয় নন্দ-ঘাট জয় অক্ষয়-বট।
জয় জয় চীর-ঘাট যমুনা নিকট॥
জয় জয় কেশি-ঘাট পরম মোহন।
জয় বংশী-বট রাধাকৃষ্ণ-মনোরম॥

জয় জয় রাস-ঘাট পরম নির্জ্জন।
যাহাঁ রাস-লীলা কৈলা রোহিনী-নন্দন॥
জয় জয় বিমল-কুণ্ড জয় নন্দীশ্বর।
জয় জয় কৃষ্ণ-কেলি-পাবন সরোবর॥
জয় জয় যাবট-ঘাট অভিমন্যুালয়।
সখী-সঙ্গে রাই যাহাঁ সদা বিরাজয়॥
জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম।
জয় জয় সঙ্কেত রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-স্থান॥
জয় জয় ব্রজ-বাসি-শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ।
জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপী মাঝ॥
জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বয়ং রস-ধাম॥
জয় জয় রাধা-সখী ললিতা সুন্দরী।
সখীর পরম শ্রেষ্ঠ রূপের মাধুরী॥
জয় জয় বিশাখিকা চম্পকলতিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা॥
জয় জয় রাধানুজা অনঙ্গমঞ্জরী।
ত্রিভুবন জিনি যার অঙ্গের মাধুরী॥
জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা করান মায়া আচ্ছাদিয়া॥
জয় জয় বৃন্দা দেবী কৃষ্ণ-প্রিয়তমা।
জয় জয় বীরা সখী সর্ব্ব-মনোরমা॥
জয় জয় রত্ন-মণ্ডপ রত্ন-সিংহাসন।
জয় জয় রাধা কৃষ্ণ সঙ্গে সখীগণ॥

শুন শুন আরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা করহ ভাবনা॥
ছাড়ি অন্য কর্ম্ম অসত-আলাপনে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-চন্দ্রে করহ ভাবনে॥
এই সব লীলা-স্থানে যে করে স্মরণ।
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাহার চরণ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদ-পদ্ম করি আশ।
নাম-সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস॥১॥২৮৭৬॥

তথা রাগ।

জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ গৌরভক্তবৃন্দ॥২॥২৮৭৭॥

অথ নাম-সংকীর্ত্তনং সর্ব্বকালোচিতং যথা।

সুরট।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর শ্রীশচীনন্দন প্রেম-সিন্ধো।
হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল নন্দাত্মজ প্রেষ্ঠ গোপী-জন-প্রাণ-বন্ধো॥
॥৩॥২৮৭৮॥

তথা রাগ।

শ্রীচৈতন্য বিশ্বম্ভর গৌরচন্দ্র গৌর।
শ্রীগৌরাঙ্গ গৌরহরি গৌরকিশোর॥
গদাধর-প্রাণনাথ পণ্ডিত নিমাই।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত বলি গাই॥
জগন্নাথ-মিশ্র-পুত্র বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণ।
নবদ্বীপচন্দ্র দাস লও এই নাম॥৪॥২৮৭৯॥

ইমন্ কল্যাণী।

তালত্রয়ং।

শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোর-চন্দ্র শ্রীনাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র।
হা শ্রীশচী-নন্দন চিত্ত-চৌর প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর॥

॥ ৫ ॥ ২৮৮০ ॥

তথা রাগ।

তথা তাল॥

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ
গোবিন্দ হে নন্দ-কিশোর কৃষ্ণ।
হা শ্রীযশোদা-তনয় প্রসীদ
শ্রীবল্লবী-জীবন রাধিকেশ॥ ৬॥২৮৮১॥

তথা রাগ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চন্দ্র।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস জগদানন্দ॥৭॥২৮৮২॥

গৌরী।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ।
অদ্বৈত আচার্য্য জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রূপ সনাতন॥
রূপ সনাতন মোর প্রাণ সনাতন।
কৃপা করি দেহ মোরে যুগল চরণ॥

রাধে কৃষ্ণ রট মন রাধে কৃষ্ণ রট ।
বৃন্দাবন যমুনা-পুলিন বংশীবট ॥
রাধে কৃষ্ণ রট মন রাধে কৃষ্ণ রট ।
অবিলম্বে বৃন্দাবনে গোপীনাথ ভেট ॥
রাধে কৃষ্ণ রট মন রাধে কৃষ্ণ রট ।
ব্রজ-ভূমে বাস কর বৈষ্ণব নিকট ॥
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রট রে ।
নবদ্বীপে গোরাচাঁদ পাতিয়াছে হাট রে ॥
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রট রে ।
শচীর নন্দন গোরা কীর্ত্তন-লম্পট রে ॥
রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ ।
শ্রীরাধারমণ রাধে বৃন্দাবন-চন্দ্র ॥৮॥২৮৮৩॥

বিভাষ ।

রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে ॥ধ্রু॥
গোপী-নাথ মদন-মোহন-বর
যুগল-কিশোর রসিক মুরলী-ধর
রাধা-বল্লভ প্রেম-সুধাকর
ছয়ল ছবিলে রূপে মদন-মন মোহে ।
শ্রীব্রজ-বিনোদ মাধব গিরি-ধারী
চীর-হরণ নাগর বনোয়ারী
ললিত-ত্রিভঙ্গী কুঞ্জ-বিহারী
রূপ উজাগর, রতি-সুখ-সাগর
ললিত বিভূষণ শোহে ॥

ঘোক-বিলাসী গোকুল-বাসী
অভরণ অঙ্গ-অঙ্গ পরকাশি
ত্রিভুবন-তিলক কলা-মৃদুরাশি
লাড়-লাড়লী রূপ-রসায়ন
সব সখীগণ-মন মোহে।

বালা ঘনতন বসন নিভাঙল
ভামা নিজ-পতি-মোদ বাঢ়ায়ল
চম্পক-বরণী রিঝি রিঝারল
বিমল-জ্যোতি অপরশ মন মোহে॥

ব্রজপতি-বাল লাল মদ-নায়ক
পরম প্রবীণ প্রেম-সুখ-দায়ক
পূরল মনকি ভই বিদারক
রূপ শীল গুণ তাহে সুন্দর কোহে।

রাধা রমণী প্যারীক মোহন
শ্যামা শ্যাম রহত নিতি গোহন
অলক লড়ি যব বেণী শোহন
শ্রীগোপাল দাস প্রভু জোহন জোহে॥

॥ ৯ ॥ ২৮৮৪ ॥

চালি মধ্যমান।

জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ।
মধুর সুগোকুল নন্দ ছবিলে
শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্র॥

মুরলী-ধর মধু- সূদন মাধব
গোপী-নাথ মুকুন্দ ।
কেলি-কলা-নিধি কুঞ্জ-বিহারী
গিরি-ধর আনন্দ-কন্দ ॥

ব্রজ-নাগর ব্রজ- রাজকি নন্দন
ব্রজ-জন-নয়নানন্দ ।
রাধা-রমণ রসিক রস-শেখর
রসময় হাসন মন্দ ॥

গোপ-গোপাল- গোপী-জন-বল্লভ
গোকুল-পরম-আনন্দ ।
কমল-নয়ন করুণাময় কেশব
দাস গোপাল দেহ পদ-মকরন্দ ॥১০॥২৮৮৫॥

জয়জয়ন্তী ।

তালত্রয়ং ।

ধন্য গোকুল ধন্য মথুরা
ধন্য যদু-কুল-অবতরী ।
ধন্য যমুনার নীর শীতল
গোপাল বাল সখা খেলি ॥

মথুরামে কেশো রায় বিরাজে
গোকুলে বালমুকুন্দজি ।
শ্রীবৃন্দাবনমে মদনমোহন
গোপীনাথ গোবিন্দজি ॥

নন্দ-নন্দন জগত-বন্দন
শ্রীবৃষভানু-নন্দিনী।
আগম যাকো পার না পাওয়ে
সুর-মুনিগণ-বন্দিনী॥
নওল যুগল- কিশোর মোহন
দুলহ দুলহিনী ভাওনি।
ভক্ত-জন-মনো- হর লাবণি বনি
তিন লোকে যশ গাওনি॥
রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ মাধব
বাসুদেব বামন।
ভক্তি আপনা দেহি মাধব
লেহি এ ভব তারণ॥১১॥২৮৬॥

চালি মধ্যমান।

ভজ গোবিন্দ গোপালা।
অধম-উদ্ধারণ নন্দলালা॥
মথুরামে হরি জনম লিয়ে হৈ
সঙ্গে লিয়ে ব্রজ-বালা॥
বৃন্দাবনমে গৌ চরাওত
গোকুল খেলত নন্দলালা।
পুন মথুরা আওয়ে রজক নাশাওয়ে
পহিরায়ো সব গোপালা॥
উগ্রসেনকো রাজ-তিলক দিয়ে
কিয়ে মথুরাকে ভুপালা॥১২॥২৮৭॥

চালি মধ্যমান।

ভজ গোবিন্দ মাধব গিরি-ধারী।
গিরি-বর-ধারী গোবর্দ্ধন-ধারী
কেলি-কলা-রস-মনোহারী ॥
শ্রীবৃন্দাবনমে চন্দ্র-চিকণিয়া
ললিতা-বিশাখা-চিত-হিত-কারী।
নন্দ-নন্দন ত্রিজগত-বন্দন
গোবিন্দ গোকুল-বন-চারী ॥১৩॥২৮৮৮॥

তথা রাগ।

শ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্য হরে ॥ ধ্রু ॥
শচী-নন্দন নদীয়া অবতারী
উজ্জ্বল-বরণ গৌর-রূপ-ধারী
আগে নাম জগতি পরচারি
সকরুণ ঐছে পতিত-জন-তারী কোহে।
সংকীর্ত্তন-রস-নৃত্য-বিহারী
অবিরল-পুলক ভকত-হিত-কারী
হাসত নাচত গাওত ভোরি
ত্রিভুবন-জন বোলত বলিহারি মোহে ॥
ভাবে বিবশ ভই হোত ত্রিভঙ্গী
বামে গদাধর রাজত রঙ্গী
চৌদিশ উপনীত শোভিত সঙ্গী
শচী-নন্দন বৃন্দাবন-রঙ্গী শোহে।

অবিরত নয়নে বহত প্রেম-ধারা
সিঁচত মোহত কলি-আন্ধিয়ারা
কর আলিঙ্গন নাহি বিচারা
নিরুপম গুণ বপু-ভাব অপারা হোহে ॥

নীলাচলে বসত শচীনন্দন
দরশন করত দেব যদুনন্দন
অঙ্গে বিলেপিত শোভিত চন্দন
রূপক সবহিঁ করত অভিনন্দন জোহে ।

মধুর মধুর হরি-নাম বোলত
পতিতনকে লিয়ে ঘরে ঘরে ঢোরত
করুণাময় প্রভু প্রেমহি যাচত
জগ-জনকে ভয় দুরহি ভাজত ভোহে ॥

॥ ১৪ ॥২৮৮৯॥

বিহাগড়া ।

তাল চর্চ্চরী ।

জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঙ্গনা রে ॥ধ্রু।

শীষ মোর-মুকুট নট শোহে কটি পীত-পট
কিঙ্কিণী অধিক শোহাওনা রে ॥

ভাল কেশর তিলক কাণে কুণ্ডল ঝলক অধর পর
মুরলী সুখ পাওনা রে ।

যমুনা-তট-রঙ্গিণী সকল রমণী-মণি
রূপ নব-দামিনী-গঞ্জনা রে ॥

ঘম্মনন নম্বরববর উঘট ভেদ যন্ত্র বর

সাত স্বর তান বিশ মূর্চ্ছনা রে ॥

থিগি নিগি নিধিঙ্গীকট তগ্ ধেনাত্তিহ্নিগট

সালবেগ পূরল মন-কামনা রে ॥১৫॥২৮৯০॥

ধানশী।

তালত্রয়ং।

ভজ মন রাধা মদনগোপাল।

নন্দ-নন্দন পহু দীন দয়াল ॥

শ্রীবৃন্দাবন- বিপিন-বিহারী

চন্দ্রক চূড়ে উরে বন-মাল।

বৃষভানু কিশোরী সুরঙ্গিনী সঙ্গে

বিরাজিত নন্দ-দুলাল ॥১৬॥২৮৯১॥

বিহাগড়া।

হরে হরে গোবিন্দ হরে।

কালিয়-মর্দ্দন কংস-নিসূদন

দেবকী-নন্দন রাম হরে ॥ধ্রু॥

মৎস্য কচ্ছপবর শূকর নরহরি

বামন ভৃগুপতি রক্ষকুলারে।

শ্রীবল বৌদ্ধ কল্কি নারায়ণ

দেব জনার্দ্দন শ্রীকংসারে ॥

কেশব মাধব যাদব যদুপতি

দৈত্য দলন দুঃখ-ভঞ্জন শৌরে।

গোলোক-গোকুল- চন্দ্র গদাধর

গরুড়-ধ্বজ গজ-মোচন মুরারে ॥

শ্রীপুরুষোত্তম পরমেশ্বর প্রভু
পরম-ব্রহ্ম পরমেষ্ঠী অপারে।
দুঃখিতে দয়াং কুরু দেব দেবকীসুত
দুর্ম্মতি পরমানন্দ পরিহারে ॥১৭॥২৮৯২॥

ললিত।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কম- লেশ কৃপাময়
কেশি-মথন কংসারি।
কেশব কালী- দমন করুণাময়
কালিন্দী-কূল-বিহারী ॥

গোপী-নাথ গোপ-পতি-নন্দন
গোবিন্দ গিরি-বর-ধারী।
গোকুল-চন্দ্র গোপাল গহন-চর
গোপীগণ-মন-হারী ॥

ঘন-তনু-সুন্দর ঘোর-তিমির-হর
ঘোষিত-যশ ঘন-শ্যাম।
চম্পক-গৌরী- চিত-হর চঞ্চল
চতুর চতুর্ভুজ নাম ॥

চৈদ্যোদ্ধারী চক্রী চানুর-হর
চক্র-পাণি চিত-চোর।
শ্রীপতি শ্রীধর শ্রীবৎস-লাঞ্ছন
শ্রীমুখ-চন্দ্র-চকোর ॥

জগ-জীবন জগন্নাথ জনার্দ্দন
যদু-পতি জলধর-শ্যাম।
যশোদা-নন্দন জগত-দুর্লভ-ধন
জলদ-জলদ-রুচি-ধাম॥

অচ্যুতোপেন্দ্র- অধোক্ষজ-অতিবল-
অজিতাদ্ভুত-অবতারী।
অমল-কমল-আঁখি অখিল-ভুবন-পতি
অনুপম-অতনু-বিহারী॥

ত্রিভুবন-তিলক ত্রিতাপ-বিমোচন
তনু-জিত-তরুণ-তমাল।
দৈত্য দলন দামোদর-দেবকী
নন্দন দীন-দয়াল।

নন্দ-নন্দন নয়- নানন্দ-নাগর
নিতি নব-নীরদ-কাঁতি।
পীতাম্বর পর- মানন্দ প্রেমদ
পুরুষোত্তম পদ-নখ বিধু-পাঁতি॥

বংশী-বদন বন- মালী বলানুজ
ভুবন-মোহন ভূত-ভব-ভয়-নাশ।
মনোহর মদন- মোহন মধু-সূদন
গাওত গোকুল দাস॥১৮॥২৮৯৩॥

তত্তঃ প্রাচীণানাং যথা॥

হরি হরয়ে নমঃ।

কৃষ্ণযাদবায় নমঃ।

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥১৯॥২৮৯৪॥
রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধু-সূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥২০॥২৮৯৫॥
রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
পঞ্চ-মুখে পঞ্চ-নাম জপে ত্রিপুরারি ॥২১॥২৮৯৬॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং চতুস্ত্রিংশ-পল্লবঃ॥

অথ নিজেষ্টদেবস্যৈবং ভক্তগণস্য বিয়োগেন বিলাপোযথা।

সুহই।

গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীবাসাদি গদাধর
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ হরিদাস প্রেম-কন্দ
দামোদর পরমানন্দ পুরী॥
যে সব করয়ে লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে।
তখন নহিল জন্ম এবে ভেল ভব-বন্ধ
সে না শেল হয়ি গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্ট-যুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি যে সব করিলা কেলি
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ॥

লোচনে হৈল অদর্শন শূন্য ভেল ত্রিভুবন

অন্ধ হৈল সবাকার আঁখি।

কাহারে কহিব দুখ না দেখাউ ছার মুখ

আছি যেন মরা পশুপাখী॥

শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস আছিনু যাহার পাশ

কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ।

তেঁহো মোরে ছাড়ি গেলা, রামচন্দ্র না আইলা

দুখে জীউ করে আনচান॥

যে মোর মনের বেথা কাহারে কহিব কথা

এ ছার জীবনে নাহি আশ।

অন্ন জল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই

ধিক ধিক নরোত্তম দাস॥১॥২৮৯৭॥

পাহিড়া।

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল

হৃদি মাঝে দিল দারুণ বেথা।

গুণের রামচন্দ্র ছিলা সেহো সঙ্গ ছাড়ি গেলা

শুনিতে না পাই মুখের কথা॥

পুন কি এমন হব রামচন্দ্র-সঙ্গ পাব

এ জনম মিছা বহি গেল।

যদি প্রাণ এদেহে থাকে রামচন্দ্র বলি ডাকে

তবে যদি যাও সেই ভাব॥২

স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্ট-যুগ দয়া কর মোরে।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস রামচন্দ্র যার দাস
পুন নাকি মিলিবে আমারে॥
আঁচলে রতন ছিল কোন ছলে কেবা নিল
জুড়াইতে নাহি মোর ঠাঁই।
নরোত্তম দাসে বলে পড়িনু অসত ভোলে
বুঝি মোর কিছু হৈল নাই।২॥২৮৯৮॥

ধানশী।

গোরা-গুণে আছিলা ঠাকুর শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ দাস॥
একুই কালে কোথা গেল দেখিতে না পাই।
থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই॥
যে করিল জগ-জনে করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥
রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-গুণ যে কৈল প্রচার।
কোথা গেলা শ্রীআচার্য্য ঠাকুর আমার॥
হৃদয় মাঝারে মোর রহি গেল শেল।
জীতে আর প্রভু সঙ্গে দরশ না ভেল॥
এ ছার জীবনে মোর নাহি আর আশ।
সঙ্গে করি লেহ প্রভু এ বল্লভ দাস॥৩॥২৮৯৯॥

তথা রাগ।

শ্রীনরোত্তম আরে মোর প্রভু বারেক তোমারে পাঙ।
সে গুণ গাইয়া মুক্রি মরিয়া না যাঙ॥

সে কোঁটা ঝলক মুখ দরশনে জ্যোতি।
ঈষত মধুর হাসি বিজুরীর কাঁতি॥
ফুটিয়া রহিল শেল সেহ নহে বেথা।
মরমে মরম-দুখ কি কহিব কথা॥
মো মরোঁ মরিয়া যাঙ সে গুণ বুঝিয়া।
বল্লভ দাসেরে লেহ আপন করিয়া॥৪॥২৯০০॥

বালা ধানশী।

শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেম-রস-ময়॥
এ সব ঠাকুর সঙ্গে পারিষদগণ।
উজ্জ্বল-ভকতি-কথা করিনু শ্রবণ॥
বৈষ্ণবেরে তুলা মেলা নানাবিধ দান।
পরিপূর্ণ প্রেম সদা কৃষ্ণ-গুণ গান॥
এক কালে কোথা গেলা না পাই দেখিতে।
দেখিবার দায় রহুঁ না পাই শুনিতে॥
উচ্ছিষ্টের কুকুর মুঞি আছিনু সেখানে।
যখন যে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে॥
শুনিতে স্বপন হেন কহিতে কহ কথা।
ভিটা সোঙরিয়া কুকুর কান্দে এমতি আছো তথা॥
বল্লভ দাসের হিয়ায় শেল রহি গেল।
এ জনমে হেন বুঝি বাহির না ভেল॥৫॥২৯০১॥

সুহই।

ভাল ভাল প্রভু নরোত্তম গুণ-ধাম।
জগ-জনে লওয়াইলা রাধা-কৃষ্ণ-নাম॥ধ্রু॥

চৌথরি মালতী-মালা হিয়া তাহে দোলে রে
মধুর কথাটি কহে ভালো।
এমন গুণের প্রভু আর না দেখিব রে
জগত করিয়াছিল আলো॥

যার গুণে পশুপাখী ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে
কুলে কান্দে কুলের বৌহারী।
যাহার শুনিয়া রীত সুর-নর চমকিত
তাহে আমি কি বলিতে পারি॥

সর্ব্বক্ষণ করিতা দয়া অতি সকরুণ হৈয়া
মোরে প্রভু আপন বলিল।
মুঞি পাপী দুরমতি সে পদে নহিল রতি
মিছাই জনম গোঙাইল॥৬॥২৯০২॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং পঞ্চত্রিংশ-পল্লবঃ॥

অথ প্রার্থনানির্ব্বেদঃ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ
পারিষদ সঙ্গে অবতার।
গোলোকের প্রেম-ধন সবারে যাচিয়া দিল
না লইনু মুঞি দুরাচার॥

আরে পামর মন বজ্র-শেল রহল মরমে।
হেন সঙ্কীর্ত্তন-রসে ত্রিভুবন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদ- কল্পতরু-ছায়া পাঞা
সব জীব তাপ পাসরিল।
মুঞি অভাগিয়া বিষ- বিষয়ে মাতিয়া রৈনু
হেন যুগে নিস্তার না হৈল॥
আগুনে পুড়িয়া মরোঁ জলে পরবেশ করোঁ
বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপীয়া।
এই মত করি যদি মরণ না করে বিধি
প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া॥
এহেন গৌরাঙ্গ-গুণ না করিলাম শ্রবণ
হায় হায় করিয়ে হুতাশ।
হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম
জীবন্মৃত গোবিন্দ দাস॥১॥২৯০৩॥

সুহই।

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মনু।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু॥
আপনার করম-দোষে আপনি ডুবিনু।
অধন যতন করি ধন তেয়াগিনু॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়িয়া কৈনু অসতে বিলাস।
তেকারণে করম-বন্ধন লাগে ফাঁস॥
এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কান্দিল মন।
মনুষ্য-দুর্ল্লভ জন্ম হৈল অকারণ॥

কেনে বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া।
বল্লভ দাসিয়া কেন না গেল মরিয়া ॥ ২ ॥২৯০৪॥

পাহিড়া।

হরি হরি বড় দুঃখ রহল মরমে।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে জগ-জন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥
ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই শচী-সুত হৈল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল হরি-নামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে
না ভজিলাম হেন অবতার।
দারুণ বিষয়-বিষে সতত মজিয়া রৈনু
মুখে দিনু জলন্ত অঙ্গার ॥
এমন দয়ালু দাতা আর না পাইবে কোথা
পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দ দাসিয়া কয় অনলে পড়িনু নয়
সহজেই আত্ম-ঘাত হইনু ॥ ৩ ॥ ২৯০৫ ॥

তথা রাগ।

হরি হরি বিফলে জনম গোয়াইনু।
মনুষ্য-জনম পাঞা রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥

গোলোকের প্রেম-ধন হরি-নাম-সংকীর্ত্তন
রতি না হইল কেনে তায়।
সংসার-দাবানলে নিরবধি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥
নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে
বলরাম আপনে নিতাই।
দীন হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হাহা প্রভু নন্দ-সুত বৃষভানু-সুতা-যুত
করুণা করহ এই বার।
নরোত্তম দাস কয় না ঠেলিহ রাঙ্গাপায়
তোমা বিনে কে আছে আমার॥ ৪ ॥১৯০৬॥

সুহই।

হরি হরি কি মোর করম-গতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-পদ না ভজিনু তিল-আধ
না বুঝিলাম রাগের সম্বন্ধ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা সবার পাদ-পদ্ম না সেবিলাম তিল-আধ
আর কিসে পূরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক-ভকত মাঝ
যেহোঁ কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর-গোবিন্দ-লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥

সে সব ভকত-সঙ্গ যে করিল তার সঙ্গ
তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস।
কি মোর দুখের কথা জনম গোঙাইনু বৃথা
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস ॥ ৫ ॥ ২৯০৭ ॥

তথা রাগ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম সার।
অপরূপ কলপ-বিরিখ-অবতার ॥
অযাচিতে বিতরই দুর্ল্লভ প্রেম-ফল।
বঞ্চিত নাহি ভেল পামর সকল ॥
চিন্তামণি নহে সেই ফলের সমান।
আচণ্ডাল-আদি করি তাহা কৈলা দান ॥
হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়।
এ রাধামোহন কহে ভজিলে সে হয় ॥ ৬ ॥ ২৯০৮ ॥

শ্রী রাগ।

নিতাই চৈতন্য দোহেঁ বড় অবতার।
এমন দয়াল দাতা না হইবে আর ॥
ম্লেচ্ছ চণ্ডাল নিন্দুক পাষণ্ডাদি যত।
করুণায় উদ্ধার করিলা কত কত ॥
হেন অবতারে মোর কিছুই না হৈল।
হায় রে দারুণ প্রাণ কি সুখে রহিল ॥
যত যত অবতার হইল ভুবনে।
হেন অবতার ভাই না হয় কখনে ॥

হেন প্রভুর পাদ-পদ্ম না করি ভজন।
হাতে তুলি মুখে বিষ করিনু ভক্ষণ ॥
গৌর-কীর্ত্তনে প্রেমে জগত ডুবিল।
হায় রে অভাগার বিন্দু পরশ নহিল ॥
কান্দে কৃষ্ণদাস কেশ ছিঁড়ি নিজ-করে।
ধিক্ ধিক্ অভাগিয়া কেনে নাহি মরে ॥ ৭ ॥ ২৯০৯ ॥

তথা রাগ।

অদোষ-দরশী মোর প্রভু নিত্যানন্দ।
না ভজিনু হেন প্রভুর চরণারবিন্দ ॥
হায় রে না জানি মুঞি কেমত অসুর।
পাইয়া না ভজিনু হেন দয়ার ঠাকুর ॥
হায় রে অভাগার প্রাণ কি সুখে আছহ।
নিতাই বলিয়া কেনে মরিয়া না যাহ ॥
নিতাইর করুণা শুনি পাষাণ মিলায়।
হায় রে দারুণ হিয়া না দরবে তায় ॥
নিতাই চৈতন্য অপরাধ নাহি মানে।
যারে তারে নিজ-প্রেম-ভক্তি করে দানে ॥
তাঁর নাম লইতে না গলয়ে মোর হিয়া।
কৃষ্ণদাস কহে মুঞি বড় অভাগিয়া ॥ ৮ ॥ ২৯১০ ॥

গান্ধার।

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ অদ্বৈত পরমানন্দ
তিন প্রভু এক-তনু-মন ॥
ইথে ভেদ-বুদ্ধি যার সেই পাউ ছারখার
তার হয় নরকে গমন ॥

অদ্বৈতের করুণায় জীবে প্রেম-ভক্তি পায়
গৌরাঙ্গের পাদ-পদ্ম মিলে।
এমন অদ্বৈতচাঁদে পড়িয়া বিষয়-ফাঁদে
পাইয়া সে না ভজিনু হেলে ॥
ধিক্ ধিক্ মুঞি দুরাচার।
করিনু অসত-সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ
না ভজিনু হেন অবতার ॥ধ্রু॥
হাতে গলে বান্ধি যবে যম-দূতে লৈয়া যাবে
তখন ডাকিব মুঞি কারে।
প্রেমদাস দুষ্ট-মতি না লইল কোন গতি
এমন দয়াল অবতারে ॥৯॥২৯১১ ॥

শ্রীগান্ধার।

নিদারুণ দারুণ সংসার।
শুনিয়া বৈষ্ণব-মুখে দেখি আঁখি-পরতেকে
না ভজিলাম গোরা-অবতার ॥
আপনে ঈশ্বর হৈয়া দৈন্য-ভাব প্রকাশিয়া
রোদন করিয়া আর্ত্ত-নাদে।
বুঝাইল অনুক্ষণ না বুঝে পামর মন
মনু মনু দারুণ বিষাদে ॥
ভাবিতে সে সব সুখ অন্তরে পরম দুখ
অন্ন জল খাও কোন লাজে।
ও রসে না কৈনু রতি অভিমানে খাইনু মতি
কি শেল রহল হৃদি মাঝে ॥

কে আছে এমন হেন উদ্ধারে পতিত জন
পর-দুঃখে দুঃখিত হইয়া।
চিন্তায় আকুল-মন নরহরি অনুক্ষণ
প্রেম-সিন্ধুর উদ্দেশ না পাইয়া ॥১০॥২৯১২॥

তথা রাগ।

দারুণ সংসারের চরিত্র দেখিয়া
পরাণে লাগিছে ভয়।
কাল সাপের মুখে, শুতিয়া রহিয়াছি
কখন কি জানি হয় ॥ ধ্রু ॥

মনের ভরমে বৈরিরে সেবিনু
তেজিয়া বান্ধব-লোক।
কাচের ভরমে মাণিক হারাইয়া
এখন হইছে শোক ॥

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু
করিনু দুখের তরে।
জ্বলন্ত অনল দেখিয়া পতঙ্গ
ইচ্ছায়ে পুড়িয়া মরে ॥

বিষয়-গরলে জরল দেহ
আর কি ঔষধ আছে।
অনন্ত কহয়ে সাধু-ধন্বন্তরি-
চরণ শরণ পাছে ॥ ১১ ॥ ২৯১৩ ॥

তথা রাগ।

বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু শ্রীগুরু-চরণ বিনু
জন্ম মোর বিফল হইল ॥

ব্রজেন্দ্র-নন্দন হরি নবদ্বীপে অবতরি
জগত ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামর-মতি বিশেষে কঠিন অতি
তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥

শ্রীরূপ স্বরূপ সাথ সনাতন রঘুনাথ
তাহাতে নহিল মোর মতি।
বৃন্দাবন রস-ধাম চিন্তামণি যার নাম
সেহো ধামে না কৈল বসতি ॥

বিশেষ বিষয়ে রতি নহিল বৈষ্ণবে মতি
নিরবধি ঢেউ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কয় আবার উচিত নয়
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা বিনে ॥ ১২ ॥ ২৯১৪।

গুর্জ্জরী।

নীল[illegible]হইতে শিলা [illegible]বই
[illegible] শুনি মুরছি[illegible] ভোর।
ও সুখ-সাগরে [illegible]-গন
শ্রবণে পরশ [illegible] মোর ॥

হরি হরি কি গেল রহল মোর চিত।
না শুনিনু শ্রুতি ভরি নাগর নাগরী
দুহুঁ জন-মধুর-চরিত ।। ধ্রু ॥
সোই গোবর্দ্ধন সোই বৃন্দাবন
সো নব-রস-ময় কুঞ্জে।
সো যমুনা-জল কেলি-কুতূহল
হত-চিত তাহে নাহি রঞ্জে ॥
প্রিয়-সহচরীগণ- সঙ্গে আলাপন
খেলন বিবিধ বিলাস।
হৃদয়ে না স্ফুরই বিফলে সে জীবই
ধিক্ ধিক্ বলরাম দাস ॥ ১৩ ॥ ২৯১৫ ॥

তুড়ী রাগ।

প্রথম জননী-কোলে স্তন-পান-কুতূহলে
অজ্ঞান আছিনু মতি-হীন।
তবে ত বালক-সঙ্গে খেলাইনু নানা রঙ্গে
এমতি গোঙাইনু কত দিন ॥
দ্বিতীয়-সময় কাল বিকার ইন্দ্রিয়-জাল
পাপ পুণ্য কিছুই না ভায়।
ভোগ-বিলাস আরী এ সব কৌতুক করি
তাহা দেখি হাসে যম-রায় ॥
তৃতীয়-সময় কালে বন্ধন দে হাতে গলে
পুত্র কলত্র গৃহ-বাস।
আশা বাঢ়ে দিনে দিনে তেয়াগ নাহিক হয় মনে
হরি-পদে না করিনু আশ ॥

চারি হৈল গেল যদি হরিল আঁখির জ্যোতি
শ্রবণে না শুনি অতিশয়।
বলরাম দাস কয় এইবার রাথ মহাশয়
ভক্তি-দান দেহ রাঙ্গা পায় ॥ ১৪ ॥২৯১৬॥

তথা রাগ।

জান্যা শুন্যা কৃষ্ণ-পদ না করে ভাবনা।
পুনঃ পুনঃ পায় সে গর্ভের যন্ত্রণা ॥
এক বার জনময়ে আর বার মরে।
তথাপিও হরি-পদ ভজন না করে ॥
থাকিয়া মায়ের গর্ভে পায় নানা বেথা।
তথন পড়য়ে মনে শত-জন্মের কথা ॥
ঊর্দ্ধ-পদে হেট-মাথে রহয়ে বন্ধনে।
বিপদ-সময়ে তথন কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥
জন্ম-মাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে।
ভজিতে কৃষ্ণের পদ না পড়য়ে মনে ॥
শতেক বৎসর আয়ু সবে মাত্র ধরে।
নিদ্রিত তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে ॥
পঞ্চাশ বৎসরে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরে।
নানামত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে ॥
কোন মতে কৃষ্ণ-পদ নহিল ভজন।
চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পুন করয়ে ভ্রমণ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ণ-দাস।
সেই ক্ষণে হয় তার কর্ম্ম-বন্ধ-নাশ ॥

কৃষ্ণের ভজন-তত্ত্ব করে উপদেশ।
ভজয়ে শ্রীকৃষ্ণ-পদ দূরে যায় ক্লেশ॥
অতএব ভজি আমি বৈষ্ণব-চরণ।
বলরাম দাস এই করে নিবেদন॥ ১৫ ॥ ২৯১৭ ॥

যথা রাগ।

ভাই রে সাধু-সঙ্গ কর ভাল হৈয়া।
এ ভব তরিয়া যাবে মহানন্দ সুখ পাবে
নিতাই-চৈতন্য-গুণ গাঞা॥
চৌরাশি লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া শ্রম
ভালই দুর্ল্লভ দেহ পাঞা।
মহতের দায় দিয়া ভক্তি-পথে না চলিয়া
জন্ম যায় অকারণে বৈয়া॥
মালা মুদ্রা করি বেশ ভজনের নাহি লেশ
ফিরি আমি লোক দেখাইয়া।
মাকালের ফল লাল দেখিতে সুন্দর ভাল
ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া॥
চন্দন-তরুর কাছে যত বৃক্ষ লতা আছে
আত্ম-সম করে বায়ু দিয়া।
হেন সাধু-সঙ্গ সার নাই বলরাম ছার
ভব-কূপে রহিলাম পড়িয়া॥১৬॥২৯১৮॥

অথ দৈন্য-বোধিকা প্রার্থনা যথা।

সুহই।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি।
দীনে দয়া তোমা বিনে করে হেন নাই॥

এই ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত রেণু-প্রায় ।
সে গণিতে পাপ মোর গণনা না যায় ॥
মনুষ্য-দুর্ল্লভ-জন্ম না হইবে আর ।
তোমা না ভজিয়া কৈনু ভাঁড়ের আচার ॥
হেন প্রভু না ভজিনু কি গতি আমার ।
আপনার মুখে দিলাম জলন্ত অঙ্গার ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া ।
বল্লভ দাসিয়া কেন না গেল মরিয়া ॥ ১৭ ॥ ২৯১৯ ॥

ধানশী ।

গৌরাঙ্গ পাতকী উদ্ধার করুণায় ।
সাধু-মুখে শুনি আমি পতিত-পাবন তুমি
উদ্ধারিয়া লেহ নিজ পায় ॥
রোগ-শোকময় হয় বিষম-বিষয়-ভয়
পড়িয়া রহিনু মায়া-জালে ।
কে হেন করুণ জন তারে করোঁ নিবেদন
উদ্ধার পাইব কত কালে ॥
শরীরের মাঝে যত সব হৈল বৈরী মত
কেহো কারো নিষেধ না মানে ।
যাতনা যমের ঘর শুনিয়া লাগয়ে ডর
হরি-কথা না শুনিনু কাণে ॥
সাধু-সঙ্গ না করিনু আপনা আপনি খাইনু
সতত কুমতি সঙ্গ-দোষে ।
দশনে ধরিয়া তৃণ করোঁ এই নিবেদন
অকিঞ্চন এ বল্লভ দাসে ॥ ১৮ ॥ ২৯২০ ॥

তুড়ী।

এইবার করুণা কর চৈতন্য নিতাই।
মো সম পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই॥
মুঞি অতি মূঢ় মতি মায়ার নফর।
এই সব পাপে মোর তনু জর জর॥
ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী।
তা সবা হইতে বুঝি মোর পাপ ভারী॥
অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই।
তা সবারে উদ্ধারিলা তোমরা দুটি ভাই॥
লোচন বলে মো অধমে দয়া নৈল কেনে।
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আনে॥১৯॥২৯২১॥

তথা রাগ।

দয়া কর প্রভু মোরে নবদ্বীপ-চন্দ।
প্রেম-সিন্ধু-অবতার আনন্দ-কন্দ॥
অবতরি নিজ-প্রেম করি আস্বাদন।
সেই প্রেম দিয়া প্রভু তারিলা ভুবন॥
পতিত দুর্গত জনে বিলাইলা তাহা।
পাত্রাপাত্র বিচার নাই মুঞি শুনি ইহা॥
এই ভরসায় পাপী করে নিবেদন।
এ রাধামোহন মাগে তোমার চরণ॥২০॥২৯২২॥

তথা রাগ।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া-সিন্ধু।
পতিত-উদ্ধার হেতু জয় দীন-বন্ধু॥

জয় প্রেম-ভক্তি-দাতা দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি ডাকে এ দীন পামরে ॥
পূর্ব্বেতে সাক্ষাতে যত পাতকী তারিলে।
সে বিচিত্র নহে যাতে অবতার কৈলে ॥
মো হেন পাপিষ্ঠে এবে করহ উদ্ধার।
আশ্চর্য্য দয়ার গুণ ঘুষুক সংসার ॥
বিচার করিলে মুঞি নহে দয়ার পাত্র।
আপনার স্বভাব-রূপে করহ কৃতার্থ ॥
বিশেষে প্রতিজ্ঞা শুনি এই কলি-যুগে।
এই ভরসায় রাধামোহন পাপী মাগে ॥ ২১ ॥২৯২৩

তথা রাগ।

জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
অপরাধ পাপ মোর তাহার নাহিক ওর
উদ্ধারহ নিজ করুণায় ॥ ধ্রু ॥

আমার অসত মতি, তোমার নামে নাহি রতি
কহিতে না বাসি মুখে লাজ।
জনমে জনমে কত করিয়াছি আত্মঘাত
অতয়ে সে মোর এই কাজ ॥

তুমি ত করুণা-সিন্ধু পাতকী জনার বন্ধু
এবার করহ যদি ত্যাগ।
পতিত-পাবন নাম নির্ম্মল সে অনুপাম
তাহাতে লাগয়ে বড় দাগ ॥

পূরুবে যবন আদি কত কত অপরাধী
তরাইয়াছ শুনিয়াছি কাণে।
কৃষ্ণদাস অনুমানি ঠেলিতে নারিবে তুমি
যদি ঘৃণা না করহ মনে ॥ ২২ ॥ ২৯২৪ ॥

পুনঃ প্রার্থনা।

যথা শ্রীগৌরচন্দ্রস্য।

শ্রীরাগ।

গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িবে।
আপন করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিবে ॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু ॥
এ কুলে ও কুলে মুঞি দিনু তিলাঞ্জলি।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি ॥
বাসুদেব ঘোষে বলে চরণে ধরিয়া।
কৃপা করি রাখ মোরে পদ-ছায়া দিয়া ॥২৩॥২৯২৫॥

তথা রাগ।

আরে মোর গৌরাঙ্গ সোণা।
পাইয়াছি তোমারে কত করিয়া কামনা।
আপনা বলিয়া মোর নাহি কোন জনা।
রাখহ চরণ-তলে করিয়া আপনা ॥
তোমার বদন কিবা চাঁদের তুলনা।
দেহ প্রেম-সুধা-রস রহুক ঘোষণা ॥

কমল জিনিয়া তোমার শীতল চরণ।
বাসুঘোষে দেহ ছায়া এ তাপিত জন ॥২৪॥২৯২৬॥

পুনশ্চ দৈন্য-বোধিকা যথা।

তথা রাগ।

গৌরাঙ্গ পতিত-পাবন তুয়া নাম।
কলি-জীব যত পাতকী আছিল
দেওলি সবে নিজ ঠাম ॥ ধ্রু ॥
আচণ্ডাল অবধি তোহারি গুণে কান্দয়ে
প্রেম-পুলকে নাহি ওর।
হরি-নাম-সুধা-রসে জগ-জন পূরল
দিন রজনী রহু ভোর ॥
বিদ্যা-কুল-ধন-মদ আছিল বিপদ যত
ছাড়িয়া তোহারি গুণ গায়।
না দেখো পাষণ্ড জন সবাই উত্তম-মন
সঙ্কীর্ত্তনে গড়াগড়ি যায় ॥
যদি বা আছয়ে কেহ অশেষ পাপের দেহ
না মানে না শুনে গোরা-গুণ।
বল্লভদাসের কথা মরমে মরম-ব্যথা
মুখে তার দিয়ে কালী চুণ ॥২৫॥২৯২৭॥

তথা রাগ।

হরি হরি বিহি মোরে হবে অনুকূল।
বিষয়-বাসনা-পাশ কবে বা হইবে নাশ
কবে পাব গৌর-পদ-মূল ॥

যে মোরে করিত দয়া   হারাইনু লাগ পাইয়া
পড়ি রৈনু অকূল পাথারে ।
না পাউঁ করুণ জন   তারে করি নিবেদন
কিসে মোর হইবে উদ্ধারে ॥

শরীরে করিয়া বাস   সবে কৈল সর্ব্বনাশ
কেহ না ছোয় অধম দেখিয়া ।
দাঁতে ঘাস উভরায়   ডাকে পাপী করুণায়
এ বল্লভ দাস অভাগিয়া ॥২৬॥২৯২৮॥

শ্রীরাগ ।

প্রথমে বন্দিয়া গাই গৌরাঙ্গ গোসাঞি ।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বিনু আর কেহো নাঞি ॥
করুণ-নয়ন-কোণে একবার দেখ ।
আপন জনের জন করি মোরে লেখ ॥
দায় ধরি দয়া করি তারে হেন নাঞি ।
পরিহার পতিত দেখিয়া সব ঠাঞি ॥
যে বা জন পণ করি লইল শরণ ।
স্বপনে নয়নে মনে নাহি দরশন ॥
দয়াময় কথা কয় হেন কেহো আছে ।
মুঞি পাপী নিবেদিয়ে কর পহুঁ কাছে ॥
দাঁতে ঘাস করো আশ দয়া মোরে হয়ে ।
বল্লভ দাসিয়া কয় বৈষ্ণবের পায়ে ॥২৭॥২৯২৯॥

ভাটিয়ারি ।

গোরাচাঁদ ফিরি চাহ নয়ানের কোণে ।
দেখি অপরাধী জনা যদি তুমি কর ঘৃণা
অযশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে ॥ ধ্রু ॥
তুমি প্রভু দয়া-সিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
সাধু-মুখে শুনিয়া মহিমা ।
দিয়াছি তোমার দায় এই মোর উপায়
উদ্ধারিলে মহিমার সীমা ॥
মুঞি ছার দুষ্ট-মতি তুয়া নামে নাহি রতি
সদাই অসত-পথে ভোর ।
তাহাতে হৈয়াছে পাপ আর অপরাধ তাপ
সে কত তাহার নাহি ওর ॥
তোমার কৃপালুতা-গুণে অপরাধী নাহি মানে
শুনি নিবেদিয়ে রাঙ্গা পায় ।
পূরাহ আমার আশ ফুকরে বৈষ্ণব দাস
তুয়া নাম স্ফুরুক জিহ্বায় ॥২৮॥২৯৭০॥

তথা রাগ ।

পহুঁ মোর গৌরাঙ্গ গোসাঞি ।
এই কৃপা কর যেন তোমারি গুণ গাই ॥
যে সে কুলে জন্ম হউ যে সে দেহ পাঞা ।
তোমার ভক্ত সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাঞা ॥
চিরকালে আশা প্রভু আছয়ে হিয়ায় ।
তোমার নিগূঢ় লীলা স্ফুরাবে আমায় ॥

তোমার নামে সদা রুচি হউক মোর।
তোমার গুণ-গানে যেন সদা হউ ভোর ॥
তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে।
সাত্ত্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে ॥
অশ্রু কম্প পুলকে পূরিবে সব তনু।
ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেয়ান জনু ॥
যে সে কর প্রভু এক তুমি মাত্র গতি।
কহয়ে বৈষ্ণবদাস তোমায় রহু মতি ॥২৯॥২৯৩১॥

ডাশ পাহিড়া।

নাচিতে না জানি তবু নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি
গাইতে না জানি তবু গাই।
সুখে বা দুঃখেতে থাকি, গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকি
নিরন্তর এই মতি চাই ॥

বসুধা জাহ্নবী সহ নিতাইচাঁদেরে ডাকি
সীতার সহিতে সীতাপতি।
নরহরি গদাধর শ্রীবাসাদি সহচর
ইহা সবার নামে যেন মাতি ॥

স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথ সকরুণ
ভট্টযুগ জীব লোকনাথ।
ইহা সবার নাম করে, দীন প্রায় সদা ফিরে
যেন হয় তা সবার সাথ ॥

মহান্ত-সন্তান কিবা মহান্তের জন যে বা
ইহা সবার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদ্দাম কভু ভয়ে প্রাণ কাঁপে মুহু
এ সাধে না পড়ে যেন বাদ॥
অন্তে শ্রীনিবাস পদ সেবা-যুক্ত যে সম্পদ
সে সম্পদের সম্পদী যে হয়।
তার ভুক্ত-গ্রাস-শেষে কিবা গৌড় ব্রজ-বাসে
দন্তে তৃণ হরিদাসে কয়॥৩০॥২৯৩২॥

তত্র শ্রীকৃষ্ণে প্রার্থনা॥

ধানশী।

যদ্যপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি ন তব নখাগ্র-মরীচিং।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত তদপি কৃপাদ্ভুত-বীচিং॥
দেব ভবন্তং বন্দে।
মন্মানস-মধুকরমর্পয় নিজ-পদ-পঙ্কজ-মকরন্দে॥ ধ্রু॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক-দুর্ঘট-ঘটন-বিধাত্রী॥
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন কলিতাদ্ভুত-রস-ভারং।
নিবসতু নিত্যমিহামৃত-নিন্দম বিন্দন্মধুরিম-সারং॥৩১॥২৯৩৩॥

তথা রাগ।

তাতল সৈকত বারি-বিন্দু-সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমাপলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে॥

মাধব হাম পরিণাম-নিরাশা ।
তুহুঁ জগ-তারণ দীন দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥
আধ জনম হাম নিন্দে গোঙায়নু
জরা শিশু কত দিন গেলা ।
নিধুবনে রমণী- রঙ্গ-রসে মাতলু
তোহে ভজব কোন বেলা ॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা ।
তোহে জনমি পুন তোহে সামাওত
সাগর-লহর সমানা ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন ভয়
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা ।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
ভব-তারণ-ভার তোহারা ॥৩২॥২৯৩৪॥

তথা রাগ ।

মাধব বহুত মিনতি করি তোয় ।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিল
দয়া জানি ছাড়বি মোয় ॥ ধ্রু ॥
গণইতে দোষ গুণ- লেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার ।
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ বাহির নহ মুঞি ছার ॥

কিয়ে মানুষ পশু পাখীয়ে জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম-বিপাকে গতাগতি পুন পুন
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীন-বন্ধু॥৩৩॥২৯৩৫॥

করুণা বরাড়ী।

যতনে যতেক ধন পাপে বাটোরলু
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি কোই না পুছত
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ-নায়।
তুয়া পদ পরিহরি পাপ-পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়॥ধ্রু॥
যাবত জনম হাম তুয়া পদ না সেবিনু
যুবতী মতিময় মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লু
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণহুঁ বিদ্যাপতি হেন মনে গুণি
কহিলে কি জানি হয়ে কাজে।
সাঁঝক বেরি সেবকোই মাগই
হেরইতে তুয়া পায়ে লাজে॥৩৪॥২৯৩৬॥

বিভাষ।

প্রভু মোর মদনগোপাল, গোবিন্দ গোপীনাথ
দয়া কর মুঞি অধমেরে।
সংসার-সাগর মাঝে পড়িয়া রৈয়াছি নাথ
কৃপা-ডোরে বান্ধি লেহ মোরে॥
অধম চণ্ডাল আমি দয়ার ঠাকুর তুমি
শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে।
এই বড় ভরসা মনে ফেল লৈয়া বৃন্দাবনে
বংশীবট দেখি যেন সুখে॥
কৃপা কর মধুপুরী লেহ মোরে কেশে ধরি
শ্রীযমুনা দেহ পদ-ছায়া।
অনেক দিবসের আশ নহে যেন নৈরাশ
দয়া কর না করিহ মায়া॥
অনিত্য যে দেহ ধরি আপন আপন করি
পাছে পাছে শমনের ভয়।
নরোত্তম দাস মনে প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে
পাছে ব্রজ-প্রাপ্তি নাহি হয়॥৩৫॥২৯৩৭॥

তথা রাগ।

যজ্ঞ দান তীর্থ-স্নান পুণ্য-কর্ম্ম ধর্ম্ম-জ্ঞান
অকারণ সব ভেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন উপহাস হয় যেন
বসন-হীন অভরণ দেহে॥

সাধু-মুখে কথামৃত শুনিয়া বিমল-চিত
নাহি ভেল অপরাধ-কারণে।
সতত অসত-সঙ্গ সকলি হইল ভঙ্গ
কি করিব আইল শমনে॥
শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে শুনিয়াছি এই সবে
হরি-পদ অভয়-শরণ।
জনম লইয়া সুখে কৃষ্ণ না বলিলাম মুখে
না করিলাম সে রূপ-ভাবন॥
রাধা-কৃষ্ণ-দুহুঁ-পায় তনু মন রহু তায়
আর দূরে রহুক বাসনা।
নরোত্তম দাস কয় আর মোর নাহি ভয়
তনু মন সোঁপিনু আপনা॥৩৬।২৯৩৮॥

তথা রাগ।

প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র পরমানন্দ-কন্দ
গোপী-কুল-প্রিয় দেহ মোরে॥
তুয়া পদ-প্রিয়-সেবা এই ধন মোরে দিবা
তুমি প্রভু করুণার নিধি।
পরম-মঙ্গল-যশ শ্রবণ-পরশ-রস
কার কিবা কাজ নহে সিদ্ধি॥
দারুণ সংসার-গতি বিষম বিষয়-মতি
তুয়া বিস্মরণ-শেল বুকে।
জর জর তনু মন অচেতন অনুক্ষণ
জীয়ন্তে মরণ ভেল দুখে॥

মো বড় অধম জনে কর কৃপা-নিরীক্ষণে
দাস করি রাখ বৃন্দাবনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রভু মোর গৌরধাম
নরোত্তম লইল শরণে ॥৩৭॥২৯৩৯॥

তথা রাগ।

রাধাকৃষ্ণ নিবেদন এই জন করে।
দুহুঁ অতি রসময় সকরুণ-হৃদয়
অবধান কর নাথ মোরে ॥ধ্রু॥

হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র গোপী-জন-বল্লভ
হে কৃষ্ণ-প্রেয়সী-শিরোমণি।
হেম-গৌরী শ্যাম গায়ে শ্রবণে পরশ পায়ে
গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী ॥

অধম দুর্গতি জনে কেবল করুণা মনে
ত্রিভুবনে এ যশ-খেয়াতি।
শুনিয়া সাধুর মুখে শরণ লইনু সুখে
উপেখিলে নাহি মোর গতি ॥

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় জয় রাধে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে।
অঞ্জলি মস্তকে ধরি নরোত্তম ভূমে পড়ি
কহে দোঁহে পুরাও মোর মনসাধে ॥৩৮॥২৯৪০॥

তথা রাগ।

হে গোবিন্দ গোপীনাথ
কৃপা করি রাখ নিজ পথে।
কাম ক্রোধ ছয় গুণে, লৈয়া ফিরে নানা স্থানে
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে॥
হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থ-লাভ এই আশে কপট-বৈষ্ণব-বেশে
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥
অনেক দুঃখের পরে লৈয়াছিলে ব্রজ-পুরে
কৃপা-ডোর গলায় বান্ধিয়া।
দৈব-মায়া-বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভব-কূপে দিলে ফেলাইয়া॥
পুন যদি কৃপা করি এ জনার কেশে ধরি
টানিয়া তোলহ ব্রজ-ভূমে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল নহে বোল ফুরাইল
কহে দীন দাস নরোত্তম॥৩৯॥২৯৪১॥

তথা রাগ।

হরি হরি অসাধনে দিন গেল বৈয়া।
না ভজিনু তুয়া পদ সাধু-সঙ্গে রৈয়া॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে নহিল মোর চিত।
কেন বা দারুণ বিধি করিল বঞ্চিত॥
ভাবিতে চিন্তিতে মোর চিত্ত ভেল ধন্ধ।
ভজিতে না দিলে মন তুয়া পদ-দ্বন্দ্ব॥৪০॥২৯৪২॥

শ্রীরাগ ।

রাধানাথ বড় অপরূপ লীলা ।
কিশোর কিশোরী দুহুঁ এক মেলি
নবদ্বীপে প্রকটিলা ॥ ধ্রু॥

রাধানাথ বড় অপরূপ সে ।
শ্রীচৈতন্য নামে দয়া দীন হীনে
তপত-কাঞ্চন দে ॥

রাধানাথ সঙ্গী অপরূপ তার ।
নিতাই অদ্বৈত শ্রীনিবাস আদি
স্বরূপ রামানন্দ আর ॥

রাধানাথ কি কহিব তব রঙ্গ ।
সনাতন রূপ রঘুনাথ লোক-
নাথ ভট্টযুগ সঙ্গ ॥

রাধানাথ এ সব ভকত মেলি ।
যে কৈলা কীর্ত্তন আবেশে নর্ত্তন
প্রেম-দান-কুতূহলী ॥

রাধানাথ বড় অভাগিয়া মুঞি ।
সে কালে থাকিতু প্রেম-দান পাইতু
কেনে না করিলা তুঞি ॥

রাধানাথ বড়ই রহিল দুখ ।
জনম হইল তখন নইল
দেখিতে না পাইনু সুখ ॥

রাধানাথ কি জানি কহিতে আমি।
গৌরসুন্দর দাসের ভরসা
উদ্ধার করিবে তুমি ॥৪১॥২৯৪৩॥

তথা রাগ।

রাধানাথ কি তব বিচিত্র মায়া।
একলা আইসে একলা যায়
পড়িয়া রহে কায়া ॥
রাধানাথ সকলি এমনি প্রায়।
ভাই বন্ধু আদি পুত্র কলত্রাদি
সঙ্গে কেহ নাহি যায় ॥
রাধানাথ সকলি এমনি দেখি।
তথাপিহ মনে খেদ নাহি হয়ে
মোর মোর করি জপি ॥
রাধানাথ মরিলে সকলি পারা।
শরীর লইয়া জলে ফেলাইবে
উলটি না চাবে তারা ॥
রাধানাথ কেহো কার কিছু নহে।
বিচারিয়া দেখি সব মিছা মায়া
এ বোধ স্থির না রহে ॥
রাধানাথ শত বর্ষ সবে আই।
সেই স্থির নহে দুই চারি দিনে
মরিছে দেখিতে পাই ॥

রাধানাথ দেখিয়াও ভ্রম হয়।
বহুকাল জীব কতেক করিব
ক্ষেমা নাহি মনে লয়॥
রাধানাথ না দেখি ভকতি সার।
কহয়ে গৌর তোমারে না ভজি
কে কোথা হৈয়াছে পার॥৪২॥২৯৪৪॥

তথা রাগ।

রাধানাথ মো বড় অধম পাপী।
প্রেম সুখ নাই কিসে জুড়াইব
অশেষ-তাপের তাপী॥
রাধানাথ নিবেদিয়ে আমি তোমা।
দন্তে তৃণ করি মিনতি করিয়ে
উদ্ধার করিবে আমা॥
রাধানাথ কি গতি হইবে মোর।
বিষম সংসার- সাগরে পড়িয়া
মজিয়া হইনু ভোর॥
রাধানাথ কেমনে হইব পার।
এ কূল ও কূল কিছু না দেখিয়ে
নাহি তার পারাবার॥
রাধানাথ তুমি সে করুণাময়।
তোমার চরণ- প্রবল-নৌকাতে
উদ্ধার করিলে হয়॥

রাধানাথ এমন হইবে দিন।
রাই সহ মোরে সেবাতে ডাকিবে
কিছু না বাসিবে ভিন।

রাধানাথ ব্রজে যেন তোমা পাই।
গৌরসুন্দরে নিজ দাসী করি
রাখিতে হবে তথাই ॥৪৩॥২৯৪৫॥

তথা রাগ।

রাধানাথ দেখিতে হইছে ভয়।
তনু-বল-হ্রাস আর বুদ্ধি-নাশ
কখন কি জানি হয় ॥

রাধানাথ সকলি ছাড়িয়া গেল।
দাঁত আঁত গেল বধির হইল
নয়নে না দেখি ভাল ॥

রাধানাথ তুমি সে করুণা-সিন্ধু।
তোমা বিনে আর কেবা উদ্ধারিবে
তুমি সব-লোক-বন্ধু ॥

রাধানাথ আগে সব নিবেদয়।
মরণ সময় ব্যাধিগ্রস্ত হয়
স্মরণ নাহিক হয় ॥

রাধানাথ আর কিছু নাহি ভয়।
বৃষভানু-সুতা- চরণ-সেবনে
পাছে কৃপা নাহি হয় ॥

রাধানাথ সেই সে সকলি সিধি।
সেই কৃপা বিনে ব্রহ্ম-পদ আদি
সকল সুখ উপেখি॥

রাধানাথ এই নিবেদিয়ে আমি।
বৃষভানু-সুতা- পদে দাসী করি
অঙ্গীকার কর তুমি॥

রাধানাথ এই মোর অভিলাষ।
নিভৃত-নিকুঞ্জে নিজ পদে লেহ
গৌরসুন্দর দাস॥৪৪॥২৯৪৬॥

তথা রাগ।

রাধানাথ করুণা করহ আমা।
সাধন ভজন কিছু না করিনু
ব্রজে বা না পাই তোমা॥

রাধানাথ এ লাগি আকুল চিত।
রহি রহি মোর সংশয় হইছে
ভাবিতে হইনু ভীত॥

রাধানাথ সময় হইল শেষ।
তব দয়া মোরে নিচয় হইবে
কিছু না দেখিয়ে লেশ॥

রাধানাথ তোমায় সোঁপিত কায়।
রমণী যদি বা কুপথে চলয়ে
পতি-নামে সে বিকায়॥

রাধানাথ লোকে বা হাসয়ে তোমা।
যে কহে তোমার তারে না তরাইলে
অযশ রবে ঘোষণা॥
রাধানাথ এড়াইতে নারিবে তুমি।
তুয়া পদে যদি রতি না থাকুক
সবে জানে তোমারি আমি॥
রাধানাথ এ কথায় করিব কি।
পতিত-পাবন তুয়া এক নাম
সাধু-মুখে শুনিয়াছি॥
রাধানাথ অতয়ে করেছি আশ।
ব্রজে তোমা দোহাঁ- পদে দাসী কর
গৌরসুন্দর দাস॥৬৫॥২৯৪৭॥

তথা রাগ।

কপট চাতুরী চিতে জন-মন ভুলাইতে
লইয়ে তোমার নাম খানি।
দাঁড়াইয়ে সত্য-পথে অসত্য যজিয়ে তাথে
পরিণামে কি হবে না জানি॥
ওহে নাথ মো বড় অধম দুরাচার।
সাধু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য না মানিনু মুঞি ধিক
অতয়ে সে না দেখি উদ্ধার॥
লোকে করে সত্য-বুদ্ধি,মোর নাহি নিজ-শুদ্ধি
উদার হইয়া লোকে ভাঁড়ি।
প্রেম-ভাব মোরে করে নিজ-গুণে তারা তরে
আপনে হইনু ছোঁচ হাড়ি॥

চন্দ্রশেখর দাস এই মনে অভিলাষ
আর কি এমন দশা হব।
গোরা-পারিষদ সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন-রস-রঙ্গে
আনন্দে দিবস গোঙাইব ॥৪৬॥২৯৪৮॥

তথা রাগ।

ওহে নাথ মো বড় পাতকী দুরাচার।
তোমার সে শ্রীচরণ না করিনু আরাধন
বৃথা দেহ বহি ফিরি ভার ॥

দারুণ-বিষয়-কীট হইনু পাইয়া মিঠ
বিষ হেন জ্ঞান নাহি হয়।
তোমার ভকত সঙ্গে তব নামামৃত-রঙ্গে
হত-চিত তাহে না ডুবয় ॥

তুমি সে করুণা-সিন্ধু জগত-জীবন-বন্ধু
নিজ-কৃপা-বলে যদি লেহ।
পতিত-পাবন নাম ঘোষণা রহিবে শ্যাম
জগতে করিবে এই থেহ ॥

এই কৃপা কর প্রভু তুয়া ভক্ত-সঙ্গ কভু
না ছাড়িয়ে জীবন মরণে।
তব লীলা-গাণ-গুণে ডুবুক আমার মনে
গোপীকান্ত করি নিবেদন ॥৪৭॥২৯৪৯॥

অথ প্রার্থনায়াং স্বনাম সংবোধয়তি।

ধানশী।

ভজহুঁ রে মন নন্দ-নন্দন
অভয়-চরণারবিন্দ রে।
দুলহ মানুষ- জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভব-সিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত বরিখ
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুর্জ্জন
চপল সুখ-লব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল-দল-জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরি-পদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পাদ-সেবন-দাসী।
পূজন সখীজন আত্ম-নিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষী ৭৪৮॥২৯৫০॥

আশাবরী।

ভজ মন নন্দ-কুমার।
ভাবিয়া দেখহ ভাই গতি নাহি আর॥ ধ্রু॥
ধন জন পুত্র আদি কেবা আপনার।
অতয়ে করহ মন হরি-পদ সার॥

কুসঙ্গ ছাড়িয়া সদা সৎসঙ্গে থাক।
পরম নিপুণ হই নাথ বলি ডাক ॥
তাঁর নাম-লীলা-গানে সদা হও মত্ত।
সে চরণ-ধন পাবে হইবে কৃতার্থ॥
কহে আত্মারাম মন কি বলিব তোরে।
সংসার-যাতনা আর নাহি দেহ মোরে ॥৪৯॥২৯৫১॥

তথা রাগ।

ভজ মন সতত হইয়া নিরদ্বন্দ্ব।
রাধা কৃষ্ণ পরম-সুখ-দায়ক
রসময় পরমানন্দ ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল বিষয়-বিষ সুখ মানি খাওসি
না জানসি ইহ মতি-মন্দ।
পরকালে বিকট মরণ-দুখ দেয়ব
বুঝহ অবহি করু অন্ধ॥
মোহে দুঃখ-ভাগী করণ নহে সমুচিত
তো হাম জনমক বন্ধু।
নিজ দুখ জানি অবহি শরণ করু
ও দুহুঁ করুণার সিন্ধু ॥
ও পদ-পঙ্কজ- প্রেম-সুধা পিবি
দূর কর নিজ দুখ-কন্দ।
এ রাধামোহন কহ, তেজহ মিছই মোহ
যৈছে নহত নিজ বন্ধ ॥ ৫০ ॥ ২৯৫২ ॥

সারঙ্গ।

তেজ মন হরি-বিমুখনকে সঙ্গ ।
যাক সঙ্গহি কুমতি উপজতহিঁ
ভজনহি পড়ত বিভঙ্গ ॥ধ্রু॥

সন্তত অসত-পথ লেই যো যায়ত
উপজত কামিনী-সঙ্গ ।
শমন-দূত পর- মায়ু পরীখত
দূরহিঁ নেহারত রঙ্গ ॥

অতয়ে সে হরি-নাম সার পরম মধু
পান করহ ছোড়ি ঢঙ্গ ।
কহ মাধো হরি- চরণ-সরোরুহে
মাতি রহু জনু ভৃঙ্গ ॥ ৫১ ॥ ২৯৫৩ ॥

পুনশ্চ প্রকারান্তরং যথা ।

বদ বদ হরি ছদ না করিহ
বিপদে বাড়ল দেশ ।
এ তত্ত্ব জানিয়া আগে পলাওল
শ্রবণ দশন কেশ ॥

তার পাছে পাছে লোচন বচন
তারা দুই দিল ভঙ্গ ।
ঘোর ঘোর করি, রাত্রিদিনে মরি
যম-দূতে দেখে রঙ্গ ॥

সুন্দর নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
বিষম যমের থানা।
দণ্ড যে দিবস বৎসর গণিছে
কোন দিনে দিবে হানা॥
এই পুত্র-বধূ যতন করিছে
সকলি নিমের তিতা।
মরণ-সময়ে হাতে গলে বান্ধি
মুখে জ্বালি দিবে চিতা॥
বদন ভরিয়া হরি না বলিলা
শমন তরিবে কিসে।
দাস লোচন কহিয়া ফারাক
মরিছ আপন দোষে॥ ৫২॥ ২৯৫৪॥

তথা রাগ।

বুঢ়া তুমি কি আর গরব ধর।
এ ভব-সংসার- সাগর তরিতে
হরি-নাম সার কর॥ ধ্রু॥
পাকিল কুন্তল গায়ে নাহি বল
কাঁকালি হৈয়াছে বাঁকা।
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি
হুড়ি পড়িবারে শঙ্কা॥
সন্ধ্যায় শয়ন কাস ঘন ঘন
সঘনে ডাকিছে গলা।
মুদিত নয়ন ঘুচাইয়া দেখ
উদিত হৈয়াছে বেলা॥

শ্বাস যে রোদন লখি ঘনে ঘন
সঘনে পিবহু পানী।
অতয়ে বদন ভরি বল হরি
দাস বলরাম-বাণী ॥ ৫৩ ॥ ২৯৫৫ ॥

তথা রাগ।

নর হরি-নাম অন্তরে অছু ভাবহ
হবে ভব-সাগর পার।
ধর রে শ্রবণে নর হরি-নাম সাদরে
চিন্তামণি উহ সার ॥

যদি কৃতপাপী আদরে কভু মন্ত্রক
রাজ শ্রবণে করে পান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত বলে হয় তছু দুর্গম
পাপ তাপ সহ ত্রাণ ॥

করহ গৌর-গুরু- বৈষ্ণব-আশ্রয়
লহ নর হরি-নাম-হার।
সংসারে নাম লই সুকৃতি হইয়া তবে
আপামর দুরাচার ॥

ইথে কৃত-বিষয়- তৃষ্ণ পহুঁ-নাম-হার
যো ধারণে শ্রম ভার।
কুতৃষ্ণ জগদা- নন্দ কৃত-কল্মষ
কুমতি রহল কারাগার ॥ ৫৪ ॥ ২৯৫৬ ॥

তথা রাগ ।

আরে ভাই বড়ই বিষম কলি-কাল ।
গরলে কলস ভরি মুখে তার দুগ্ধ পূরি
তৈছে দেখ সকলি বিটাল ॥
ভকতের ভেক ধরে সাধু-পথ নিন্দা করে
গুরু-দ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ ।
গুরু-পদে যার মতি খাট করায় তার রতি
অপরাধী নহে গুরু-নিষ্ঠ ॥
প্রাচীন প্রবীণ পথ তাহা দোষে অবিরত
করে দুষ্ট-কথার সঞ্চার ।
গঙ্গা-জল যেন নিন্দে কূপ-জল যেন বন্দে
সেই পাপী অধম সবার ।
যার মন নিরমল তারে করে টলমল
অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড ।
হেতু সে খলের সঙ্গ মৃদু মতি করে অঙ্গ
তার মুণ্ডে পরে যেন দণ্ড ॥
কাল-ক্রিয়া লেখা ছিল এবে পরতেক ভেল
অধমের শ্রদ্ধা বাঢ়ে তায় ।
নরোত্তম দাস কহে এ জনার ভাল নহে
এরূপে বঞ্চিল বিহি তায় ॥ ৫৫ ॥ ২৯৫৭ ॥

তথা রাগ ।

ভজ ভাই চৈতন্য নিত্যানন্দ ।
ঘুচিবে সকল জ্বালা পাইবে আনন্দ ॥

বদন ভরিয়া ভাই বল হরিবোল।
আপনে বৈষ্ণবগণ ধরি দিবে কোল॥
মিনতি করিয়া কহি শুন সর্ব্বজনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীলা করহ ভাবনা॥
এমন জনম ভাই না হইবে আর।
শ্যামানন্দ কহে কেহো নহে আপনার॥৫৬॥২৯৫৮॥

সুহই।

কৃষ্ণ-লীলামৃত সার তার শত শত ধার
দশ দিক বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য-লীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মন-হংস চরাহ তাহাতে॥

ভক্তগণ শুন মোর দৈন্য-বচন।
তোমা সবার শ্রীচরণ করি অঙ্গ-বিভূষণ
করো কিছু এই নিবেদন॥

কৃষ্ণ-ভক্তি-সিদ্ধান্তগণ প্রফুল্লিত পদ্ম-বন
তার মধু কর আস্বাদন।
প্রেম-রস-কুমুদ-বনে প্রফুল্লিত রাত্রি দিনে
তাতে চরাও মন-ভৃঙ্গগণ॥

নানাভাবে ভক্ত জন হংস-চক্রবাকগণ
যাতে সবে করেন বিহার।
কৃষ্ণ-কেলি মৃণাল যাহা পাইয়ে সর্ব্বকাল
ভক্ত-হংস করয়ে আহার॥

সেই সরোবরে যাঞা হংস চক্র ভৃঙ্গ হৈয়া
সদা তাতে করহ বিলাস।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ পাইবে পরম সুখ
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস॥
এ অমৃত অনুক্ষণ সাধু-মহান্ত-মেঘগণ
বিশ্বোত্থানে করে বরিষণ।
তাতে ফলে প্রেম-ফল ভক্ত খায় নিরন্তর
তার প্রেমে জীয়ে জগ-জন।
চৈতন্য-লীলামৃত-পুর কৃষ্ণ-লীলা-কর্পূর
দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধু-গুরু-প্রসাদে তাতে যার মন বান্ধে
সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য॥
সেই লীলামৃত বিনে খায় যদি অন্নপানে
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন॥
যার এক বিন্দু-পানে প্রফুল্লিত-তনু-মনে
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥
এ অমৃত কর পান যাহা বিনে নাহি আন
চিত্তে কর সুদৃঢ় বিশ্বাস।
না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত আর ভক্তবৃন্দ
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ শিরে করি ভূষণ
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ॥

শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ শ্রীচরণ
শিরে ধরি করি তার আশ।
কৃষ্ণ-লীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত
গায় কিছু দীন কৃষ্ণদাস ॥৫৭॥২৯৫৯॥

বরাড়ী।

ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল গদাধর মোর কুল
নরহরি বিলাসহি মোর।
বৈষ্ণবের পদ-ধূলি তাহে মোর স্নান-কেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।
বিচার করিয়া মনে ভক্তি-রস-আস্বাদনে
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মন নিষ্ঠ
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস।
বৃন্দাবনে চৌতারা তাহে মোর বন ভোরা
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥৫৮॥২৯৬০॥

ভাটিয়ারি।

ভজ ভজ হরি মন দৃঢ় করি
মুখে বোল তার নাম।
ব্রজেন্দ্র-নন্দন গোপী-প্রাণ-ধন
ভুবন-মোহন শ্যাম॥

কথন মরিবে কেমনে তরিবে
বিষম শমন ডাকে।
যাহার প্রতাপে ভুবন কাঁপয়ে
না জানি মর বিপাকে॥

কুল ধন পাইয়া উনমত হৈয়া
আপনাকে জানো বড়।
শমনের দূতে ধরি পায়ে হাতে
বান্ধিয়া করিবে জড়॥

কিবা যতি সতী, কিবা নীচ জাতি
যেই হরি নাহি ভজে।
তবে জনমিয়া ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
রৌরব নরকে মজে॥

দাস লোচন ভাবে অনুক্ষণ
মিছাই জনম গেল।
হরি না ভজিনু বিষয়ে মজিনু
হৃদয়ে রহল শেল॥৫৯॥২৯৬১॥

তথা রাগ।

ব্রজেন্দ্র-নন্দন ভজে যেই জন
সফল জীবন তার।
তাহার উপমা বেদে নাহি সীমা
ত্রিভুবনে নাহি আর॥

এমন মাধব না ভজে মানব
কথন মরিয়া যাবে।
সেই সে অধম প্রহারিবে যম
রৌরবে ক্রিমিতে খাবে॥

তার পর আর পাপী নাহি ছার
সংসার জগত মাঝে।
কোন কালে তার গতি নাহি আর
মিছাই ভ্রমিছে কাজে॥

লোচন দাস ভকতি আশ
হরি-গুণ কহি লেখি।
হেন রস-ভার মতি নাহি যার
তার মুখ নাহি দেখি॥৬০॥২৯৬২॥

তথা রাগ।

পরম করুণ পহুঁ দুই জন
নিতাই গৌরচন্দ।
সব অবতার- সার শিরোমণি
কেবল আনন্দ-কন্দ॥

ভজ ভজ ভাই চৈতন্য নিতাই
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া সে রসে মজিয়া
মুখে বোল হরি হরি॥

দেখ আরে ভাই ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়ালু দাতা।
শুক পাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে
শুনি যার গুণ-গাথা ॥
সংসারে মজিয়া রহিলা পড়িয়া
সে পদে নহিল আশ।
আপন করম ভুঞ্জায়ে শমন
কহয়ে লোচন দাস ॥ ৬১॥২৯৬৩॥

অথ সাধন-লালসাময়ী প্রার্থনা যথা।

ধানশী।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক-শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়ানে ববে নীর ॥
কবে আর নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব যুগল পিরীতি ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে রহু আশ।
নরোত্তম দাস মনে এই অভিলাষ ॥ ৬২ ॥২৯৬৪॥

তথা রাগ।

কদাহং যমুনা-তীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং ॥৬৩॥২৯৬৫॥

গান্ধার ।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব ।
এ ভব সংসার তেজি পরম আনন্দে মজি
আর কবে ব্রজ-ভূমে যাব ॥

সুখময় বৃন্দাবন কবে পাব দরশন
সে ধূলি লাগিবে কবে গায় ।
প্রেমে গদ গদ হৈয়া রাধাকৃষ্ণ-নাম লৈয়া
কান্দিয়া বেড়াব উচ্চরায় ॥

নিভৃত-নিকুঞ্জে যাঞা অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া
ডাকিব হা রাধানাথ বলি ।
কবে যমুনার তীরে পরশ করিব নীরে
কবে খাব কর-পুটে তুলি ॥

আর কি এমন হব শ্রীরাস-মণ্ডলে যাব
কবে গড়াগড়ি দিব তায় ।
বংশী-বট-ছায়া পাঞা পরম আনন্দ হৈয়া
পড়িয়া রহিব কবে তায় ॥

কবে গোবর্দ্ধন গিরি দেখিব নয়ান ভরি
রাধা-কুণ্ডে কবে হবে বাস ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে এ দেহ-পতন হবে
আশা করে নরোত্তম দাস ॥ ৬৪ ॥২৯৬৬॥

পাহিড়া।

হরি হরি আর কবে পালটিব দশা।
এ সব করিয়া বামে যাব বৃন্দাবন-ধামে
এই মনে করিয়াছি আশা ॥ধ্রু॥

ধন জন পুত্র দারে এ সব করিয়া দূরে
একান্ত করিয়া কবে যাব।
সব দুঃখ পরিহরি বৃন্দাবনে বাস করি
মাধুকুরী মাগিয়া খাইব ॥

যমুনার জল যেন অমৃত সমান হেন
কবে খাব উদর পূরিয়া।
রাধা-কুণ্ড-জলে স্নান করি কুতূহলে নাম
শ্যাম-কুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥

ভ্রমিব দ্বাদশ বনে রাস-কেলি যেই স্থানে
প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া।
সুধাইব জনে জনে ব্রজ-বাসিগণ-স্থানে
নিবেদিব চরণ ধরিয়া ॥

ভোজনের স্থান কবে নয়নে দর্শন হবে
আর যত আছে উপবন।
তার মাঝে বৃন্দাবন নরোত্তম দাসের মন
আশা করে যুগল চরণ ॥ ৬৫ ॥২৯৬৭॥

আর কবে যমুনার জলে। মজ্জনে হইব নিরমলে॥
সাধু-সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তম-দাস-মনে আশ॥
৬৮ ॥২৯৭০

গুর্জ্জরী।

কবে প্রভু অনুগ্রহ হব।
বিষয়-বাসনা-পাশ কবে মোর হবে নাশ
কবে আমি বৃন্দাবনে যাব॥ ধ্রু॥
এ সংসারে দুঃখ ফল সে আনন্দে মহাবল
জানিয়া যাইব সেই স্থানে।
সব দুঃখ পলাইবে গড়াগড়ি দিব যবে
রাস-স্থলী যমুনা-পুলিনে॥
কৃষ্ণ-মূর্ত্তি গোবর্দ্ধন মহাভাগ্যে দরশন
মোর কিয়ে হবে হেন কর্ম্ম।
কৃষ্ণের রাধিকা যৈছে শ্রীকুণ্ড তাহার তৈছে
কায়-মনে কবে হবে মর্ম্ম॥
কুণ্ড-যুগে স্নান করি সেই খানে যদি মরি
তবে বুঝি মোর হয়ে গতি।
তুমি প্রভু দয়াময় এ রাধামোহন কয়
সিদ্ধ কর এই ত কাকুতি॥৬৯।২৯৭১॥

ধানশী।

হরি হরি আমার এমন কবে হবে।
বিষয়-দারুণ-বিষ-জঞ্জাল টুটিবে॥
দারা-সুখ-ভোগে মুঞি হৈব বিরকত।
শরণ লইব গুরু বৈষ্ণব ভাগবত॥

করঙ্গ কোথালি হাতে গলায় কাঁথা দিয়া।
মাধুকুরী মাগিয়া খাব ব্রজ-বাসী হৈয়া॥
সংসার-সুখের মুখে আনল জ্বালিয়া।
থু থু করিয়া কবে যাইব ছাড়িয়া॥
জাতি-কুল-অভিমান সকল ছাড়িব।
গোপাল দাসের আশা কত দিবসে ফলিব॥
॥ ৭০ ॥ ২৯৭২ ॥

তথা রাগ।

হরি হরি আর কি এমন দিন হব।
গৌরাঙ্গ বলিতে অঙ্গ পুলকে পূরিব॥
নিত্যানন্দ বলিতে কবে নয়নে বৈবে নীর।
অদ্বৈত বলিতে কবে হইব অস্থির॥
চৈতন্য নিতাই আর পহুঁ সীতানাথে।
ডাকিয়া মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িব ভূমিতে॥
সে নাম শ্রবণে লইতে হইবে চেতন।
উঠিয়া গৌরাঙ্গ বলি করিব গর্জ্জন॥
শ্রীনন্দকুমার সহ বৃষভানু-সুতা।
শ্রীবৃন্দাবনে লীলা কৈলা যথা যথা॥
সেই সব লীলা-স্থলী দেখিয়া দেখিয়া।
সে লীলা স্মরণ করি পড়িব কান্দিয়া॥
শ্রীরাস-মণ্ডল কবে দর্শন করিব।
হৃদয়ে স্ফুরিব লীলা মূর্চ্ছিত হইব॥
প্রেমদাস কহে মোর হবে হেন দিন।
গৌরাঙ্গের ভক্ত পথে হব উদাসীন॥৭১॥২৯৭৩॥

তথা রাগ।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদ-কণ্ঠয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৭২॥২৯৭৪॥

সুহই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু।
এই কৃপা কর যেন না পাসরি কভু॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হৈল তখনে।
বঞ্চিত হইনু সেই সুখ-দরশনে॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়।
এ সব বিহার মোর রহুক হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রায়।
তোমার চরণ-ধন রহুক হিয়ায়॥
সর্পাষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা যথা।
কৃপা কর মুঞি যেন ভৃত্য হউঁ তথা॥
সংসারের পার হৈয়া ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
হেন দিন হইবে চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত কি সকল ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ পহুঁ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥৭৩॥২৯৭৫॥

তথা রাগ।

হরি হরি ঐছে কি হোয়ব আমার।
সহচর-সঙ্গে রঙ্গে পহুঁ গৌরক
হেরব নদীয়া-বিহার ॥ ধ্রু॥
সুরধুনী-তীরে নটন-রসে পহুঁ মোর
কীর্ত্তন করব বিলাস।
সো কিয়ে হাম নয়ন ভরি হেরব
পূরব চির-অভিলাষ ॥
শ্রীবাস-ভবনে যব নিজ-গণ সঙ্গহি
বৈঠব আপন ঠামে।
ডাহিনে নিত্যা- নন্দ ছত্র ধরি
পণ্ডিত গদাধর বামে ॥
তব কোই মোহে লেই তাঁহা যায়ব
হেরব সো মুখ-চন্দ।
পুলকহি সকল অঙ্গ পরিপূরব
পাওব প্রেম-আনন্দ ॥
জননী সম্বোধনে যব ঘরে আওব
করবহুঁ ভোজন পান।
রামানন্দ আনন্দে কি হেরব
সফল করব দু নয়ান ॥৭৪ ২৯৭৬ ॥

সুহিনী।

নীলাচলে যব মঝু নাথ। দেখিব আপনে জগন্নাথ ॥
রামরায় স্বরূপ লইয়া। নিজ-ভাব করে উঘারিয়া ॥

মোর কি হইবে হেন দিনে । তাহা কি মুঞি শুনিব শ্রবণে ॥
পুন কিয়ে জগন্নাথ দেবে । গুণ্ডিচা-মন্দিরে চলি যাবে ॥
প্রভু মোর সাত সম্প্রদায় । করিবে কীর্ত্তন উচ্চরায় ॥
মহানৃত্য কীর্ত্তন-বিলাস । সাত ঠাঞি হইবে প্রকাশ ॥
মোর কি এমন দিন হব । সে সুখ কি নয়নে দেখিব ॥
সকল ভকতগণ মেলি । উত্থানে করিবে নানা কেলি ॥
বৈষ্ণব দাসের অভিলাষ । দেখি মোর পূরিবেক আশ ॥

॥৭৫॥২৯৭৭॥

তথা রাগ ।

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥

॥৭৬॥২৯৭৮॥

অথ সেবনোচিত-লালসাময়ী প্রার্থনা যথা ।

কামোদ ।

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার ।
দুহুঁ-অঙ্গ পরশিব দুহুঁ-অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোহাঁকার ॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে ।
কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল পূরি
যোগাইব অধর-যুগলে ॥

রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন এই মোর প্রাণ-ধন
সেই মোর জীবন-উপায়।
জয় পতিত-পাবন দেহ মোরে এই ধন
তোমা বিনে অন্য নাহি ভায় ॥

শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
লোক-নাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদে ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥ ৭৭॥২৯৭৯॥

ধানশী।

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন-বেদীর পর বৈসাব দুই-জন ॥
শ্যাম-গৌরী-অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব সে হেরব মুখ-চন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দাস-অনুদাস।
নরোত্তম দাস করে সেবার অভিলাষ ॥৭৮॥ ২৯৮০ ॥

তথা রাগ ।

রাধাকৃষ্ণ সেব মন জীবনে মরণে ।
তাঁর স্থান তাঁর লীলা স্মর রাত্রি দিনে ॥
যখন যে লীলা করে যুগল-কিশোর ।
সখীর সঙ্গিনী হই তাতে হও ভোর ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ সেব নিরবধি ।
তাঁর পাদ-পদ্ম মোর মন্ত্র-মহৌষধি ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি দেবি মোরে কর দয়া ।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদ-পদ্ম-ছায়া ॥
শ্রীরসমঞ্জরি দেবি কর অবধান ।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদ-পদ্ম-ধ্যান ॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল-বিলাস ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥৭৯॥২৯৮১॥

তথা রাগ ।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে ।
কেলি-কৌতুক-রঙ্গে করিব সেবনে ॥
ললিতা বিশাখা সনে যতেক সখীর গণে
মণ্ডলী করিব দুহুঁ মেলি ।
রাই কানু দুহুঁ ধরি নৃত্য করে ফিরি ফিরি
নিরখি গোঙাব কুতূহলী ॥
আলয় বিশ্রাম ঘর গোবর্দ্ধন গিরিবর
রাই কানু করাব শয়নে ।
নরোত্তম দাসে কয় এই যেন মোর হয়
অনুক্ষণ চরণ সেবনে ॥ ৮০ ॥ ২৯৮২

তথা রাগ।

গোবর্দ্ধন গিরিবর পরম নির্জ্জন স্থল
রাই কানু করাব বিশ্রামে।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
সুখময় রাতুল চরণে॥
কমল-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল পূরি
যোগাইব বদন-কমলে।
মণিময় কিঙ্কিণী রতন-নূপুর আনি
পরাইব চরণ-যুগলে॥
কনক-কটোরা ভরি সুগন্ধি চন্দন থুরি
দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব।
গুরু-রূপা সখী বামে ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে
চামরের বাতাস করিব॥
দোঁহার কমল-আঁখি পুলক হইবে দেখি
দুহুঁ-পদ পরশিব করে।
চৈতন্য-দাসের দাস মনে মাত্র অভিলাষ
নরোত্তম দাসে সদা স্ফুরে॥ ৮১॥ ২৯৮৩॥

তথা রাগ।

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥

সেই মোর রস-নিধি সেই মোর বাঞ্ছা-সিদ্ধি
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই জপ সেই মোর সিদ্ধি-যোগ
সেই মোর ধরম করম ॥
অনুকূল হবে বিধি সে পদ হইবে সিদ্ধি
নিরখিব এ দুই নয়নে।
সে রূপ-মাধুরী শশী প্রাণ কুবলয়-রাশি
প্রফুল্লিত হবে নিশি দিনে ॥
তুয়া অদর্শন-অহি- গরলে জারল দেহী
চির দিন তাপিত জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ-ছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥ ৮২ ॥ ২৯৮৪ ॥

পাহিড়া।

হরি হরি আর কি এমন দয়া হব।
কবে বৃষভানু-পুরে আহীর-গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব ।ধ্রু॥
যাবট নগরে কবে পাণি-গ্রহণ হবে
বসতি করিব কবে তায়।
সখীর পরম-প্রেষ্ঠ যে তাহার হয় শ্রেষ্ঠ
সেবন করিব তাঁর পায় ॥
তেঁহো কৃপাবান হৈয়া রাতুল চরণ লৈয়া
আমারে করিবে সমর্পণ।
সফল হইবে দশা পূরিবে মনের আশা
সম্বাহব যুগল চরণ ॥

বৃন্দাবনে দুই জন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সেবন করিব অবশেষে ।
সখীগণ চারিভিতে নানা যন্ত্র লৈয়া হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে ॥
দুহুঁ-চাঁদ-মুখ দেখি জুড়াবে তাপিত আঁখি
নয়নে বহিবে প্রেম-ধার ।
বৃন্দার নিদেশ পাব দোহাঁর নিকটে যাব
হেন দিন হইবে আমার ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুটি পায় ।
নরোত্তম দাসের মনে প্রিয়-নর্ম্ম-সখীগণে
আমারে গণিয়া লবে তায় ॥৮॥২৯৮৫ ॥

তথা রাগ ।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব ।
ছাড়িয়া পুরুষ-দেহ প্রকৃতি হইব ॥
টানিয়া বান্ধিব চূড়া নব-গুঞ্জা তাহে বেড়া
নানা ফুলে গাঁথি দিব হার ।
পীত-বসন অঙ্গে পড়াইব সখী সঙ্গে
বদনে তাম্বূল দিব আর ॥
দুঁহু-রূপ মনোহারী দেখিব নয়ান ভরি
নীলাম্বরে রাইকে সাজাইয়া ।
নব-রত্ন জাদ আনি বান্ধিব বিচিত্র বেণী
তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া ॥

সে না রূপ-মাধুরী দেখিব নয়ান ভরি
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন দেহ মোরে এই ধন
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস। ৮৪ ॥ ২৯৮৬

তথা রাগ।

প্রাণেশ্বরি এইবার করুণা কর মোরে।
দশনেতে তৃণ ধরি অঞ্জলি মস্তকে করি
এই জন নিবেদন করে ॥
প্রিয়-সহচরী সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
তুয়া প্রিয় ললিতা-আদেশে।
তুয়া প্রিয় নিজ-সেবা দয়া করি মোরে দিবা
করি যেন মনের হরিষে ॥
প্রিয় গিরিধর সঙ্গে অনঙ্গ-খেলন রঙ্গে
অঙ্গ-বেশ করাইতে সাজে।
রাখ এই সেবা কাজে নিজ পদ-পঙ্কজে
প্রিয় সহচরীগণ মাঝে ॥
সুগন্ধি চন্দন মণিময় আভরণ
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যার দাসী যেন হউঁ তার
অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে ॥
জল সুবাসিত করি রতন-ভৃঙ্গারে ভরি
কর্পূর বাসিত গুয়া পাণ।
এ সব সাজাইয়া ডালা লবঙ্গ মালতী-মালা
ভক্ষ্য দ্রব্য নানা অনুপাম ॥

সখীর ইঙ্গিত হবে   এ সব আনিব কবে
যোগাইব ললিতার কাছে।
নরোত্তম দাসে কয়   এই যেন মোর হয়
দাঁড়াইয়া রহো সখীর পাছে ॥৮৫॥২৯৮৭॥

কেদার।

অরুণ-কমল-দলে   শেজ বিছায়ব
বৈসাব কিশোর কিশোরী।
অলকা-আবৃত মুখ-   পঙ্কজ মনোহর
মরকত-শ্যাম হেম-গৌরী ॥
প্রাণেশ্বরি কবে মোর হবে কৃপা দিঠি।
আজ্ঞায় আনিব কবে   চম্পক-কুসুম-বর
শুনব বচন আধ মিঠি ॥ ধ্রু ॥
মৃগ-মদ তিলক   সুসিন্দুর বনায়ব
লেপব চন্দন-গন্ধে।
গাঁথিয়া মালতী ফুল   হার পহিরায়ব
ধাওব মধুকর-বৃন্দে ॥
ললিতা কবে মোরে   বীজন দেওব
বীজব মারুত মন্দে।
শ্রম-জল সকল   মিটব দুহুঁ-কলেবর
হেরব পরম-আনন্দে ॥
নরোত্তম দাস   আশ পদ-পঙ্কজ
সেবন মাধুরী-পানে।
হোয়ব হেন দিন   না দেখিয়ে কিছু চিন
দুহুঁ জন হেরব নয়ানে ॥৮৬॥২৯৮৮॥

বিহাগড়া।

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে।
গোবর্দ্ধন গিরিবর পরম নিভৃত ঘর
রাধা কানু করাব শয়নে ॥ ধ্রু ॥

ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়ায়ব
মোছায়ব আপন চিকুরে।
কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল পূরি
যোগাইব দুহুঁক অধরে ॥

প্রিয়-সখীগণ সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুহুঁক কমল-দিঠি কৌতুকে হেরব দুহুঁ
অঙ্গ পুলক-অঙ্কুরে ॥

মল্লিকা মালতী যূথী নানা ফুলে মালা গাঁথি
কবে দিব দোঁহার গলায়।
সোণার কটোরা করি কর্পূর চন্দন ভরি
কবে দিব দোঁহাকার গায় ॥

কবে বা এমন হব দুহুঁ-মুখ নিরখিব
লীলা-রস নিকুঞ্জ-শয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে কেলি-কৌতুক-রঙ্গে
নরোত্তম শুনিবে শ্রবণে ॥৮৭॥২৯৮৯॥

গুর্জ্জরী।

প্রাণনাথ কবে মোর হইবে সুদিনে।
রাধাকৃষ্ণ রাত্রি-কালে নানা ক্রীড়া-কুতূহলে
পরিশ্রমে করিবে শয়নে॥
সুবাসিত জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়ায়ব
পুন খাওয়াইব আর জল।
তাম্বূল কর্পূরযুত যোগাইব অভিমত
সম্বাহব ও পদ-কমল॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপন করিব রঙ্গে
বীজন করিব নানা ভাতি।
দুই জন নিদ্রা যাব পরম আনন্দ পাব
পুন জাগরণ হব নিতি॥
মোর এই অভিলাষ পূরাইলে পুরে আশ
কৃপা করি কর অবধান।
তোমার করুণা বিনে প্রাপ্ত নহে এই ধনে
এ রাধামোহন যাচে দান॥৮৮॥২৯৯০॥

ললিত।

জানিয়া কামিনী যামিনী-শেষ।
জাগহ সখী সবে করব নিদেশ॥
ললিতা বিশাখা ঘুমায়ব সখী সঙ্গে।
সবহুঁ চরণ সম্বাহব রঙ্গে॥
হরি হরি কবহুঁ শ্রীচরণ সম্বাই।
কনকমঞ্জরী-মুখ হেরব জাগাই॥

ঘুমল সখীগণে জাগব শয়নে।
কর্পূর তাম্বূল দেয়ব বদনে॥
বিরচিব সিন্দুর কাজর বেশ।
বসন পিন্ধায়ব বান্ধব কেশ॥
তনু অনুলেপন চন্দন-গন্ধ।
পুনহি পরায়ব কাঁচলী-নিবন্ধ॥
আরতি করব হেরব মুখ-চন্দ্র।
টুটব চিরদিনে বিরহক ধন্দ॥
শয়ন-নিকুঞ্জে গবাখ আগোরি।
হেরব সখীগণে আনন্দ ভোরি॥
বলরাম হেরব দুহুঁ-মুখ-চন্দ্র।
ভাগব কব দিঠি-শ্রবণক দ্বন্দ্ব॥৮৯॥২৯৯১॥

পঠমঞ্জরী।

প্রেমক পুঞ্জরি শুন গুণমঞ্জরি
তুহুঁ সে সকল-সুখ দায়ী।
তোহারি গুণগণ চিন্তই অনুখণ
মঝু মন রহল বিকাই॥
হরি হরি কবে মোর শুভ দিন হোয়।
কিশোর-কিশোরী-পদ সেবন-সম্পদ
তুয়া সনে মিলব মোয়॥ ধ্রু॥
হেরই কাতর জন কুরু কৃপা-নিরীক্ষণ
নিজ-গুণে পূরবি আশে।
তুহুঁ নব ঘনু বিনু বিন্দু বরিখণ
কো পূরব পিপিয়া-পিয়াসে॥

তুহুঁ সেবি ধন গতি নিশ্চয় নিশ্চয় অতি
মঝু মনে ইহ পরমাণে।
কহই কাতর-ভাবে পুন পুন শ্রীনিবাসে
করুণায় করু অবধানে ॥৯০॥২৯৯২॥

তথা রাগ।

তুহুঁ গুণমঞ্জরি রূপে গুণে আগরি
মধুর মধুর গুণ-ধামা।
ব্রজ-নব-যুব-দ্বন্দ্ব- প্রেম-সেবা-পরবন্ধ
বরণ উজ্জ্বল তনু শ্যামা॥

কি কহিব তুয়া যশ দুহুঁ সে তোঁহার বশ
হৃদয়ে নিশ্চয় মঝু মানে।
আপনা অনুগা করি করুণা-কটাক্ষে হেরি
সেবা-সম্পদ কর দানে॥

ইহ বামন-তনু চাঁদ ধরিতে জনু
মঝু মন হেন অভিলাষে।
এ জন কৃপণ অতি তুহুঁ সে কেবল গতি
নিজ-গুণে পূরবি আশে॥

ঊর্দ্ধ অঙ্গুলি করি দশনেতে তৃণ ধরি
নিবেদহুঁ বারহি বার।
শ্রীনিবাস দাস কামে প্রেম-সেবা ব্রজ-ধামে
প্রার্থহুঁ তুয়া পরিবার ॥৯১॥২৯৯৩॥

কেদার।

কুসুমিত বৃন্দাবনে নাচত শিখিগণে
পিকুকুল ভ্রমর ঝঙ্কারে।
প্রিয়-সহচরী সঙ্গে গাইয়া যাইব রঙ্গে
মনোহর নিকুঞ্জ-কুটীরে॥
হরি হরি মনোরথ ফলিব আমারে।
দুহুঁক মন্থর গতি কৌতুকে হেরব অতি
অঙ্গ ভরি পুলক-অঙ্কুরে॥
চৌদিকে সখীর মধ্যে রাধিকার ইঙ্গিতে
চিরুণী লইয়া করে করি।
কুটিল কুন্তল সব বিথারিয়া আঁচড়িব
বনাইব বিচিত্র কবরী॥
মৃগমদ মলয়জ সব অঙ্গে লেপব
পরাইব মনোহর হার।
চন্দন কুঙ্কুমে তিলক বনাইব
হেরব মুখ-সুধাকর॥
নীল-পটাম্বর যতনে পরাইব
পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে।
ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা চরণ ধোয়ায়ব
মাজব আপন চিকুরে॥
কুসুম কমল-দলে শেজ বিছায়ব
শয়ন করাব দোঁহাকারে।
ধবল চামর আনি মৃদু মৃদু বীজব
ঘরমিত দুহুঁক শরীরে।

কনক-সম্পুট করি কর্পূর তাম্বূল ভার

যোগাইব দোঁহার বদনে ।

অধর-সুধা-রসে তাম্বূল সুরসে

ভুখব অধিক যতনে ॥

শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু লোকনাথ দীনবন্ধু

মুঞি দীনে কর অবধান ।

রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন প্রিয়-নর্ম্ম-সখীগণ

নরোত্তম মাগে এই দান ॥১২॥২৯১৪॥

কেদার ।

বিপরীত অম্বর পালটি পিন্ধায়ব

বান্ধব কুন্তল-ভার ।

গাঁথি দুহুঁক হিয়ে পুন পহিরায়ব

টুটল মোতিম-হার ॥

হরি হরি কব নব-পল্লব-শয়নে ।

রতি-রণ-শ্রমে ঘরমে দুহুঁ বৈঠব

বীজব কিশলয়-বীজনে ॥ধ্রু॥

লোচন-খঞ্জন কাজরে রঞ্জব

নব-কুবলয় দুই কাণে ।

সিন্দূর চন্দনে তিলক বনায়ব

অলক করব নিরমাণে ॥

দুহুঁ-মুখ-জ্যোতি মুকুর দরশায়ব

দেখব সুকর্পূর পাশে ।

বলরাম দাসক চির-দুখ মিটব

দুহুঁ হেরব নয়ানে ।১৩॥৩০৯৯৫॥

তথা রাগ।

প্রভু হে এইবার করহ করুণা।
যুগল-চরণ দেখি সফল করিব আঁখি
এই বড় মনের বাসনা॥

নিজ-পদ-সেবা দিবা নাহি মোরে উপেখিবা
তুহুঁ পহু করুণা-সাগর।
তুহুঁ বিনু নাহি জানো এই বড় ভাগ্য মানো
মুঞি বড় পতিত পামর॥

ললিতা-আদেশ পাঞা চরণ সেবিব যাঞা
প্রিয়-সখী সঙ্গে হর্ষ-মনে।
তুহুঁ দাতা-শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি
নিকটে চরণ দিবে দানে॥

পাব রাধাকৃষ্ণ-পা ঘুচিবে মনের ঘা
দূরে যাবে এ সব বিকল।
নরোত্তম দাসে কয় এই বাঞ্ছা সিদ্ধ হয়
দেহ প্রাণ সফল সকল॥৯৪॥২৯৯৬॥

তথা রাগ।

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ মোর প্রাণ-সম্পদ
শ্রীমণিমঞ্জরী তার সঙ্গে।
হেন দশা মোর হব সে পদ দেখিতে পাব
সখী সহ প্রেমের তরঙ্গে॥

মদন-সুখদা নাম কুঞ্জ-শোভা অনুপাম
তাহে রত্ন-সিংহাসন পরি ।
চতুর্দ্দিকে সখীগণ বসিবেন দুইজন
রসাবেশে কিশোর-কিশোরী ॥
সেই সিংহাসন-বামে দাঁড়াইয়া সাবধানে
গুণ-মণি-মঞ্জরীর পাছে ।
মালতীমঞ্জরী নামে রূপে গুণে অনুপাম
আমারে ডাকিবে নিজ কাছে ॥
মুঞি তাঁর কাছে যাঞা দুহুঁ-রূপ নিরখিয়া
নয়নে বহিবে প্রেম-ধারা ।
দোঁহার দর্শনামৃতে মোর নেত্র-চাতকে
রহিবে সে হইয়া বিভোরা ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী সুখে তাম্বূল দিবেন মুখে
রাই কানু করিবে ভক্ষণ ।
পিক ফেলিবার বেরি আলবাটি আন বলি
আমারে ডাকিবে দুই জন ॥
সখীর ইঙ্গিত পাঞা আলবাটি করে লঞা
ধরিব সে চন্দ্র-মুখ পাশে ।
তাহাতে ফেলিবে পিক, মুঞি লঞা এক ভিত
দাঁড়াইব মনের হরষে ॥
কত না কৌতুক কাজ হইবে সে কুঞ্জ মাঝ
তাহা মুঞি শুনিব শ্রবণে ।
পুরিবে মনের আশা পালটিবে মোর দশা
নিবেদয় বৈষ্ণবচরণে ॥ ৯॥২৯৯৭॥

তথা রাগ।

হাহা বৃষভানু-সুতে।
তোমার কিঙ্করী শ্রীগুণমঞ্জরী
মোরে লবে নিজ যুথে॥
নৃত্য-অবসানে তোমরা দুজনে
বসিবারে দিব পরে।
ঘামে টলমল সে অঙ্গ অতুল
রাস-পরিশ্রম-ভরে॥
মুঞি তার কৃপা- ইঙ্গিত পাইয়া
শ্রীমণিমঞ্জরী সাথে।
দোঁহার শ্রীঅঙ্গে বাতাস করিব
চামর লইয়া হাতে॥
কেহু দুই-জন- বদন চরণ
পাখালি মুছাব সুখে।
শ্রীরূপমঞ্জরী তাম্বূল বীটিকা
দেয়ব দোঁহার মুখে॥
শ্রম দূরে যাবে অঙ্গ সুখী হবে
অলসে ভরিবে গা।
বৈষ্ণবদাসের এ আশা পূরিবে
করিবেক মন্দ বা॥ ৯৮॥ ৩০০০॥

তথা রাগ।

কুঞ্জ-ভবনে নব কিশলয় আনি।
সেজ বিছায়ব বৈঠিত জানি॥

শ্যাম গোরী আলসে শুতব তায় ।
সখীগণ শুতব আনহি ঠায় ॥
মদন-মদালসে দুহুঁ ভই ভোর ।
করবহি রতি-রণ যুগল-কিশোর ॥
কঙ্কণ-কিঙ্কণী-বলয়-নিসান ।
শুনইতে হামারি জুড়ায়ব কাণ ॥
ঝরকহিঁ ঝাঁপি হেরব সখী মেলি ।
দুহুঁ জন রতি-রণ করু বহু কেলি ॥
বৈঠব শ্রম-জলে পূরব গা ।
রতিমঞ্জরী করু মৃদু মৃদু বা ॥
শ্রীগুণমঞ্জরী দিবে সুবাসিত জল ।
হেরি হোয়ব মঝু নয়ন সফল ॥
পূরব চিরদিনে ইহ-জন-আশ ।
নিবেদয়ে তুয়া পায়ে বৈষ্ণব দাস ॥ ১৯ ॥৩০০১॥

তথা রাগ ।

নিন্দের আলিসে শুতিবে দুজন
রতন-পালঙ্কোপরে ।
সহচরীগণ শুতিবে তখন
কলপ-নিকুঞ্জ ঘরে ॥
রূপ-রতি-গুণ- মঞ্জরী তখন
করয়ে বিবিধ সেবা ।
পাদ-সম্বাহন চামর-বীজন
যাহার কল্পণ যেবা ॥

শ্রীগুণমঞ্জরী বহু কৃপা করি
ঠারিয়া কহিবে মোরে।
ললিতা বিশাখা চম্পকলতিকা
চরণ সেবিবার তরে॥

মুঞি সে আজ্ঞাতে, বসিব ত্বরিতে
ললিতা-চরণ-তলে।
গুলফ অঙ্গুলি চরণ সকলি
সম্বাহিব মনোবলে॥

কটি পীঠ আদি মৃদু মৃদু চাপি
যতেক বন্ধান আছে।
তেহো নিন্দ যাবে, উঠি যাব তবে
বিশাখা দেবীর কাছে॥

গায়ের ওঢ়নী কাঁচলি খুলিয়া
দু জানু চাপিয়া বসি।
চরণ-যুগল হৃদয়ে ধরিয়া
হেরিব নখর-শশী॥

পরম নিপুণে সম্বাহি চরণে
যাইব চিত্রার পাশে।
হেন অনুক্রমে করিবে সেবন
কেবল বৈষ্ণব দাসে॥ ১০০॥ ৩০০২

তথা রাগ।

রূপ-গুণবতী রস- মঞ্জরী লবঙ্গ পাশ
বিলাসাদি একত্র হইয়া।
শ্রীলীলামঞ্জরী আর কহিবেন পরস্পর
রাই কানু দোঁহারে নিছিয়া॥

হরি হরি মোর হেন হবে শুভ দিনে।
মালতী দেবীর পাছে বসিয়া সবার কাছে
মুঞি তাহা করিব শ্রবণে॥

রাই-কানু-রূপ-গুণে রতি-রস-প্রশংসনে
শ্রীঅঙ্গ-সৌরভ সুবিলাসে।
বিভোর হইয়া সবে অনুক্রমে প্রশংসিবে
নিভৃত-নিকুঞ্জ-গৃহ পাশে॥

নানাভাবে অলঙ্কৃত হইবে বিভোর চিত
সব প্রিয়-নর্ম্ম-সখীগণে।
কেবল বৈষ্ণবের আশা পালটিবে মোর দশা
সে সব করিব দরশনে॥ ১০১ ॥৩০০৩॥

তথা রাগ।

হা নাথ গোকুল-চন্দ্র হা কৃষ্ণ পরমানন্দ
হাহা ব্রজেশ্বরীর নন্দন।
হা রাধিকা চন্দ্র-মুখি গান্ধর্ব্বী ললিতা সখি
কৃপা করি দেহ দরশন॥

তোমা দোঁহার শ্রীচরণ আমার সর্ব্বস্ব-ধন
তাহার দর্শনামৃত-পান ।
করাইয়া জীবন রাখ মরিতেছি এই দেখ
করুণা-কটাক্ষ কর দান ॥
দোহেঁ সহচরী সঙ্গে মদনমোহন-ভঙ্গে
শ্রীকুঞ্জে কলপতরু-ছায় ।
আমারে করুণা করি দেখাইবে সে মাধুরী
তবে হয় জীবন-উপায় ॥
হাহা শ্রীদামের সখা কৃপা করি দাও দেখা
হাহা বিশাখার প্রাণ-সখি ।
দোঁহে সকরুণ হৈয়া চরণ-দর্শন দিয়া
দাসীগণ মাঝে লেহ লেখি ॥
তোমার করুণা-রাশি তেঞি চিতে অভিলাষি
কৃপা করি পূর মোর আশ ।
দশনেতে তৃণ ধরি ডাকি নাম উচ্চ করি
দীন হীন বৈষ্ণবের দাস ॥১০২॥৩০০৪॥

তথা রাগ ।

হরি হরি কি কহিয়ে প্রলাপ বচন ।
কাহাঁ সে সম্পদ-সার কাহাঁ এই মুক্তি ছার
কিয়ে চিত্র বাউলের মন ।
অনন্ত-বৈকুণ্ঠ-সার বৃন্দাবন নাম যার
তাহে পূর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র ॥
তার প্রিয়া-শিরোমণি শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী
বিলসয়ে সঙ্গে সখীবৃন্দ ॥

তার অনুচরী সঙ্গে প্রেম-সেবা-পরবন্ধে
ব্রহ্মা শিব শেষের অগম্য।
কাহাঁ এ পাপিষ্ঠ জন পাপালয় মূর্ত্তিমান
আশা করি করে তাহা কাম্য॥
যথা বাওনের ইন্দু পঙ্গুর লঙ্ঘন সিন্ধু
মূকের যেমন বেদ-ধ্বনি।
পশ্চিমে উদয় সূর মলয়জ সুকর্পূর
পথের কঙ্কর চিন্তামণি॥
এ সব যদিও হয় কৃপা বিনে তবু নয়
শ্রীরাধামাধব দরশন।
বৈষ্ণব দাসের মনে দরিদ্র বিজয়া-পানে
শুতি যেন দেখয়ে স্বপন॥১০৩॥৩০০৫॥

ইতি সঙ্কীর্ত্তনং সমাপ্তম্।

তস্মাৎ পূর্ব্বকীর্ত্তনানুসারেণ যথা।

পাহিড়া।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ রূপ সনাতন রঘুনাথের শ্রীচরণ-
ধুলি করোঁ মস্তকে ভুষণ॥
পাঞা যার আজ্ঞা-ধন ব্রজের বৈষ্ণবগণ
বন্দো তারে মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্য-বিলাস-সিন্ধু- কল্লোলের এক বিন্দু
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস॥১০৪॥৩০০৬॥

পুনশ্চ।

বরাড়ী।

জয় গৌরচন্দ্র সর্ব্ব-অবতার-সার।
গদাধর-প্রাণনাথ পরিবার যার॥
জয় জয় নরহরি-প্রাণ শ্রীচৈতন্য।
করুণায় অবতরি সবে কৈলা ধন্য ॥১০৫॥৩০০৭॥

ধানশী।

বসুধা জাহ্নবার জীবন ধন নিতাই মোর
আমার মরমে লাগিয়াছে।
এমন দয়ার ঠাকুর কে কোথা দেখেছে রে
যাচিয়া যাচিয়া প্রেম দিছে ॥১০৬॥৩০০৮॥

তথা রাগ।

জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি।
যাঁহার কৃপায় চৈতন্য-গুণ গাই ॥১০৭॥৩০০৯॥

বরাড়ী।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাশ্রয়।
জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রেমময় ॥
জয় শ্রীল সনাতন কৃপালু-হৃদয়।
জয় শ্রীল রূপ রস-সম্পদ-নিলয় ॥
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট করুণা-সাগর।
জয় রঘুনাথযুগ কৃপা-পূর্ণান্তর ॥
জয় শ্রীজীব গোসাঞি দয়া কর মোরে।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে ॥

প্রতিজ্ঞা আছয়ে এই ঘোর কলি-কালে।
উদ্ধার করিবে মহাপাতকী সকলে॥
বিচার করহ যদি মোর অপরাধ।
এ রাধামোহনের তবে বড় পরমাদ॥১০৮॥৩০১০॥

ধানশী।

গোরা-গুণে আছিলা ঠাকুর শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দ দাস॥
ইত্যাদি॥১০৯॥৩০১১॥

তথা রাগ।

রাধা কৃষ্ণ রসময়-মূর্ত্তি কলেবর।
জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু দয়ার সাগর॥
অয়ে প্রভু দয়াময় দয়া কর মোরে।
কাতর হইয়া ডাকি পাই বড় ডরে॥
মোর মন অনিবার সেবিয়া বিষয়।
যত পাপে ডুবাইল কহিল না হয়॥
তোমার সম্বন্ধ মোতে এই ত বিচার।
কৃপা করি কর প্রভু আমার উদ্ধার॥
জয় জয় দীন-বন্ধু পতিত-পাবন।
জয় জয় প্রেম-দাতা দেহ প্রেম-ধন॥
এই নিবেদন করি চরণে তোমার।
এ রাধামোহনে এবার করহ উদ্ধার॥১১০॥৩০১২॥

তথা রাগ।

জয় রে জয় রে জয় ঠাকুর নরোত্তম
প্রেম-ভকতি-মহারাজ।
ইত্যাদি ॥ ১১॥৩০১৩॥

তথা রাগ।

জয় রে জয় রে শ্রী নিবাস নরোত্তম
রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দ দাস।
জয় শ্রীগোবিন্দ গতি অগতি জনার গতি
প্রেম-মূরতি পরকাশ ॥

শ্রীদাস গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ
শ্রীরামচরণ শ্রীনিবাস।
শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নৃসিংহ খ্যাতি
কর্ণপূর শ্রীবল্লবীদাস ॥

শ্রীগোপীরমণ নাম ভগবান গোকুলাখ্যান
ভক্তি-গ্রন্থ কৈলা পরকাশ।
প্রভুর প্রেয়সী মান শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া নাম
জাজী গ্রামে সতত বিলাস ॥

শ্রীমতী দ্রৌপদী আর ঈশ্বরী বিখ্যাত যাঁর
গৌর-প্রেম ভক্তি-রসে ভাস।
প্রভুর কন্যা হেমলতা, সর্ব্ব লোকে যশ-খ্যাতা
স্মরণ মনন রসোল্লাস ॥

রামকৃষ্ণ মুকুন্দাখ্যা   চট্টরাজ যাঁর ব্যাখ্যা
শুদ্ধ-ভক্তি-মত্ত নিরিবাস।
রাঢ়দেশে সুধানিধি   মণ্ডল ঠাকুর খ্যাতি
প্রভু-পদে সুদৃঢ় বিশ্বাস॥
ঘটক শ্রীরূপ নাম   রসবতী-রাই-শ্যাম-
লীলার ঘটনা-রসে ভাস।
শ্রীবীর হাম্বির নাম   বিষ্ণুপুর যার ধাম
যেঁহো আদি শাখা প্রভু পাশ॥
চট্টরাজ-কুলোদ্ভব   গোপীজন-বল্লভ
সদা প্রেম-সেবা অভিলাস।
শ্রীঠাকুর মহাশয়   তাঁর যত শাখা হয়
মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ॥
রামকৃষ্ণ আচার্য্য খ্যাতি, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী
ভক্তি-মূর্ত্তি গাম্ভিলা নিবাস।
রূপ রাধুরায় নাম   গোকুল শ্রীভগবান
ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস॥
শ্রীল রাধাবল্লভ   চাঁদ রায় প্রেমার্ণব
চৌধুরী শ্রীখেতরি নিবাস।
শ্রীরাধামোহন-পদ   যাঁর ধন-সম্পদ
নাম যার এ উদ্ধব দাস॥১২॥৩০১৪॥

অথ শ্রীবৈষ্ণব গোসাঞি।

সুহই।

বড় দয়ার ঠাকুর মোর বৈষ্ণব-গোসাঞি।
কলি-ভব তরাইতে আর কেহো নাই॥

গুরু গোঁসাঞি বৈষ্ণব গোঁসাঞি তার অবতার ।
এমন করুণা-নিধি না হইবে আর ॥
বৈষ্ণব গোঁসাঞির ভাই অপার মহিমা ।
আপনেই প্রভু তাঁর দিতে নারে সীমা ॥
বৈষ্ণব-দুয়ারে যদি হইতাম কুকুর ।
পাতের আঁঠো দিয়া তরাইতেন বৈষ্ণব ঠাকুর ॥
জাতি-কুল-অভিমানে হারাইলাম নিধি ।
হেন অবতারেরে বঞ্চিত কৈল বিধি ॥
এ কূল ও কূল মোর দুকূল পাথার ।
চুলে ধরি লাথি মারি মোরে কর পার ॥১১৩৩০১৫॥

তথা রাগ ।

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি এই নিবেদন
মো বড় অধম দুরাচার ।
দারুণ সংসার নিধি তাহে ডুবাওল বিধি
চুলে ধরি মোরে কর পার ॥
বিধি বড় বলবান না শুনে ধরম-জ্ঞান
সদাই করম-ফাঁসে বান্ধে ।
না দেখি তারণ-লেশ যত দেখি সব ক্লেশ
অনাথ কাতরে তেঞি কান্দে ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান সহ
আপন আপন স্থানে টানে ।
আমার ঐছন মন ফিরে যেন অন্ধ-জন
সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥

না লইনু সত-মত অসতে মজিল চিত
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তম দাস কয় দেখি শুনি লাগে ভয়
এই বার তরাইয়া লেহ পাশ ॥১১৪॥৩০১৬॥

তথা রাগ।

ঠাকুর-বৈষ্ণব-পদ অবনীর সম্পদ
শুন ভাই হৈয়া এক-মনে।
আশ্রয় হইয়া সেবে সেই কৃষ্ণ-ভক্তি লভে
আর সবে মরে অকারণে ॥
বৈষ্ণব-চরণ-জল প্রেম-ভক্তি দিতে বল
আর কেহো নাহি বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু মস্তকে ভূষণ বিনু
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥
তীর্থ-জল পবিত্র গুণে লিখিয়াছে পুরাণে
সেহ সব ভক্তি-প্রপঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক সম নহে সেই সব
যাতে ভক্তি বাঞ্ছিত-পূরণ ॥
নরোত্তম দাস কয় শুন শুন মহাশয়
বিষম সংসারে মোর বাস।
না দেখি তারণ-পথ অসতে মজিল চিত
এই বার তরাইয়া লেহ পাশ ॥১১৫॥৩০১৭॥

শ্রীরাগ।

শ্রীকৃষ্ণ-ভজন লাগি সংসারে আইনু।
মায়া-জালে বন্দী হৈয়া বৃক্ষ-সম হৈনু ॥

স্নেহ-লতা বেড়ি বেড়ি তনু কৈল শেষ ।
ক্রীড়া-রূপে নারী তাহে হৃদয়ে প্রবেশ ॥
ফল-রূপী পুত্র কন্যা ডাল ভাঙ্গি পড়ে ।
মাতা-পিতা-বিহঙ্গ উপরে বাসা করে ॥
বাড়িতে না পাইল গাছ শুকাইয়া গেল ।
সংসার-দাবানল তাহাতে লাগিল ॥
দুরাশা দুর্বাসনা দুই উঠে ধুঙা হৈয়া ।
ফুকার করয়ে লোচন মরিলাম পুড়িয়া ॥
এগুয়াও এগুয়াও মোর বৈষ্ণব গোসাঞি ।
করুণার জলে সিঞ্চ তবে রক্ষা পাই ॥১১৬॥৩০১৪॥

তথা রাগ ।

সকল বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া কর মোরে ।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে ॥
শ্রীগুরু-চরণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
পাদ-পদ্ম পাওয়াইয়া মোরে কর ধন্য ॥
তোমা সবার করুণা বিনে ইহা প্রাপ্তি নয় ।
বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিল নিশ্চয় ॥
বাঞ্ছা-কল্প তরু হও করুণা-সাগর ।
এই ত ভরসা মুঞি ধরিয়ে অন্তর ॥
গুণ-লেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা ।
আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা ॥
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-রুচি আর প্রেম-ধন ।
এ রাধামোহনে দেহ হৈয়া সকরুণ ॥১১৭॥৩০১৫॥

শ্রীগুরু-স্তুতি।

তথা রাগ।

প্রাণনাথ কৃপা করি শুন দুঃখ মোর।

আপন অনন্ত গুণে হেন মহাপাপী জনে
দয়া কৈলা যার নাহি ওর॥

প্রেম-সেবা-প্রাপ্ত্যুপায় উপদেশ দিলা তায়
মুঞি তার না ছুইনু গন্ধ।

আপন করম-দোষে সেবিনু বিষয়-বিষে
মোর দেখি পুন ভব-বন্ধ॥

যত পাপ-সঞ্চয় তত আপরাধ হয়
তাহার আলয়-রূপ আমি।

মোর মন দুষ্ট যত তাহা না কহিব কত
কিবা নাহি জান প্রভু তুমি॥

সেই ভব ভাবিতে মুখ নাহি ক্ষমাইতে
কত বা ক্ষমিবা নিজ-গুণে।

নিরঙ্কুশ কৃপাময় অনায়াসে সব হয়
ফুকারয়ে এ রাধামোহনে॥১১৮॥৩০২০॥

তথা রাগ।

তোমার করুণা বিনে, মো পাপীর নাহি ত্রাণে
সত্য সত্য এই নিবেদনে।

মোর মন দুরাচার নিমিষ পরার্দ্ধ কাল
স্থির নহে ভজন স্মরণে॥

প্রাণনাথ কৃপা করি শুন মোর কাজে।

বুঝাইনু যত যত না লয় পামর চিত্ত
সদাই বিষয়-বিষে মজে॥

অনায়াসে তরি যাইতে উপদেশ দিলা তাতে
তাহা মুঞি না শুনিনু কাণে।
তোমার সম্বন্ধ মোতে এই খ্যাত ত্রিজগতে
এ বিচারি কর পরিত্রাণে॥
বৃন্দাবনে বাস দিয়া নামে রুচি জন্মাইয়া
মোর মন রাখ স্বচরণে।
এ রাধামোহন কয় তবে মোর ত্রাণ হয়
অসম্ভব কৃপা লোকে জানে॥১১৯॥৩০২১॥

তথা রাগ।

প্রাণনাথ মোরে তুমি কৃপা-দৃষ্টি কর।
মুঞি পাপী দুরাচার মোরে কর অঙ্গীকার
এ ভব-সাগর হৈতে তার॥
মধ্যে মধ্যে বাঞ্ছা হয় সেহো মোর স্থায়ী নয়
মন-যোগে ও রাঙ্গা-চরণে।
সেহো বুদ্ধি মোর নয় বিচারিলে এই হয়
আকর্ষ সে তোমার নিজ-গুণে॥
তুমি করুণার সিন্ধু এ দীন জনের বন্ধু
উদ্ধারিয়া দেহ পদ-সেবা।
এই অধমের ত্রাতা তোমা বিনে প্রেম-দাতা
ভুবনে আছয়ে অন্য কেবা॥
মোর কর্ম্ম না বিচারি পূর্ব্ববৎ দয়া করি
মোরে দেহ সেই প্রেম-সেবা।
এ রাধামোহন কয় মোর পরিত্রাণ হয়
তবে গুণ নাহি গায় কেবা॥১২০॥৩০২২॥

সুহই।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব তোমার চরণ
স্মরণ না কৈনু আমি।
বিষয়-বিষম- বিষ ভাল মানি
খাইছু হইয়া কামী॥

সেই বিষে মোরে জরিয়া মারিলে
বড়ই বিপাক হৈল।
জনমে জনমে এমন কতই
আত্ম-ঘাতী পাপ কৈল॥

সেই অপরাধে এ ভব-সাগরে
বান্ধিলে এ মায়া-জালে।
তোমা না ভজিয়া আপনা খাইয়া
আপনি ডুবেছি হেলে॥

আর কত কাল এ দুঃখ ভুঞ্জিব
ভোগ-দেহ নাহি যায়।
সহিতে নারিয়া কাতর হইয়া
নিবেদিছি তুয়া পায়॥

ও রাঙ্গা চরণ- পরশ কেবল
বিচারিয়া এই দায়।
উদ্ধার করিয়া লেহ দীন-বন্ধু
আপন চরণ-নায়॥

তোমার সেবন অমৃত-ভোজন
করাইয়া মোরে রাখ।
এ রাধামোহন খতে বিকাইল
দাস-গণনে লেখ ॥১২১॥৩০২৩॥

ইতি চতুর্থ-শাখায়াং ষট্‌ত্রিংশ-পল্লবঃ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় দীন-বন্ধু।
পতিত-পাবন জয় করুণার সিন্ধু ॥
জয় জয় পরম দয়াল নিত্যানন্দ।
জয় জয় সীতা-নাথ শান্তিপুর-চন্দ্র ॥
শ্রীবাস-শ্রীগদাধর আদি ভক্তবৃন্দ।
জয় জয় সবাকার চরণারবিন্দ ॥
এইবার করুণা কর গৌর-ভক্তগণ।
তোমা সবার শ্রীচরণ হউক প্রাণ-ধন ॥
যাঁহার স্মরণে হৈল গ্রন্থ-সংগ্রহ।
সে চরণ-ধূলি দেহ করি অনুগ্রহ ॥
দন্তে তৃণ ধরি পড়ি দণ্ডবৎ হৈয়া।
কর যুড়ি নিবেদিয়ে শুন মন দিয়া ॥
অদোষ-দরশী তোমরা গৌর-ভক্তগণ।
অপরাধ ক্ষমি শুন মোর নিবেদন ॥
আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন ॥
যাহার বিগ্রহে গৌর-প্রেমের বিলাস।
হেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ ॥

গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র-আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ-সংগ্রহ করিয়া।
তাঁহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূল-গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীত-কল্পতরু নাম কৈনু সার।
পূর্ব্বরাগাদিক্রমে চারি শাখা যার॥
প্রথম শাখার করি পল্লব গণনা।
শুন গৌর-ভক্ত-বৃন্দ করিয়া করুণা॥
প্রথম পল্লবে কৈলা মঙ্গলাচরণ।
সপ্তবিংশতি পদ তাহাতে ঘটন॥
দ্বিতীয়ে শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগ-বর্ণনা।
ষড়্‌বিংশতি পদ তাহে আছয়ে যোটনা॥
তৃতীয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বরাগ গাইল।
ত্রয়োদশ পদে তাহা সমাপন কৈল॥
চতুর্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ-বর্ণনা।
পঞ্চত্রিংশ পদ তাহে আছয়ে ঘটনা॥
পঞ্চম পল্লবে পূর্ব্বরাগ এক প্রকার।
বয়ঃসন্ধি-রূপ পঞ্চদশ পদ তার॥
ষষ্ঠে পূর্ব্বরাগ প্রকারান্তর গাইল।
পঞ্চদশ পদে তাহা সমাপন কৈল॥
সপ্তমে পূর্ব্বরাগ বিস্তার কিছু আছে।
ঊনষষ্টি পদ তাহা গাইয়াছি পাছে॥

অষ্টমে কৃষ্ণের পুন পূর্ব্বরাগ-গান।
চতুস্ত্রিংশ পদে তাহা কৈল সমাধান॥
নবমে সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগের রসোদগার।
সপ্তদশ পদ তাহে গাইয়াছি সার॥
সেই রস প্রকারান্তরে দশম একাদশে।
ছয় পদ আঠার পদ জানিবে বিশেষে॥
এই ত কহিল প্রথম শাখার গণন।
পূর্ব্বরাগ সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগ-বর্ণন॥
একাদশ পল্লব প্রথম শাখায় হইল।
দুই শত পঞ্চষষ্টি পদে সমাপিল॥

শুনহ বৈষ্ণব গোসাঞি করিয়া করুণা।
দ্বিতীয় শাখার করি পল্লব গণনা॥
প্রথমে রূপানুরাগ অভিসার মিলন।
একাদশ পদে তাহা কৈল সমাপন॥
দ্বিতীয়ে রূপানুরাগ বাসকসজ্জাদি।
একাদশ পদ তাহে মিলন অবধি॥
তৃতীয়ে রূপাভিসার মিলন গাইল।
ষোড়শ পদেতে তাহা সমাপন কৈল॥
চতুর্থ পল্লবে সে বসন্ত-কালোচিত।
বাসকসজ্জাদি একবিংশতি পদ গীত॥
পঞ্চমে বাসকসজ্জা শীত-কালোচিত।
সোহো৺ত ষোড়শ পদ মিলন সহিত॥

ষষ্ঠে বর্ষা-কালোচিত বাসকসজ্জাদি।
একাদশ পদ তাহে মিলন অবধি॥
সপ্তমে অভিসারাদি খণ্ডিতা পর্য্যন্ত।
সর্ব্ব-কালোচিত গান ছাব্বিশ পদে অন্ত॥
অষ্টম নবম আর দশম পল্লবে।
খণ্ডিতা বর্ণন ধীরা-মধ্যার স্বভাবে॥
দ্বাদশৈকাদশ আর সপ্ত পদ তায়।
ক্রমে সে গাইল তোমা সবার কৃপায়॥
একাদশে হয় অধীরা-মধ্যার কথন।
ত্রয়োদশ পদ তাহে খণ্ডিতা-বর্ণন॥
দ্বাদশেতে ধীরাধীরা-মধ্যার খণ্ডিতা।
একাদশ পদে সব গাইয়াছি তথা॥
ত্রয়োদশ পল্লবে গাই কলহান্তরিতা।
একোনবিংশতি পদ অপরূপ কথা॥
পুন প্রকারান্তরে সে কলহান্তরিতা।
চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ পল্লবে সে কথা॥
দ্বাদশ আর ত্রয়োদশ পদ আছে ক্রমে
মিলন পর্য্যন্ত সেই সব অনুপমে॥
ষোড়শে আর সপ্তদশে দুর্জ্জয় মান।
নয় পদে চল্লিশ পদে দুই সমাধান॥
অষ্টদশ পল্লব আর ঊনবিংশতিতে।
দ্বাদশ ত্রয়োদশ পদ মান বহুমতে॥
বিংশতি পল্লবে মান বিবিধ প্রকার।
পঞ্চবিংশতি পদ হয়ত তাহার॥

একবিংশতি পল্লবে পুন সেই মান।
একাদশ পদে সহেতু মান সমাধান॥
দ্বাবিংশতি পল্লবে নির্হেতু মান হয়।
প্রতিবিম্ব-দৃষ্টি-আদি তের পদ তায়॥
ত্রয়োবিংশে অকারণ মানের প্রকার।
নানামত ভেদ তাহে নয় পদ তার॥
চতুর্ব্বিংশে সংকীর্ণ-সম্ভোগ-রসোদ্গার।
দ্বিতীয় শাখার শেষ নয় পদ তার॥
চব্বিশ পল্লবে দ্বিতীয় শাখা সমাপিল।
তিন শত একান্ন পদ তাহে হৈল॥

শুন গৌর-ভক্তবৃন্দ করিয়া করুণা।
তৃতীয় শাখার করি পল্লব-গণনা॥
প্রথম সে স্বয়ংদৌত্য সম্ভোগ মিলন।
দশ পদ গান সেই অতি বিলক্ষণ॥
দ্বিতীয়ে অষ্টপদে পুন স্বয়ংদূতী-গান।
তৃতীয়ে ত স্বয়ংদূতীর বিবিধ বিধান॥
একাদশ পদ তৃতীয়ে চতুর্থে সে দশ।
স্বয়ংদূতী সম্পূর্ণ-সম্ভোগাখ্যান রস॥
মানাদিতে স্বয়ংদূতী সে এক প্রকার।
তাহা নহে এই হয়ে বড় চমৎকার॥
পঞ্চমে সে সম্ভোগান্তে রসালস-গান।
গৃহে আগমন অষ্ট পদে সমাধান॥

ষষ্ঠে রসোদগার হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অষ্ট প্রকরণে ঊনআশী পদ তার॥
সপ্তমে রসোদগার পরে শ্রীকুণ্ডে মিলন।
চারি পদ গান করি কৈল সমাপন॥
অষ্টমে সে অনুরাগে কুণ্ডেতে মিলন।
সপ্তদশ পদ সম্ভোগাদি প্রকরণ॥
নবমে প্রেম-বৈচিত্র্য হয়ে তৃতীয় প্রকার।
আশ্চর্য্য চরিত্র ত্রয়োদশ পদ তার॥
দশমৈকাদশে অনুরাগ বহু গাইল।
রূপ আক্ষেপ অভিসার স্থল তিন কৈল॥
আক্ষেপের নানা ভেদ মুখ্য নয় প্রকার।
এক শত যন্নবতি পদ হয়ে তার॥
দ্বাদশ পল্লবে হয় অভিসারানুরাগ।
দশ পদ সম্ভোগ পর্য্যন্ত সম ভাগ॥
ত্রয়োদশে অভিসারোৎকণ্ঠা আদি করি।
অভিসারে ছয় চল্লিশ পদ তাহে ধরি॥
চতুর্দ্দশে রূপোল্লাস সম্ভোগ মিলন।
চতুস্ত্রিংশ পদ তাহে করিল যোটন॥
পঞ্চদশে নিত্য রাস সর্ব্ব-কালোচিত।
ঊনত্রিংশ পদ তাহে মধুর সঙ্গীত॥
তারি মধ্যে বিপরীত-সম্ভোগ-বিস্তার।
ষোড়শ বিংশতি পদে তারি রসোদগার॥
এক নিবেদন শুন করি অবধান।
জন্ম-তিথি-পূজা-দিনে যে করিয়ে গান॥

অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের জন্ম-লীলা ।
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ যেমত কহিলা ॥
সপ্তদশ পল্লবে পঞ্চদশ পদে গাই ।
অষ্টাদশে নন্দোৎসব আনন্দ বধাই ॥
তারি মধ্যে একভাগে রাধিকার জন্মোৎসব ।
দশ চারি চৌদ্দ পদে গাইয়াছি সব ॥
মাতার বাৎসল্য আর কৃষ্ণের বাল্য-লীলা ।
শুনি পশু পাখী কান্দে গলি যায় শিলা ॥
সম্যক কি সাধ্য তার কোন কোন লীলা ।
প্রাচীন বৈষ্ণবগণ যেমত গাইলা ॥
তাহা শুনি কিছু কিছু যে হৈল সংগ্রহ ।
তাহা শুন ভক্তগণ করি অনুগ্রহ ॥
ঊনবিংশতি পল্লবে কৌমার-কালোচিত ।
মাতার বাৎসল্য সে বিংশতি পদ গীত ॥
বিংশতিতে বাৎসল্য আর গোষ্ঠাষ্টমী লীলা ।
বৎস-চারণাদি পঞ্চবিংশতি পদ হৈলা ॥
একবিংশতিতে আর দ্বাবিংশ পল্লবে ।
সখ্য বাৎসল্য গোষ্ঠ-গমন উৎসবে ॥
যজ্ঞপত্নী-অন্ন-ভোজনাদি নানা খেলা ।
ত্রিংশ আর ষড়্‌বিংশতি পদ তাহে হৈলা ॥
ত্রয়োবিংশে গোবর্দ্ধন-ধারণাদি লীলা ।
সাত চারি এগার পদ সংগ্রহ হইলা ॥
চতুর্বিংশে শরৎকালে মহারাস-লীলা ।
পঞ্চাশৎ পদ তাহে সংগ্রহ হইলা ।
বৈষ্ণব গোসাঞি কৃপা যেমত করিলা ॥

পঞ্চবিংশে দান-লীলা আর গোচারণ।
এক শত ছয় পদ সাত প্রকরণ॥
ষড়বিংশে রাধাকৃষ্ণের নৌকায় বিলাস।
অষ্টষষ্টি ষোড়শ পদে রসের উল্লাস॥
সপ্তবিংশে বসন্ত-লীলা বিস্তার বর্ণন।
শ্রীপঞ্চমী হোলি মধু-রাস-লীলাগণ॥
ফুল-দোল চৈত্রে মাধবী-লীলা আর।
এক শত একাদশ পদ হয়ে তার॥
অষ্টাবিংশে স্নান-যাত্রা অষ্ট পদ হয়।
উনত্রিংশে রথ-যাত্রা ছয় পদ তায়॥
ত্রিংশ পল্লবে বর্ষা-ঝুলন-বিহার।
একোনবিংশতি পদ হয় চমৎকার॥
একত্রিংশে অভিষেক তিন চারি প্রকার।
সপ্তদশ পদ তাহে গান সুবিস্তার॥
এইত কহিল তৃতীয় শাখার পল্লব।
তোমা সবার শ্রীচরণ-কৃপা-অনুভব॥
একত্রিংশ পল্লবে তৃতীয়-শাখা সমাপিল।
নয় শত পঞ্চ ষষ্টি পদ তাহে হৈল॥

কৃপা করি শুন সব গৌর-ভক্তগণ।
চতুর্থ শাখার করি পল্লব গণন॥

কালিয়-দমন-আদি নানান বিরহ ।
প্রথমে দ্বাদশ পদ করিল সংগ্রহ ॥
দ্বিতীয় পল্লবে গোষ্ঠ অক্রূরাগমন ।
দ্বাবিংশতি পদ ভাবি-বিরহ-বর্ণন ॥
তৃতীয় পল্লবে কৃষ্ণের মথুরাগমন ।
চতুর্দ্দশ পদ তাহে বিরহ ভবন্ ॥
চতুর্থে ভূত বিরহ শ্রীমতীর বিলাপ ।
ষোল পদে গাইয়াছি বিরহ-সন্তাপ ॥
পঞ্চমেতে অর্দ্ধ-বাহে প্রলাপ-বর্ণন ।
দ্বাদশ পদে তাহা কৈল সমাপন ॥
ষষ্ঠে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ স্বপ্নবৎ মিলন ।
পঞ্চ চল্লিশ পদ তাহে তিন প্রকরণ ॥
সপ্তমে স্বপ্নে সঙ্গ রসোদ্গার-কথন ।
চারি পদ গান সেই এক প্রকরণ ॥
অষ্টমে বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি করি ।
ঋতু-ভেদে বিরহ চোয়াল্ল পদ ধরি ॥
দ্বাদশ মাসের বিলাপ নবম পল্লবে ।
সপ্তআশী পদ তাহে করি অনুভবে ॥
দশম পল্লবে নানা বিরহ-বর্ণন ।
ত্রিংশ পদ হয় সেই চারি প্রকরণ ॥
চিন্তাদি-দশা-বর্ণন হয় একাদশে ।
সপ্তআশী পদ তাহে জানি যে বিশেষে ॥
দ্বাদশে পচিশ পদ ভাবোল্লাস মিলন ।
ত্রয়োদশে পঞ্চ তার রসোদ্গার-কথন ॥

চতুর্দ্দশে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-বিস্তার।
বিপরীত আদি উনবিংশতি পদ তার॥
সে সম্ভোগের রসোদ্গার ছয় পদ হয়।
পঞ্চদশ পল্লবে তাহা জানিহ নিশ্চয়॥
সমৃদ্ধিমান্ শ্রীজয়দেবের বসন্ত-বর্ণন।
বিরহোৎকণ্ঠাদি মান দুই প্রকরণ॥
পঞ্চত্রিংশ পদ তাহে ষোড়শ পল্লবে।
কৃপা করি শুন গৌর-ভক্তগণ সবে॥
তার পর গাইয়াছি গৌরচন্দ্র-লীলা।
প্রাচীন-মহান্তগণ যে সব বর্ণিলা॥
সপ্তদশ পল্লবে প্রভুর নৃত্যাদি-বর্ণন।
তাহাতে পঞ্চাশ পদ হয়ে বিলক্ষণ॥
অষ্টাদশ আর উনবিংশতি পল্লবে।
গৌরাঙ্গের রূপাদি-বর্ণনা নানা ভাবে॥
উনষষ্টি পদ আর ষোল পদ তায়।
রূপ-গুণ-ভাবাদি-বর্ণন নদীয়ায়॥
বিংশতিতে ঐশ্বর্য্য-মহিমা-আদি করি।
দুই প্রকরণে সে চৌত্রিশ পদ ধরি॥
একবিংশে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-করণ।
শান্তিপুর-আদি পুন নীলাদ্রি-গমন॥
নীলাচলে নৃত্য-গীত-কীর্ত্তনাদি ভাব।
মাতা ভক্তগণের নানা বিরহ-বিলাপ॥
প্রভু নিত্যানন্দের গৌড়-মণ্ডলাগমন।
নীলাচলে গেলা অদ্বৈতাদি ভক্তগণ॥

ছিয়াত্তর পদ তাহে করিল সংগ্রহ।
শুন শুন ভক্তগণ করি অনুগ্রহ॥
দ্বাবিংশ পল্লবে নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা।
অষ্টত্রিংশ পদ তাহে সংগ্রহ হইলা॥
ত্রয়োবিংশে নিত্যানন্দ চৈতন্যের গুণ।
ষোড়শ পদেতে তাহা আছয়ে বর্ণন॥
চতুর্ব্বিংশে অদ্বৈত প্রভুর কিছু গুণ।
গাইয়াছি পঞ্চপদ সংক্ষেপ-বর্ণন॥
পঞ্চবিংশে গৌর-ভক্তগণের কিছু লীলা।
দ্বাত্রিংশ পদ তাহে সংগ্রহ হইলা॥
ষড়্বিংশে বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
ইহা সবার গুণ কিছু আছয়ে প্রকাশ॥
দশ পদে সংক্ষেপ করিয়া সে গাইল।
সপ্তবিংশে দশাবতারে তের পদ হৈল॥
অষ্টাবিংশে কৃষ্ণচন্দ্রের রূপের বর্ণন।
পঞ্চাশ পদ তাহে করিল গায়ন॥
ঊনত্রিংশে শ্রীরাধিকার রূপ যে গাইল।
ষোলপদ গান তাহে সংগ্রহ হইল॥
ত্রিংশ পল্লবে অষ্টকালীয় বর্ণন।
দুইশত তেহাত্তোরি পদ সাত প্রকরণ॥
একত্রিংশে পুন অষ্টকালী নিত্য লীলা।
একানব্বই পদ তাহে সংগ্রহ হইলা॥
দ্বাত্রিংশে সেই লীলা সংক্ষেপ-বর্ণন।
একোনসপ্ততি পদ দুই প্রকরণ॥

সেই নিত্য-লীলা পুন অত্যন্ত সংক্ষেপে।
এক পঞ্চাশ পদ ত্রয়স্ত্রিংশ পল্লবে॥
চতুস্ত্রিংশ পল্লবে হয় নাম-সংকীর্ত্তন।
একবিংশতি পদ প্রাচীন-বর্ণন॥
পঞ্চত্রিংশে নিজাভীষ্ট-বিয়োগে বিলাপ।
ছয় পদ গান ভক্তগণের সন্তাপ॥
ষট্‌ত্রিংশে সংপ্রার্থনা দৈন্য-বোধিকা।
লালসাময়ী আদি হৈল সমাধিকা॥
তারি মধ্যে সমাপ্তিতে বৈষ্ণব গোসাঞি।
একশত অষ্টাদশ পদ তাহে গাই॥
এইত কহিল চতুর্থ শাখার গণন।
ষট্‌ত্রিংশ পল্লব তাহে হইল ঘটন॥
ষট্‌ত্রিংশ পল্লবে চতুর্থ শাখা সমাধান।
এক সহস্র পঞ্চাশত বিংশতি পদ গান॥
চতুর্থ শাখাতে গ্রন্থ সংপূর্ণ হইল।
সংগ্রহ করিয়া পদ যতেক পাইল॥
এই গীত-কল্পতরু তোমা সবাকার।
কৃপা মতে সংগ্রহ করিনু মুঞি ছার॥

একাদশ পল্লব হয় প্রথম শাখাতে।
পূর্ব্বরাগ সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ লীলা তাতে॥
দ্বিতীয় শাখাতে চতুর্বিংশতি পল্লব।
মান আদি সংকীর্ণ-সম্ভোগ লীলা সব॥

একত্রিংশ পল্লব হয় তৃতীয় শাখাতে।
সংপূর্ণ সম্ভোগ আদি নানা রস তাতে ॥
ষট্‌ত্রিংশ পল্লব হয় চতুর্থ শাখায়।
প্রবাসাদি সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ তাহায় ॥
এক শত দ্বিতীয় পল্লবে চারি শাখা।
তিন সহস্র এক শত এক পদে লেখা ॥
যত পদ তত পত্র পল্লবে জানিবে।
নানা ছন্দ নানা বর্ণ বৃক্ষোপরি শোভে ॥
পুষ্প ভাব-ফল প্রেম-বৃক্ষে আছে ভরি।
শ্রবণ-কীর্ত্তনে ভক্তগণ খায় পাড়ি ॥
যত পাড়ি খায় তত বাড়য়ে অপার।
ক্ষণে ক্ষণে স্বাদু নিত্য নূতন বিস্তার ॥
এই কল্পতরু ভক্তগণে দিনু ভেট।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারে খাই ভর পেট ॥
ওহে গৌর-ভক্তবৃন্দ এই করি আশ।
তোমা সবার ভুক্ত-শেষ মোর হউ গ্রাস ॥
তোমা সবার শ্রীচরণ বিনে নাহি গতি।
এই লাগি পুন পুন করিয়ে মিনতি ॥
দন্তে তৃণ ধরি প্রভু করিয়ে প্রার্থনা।
নিজ সঙ্গে রাখ করি অপরাধ মার্জ্জনা ॥
জয় জয় প্রভু মোর বৈষ্ণব গোসাঞি।
জীবনে মরণে মোর আর গতি নাই ॥
জয় জয় অদোষ-দরশী ভক্তবৃন্দ।
অধম জনেরে দেহ চরণারবিন্দ ॥

আরে মোর আরে মোর বৈষ্ণব ঠাকুর।
কৃপা করি কর তোমার উচ্ছিষ্টের কুকুর॥
জীবনে মরণে করি শ্রীচরণ-আশ।
দন্তে তৃণ ধরি কহে এ বৈষ্ণব দাস॥

ইতি শ্রীশ্রীপদ-কল্পতরু-গ্রন্থস্য অনুবাদ-প্রকরণং সংপূর্ণং।

ইতি সমাপ্তোঽয়ং শ্রীশ্রীপদ-কল্পতরু-গ্রন্থঃ।